

তাকসীরে উসমানী

প্রথম খণ্ড

৷

মাওলানা মাহমুদুল হাসান (ব)

মাওলানা শাকীর আহমদ উসমানী (ব)

তাহসীলে উসমানী

CUL/INV/07

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.)
শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাকীর আহমদ উসমানী (র.)

মাওলানা আ. ব. ম. সাইয়ুজ ইসলাম



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

250hc/cold 5622122

তায়সীরে উসমানী
প্রথম খণ্ড

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.)
শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.)

অনুবাদ : মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

প্রকাশকাল

আষাঢ় : ১৪০৩

সফর : ১৪১৭

জুন : ১৯৯৬

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৩৮

ইফাবা প্রকাশনা : ১৮৫১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭

ISBN : ৯৮৪-০৬-০৩৩০-২

প্রকাশক

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০।

	BY	DATE
ACCESSIONED		
CHECKED		
CATALOGUED		
TYPED		
COMPARED		

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ

তাওয়াক্কাল প্রেস, ৯/১০, নন্দলাল দত্ত লেন

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০।

বাঁধাই

আল-আমীন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস

৮৫, শরৎ গুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : নাসরীন মুস্তাফা

মূল্য : ২০০.০০ (দুইশত) টাকা মাত্র।

নিঃ
২২.৫.৮২
শামা নজি
৫৮২

TAFSIR-E USMANEE SHARIF (1st Volume) (Commentary on the Holy Qur'an) : by Shaikhul Hind Hazrat Maulana Mahmudul Hasan (Rh.) and Shaikhul Islam Hazrat Maulana Shabbir Ahmad Usmanee (Rh.) in Urdu, translated by Maulana A. B. M Saiful Islam into Bangla and Published by Director, Translation and Compilation Dept, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka - 1000.

June-1996.

Price Tk. 200.00

U. S. Dollar : 20.00

মহাপরিচালকের কথা

আল-কুরআন আল্লাহ্ রাক্বুল 'আলামীনের পাক কালাম। বিশ্ব-মানবের পথ-নির্দেশনার জন্য মহানবী (সা.)-এর উপর নাযিল হয় সৃষ্টিকর্তার এই শাস্বত বাণী। মহানবী (সা.) সেই আসমানী দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্বমানবকে আহ্বান করেছেন সত্য-সুন্দর কল্যাণ এবং ইহকাল ও পরকালের সার্বিক সাফল্যের পথে।

এটি সত্য কথা যে, পবিত্র কুরআনের বাণী এবং বর্ণনাভংগী বহু ক্ষেত্রেই অনুপম ব্যঞ্জনা, ইংগিতময়তা ও রূপকে আচ্ছাদিত। বস্তুত এই বৈশিষ্ট্যটি পবিত্র কুরআনের অনন্য মু'জিয়ারই পরিচায়ক। এই ব্যঞ্জনাধর্মিতা তথা সাংকেতিক আবহের কারণেই পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্মবাণী পুরোপুরি অনুধাবন ও সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ংগম করা অনেক সময় আমাদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে। আর এ সমস্যা মুকাবিলার জন্যই উদ্ভব হয় আল-কুরআনের তাফসীর চর্চার। বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে কুরআনুল করীমের প্রগাঢ় ভাব-ব্যঞ্জনা, অন্তর্নিহিত মর্মবাণী সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলা হয় তাফসীরের মাধ্যমে। স্বভাবতঃই, মানব-কল্যাণে এ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অপরিসীম।

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম করুণায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পবিত্র কুরআন বাংলায় তরজমা ও তা' প্রকাশের কাজ বহুপূর্বেই সম্পন্ন করেছে। ইতিমধ্যে বেশক'টি খ্যাতনামা তাফসীর গ্রন্থও বাংলায় তরজমা ও প্রকাশের ব্যবস্থা সাধিত হয়েছে। জগত-বরেণ্য মনীষী ও ইসলামী চিন্তাবিদদের চিন্তা-চেতনা ও প্রজ্ঞা-বৈচিত্র্যের সংগে সম্যক পরিচয়-পরিচিতির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কালাম যথাযথভাবে হৃদয়ংগম করার লক্ষ্যেই একাধিক বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তরজমা ও প্রকাশের পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি।

এ ধারানুক্রমেই তাফসীরে উসমানী শীর্ষক বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের বংগানুবাদ প্রকাশিত হল। দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান(র.)-সূচিত এই মুবারক গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র হযরত মাওলানা শাক্বীর আহমদ উসমানী (র.)। এই কিতাবটি উর্দু ভাষায় প্রণীত অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর তাফসীর - গ্রন্থের সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে। আমরা আশা করি, এই তাফসীর গ্রন্থটির বংগানুবাদ বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ও কুরআন -অনুসন্ধিৎসুদের প্রভূতরূপে উপকৃত করবে।

রহমানুর রহীম, তাঁর সীমাহীন রহমতে আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া জানাই এজন্য যে, বহু-প্রত্যাশিত মশহুর তাফসীর গ্রন্থ ‘তাফসীরে উসমানীর’ বাংলা তরজমা প্রকাশের তাওফীক তিনি আমাদের দিয়েছেন। এই তাফসীর-গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ শুরু করেছিলেন উপ-মহাদেশের ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দ-এর মুহতারাম শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.)। তিনি পুরো কুরআন শরীফের উর্দু তরজমা এবং চার পারা পর্যন্ত তাফসীর সম্পন্ন করার পর ইত্তিকাল করেন (১৯২০ খৃঃ)। তাঁর ইত্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য ছাত্র শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাক্বীর আহমদ উসমানী (র.) অসমাপ্ত কাজ অত্যন্ত যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সংগে সম্পন্ন করেন। তাঁর নামানুসারেই তাফসীর-গ্রন্থটি ‘তাফসীরে উসমানী’ নামে পরিচিত।

প্রসংগত একটি কথা বলা প্রয়োজন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বেশ ক’খানা তাফসীর-গ্রন্থ বাংলায় তরজমা ও প্রকাশ করেছে। আরও কয়েকটি প্রকাশের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তাফসীর-গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটানোর কারণ হলো, বিষয়বস্তু ও আলোচনা-উৎস এক হলেও এ-সব তাফসীরের মাধ্যমে ইসলামী শাস্ত্রে দিকপাল পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনীষা-বৈচিত্র্যের সংগে গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরী করে দেওয়া। বিভিন্ন মনীষীর জ্ঞান ও মেধা এত সুগভীর ও বহুধাবিস্তৃত যে, এ-সব তাফসীর-গ্রন্থের সমন্বিত অধ্যয়ন ও অনুশীলন বাংলা ভাষায় তাফসীর-চর্চার দিগন্তকে সুপ্রসারিত করবে ইনশাআল্লাহ্। দুই মশহুর মনীষীর প্রতিভার স্পর্শধন্য ‘তাফসীরে উসমানী’ একটি প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ্য তাফসীর গ্রন্থ। এই কিতাব প্রণয়নকালে লেখকদ্বয় প্রখ্যাত আলিমে দীন শাহ আবদুল কাদির মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)-এর বহুল পঠিত ও সমাদৃত তাফসীর-গ্রন্থ ‘তাফসীরে মুযিহুল কুরআন’-এর অনুসরণ করেছেন। আমরা আশা করি, এ মূল্যবান কিতাবের বাংলা তরজমা বাংলা ভাষাভাষী পাঠক, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের প্রভূত সহায়তা করবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মূল কিতাবের মধ্যে কোনো বিষয়-শিরোনাম নেই। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের এই মূল্যবান কিতাবের বিষয়বস্তু ও মর্মবাণী সহজে হৃদয়ংগম করার সুবিধার্থে আমরা অনুবাদে বিষয়-শিরোনাম সংযোজন করার স্বাধীনতাটুকু গ্রহণ করেছি।

মহান আল্লাহ্ রাক্বুল ‘আলামীন তাঁর অপার করুণায় এই কিতাবের সাহায্যে পবিত্র কুরআনকে আরও ভালোভাবে বুঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন, আমাদের সকলকে ‘সীরাতাল মুস্তাকীমে’ চলার সামর্থ্য নসীব করুন। আমীন! ইয়া রাক্বাল আলামীন!

মুহাম্মদ লুতফুল হক
পরিচালক

অনুবাদকের কথা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম ।

তাফসীর পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি নাযিলকৃত কুরআন মজীদে বহু আয়াত সংক্ষিপ্ত আকারে নাযিল হয়েছে । ইশারা-ইংগিতে বহু বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে । প্রাচীন যুগে সংঘটিত হয়েছে, এমন ঘটনাবলী এতে বর্ণিত হয়েছে অতি সংক্ষেপে । আবার ভবিষ্যতে সংঘটিতে হবে, এমন বিষয়ের প্রতিও ইংগিত করা হয়েছে কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবধারায় । এজন্যই কেবল আরবী ভাষা আয়ত্ত্ব করে কুরআন বুঝা সম্ভব নয় । কুরআন বুঝার জন্য সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র খিদমতে অবস্থান করতেন । তাঁকে প্রশ্ন করে বিভিন্ন জটিল ও অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জেনে নিতেন । এই ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ তথা তাফসীর বিষয়ে সাহাবাগণের মধ্যে সর্বাধিক অভিজ্ঞ ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবা (রা.) ।

সাহাবায়ে কিরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুসরণ করে যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মজীদে তাফসীর প্রণয়ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে । আরবী এবং উর্দু ভাষাতেই বেশী তাফসীর প্রণয়ন করা হয়েছে বিধায় আমাদের দেশে সাধারণত এই উভয় ভাষায় লিখিত তাফসীরই অনুদিত হয়ে আসছে । আমার অনুদিত এ তাফসীরখানি উর্দু ভাষায় লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত তাফসীরগ্রন্থ । শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) সম্পূর্ণ কুরআন মজীদে তরজমার কাজ শেষ করে প্রথম চার পারার কিছু বেশি অংশের তাফসীর ও টীকা-টিপ্পনী সংযোজনের কাজ শেষ করেন । এরপর তিনি ইত্তিকাল করায়, তাঁর সুযোগ্য ছাত্র শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) প্রিয় উস্তাদের অসমাপ্ত কাজটি উস্তাদেরই ভাবধারার অনুসরণে সমাপ্তির পথে নিয়ে যান ।

এই তাফসীরের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবনে সামান্য পরিমাণে সমর্থ হলেও আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করব । সবশেষে বলা আবশ্যিক যে, সুনাম বা মুনাফা লাভের জন্য নয়; বরং শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে তাফসীরখানির অনুবাদে হাত দিয়েছি । আর সে উদ্দেশ্যেই এ কিতাব বাবদ প্রাপ্য রয়্যালিটি খাদিজাতুল কুবরা সোসাইটির নামে ওয়াক্ফ করে দেওয়ার মনস্থ করেছি । আল্লাহ এ দান কবুল করুন । আমীন !

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.)

উপ-মহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আধ্যাত্মিক ও সংগ্রামী আলিম হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) ১৮৫১ সালে ভারতের বেরিলী শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা জুলফিকার আলী মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতাবী-এর সাথে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দেওবন্দের সাত্তা মসজিদের ডালিম গাছের নীচে দারুল উলুম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ সালে। মাওলানা মাহমুদুল হাসানই উক্ত মাদ্রাসার প্রথম ছাত্র এবং মাওলানা মোল্লা মাহমুদ ছিলেন উক্ত মাদ্রাসার প্রথম শিক্ষক। মাওলানা ইয়াকুব নানুতাবী, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতাবী ও স্বীয় পিতা মাওলানা মুহাম্মদ জুলফিকার আলীর নিকট তিনি হাদীস-তাকসীর ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ও শায়খুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন। সুদীর্ঘ ৪০ বছর তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায় ইলমে হাদীস শিক্ষাদান করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের অসংখ্য ছাত্র তাঁর কাছে সিহাহ্ সিভাহ্‌সহ বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করতেন। তাঁর অগণিত ছাত্রদের মধ্যে হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী খানবী, শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনী, মাওলানা মুফতী কিফায়েতুল্লাহ, আব্বাস আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিক্কী, মাওলানা ইজাজ আলী (র.) প্রমুখ ইলমী আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় ভাস্বর হয়ে আছেন।

হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান জাহিরী ইলমের সাথে বাতিনী ইলমেও কামিল ছিলেন। ছোট বেলায় তিনি এ দেশের উপর ইংরেজদের লোমহর্ষক অত্যাচার অবলোকন করেছিলেন। ইংরেজরা একদিকে ভারতীয় মুসলমানদের উপর কঠোর নির্যাতন চালাচ্ছিল, অন্যদিকে তুরস্কের ইসলামী খিলাফত ধ্বংসের চক্রান্ত করছিল। এই অত্যাচার ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে মাওলানা মাহমুদুল হাসান গোপনে সাংগঠনিক তৎপরতা আরম্ভ করেন। তুরস্কের সাহায্যার্থে চাঁদা সংগ্রহের জন্য তিনি সেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। এজন্যে দেওবন্দ মাদ্রাসা সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করে তিনি ছাত্র-শিক্ষকদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিভিন্ন গোপন কেন্দ্র হতে স্বাধীনতা যুদ্ধে জোর তৎপরতা চালান। কাবুলের সমর্থন লাভের জন্য তিনি শিষ্য উবায়দুল্লাহ সিক্কীকে তথায় প্রেরণ করেন। তুরস্কের সমর্থন লাভের জন্য তিনি নিজে হিজায় গমন করে সেখানকার গভর্নর গালিব পাশা ও মদীনা শরীফে আগত তুরস্কের জাতীয় নেতা আনোয়ার পাশার সাথে সাক্ষাৎ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁদের সর্বপ্রকার সমর্থনের আশ্বাস লাভ করেন। তবে মক্কার গভর্নর শরীফ হুসাইন তুর্কি খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইংরেজদের সাথে আঁতাত করে, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনীসহ কাফেলার অন্যান্যদের গ্রেফতার করে ভারতে পাঠিয়ে দেন।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁরা গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত— এই অজুহাতে তাঁদেরকে মাল্টায় কারাবন্দী করা হয়। তিন বছরের অধিককাল তাঁরা মাল্টায় বন্দী জীবন যাপন করেন। মাল্টায় বন্দী জীবনে শায়খুল হিন্দের শরীর ভেংগে পড়ে। অবশেষে ১৯২০ সালে তিনি নিজগৃহে ইত্তিকাল করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষকতা ও রাজনৈতিক জীবনের ব্যস্ততা সত্ত্বেও শায়খুল হিন্দ কুরআন মজীদে তরজমা প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। ‘ইংরেজ খেদাও’ আন্দোলনের পুরোধা নেতা শায়খুল হিন্দ তাঁর ব্যস্ত জীবনে তরজমার কাজ সম্পন্ন করতে পারেন নি। এই মহৎ কাজ আঞ্জাম দেয়ায় তাঁর সৌভাগ্য তখন আসে, যখন রাজনৈতিক কারণে তাঁকে মাল্টায় বন্দী জীবন যাপন করতে হয়। বন্দী জীবনে তিনি কুরআন মজীদে তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। পরে মুক্তি পেয়ে তিনি এতে জটিল শব্দের টীকা-টিপ্পনী ও প্রয়োজনীয় স্থানে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংযুক্ত করার কাজে মনোনিবেশ করেন। এভাবে কুরআন মজীদে এক মনযীল সমাপ্ত করার পর তিনি ইত্তিকাল করেন।

মাওলানা শাক্বীর আহমদ উসমানী (র .)

মাওলানা শাক্বীর আহমদ উসমানী (র .) ১৩০১ হিজরী সালে ভারতের বেজনুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মুহাম্মদ ফয়লুল্লাহ। হযরত উসমান (রা.) এর বংশধর বলে তাঁকে উসমানী বলা হয়। বিভিন্ন দ্বীনি মাদ্রাসায় লেখা-পড়া করার পর তিনি সিহাহ সিভাহুর উপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য উপ-মহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে ইলমে হাদীসে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে সেখানেই তিনি হাদীসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর ওফাতের পর তিনি দেওবন্দের শায়খুল হাদীস মনোনীত হন। পরে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামীমের পদও অলংকৃত করেন।

উস্তাদ শায়খুল হিন্দের ন্যায় তিনিও ছিলেন একজন সংগ্রামী নেতা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মিঃ জিন্নাহর অনুরোধে তিনি পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। মাওলানা উসমানী সর্ব বিষয়ে প্রিয় উস্তাদ শায়খুল হিন্দকে অনুসরণ করতেন। যেহেতু শায়খুল হিন্দ কুরআন মজীদে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার কাজ শেষ করে যেতে পারেন নি তাই তাঁর ইত্তিকালের পর তাঁর স্নেহাম্পদ সুযোগ্য ছাত্র মাওলানা শাক্বীর আহমদ উসমানী প্রিয় উস্তাদের আরদ্ধ কাজকে উস্তাদেরই অনুকরণে সমাপ্তির পথে নিয়ে যান। এজন্য কিতাবখানি ‘তায়ফসীরে উসমানী’ নামে সমধিক খ্যাত। ১৩৬৫ হিজরী সালে ৬৪ বছর বয়সে তিনি ইত্তিকাল করেন।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই

সূচীপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

সূরা ফাতিহা

হাম্দ্ কার জন্য প্রযোজ্য	৫
'আল্‌ম' শব্দের ব্যাখ্যা	৫
কর্মফল দিবসের মালিক	৫
সাহায্য চাওয়ার মর্ম	৫
সরল পথ প্রদর্শনের প্রার্থনা	৬
সূরা ফাতিহার সারকথা	৬
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৬

সূরা বাকার

'الم' -এর ব্যাখ্যা	৯
'رَبِّ' এর ব্যাখ্যা.....	৯
এই গ্রন্থ থেকে হিদায়াত পাবে যারা	৯
'غَيْب' বলতে কি বুঝানো হয়েছে	১০
সকল ইবাদত-আনুগত্য তিন ভাগে বিভক্ত	১০
মু'মিনগণের সফলতা	১০
ঈমান আনবে না কারা	১০
কাফিরদের অন্তর, কান ও চোখে মোহর-এর মর্ম	১১
মুনাফিকরা মূলত নিজেদেরকেই প্রতারিত করে	১১
কি ভাবে মুনাফিকদের অন্তর্জ্বালা বর্ধিত হবে	১২
মুনাফিকদের ঈমানের দাবী ছিল মিথ্যে	১২
যুগে যুগে মুনাফিক ও দুনিয়া পূজারীদের কর্মকাণ্ড	১২
মুনাফিকরা কখনো শান্তিপ্রিয় নয়; কিন্তু এ কথা তারা বুঝে না	১৩
মুনাফিকরা সর্বকালেই মুসলিমগণকে নির্বোধ বলে থাকে	১৩
মুনাফিকরাই বাস্তবিকপক্ষে নির্বোধ	১৪
মুসলিমগণের সাথে মুনাফিকদের আচরণ	১৫
মহান আল্লাহর উপহাসের মর্মকথা	১৫
সত্যপথ বিমুখ হলে মানুষের অবস্থা কেমন হয়	১৫
নিজেদের ইচ্ছা ও ফয়সালা শক্তির সঠিক ব্যবহার না করে নিজেরাই গোমরাহী খরিদ করেছে	১৬
মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত	১৬
মুনাফিকদের বধির, মূক ও অন্ধ বলার কারণ	১৭

মুনাফিকদের আরেকটি দৃষ্টান্ত	১৭
মহান আল্লাহর জ্ঞান ও শক্তি অসীম	১৮
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৯
মহান আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা চরম মূর্খতা	১৯
পবিত্র কুরআন সম্পর্কে মহান আল্লাহর চ্যালেঞ্জ	১৯
পবিত্র কুরআন মানব মস্তিষ্কের ফসল নয়	২০
অবাধ্য কাফিরদের জন্য পরকালীন শাস্তির ব্যবস্থাপনা	২০
জান্নাতের ফলফলাদি দুনিয়ার ফলফলাদির সাদৃশ্য হলেও স্বাদে হবে ভিন্নতর	২১
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২১
কাফিরদের অযৌক্তিক আপত্তির জবাব	২১
মহান আল্লাহর সকল দৃষ্টান্ত হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করণের জন্য	২২
‘দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে’ এর মর্ম	২৩
হিসাব-নিকাশের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে আনয়ন	২৩
আদম সৃষ্টির প্রসংগ	২৪
আদম সৃষ্টিতে ফিরিশ্তাগণের আপত্তির রহস্য	২৪
আদমের শ্রেষ্ঠত্ব	২৫
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২৬
পৃথিবীর খিলাফত, আদমকে সিজ্দা ও ইবলীসের পরিণতি	২৭
মানব জাতির সাথে শয়তানের শত্রুতার সূত্রপাত	২৮
পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী বসবাস	২৮
দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আবাস	২৯
আদমের তাওবা কবুল হলো	২৯
মানব জাতির আবাসস্থল দুনিয়া	২৯
‘খাউফ’ ও ‘হুয়ন’ এর ব্যাখ্যা	২৯
বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর নি‘আমতসমূহ	৩১
বনী ইসরাঈলের কৃত অঙ্গীকার সমূহ	৩১
তাওরাতের শিক্ষা	৩২
ইয়াহুদী পণ্ডিতগণের দু‘মুখী চরিত্র	৩৩
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আহলে কিতাব পণ্ডিতদের ঈমান না আনার কারণ...	৩৩
তাকওয়া ও ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জনের সহজ উপায়	৩৪
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৫
ইয়াহুদীদের আবাধ্যতা ও ভ্রান্ত ধারণা	৩৫
ফিরাউনের জঘন্য মনোবৃত্তি	৩৫
বনী ইসরাঈলের উদ্ধার ও ফিরাউনের বিনাশ	৩৬
মূসা (আ.)-এর তাওরাত প্রাপ্তি ও তাঁর অনুসারীদের অবস্থা	৩৬
বাহুর পূজারীদের শাস্তি	৩৭

মূসা (আ.)-এর অনুসারীদের অযৌক্তিক দাবী ও তার পরিণতি	৩৮
বনী ইসরাঈলকে মান্না ও সালওয়া প্রদান	৩৯
বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা	৩৯
হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিয়া	৪০
ইয়াহুদীদের প্রতি আল্লাহর গযব	৪২
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৩
ইয়াহুদীদের অধঃপতন ও প্রায়শ্চিত্ত	৪৩
বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা ও হঠকারিতা	৪৪
নিহত ব্যক্তির হত্যার উদ্ঘাটনের জন্য গরু যবেহের আদেশ	৪৫
হত্যা রহস্য উদ্ঘাটন	৪৭
নিহত ব্যক্তি জীবিত হল	৪৭
পুনরুত্থান সত্য হওয়ার প্রমাণ	৪৭
বনী ইসরাঈলের অন্তরের অবস্থা	৪৮
বনী ইসরাঈলের হঠকারিতা	৪৮
ভণ্ড ইয়াহুদীদের কাণ্ড	৪৯
ইয়াহুদীদের মিথ্যা আশা	৪৯
ইয়াহুদীদের কর্তৃক তাওরাত পরিবর্তন	৫০
নবী যুগে মদীনায়ে ইয়াহুদীদের অবস্থা	৫২
হযরত ঈসা (আ.)-এর কতেক মু'জিয়া	৫৩
ইয়াহুদীরা ঠকবাজ ও মিথ্যাবাদী	৫৪
ইয়াহুদীরা কেন অভিশপ্ত হল	৫৪
আল্লাহর শাস্তির দু'টি দিক	৫৫
নবীগণের প্রতি ইয়াহুদীদের ঈমান আনার দাবী মিথ্যা	৫৬
ইয়াহুদীরা মুখপোড়া জাতি	৫৬
তাওরাতের প্রতি ইয়াহুদীদের আচরণ	৫৭
ফিরিশ্তাগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরা আল্লাহর দুশমন	৫৮
যাদু কি ভাবে এল এবং তার অসারতা	৬১
নবী করীম (সা.)-এর সাথে ইয়াহুদীদের ধৃষ্টতা	৬১
বিধান প্রদান ও রহিতকরণ আল্লাহর ইখতিয়ার	৬২
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৬৫
বিধর্মীরা ব্যতীত কেউ আল্লাহর কিতাব, তাঁর গ্রন্থ ও মসজিদ ধ্বংস করেত পারে না	৬৬
কিব্লা সম্পর্কে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা দ্বিধা বিভক্ত	৬৭
সত্য নিয়ে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের কোন মাথা ব্যথা নেই	৬৯
ইয়াহুদীদের মধ্যে কিছু লোক ন্যায়নিষ্ঠও ছিল	৬৯

হযরত ইব্রাহীমের পরীক্ষার বিষয়াবলী	৭০
বিশ্ব নেতৃত্ব মুসলিমদের	৭০
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৭১
মাকামে ইব্রাহীম	৭২
মুসলিম না হয়ে মরার পরিণতি ভয়াবহ	৭৫
নবীগণের প্রতি মিথ্যারোপ ইয়াহুদী জাতির জঘন্য মনোবৃত্তি	৭৫
ইসলামই ইব্রাহীমী ধর্মাদর্শ	৭৬
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৭৬
ইসলাম গ্রহণই প্রকৃতপক্ষে পবিত্র হওয়ার উপায়	৭৭
পিতৃ-পুরুষের দোহাই নিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না	৭৯
কিব্লা পরিবর্তনে অমুসলিমদের আপত্তি	৭৯
কিব্লা পরিবর্তনের তাৎপর্য	৮০
মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব	৮১
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৮১
কিব্লা পরিবর্তনের কারণ	৮৪
সর্বাবস্থায় কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়া ফরয	৮৬
আহলে কিতাব কিব্লা পরিবর্তন মানতে পারল না কেন?	৮৬
আহলে কিতাব কিব্লা পরিবর্তনের বিষয়টি জেনে শুনেও মানল না	৮৮
কিব্লা নিয়ে বিতর্ক অর্থহীন	৮৮
কিব্লা পরিবর্তনের বিষয়টি বারবার উল্লেখের তাৎপর্য	৮৯
কিব্লা পরিবর্তন ছিল মহাপরীক্ষা	৯০
আল্লাহর নি'আমতের শুকরিয়া জ্ঞাপন	৯১
মহান আল্লাহর স্মরণ, কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও অবাধ্যতা পরিহার করা কর্তব্য	৯১
সাফা ও মারওয়ার মহাত্ম্য	৯৩
সত্য গোপন করা মহাপাপ	৯৪
মা'বুদ একজনই এতে বিভাজন নেই	৯৫
আল্লাহ কুদ্রত, হিক্মাত, সৃষ্টি কুশলতা এবং একত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন	৯৬
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৯৬
মু'মিনগণ আল্লাহকেই বেশী ভালবাসেন	৯৭
বাতিল সম্পর্ক আখিরাতে কাজে আসবে না	৯৮
মুশরিকদের অনুতাপ পরকালে আরো বৃদ্ধি পাবে	৯৮
হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানানোই শয়তানের অনুসরণ	৯৯
ইসলাম গ্রহণ না করাই হলো বধির, মূক ও অন্ধ হওয়া	১০০
আল্লাহর বান্দা হওয়া মানই হলো তাঁর আদেশ মান্য করা	১০১
যে সব জন্তু খাওয়া হারাম	১০১

বিষয়	পৃষ্ঠা
শুক্র হারাম হওয়ার রহস্য	১০২
'আল্লাহ ব্যতীত অপরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত'-এর মর্ম	১০২
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১০৩
নিরুপায় হয়ে হারাম খাদ্য গ্রহণ করা যেতে পারে	১০৪
নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আসমানী কিতাবের বিধান গোপন করা ও পরিবর্তন করার পরিণতি	১০৫
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১০৬
নিজের চেহারা পূর্ব বা পশ্চিমে ঘোরানোতেই মুক্তি নেই	১০৮
কিসে মুক্তি আসবে	১০৮
কিসাসের বিধান	১০৯
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১০৯
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১১১
কিসাস জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে	১১২
অসিয়তের বিধান	১১২
সিয়ামের বিধান	১১৪
সিয়াম সাধনার ফযীলত	১১৪
রোযা পালনে অক্ষম লোকদের জন্য অবকাশ	১১৫
রামাযানেই আসমানী গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ	১১৬
যাদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে	১১৭
শরয়ী ওয়রের কারণে রোযা পালনে অক্ষম হলে পরবর্তীতে তা পালন করতে হবে	১১৭
রামাযান মাসে স্ত্রীগমন সম্পর্কীয় বিধান	১১৮
চাঁদের হ্রাস ও বৃদ্ধি	১২১
চাঁদ সময় নির্ধারক	১২১
ভিত্তিহীন রুসুম পরিত্যাগ	১২১
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১২১
ইসলামের যুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক	১২২
যুদ্ধকালে সীমালংঘন করা যাবে না	১২৩
কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কতক্ষণ চলবে?	১২৪
হজ্জ ও উমরা পালনে বাধাপ্রাপ্ত হলে	১২৬
হজ্জ-এ কুরবানীর বিধান	১২৭
হজ্জের মাসসমূহ	১২৮
সামর্থানুযায়ী হজ্জের পাথেয় সঙ্গে নিতে হবে	১২৮
হজ্জের সফরে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যেতে পারে	১২৮
মাশ'আরুল হারাম	১২৯
"أَيَّامٌ مَّعْدُودَاتٌ" বলতে কি বুঝায়?	১৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা
সর্বদাই আল্লাহকে ভয় করতে হবে	১৩১
মুনাফিকদের অবস্থা	১৩২
নিষ্ঠাবান পূর্ণাঙ্গ মু'মিনের পরিচয়	১৩২
'সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করার' মর্ম	১৩৩
আল্লাহু পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়	১৩৪
আল্লাহুর নির্দেশাবলী পরিবর্তনের শাস্তি কঠোর	১৩৫
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৩৫
'তারা মু'মিনদেরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে' এর মর্ম	১৩৫
ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান আল্লাহুরই দান	১৩৬
মহান আল্লাহু তাদেরকেই সরল পথ দেখান যারা তা অব্বেষণ করে	১৩৬
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৩৭
মু'মিনগণকে আল্লাহুর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে এবং ধৈর্য্যধারণ করতে হবে	১৩৮
মু'মিনগণ তাদের সম্পদ কোথায় ব্যয় করবে	১৩৯
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৩৯
কল্যাণ ও অকল্যাণের জ্ঞান আল্লাহুরই	১৪১
গুরুতর পাপসমূহ	১৪১
ইসলামের বিরোধিতা, দীন গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক ও সন্ত্রাস সৃষ্টি জঘন্যতম পাপ	১৪২
মুশরিকদের ইসলাম বিদ্বেষ	১৪২
দীন হতে ফিরে যাওয়ার ভয়াবহ পরিণতি	১৪২
মধ্যপান ও জুয়া খেলার বিধান	১৪৩
আল্লাহুর পথে ব্যয়ের পরিমাণ	১৪৪
ইয়াতীমের সম্পদ ব্যয় নির্বাহের পদ্ধতি	১৪৪
ইয়াতীমের কল্যাণ উদ্দেশ্য থাকা চাই	১৪৫
বিধর্মী ও মুশরিক নারী পুরুষকে বিবাহ সম্পর্কীয় বিধান	১৪৬
যা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে তা থেকে বেঁচে থাকা ফরয	১৪৭
হায়িয়ার বিধান	১৪৭
প্রাকৃতিক নিয়ম লংঘন করা সংগত নয়	১৪৮
'তাকওয়া ও ভাল কাজ করবে না' এমন শপথ	১৪৮
অর্থহীন শপথ	১৪৯
ঈলার হুকুম	১৫০
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৫০
তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের প্রাথমিক দায়িত্ব	১৫১
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৫১
স্বামী-স্ত্রীর অধিকার	১৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা
তালাকের বিধান	১৫২
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৫২
স্ত্রীকে দেয়া মোহর ফেরৎ নেয়া হারাম	১৫৩
খুলা তালাকের বিধান	১৫৩
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৫৩
হালালাহ বা হিল্লার বিধান	১৫৪
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৫৫
প্রাক্তন স্বামী তার প্রাক্তন স্ত্রীকে বিধিমত গ্রহণ করতে চাইলে তাতে বাঁধা দেওয়া যাবে না	১৫৫
প্রকৃত কল্যাণ মহান আল্লাহুই ভাল জানেন	১৫৭
সন্তানদের স্তন্যদানের বিধান	১৫৭
সন্তানদের মাকে ভরণ-পোষণ দেওয়া সর্বাবস্থায়ই পিতার কর্তব্য	১৫৭
বিধবার ইদতকাল	১৫৯
ইদতকালে বিবাহ প্রস্তুতি জাযিয় নয়	১৫৯
মোহর নির্ণীত না হলে কি করতে হবে	১৬০
বিবাহ বিচ্ছেদ কালেও পরস্পরের মাঝে সহানুভূতি থাকা আবশ্যিক	১৬০
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৬১
মধ্যবর্তী সালাতে অধিক যত্নবান হওয়া	১৬২
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৬২
জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালা মহান আল্লাহুর হাতেই	১৬৪
আমাদের জীবন ও সম্পদের মালিক হলেন মহান আল্লাহু	১৬৫
অত্যাচারী বাদশাহু জালূত	১৬৬
তালূত বণী ইসরাঈলের বাদশাহু হলেন	১৬৬
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৬৭
বণী ইসরাঈলের ঐতিহ্যবাহী সিন্দুক	১৬৭
জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার কাহিনী	১৬৮
জালূত কি ভাবে নিহত হল	১৬৯
নবীগণের মাঝে মর্যাদার তারতম্য রয়েছে, তবে মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী.....	১৭০
মহান আল্লাহু দেওয়া সম্পদ ব্যয় করে আখিরাতের নিষ্কৃতি নিশ্চিত করা উচিত .	১৭১
‘আয়াতুল কুরসী’ পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত এবং উহার তাৎপর্য	১৭২
মহান আল্লাহুর সত্তাগত একত্ব ও তাঁর গুণাবলীর মহাত্ম্য	১৭৩
হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও নমরুদ	১৭৫
হযরত উযাইর (আ.)-এর ঘটনা	১৭৬
হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহুর নির্দেশ পালন করলেন	১৭৮
‘আযীযুল হাকীম’ এর তাৎপর্য	১৭৯
ইনফাক-ফী-সাবীলিল্লাহুর ফযীলত	১৭৯

দান করে খোঁটা দেওয়া যাবে না	১৮০
অভাবী ও ভিখারীর পীড়াপীড়ি ক্ষমা করা উচিত	১৮০
দান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে	১৮১
দু'রকম দানের দৃষ্টান্ত	১৮১
প্রবল বর্ষণ ও লঘু বর্ষণের তাৎপর্য	১৮২
লোক দেখানো দানকারীর একটি উদাহরণ	১৮৩
হালাল দান ভিন্ন আল্লাহ গ্রহণ করেন না	১৮৩
দান করলে গরীব হয়ে যাবে এমন মনোবৃত্তি শয়তানে প্ররোচনা	১৮৩
দানে ও মান্নতে আল্লাহর আদেশ লংঘন করা যাবে না	১৮৪
মুসলিম ও অমুসলিম দানের ব্যাপারে সমান	১৮৫
আল্লাহর পথে যারা রত আছেন, সাহায্যের ব্যাপারে তাঁরা অগ্রগণ্য	১৮৬
দানের মহত্ত্ব এবং সুদের মন্দত্ব	১৮৭
সুদখোরের ভয়াবহ পরিণতি	১৮৭
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৮৭
সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার পরও যারা তা চালিয়ে গেল তাদের পরিণতি	১৮৮
সুদে অর্থ কমে এবং দানে বাড়ে	১৮৮
বাকিতে কাজ কারবার ও লেনদেন লিখিত হতে হবে	১৯১
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৯৩
আল্লাহ প্রদত্ত বিধান পালনে শৈথল্য, ছল-চাতুরি ও হঠকারিতা আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না	১৯৪
অন্তরের চিন্তা ও ধারণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে কি ?	১৯৫
বিশেষ জ্ঞাতব্য	১৯৬
সাহাবায়ে কিরামের দুশ্চিন্তা নিবারণ ও তাঁদের সান্ত্বনা	১৯৬

সূরা আলে ইমরান

শানে নুযূল ও নবী (সা.)-এর খেদমতে নাজরান প্রতিনিধি দল	১৯৯
কুরআন সকল আসমানী গ্রন্থের প্রত্যায়নকারী	২০১
'ফুরকান' এর তাৎপর্য	২০১
'আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী' এর ব্যাখ্যা	২০১
আল্লাহর কাছে গোপন বলতে কিছু নেই	২০২
'আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' এর তাৎপর্য	২০২
মুহুকাম ও মুতাশাবিহু আয়াত এবং নাজরান খুষ্টান দল	২০৩
ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দু'আ করা উচিত	২০৫
কাফির সম্প্রদায়ই হবে জাহান্নামের ইন্ধন; ধন-সম্পদ সে দিন কাজে আসবে না	২০৬
ইসলাম বিরোধী শক্তির নিপাতের ভবিষ্যদ্বাণী	২০৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
বদরের যুদ্ধ এবং তাতে মহান আল্লাহর সাহায্য	২০৮
পার্থিব ভোগসামগ্রী	২০৯
বান্দাগণ কী করে মহান আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন, আর তিনি হলেন প্রকৃত রক্ষাকর্তা	২১০
মহান আল্লাহর খাঁটি বান্দার কতক গুণ	২১১
নির্ভেজাল তাওহীদ-এর ঘোষণা	২১২
ফিরিশ্তাগণ তাওহীদ পন্থী	২১২
প্রকৃত জ্ঞানীগণ তাওহীদ পন্থী	২১২
ন্যায় ও ইনসাফের জন্য অপরিহার্য গুণাবলী	২১২
ইসলাম ও উহার তাৎপর্য	২১৩
আহলে কিতাবদের ইসলাম গ্রহণ না করার কারণ	২১৪
মুখে দাবীর নাম ইসলাম নয়	২১৫
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২১৬
নবী, রাসূল ও নেক্কার লোকদের হত্যার ভয়াবহ পরিণতি	২১৬
ইয়াহুদীরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের অনুসরণও করে না	২১৭
ইয়াহুদীদের মনগড়া একটি অলীক দাবী	২১৭
সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর	২১৮
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২১৯
মহান আল্লাহর অসীম কুদরতের নিদর্শন	২১৯
কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন	২২০
মু'মিনের অন্তরে মৌলিকভাবে মহান আল্লাহর ভয়ই থাকা চাই	২২১
নবী করীম (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা ও তাঁর আনুগত্য	২২৩
কাফির সম্প্রদায় কখনো আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারে না	২২৩
'ইমরান' বলতে কাকে বুঝান হয়েছে	২২৪
মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইব্রাহীমী বংশধারার ইতিবৃত্ত	২২৪
ইমরানের স্ত্রীর মান্নত	২২৬
মানব সন্তানকে ভূমিষ্টের পর শয়তানের স্পর্শ করা	২২৬
বিবি মারইয়ামের লালন-পালন এবং তাঁর ইবাদতগুয়ারী	২২৮
আয়াতে বর্ণিত 'রিয়ক' এর তাৎপর্য	২২৮
হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর সন্তান কামনা	২২৯
হযরত ইয়াহুইয়া (আ.)-এর কতক গুণাবলী	২৩০
শক্তি ও ইচ্ছা আসবাব-উপকরণের অধীন নয়	২৩০
বিবি মারইয়ামের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব	২৩১
বিশেষ দ্রষ্টব্য	২৩২
নবীগণের জ্ঞানের মূল উৎস ওহী	২৩৩
বিবি মারইয়ামের লালন-পালন ব্যবস্থা	২৩৩
মাসীহ (আ.)-কে 'কালিমা' বলার তাৎপর্য	২৩৪

বিশেষ দৃষ্টব্য	২৩৪
হযরত ঈসা মাসীহের গুণাবলী	২৩৫
'খালক' শব্দের ব্যাখ্যা	২৩৬
মসীহ (আ.)-কে যুগোপযোগী মু'জিয়া দেয়া হয়েছিল	২৩৭
হাওয়ারী কাঁরা ছিলেন	২৪১
ঈসা মাসীহ (আ.)-এর বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র	২৪২
মসীহ (আ.)-কে মেরে ফেলার জন্য গ্রেফতার	২৪৩
বিশেষ দৃষ্টব্য	২৪৪
নাজরান খৃষ্টানদেরকে মুবাহালার জন্য আহ্বান	২৪৫
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২৪৬
নাজরান খৃষ্টান দলের মিথ্যা দাবী	২৫০
মিল্লাতে ইব্রাহিমী সন্দেহাতীতভাবে তাওহীদ পন্থী	২৫১
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২৫২
উম্মাতে মুহাম্মদীর সাথে হযরত ইব্রাহীমের বেশী সাদৃশ্য	২৫৩
আহলে কিতাবের চালাকি ও বিশ্বাসঘাতকতা	২৫৪
ইয়াহুদীরা তাদের দাবী ও কর্মক্ষেত্রে কপট	২৫৫
বণী ইসরাঈলের হিংসার কারণ	২৫৬
বিশেষ দৃষ্টব্য	২৫৭
আহলে কিতাবদের পার্থিব বিশ্বাসঘাতকতা	২৫৮
বণী ইসরাঈল পার্থিব স্বার্থে দীন বিক্রি করত	২৫৯
আহলে কিতাব নিজেদের আসমানী কিতাবের বিকৃতি সাধন করেছিল	২৬০
নবীগণ কস্মিনকালেও গায়রুল্লাহর উপাসনার আহ্বান করেন নি	২৬১
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২৬২
কোন নবী তাঁর নিজের বন্দেগী করার তা'লীম দিতেই পারেন না	২৬৩
ইসলামই শাস্ত্রত দীন	২৬৪
কোনরূপ পার্থক্য ব্যতীত নবীগণের উপর ঈমান আনতে হবে	২৬৫
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২৬৬
যারা জেনেশুনে ইসলামের বিরোধিতা করে তাদের পরিণতি ভয়াবহ	২৬৭
যারা সত্যকে মেনে নেয়ার পর আবার জেনেশুনে তা প্রত্যাখ্যান করে তাদের পরিণতি	২৬৮
আখিরাতে কোন কিছু বিনিময় চলবে না	২৬৯
নিজের সবচে প্রিয়বস্তু ব্যয় করাই পূণ্য লাভের উপায়	২৭০
ইয়াহুদীদের মিথ্যা দাবী	২৭১
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২৭২
ইয়াহুদীদের অমূলক দাবীর খণ্ডন	২৭৩
পবিত্র কা'বার মর্যাদা ও নির্মাণ	২৭৪
পবিত্র কা'বার যিয়ারত মূলত প্রিয়তমের ইশ্ক ও ভালবাসার অভিব্যক্তি	২৭৫

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে সতর্ককরণ ও ভরসনা	২৭৩
আহলে কিতাবদের চেষ্টা সার্থক হবে না	২৭৪
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২৭৫
মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের নীতিগ্রহণে আল্লাহর নির্দেশ	২৭৬
নবীজী (সা.)-এর কারণে শত্রুতার স্থলে মিত্রতা সৃষ্টি হল	২৭৭
মুসলিমদের মধ্যে একটি দলকে দীনের কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে	২৭৭
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২৭৮
‘ঈমান আনার পর কাফির হওয়ার’ মর্ম	২৭৯
উম্মাতে মুহাম্মদী জগতের সেরা উম্মাত	২৮১
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২৮২
মুনকার থেকে বাঁধা দান	২৮২
‘আল্লাহর প্রতি ঈমান আন’ বলতে কি বুঝায়	২৮২
কিতাবীগণ ঈমান আনলে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল	২৮২
আহলে কিতাব ঈমান না আনলেও তোমাদের চিন্তার কারণ নেই	২৮৩
ইয়াহুদীরা চির লাঞ্ছিত জাতি	২৮৪
সমস্ত কিতাবীর অবস্থা এক সমান নয়	২৮৪
ঈমান না থাকলে নেক আমল কাজে আসবে না	২৮৬
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২৮৭
ইয়াহুদী খৃষ্টান ও মুশরিকরা কখনো মুসলিমদের বন্ধু হতে পারে না	২৮৭
ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকরা তোমাদের বন্ধু নয়, বরং শেকড় কাটা শত্রু	২৮৮
অমুসলিমরা মুসলিমদের হিতাকাংখী নয়	২৮৯
দুশমনের দুশমনী থেকে বাঁচার উপায়	২৮৯
উল্লেখ যুদ্ধের বিবরণ ও শিক্ষা	২৯০
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২৯২
বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি	২৯৩
গায়বী সাহায্যের কারণ ও তাৎপর্য	২৯৪
ফিরিশতা পাঠানোর উদ্দেশ্যে	২৯৪
আয়াতটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট	২৯৫
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য এবং অবৈধ মালের অপকারিতা	২৯৬
সুদ অল্প হোক আর বেশী হোক সবই হারাম	২৯৭
রাসূলের আদেশ মূলত আল্লাহরই আদেশ	২৯৭
মু’মিনগণের কতক অনন্য বৈশিষ্ট্য	২৯৮
পূর্ববর্তী আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তির পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বর্তমান আল্লাহ্- দ্রোহী শক্তিকে প্রথিবী ভ্রমণ করতে বলা হয়েছে	৩০০
শত্রুর মোকাবিলায় ঈমান ও প্রত্যয়ের পথে সূদৃঢ় থাকতে হবে	৩০১
উল্লেখ যুদ্ধের পর মুসলিমদের প্রতি মহান আল্লাহর সান্ত্বনা প্রদান	৩০১
‘যোয়ালিমীন(ظالمين)’ দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে.....	৩০২

জয়-পরাজয় আবর্তনশীল জিনিস	৩০২
মু'মিনগণ পরীক্ষার সম্মুখীন হবেনই	৩০৩
শত্রুর মুকাবিলায় অবিচল থাকতে হয়	৩০৩
উহুদ যুদ্ধের ঘটনা ও তাৎপর্য	৩০৪
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩০৬
উহুদের যুদ্ধকালে আসা দুঃখ-কষ্ট নতুন কিছু ছিল না	৩০৮
বিপদ-আপদে মু'মিনগণের অন্তর আল্লাহর প্রতি বেশী অনুরক্ত হয়	৩০৯
মুসলিমদের বিপদে কাফিররা খুশী হয় বৈ-কি	৩১০
দুশমনদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার	৩১১
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩১২
ধৈর্য্য সাফল্য আনে	৩১২
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ লংঘনের পরিণতি	৩১২
উহুদ যুদ্ধকালীন সময়ের একটি খণ্ড চিত্র	৩১৩
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩১৪
আল্লাহ মু'মিনদেরকে যুদ্ধের পর প্রশান্তি দিলেন তদ্রূপে দিয়ে	৩১৫
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩১৫
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩১৬
তাক্‌দীরের লিখন কখনো খণ্ডন হয় না	৩১৭
অন্তরের রহস্য একমাত্র আল্লাহ জানেন	৩১৭
উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ অমান্যকারীদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন	৩১৭
মুনাফিকদের অমূলক উক্তির জবাব	৩১৮
জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালা আল্লাহর হাতে	৩১৯
মরতে এক একদিন হবেই, বীরের মৃত্যুই শ্রেয়	৩১৯
সমাজ সংস্কার ও ধর্ম প্রচারক হিসেবে নবী (সা.)-কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নির্দেশ এবং তাঁর মহান চরিত্র মাধুরী	৩২০
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩২১
আল্লাহর উপর ভরসার যৌক্তিকতা	৩২২
নবীগণের ভিতর ও বাইর সমান	৩২২
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩২৩
নবী (সা.)-এর আগমণ মুসলিম জাতির জন্য মহা অনুগ্রহ	৩২৪
নবী রাসূলের মৌলিক দায়িত্ব	৩২৪
আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিনদেরকে সান্ত্বনা	৩২৫
উহুদের যুদ্ধের সাময়িক বিপর্যয় মুসলিমদের নিজেদের কারণে	৩২৬
উহুদ যুদ্ধে সাময়িক বিপর্যয়ের মৌল উদ্দেশ্য	৩২৭
উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মুনাফিকদের কাণ্ড	৩২৭
মুনাফিকদের আল্লাহ সাহায্যের উপর ভরসা ছিল না	৩২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুনাফিকরা মূলত কাফিরই ছিল	৩২৮
আল্লাহুর রাহে নিহত ব্যক্তিদের পরজীবন চিত্র	৩২৯
শানে নুযূল ও অন্যান্য বিবরণ	৩৩১
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৩২
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৩৩
মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড নিয়ে ভাবনার কিছু নেই	৩৩৩
কাফিরদের বৈষয়িক উন্নতি আল্লাহুর পক্ষ থেকে অবকাশ	৩৩৫
মু'মিনগণ বিপদে পড়ার অর্থ কিন্তু এ নয় যে তাঁরা আল্লাহুর ক্রোধের পাত্র	৩৩৫
আল্লাহুর দেওয়া সম্পদ হতে ব্যয় না করে কার্পণ্যের ভয়াবহ পরিণতি	৩৩৬
ইয়াহুদীরা চরম কৃপণ এবং আল্লাহুর আদেশ নিয়ে তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ	৩৩৭
আল্লাহুর নবীগণকে হত্যা করার পরিণতি জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি	৩৩৮
আল্লাহু কারো উপর সামান্যতম যুলুম করেন না	৩৩৮
ইয়াহুদীদের মিথ্যা ছলনা	৩৩৯
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৪০
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৪১
আহলে কিতাবদের অংগীকার যা তারা রক্ষা করে নি	৩৪২
ইয়াহুদীরা নিজেদেরকে চতুর মনে করত	৩৪২
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৪৩
এ সৃষ্টি জগতের মাঝেই আল্লাহুর একত্ব ও সার্বভৌমত্বের নিদর্শন বিদ্যমান	৩৪৩
আকাশ, পৃথিবী ও মহান আল্লাহুর সৃষ্টিমালা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা	৩৪৪
সৎকর্মের মাপকাঠিতে নারী-পুরুষ সমান	৩৪৭
আল্লাহুর জন্য ছোট বড় যা কিছুই করা হোক তার প্রতিদান অবশ্যই রয়েছে	৩৪৭
সূরার উপসংহার	৩৪৯

সূরা নিসা

মানব সৃষ্টির আদি কথা; বিস্তার ও দায়িত্ব	৩৫৩
আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা কর্তব্য	৩৫৪
ইয়াতীম লালন-পালন ও তার সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ	৩৫৪
ইয়াতীম মেয়েদের অভিভাবকদের দায়িত্ব	৩৫৭
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৫৮
ইয়াতীমের ভাল-মন্দ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তার সম্পদ তত্ত্বাবধান করতে হবে .	৩৫৯
ইয়াতীমের সম্পদ লেনদেন কালে সাক্ষী রাখা ও লিখে রাখা	৩৬০
ইয়াতীম অসহায়ের অধিকার সংরক্ষণ	৩৬১
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৬১
ওয়ারিসী সম্পদ বন্টনকালে সদয় আচরণ	৩৬১
ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতের ভয়াবহ পরিণতি	৩৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা
মীরাস বন্টন	৩৬৩
কন্যা সন্তানের মীরাস	৩৬৪
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৬৪
মৃত ব্যক্তির সম্পদ তাঁর অসিয়ত ও ঋণ আদায়ের পর বণ্টিত হবে	৩৬৫
ভাই-বোনের প্রকার ভেদ	৩৬৬
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৬৭
রুক্কুর শুরু হতে এ পর্যন্ত মোট পাঁচটি মীরাসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে	৩৬৮
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৬৮
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৬৯
ব্যভিচার ও সমকামিতার শাস্তি	৩৭০
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৭১
নারীগণের অধিকার	৩৭৩
স্ত্রীদের সাথে সদয় আচরণ	৩৭৩
স্ত্রীকে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ ও মোহরানা ফিরিয়ে নেয়া জাযিয় নয়	৩৭৪
স্ত্রীকে পূর্ণ মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব	৩৭৪
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৭৫
সৎ মাকে বিবাহ করা হারাম	৩৭৬
যে সব নারীকে বিবাহ করা হারাম	৩৭৬
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৭৬
দুধ পানের কারণে যাদের বিবাহ করা হারাম	৩৭৬
বৈবাহিক কারণে যাদের বিবাহ করা হারাম	৩৭৭
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৭৭
অপরের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্ত্রীকে বিবাহ করা জাযিয় নয়	৩৭৮
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৭৮
বৈধ নারীদের বিবাহের শর্তসমূহ	৩৭৮
স্ত্রীদের মোহরানা	৩৭৮
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৮০
বিবাহিত পুরুষ মহিলা ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি	৩৮০
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৮১
যুল্ম ও সীমালংঘনের পরিণতি ভয়াবহ	৩৮৩
পাপের শাস্তি দান কিংবা ক্ষমা করে দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয় । এ বিষয়ে	
মুতায়িলা সম্প্রদায়ের আকীদার খণ্ডন	৩৮৩
কাজের মাধ্যমে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রত্যাশী হতে হবে	৩৮৮
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৮৯
নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে	৩৮৯
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৮৯
স্ত্রীর দুর্ব্যবহার লক্ষ্য করলে স্বামীর করণীয়	৩৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিরোধ মীমাংসার জন্য শালিস নিয়োগ	৩৯১
বিভিন্ন পর্যায়ের হকসমূহ	৩৯৩
মহান আল্লাহর পথে ব্যয়ে কার্পণ্য এবং লোক দেখানো ব্যয় নিন্দনীয়	৩৯৩
আখিরাতে সাক্ষীদের উপস্থিতি	৩৯৪
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা	৩৯৫
কতক মৌলিক শিক্ষা	৩৯৭
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৯৭
তায়াম্মুনের বিধান	৩৯৮
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৩৯৮
ইয়াহুদীদের অপকার্য ও ধোঁকাবাজী	৩৯৯
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শানে ইয়াহুদীদের বেয়াদবী	৪০০
ইয়াহুদীরা মূলত ভালমন্দের জ্ঞানশূণ্য	৪০১
বিশেষ জ্ঞাতব্য-----	৪০৩
ইয়াহুদীদের ইতর স্বভাব ও অপকীর্তি	৪০৩
ইয়াহুদীদের ধারণা নবুওয়াত তাদের একচেটিয়া অধিকার	৪০৪
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪০৭
মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালা মানা ফরয	৪০৭
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফয়সালা না মানার পরিণতি	৪০৮
নবী ও রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য	৪১০
চারশ্রেণীর লোক উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ	৪১২
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪১৩
নাযিলের প্রেক্ষিত ও আত্মরক্ষার উপায়	৪১৩
আল্লাহর পথে লড়াই-এর উদ্দেশ্য	৪১৬
দুনিয়ার ভোগবিলাস অতি তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী	৪১৭
মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই নেই	৪১৮
ভালমন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ হতেই	৪১৮
পবিত্র কুরআন যে মানব রচিত নয় তার সপক্ষে প্রমাণ	৪২০
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪২২
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪২৩
সৎকাজের সুপারিশে সাওয়াব এবং মন্দ কাজের তৎপরতায় গুনাহ অবশ্যই রয়েছে	৪২৩
সালাম প্রদান প্রকৃতপক্ষে দু'আ ও সুপারিশ	৪২৪
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪২৪
হিদায়াত ও গুমরাহী মহান আল্লাহরই হাতে	৪২৫
যাদের সাথে যুদ্ধ করা সংগত নয়	৪২৭
ভুলবশত হত্যার বিধান	৪২৮
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪২৯
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৩০
দীন ও ঈমান বাঁচানোর জন্য হিজরত করা ফরয	৪৩৩
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৩৩
হিজরতের উপকারিতা	৪৩৪
সফর অবস্থায় সালাত	৪৩৪
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৩৪
শত্রু আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে সালাতের নিয়ম	৪৩৫
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৩৬
সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করতে হবে	৪৩৬
ভীতির অবসান হলে যথাযথ নিয়মে সালাত আদায় করা ফরয	৪৩৭
নাযিলের প্রেক্ষাপট ও এ সম্পর্কিত নির্দেশ	৪৩৮
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিজের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ	৪৪২
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে কানকথার দরকার নেই	৪৪৩
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৪৪
শিরক মানুষকে চরম গুমরাহীতে ফেলে দেয়	৪৪৪
মহান আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে উপাস্য বানানো চরম মুখতা	৪৪৫
শয়তানের ওয়াদা	৪৪৫
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৪৬
আহলে কিতাবের দুরাশা	৪৪৮
হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর একান্ত বন্ধু	৪৪৮
ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারলে তাদের বিয়ে করো না	৪৫০
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৫০
স্বামী-স্ত্রীতে মিটমাট খুবই উত্তম বিষয়	৪৫১
সব কিছুর মালিক আল্লাহ এবং তিনিই কর্মবিধায়ক	৪৫৩
সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও সততা রক্ষা করা ফরয	৪৫৪
মুনাফিকদের মুক্তির পথ নেই	৪৫৫
যে সব মজলিসে পবিত্র কুরআন নিয়ে তামাশা করা হয় তাতে সংশ্লিষ্ট থাকা যাবে না	৪৫৬
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৫৮
মুনাফিকরা মূলত ধাক্কাবাজ	৪৫৮
মুনাফিকরা মানসিক দ্বন্ধের শিকার	৪৫৯
মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন মুনাফিকী	৪৫৯
মুনাফিকদের বাঁচার উপায়	৪৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহ তা'আলা সৎকাজের মূল্যায়ন করেন	৪৬০
কারও দোষ প্রচার করা উচিত	৪৬০
ইয়াহুদীরাও জঘন্য মুনাফিক	৪৬১
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৬২
শানে নুযূল ও ইয়াহুদীদের হঠকারিতা	৪৬৩
ইয়াহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা	৪৬৪
ইয়াহুদীদের অংগীকার ভঙ্গ করণ	৪৬৪
ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেছিল কি ?	৪৬৫
কিয়ামতে হযরত ঈসা (আ.) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন	৪৬৬
বণী ইসরাঈল সবাই এক ধরনের ছিল না	৪৬৮
শানে নুযূল ও আহলে কিতাবের অযৌক্তিক দাবী	৪৬৮
ওহী প্রত্যাখান মূলত কুফরী	৪৬৮
ওহী বিভিন্ন প্রকার তাতে ঈমান রাখা ফরয	৪৬৯
নবী ও রাসূল পাঠানোর কারণ	৪৭০
ওহী অভিনব কিছু নয়	৪৭১
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণই হলো হিদায়াত	৪৭১
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৭৩
নবী ও রাসূলগণকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা ফরয এবং দ্বিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ সরাসরি কুফরী	৪৭৩
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৭৩
যিনি আসমান ও যমীনের সবকিছুর মালিক তাঁর স্ত্রী ও ছেলের প্রয়োজন কি ? ..	৪৭৪
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৭৪
মহান আল্লাহর বান্দা হওয়াই উচ্চমর্যাদা ও সম্মানের বিষয়	৪৭৪
মহান আল্লাহর বন্দেগীতে উন্মাসিকতার ভয়াবহ পরিণতি	৪৭৫
মহানবী (সা.) ও পবিত্র কুরআন	৪৭৬
কালালার বিধান	৪৭৭
আল্লাহর নির্দেশ না মানার পরিণতি পথভ্রষ্টতা	৪৭৮
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৭৮
অংগীকার পূরণের তাৎপর্য	৪৮৩
ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম	৪৮৪
হুকুম দানের সার্বভৌম মালিক আল্লাহ	৪৮৫
বহরের মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত	৪৮৬

আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারীদের সম্মান করতে হবে	৪৮৬
কোন অবস্থাতেই সীমালংঘন করা যাবে না	৪৮৬
যে সব বস্তু খাওয়া হারাম	৪৮৮
‘আযলাম’ (‘أُزْلِمَ’)-এর ব্যাখ্যা	৪৮৯
ইসলাম শাস্ত্রত দীন ও শরী‘আত	৪৮৯
ইসলাম পরিপূর্ণ দীন-জীবন ব্যবস্থা	৪৯০
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৯১
শিকার ও শিকারী জন্তুর বিধান	৪৯২
আহলে কিতাব নারী ও মুশরিক নারীকে বিবাহের বিধান	৪৯৪
বিবাহের মূল লক্ষ্য চরিত্র রক্ষা	৪৯৪
অযূর তাৎপর্য	৪৯৬
নামাযের জন্য অযূ অপরিহার্য	৪৯৬
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৪৯৭
অযূ ও তায়াম্মুমে অস্ত্রনিহিত তাৎপর্য	৪৯৭
‘যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর’-এর তাৎপর্য	৪৯৮
আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার চরম লজ্জা ও ভদ্রতার দাবী	৪৯৯
‘আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাক্ষ্য প্রদানের’ মর্মকথা	৫০০
তাক্ওয়ায় মর্ম ও অর্জনের উপায়	৫০১
আদল ও ইনসাফ মুত্তাকীর সবচে বড় গুণ	৫০১
কোন অবস্থাতেই তাক্ওয়া ও ইনসাফের পথ পরিহার করা যাবে না	৫০২
মহান আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার তাৎপর্য	৫০৪
বনী ইসরাঈল কোন কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করেনি	৫০৪
বনী ইসরাঈল শেষ নবীর সহযোগিতা করল না	৫০৬
‘নাসারা’ শব্দের ব্যাখ্যা	৫০৭
আসমানী সবক বিলুপ্ত করা ও বিস্মৃত হওয়ার পরিণাম	৫০৭
খৃষ্টানদের নির্ভেজাল কুফরী বিশ্বাস	৫১০
মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে তাঁর মত মনে করার অসারতা	৫১০
ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মিথ্যা দাবী, তারা আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়জন	৫১২
ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র নয়	৫১২
মানুষ আল্লাহর ছেলে হয় কি করে ?	৫১২
সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী কে ?	৫১৩
বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের বর্ণনা	৫১৪

'তাওয়াঙ্কুল'-এর মর্ম	৫১৭
মূসা (আ.)-এর দু'আ আল্লাহ্ কবুল করলেন	৫১৮
হাবীল ও কাবীলের ঘটনা ও আনুসংগিক তাৎপর্য	৫২০
হাবীলের কুরবানী গৃহীত হল	৫২০
হত্যাকারীর উপর নিহতের পাপ চাপিয়ে দেয়া হবে	৫২২
হত্যাকারীর পরিণতি	৫২২
লাশ মাটিতে দাফনের প্রচলন	৫২৩
কাবীলের দ্বারাই হত্যার দ্বার উন্মুক্ত হল	৫২৪
আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে শান্তিভংগ করাই হলো সীমালংঘন	৫২৪
'দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়'-এর মর্ম	৫২৫
ডাকাতদের চারটি অবস্থা হতে পারে	৫২৬
'অসীলা' (السَّيْلَى) শব্দের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য	৫২৬
আল্লাহুর শান্তি হতে নিকৃতির উপায়	৫২৮
চোরের শান্তি ও উহার যৌক্তিকতা	৫২৯
ব্যভিচারের শান্তি	৫৩১
মহান আল্লাহুর ইচ্ছা ব্যতীত কোন জিনিসই অস্তিত্ব লাভ করে না	৫৩২
যাদের অন্তর আল্লাহ্ পবিত্র করতে চাননি তারা কারা এবং কেন ?	৫৩৩
কিসাসের মাঝে সমতার বিধান	৫৩৭
শানে নুযূল	৫৪০
আসমানী শরী'আতের পার্থক্য উম্মাতের গ্রহণ ও অনুসরণের বিচারে হয়ে থাকে.	৫৪১
'আউলিয়া' (الأَوْلِيَاءُ) শব্দের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য	৫৪৪
ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার যৌক্তিকতা	৫৪৪
মুনাফিকদের নিষ্ফল বন্ধুত্ব	৫৪৬
ইসলামের স্থায়িত্ব ও হিফায়ত সম্পর্কে অভাবণীয় ভবিষ্যদ্বাণী	৫৪৭
মুসলিমের সংখ্যালঘুতা ও বাহ্য সম্বলহীনতার প্রতি দৃষ্টি দিও না	৫৪৮
ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকরা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করত	৫৪৯
আযান নিয়েও ছিল ইয়াহুদী, নাসার ও মুশরিকদের গাত্রদাহ	৫৪৯
আযান নিয়ে বিদ্রূপকারীরা ছিল মূলত নির্বোধ ও নাফরমান	৫৫১
আযান নিয়ে ঠাট্টা-মস্করাকারীরাই নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট	৫৫১
নির্ভেজাল কপট ও বিধর্মী ব্যতীত কেউ ইসলাম ও আযান নিয়ে বিদ্রূপ করতে পারে না	৫৫২

আলিম ও দরবেশ শ্রেণীর গাফলতির কারণে জনগণ বিপদের সম্মুখীন হয়	৫৫
মহান আল্লাহ সম্পর্কে আহলে কিতাবের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি এবং এর পরিণতি	৫৫
মহান আল্লাহর সত্তা তাঁর শানের মুতাবিক	৫৫
পার্থিব কল্যাণ ও অকল্যাণ পরীক্ষা এবং অবকাশ	৫৫
পবিত্র কুরআন ও আখেরী নবীকে মানাই হলো তাওরাত ও ইনজিলকে মানা	৫৫
ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত আহলে কিতাবের ধর্মীয় জীবন অন্তসার শূণ্য	৫৫
সফলকাম, নিরাপদ ও সম্মানিত হওয়ার মাপকাঠি ঈমান ও সৎকর্ম	৫৬
মাসীহ (আ.) খোদা না হওয়ার জাজ্বল্য প্রমাণ	৫৬
দ্বিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ-এর অসারতা	৫৬
কি কারণে তারা এমন লা'নতে পড়ল	৫৬
ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমনীতে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে মুশরিক ও ইয়াহুদীরা	৫৭
মুসলিমের জীবন ভারসাম্যপূর্ণ যেমন ইসলামের আইন-কানুনও	৫৭
মদপানের নিষেধাজ্ঞা	৫৭
মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার কারণ	৫৭
শানে নুযূল ও দার্শনিক পর্যালোচনা	৫৭
ইহরাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য	৫৮
ইহরাম অবস্থায় শিকারের মাসআলা	৫৮
পবিত্র কা'বার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য	৫৮
শরী'আতের বিধানে যা স্পষ্ট নয় সে সম্পর্কে অনর্থক প্রশ্ন করো না	৫৮
বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হামী	৫৮
'লা-ইল্‌মা লানা' (لا علم لنا)-এর ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য	৫
ঈসা ইব্ন মারইয়ামের কতিপয় স্পষ্ট মু'জিয়া	৫৯
অস্বাভাবিক পন্থায় কিছু যাচনা করা উচিত নয়	৬০
নবীগণ কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবেন	৬০
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৬০

সূরা আন'আম

মহান আল্লাহই বিশ্ব জগতের একমাত্র স্রষ্টা ও অদ্বিতীয় মা'বুদ	৬০
নির্ধারিত সময়ে দুনিয়ার ধ্বংস অনিবার্য	৬০
সৌরমণ্ডলে একমাত্র আল্লাহরই শাসন ও সার্বভৌমত্ব কার্যকর	৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহুদ্রোহী শক্তির ধ্বংস অনিবার্য	৬১০
মুশরিকদের অযৌক্তিক দাবীর জবাব	৬১১
আসল আকৃতিতে ফিরিশ্তার আগমণ হলে ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়ে যেত	৬১১
ফিরিশ্তা মানব আকৃতিতে আসলেও সন্দেহের অবসান হতো না	৬১২
পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে শিক্ষা গ্রহণ কর	৬১২
একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনার যৌক্তিকতা	৬১৩
আল্লাহর শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই বড় সাফল্য	৬১৪
সাক্ষী হিসেবে মহান আল্লাহই যথেষ্ট	৬১৫
শিরক থেকে শত যোজন দূরে থাকতে হবে	৬১৬
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৬১৬
মিথ্যাবাদী কখনো সফল হয় না	৬১৭
আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির অপব্যবহার ও তার পরিণতি	৬১৮
ইসলাম বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ ও উহার পরিণতি	৬১৯
দুনিয়ায় ফিরে যেয়ে ঈমান আনার আশ্রয় ও মিথ্যে	৬২০
হেলায়-খেলায় সময় ব্যয়ের পর মনস্তাপে কাজ হবে না	৬২২
আখিরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতি তুচ্ছ	৬২২
মহান আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কাফিরদের অসংলগ্ন কথাবার্তায় মর্মান্বিত না হওয়ায় জন্য পরামর্শ ও সান্ত্বনা	৬২৩
মহান আল্লাহর প্রজ্ঞামূলক আইন-শৃংখলার বিপরীতে কোন কিছু আশা করা বোকামী	৬২৪
কাফিরদের দাবী অনুযায়ী সব মু'জিয়া না দেখানোর রহস্য	৬২৪
দুনিয়ার প্রতিটি সৃষ্টির প্রতিপালন আল্লাহর অধীন; মানব জাতিও এর বাইরে নয়	৬২৬
মহান আল্লাহ তাঁর আবাধ্যদের প্রথমেই কঠোর শাস্তি দেন না	৬২৯
নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং নবীর আনীত হিদায়াত অমান্যের প্রতিফল	৬৩০
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য	৬৩১
নবী (সা.) মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও কিন্তু সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর তুলনা হয় না	৬৩১
ধন-সম্পদ সম্মানের মাপকাঠি নয় বরং ঈমানই আসল বস্তু	৬৩৩
নবী-রাসূল আগমণের মূল উদ্দেশ্য	৬৩৪
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৬৩৪
আল্লাহর শাস্তি দান কখনো কখনো বিলম্বিত হয়	৬৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
অদৃশ্য জ্ঞানের ভাণ্ডার	৬৩৬
মহান আল্লাহর বিভিন্ন প্রকার শাস্তি	৬৩৯
মহান আল্লাহকে নিয়ে যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের সাথে উঠাবসা করা যাবে না	৬৪১
পথভ্রষ্টদের সরল সঠিক পথে নিয়ে আনার চেষ্টা করাই মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য	৬৪৩
হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পিতার নাম	৬৪৫
আকাশ ও পৃথিবীতে মহান আল্লাহর বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা	৬৪৫
দেব-দেবীদের মানুষের উপকার-অপকারের কোন ক্ষমতাই নেই	৬৪৯
‘যুল্ম’ (‘ظلم’) বলতে কি বুঝানো হয়েছে	৬৫০
হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধর	৬৫১
দীনের আকীদা-বিশ্বাস ও মূলনীতির দিক থেকে নবীগণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই	৬৫৩
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৬৫৩
মক্কা নগরীকে ‘উম্মুল-কুরা’ কেন বলা হয় ?	৬৫৫
‘মুস্তাকার ও মুস্তাউদা’ (‘مُسْتَقَرٌّ’ - ‘مُسْتَوْدَعٌ’) -এর ব্যাখ্যা.....	৬৫৯
আল্লাহ তা‘আলার অনুপম গুণাবলী ও হিকমতপূর্ণ কার্যক্রমের তাত্ত্বিক আলোচনা	৬৬০
‘জিন্ন’ বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে	৬৬১
‘আল্লাহর সন্তান ও স্ত্রী আছে’ এ ধরনের বিশ্বাসের অসারতা	৬৬২
‘মহান আল্লাহকে দর্শন’ বিষয়টির পর্যালোচনা	৬৬৩
বিভিন্ন আংগিকে আয়াতসমূহ উপস্থাপনের উদ্দেশ্য	৬৬৪
বিধর্মীদের উপাস্য ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের গালমন্দ করা সমীচীন নয়	৬৬৫
মুশরিকদের অযৌক্তিক দাবী	৬৬৭
শয়তান মানুষ ও শয়তান জিন্নদের কার্যক্রম	৬৬৮
মানব ও জিন্ন শয়তানের কার্যক্রমের অসারতা	৬৬৯
অজ্ঞ লোকদের ভিত্তিহীন ও অনুমান নির্ভর বিষয়াবলী	৬৭০
হালাল ও হারামের প্রভেদ ঘুচিয়ে ফেলা নিঃসন্দেহে চরম বাড়াবাড়ি	৬৭১
আলো এবং অন্ধকার সমান নয়	৬৭৩
সমাজ প্রধানরাই সব সময় নবীগণের বিরোধিতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে	৬৭৩
উদ্ধত ও অহংকারী কাফিরদের পরিণতি	৬৭৪
‘রিজ্স’-এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ	৬৭৫
শয়তান জিন্নদের অনুগামীদের শাস্তি	৬৭৬
আবাধ্য জিন্ন ও মানবের কোন অজুহাত যুক্তিসংগত ও শ্রবণ যোগ্য নয়	৬৭৮

মহান আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন	৬৮০
কাফিরদের অসম বন্টনের অসারতা	৬৮১
কন্যা সন্তান হত্যা ছিল মুশরিকদের চরম নিষ্ঠুরতা	৬৮২
মুশরিকদের কুপ্রথা	৬৮৩
বাহীরা ও সাইবা	৬৮৪
শস্যের যাকাত	৬৮৪
হালাল ও হারাম নির্ধারণ করার ক্ষমতা মহান আল্লাহুর	৬৮৫
নিজের ইচ্ছামত কোন জিনিষকে হালাল-হারাম ঘোষণার অধিকার কারো নেই--	৬৮৬
হযরত ইব্রাহীমের উপর ইয়াহুদীদের অভিযোগ মিথ্যে	৬৮৮
“আল্লাহুর যুক্তি প্রমাণই চূড়ান্ত” এর ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য	৬৮৯
আল্লাহুই সকলের রিয়্যকদাতা	৬৯৩
আরব দেশে কুরআন নাযিলের মৌল কারণ	৬৯৬
কিয়ামতের আলামত প্রকাশ পেলে তাওবা গৃহীত হবে না	৬৯৮
বিশেষ জ্ঞাতব্য	৬৯৯
সিরাতে মুস্তাকীমই মুক্তির পথ, আর এই-ই ছিল সকল নবী-রাসূলের পথ ...	৭০০
নিজের পাপের ভার অপর কেউ বহন করবে না	৭০৩

তাহসীরে উসমানী

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ ١

سُورَةُ الْأَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ
الْكَافَّةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
الْصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ

فَاتِحَةُ السَّجْدِ

সূরা ফাতিহা

মাক্কী. ৭ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অসীম দয়াময়, পরম দয়ালু^১ আল্লাহর নামে

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর^২ যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক^৩
২. অসীম দয়াময় পরম দয়ালু,
৩. কর্মফল দিবসের মালিক^৪,
৪. আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই^৫,
৫. দেখাও আমাদের সরল পথ,
৬. সে সব লোকের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ,^৬
৭. যাদের প্রতি তোমার ক্রোধ নিপতিত হয়নি এবং হয়নি তারা পথভ্রষ্ট।^৭



১. **رَحْمَنُ** ও **رَحِيمُ** উভয়টি আধিক্যবোধক কর্তৃবাচ্য বিশেষ্যপদ এবং **رَحْمَنُ**-এর মাঝে **رَحِيمُ** অপেক্ষা সে আধিক্য বেশী। অনুবাদে সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

২. হাম্দ কার জন্য প্রযোজ্য : উৎকৃষ্ট হতে উৎকৃষ্টতর, শুরু হতে শেষ অবধি, যা হয়েছে ও যা হবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহুরই জন্য প্রযোজ্য। কেননা, সমস্ত নিয়ামত ও যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা ও দাতা তিনিই, তা সরাসরিই দান করুন, কি পরোক্ষভাবে। রোদের তাপ ও জ্যোতি যদি কেউ লাভ করে থাকে, তবে আপাতদৃষ্টিতে তা রোদ থেকে প্রাপ্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সূর্যেরই দান। কবি বলেন-

حمد را باتو نسبتے ست درست * بدر هرکه رفت بدرتست

“প্রশংসার সম্বন্ধ তোমারই সাথে যুক্ত সঠিক;

যারই দুয়ার মাড়াক না সে আসলে সে তোমারই দ্বারে।”

সুতরাং এর যদি এরূপ তরজমা করা হয় যে, সর্বপ্রকার প্রশংসা আল্লাহুরই জন্য শোভনীয়, তবে যে মস্ত বড় ত্রুটি, যা সমঝদার মাত্রই ঢের বোঝে (কেননা তদ্বারা মনে হয় প্রশংসার যোগ্য অপর কেউ হতে পারে যদিও শোভা পায় আল্লাহুর জন্য)।

৩. ‘আল্ম’ শব্দের ব্যাখ্যা : সৃষ্টি নিচয়ের সমষ্টিকে ‘আল্ম’ বলা হয়। এ জন্যই এর বহুবচন ব্যবহৃত হয় না। আয়াতে ‘আলম’ দ্বারা এক একটি জাতি বোঝানো হয়েছে (যেমন- আলমে জিন্ন, আলমে মালাইকা, আলমে ইনসান ইত্যাদি)। এজন্যই বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে যাতে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, নিখিল বিশ্বের প্রতিটি জাতির প্রত্যেকটি একক আল্লাহু তা‘আলা কর্তৃক সৃষ্ট।

৪. কর্মফল দিবসের মালিক : এ দিনের মালিকানার বিশেষভাবে উল্লেখ করার এক কারণ তো এই যে, এ দিন অনেক বড় বড় কাজ সংঘটিত হবে, এমন ভয়াবহ দিন না এর আগে কখনও গেছে, না পরে আসবে। দ্বিতীয়, এই দিন আল্লাহু ছাড়া আর কারও কোন বাহ্যিক মালিকানার ও কর্তৃত্ব থাকবে না। ইরশাদ হবে, **لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ** ‘আজ রাজত্ব কার? পরাক্রান্ত এক আল্লাহুর।’

৫. সাহায্য চাওয়ার মর্ম : এ আয়াত দ্বারা জানা গেল তাঁর পবিত্র সত্তা ছাড়া আর কারও কাছে প্রকৃত অর্থে সাহায্য চাওয়া সম্পূর্ণ না জায়িয়। হাঁ, ‘কোন মকবুল

বান্দাকে আল্লাহর রহমত লাভের নিছক মাধ্যম মনে করে এবং বিশ্বাস রাখে স্বাধীন কোন ক্ষমতা তার নেই' তবে বাহ্যিকভাবে তার কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে এটা জাযিয়। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ তা'আলারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা।

৬. সরল পথ প্রদর্শনের প্রার্থনা : যাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে তাঁরা চা শ্রেণীর লোক। নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহ। কুরআন মাজীদে অন্যত্র এ পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে। الْمَفْضُوبُ عَلَيْهِمْ (ক্রোধে পতিত) দ্বারা ইয়াহুদীদের এবং الضَّالِّينَ (পথভ্রষ্ট) দ্বারা নাসারাদের বোঝানো হয়েছে। এর সমর্থনে বহু আয়াত হাদীস বিদ্যমান। সিরাতুল মুস্তাকীম তথা সরল পথ হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ দু'টিই-অজ্ঞতা ও জেনেওনে হঠকারিতা। অতীত বর্তমান কোন গোমরাহ ফিরকাই দুয়ের বাইরে নয়। খৃস্টান সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়েছে অজ্ঞতার কারণে আর জেনেওনে হঠকারিতা তো ইয়াহুদীদের বৈশিষ্ট্য।

৭. সূরা ফাতিহার সারকথা : আল্লাহ তা'আলা বান্দার জবানীতে এই সূরাটি ইরশাদ করত শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন আমার সমক্ষে উপস্থিত হবে তখন আমার কাছে এভাবে প্রার্থনা কর, সুতরাং এ সূরাটির এক নাম তা'লীমে মাসআলা (প্রার্থনা শিক্ষা দান) ও বটে। এ সূরা শেষ করে 'আমীন' বলা সুন্নাত। এ শব্দটি কুরআনে অংশ নয় এর অর্থ- 'হে আল্লাহ্ এমনই যেন হয়।' অর্থাৎ মকবুল বান্দাদের পদাঙ্কানুসরণ করার এবং অবাধ্যদের থেকে নিজকে দূরে রাখার তাওফীক যেন লাভ হয়। এ সূরার প্রথম অর্ধেক আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণাবলী এবং শেষাংশ বান্দার জন্য দু'আ বর্ণিত হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : غَيْرِ الْمَفْضُوبِ - এটা الَّذِينَ -এর بدل বা তার বিশেষণ। তে হিসেবেই তরজমা করা হয়েছে। দিল্লী হতে প্রকাশিত কোন কোন তরজমায় এর অর্থ করা হয়েছে তা যেমন বাক্য-বিন্যাসের খেলাফ, তেমনি উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী।

سُورَةُ الْبَقَرَةِ ٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَى
لِلْمُسْلِمِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝
أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ

সূরা বাকার

মাদানী, ২৮৬ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অসীম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-মীম ।^১ এই কিতাবে কোন সন্দেহ নেই ।^২
২. তা পথ প্রদর্শন^৩ করে আল্লাহ্ ভীরুগণকে ।^৪
৩. যারা ঈমান রাখে অদৃশ্য বিষয়ে^৫ এবং সালাত কায়েম করে^৬ এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা প্রদান করেছি তা থেকে ব্যয় করে ।^৭
৪. এবং যারা তোমার উপর যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনে এবং তারা আখিরাতকেও সুনিশ্চিত মনে করে ।^৮
৫. তারাই স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে হিদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই কৃতকার্য ।^৯



১. 'اَلَمْ' -এর ব্যাখ্যা : এই অক্ষরসমূহকে 'হরুফে মুকাত্তা'আত' বিচ্ছিন্ন (অক্ষরসমূহ) বলে। এর প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটন অন্যদের সামর্থের বাইরে, বরং তা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ এক গোপন রহস্য, যা কোন সার্বিক কল্যাণ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়নি। কোন কোন বিশিষ্ট আলিম থেকে এসব অক্ষরের যে অর্থ বর্ণিত আছে, তার দ্বারা কেবল দৃষ্টান্ত প্রদান, সতর্কীকরণ ও সহজীকরণ উদ্দেশ্য। অবশ্য তাঁরা যা বলেছেন, তাই যে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য এমনটি নয়। কাজেই তাকে ব্যক্তিগত মত সাব্যস্ত করত ভুল আখ্যায়িত করাও হবে নিছক ব্যক্তিগত মত এবং তা উলামায়ে কিরামের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তেরও পরিপন্থী।

২. 'رَيْبٌ' -এর ব্যাখ্যা : কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং তার যাবতীয় বিষয়বস্তু সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। জ্ঞাতব্য যে, কোনও কথার মধ্যে সন্দেহ হওয়ার দু'টি কারণ থাকতে পারে :

ক. হয়ত সেই কথার মধ্যেই কোন ভ্রান্তি বা ত্রুটি নিহিত আছে;

খ. অথবা শ্রবণকারীর বোধশক্তিতে ত্রুটি আছে। প্রথম ক্ষেত্রে ঐ কথাই সন্দেহের উৎসস্থল এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রোতার বোধশক্তিই সন্দেহের উৎসস্থল। কথা সম্পূর্ণ সঠিক- যদিও নিজের ত্রুটিপূর্ণ বোধশক্তির কারণে তার কাছে কথাটাই সন্দেহযুক্ত মনে হয়। কাজেই, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সন্দেহের প্রথম কারণ নাকচ করে দিয়েছেন, যদ্বারা এ প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে যে, কুরআন যে মহান আল্লাহর বাণী এবং সত্য, সে ব্যাপারে সমস্ত কাফিরেরই তো সন্দেহ ও অস্বীকৃতি ছিল, তা হলে এখানে সন্দেহ নাকচের কী অর্থ হতে পারে?

আর দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে সম্মুখে বলা হয়েছে (২: ২৩) **وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْهُ**

৩. এখান থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত বান্দার প্রার্থনা **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** -এর জবাব দেওয়া হয়েছে।

৪. এই গ্রন্থ থেকে হিদায়াত পাবে যারা : যে সকল বান্দা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এ কিতাব তাদেরকে ভয় দেখায়। কেননা, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করবে, সে অবশ্যই মহান আল্লাহর পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় বিষয়গুলোর তথা আনুগত্য ও পাপাচারের বাছ-বিচার করবে। পক্ষান্তরে, যে নাফরমানের অভ্যন্তরে মহান আল্লাহর ভয় নেই, সে ইবাদত আনুগত্যের কি চিন্তা করবে এবং অবাধ্যতারই বা কি আশংকা করবে?

(৬) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
(৭) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ ذَٰلِكُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

৬. নিশ্চয়ই যারা কাফির হয়েছে, তাদেরকে তুমি ভয় দেখাও, আর না-ই দেখাও, উভয়ই তাদের জন্য সমান। তারা ঈমান আনবে না।^{১০}
৭. আল্লাহ তাদের অন্তরের ওপর ও কানে মোহর করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে আবরণ পড়ে আছে।^{১১} আর তাদের জন্য রয়েছে মহা-শাস্তি।

৫. 'غَيْبٌ' বলতে কি বুঝানো হয়েছে : যে সব জিনিস তাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচরে (যেমন জান্নাত, জাহান্নাম, ফিরিশ্তা ইত্যাদি) সেগুলোকে তারা আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর ইরশাদ অনুসারে সত্য ও সুনিশ্চিত মনে করে। কাজেই, বোঝা গেল যে, এ সব অদৃশ্য বিষয়ে যার বিশ্বাস নেই, সে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত।

৬. সালাত কায়েম করার অর্থ সর্বদা সালাতের যাবতীয় নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে যথাসময়ে তা আদায়ে যত্নবান হয়।

৭. সকল ইবাদত আনুগত্য তিন ভাগে বিভক্ত : ক. কতগুলো বিষয়ের সম্পর্ক অন্তরের সাথে; খ. কতগুলো বিষয়ের সম্পর্ক দেহের সাথে এবং গ. কতগুলোর সম্পর্ক অর্থ-সম্পদের সাথে। এ আয়াতে উপরোক্ত তিন প্রকারের ইবাদত পর্যায়ক্রমে এসে গেছে।

৮. পূর্ববর্তী আয়াতে মক্কাবাসী মুশরিকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদের কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের কথা বলা হয়েছে।

৯. মু'মিনগণের সফলতা : মু'মিনগণের উপরিউক্ত দুই দল লোকই পার্থিব জীবনে হিদায়াত লাভ করেছে এবং আখিরাতেও তাদের যাবতীয় ইচ্ছা পূর্ণ হবে। জানা গেল যারা ঈমানের অমূল্য নিয়ামত ও সৎকর্মের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত। এবারে মু'মিনগণের উভয় দল সম্পর্কে বক্তব্য শেষ করে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে।

১০. ঈমান আনবে না কারা : এসব কাফির দ্বারা সেই লোকদের বোঝান হচ্ছে যাদের জন্য কুফরই নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং ঈমানের অমূল্য সম্পদ হতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে (যেমন- আবু জাহুল, আবু লাহাব প্রমুখ), অন্যথায়

- (৮) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝
- (৯) يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝
- (১০) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَاتَ يُكُذِّبُونَ ۝

৮. এমন কিছু লোকও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর উপর এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান এনেছি, অথচ তারা কিছুতেই মু'মিন নয়।^{১২}
৯. তারা আল্লাহর সাথে ও মু'মিনগণের সাথে প্রতারণা করে। প্রকৃতপক্ষে তারা প্রতারণা করে নিজেদেরই সাথে, কিন্তু তারা অনুভব করে না।^{১৩}
১০. তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে। তারপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।^{১৪} তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যাতনাদায়ক শাস্তি। এ কারণে যে, তারা মিথ্যা কথা বলত।^{১৫}

এটা সুস্পষ্ট যে, বহু লোক পূর্বে কাফির ছিল, কিন্তু পরে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

১১. কাফিরদের অন্তর, কান ও চোখে মোহর -এর মর্ম : তাদের অন্তরের উপর মোহর করে দিয়েছেন (অর্থাৎ তারা সত্য কথা উপলব্ধি করে না)। তাদের কানেও মোহর করে দিয়েছেন (অর্থাৎ সত্য কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে না)। তাদের চোখে আবরণ পড়ে আছে (অর্থাৎ সত্য সঠিক পথ দেখে না)। এখানে কাফিরদের সম্পর্কে আলোচনা শেষ হল।

(এখন একাধারে তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে)

১২. অর্থাৎ তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি। কেবল ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করে অথচ অন্তরের ঈমানই প্রকৃত ঈমান।

১৩. মুনাফিকরা মূলত নিজেদেরকেই প্রতারিত করে : না মহান আল্লাহর সাথে তাদের প্রতারণা কার্যকর হতে পারে, কেননা মহান আল্লাহ 'আলিমুল-গাইব' তথা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত, আর না মু'মিনগণের সাথে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা.)-এবং অন্যান্য দলীল প্রমাণ ও লক্ষণাধির মাধ্যমে তাঁদেরকে মুনাফিকদের প্রতারণা সম্পর্কে সাবধান করেছেন। বরং তাদের ধোঁকাবাজীর পরিণতি ও তার অশুভ

(১১) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝
(১২) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

১১. যখন তাদের বলা হয়, তোমরা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো সংশোধনকারী।^{১৬}

১২. জেনে রাখ, তারাই ফাসাদসৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বোঝে না।^{১৭}

ফল বাস্তবে তাদেরই ভোগ করতে হয়, কিন্তু তারা নিজেদের অলসতা, মূর্থতা ও দূরভিসন্ধিবশত, সে কথা চিন্তা করে না এবং বোঝে না। যদি চিন্তা করত তবে তারা বুঝতে পারত এই ধোঁকাবাজীতে মুসলিমগণের কোন ক্ষতি হয় না, বরং এর অশুভ পরিণাম তাদের উপরই বর্তায়। হযরত শাহ সাহেব (অর্থাৎ শাহ আবদুল কাদির) (র.)-এর কী সূক্ষ্মদৃষ্টি! তিনি এ স্থলে ‘يَشْعُرُونَ’-এর বাহ্যিক তরজমা পরিহার করে তার অর্থ করেছেন, হৃদয়ঙ্গম করা অর্থাৎ অনুভব করা।

১৪. কি ভাবে মুনাফিকদের অন্তর্জ্বালা বর্দ্ধিত হবে : তাদের অন্তরে কপটতা, দীন ইসলামের প্রতি ঘৃণা এবং মুসলিমগণের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের ব্যাধি বা অন্তর্জ্বালা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল, এখন কুরআনের ধারাবাহিক অবতরণ, ইসলামের শান-শওকত ও মুসলিমগণের ক্রমবর্ধমান উন্নতি, সাফল্য ও সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়টি লক্ষ্য করে তাদের সেই অন্তর্জ্বালা আরও বেড়ে গেল।

১৫. মুনাফিকদের ঈমানের দাবী ছিল মিথ্যে : এ ‘মিথ্যা বলা’ ক্রিয়াপদের দ্বারা ইসলাম গ্রহণের দাবী অর্থাৎ মহান আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি তাদের ঈমানের মিথ্যা দাবির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মর্মভুদ শাস্তি বাস্তবিক পক্ষে তাদের কপটতার জন্য; সাধারণভাবে মিথ্যা বলার জন্য নয়। এই সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে সজাগ-সচেতন করাই শাহ সাহেবের উদ্দেশ্য এবং এ জন্যই তিনি ‘يَكْذِبُونَ’-এর অর্থ তারা মিথ্যা বলে না করে ‘মিথ্যা কথা বলত’ করেছেন। এ সূক্ষ্ম দৃষ্টির জন্য আল্লাহ পাক তাঁকে পুরস্কৃত করুন।

১৬. যুগে যুগে মুনাফিক ও দুনিয়া পূজারীদের কর্মকাণ্ড : মোট কথা, মুনাফিকরা কয়েকটি প্রোপাগান্ডা করে বেড়াত। প্রথমত, তারা নফসের খাহেশাতের গোলাম। শরী‘আতের বিধান পালনে তারা আগ্রহী ছিল না। দ্বিতীয়ত, মুসলিম ও কাফির উভয় সম্প্রদায়ের নিকট যাতায়াত করত এবং নিজের সম্মান বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে একের কথা অন্যের কাছে পৌঁছাত। তৃতীয়ত, তারা কাফরদের সাথে অত্যন্ত সৌহার্দ ও ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হত, দীনি বিষয়সমূহের বিরোধিতার ক্ষেত্রে তারা কখনও

(১৩) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْتُمُ الْكَاذِبُونَ ۖ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

১৩. যখন তাদের বলা হয়, অন্যসব লোক যেরূপ ঈমান এনেছে তোমরাও তদ্রূপ ঈমান আনো, তারা বলে, ^{১৮} আমরা কি নির্বোধদের মত ঈমান আনবো? ^{১৯} জেনে রেখ, এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না। ^{২০}

কাফিরদের প্রতিবাদ করত না। তারপর দীনি বিষয়ে কাফিররা যেসব অভিযোগ ও সন্দেহ উত্থাপন করত, যেগুলো মুসলিমগণের সম্মুখে এসে বর্ণনা করত, যাতে দুর্বল ঈমান ও সরল প্রকৃতির মুসলিমগণ শরীয়াতের বিধান সম্বন্ধে সন্ধিহান হয়ে পড়ে। এসব অনিষ্টকর কাজ করতে কেউ কেউ তাদেরকে বারণ করলে তারা উত্তর দিত, আমরা তো শান্তিকামী। আমরা চাই, সকল সম্প্রদায় ও দেশ অতীত কালের ন্যায় দুধ-চিনির মত মিলেমিশে থাকে এবং নতুন ধর্মের অভ্যুদয়ের কারণে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিটে যায়। বস্তুত সকল যুগের দুনিয়াদার ও প্রবৃত্তির পূজারীরা এ রকম কথাই বলে আসছে।

১৭. মুনাফিকরা কখনো শান্তিপ্রিয় নয়; কিন্তু এ কথা তারা বুঝে না : প্রকৃতপক্ষে সংশোধন তো এই যে, সত্য দীন অন্য সব ধর্মের উপর বিজয়ী হবে, পার্থিব সকল স্বার্থ ও লাভের তুলনায় শরীয়াতের বিধানের অধিক গুরুত্ব থাকবে এবং দীনের ব্যাপারে কারও সমর্থন কিংবা বিরোধিতার পরোয়া থাকবে না।

কবির ভাষায়

خاك بر دلدارى اغيار ياش

“অপরের সন্তুষ্টির উপর ধূলো নিক্ষেপ কর”।

মুনাফিকরা পারস্পরিক সমঝোতা ও শান্তি স্থাপনের বাহানায় যা কিছু করে বাস্তবিকপক্ষে তা অশান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে উপলব্ধি তাদের নেই।

১৮. অর্থাৎ তারা মনে মনে অথবা পরস্পরে, কিংবা সেই সব দুর্বল মুসলিমগণের নিকট, যারা কোনও কারণে তাদের বিশ্বস্ত ছিল, এ কথা বলত।

১৯. মুনাফিকরা সর্বকালেই মুসলিমগণকে নির্বোধ বলে থাকে : তাঁরা খাঁটি মুসলিমগণকে নির্বোধ বলেছে। কেননা, মহান আল্লাহর বিধান পালনে তারা এতটা নিবেদিত প্রাণ ছিল যে, মানুষের বিরোধিতা ও তার অশুভ পরিণাম এবং কালের পরিক্রমায় হাজারও ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার চিন্তায় গা বাঁচিয়ে চলত না। পক্ষান্তরে

(১৬) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۝

(১৭) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

১৪. যখন তারা মুসলিমগণের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, আমরা তো ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে^{২১} একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি।^{২২} আমরা তো উপহাস করি (অর্থাৎ মুসলিমগণের সাথে)।^{২৩}

১৫. আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন^{২৪} এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উন্নীত করেন। (আর) অবস্থা এই যে, তারা জ্ঞানান্ধ।^{২৫}

মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে কাফির ও মুসলিম সকলের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলত এবং কু-প্রবৃত্তির দাবীর বশবর্তী হয়ে আখিরাতের কোন চিন্তাই করত না। শান্তির অন্বেষণে তারা এত বিভোর ছিল যে, ঈমান ও শরঈ বিধান অনুসরণের কোন প্রয়োজনই মনে করত না। কেবল মৌখিক দাবী ও অনন্যোপায় অবস্থায় আনুষ্ঠানিক কিছু আমল-ইবাদত করেই পরিতুষ্ট ছিল।

২০. মুনাফিকরাই বাস্তবিকপক্ষে নির্বোধ : অন্তসারশূন্য পার্থিব স্বার্থ ও সুবিধা লাভের বশবর্তী হয়ে তারা আখিরাতের চিন্তা করত না। নশ্বরকে গ্রহণ ও অবিনশ্বরকে বর্জন করা কত মারাত্মক নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক! যে সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে হাজারও রকমে আত্মরক্ষা করা যেতে পারে, সেই সৃষ্টিকে ভয় করা, আর যেই ‘আল্লামুল-গুযুব’ (অদৃশ্য বিষয় সমূহের পরিজ্ঞাতা) মহান আল্লাহর দরবারে কোন প্রকারেই কোন ওয়র আপত্তি চলবে না, তাঁকে ভয় না করা, কত বড় মূর্খতা! আর ‘আহুকামুল হাকিমীন’ রাজাধিরাজ ও তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিরুদ্ধাচরণ করা শান্তি প্রিয়তার কেমন পরাকাষ্ঠা! কিন্তু মুনাফিকরা এতদূর নির্বোধ যে, এ সহজ সরল কথাটাও বুঝতে পারে না।

২১. শয়তানেরা (অর্থাৎ দুষ্টলোক) দ্বারা হয় সেই সব কাফির উদ্দেশ্য, যারা তাদের কুফর সকলের কাছে প্রকাশ করত অথবা সেই সব মুনাফিক উদ্দেশ্য যাদেরকে তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় জ্ঞান করা হত।

২২. অর্থাৎ কুফর ও ধর্মবিশ্বাসের বেলায় আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের সাথেই আছি। কোন অবস্থায়ই তোমাদের থেকে পৃথক হতে পারি না।

২৩. মুসলিমগণের সাথে মুনাফিকদের আচরণ : আমরা বাহ্যিকভাবে মুসলিমগণের যে অনুসরণ করি তাতে তোমরা মনে করো না যে আমরা আসলেই তাদের অনুরূপ। আমরা তো তাদের সাথে উপহাস করি এবং সকলের সামনে তাদের নির্বুদ্ধিতা জাহির করে দেই। তা এভাবে যে, আমাদের কথা ও কাজে বৈপরিত্য সত্ত্বেও তারা তাদের আহাম্মকির বশবর্তী হয়ে কেবল আমাদের মুখের কথায় আমাদেরকে মুসলিম মনে করে। আমাদের ধন-সম্পত্তি ও পরিবারবর্গের উপর হস্তক্ষেপ করে না। গনীমতের মাালে আমাদের অংশ দেয়, নিজেদের সন্তানদের আমাদের সাথে বিবাহ দেয় এবং সেই সুবাধে আমরা তাদের গোপন কথা ফাঁস করে দেই, কিন্তু তারা আমাদের ধোঁকাবাজি উপলব্ধি করতে পারে না।

২৪. মহান আল্লাহর উপহাসের মর্মকথা : আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মু'মিনগণকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা মুনাফিকদের সাথে মুসলিমগণের অনুরূপ ব্যবহার কর, কখনও তাদের জানমালের উপর হস্তক্ষেপ করো না, তাই অনুরূপ আচরণের কারণে মুনাফিকরা মনে করে নিয়েছে যে, ঈমান আনয়ন করে মুসলিমরা যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে, আমরাও কেবল মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে তা সবই লাভ করেছি। কাজেই, এ কারণে মুনাফিকরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গেছে। কিন্তু পরিণামে এ ব্যাপারটি মুনাফিকদেরকে কঠিন বিপদে নিষ্ক্ষেপ করবে। এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এ বারে ইনসাফের সাথে বলুন যে, উপহাস কি বাস্তবিকপক্ষে মুসলিমগণকে করা হল, না মুনাফিকদের? এবং মহান আল্লাহর উপহাস করার অর্থ এই নয় কি যে, তিনি মুনাফিকদেরকে উপহাসের बदলা ও শাস্তি দিবেন?

২৫. সত্যপথ বিমুখ হলে মানুষের অবস্থা কেমন হয় : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এমন কি তারা অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের চরমে পৌঁছে যায় এবং এমনভাবে পথভ্রষ্ট হয় যে, তার পরিণতি সম্পর্কে মোটেই চিন্তা করেনি এবং এই ভেবে উল্লাসিত হয় যে, তারা মুসলিমগণকে উপহাস করতে পেরেছে। অথচ, ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। জেনে রাখা উচিত যে, আয়াতে 'فِي طُغْيَانِهِمْ' -এর সম্পর্ক হলো 'يَمْدُهُمْ' ক্রিয়াপদের সাথে, কিন্তু দিল্লীতে মুদ্রিত নতুন তরজমাসমূহে এর সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে 'يَعْمَهُونَ' -এর সাথে। ফলে এর অর্থ বিকৃত হয়ে মুতাযিলাদের পক্ষে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এমন কি আরবদের বাক্য রীতিরও বিপরীত হয়ে গেছে; যা ভ্রান্ত। ওয়াকিফহাল ব্যক্তিগণ তা উত্তমরূপেই অবহিত।

۱۶) اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۖ فَمَا رَبِّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ۝

۱۷) امثالُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضْءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَّيْبَصِرُونَ ۝

১৬. এরাই সেই লোক, যারা সৎপথের বদলে অসৎপথ ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের ব্যবসায়ও লাভজনক^{২৬} হয়নি এবং তারা সুপথপ্রাপ্তও হয়নি।^{২৭}

১৭. তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালিয়েছে, তারপর আগুন যখন তার আশপাশ আলোকিত করলো, তখন আল্লাহ তাদের আলো উঠিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।^{২৮}

২৬. তিজারত অর্থাৎ ব্যবসায় দ্বারা ইতিপূর্বে বর্ণিত হিদায়াতের বদলে গোমরাহীকে গ্রহণ করা বোঝান হয়েছে।

২৭. নিজেদের ইচ্ছা ও ফয়সালা শক্তির সঠিক ব্যবহার না করে নিজেরাই গোমরাহী খরিদ করেছে : মুনাফিকরা বাহ্যত ঈমান এনেছে এবং অন্তরে কুফরকে বদ্ধমূল করে রেখেছে, যার ফলে তারা আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুনিয়ায় লাঞ্চিত হয়েছে। এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে তাদের অবস্থা সকলের সামনে ফাঁস করে দিয়েছেন। ঈমান আনলে তারা উভয় জগতে কৃতকার্য হত। কাজেই তাদের ব্যবসায় তাদের কোন উপকারে আসেনি; না পার্থিব, না পরকালীন, আর তারা এটাও বুঝতে সক্ষম হল না যে, কেবল মৌখিক ঈমানকে যথেষ্ট ও ফলপ্রসূ মনে করেই তারা এই ক্ষতি ও দুর্গতির শিকার হয়েছে। এখন এসব মুনাফিকের অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ দু'টি উদাহরণ পেশ করা হলো -

২৮. মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত : মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, কোন ব্যক্তি গভীর অন্ধকার রাতে পথ দেখার জন্য আগুন জ্বালাল, যখন আগুন আলোকিত হল এবং পথ ও দেখা যেতে লাগল, তখন আল্লাহ তা'আলা তা নিভিয়ে দিলেন এবং সে ব্যক্তি নির্জন প্রান্তরে অন্ধকারে থমকে দাঁড়িয়ে রইল; কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হয় না। এভাবেই মুসলিমগণের ভয়ে মুনাফিকরা কালিমায়ে শাহাদাতের আলো দ্বারা উপকৃত হতে চেয়েছিল, কিন্তু তাৎক্ষণিক কিছু তুচ্ছ সুযোগ সুবিধা (যেমন- জানমালের নিরাপত্তা)

(১৮) صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝

(১৯) أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

১৮. তারা মূক, বধির ও অন্ধ, কাজেই তারা ফিরবে না। ২৯

১৯. অথবা তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হচ্ছে, তাতে রয়েছে ঘন অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যু-ভয়ে তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল দেয়। আল্লাহ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন। ৩০

লাভ করলেও সহসা কালিমায়ে শাহাদাতের আলো এবং তাদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা নিঃশেষ হয়ে গেল এবং মৃত্যুর সাথে সাথে তারা নিপতিত হল কঠিন শাস্তিতে।

২৯. মুনাফিকদের বধির, মূক ও অন্ধ বলার কারণ : তারা বধির, সত্য কথা শুনে না; মূক, সত্য কথা বলে না; অন্ধ, নিজেদের লাভ-লোকসান দেখে না। কাজেই, যে ব্যক্তি বধিরও এবং মূকও, সে কি ভাবে পথে আসবে। কেবল অন্ধ হলে সে কাউকে ডাকতে পারত কিংবা কারও কথা শুনে পেত। তাই এখন তারা গোমরাহী ত্যাগ করে সৎপথে ফিরে আসবে বলে আর আশা করা যায় না।

৩০. মুনাফিকদের আরেকটি দৃষ্টান্ত : এসব মুনাফিকের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হলো, সে সব লোকের অনুরূপ, যাদের উপর আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে এবং তাতে রয়েছে কয়েক রকমের অন্ধকার। যেমন থরে থরে ঘনঘটা, বৃষ্টির অজস্র ধারা, রাতও নিবিড় অন্ধকার, সেই সাথে বজ্র-নিমাদ ও বিজলীর চমক। আর তা এতই ভয়ংকর যে, লোকগুলো মৃত্যু-ভয়ে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রেখেছে, যাতে প্রচণ্ড শব্দঘাতে তাদের প্রাণবায়ু উড়ে না যায়। অনুরূপ মুনাফিকরা শরীয়াতের দায়-দায়িত্ব ও সতর্কবাণী শুনে এবং নিজেদের লাঞ্ছনাকর অবস্থা লক্ষ্য করেও পার্থিব স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধার চিন্তা করে বিশ্বয়কর দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয়ে আছে এবং নিজেদের অর্থহীন দুরভিসন্ধির মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি কাফিরদেরকে সর্বদিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে। তার ধৈর্যতার ও শাস্তি হতে তারা কোন প্রকারেই আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

তাকসীরে উসমানী — ৩

(২০) يَكَادُ الْبَرُّ يُخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَافٍ فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(২১) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

(২২) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ۖ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

২০. বিজলী তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয় থায়। যখনই তাদের সম্মুখে বিজলি চমকে ওঠে তখন তারা তার আলোতে চলতে শুরু করে, আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কান ও চোখ ছিনিয়ে নিতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জিনিসের উপর শক্তিমান। ৩১

২১. হে মানব জাতি! তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকেও- যাতে তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও।

২২. যিনি তোমাদের জন্য যমিনকে শয্যা ও আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকা হিসেবে ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছেন। কাজেই তোমরা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না। আর তোমরা তো জান। ৩২

৩১. মহান আল্লাহর জ্ঞান ও শক্তি অসীম ৪ সারকথা, মুনাফিকরা তাদের ভাণ্ডি ও তমসাম্ভন্ন চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে আছে। কিন্তু তারা যখন ইসলাম জ্যোতির জয়-জয়কার ও প্রচণ্ড শক্তিশালী মু'জিয়া দেখে এবং শরীয়াতের তাকীদও সতর্কবাণী শোনে তখন সতর্ক হয়ে বাহ্যত সরল পথে ফিরে আসে। আবার যখন পার্থিব কোন কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হয়, তখন কুফরীর উপর অবিচল হয়ে যায়, ঠিক যেমন পশ্চিম প্রচণ্ড বৃষ্টি ও অন্ধকারের মাঝে বিজলী চমকাতেই সামনে অগ্রসর হয়, আবার পরক্ষণেই থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সর্বজ্ঞাত এবং কোন কিছুই তার শক্তির আওতা বর্হিভূত নয়, তাই এ সব দূরভিসন্ধি কী কাজে আসতে পারে।

(২৩) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

২৩. আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি সে সম্পর্কে তোমরা যদি সন্দেহে পতিত হয়ে থাক, তবে তোমরা এর মত একটি সূরা নিয়ে আস^{৩৩} এবং আল্লাহ্‌ ভিন্ন তোমাদের সাহায্যকারীদেরকেও ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।^{৩৪}

বিশেষ জ্ঞাতব্য : সূরার শুরু হতে এ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা তিন শ্রেণীর লোক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক. মু'মিনগণের সম্পর্কে; দুই. কাফিরদের সম্পর্কে (যাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত থাকায় কখনও ঈমান আনবে না); তিন. মুনাফিকদের সম্পর্কে, (যারা প্রকাশ্যে মুসলিম, কিন্তু তাদের অন্তর একনিষ্ঠ নয়।)।

৩২. মহান আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করা চরম মূর্খতা : এখান থেকে মু'মিন, কাফির ও মুনাফিক নির্বিশেষে সকল বান্দাকে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌ তা'আলার তাওহীদ অর্থাৎ একত্বের কথা বোঝান হয়েছে, যা ঈমানের মূলভিত্তি। সারকথা, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী সকলকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। তারপরও তাকে ত্যাগ করে অপর কাউকে মা'বুদ স্থির করা, যে তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখেনা (যেমন প্রতিমা), এটা কত বড় মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা! অথচ তোমরা এ কথা জান যে, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

৩৩. পবিত্র কুরআন সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র চ্যালেঞ্জ : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই পবিত্র কালামে (কুরআনে) সন্দেহের কারণ হয়ত এ হতে পারত যে, খোদ এ বাণীর মাঝেই কোন সংশয়পূর্ণ কথা থেকে থাকবে, যা দূরীভূত করার জন্য 'لَا رَيْبَ' বলা হয়েছে। অথবা তার কারণ এ হতে পারত যে, কারও অন্তরে স্বীয় উপলব্ধির ত্রুটির কারণে অথবা তীব্র বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এ শেষোক্ত কারণ যেহেতু সম্ভবপর, বরং এটা বাস্তবেই বিদ্যমান ছিল, তাই তা দূর করার একটি সহজ ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি এ কালামকে কোন মানব-রচিত কথা মনে কর, তাহলে তোমরাও এরূপ বিশুদ্ধ ও সাহিত্যালংকারপূর্ণ অন্তত তিন আয়াত সম্বলিত একটি সূরা রচনা কর তো দেখি! তোমরা ভাষা ও সাহিত্যালংকারে সুদক্ষ হওয়া সত্ত্বেও যখন একটি ক্ষুদ্র সূরার মুকাবিলা করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছ, তখন হৃদয়াংগম কর যে, এটা আল্লাহ্‌ তা'আলারই বাণী; কোনও মানুষের রচনা নয়।

(২৪) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَابُ رَذٌۢءٌ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

(২৫) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَآتَاوَاهُمْ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

২৪. তারপর তোমরা যদি এরূপ করতে সক্ষম না হও এবং কখনও সক্ষম হবেও না, তাহলে সেই আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য। ৩৫

২৫. যারা ঈমান এনেছে ও উত্তম কাজ করেছে তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে অনেক নহর প্রবাহিত। যখনই তারা খাওয়ার জন্য সেখানকার কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই বলবে, এটা তো সেই ফল, যা ইতিপূর্বে আমাদের দেওয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে দেওয়া হবে একই আকৃতির ফল। ৩৬ আর সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পূত পবিত্র নারীগণ এবং তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। ৩৭

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াতকে সপ্রমাণ করেছেন।

৩৪. পবিত্র কুরআন মানব মস্তিষ্কের ফসল নয় : পবিত্র কুরআন মানব রচিত বাণী তোমাদের এই দাবিতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের যত বড় যোগ্য কবি-সাহিত্যিক, আলঙ্কারিক ও বাক্যবাণীশ আছে তাদের সকলের সাহায্য নিয়েই এরূপ একটি ক্ষুদ্র সূরা রচনা করতো দেখি! অথবা এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন তোমাদের যত মা'বুদ আছে সকলের নিকট কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা কর, যেন তারা এ কঠিন কাজে তোমাদের একটু সাহায্য করে।

৩৫. অবাধ্য কাফিরদের জন্য পরকালীন শাস্তির ব্যবস্থাপনা : তথাপি যদি তোমরা এরূপ একটি সূরা রচনা করতে সক্ষম না হও, আর এটা নিশ্চিত যে, তোমরা কন্ঠিনকালেও তা রচনা করতে সক্ষম হবে না, তবে ভয় কর এবং বাঁচার চেষ্টা কর জাহান্নামের আগুন থেকে, যা আর সব আগুন হতে তীব্র এবং যার ইন্ধন কাফিররা এবং তোমাদের পূজ্য পাথরগুলো। সেই আগুন থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হলো, তোমরা মহান আল্লাহ পাকের কালামের উপর ঈমান আন। জাহান্নামের সেই

(২৬) إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا مَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا مِثْلًا مِثْلًا بِهِ كَثِيرًا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝

২৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ মশা কিংবা তার চেয়ে বড় কোন^{৩৮} জিনিসের দৃষ্টান্ত দিতে লজ্জাবোধ করেন না। কাজেই যারা মু'মিন তারা নিশ্চিত জানে যে, এ দৃষ্টান্ত সত্য, যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আর যারা কাফির, তারা বলে, এ দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহর কী উদ্দেশ্য? এ দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ অনেককে বিভ্রান্ত করেন এবং অনেককে সৎপথে পরিচালিত করেন।^{৩৯} এ দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি কেবল পাপিষ্টদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন।

আগুন সে সব কাফিরের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, যারা কুরআন শরীফ ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মিথ্যা মনে করে।

৩৬. জান্নাতের ফলফলাদি দুনিয়ার ফলফলাদির সাদৃশ্য হলেও স্বাদে হবে ভিন্নতর : আকার-আকৃতিতে জান্নাতের ফল দুনিয়ার ফলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, কিন্তু স্বাদের দিক থেকে থাকবে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। অথবা এর অর্থ, জান্নাতের ফলসমূহ পরস্পর একই আকার-আকৃতির হবে, কিন্তু স্বাদ হবে আলাদা আলাদা। কাজেই, জান্নাতবাসীগণ যখন কোন ফল দেখবে, তখন বলে উঠবে, এ তো সেই রকমেরই ফল, যা ইতিপূর্বে আমরা দুনিয়াতে অথবা জান্নাতে খেয়েছিলাম, কিন্তু আশ্বাদন করে দেখবে তার স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

৩৭. জান্নাতের নারীগণ বাহ্যিক অসূচী ও আভ্যন্তরীণ আবিলতা (মন্দ স্বভাব-চরিত্র) সব কিছু হতে পূত পবিত্র হবেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ পর্যন্ত তিনটি অপরিহার্য জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হয়েছে : এক. মা'দা বা উৎস (অর্থাৎ আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং কী ছিলাম; দুই. মা'আশ বা জীবনোপকরণ (অর্থাৎ কী আহাৰ করব এবং কোথায় থাকব) এবং তিন. মা'আদ বা পরজগত (অর্থাৎ আমাদের শেষ পরিণতি কী)।

৩৮. কাফিরদের অযৌক্তিক আপত্তির জবাব : পূর্বের আয়াত সম্পর্কে কাফিররা একটি আপত্তি তুলেছিল, এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে। সারকথা, কাফিররা যখন কুরআন মাজীদে একটি ক্ষুদ্র সূরার সমতুল্য সূরাও রচনা করতে পারল না, যার ফলে কুরআন মাজীদ যে মহান আল্লাহর বাণী তা সাব্যস্ত হয়ে গেল, তখন তারা বলল,

(২৭) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

২৭. যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে, আল্লাহ্ যা জুড়ে রাখার^{৪০} নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে^{৪১} তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।^{৪২}

যদিও আমরা এ কালামের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অক্ষম তথাপি ভিন্নতর যুক্তির সাহায্যে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, এটা আল্লাহর কালাম নয়; বরং মানুষেরই রচনা। তা হলো, বড় ও মহান ব্যক্তি তার বক্তব্যে তুচ্ছ জিনিসের উল্লেখ পরিহার করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা তো সকল মহৎ হতে মহত্তর ও মহিমান্বিত। তিনি কী করে তাঁর পবিত্র কালামে মশা ও মাকড়সার উল্লেখ করলেন? তাদের এই আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মশা বা তার চেয়ে বড় কোন জিনিস, যেমন মাছি ও মাকড়সার দৃষ্টান্ত প্রদান করলে তাতে লজ্জার কিছু নেই। কেননা, দৃষ্টান্ত প্রদানের উদ্দেশ্য থাকে উপমেয়কে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করে তোলা, তা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হওয়ায় কী আসে যায়? উপমান ও উপমেয়ের মাঝে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকলেই কেবল এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। উপমেয় ক্ষুদ্র হলে তার উপমানও ক্ষুদ্রই হওয়া উচিত। অন্যথায় উপমা প্রদানই অর্থহীন সাব্যস্ত হবে। হ্যাঁ, উপমা দানের ক্ষেত্রে উপমাও উপমাদাতার মধ্যে মাধুর্য থাকা অপরিহার্য হলে অবশ্য নির্বোধদের এ আপত্তি করার অবকাশ ছিল। কিন্তু এরূপ কথা কোন গন্ডমূর্খও বলতে পারে না। তাওরাত, ইঞ্জিল এবং দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজা-বাদশাদের কথাবার্তায় এর অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান। এর বিপরীত বলাটা কাফিরদের আহম্মকি ও জাত বিদ্বেষ ছাড়া কিছু নয়।

‘فَمَا فَوْقَهَا’-এর অর্থ মশার চেয়েও তুচ্ছ ক্ষুদ্রতর হতে পারে, যেমন মশার পাখা। মহানবী (সা.)-কোন কোন হাদীসে মশার পাখাকে দুনিয়ার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৩৯. মহান আল্লাহর সকল দৃষ্টান্ত হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করণের জন্যঃ মু'মিনগণ তো এসব দৃষ্টান্তকে সত্য ও উপকারী মনে করেন। আর কাফিররা তাচ্ছিল্যভরে বলে যে, এরূপ তুচ্ছ দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য কী হতে পারে? উত্তরে বলা হয়েছে যে, হিদায়াতে পরিপূর্ণ ঐ বাণী দ্বারা অনেককে বিভ্রান্তিতে নিম্ফেপ করা এবং অনেককে সৎপথ প্রদর্শন করাই মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হকপন্থী ও বাতিল পন্থীদের মাঝে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য, যা নেহায়েত উপকারী ও অত্যাৱশ্যকীয়।

(২৮) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

২৮. তোমরা কী ভাবে আল্লাহর নাফরমানী কর, অথচ তোমরা ছিলে নির্জীব, ৪৩ তারপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করলেন, ৪৪ তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, ৪৫ তারপর পুনরায় তোমাদের জীবিত করবেন। ৪৬ তারপর তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে। ৪৭

৪০. যেমন আত্মীয়তা ছিন্ন করা, আশিয়া আলায়হিমুস সালাম, উলামায়ে কিরাম, ওয়ায়েযীন, মু'মিনীন এবং সালাত ও অন্যান্য কল্যাণকর সৎকর্ম হতে বিমুখ থাকা।

৪১. 'দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে' এর মর্ম : তারা মানুষকে ঈমানের প্রতি বিরূপ করে তুলত, ইসলামের শত্রুদেরকে প্ররোচনা দিয়ে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করত এবং সাহায্যে কিরাম ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গের দোষত্রুটি বের করে তা প্রচার করে বেড়াত, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও দীন ইসলামের প্রতি মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এছাড়া তারা মুসলিমগণের গোপনীয় বিষয় তাদের শত্রুদের কানে পৌঁছে দিত এবং ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী নানা রকম বিদ্'আত ও কুসংস্কার প্রসারের জন্য চেষ্টা চালাত।

৪২. অর্থাৎ তাদের এসব অপতৎপরতায় তাদেরই ক্ষতি। ইসলামের সুনাম কিংবা উম্মাতের পুণ্যাগ্নাগণের মর্যাদা কিছু নষ্ট হবে না।

৪৩. অর্থাৎ নিষ্প্রাণ দেহ। তোমাদের অনুভূতি ও গতিবিধি কিছুই ছিল না। প্রথমে ছিলে উপাদান, তারপর পিতামাতার খাদ্যে পরিণত হলে, তারপর বীর্য, তারপর জমাট রক্ত এবং তারপর গোশতে পরিণত হলে।

৪৪. অর্থাৎ পূর্বোক্ত অবস্থার পর রুহ ফুঁকে দেওয়া হল, যা ফলে মাতৃ-গর্ভে এবং তারপরে পৃথিবীতে জীবিত থাকলে।

৪৫. অর্থাৎ দুনিয়ার যখন মৃত্যুর সময় আসবে।

৪৬. অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ গ্রহণের জন্য কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জীবিত করা হবে।

৪৭. হিসাব-নিকাশের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে আনয়ন : তোমাদেরকে কবর থেকে বের করে হিসাব-নিকাশের জন্য মহান আল্লাহর সম্মুখে দাঁড় করানো হবে। কাজেই, এবারে ইনসাফের সাথে বল, তোমরা যখন আদ্যান্ত মহান আল্লাহর কৃপাপাশে বন্দী, সর্বাবস্থায় ও সকল প্রয়োজনে তাঁরই মুখাপেক্ষী এবং তাঁরই কাছে আশাবাদী। তারপরও কুফরী করা ও তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়া আশ্চর্যজনক নয় কি?

(২৯) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(৩০) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

২৯. তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তারপর আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করলেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।^{৪৮}
৩০. স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে এক প্রতিনিধি^{৪৯} সৃষ্টি করছি, ফিরিশ্তারা বলল, আপনি কি পৃথিবীতে তাদের প্রতিষ্ঠিত করবেন, যারা সেখানে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসা পাঠ করি এবং স্মরণ করি আপনার পবিত্র সত্তাকে।^{৫০} তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি জানি, যা তোমরা জান না।^{৫১}

৪৮. এ আয়াতে অন্য অনুগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের স্থিতি ও উপকারার্থে পৃথিবীতে সব ধরনের জিনিস পর্যাপ্ত পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন (যথা পানাহার-সামগ্রীর ও বস্ত্রাদি এবং প্রত্যেক জিনিসের জন্য হাতিয়ার ও উপায়-উপকরণ) আর একাধিক আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মাঝে তোমাদের জন্য নানা রকম উপকার নিহিত আছে।

৪৯. আদম সৃষ্টির প্রসংগ : এবারে একটি শ্রেষ্ঠ নি'আমতের উল্লেখ করা হচ্ছে, যা সমগ্র মানব জাতিকে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি সংঘটন। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের খলীফারূপে নিযুক্ত করেন। পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا -এর মাঝে যদি কারও সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তবে হযরত আদম (আ.)-এর কাহিনী দ্বারা তাঁর সুস্পষ্ট জবাবও হয়ে যায়।

৫০. আদম সৃষ্টিতে ফিরিশ্তাগণের আপত্তির রহস্য : ফিরিশ্তাগণের যখন এ উৎকণ্ঠা দেখা দিল যে, আমাদের মত বাধ্য ও অনুগত বান্দা থাকতে যে মাখলুক অনর্থ-সৃষ্টিকারীও রক্তপাতকারী পর্যন্ত হবে তাদেরকে খলীফা বানানোর কী হেতু

(৩১) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

(৩২) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

৩১. আল্লাহ্ আদমকে যাবতীয় বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর যে সব বস্তু ফিরিশ্তাদের সামনে প্রকাশ করলেন, তারপর বললেন, এ সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
৩২. তারা বলল, আপনি পবিত্র। আপনি আমাদের যতটুকু শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কিছুই জানা নেই। নিশ্চয়ই আপনিই প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। ৫২

থাকতে পারে? তখন তারা সে উৎকর্ষা নিবারণের উদ্দেশ্যেই এ প্রশ্নটি করেছিল। এটা তাদের আপত্তি ছিল না আদৌ। প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের এ অবস্থার কথা ফিরিশতাগণ জানল কী করে? এর সম্ভাব্য জবাব বহু হতে পারে, যেমন তাঁরা জিন্নদের দেখে অনুমান করেছিল; আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে পূর্বে এটা জানিয়ে দিয়েছিলেন; লাওহে মাহফুযে তাঁরা এটা লিপিবদ্ধ দেখেছিল; তাঁরা চিন্তা করেছিল যে, শাসক ও খলীফার প্রয়োজন তো তখনই দেখা দিতে পারে, যখন অন্যায় ও অশান্তি সৃষ্টি হবে, কিংবা হযরত আদম (আ.)-এর কাঠামো দেখেই তারা এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল (যেমন ইবলীস হযরত আদম (আ.)-কে দেখে বলেছিল, নওজোয়ান হবে এবং তাই হয়েছিলেন)।

৫১. ফিরিশতাগণকে সংক্ষেপে এ দৃষ্ট জবাব দেওয়া হল যে, তাঁকে সৃষ্টি করার যে রহস্য তা আমি ভাল করে জানি। তোমরা এখনও তা জানো না। জানলে তার খিলাফত ও শ্রেষ্ঠত্বে সন্দেহ করতে না।

৫২. আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ৪ সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সমুদয় বস্তুর নাম, তার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য এবং তার উপকার ও ক্ষতি শিক্ষা দান করলেন। কোনরূপ বাক্যালাপের মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি তাঁর অন্তরে এ জ্ঞান সঞ্চারিত করলেন, যেহেতু এ জ্ঞানগত যোগ্যতা ছাড়া খিলাফত ও পৃথিবীর শাসন কার্য পরিচালনা সম্ভব নয় এবং বিষয়টি ফিরিশতাগণকেও তিনি অবহিত করেছিলেন। সে মতে তিনি তাঁদের বললেন, তোমরা যদি এ দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকে যে, খিলাফতের দায়িত্ব পালনে তোমরাও সক্ষম, তাহলে এ সমুদয় বস্তুর নাম ও প্রকৃতি তাফসীরে উসমানী — ৪

(৩৩) قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ
 اِنِّىۤ اَعْلَمُ غَيْۢبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تَبَدُّوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝
 (৩৪) وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبۡلِیۡسَ ؕ اَبٰى وَاَسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ
 مِنَ الْكٰفِرِیۡنَ ۝

৩৩. তিনি বললেন, হে আদম! তুমি ফিরিশ্তাদেরকে এ সব বস্তুর নাম বলে দাও। সে যখন তাদেরকে সে সবার নাম বলে দিল, তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তুরাজির সম্বন্ধে আমি সম্যক অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর ও যা গোপন রাখ তাও জানি? ৫৩
৩৪. আমি যখন ফিরিশ্তাদের নির্দেশ দিলাম, আদমকে সিজ্দা কর, তখন সকলেই সিজ্দায় পড়ে গেল, কিন্তু ইবলীস; ৫৪ সে অমান্য করল ও অহংকার প্রকাশ করল। বস্তুত সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৫৫

বলে দাও। কিন্তু তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা ও ত্রুটি স্বীকার করল এবং ভালভাবেই উপলব্ধি করল যে, যে-ই ব্যাপকতর জ্ঞান ছাড়া পৃথিবীতে কেউ খিলাফতের উপযুক্ত হতে পারে না। এটা উপলব্ধি করে তাঁরা বলে উঠল, তোমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধারে কাছে কেউ পৌছতে পারে না।

৫৩. তারপর হযরত আদম (আ.)-কে যখন জগতের বস্তু নিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, তিনি ঝটপট সব ফিরিশ্তাদের বলে দিলেন। ফিরিশ্গণ অবাক হয়ে গেলো। আদমের (আ.)-জ্ঞানের ব্যাপ্তি দেখে তারা ধন্য ধন্য করে উঠল। আল্লাহু তা'আলা তাদের বললেন, আমি বলিনি আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর যাবতীয় গুণ বিষয় আমার জানা? তোমাদের অন্তরে যা কিছু প্রচ্ছন্ন তাও আমি জানি?

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এর দ্বারা ইবাদতের উপর ইল্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল। দেখুন, ইবাদতে ফিরিশ্গণ এতই অগ্রগামী যে, তারা মা'সুম তথা নিষ্পাপ আখ্যায় ভূষিত। কিন্তু ইল্মে যেহেতু তাঁরা মানুষের পেছনে তাই খিলাফতের পদমর্যাদা মানুষকেই দেওয়া হল। আর ফিরিশ্গণ তা স্বীকার করে নিল। আর হওয়াও তো এটাই উচিত ছিল। কেননা, ইবাদত করা সৃষ্টি জীবের বৈশিষ্ট্য। এটা মহান আল্লাহর গুণ নয়। ইল্ম আল্লাহু তা'আলার একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। তাই খিলাফতের যোগ্য মানুষই হতে পারে। প্রতিনিধির মাঝে নিয়োগকর্তার গুণ তো থাকা চাই।

(৩৫) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

৩৫. এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমিও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা হতে যা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই গাছের কাছেও যেওনা, গেলে তোমরা যালিম সাব্যস্ত হবে। ৫৬

৫৪. পৃথিবীর খিলাফত, আদমকে সিজ্দা ও ইবলীসের পরিণতি : যখন হযরত আদম (আ.)-এর খলীফা হওয়া স্থিরকৃত হলো, তখন ফিরিশ্তাদেরকে এবং তাঁদের সাথে জিন্নদেরকে আদেশ করা হল, তাঁরা যেন আদমের দিকে মুখ করে সিজ্দা করে এবং তাঁকে সিজ্দার কিবলা বানায়; ঠিক যেমন রাজা-বাদশাহগণ তাদের যুবরাজ নিযুক্ত করেন এবং তারপর অমাত্যবর্গকে তার সম্মুখে নজরানা পেশ করার নির্দেশ দেয়, কারও প্রতিবাদ করার সুযোগ না থাকে। সুতরাং সকলেই উক্ত সিজ্দাটি আদায় করল, কিন্তু ইবলীস করল না। আসলে সে ছিল জিন্নদের একজন। ফিরিশ্তাগণের সাথে তার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল। তার এ ঔদ্ধত্যের কারণ ছিল এই যে, পৃথিবীতে জিন্ন জাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। আসমানেও তাদের যাতায়াত ছিল। অবশেষে তারা ক্রমে ফিৎনা-ফাসাদ ও রক্তারক্তিতে জড়িয়ে পড়ে। ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাদের কতককে নিপাত করে এবং কতককে মরুভূমি, পাহাড় ও দ্বীপাঞ্চলে তাড়িয়ে দেয়। তাদের মধ্যে ইবলীস ছিল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও ইবাদতগুয়ার। সে নিজে জিন্নদের অন্যায়-অনাচারে জড়িত ছিল না বলে প্রকাশ করল, ফলে ফিরিশ্তাগণ তার জন্য সুপারিশ করল। সে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল। এরপর থেকে সে ফিরিশ্তাদের মাঝেই থাকতে লাগল। এবারে সমস্ত জিন্নের স্থলে সে একাই হবে পৃথিবীর দণ্ডমুন্ডের কর্তা। এই লালসায় সে নিরলস পরিশ্রমে ইবাদত বন্দেগী করে যেতে লাগল এবং পৃথিবীতে খিলাফতের স্বপ্ন দেখতে থাকল। অবশেষে যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-সম্বন্ধে খিলাফতের ফরমান ঘোষণা করলেন, তখন সে নিরাশ হয়ে গেল এবং তার লোক দেখানো ইবাদত নিষ্ফল হওয়ার হিংসায়, ক্ষোভে যা করার করল ও অভিশপ্ত হল।

৫৫. অর্থাৎ মহান আল্লাহর জ্ঞানে যে পূর্ব হতেই কাফির ছিল, যদিও অন্যদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে এই ক্ষণে। কিংবা বলুন, সে এখন কাফির হয়ে গেল। কেননা, সে দর্পভরে মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছে এবং সে কেবল সিজ্দা করেনি এতটুকু নয়; বরং মহান আল্লাহর আদেশকে অযৌক্তিক, অন্যায় ও লজ্জার কারণ মনে করেছে।

۳۶) فَأَزَلُّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

(৩৬) فَتَلَقَىٰٓ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ ۖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

৩৬. কিন্তু শয়তান তা হতে তাদের পদস্থলন ঘটায় এবং সেই সম্মান ও শান্তি হতে তাদের বহিস্কার করে, যার মাঝে তারা ছিল।^{৫৭} আমি বললাম, তোমরা বের হয়ে যাও। তোমরা একে অন্যের শত্রু হয়ে গেলে।^{৫৮} পৃথিবীতে তোমাদের জন্য কিছু কালের ঠিকানা এবং উপভোগ রয়েছে।^{৫৯}
৩৭. তারপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু কথা শিখে নিল। আর আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনিই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।^{৬০}

৫৬. প্রসিদ্ধ তো এই যে, সেটা ছিল গমের গাছ, কারও মতে আংগুর গাছ, আবার কেউ আঞ্জীর, কমলালেবু ইত্যাদিও বলেছেন। প্রকৃত অবস্থা মহান আল্লাহই ভাল জানেন।

৫৭. মানব জাতির সাথে শয়তানের শত্রুতার সূত্রপাত ৪ বলা হয় যে, হযরত আদম (আ.)-বেহেশ্তে বসবাস করতে থাকলেন। শয়তানকে তার সম্মানের স্থান থেকে বের করে দেওয়া হল। এতে শয়তানের হিংসানল আরও লেলিহান হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ময়ূর ও সাপের সাথে যোগসাজশ করে বেহেশ্তে প্রবেশ করে এবং হযরত হাওয়াকে নানারকম প্ররোচনা দিয়ে ভুলিয়ে ফেলে। তিনি নিজেও সে গাছের ফল খেয়ে ফেললেন এবং আদম (আ.)-কেও খাওয়ালেন। শয়তান তাকে এ প্রত্যয় দিয়েছিল যে, এ ফল খেলে তুমি মহান আল্লাহর চিরদিনের নৈকট্য লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে নিষেধ করে দিলেন সে তার একটা মনগড়া ব্যাখ্যা তাদের শুনিয়ে দেয়। সামনে এ ঘটনা বিস্তারিত আসবে।

৫৮. পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী বসবাস ৪ এ ভুলের শাস্তি হিসেবে হযরত আদম, হাওয়া ও তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতি আদেশ হয় যে, তোমরা বেহেশ্ত হতে বের হয়ে পৃথিবীতে গিয়ে বসবাস কর। তোমরা একে অন্যের শত্রু হয়ে থাকবে। ফলে অনেক দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে। বেহেশ্ত অপরাধ ও শত্রুতা করার জায়গা নয়। এ সবার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে পৃথিবী, যা তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

(৩৮) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَمَا يَأْتِيَكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمِنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

৩৮. আমি আদেশ করলাম তোমরা সকলেই^{৬১} এ স্থান হতে নেমে যাও। তারপর তোমাদের নিকট যদি আমার পক্ষ হতে কেন হিদায়াত পৌঁছে, তাহলে যারা আমার হিদায়াতের উপর চলবে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ৬২

৫৯. দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আবাস : তোমরা দুনিয়ায় চিরদিন থাকবে না; বরং একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সেখানে থাকবে এবং সেখানকার বস্তু নিচয় দ্বারা উপকৃত হবে। তারপর আবার আমারই সম্মুখে উপস্থিত হবে। সেই নির্দিষ্ট কাল স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তো তার মৃত্যু, আর সমস্ত জগতের ক্ষেত্রে কিয়ামত।

৬০. আদমের তাওবা কবুল হল : হযরত আদম (আ.) যখন আল্লাহ তা'আলার তিরস্কার মিশ্রিত আদেশ শুনে বাইরে চলে আসলেন এবং অনুতাপ ও অনুশোচনায় কাঁদতে থাকলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা দয়া করে ইলহামের মাধ্যমে তাঁর অন্তরে কয়েকটি শব্দ সঞ্চারিত করলেন, যাতে তার তাওবা কবুল হয়েছিল, সে শব্দগুলো ছিল -

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

৬১. মানব জাতির আবাসস্থল দুনিয়া : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর তাওবা কবুল করলেন, কিন্তু তখনই জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন না; বরং দুনিয়া বসবাস করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা বলবৎ রাখলেন। কেননা এটাই তাঁর প্রজ্ঞা ও সার্বিক কল্যাণের অনুকূল ছিল। বলা বাহুল্য তাঁকে পৃথিবীর জন্য খলীফা বানানো হয়েছিল, জান্নাতের জন্য নয়। আর আল্লাহ তা'আলা এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, দুনিয়ায় অবস্থান তাঁর অনুগত বান্দার জন্য ক্ষতিকারক হবে না, বরং উপকারী হবে। হাঁ, যারা অবাধ্য তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। এ পার্থক্য সাধন ও পরীক্ষা গ্রহণের জন্যও দুনিয়াই উপযুক্ত স্থান।

৬২. 'খাউফ' ও 'হযন' এর ব্যাখ্যা : কোন বিপদ আপতিত হওয়ার আগে তজ্জন্য যে কষ্ট ও আশংকা হয়, তার নাম 'خوف' আর আপতিত হওয়ার পর যে দুঃখ হয়, তাকে বলা হয় 'حزن'; দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন রুগ্ন ব্যক্তির মরে যাওয়ার কল্পনায় যে কষ্ট অনুভূত হয়, সেটা خوف; আর মরে যাওয়ার পর যে বেদনা সঞ্চার হয়, তা حزن; এ আয়াতে যে 'حزن و خوف' না থাকার কথা বলা হয়েছে, তাতে যদি পার্থিব 'حزن و خوف' বোঝান হয়ে থাকে, তাহলে আয়াতের অর্থ হবে, যারা আমার

(৩৭) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
 (৪০) لِيَبْنِيَ إِسْرَءِيلَ أَذْكَرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي
 أُؤْفِي بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون ۝

৩৯. যারা কুফর করেছে এবং আমার নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করেছে তারাই জাহান্নামবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

৪০. হে বণী ইসরাঈল! ৬৩ আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি ৬৪ এবং তোমরা পূর্ণ কর আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার, তা হলে আমিও পূর্ণ করবো তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার ৬৫ এবং শুধু আমাকেই ভয় করো। ৬৬

পথ-নির্দেশ অনুযায়ী চলবে, তাদের এ আশংকা করার কোন অবকাশ নেই যে, হয়ত বা এটা সত্যিকারের পথ নির্দেশ নয়; বরং শয়তানের ধোঁকা ও প্ররোচনা। এমনিভাবে তাদের পিতা কার্যত জান্নাত হারিয়েছেন বলে তারা দুঃখিতও হবে না। কেননা, হেদায়াতপ্রাপ্তগণ শীঘ্রই জান্নাত লাভ করবে। আর এ 'حزن و خوف' যদি পরকালীন হয়ে থাকে, তাহলে আয়াতের অর্থ হবে, কিয়ামতের দিনে হিদায়াতপ্রাপ্তদের কোন ভয়ও থাকবে না, দুঃখ না থাকা তো একটি স্বীকৃত বিষয়। কিন্তু ভয়ও যে থাকবে না এ কথা বলার দরুন নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন জাগে যে, সে দিন তো আশিয়া আলাইহিমুস সালামের পর্যন্ত ভয় হবে। ভয়মুক্ত তো সে দিন কেউ হবে না? আসল কথা হলো, ভয় দু'রকমের হয়ে থাকে। এক ভয়ের কারণ ও উৎস খোদ ভীত ব্যক্তির মাঝেই নিহিত থাকে, যেমন কোন রাষ্ট্রীয় অপরাধীর মনে ভয়ভীতি। তার ভয়ের কারণ তার অপরাধ, যা তারই প্রতি আরোপিত হয়। আবার কখনও সে ভয়ের কারণ নিহিত থাকে সেই ব্যক্তির মাঝে, যাকে ভয় করা হয়। যেমন, কেউ যখন কোন প্রতাপশালী বাদশাহ কিংবা সিংহের সামনে পড়ে, তখন তার মনে ভীতির সঞ্চার হয়। তার সে ভয়ের কারণ এ নয় যে, সে বাদশাহ বা সিংহের নিকট কোন অপরাধ করেছে; বরং তার ভয়ের কারণ হচ্ছে রাজকীয় প্রতাপ ও পরাক্রম এবং সিংহের প্রচন্ড আক্রোশ ও দানবীয় প্রবৃত্তি, যার কেন্দ্রস্থল খোদ বাদশাহ ও সিংহেরই সত্তা। আয়াতে প্রথম প্রকার ভয় না থাকার কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয় প্রকারের ভয় নয়। যদি 'لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ' -এর স্থলে 'لَا يَخَافُونَ' অথবা 'لَا خَوْفٌ فِيهِمْ' বলা হত, তা হলে অবশ্য প্রশ্নের সুযোগ ছিল।

৬৩. **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا** -এর সম্বোধন ছিল ব্যাপক, তার অধীনে সেই সব নি'আমতের উল্লেখ করা হয়েছিল, যা সমগ্র মানব জাতির প্রতি ব্যাপক ছিল, যেমন পৃথিবী, আকাশ এবং অপারাপর বস্তু নিচয়ের সৃষ্টি। তারপর আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে খলীফারূপে মনোনয়ন ও জান্নাতে ঠাঁই দান প্রভৃতি। এবারে বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বিভিন্ন সময়ে পুরুষানুক্রমে তাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয় এবং তারা যে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে, তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো। কেনান, মানব সন্তানের সমস্ত শাখা-প্রশাখার মাঝে বনী ইসরাঈলকেই সবচেয়ে মর্যাদাবান, জ্ঞান ও কিতাবের অধিকারী, নবুওয়াত লাভকারী এবং আশ্বিয়া (আ.)-সম্পর্কে বেশি জানাশোনা সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা হত। হযরত ইয়াকুব (আ.)-হতে ইসা (আ.)-পর্যন্ত প্রায় চার হাজার নবীর আবির্ভাব কেবল তাদের মধ্যেই হয়েছিল। আরব জাহানের দৃষ্টি তাদেরই দিকে নিবদ্ধ ছিল যে, তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, না তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণেই তাদের প্রতি বর্ষিত অনুগ্রহরাজিও তাদের দোষত্রুটি বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে তারা লজ্জিত হয়ে ঈমান আনে, আর তা না হলে অন্যান্য লোক তাদের চরিত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের কথার গুরুত্ব না দেয়। ইসরাঈল হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর নাম, যার অর্থ আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা।

৬৪. বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর নি'আমতসমূহ : তাদের মাঝে হাজারও নবী প্রেরণ করা হয়েছে। তাওরাত প্রভৃতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে। ফিরাউন হতে নিষ্কৃতি দিয়ে শাম দেশে (সিরিয়ায়) প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মান্না ও সালওয়া নাযিল করা হয়েছে। একটি পাথর হতে বারটি প্রস্রবণ জারি করে দেওয়া হয়েছে। আরও কত নি'আমত ও অলৌকিক ঘটণাবলী, যা অন্য কোন সম্প্রদায়ের ভাগ্যে ঘটেনি।

৬৫. বনী ইসরাঈলের কৃত অঙ্গীকার সমূহ : তাওরাতে অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, তোমরা যদি তাওরাতের বিধানে সুপ্রতিষ্ঠিত থাক এবং যখন যে নবীকে পাঠাব তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁর সাহায্যকারী হয়ে যাও, তাহলে শামদেশ তোমাদের করায়ত্তে থাকবে। বনী ইসরাঈল তা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু পরে তারা এ অঙ্গীকার ঠিক রাখেনি। দূরভিসন্ধি করেছে, উৎকোচ নিয়ে ভুল বিধান গুনিয়েছে, সত্য গোপন করেছে, নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, নবীর আনুগত্য করেনি, বরং কোন কোন নবীকে হত্যা পর্যন্ত করেছে এবং তাওরাতে যেখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গুণাবলীর উল্লেখ ছিল তা পরিবর্তিত করেছে, যদরূপে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

৬৬. অর্থাৎ পার্থিব স্বার্থক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয় করো না।

(১১) وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ۝

(১২) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(১৩) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

৪১. এবং বিশ্বাস কর সেই কিতাবকে যা আমি নাযিল করেছি, তা প্রত্যায়ন করে সেই কিতাবকে যা তোমাদের নিকট আছে, ৬৭ আর তোমরাই সকলের মধ্যে তার প্রথম অমান্যকারী হয়োনা। ৬৮ আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করে চলো।

৪২. তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যা মিশ্রিত করো না এবং সত্যকে জেনেও গোপন করো না।

৪৩. সালাত কায়েম রাখ ও যাকাত দাও এবং সালাতে যারা অবনত হয় তাদের সাথে অবনত হও। ৬৯

৬৭. তাওরাতের শিক্ষা : তাওরাতে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, আবির্ভূত নবী যদি তাওরাতের সমর্থন করে, তাহলে তাকে সত্যবাদী মনে করবে, অন্যথায় সে মিথ্যাবাদী। জ্ঞাতব্য যে, আকীদা-বিশ্বাস, নবীগণের বৃত্তান্ত, আখিরাতে অবস্থা ও আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে কুরআনী বিধান তাওরাত প্রভৃতি আসমানী কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পূর্ববর্তী কিছু কিছু আদেশ-নিষেধ রহিত করা হয়েছে বটে, কিন্তু তা সমর্থনের পরিপন্থী নয়। সমর্থনের পরিপন্থী হলো অস্বীকার করা। মহান আল্লাহর যে কোন কিতাবকে অস্বীকার করাই কুফর। রহিত তো কুরআনের কতিপয় আয়াত হয়েছে, কিন্তু আয়াত হওয়া হিসাবে নাউযুবিল্লাহ তা অস্বীকার করতে পারে ?

৬৮. অর্থাৎ জেনেও কুরআন অস্বীকারকারীদের মধ্যে প্রথম হয়ো না। তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক কুরআন অস্বীকার করেছিল, কিন্তু তার কারণ ছিল অজ্ঞতা ও অশিক্ষা। জেনেও অস্বীকার তারা কখনই করেনি। এরূপ অস্বীকৃতিতে তো প্রথম তোমরাই হবে। আর পূর্বোক্ত কুফর হতে এটা জঘন্যতর।

৬৯. অর্থাৎ জামা'আতের সাথে সালাত আদায় কর। পূর্বের কোনও শরীয়াতে জামা'আতসহ সালাতের বিধান ছিল না। আর ইয়াহুদীদের সালাতে রুকু' ছিল না। আয়াতের সারমর্ম হল, উপরিউক্ত বিষয়গুলোই তোমাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং

(৬৬) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

(৬৭) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝
 ৬৮ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رُجْعُونَ ۝

৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও! অথচ তোমরা কিতাব পড়, তথাপি কেন বোঝ না? ৭০
৪৫. তোমরা ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে ৭১ সাহায্য চাও। অবশ্য এটা সকলের জন্য কঠিন, কেবল বিণীতগণ ছাড়া।
৪৬. যারা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। এবং তাঁর নিকট তাদের ফিরে যেতে হবে। ৭২

মৌলিক বিষয়সমূহে শেষ নবীর অনুসরণ করতে হবে। সালাত আদায়ও তাঁরই বিধান মতে আদায় কর, যা জামা'আত ও রুকু'সহ হবে।

৭০. ইয়াহুদী পণ্ডিতগণের দুমুখী চরিত্র : ইয়াহুদী পণ্ডিতদের কতকের অবস্থা ছিল, তারা নিজেদের লোকদের বলত, দীন ইসলামই ভাল; কিন্তু নিজেরা মুসলিম হত না। তাদের এ সংশয় দেখা দিত; বরং অধিকাংশ বাহ্যদর্শীদের মনেই এ স্থলে এ সন্দেহ জাগে যে, শরী'আতের বিধান শিক্ষাদানে আমরা যখন কোন ত্রুটি করছি না এবং সত্য গোপনেও লিপ্ত নই, তখন নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়িত করার প্রয়োজন নেই। আমাদের দিক-নির্দেশে যখন বহু লোক শরী'আত মেনে চলছে তখন 'الادال على' (ভাল কাজের পথ-নির্দেশক ভাল কাজের কর্তৃত্ব)- এ নিয়ম অনুসারে তা আমাদেরই কাজ বলে গণ্য হবে। এ আয়াতে সে বিভ্রান্তি নিরসন করা হয়েছে। আয়াতের মর্ম হলো, উপদেশ দাতার নিজেকে তার উপদেশ অনুযায়ী কাজ অবশ্যই করতে হবে। এর অর্থ এ নয় যে, পাপী ব্যক্তি উপদেশ দিতে পারবে না।

৭১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আহলে কিতাব পণ্ডিতদের ঈমান না আনার কারণ : আহলে কিতাবের পণ্ডিতবর্গ সত্য পরিষ্কার হয়ে উঠার পরও যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন হতে বিরত থেকেছিল, তার বড় কারণ ছিল তাদের অর্থ ও ক্ষমতার লোভ। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে উভয় কারণের প্রতিকার বাতলে দিলেন। ধৈর্য্য ধারণের মাধ্যমে অর্থ-লালসা ও ভালবাসা দূর হয়ে যাবে এবং সালাত তাফসীরে উসমানী — ৫

(৬৭) اٰیٰتِیْ اِسْرَآءِیْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیْ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ فَضَّلْتُكُمْ عَلَیْكُمْ وَاٰتٰی

عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ ۝

(৬৮) وَاَتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَیْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا

یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ یُنصَرُوْنَ ۝

৪৭. হে বণী ইসরাঈল! তোমরা আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের উপর করেছি এবং আমি যে তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তাও। ৭৩

৪৮. তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যে দিন কেউ কারও কোনও কাজে আসবে না এবং কারও পক্ষ হতে সুপারিশ কবুল হবে না এবং কারও নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না। আর তারা কোন প্রকার সাহায্যও পাবে না। ৭৪

দ্বারা নিজের মাঝে ইবাদত করার স্বভাব ও নমনীয়তা সৃষ্টি হবে, ফলে ক্ষমতার লোভ কমে আসবে।

৭২. অর্থাৎ একনিষ্ঠ মনে ধৈর্য্য ধারণ ও সালাত আদায় অত্যন্ত কঠিন বটে, তবে যারা বিণয়ী ও ভীতু, তাদের জন্য সহজ। তাদের তো একই চিন্তা ও ধ্যান যে আমাদের মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে, তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে। (অর্থাৎ সালাত দ্বারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়; বরং তাঁর সাথে যোগ সাক্ষাত হয়) অথবা কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য তাঁর সামনে উপস্থিত হতে হবে।

৭৩. তাকওয়া ও ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জনের সহজ উপায় ৪ ধৈর্য্য, একাগ্রতা ইবাদতে আত্মনিমগ্নতা দ্বারা তাকওয়া ও ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জন করা যেহেতু কঠিন, তাই এ আয়াতে তার সহজ পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হলো। আর তা হলো শোকর। তাই আল্লাহ তা'আলা বিভিন্নভাবে তাদের প্রতি যে সব ইহুসান ও অনুগ্রহ করেছিলেন, তা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। সেই সাথে তাদের দুষ্কর্মগুলোও উল্লেখ করছেন। মানব জাতিই নয়; বরং পশু-পক্ষীর মাঝে পর্যন্ত এ স্বাভাবিক গুণ বিদ্যমান রয়েছে যে, তারা তাদের অনুগ্রহকারীর ভালবাসা ও তাঁর আনুগত্যকে অত্যন্ত ঠাঁই দেয়। এ বিষয়বস্তুটি কয়েক রুকু ব্যাপি বিস্তারিত ব্যাখ্যার সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

(৬৯) وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ سَوَاءَ الْعَذَابِ يَدًا بِحُورِ
أَهْنَاءِكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

৪৯. স্মরণ করো, সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদেরকে ফিরাউনের লোকদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। যারা তোমাদেরকে কঠিন যন্ত্রণা দিত; তোমাদের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীগণকে জীবিত রেখে দিত।^{৭৫} এতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা ছিল।^{৭৬}

বিশেষ জ্ঞাতব্য : উলামায়ে কিরাম বণী ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ করেছেন এই যে, বণী ইসরাঈলের জাতীয় সত্তার সূচনা হতে এ আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত তারাই ছিল সকল জাতির সেরা। আর কোনও সম্প্রদায় তাদের সম পর্যায়ের ছিল না। কিন্তু তারা যখন শেষ নবী (সা.) ও কুরআনের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো, তখন তাদের সে ও শ্রেষ্ঠত্বের অবসান ঘটল এবং তাদেরকে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট উপাধি প্রদান করা হলো। অপরপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসারীগণ ভূষিত হলো 'خيرامة' তথা শ্রেষ্ঠ উম্মাতের মহামূল্য খিল'আতে।

৭৪. ইয়াহুদীদের আবাধ্যতা ও ভ্রান্ত ধারণা : যখন কোন ব্যক্তি কোন বিপদে পড়ে, তখন তার বন্ধু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই করে যে, বন্ধু হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায়ে সচেষ্ট হয়। এটা নিষ্ফল হলে সুপারিশ দ্বারা তাকে রক্ষা করার তদবির করে। এটাও যদি ব্যর্থ হয় তখন ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনে। শেষ পর্যন্ত যদি এতেও কাজ না হয়, তখন তার সাহায্যকারীদের একত্র করত বাহুবলে তার মুক্তির ব্যবস্থা করে। আল্লাহ তা'আলা পর্যায়ক্রমে এ সবরে উল্লেখ করে ঘোষণা করেন কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহর যতই নিকটতম হোক না কেন, উপরিউক্ত চার পদ্ধতির কোন পদ্ধতিতেই মহান আল্লাহর অবাধ্য কোন কাফিরের উপকার করতে পারবে না। বণী ইসরাঈল বলত, আমরা যত পাপই করি আমাদের শাস্তি হবে না। আমাদের পূর্বপুরুষ নবী রাসূলগণ আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, তোমাদের সে ধারণা ভ্রান্ত। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যে শাফা'আতের কথা বলেন, এ আয়াত দ্বারা তা রদ হয় না। অন্যান্য আয়াতে তার উল্লেখ আছে।

৭৫. ফিরাউনের জঘন্য মনোবৃত্তি : ফিরাউন স্বপ্ন দেখেছিল, জ্যোতিষীরা তার ব্যাখ্যা দেয় যে, বণী ইসরাঈলে এক ব্যক্তির জন্ম হবে। সে তোমার ধর্ম ও রাজত্ব ধ্বংস করবে। ফিরাউন আদেশ করল, বণী ইসরাঈলে যত পুত্র সন্তানের জন্ম হবে

৫০. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

৫১. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝

৫২. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

৫০. স্মরণ কর, সে দিনের কথা, আমি তোমাদের জন্য সাগরকে বিদীর্ণ করি, তারপর তোমাদেরকে উদ্ধার করি এবং ফিরাউনের লোকদের করি নিমজ্জিত আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। ৭৭

৫১. স্মরণ কর, আমি যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাতের ওয়াদা করি, তারপর তোমরা মূসার পরে বাছুর তৈরি করে নিলে, তোমরা হয়ে পড়েছিলে যালিম। ৭৮

৫২. এর পরও আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেই, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। ৭৯

তাদের মেরে ফেল। আর মেয়েদেরকে সেবা দানের জন্য জীবিত রাখ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-কে পয়দা করলেন এবং জীবিতও রাখলেন।

৭৬. 'بلاء' -এর বিভিন্ন অর্থ আছে, 'ذلكم' দ্বারা যবাহু-এর দিকে ইঙ্গিত হলে এর অর্থ হবে বিপদ; উদ্ধার করার প্রতি ইঙ্গিত হলে এর অর্থ হবে অনুগ্রহ আর উভয়ের সমষ্টির প্রতি ইঙ্গিত হলে অর্থ নেওয়া হবে পরীক্ষা।

৭৭. বণী ইসরাঈলের উদ্ধার ও ফিরাউনের বিনাশ : হে বণী ইসরাঈল! তোমরা সেই মহান অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ ফিরাউনের ভয়ে পলায়ন করল, তাদের সামনে ছিল সাগর, পিছনে ফিরাউনের সৈন্য, আমি তোমাদেরকে রক্ষা করলাম আর ফিরাউনের সৈন্যদেরকে ডুবিয়ে মারলাম। এ কাহিনী সামনে বিস্তারিত আসবে।

৭৮. মূসা (আ.)-এর তাওরাত প্রাপ্তি ও তাঁর অনুসারীদের অবস্থা : আর এ ঘটনা ও অনুগ্রহও স্মরণ কর যে, আমি তাওরাত দান করার ওয়াদায় মূসা (আ.)-এর জন্য চল্লিশ দিনরাত ধার্য্য করি। এতদুদ্দেশ্যে মূসা (আ.) তুর পাহাড়ে চলে যাওয়ার পর বণী ইসরাঈল গরুর বাছুরের পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তোমরা ঘোরতর অন্যায় কাজ করেছো যে, বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। এ ঘটনাও সামনে বিস্তারিত আসবে।

(৫৩) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

(৫৪) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ ۖ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

৫৩. স্মরণ করো, যখন আমি মূসাকে দান করলাম কিতাব এবং সত্যাসত্যের মাঝে পার্থক্যকারী বস্তু, যাতে তোমরা সরল পথ পেয়ে যাও।^{৮০}
৫৪. যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের লোকদের^{৮১} বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এ বাছুর তৈরি করে নিজেদের ক্ষতি করেছে, কাজেই এখন তোমাদের স্রষ্টার নিকট তাওবা কর এবং আপন আপন প্রাণ^{৮২} হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়। অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন।^{৮৩} নিশ্চয়ই তিনিই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭৯. অর্থাৎ প্রকাশ্য শিরকের পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই এবং তোমাদের তাওবা কবুল করে তাৎক্ষণিক শাস্তি হতে নিস্তার দেই। অথচ ফিরাউনী সম্প্রদায়কে এর চেয়ে কম অপরাধের কারণেও ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। তোমাদেরকে তো মুক্তি এ জন্যই দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করও অনুগ্রহ স্বীকার কর।

৮০. ‘কিতাব’ তো ছিল তাওরাত, আর ‘ফুরকান’ (সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী) দ্বারা সেই শরঈ বিধানকে বোঝান হয়েছে, যার দ্বারা বৈধ-অবৈধের জ্ঞান লাভ হয়। কিংবা মূসা (আ.)-এর মু’জিয়া সমূহকে ‘ফুরকান’ বলা হয়েছে, যার দ্বারা সত্যবাদী মিথ্যাবাদী ও কাফির মু’মিনের পার্থক্য বুঝা যায়, কিংবা তাওরাতকেই ‘ফুরকান’ বলা হয়েছে। তাওরাত যেমন মহান আল্লাহর কিতাব, তেমনি তার দ্বারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য হয়ে যায়।

৮১. এ স্থলে কাওম দ্বারা বিশেষভাবে সেই লোকদের বোঝান হয়েছে, যারা বাছুরকে সিজ্জা করেছিল।

৮২. বাছুর পূজারীদের শাস্তি : যারা বাছুরকে সিজ্জা করেনি, তারা সিজ্জা-কারীদেরকে হত্যা করবে। কেউ বলেন, বণী ইসরাঈলে তিনদল লোক ছিল; এক দল বাছুর পূজা হতে নিজেরাও বিরত থেকে ছিল, অন্যদেরকেও বাধা দিয়েছিল, দ্বিতীয় দল, বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়েছিল, তৃতীয় দল, নিজেরা পূজা করেনি, তবে অন্যদের

(৫৫) وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذْنَاكَ الصُّعْقَةَ
وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

(৫৬) ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

৫৫. স্মরণ কর! যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করব না, তখন তোমাদের উপর বজ্রপাত হয়, যা তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।
৫৬. তারপর আমি তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করি তোমাদের মৃত্যুর পর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। ৮৪

বাধাও দেয়নি। দ্বিতীয় দলকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তোমরা আত্মহত্যা কর। তৃতীয় দল সম্পর্কে নির্দেশ হয় যে, তাদেরকে হত্যা কর, যাতে তাদের নীরবতা অবলম্বনের তাওবা হয়ে যায়। প্রথম দল এ তাওবার অর্ন্তভূক্ত ছিল না, যেহেতু তাদের তাওবার প্রয়োজন ছিল না।

৮৩. এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের একাধিক মত রয়েছে যে, তাদের আত্মহত্যা করাই কি তাওবা ছিল, না এটা ছিল তাওবার পরিশিষ্ট স্বরূপ? যেমন, আমাদের শরী'আতে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর তাওবা কবুল হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে, নিজেকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের হাতে সোপর্দ করতে হবে; প্রতিশোধ নেওয়া না নেওয়া তাদের ইচ্ছা।

৮৪. মূসা (আ.)-এর অনুসারীদের অযৌক্তিক দাবী ও তার পরিণতি : সেই সময়টিকেও অবশ্যই স্মরণ কর, যখন এত কিছু অনুগ্রহ সত্ত্বেও তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাকে প্রকাশ্যে সামনে দেখতে না পাব, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করব না যে, এটা আল্লাহুর বাণী। এর ফলে তোমরা বজ্রাঘাতে নিহত হলে। তারপর মূসা (আ.)-এর দু'আয় আমি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করি। এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন মূসা (আ.) সত্তরজন লোক মনোনীত করে তাদেরকে মহান আল্লাহুর বাণী শোনানোর জন্য তুর পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারা যখন মহান আল্লাহুর বাণী শুনল, তখন সত্তর জনেই বলল, হে মূসা! আড়াল থেকে শোনা আমরা যথেষ্ট মনে করি না। তুমি আমাদের মহান আল্লাহকে চাক্ষুস দেখাও। এর ফলে তাদের উপর বজ্রপাত হয় এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

(৫৭) وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

(৫৮) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاذْ خُلُوا الْبَابَ بِ سُبْحَانَ وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدَ الْمُحْسِنِينَ ۝

৫৭. আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সাল্‌ওয়া^{৮৫} অবতীর্ণ করলাম, তোমাদেরকে বিশুদ্ধ খাদ্য দান করেছি^{৮৬} তা আহার কর। তারা আমার তো কোন ক্ষতি করেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করছিল।^{৮৭}

৫৮. স্মরণ কর! যখন আমি বললাম, এ নগরে প্রবেশ কর^{৮৮} এবং এর যেখানে যা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে আহার কর এবং সিজদার অবস্থায় দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং বলতে থাক ক্ষমা কর।^{৮৯} তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকে বেশীও দেব।^{৯০}

৮৫. বণী ইসরাঈলকে মান্না ও সাল্‌ওয়া প্রদান : ফিরআউন ডুবে মরার পর যখন বণী ইসরাঈল মহান আল্লাহর নির্দেশে মিসর হতে শাম (সিরিয়া) অভিমুখে অগ্রসর হল, তখন মরুভূমিতে তাদের তাঁবু ছিঁড়ে যায়। এ সময় সূর্যের তাপ দেখা ছিলে দিনভর মেঘ থাকত, তরিতরকারি না থাকলে খাওয়ার জন্য মান্না ও সাল্‌ওয়া অবতীর্ণ হত। মান্না এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য যা ধনিয়ার সদৃশ শিশির বিন্দুর ন্যায় তাদের চারপাশে পড়ে জমে থাকত। সাল্‌ওয়া এক প্রকার পাখী, যাকে বটের বলা হয়। সন্ধ্যাকালে তাদের চারপাশে হাজার হাজার এসে জমা হত। অন্ধকার হলে তারা ধরে আনত এবং কাবাব বানিয়ে খেত। বহু দিন যাবত এটাই ছিল তাদের খাদ্য।

৮৬. অর্থাৎ এই রুচিকর ও সুস্বাদু খাদ্য তোমরা খাও এবং এতেই সন্তুষ্ট থাক। ভবিষ্যতের জন্য জমা করেও রেখো না এবং অন্য খাদ্য দ্বারা পরিবর্তন করারও ইচ্ছা করো না।

৮৭. তারা প্রথম যুলুম এই করল যে, তারা জমা করে রাখল, ফলে গোশত পঁচে যেতে শুরু করল। দ্বিতীয়ত, তারা ডাল, গম, পিঁয়াজ, কাকড় ইত্যাদি দ্বারা এ খাবার পাল্টিয়ে নিতে চাইল, যদ্বারা তারা নানা রকম কষ্ট ক্রেশের সম্মুখীন হল।

৮৮. বণী ইসরাঈলের অবাধ্যতা : তারা উপরিউক্ত মরুভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে যখন ক্লান্ত হয়ে গেল এবং মান্না সাল্‌ওয়া খেতে খেতে ত্যক্ত হয়ে উঠল তখন

(৫৯) أَفَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝
(৬০) وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ
اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

৫৯. তারপর যালিমরা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তা পরিবর্তন করে ফেলল। ফলে আমি যালিমদের উপর আকাশ হতে শাস্তি বর্ষণ করি, তাদের আইন অমান্যের কারণে।^{৯১}
৬০. স্মরণ কর, মূসা যখন তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত কর, ফলে তা থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হল^{৯২} প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাট চিনে নিল। আল্লাহর দেওয়া রিয়ক পানাহার কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়িও না।^{৯৩}

তাদেরকে একটি জনপদে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হলো, জনপদটির নাম ছিল আরীহা। যেখানে আদ সম্প্রদায়ের শাখা আমালিকা বাস করত। কেউ জনপদের নাম বলেছেন 'বাইতুল মুকাদ্দাস'।

৮৯. অর্থাৎ এই নগরের দ্বারদেশ হতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক সিজ্দা করতে করতে প্রবেশ কর (এটা হল দৈহিক শুক্র)। কেউ বলেন, এর অর্থ বিণয়ের সাথে কোমর ঝুঁকিয়ে প্রবেশ কর।

৯০. অর্থাৎ মুখে নিজেদের কৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে প্রবেশ কর (এটা হল মৌখিক শুক্র)। যারা এ উভয় কাজ করবে তাদের অপরাধসমূহ আমি ক্ষমা করে দেব এবং সৎকর্মশীলদের প্রতিদান আরও বাড়িয়ে দিব।

৯১. সে পরিবর্তন তারা এভাবে করল যে, 'حَطَّة' (ক্ষমা করো) এর স্থলে 'حِطَّة' (গম) বলল এবং সিজ্দা করার পরিবর্তে পাছা ছিঁচড়ে চলতে লাগল। শহরে প্রবেশ করার পর তারা প্লেগে আক্রান্ত হল। দুই প্রহরের মধ্যে সত্তর হাজার ইয়াহুদী মারা গেল।

৯২. হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিয়া : এটা সে মরুভূমির ঘটনা। পানির অভাবে মূসা (আ.)-একটি পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে তা থেকে বারটি ঝর্ণা

(৬১) وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا ؕ قَالَ اٰتٰتِبِدِلُوْنَ الَّذِى هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرَ ۚ فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُؤْ بِغَضَبِ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِیَّیْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

৬১. স্মরণ কর, তোমরা বলেছিলে হে মুসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্যধারণ করবো না। কাজেই, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য তরকারি, কাঁকড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন।^{৯৪} মুসা বলল, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুর বদলে নিকৃষ্টতর বস্তু গ্রহণ করতে চাও?^{৯৫} তবে কোন শহরে নেমে যাও, তোমরা যা চাও, তা সেখানে পাবে।^{৯৬} আর তাদের উপর ঢেলে দেওয়া হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য এবং তারা আল্লাহর গযবের পাত্র হয়ে গেল।^{৯৭} এটা হলো এই কারণে যে, তারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানত না এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করত। এটা এই জন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য এবং তারা সীমালংঘন করত।^{৯৮}

প্রবাহিত হল। বণী ইসরাঈলের মোট গোত্রও ছিল বারটি। কোনও গোত্রে লোকসংখ্যা ছিল বেশি, কোনও গোত্রে কম, এক একটি ঝর্ণা ছিল প্রত্যেক গোত্রের লোক সংখ্যা অনুযায়ী। এ কারণেই সেগুলোকে পৃথক করে চেনা সম্ভব হয়েছিল। অথবা স্থির করে দেওয়া হয়েছিল যে, পাথরের অমুক দিক হতে যে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে সেটি হবে অমুক গোত্রের। যে সব হীনদৃষ্টি সম্পন্ন প্রবাহিত লোক এসব মু'জিয়া অস্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে তারা 'نِیْسْتَنْد ادم غلاف ادم اند' 'তারা মানুষ নয়, মানুষের খোলস মাত্র' চূষক যদি লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে, তা হলে পাথর কেন পানিকে আকর্ষণ করতে পারবে না? এতে আপত্তির কি আছে?

৯৩. অর্থাৎ তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা মান্না ও সাল্‌ওয়া খাও এবং ঝর্ণার পানি পান কর, জগতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়িও না।

৯৪. এটা সেই মরুভূমিরই ঘটনা। বণী ইসরাঈল আসমানী খাদ্য মান্না ও সাল্‌ওয়া খেতে খেতে যখন ত্যক্ত হয়ে উঠল, তখন বলতে লাগল, আমাদের পক্ষে

তাকসীরে উসমানী — ৬

(৬২) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

৬২. নিশ্চয়ই যারা মুসলিম হয়েছে, যারা ইয়াহুদী হয়েছে এবং খৃষ্টান ও
সাবিঈন (এদের মধ্যে) যারাই ঈমান এনেছে আল্লাহ ও কিয়ামতের
দিনের উপর এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের
নিকট সাওয়াব রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত
হবে না। ৯৯

একই রকম খাদ্যে ধৈর্যধারণ সম্ভব হবে না। আমাদের ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সবজি
ইত্যাদি চাই।

৯৫. অর্থাৎ মান্না ও সালওয়া তো সর্বতোভাবে পিয়াজ ও রসুন অপেক্ষা
উৎকৃষ্টতর। তোমরা সেই পিয়াজ ও রসুনের সাথেই এটা বদলাতে চাও?

৯৬. অর্থাৎ মন যদি তা চায়, তবে কোনও শহরে চলে যাও, তোমাদের কাঙ্ক্ষিত
সব কিছু সেখানে পাবে। শেষে তাই হয়।

৯৭. ইয়াহুদীদের প্রতি আল্লাহর গযব ঃ লাঞ্ছনা তো এই যে, তারা সর্বদা
মুসলিম জাতি ও খৃষ্টানদের অধীনস্থ প্রজা হিসেবে জীবনযাপন করছে। কারও কাছে
ধনৈশ্বর্য থাকলেও রাজক্ষমতা হতে চিরদিনের জন্য তারা বঞ্চিত, অথচ সেটাই ছিল
সম্মানের বিষয়। আর দারিদ্র্য এভাবে যে, একে তো তাদের কাছে ধন-সম্পদের প্রচণ্ড
অভাব। ব্যক্তি বিশেষের কাছে কিছু থাকলেও শাসকশ্রেণীও অন্যান্যের ভয়ে
নিজেদেরকে দরিদ্র ও অভাবীরূপেই প্রকাশ করে। তীব্র লালসাও উৎকট কার্পণ্যের
কারণে তাদেরকে অভাবীদের চেয়েও নিকৃষ্টতর মনে হয়। আর এটাও তো অনস্বীকার্য
যে, 'تونكرى بدل است نه بمال' 'ঐশ্বর্য থাকে অন্তরে, ধনে নয়'। তাই বিত্তবান হয়েও
তারা ঐশ্বর্যহীন হয়েই থাকে। আর যে সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা তাদের দান
করেছিলেন তা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এখন তারা তাঁর গযব ও ক্রোধের পাত্র হয়ে
গেছে।

৯৮. অর্থাৎ এই লাঞ্ছনা, দারিদ্র্য ও মহান আল্লাহর গযবের কারণ ছিল তাদের
কুফর ও আশ্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামকে হত্যা করা। আর সে কুফরও হত্যার কারণ
ছিল মহান আল্লাহর নাফরমানী এবং শরী'আতের সীমারেখা লংঘন।

(৬৩) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَ
ذِكْرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

৬৩. যখন আমি তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর-কে তোমাদের উর্ধ্বে স্থাপন করেছিলাম (বলেছিলাম) যে, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণ রাখ, তবেই তোমরা মুত্তাকী^{১০০} হতে পারবে।

৯৯. অর্থাৎ সাওয়াব বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়। কেবল বিশ্বাস ও সৎকর্ম শর্ত। এ শর্ত যার মাঝে পাওয়া যাবে সেই সাওয়াবের অধিকারী হবে। এটা বলার কারণ, ইসরাঈল এ আশ্চর্যরিতায় লিপ্ত ছিল যে, আমরা নবীগণের বংশধর, আমরা সর্বতোভাবে মহান আল্লাহর দরবারে উৎকৃষ্টতম।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ইয়াহুদী বলা হয় হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মাতকে। নাসারা হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মাত। 'সাবিঈন' এমন এক সম্প্রদায় যারা সব ধর্ম হতে নিজেদের পসন্দমত কিছু কিছু গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে মানে, ফিরিশ্তাদের পূজা করে, যাবুর পাঠ করে এবং কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ে।

১০০. ইয়াহুদীদের অধঃপতন ও প্রায়শ্চিত্ত : বলা হয় যে, তাওরাত নাযিল হলে বণী ইসরাঈল তাদের দুর্মতিবশে বলেছিল, তাওরাতের বিধান তো বেজায় কঠিন ও দুর্বহ। এর অনুসরণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তখন মহান আল্লাহর নির্দেশে একটি পাহাড় তাদের উপরে উঠে আসল। তাদের সামনে আগুন সৃষ্টি হল। কোন রকমের অবাধ্যতার সুযোগ থাকল না। নিরুপায় হয়ে তারা তাওরাতের বিধান স্বীকার করে নিল। প্রশ্ন জাগে যে, মাথার উপরে পাহাড় স্থাপন করে তাওরাত স্বীকার করিয়ে নেওয়া তো স্পষ্ট চাপিয়ে দেওয়া ও যবরদস্তি করার নামান্তর, যা আয়াত 'لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ' দীনে কোন যবরদস্তি নেই ও বিধান আরোপের রীতি-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। কেননা, বিধান আরোপের ভিত্তি স্বাধীন ইচ্ছার উপর, যবরদস্তি সে ইচ্ছা ক্ষুণ্ণ করে। উত্তর হলো, যবরদস্তি দীন কবুল করানোর জন্য নয় মোটেই। বণী ইসরাঈল তো দীন পূর্বেই কবুল করে নিয়েছিল। যদ্বরণ তারা বারংবার মূসা (আ.)-কে তাগাদা দিয়ে আসছিল যে, আমাদেরকে বিধান সম্বলিত কোন কিতাব এনে দাও। আমরা তার অনুসরণ করি। তারা এর পক্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন তাওরাত দেওয়া হল তখন প্রতিশ্রুতি ভংগ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদেরকে সে প্রতিশ্রুতি ভংগ করা হতে ফেরানোই ছিল পাহাড় চাপানোর উদ্দেশ্য, দীন কবুল করানো নয়।

তাফসীরে উসমানী
(১৬) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ۝

(১৭) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً
خَاسِيَةً ۝

(১৮) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

৬৪. এর পরেও তোমরা ফিরে গেলে। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর
অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না হলে তোমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে
যেতে।^{১০১}

৬৫. তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারে সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে তোমরা
ভাল করেই জান। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে
যাও।^{১০২}

৬৬. আমি সে ঘটনাকে সম সাময়িক লোকদের ও পরবর্তীতে আগতদের
জন্য শিক্ষার বিষয় ও মুত্তাকীগণের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।^{১০৩}

১০১. অর্থাৎ তারা অঙ্গীকার করার পর আবার ফিরে যায়। যদি মহান আল্লাহর
অনুগ্রহ না হত, তাহলে তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেত। অর্থাৎ তখনই ধ্বংস করে
দেওয়া হত। যদি তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ না হতো এবং আখেরী নবী
রাহুমাতুল্ লিল্-আলামীনের আবির্ভাব না হতো, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে
যেতে।

১০২. বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা ও হঠকারিতা : তাওরাতে বনী ইসরাঈলকে
আদেশ করা হয়েছিল যে, শনিবার দিন কেবল ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। এ দিন
তোমরা মাছ শিকার করবে না। কিন্তু তারা ছল চাতুরী করে সেদিন মাছ শিকার
করতে লাগল। পরিণামে আল্লাহ পাক তাদেরকে আকৃতি বিকৃত করে বানরে পরিণত
করেন। তাদের বোধশক্তি ও মানবিক উপলব্ধি বাকি ছিল। একে অপরকে দেখে
চোখের পানি ফেলত, কিন্তু কথা বলতে পারত না। তিন দিন পরে সকলে মারা যায়।
এটা হযরত দাউদ (আ.)-এর সময়ের ঘটনা। সূরা আ'রাফে বিস্তারিত বিবরণ
আসবে।

১০৩. অর্থাৎ এ ঘটনা ও এ শাস্তিকে আমি অগ্র-পশ্চাত লোকদের জন্য ভয় ও
শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেই। অর্থাৎ যারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল এবং ভবিষ্যতে
যারা জন্ম নিবে সকলের জন্য।

(৬৭) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا لَا نَتَّخِذُ نَافِلًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

(৬৮) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۚ عَوَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ۝

(৬৯) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ۝

৬৭. যখন মুসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবেহ করার নির্দেশ দিলেন।^{১০৪} তারা বলল, তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ? ^{১০৫} সে বলল, আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।^{১০৬}

৬৮. তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট দু'আ কর, যেন তিনি জানিয়ে দেন গরুটি কেমন? ^{১০৭} বলল, তিনি আদেশ করছেন, সেটা এমন গরু, যা বৃদ্ধও নয় অল্প বয়স্কও নয়, মধ্যবয়সী, এবারে তোমরা যে আদেশ পেয়েছ তা পালন কর।^{১০৮}

৬৯. তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট দু'আ কর, তিনি যেন আমাদের জানিয়ে দেন, তার বর্ণ কী? সে বললো, আল্লাহ আদেশ করছেন, সেটা এক হলুদ বর্ণের গরু। অতি গাঢ় তার বর্ণ। যা দর্শকদের আনন্দ দেয়।

১০৪. নিহত ব্যক্তির হস্তার উদ্ঘাটনের জন্য গরু যবেহের আদেশ : সে সময়ও স্মরণযোগ্য, যখন বনী ইসরাঈলের আমীল নামক এক ব্যক্তি নিহত হয়। কে তার হস্তা তা জানা যাচ্ছিল না। হযরত মুসা (আ.) বললেন, মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো, একটি গরু যবেহ করে তার এক টুকরা গোশত দ্বারা মৃত্যু ব্যক্তিকে আঘাত কর। তাহলে সে জীবিত হয়ে উঠবে এবং নিজের হস্তার নাম বলে দেবে। আল্লাহ তা'আলা এভাবে সে মৃতকে জীবিত করলেন এবং সে তার হত্যাকারীর কথা বলে দিল। জানা গেল যে, তার ওয়ারিসরাই অর্থ লালসায় তাকে তা করেছিল।

১০৫. কেননা, আমরা এটা কখনও দেখিওনি এবং শুনেওনি যে, গরুর একটি টুকরা দ্বারা আঘাত করার ফলে কোনও মৃত কখনও জীবিত হয়েছে।

(৭০) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا مَوَاتًا ۚ إِنَّ شَاءَ
اللَّهُ لَهْتَدُونَ ۝

৭১. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ
سَأَلْنَاهُ لِأَشْيَةٍ فِيهَا ۚ قَالُوا الْغَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَوَذَّابْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ
৭২. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا ۖ فَادْرَأْتُمْ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

৭০. তারা বলল, তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট দু'অ
কর, তিনি যেন আমাদের জানিয়ে দেন, গরুটি কোন প্রকারের^{১০৬}
কেননা, গরুটি সম্বন্ধে আমরা সন্দেহে পড়েছি, আল্লাহ ইচ্ছা করলে
অবশ্যই আমরা পথ পাব।

৭১. সে বলল, তিনি আদেশ করছেন, সেটা এমন এক গরু, যা পরিশ্রম
নয়, যে জমি চাষ করে ও ক্ষেতে পানি দেয়। নির্দোষ ও নিঁখুত।^{১১০}
তারা বলল, এখন তুমি সঠিক কথা এনেছ, তারপর তারা সেটি করল
যদিও তারা তা যবেহু করতে প্রস্তুত ছিল না।^{১১১}

৭২. এবং স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, তারপর
একে অন্যকে দোষারোপ করছিলে। তোমরা যা গোপন রাখছিলে
আল্লাহ তা প্রকাশ করছিলেন।^{১১২}

১০৬. অর্থাৎ ঠাট্টা করা তো নির্বোধ মূর্খদের কাজ। তাও আবার শরী'আতের
বিধানে? একজন নবীর পক্ষ হতে এটা অসম্ভব।

১০৭. অর্থাৎ তার বয়স কত? তার অবস্থা কী? বাছুর, না বুড়া?

১০৮. অর্থাৎ গরুটি যবেহু করে ফেল।

১০৯. অর্থাৎ স্পষ্ট করে বলে দিন, গরুটি কোন্ প্রকারের, কী কাজের?

১১০. অর্থাৎ তার অংগ প্রত্যঙ্গে কোন ত্রুটি নেই। তার বর্ণে অন্য কোন বর্ণের
মিশ্রণ নেই, খাঁটি হলুদ তার রঙ।

১১১. এ গরুটি যে লোকের ছিল, সে মায়ের খুব সেবায়ত্ত করত। অত্যন্ত
নেককার। গরুটির চামড়ায় যে পরিমাণ সোনা ধরে তার বিনিময়ে সেটি কিনে আনা
হল এবং যবেহু করা হল, বস্তুত এত চড়া মূল্যে তারা সেটি কিনে যবেহু করতে প্রস্তুত
ছিল না।

(৭৩) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ

آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ০

(৭৪) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً وَأَنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَأَنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَنْخَرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَأَنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَنْهَضُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ০

৭৩. তারপর আমি বললাম, গরুটির এক অংশ দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। ১১৩
এভাবে আল্লাহ মৃতদের জীবিত করবেন। এবং তিনি তোমাদেরকে
তাঁর কুদরতের নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, যেন তোমরা চিন্তা কর। ১১৪

৭৪. এসব কিছুর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল। ১১৫ আর তা হয়ে
গেল পাথরের ন্যায় কিংবা তার চেয়েও বেশী কঠিন। পাথরের মধ্যে
তো কতক এমন আছে যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং
কতক এমনও আছে যে, তা ফেটে যায় এবং তা থেকে পানি নির্গত
হয়, আবার কতক এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে, আর
তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত নন। ১১৬

১১২. হত্যা রহস্য উদ্ঘাটন : তোমাদের পূর্বপুরুষগণ আমীলকে হত্যা
করেছিল। তারপর তারা একে অন্যকে দোষারোপ করছিল। তোমরা যা গোপন
রাখছিলে (অর্থাৎ নিজেদের ঈমানী দুর্বলতা অথবা হত্যাকারীর পরিচয়) আল্লাহ
তা'আলা তা প্রকাশ করে দেন।

১১৩. নিহত ব্যক্তি জীবিত হল : গরুটির এক অংশ দ্বারা যখন মৃতকে আঘাত
করা হল, তখন সে মহান আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হয়ে গেল। তার ক্ষতস্থান হতে
রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তারপর সে তার হত্যাকারীর নাম বলে দিল। সে ছিল
তারই ভাতিজা। সম্পত্তির লোভে সে চাচাকে নির্জন প্রান্তরে নিয়ে হত্যা করে। মৃত
ব্যক্তি তার নাম বলেই আবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

১১৪. পুনরুত্থান সত্য হওয়ার প্রমাণ : আল্লাহ তা'আলা এভাবেই তাঁর অপার
শক্তি বলে কিয়ামতের দিন সকলকে জীবিত করবেন। তিনি তাঁর ক্ষমতার নিদর্শন
তোমাদের দেখালেন, যাতে তোমরা তার মাঝে চিন্তা করে উপলব্ধি করতে সক্ষম হও
যে, তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন।

১১৫. এসব কিছুর পরও মানে আমীলের জীবিত হওয়ার পর অর্থাৎ আল্লাহর
কুদরতের এরূপ নিদর্শন দেখার পরও তোমাদের মন গললো না?

(৭৫) فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

(৭৬) وَإِذْ أَلْقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضُدُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَ بَيْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

৭৫. কাজেই (হে মুসলিমগণ) তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথা মানবে? তাদের মধ্যে তো একদল আল্লাহর বাণী শুনত তারপর তারা তা বুঝবার পর জেনেশুনে তা বিকৃত করত।^{১১৭}

৭৬. তারা যখন মু'মিনগণের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা মুসলিম হয়েছি। আবার যখন নিভূতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আল্লাহ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন, তা তোমরা তাদের কাছে কেন বর্ণনা কর, তা হলে তো তারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে; তোমরা কি বোঝ না?^{১১৮}

১১৬. বণী ইসরাঈলের অন্তরের অবস্থা : কতক পাথর দ্বারা প্রচুর উপকার সাধিত হয়, যেহেতু তা থেকে নদী-নালাও প্রচুর পানি প্রবাহিত হয়। কতক পাথর থেকে পানি নির্গত হয় এবং প্রথম প্রকারের তুলনায় তা দ্বারা কম উপকার লাভ হয়। কতক পাথর দ্বারা কারও কোনরূপ উপকার না হলেও এমনিতে তার মাঝে এক রকমের প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাদের অন্তর এ তিনও রকম পাথর অপেক্ষাও কঠিনতর। তাদের দ্বারা না কারও কোনও উপকার লাভ হয়, না কোন কল্যাণধর্মী গুণ তাদের মাঝে বিদ্যমান আছে। আর হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহর তোমাদের কর্ম সম্পর্কে আদৌ বে-খবর নন।

১১৭. বণী ইসরাঈলের হঠকারিতা : এদল দ্বারা সেই সব লোককে বোঝান হয়েছে যারা আল্লাহর বাণী শোনার জন্য মূসা (আ.) এর সাথে তুর পাহাড়ে গিয়েছিল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে বণী ইসরাঈলের কাছে এ বিকৃত বক্তব্য দেয় যে মহান আল্লাহর বাণীর শেষ কথা আমরা এ শুনেছি যে, এসব বিধান তোমরা পালন করতে সক্ষম হলে পালন করবে, অন্যথায় তোমাদের পালন না করারও ইখতিয়ার আছে। কেউ বলেন, মহান আল্লাহর বাণী দ্বারা তাওরাত বোঝান হয়েছে, আর বিকৃতি সাধন বলতে এর মাঝে শব্দ ও অর্থ বিকৃতি সাধন বোঝান হয়েছে, যেটা তারা করত। কখনও তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পরিচয় সম্পর্কিত আয়াত নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

(৭৭) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝
 (৭৮) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝
 (৭৯) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

৭৭. তারা কি এতটুকুও জানে না যে, তারা যা কিছু গোপন রাখে এবং যা কিছু প্রকাশ করে সবই আল্লাহ জানেন? ১১৯

৭৮. তাদের মধ্যে কতক এমন নিরক্ষর আছে যাদের কিতাব সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই— কেবল মিথ্যা আশা ছাড়া। অসার কল্পনা ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই নেই। ১২০

৭৯. কাজেই দু'ভাগ তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে। তাই তাদের হাত যা লেখে তজ্জন্য দুর্ভোগ তাদের ভাগ্যে রয়েছে এবং তাদের এ উপার্জনের কারণে দুর্ভোগ তাদের জন্য। ১২১

১১৮. ভগ্ন ইয়াহুদীদের কান্ড : ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা মুনাফিক ছিল, তারা খোশামুদি করে তাদের কিতাবে শেষ নবী সম্পর্কে যা আছে, তা মুসলমানদের কাছে প্রকাশ করে দিত। এ কারণে অন্যরা তাদের তিরস্কার করে বলত, নিজেদের কিতাবের প্রমাণ তাদের হাতে তুলে দাও কেন? তোমরা কি জান না মুসলিমগণ তোমাদের প্রতিপালকের সনুখে তোমাদের দেওয়া প্রমাণ দ্বারা তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলবে যে, তোমরা শেষ নবীর সত্যতা জেনেও তার প্রতি ঈমান আননি, ফলে তোমাদেরকে নিরুত্তর হতে হবে?

১১৯. অর্থাৎ তাদের প্রকাশ্য গুণ্ড সব কিছুই তো মহান আল্লাহর জানা, তাদের কিতাবের যাবতীয় প্রমাণ তিনি মুসলিমগণকে অবহিত করতে পারেন এবং কার্যত কিছু কিছু জানিয়েও দিয়েছেন। রজমের আয়াত তারা গোপন করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করে দিয়ে তাদের লাঞ্চিত করেছেন। এ ছিল তাদের পণ্ডিতদের অবস্থা, যারা জ্ঞান-বুদ্ধি ও আসমানী বিদ্যার দাবীদার ছিল।

১২০. ইয়াহুদীদের মিথ্যা আশা : ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা মূর্খ ছিল তাদের তো খবরই ছিল না তাওরাতে কী লেখা আছে না আছে! তাদের ছিল কেবল মিথ্যা কিছু আশা, যা তাদের পণ্ডিতদের কাছ থেকে তারা শুনে রেখেছিল। যেমন, জান্নাতে ইয়াহুদী

(১০.) وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۖ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

(১১.) بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

(১২.) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

৮০. তারা বলে গুনতি কয়েকদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না।^{১২২} বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছ যে, আল্লাহ তার যে অঙ্গীকার কখনও ভংগ করবেন না, না কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বল যা তোমরা জান না?

৮১. কেন নয়?^{১২৩} যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে,^{১২৪} তারাই জাহান্নামবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

৮২. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে তারাই জান্নাতবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না। আমাদের পূর্ব পরীক্ষণ অবশ্যই আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। বস্তুত এসব তাদের অমূলক কল্পণা। এর কোন দলীল প্রমাণ নেই।

১২১. ইয়াহুদীদের কর্তৃক তাওরাত পরিবর্তন : এরা সে সব লোক, যারা তাদের মূর্থ জনগণের বিশ্বাস অনুযায়ী নিজেদের পক্ষ হতে কথা বানিয়ে লিখে দিত এবং তা মহান আল্লাহর বাণী বলে চালিয়ে দিত। যেমন- তাওরাতে লেখা ছিল, শেষ নবী সুদর্শন এবং কোঁকড়ান চুল, কালো চোখ, মাঝারি গড়ন ও গৌরবর্ণের অধিকারী হবেন। তারা তদস্থলে লিখল, তিনি দীর্ঘ দেহী এবং নীল চোখ ও খাড়া চুলবিশিষ্ট হবেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে জনগণ তাঁকে বিশ্বাস না করে এবং তাদের পার্থিব স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়।

১২২. কেউ বলেন, সাত দিন, কেউ বলেন চল্লিশ দিন (যতদিন তারা বাছুর পূজারী করে ছিল) আবার কারও মতে চল্লিশ বছর (যে সময় তারা তিহু মরুভূমিতে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরাফেরা করেছিল)। কেউ বলেন, প্রত্যেকের ইহলোকের আয়ুকাল পরিমাণ।

১২৩. অর্থাৎ ইয়াহুদীরা যে জাহান্নামে স্থায়ী হবে না একথা মিথ্যা। কেননা, জান্নাতে স্থায়ী হওয়া এবং জাহান্নামে স্থায়ী হওয়ার যে মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে, সকলের সাথে সে অনুযায়ীই আচরণ করা হবে। ইয়াহুদীরা তা থেকে বাদ যাবে না।

(৮৩) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَٰناً وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۚ وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

(৮৪) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۝

(৮৫) ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ فَتُظْهِرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ الْعُدْوَانَ ۚ وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسْرَىٰ تَغْدُوهُمْ وَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

৮৩. আর যখন আমি বনী ইসরাঈলের নিকট হতে অংগীকার নেই যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত করবে না, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। কিন্তু তোমাদের স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। প্রকৃতপক্ষে তোমরা উপেক্ষাকারীই। ১২৫

৮৪. আমি যখন তোমাদের অংগীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আপোষে রক্তপাত করবে না, এবং নিজেদের লোককে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করবে না। তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্যও দাও। ১২৬

৮৫. তারপর তোমরাই তারা, যারা একে অন্যকে হত্যা করছ এবং নিজেদের এক দলকে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করছ। তোমরা তাদের উপর চড়াও হয়ে থাকো গুনাহ ও যুলমের সাথে। ১২৭ আবার তারাই যদি বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তা হলে মুক্তিপণ দিয়ে তাদের মুক্ত কর। অথচ তাদের বহিষ্কার করাই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মান্য কর এবং কিছু অংশ

অমান্য কর? ১২৮ তাই তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র শাস্তি পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তারা নিষ্কিণ্ড হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। ১২৯

১২৪. পাপরাশি কাউকে পরিবেষ্টন করার অর্থ পাপরাশি তার উপর এমনভাবে জেঁকে বসা যে, তার এমন কোনও দিক থাকবেনা যা পাপের প্রাবল্যমুক্ত। এমন কি তার অন্তরে যদি ঈমান ও বিশ্বাস বাকি থেকে যায়, তা হলে পাপরাশি দ্বারা সে পরিবেষ্টিত হ'ল না। কাজেরই এ পরিবেষ্টন কেবল কাফিরের উপরই প্রযোজ্য হতে পারে।

১২৫. অর্থাৎ মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ উপেক্ষা করে চলা তো তোমাদের অভ্যাস, তথা স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে।

১২৬. অর্থাৎ আপন সম্প্রদায়কে হত্যাও করবে না এবং তাদেরকে দেশ থেকে উৎখাতও করবে না।

১২৭. নবী যুগে মদীনায় ইয়াহুদীদের অবস্থা : মদীনার শরীফে দু'টি ইয়াহুদী গোত্র বাস করত। একটি বনু কুরায়যা, অপরটি বনু নাযীর। এ উভয় পরস্পরে হানাহানি করত। মদীনা শরীফের মুশরিকরাও ছিল দু'দলে বিভক্ত : আওস ও খায়রাজ। এরাও একে অপরের শত্রু ছিল। বনু কুরায়যা আওস গোত্রের সাথে মৈত্রী স্থাপন করল এবং বনু নাযীর করল খায়রাজ গোত্রের সাথে, যুদ্ধ বিগ্রহে প্রত্যেকেই সমমনা ও মিত্রের সাহায্য করতো। একে অন্যের উপর জয়ী হতে পারলে দুর্বলদের নির্বাসিত করতো এবং তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করে দিত। আবার কেউ বন্দী হলে সকলে মিলে অর্থ সংগ্রহ করত এবং মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছড়িয়ে আনতো, যেমন সামনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

১২৮. অর্থাৎ আপন গোত্রের কেউ অন্যদের হাতে আটক হলে তাকে ছাড়িয়ে আনতে প্রস্তুত থাকতো। অথচ নিজেরা তাদেরকে কষ্ট দানও খুন করতে পারলে ছাড়তো না। যদি মহান আল্লাহর আদেশ মান তা হলে উভয় স্থানেই মান।

১২৯. 'যারা এরূপ করে' মানে কতক বিধান মানে এবং কতক অস্বীকার করে। ঈমানে তো বিভক্তি সম্ভব নয়, কাজেই কতক বিধানকে অস্বীকারকারীও পূর্ণ কাফিরই গণ্য হবে। কতক বিধানে ঈমান আনার দ্বারা ঈমান লাভ হবে না মোটেই। এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি শরীয়তের কতক বিধান মেনে চলে এবং যে সব বিধান তার স্বভাব চরিত্র বা স্বার্থ বিরোধী হয়, তা মানতে দ্বিধা করে, তা হলে কতককে মেনে চলার দ্বারা তার কোন উপকার লাভ হবে না।

(১৬) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

(১৭) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِّقًا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ ۝

৮৬. এরাই তো তারা, যারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে। তাই তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না।^{১৩০}

৮৭. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, মারইয়ামের ছেলে ইসাকে স্পষ্ট মু'জিয়া দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি^{১৩১} তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট এমন কোন বিধান এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয়. তখনই তোমরা অহংকার করতে শুরু করেছ, তারপর কতককে অস্বীকার করেছ^{১৩২} এবং কতককে তোমরা হত্যা করেছ?^{১৩৩}

১৩০. অর্থাৎ আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব স্বার্থকেই গ্রহণ করেছে। কেননা, যাদের সাথে চুক্তি হয়েছিল, পার্থিব স্বার্থেই তাদের সাথে চুক্তি রক্ষা করেছে। আর আল্লাহর যে সব আদেশ তাদের উপর আরোপিত ছিল তার কোনও পরওয়া করেনি। কাজেই এরূপ ব্যক্তিদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে কে সুপারিশ বা সাহায্য করতে পারে?

১৩১. হযরত ইসা (আ.)-এর কতক মু'জিয়া : মৃতদের জীবিত করা, জন্মান্ন ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করা, অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দেওয়া ইত্যাদি হযরত ইসা (আ.) এর প্রকাশ্য মু'জিয়া। 'রুহুল কুদুস' হযরত জিব্রাঈলের উপাধি। যিনি সর্বদা ইসা (আ.) এর সাথে থাকতেন। অথবা 'রুহুল কুদুস' দ্বারা 'ইসমে আযম' বোঝান হয়েছে, যার বরকতে তিনি মৃতদের জীবিত করতেন।

১৩২. যেমন তারা হযরত ইসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার করেছে।

১৩৩. যেমন হযরত যাকারিয়া (আ.) ও হযরত ইয়াহুইয়া (আ.)-কে হত্যা করেছে।

(১৮৮) أَوْ قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝
 (১৮৯) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوا مِن قَبْلُ
 يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى
 الْكَافِرِينَ ۝

৮৮. তারা বলে, আমাদের অন্তরের উপর আচ্ছাদন আছে। বরং তাদের কুফরের দরুন আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। তাই তাদের কম সংখ্যাই ঈমান আনে। ১৩৪

৮৯. যখন তাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে কিতাব আসল, যা তাদের নিকট যে কিতাব আছে তার প্রত্যায়ন করে, আর তারা ইতঃপূর্বে কাফিরদের উপর বিজয় প্রার্থনা করত, তার যখন যা জ্ঞাত ছিল, তা তাদের নিকট আসল, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল, তাই অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর লা'নত। ১৩৫

১৩৪. ইয়াহুদীরা ঠকবাজ ও মিথ্যাবাদী : ইয়াহুদীরা নিজেদের প্রশংসায় বলত, আমাদের অন্তর আচ্ছাদনের মাঝে সংরক্ষিত। আমাদের দীন ছাড়া অন্য কোন কারও কোনও কথা আমাদেরকে উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আমরা কারও খোশামুদি, যাদুকরি বক্তৃতা, কারিশ্মা ও ভেল্‌কিবাজির কারণে কখনই তার অনুসরণ করতে পারি না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা বিলকুল মিথ্যাবাদী। প্রকৃতপক্ষে তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অভিশপ্ত এবং স্বীয় রহমত হতে বিতাড়িত করেছেন। এ কারণেই সত্য দীনকে কোনভাবেই মানতে পারছে না। তাদের খুব কম লোকই ঈমানের মত অমূল্য রত্ন লাভে ধন্য হতে পারে।

১৩৫. ইয়াহুদীরা কেন অভিশপ্ত হল : তাদের নিকট যে কিতাব এসেছে তা হলো কুরআন মাজীদ। আর যে কিতাব তাদের নিকট পূর্ব হতেই ছিল তা হলো তাওরাত। কুরআন নাযিলের পূর্বে ইয়াহুদীরা যখন কাফিরদের নিকট পরাস্ত হত তখন মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করত যে, শেষ নবী (সা.) এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের অসিলায় আমাদেরকে কাফিরদের উপর বিজয় দান করুন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাব হলো এবং তাঁর নবুওয়্যাতের সকল নিদর্শন ও তারা দেখল, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করল এবং পরিণতিতে লা'নতপ্রাপ্ত হল।

(৯০) بِسْمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

(৯১) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

৯০. অতি নিকৃষ্ট বস্তু তা, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রয় করেছে, তা এই যে, তারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা এ বিদ্বেষে প্রত্যাখ্যান করত যে, আল্লাহ্ তার বান্দাদের মধ্য যাকে ইচ্ছা তার প্রতি নিজ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।^{১৩৬} তাই তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ কামাই করল।^{১৩৭} আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।^{১৩৮}

৯১. এবং যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ্ যা প্রেরণ করেছেন তা বিশ্বাস কর, তারা বলে, আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি। তাছাড়া অন্য কিছুর প্রতি তারা বিশ্বাস করে না অথচ তা সত্য কিতাব এবং তা প্রত্যাযন করে সেই কিতাবের যা তাদের নিকট আছে।^{১৩৯} বলে দাও, পূর্ব থেকেই যদি তোমরা মু'মিন হও, তা হলে তোমরা আল্লাহ্র নবীগণকে কেন হত্যা করেছিলে?^{১৪০}

১৩৬. অর্থাৎ যে বস্তুর বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, তা হলো কুফর এবং কুরআনের অস্বীকৃতি আর সে অস্বীকৃতিও হিংসা বিদ্বেষ প্রসূত।

১৩৭. এক ক্রোধ তো এই যে, তারা কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কিতাবকেও অস্বীকার করে কাফির হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ক্রোধ এই যে, তারা নিছক হিংসা বিদ্বেষবশত সমাকালীন নবীকে অস্বীকার ও তাঁর বিরোধিতা করেছে।

১৩৮. আল্লাহ্র শাস্তির দু'টি দিক : এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকল শাস্তি অপমানকর নয়। মুসলিমগণকে তাদের পাপের জন্য যে শাস্তি দেওয়া হবে, তার উদ্দেশ্য হবে তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করা; তাদেরকে অপমান করা নয়। পক্ষান্তরে কাফিরদেরকে অপমান করার জন্যই শাস্তি দেওয়া হবে।

১৩৯. 'আল্লাহ্ যা প্রেরণ করেছেন' বলে ইনজীল ও কুরআন এবং 'আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে' বলে তাওরাত বুঝিয়েছে। অর্থাৎ তারা তাওরাত অন্য সব

(৭২) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ۝

(৭৩) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

৯২. এবং মূসা তো তোমাদের নিকট স্পষ্ট মু'জিয়াসহ এসেছিল। সে চলে গেলে পরে তোমরা বাছুর গড়ে নিলে, বস্তুত তোমরা যালিম। ১৪১
৯৩. এবং আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং ত্বর পাহাড়কে তোমাদের উপরে তুলে ধরেছিলাম, এই মর্মে যে, আমি যা তোমাদের দিলাম, তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং শ্রবণ কর। তারা বলল, তোমাদের দিলাম, তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং শ্রবণ কর। তারা বলল, আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম। তাদেরকে তাদের কুফরীর কারণে বাছুর-প্রেম পান করানো হয়েছে। ১৪২ বলে দাও তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে কতই না নিকৃষ্ট শিক্ষা দান করে যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।

কিতাবকে সরাসরি অস্বীকৃত করে। ইনজীল ও কুরআনকে তারা আদৌ মানে না। অথচ, এগুলোও সত্য কিতাব এবং তাওরাতের প্রত্যায়নকারী।

১৪০. নবীগণের প্রতি ইয়াহুদীদের ঈমান আনার দাবী মিথ্যা : তাদের বলে দিন, তোমরা যদি তাওরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাক, তা হলে নবীগণকে হত্যা করলে কেন? তাওরাতে তো নির্দেশ ছিল যে নবী তাওরাতের সমর্থক হবে; তোমরা তাঁর সাহায্য করো এবং তাঁর প্রতি অবশ্যই ঈমান এনো। তোমরা তো বিগতকালে এমন সব নবীগণকেই হত্যা করেছ যারা তাওরাতের অনুসরণ করত এবং তাওরাতেরই প্রচারার্থে তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলে। যেমন, হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহুইয়া আলায়হিমা স সালাম। তাঁরা যে তাওরাতের সমর্থক ছিলেন এতে তো কোন আহুমকেরও সন্দেহ হতে পারে না (একথা 'قُلْ' - শব্দ দ্বারা অনুধাবণ করা যায়)।

১৪১. ইয়াহুদীরা মুখপোড়া জাতি : যেই মূসা (আ.) এর শরী'আতের তোমরা অনুসারী এবং যাঁর শরী'আতের কারণে তোমরা অন্যান্য সত্য শরী'আত সমূহকে অস্বীকার কর, খোদ তিনিই তোমাদেরকে বহু প্রকাশ্য মু'জিয়া দেখিয়েছিলেন। যেমন লাঠি, সমুজ্জল হাত, সাগরের দ্বিধা বিভক্তি, ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যখন কয়েকদিনের

(৭৬) قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

(৭৭) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

৯৪. বল, আল্লাহর নিকট আখিরাতের বাসস্থান যদি অন্য লোক ব্যতীত কেবল তোমাদেরই জন্য নির্দিষ্ট থাকে, তা হলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ১৪৩

৯৫. কিন্তু তারা কখনই মৃত্যু কামনা করবে না, যেই পাপের কারণে, যা তাদের হাত থেরণ করেছে, আর আল্লাহ পাপিষ্টদেরকে ভাল রকমে অবহিত।

জন্য তুর পাহাড়ে চলে গেলেন, তখন সেই কদিনের জন্য তোমরা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করলে। অথচ হযরত মূসা (আ.) তখন জীবিত এবং নবুওয়্যাতের পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। সেই সময় হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর শরী'আতের উপর তোমাদের বিশ্বাস কোথায় ছিল? আবার এখন শেষ নবীর প্রতি আক্রোশ ও বিদ্বেষবশত মূসা (আ.) এর শরী'আতকে এমনভাবে আকড়ে ধরেছ যে, আল্লাহর নির্দেশ কর্ণপাত করছ না। নিশ্চয়ই তোমরাও যালিম, তোমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যালিম। এ যাবত তো হযরত মূসা (আ.) এর সাথে বণী ইসরাঈলের আচার আচরণের বিবরণ ছিল। সামনে তাওরাতের প্রতি তাদের ঈমানের যে হাল ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে।

১৪২. তাওরাতের প্রতি ইয়াহুদীদের আচরণ : তাওরাতের যে বিধানাবলী তোমাদের প্রতি আরোপিত হয়েছে তা পূর্ণ সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধর। মাথার উপর পাহাড় বুলন্ত থাকায় মুখে মুখে (অথবা তখনকার মত) তো প্রাণভয়ে স্বীকার করেছিল 'سَمِعْنَا' 'আমরা শুনলাম'। অর্থাৎ তাওরাতের বিধানাবলীর আমরা শুনে রাখলাম। কিন্তু মনে মনে (অথবা পরবর্তীতে) বলল, 'عَصَيْنَا' অর্থাৎ আমরা তাওরাতের বিধান মানলাম না। এর কারণ ছিল এই যে মূর্তি পূজা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তদুপরি তারা কুফর করে যাচ্ছিল, যে কারণে তার মরিচা তাদের অন্তর থেকে দূর না হয়ে বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

১৪৩. ইয়াহুদীরা বলত, আমরা ভিন্ন আর কেউ জান্নাতে যাবে না এবং আমাদের কোন শাস্তি হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন. তোমরা যদি নিশ্চিত জান্নাতী হও তা হলে মরতে কেন ভয় কর?

তাফসীরে উসমানী — ৮

(৭৬) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوَاتِهِ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَحِّزٍ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

(৭৭) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

(৭৮) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝

৯৬. তুমি নিশ্চয়ই তাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ অপেক্ষা বেশী লোভী দেখতে পাবে- এমন কি মুশরিকদের চেয়েও বেশী লোভী। তাদের এক একজন হাজার বছরের আয়ু কামনা করে। কিন্তু এ পরিমাণ আয়ু তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না। আর তারা যা-কিছু করে তা আল্লাহ্ দেখেন।^{১৪৪}

৯৭. তুমি বল, যে কেউ জিব্রীলের শত্রু হবে তা সে তো আল্লাহ্ নির্দেশে এ বাণী তোমরা অন্তরে অবতীর্ণ করেছে, যা এর পূর্ববর্তী কিতাবের প্রত্যায়নকারী এবং মু'মিনগণের পথ প্রদর্শন করে ও শুভ সংবাদ শোনায়।

৯৮. যে কেউ আল্লাহ্ তাঁর ফিরিশ্তাগণের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিব্রীল ও মীকায়ীলের শত্রু হবে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ কাকিরদের শত্রু।^{১৪৫}

১৪৪. অর্থাৎ ইয়াহুদীরা এত বেশী পাপ করেছে যে মৃত্যু হতে ভীষণভাবে পালিয়ে বেড়ায়। তাদের ভয় মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা তো সুখের দেখা যায় না। এমন কি বেঁচে থাকার লোভ তাদের মুশরিকদের চেয়ে বেশী। এর দ্বারা তাদের দাবীর বিভ্রান্তি অতি সুন্দরভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

১৪৫. ফিরিশ্তাগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরা আল্লাহ্‌র দুশমন : ইয়াহুদীরা বলত, এ নবীর নিকট তো জিব্রীল ফিরিশ্তা ওহী নিয়ে আসেন আর সে আমাদের শত্রু। আমাদের পূর্বে সে বহু কষ্ট দিয়েছে। জিব্রীল ছাড়া আর কেউ যদি ওহী নিয়ে আসে তা হলে আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ঈমান আনব। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ফিরিশ্তাগণ যা কিছু করেন আল্লাহ্‌র আদেশেই করেন। নিজেদের

(৭৭) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝
 (১০০) أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٍ وَعَهْدٍ أَتَيْنَهُمْ بَلْ أَكْفَرْتُمْ لَا يَوْمُنُونَ ۝
 (১০১) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْكِتَابَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৯৯. এবং আমি তোমরা প্রতি স্পষ্ট নির্দশনাবলী অবতীর্ণ করেছি। অবাধ্যরা ব্যতীত কেউ তা অস্বীকার করবে না।

১০০. তবে কি যখনই কোন অংগীকারে তারা আবদ্ধ হবে তখনই কি তাদের একদল তা ছুঁড়ে মারবে? বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। ১৪৬

১০১. যখন তাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে কোন রাসূল আসল, যে তাদের নিকট যেই কিতাব আছে, তার প্রত্যাশন করে তখন আহলে কিতাবের মধ্য হতে একটি দল আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, যেন তারা জানেই না। ১৪৭

পক্ষ হতে করেন না কিছুই, যারা তাঁদের দুশমন নিঃসন্দেহ আল্লাহ পাক তাদেরও দুশমন।

১৪৬. অর্থাৎ এটা তাদের পুরানো অভ্যাস যে, তারা যখন আল্লাহ বা রাসূল কিংবা কোন ব্যক্তির সাথে কোন অংগীকার করে তখন তাদেরই মধ্য হতে একটি দল সে অংগীকার নিক্ষেপ করে; বরং বহু ইয়াহুদী এমনও রয়েছে যারা তাওরাতের বিশ্বাস করে না। এদের আর অংগীকার লংঘনে কিসের পরওয়া থাকতে পারে?

১৪৭. এস্থলে রাসূল দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে 'مَا مَعَهُمْ' অর্থাৎ তাদের কিতাব দ্বারা তাওরাতকে এবং আল্লাহর কিতাব বলেও তাওরাতকেই বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আবির্ভাব হল, তখন তাওরাত প্রভৃতি কিতাবের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও ইয়াহুদীদের একদল তাকে অস্বীকার করল। এবং খোদ তাওরাতকেই পশ্চাতে নিক্ষেপ করল। যেন তারা জানেই না এটা কী কিতাব এবং এতে কী কী হুকুম আছে, আর নিজেদের কিতাবেই যখন তাদের বিশ্বাস নেই, তখন এর পরে তাদের থেকে কিসের আশা করা যেতে পারে?

(১.২) وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحْرَةَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

(১.৩) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاتَّقُوا لِمَنُوبَهُ ۚ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

১০২. সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তান যা আবৃত্তি করত, তারা তার অনুসরণ করত।^{১৪৮} সুলায়মান কুফর করেনি, কিন্তু শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। আর তারা সেই জ্ঞানের অনুসরণ করত, যা বাবিল শহরে হারুত ও মারুত নামের ফিরিশ্তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। সে ফিরিশ্তাদ্বয় কাউকে শিক্ষা দিত না, যাবত না এই কথা বলে দিত যে, আমরা তো পরীক্ষা স্বরূপ, সুতরাং তোমরা কাফির হয়ো না। তারপর তারা তাদের নিকট হতে যাদু শিক্ষা করত, যদ্বারা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করত স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া তারা কারও কোনও ক্ষতি করতে পারত না। তারা এমন কিছু শেখে, যা তাদের ক্ষতি সাধন করে, কোন উপকারে আসে না। তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ সে যাদু অবলম্বন করে আখিরাতে তার কোন হিসসা নেই। অতি নিকৃষ্ট তার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে যদি তাদের বুঝ থাকত?

১০৩. যদি তারা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পেত, যদি তাদের বুঝ থাকত।^{১৪৯}

১৪৮. অর্থাৎ এ নির্বোধেরা মহান আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ফেলে দিয়ে শয়তানদের থেকে যাদু শিখে নেয় এবং তার অনুসরণে লেগে থাকে।

(১০৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১০৪. হে মু'মিনগণ! তোমরা 'রাইনা' বলো না, বরং 'উন্যুরনা' বলো।
এবং শুনতে থাক। কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। ১৫০

১৪৯. যাদু কি ভাবে এল এবং তার অসারতা : সারকথা, ইয়াহুদীরা নিজেদের দীন ও কিতাব ছেড়ে যাদুর অনুসারী হয়ে যায়। মানুষের মাঝে যাদুর বিস্তার ঘটে দুই দিক থেকে। এক. হযরত সুলায়মান (আ.) এর আমলে জিন্ন ও মানুষের সহাবস্থান ছিল। এ সময় মানুষেরা শয়তানদের কাছ থেকে যাদু শিখে নেয় এবং হযরত সুলায়মান (আ.) তার শিক্ষাদাতা বলে চালিয়ে দেয় এবং বলে বেড়ায় যে, এই যাদু বলেই তিনি জিন্ন ও মানুষের উপর কর্তৃক করেন। আল্লাহু তা'আলা জবাবে বলেন যে, এটা কুফরী কাজ। সুলায়মান এ কাজ করেন না। দুই. যাদু বিস্তারের দ্বিতীয় মাধ্যম হারুত ও মারুত। তাঁরা উভয়ে ছিলেন ফিরিশ্তা। বাবিল শহরে মানুষের আকৃতিতে বাস করতেন। তাদের যাদু বিদ্যা জানা ছিল। কেউ তাঁদের কাছে যাদু শেখার জন্য গেলে তারা তাকে এই বলে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন যে, এর ফলে ঈমান চলে যাবে। তাতেও সে ক্ষান্ত না হলে তখন তাকে শিক্ষা দিতেন। তাঁদের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করা ছিল মহান আল্লাহুর উদ্দেশ্য। আল্লাহু পাক ইরশাদ করেন, এরূপ বিদ্যায় আখিরাতের কোন উপকারিতা নেই; বরং ক্ষতিই ক্ষতি। এমনকি পার্থিব জীবনেও এটা ক্ষতিকারক। আর আল্লাহুর হুকুম ছাড়া যাদু কিছুই করতে পারে না। এর চেয়ে তারা যদি দীন ও কিতাবের শিক্ষা লাভ করত তা হলে আল্লাহু তা'আলার নিকট প্রস্তুত হত।

১৫০. নবী করীম (আ.) এর সাথে ইয়াহুদীদের ধৃষ্টতা : ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহু (সা.)-এর মজলিসে এসে বসত এবং তাঁর কথাবার্তা শুনত। যে কথা ভাল করে শুনতে পেত না সেটা দ্বিতীয়বার শুনতে চেয়ে বলত 'رَاعِنًا' অর্থাৎ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। শব্দটি তাদের দেখাদেখি অনেক মুসলিমগণও উচ্চারণ করত। আল্লাহু তা'আলা নিষেধ করলেন যে, এটা তোমরা বলো না। বলতে হলে বরং 'انْظُرْنَا' বলো। এরও এই একই অর্থ। আর শুরু হতেই তোমরা মনোযোগী হয়ে কথাবার্তা শুনো, যাতে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করতে না হয়। ইয়াহুদীরা এটা অসদুদ্দেশ্যে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই উচ্চারণ করত। তারা একটু টেনে উচ্চারণ করতো 'رَاعِنًا' অর্থাৎ 'আমাদের রাখাল'। ইয়াহুদীদের ভাষায় 'رَاعِنًا'-শব্দটি বোকা অর্থেও ব্যবহৃত হত।

(১.৫) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ
لَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ۝

(১.৬) مَا نُنْزِلُ مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَوْ نُنْزِلُهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(১.৭) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

১০৫. আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কাফির তাদের এবং মুশরিকদের অন্তর
এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের
প্রতি কোন কল্যাণকর বিষয় অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ্ যাকে
ইচ্ছা স্বীয় রহমতের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন। আর আল্লাহ্ মহা
অনুগ্রহশীল। ১৫১

১০৬. আমি যে আয়াত রহিত করি বা ভুলিয়ে দেই, তার পরিবর্তে আরও
উত্তম বা সমতুল্য কোন আয়াত অবতীর্ণ করি। তুমি কি জান না যে,
আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সক্ষম। ১৫২

১০৭. তুমি কি জান না আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই? আর আল্লাহ্
ছাড়া তোমাদের কোন বান্ধবও নেই এবং নেই সাহায্যকারীও। ১৫৩

১৫১. অর্থাৎ ইয়াহুদী-মুশরিক নির্বিশেষে কোন কাফিরই তোমাদের উপর কুরআন
অবতীর্ণ হওয়াটা পসন্দ করে না। বরং ইয়াহুদীদের কামনা, শেষ নবীর আবির্ভাব বণী
ইসরাঈলের মাঝেই হোক। মক্কা শরীফের মুশরিকদের কামনা তাদের মাঝেই হোক।
কিন্তু এটা তো আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের ব্যাপার। তিনি নিরক্ষর সম্প্রদায়কেই এ
সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন।

১৫২. বিধান প্রদান ও রহিতকরণ আল্লাহর ইচ্ছাতির ৪ এটাও ইয়াহুদীদের
একটি প্রশ্নের জবাব। তারা বলত, তোমাদের কিতাবে কোন কোন আয়াত রহিত হয়ে
যায়। এটা যদি আল্লাহরই কিতাব হত, তা হলে যে দোষের কারণে কোন আয়াত
রহিত করা হয়, সেটা কি আগেই তাঁর জানা ছিল না? উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা
করলেন যে, দোষ না প্রথম আয়াতে ছিল, না পরের আয়াতে আছে। হুকুমদাতা সময়

(১০৮) اٰمُرْتُمْ بِاٰلِیْمَانٍ فَاَعْفُوا ۚ وَتُؤْمِنُوْنَ بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَمِنْ
تَبَدَّلِ الْكُفْرِ بِالْاٰیْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِیْلِ ۝

(১০৯) وَكَثِیْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوِیْرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اٰیْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۙ حٰسِدًا ۙ مِّنْ
عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ ۚ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاَعْفُوا وَاصْفَحُوْا حَتّٰی یَاْتِیَ
اللّٰهُ بِاَمْرِ ۙ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

১০৮. তোমরা (মুসলিমগণও) কি তোমাদের রাসূলকে সেইরূপ প্রশ্ন করতে
চাও। যে রূপ প্রশ্ন পূর্বে মূসাকে করা হয়েছিল? যে কেউ ঈমানের
পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করবে, সে তো সরল পথ বিচ্যুত হবে। ১৫৪

১০৯. আহলে কিতাবের অনেকেই চায় মুসলমান হওয়ার পরও তোমাদেরকে
কোন প্রকার কাফির বানিয়ে দিতে, ১৫৫ সত্য তাদের সম্মুখে
সুপ্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মনের হিংসার কারণে, কাজেই
তোমরা ক্ষমা কর এবং নিবৃত্ত থাকো যে পর্যন্ত না আল্লাহ আদেশ
দান করেন। ১৫৬ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান। ১৫৭

অনুপাতে যা উপযোগী মনে করেন সেই হুকুম প্রদান করেন। প্রথমে পূর্বের হুকুম
উপযুক্ত ছিল এবং এখন দ্বিতীয় হুকুম সময়োপযোগী।

১৫৩. অর্থাৎ একদিকে তো মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব সর্বব্যাপী এবং
অন্যদিকে নিজ বান্দাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহও অনুকম্পা অপরিসীম। এবারে বল,
বান্দাদের উপকার ও উপযোগীতা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান এবং তা বাস্তবায়ন করার শক্তি
কার থাকতে পারে? বান্দার হিতৈষণা তাঁর সমান আর কে করতে পারে?

১৫৪. অর্থাৎ ইয়াহুদীদের কথায় কখনই আস্থা রেখো না। তাদের কথায় যদি
কেউ সন্দিহান হয়ে পড়ে, তবে সে নির্ঘাত কাফির হয়ে যাবে। কাজেই এ ব্যাপারে
সতর্ক থাক। ইয়াহুদীদের কথায় নিজেদের নবীর সম্মুখে কোন সংশয় তুলে ধরো না,
যেমন তারা তাদের নবীর সম্মুখে এরূপ সংশয় পেশ করত।

১৫৫. অর্থাৎ অনেক ইয়াহুদীর আকাংখা যে, হে মুসলিমগণ! যদি যে কোনও
উপায়ে তোমাদেরকে পুনরায় কাফির বানিয়ে দিতে পারত। অথচ, তাদের নিকট এটা
স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুসলিমগণের দীন, তাঁদের কিতাব, তাঁদের নবী সবই সত্য।

১৫৬. অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার কোন নির্দেশ আসে ততক্ষণ পর্যন্ত
ইয়াহুদীদের আচার-আচরণে ধৈর্যধারণ করে থাক। শেষ পর্যন্ত নির্দেশ আসে যে,
ইয়াহুদীদেরকে মদীনা শরীফ থেকে বের করে দাও।

(১১০) وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

(১১১) وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۚ تِلْكَ أَمَانَةُ نِيهِمْ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

(১১২) بَلَى ۚ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

১১০. তোমরা সালাত কায়েম রাখ ও যাকাত দিতে থাক। তোমরা উত্তম যা কিছু নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে, আল্লাহর নিকট তা পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।^{১৫৮}
১১১. এবং তারা বলে, যারা ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হবে তারা ছাড়া কেউ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।^{১৫৯} এটা তাদের মিথ্যা আশা। বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর।
১১২. কেন নয়, যে ব্যক্তি আপন চেহারা আল্লাহর অনুগত করে দিয়েছে আর সে সৎকর্মপরায়ণ, তারই জন্য রয়েছে তার সাওয়াব নিজ প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।^{১৬০}

১৫৭. অর্থাৎ নিজেদের দুর্বলতার কারণে দ্বিধাষিত হযো না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার শক্তি বলে তোমাদেরকে শক্তিশালী ও ইয়াহুদীদেরকে লাঞ্চিত করবেন। অথবা এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন এটা কোন দুর্বলতার কারণে নয়।

১৫৮. অর্থাৎ তাদের উৎপীড়নে ধৈর্যধারণ কর এবং ইবাদতে মশগুল থাক। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাজ সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন। তোমাদের কোনও সৎকর্ম নিষ্ফল হতে পারে না।

১৫৯. অর্থাৎ ইয়াহুদীরা তো বলে, আমরা ছাড়া আর কেউ জান্নাতে যাবে না। অপর দিকে খৃষ্টানরা বলে, আমরা ভিন্ন অপর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

১৬০. অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানে ও তাঁর অনুসরণ করে, তাঁর সে আদেশ-নিষেধ যে কোন নবীর মাধ্যমেই তারা লাভ করুক না কেন,

(১১৩) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

১১৩. ইয়াহুদীরা বলে, খৃস্টান সম্প্রদায় কোনও পথের অনুসারী নয় এবং খৃস্টানরা বলে, ইয়াহুদীরা কোনও পথের অনুসারী নয়। অথচ তারা সকলে কিতাব পড়ে। ১৬১ অনুরূপ যারা অজ্ঞ তারাও অনুরূপ কথা বলে। তাই যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মীমাংসা করবেন। ১৬২

ইয়াহুদীদের মত নিজেদের সাম্প্রদায়িক ও সাংবিধানিক প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেয় না। তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। তাদের কোন ভয়ের কারণ নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

১৬১. ইয়াহুদীরা তাওরাত পাঠ করে অনুধাবন করতে পেরেছে যে, খৃস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ.)-কে মহান আল্লাহর ছেলে সাব্যস্ত করে নিশ্চিত কাফির হয়ে গেছে। অপর পক্ষে খৃস্টানগণও ইনজীল পাঠ করে জানতে পেরেছে যে, ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুওয়্যাত অস্বীকার করে কাফির হয়ে গেছে।

১৬২. আরব মুশরিক পৌত্তলিকদেরকেই ‘অজ্ঞ’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়দ্বয় যেমন একে অপরকে গোমরাহ মনে করে অনুরূপ পৌত্তলিকরাও নিজেদের ছাড়া আর সকলকে পথভ্রষ্ট ও বিধর্মী সাব্যস্ত করে। এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা দুনিয়ায় এভাবে একে অন্যকে পথভ্রষ্ট বলতে থাকুক। কিয়ামতের দিন এর সত্যিকারের মীমাংসা হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এস্থলে প্রশ্ন জাগে যে ‘كَذَلِكَ’ বলার পর ‘مِثْلَ قَوْلِهِمْ’ বলার কী প্রয়োজন ছিল? কোনও কোনও তাফসীরকার জবাব দিয়েছেন যে, ‘مِثْلَ قَوْلِهِمْ’ হলো ‘كَذَلِكَ’-এর ব্যাখ্যা ও শক্তিবর্ধক। কেউ বলেন, এ স্থলে পৃথক দু’টি উপমা আছে। তাই দু’টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি উপমা দ্বারা তো এই কথা বোঝান উদ্দেশ্য যে, তাদের উক্তি ইয়াহুদী-খৃস্টানদেরই অনুরূপ। অর্থাৎ তারা যেমন অন্যদের পথভ্রষ্ট বলে, এরাও তেমনি নিজেদের ছাড়া অন্যদের পথভ্রষ্ট বলে। দ্বিতীয় উপমার উদ্দেশ্য এই যে, আহলে কিতাব যেমন এ দাবি কোন রকম দলীল ছাড়া কেবল নিজেদের কু-প্রবৃত্তি ও বিদ্বেষবশত করে, তদ্রূপ পৌত্তলিকরাও বিনা দলীলে কেবল নিজেদের খেয়াল খুশীমত এরূপ দাবী করে।

(১১৬) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا
أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
لَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

(১১৭) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ۝

১১৪. তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তা ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়? ১৬৩ এদের তো ভীত বিহ্বল না হয়ে মসজিদে প্রবেশ করা সমীচীন ছিল না। ১৬৪ তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা ১৬৫ এবং আখিরাতে তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি।

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহই। তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও না কেন, সে দিকই আল্লাহর দৃষ্টি আছে। ১৬৬ নিশ্চয়ই আল্লাহ অসীম দয়ালু ও সর্বজ্ঞ। ১৬৭

১৬৩. বিধর্মীরা ব্যতীত কেউ আল্লাহর কিতাব, তাঁর গ্রন্থ ও মসজিদ ধ্বংস করতে পারে না : খৃষ্টান সম্প্রদায় সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ। তারা ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ করে তাওরাত পুড়ে ফেলে এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে দেয়। অথবা এটা মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা নিছক বিদ্বেষ ও হঠকারিতার বশবর্তীতে হুদাইবিয়ার ঘটনায় মুসলিমগণকে বায়তুল্লাহ শরীফে যেতে বাধা দেয়। এ ছাড়া যে কেউ কোনও মসজিদ বিরান বা ধ্বংস করে সে এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৬৪. অর্থাৎ এ কাফিরদের তো এটাই সমীচীন ছিল যে, তারা ভীত অবনত অবস্থায় ও আদব সহকারে মহান আল্লাহর ঘর মসজিদে প্রবেশ করবে। এর বিপরীতে তারা মসজিদের যে অমর্যাদা করেছে, এটা তাদের জঘন্যতম অপরাধ। অথবা এর অর্থ, তারা সে দেশে সম্মান ও রাজত্বসহ বাস করার উপযুক্ত নয়। কাজেই পরবর্তীতে তাই হয়। সিরিয়া ও মক্কা শরীফের শাসন ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণের হাতে অর্পণ করেন।

১৬৫. অর্থাৎ দুনিয়ায় পরাভূত হবে। বন্দী হবে এবং মুসলিমগণের অধীনস্থ হয়ে থাকবে।

(১১৬) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ رَدًّا لَّاسُبْحَنَهُ ۖ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قِنْتُونَ ۝

(১১৭) بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا اقْتَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

(১১৮) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۖ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۖ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

১১৬. এবং তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি এসব কিছু হতে পবিত্র। বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর। সবই তাঁর একান্ত অনুগত।

১১৭. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। যখন কোন বিষয়ে তিনি হুকুম করেন, তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলেন যে, ‘হয়ে যাও’। সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়।^{১৬৮}

১১৮. যারা অজ্ঞ তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না, কিংবা আমাদের নিকট কেন কোনও নিদর্শন আসে না?^{১৬৯} অনুরূপ তাদের পূর্ববর্তীগণও তাদের মত কথাই বলত। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয়ই আমি আমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করে দিয়েছি^{১৭০} যারা ইয়াকীন করে তাদের জন্য।

১৬৬. কিব্লা সম্পর্কে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা দ্বিধা বিভক্ত : এটাও ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বিতর্কিত বিষয়। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কিব্লাকে শ্রেষ্ঠ বলত। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ তো বিশেষ কোনও দিকের নন। বরং তিনি সমগ্র স্থান ও দিক হতে পবিত্র ও মুক্ত। তবে তোমরা তার নির্দেশে যে কোন দিকেই মুখ ফেরাবে, সেদিকেই তাঁর দৃষ্টি আছে। তিনি তোমাদের ইবাদত কবুল করে নেবেন। কেউ বলেন, এ আয়াত সফরে নফল সালাত আদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ। অথবা সফরে কিব্লা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

১৬৭. অর্থাৎ তাঁর অনুগ্রহ সর্বত্র ব্যাপক বিশেষ কোনও জায়গার মাঝে সীমিত নয়। তিনি বান্দাদের হিতাহিত, তাদের নির্যাত ও তাদের ক্রিয়াকলাপ সব কিছুই সম্যক অবগত। তাদের জন্য কোনটা উপকারী, কোনটা অপকারী তাও তিনি পূর্ণ

(১১৭) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝

(১২০) وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنَّ آتِيتَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

১১৯. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য দীনসহ শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। জাহান্নামীদের সম্বন্ধে আপনাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।^{১৭১}
১২০. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ আপনার প্রতি কখনই খুশী হবে না। যতক্ষণ না আপনি তাদের দীন অনুসরণ করবেন।^{১৭২} বলুন, আল্লাহ্ যে পথ প্রদর্শন করেন, সেটাই সরল পথ।^{১৭৩} মেনে নেওয়া যাক, আপনি জ্ঞান প্রাপ্তির পরও যদি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করেন, তাহলে আল্লাহর হাত থেকে আপনার কোন রক্ষাকর্তা থাকবে না এবং না কোন সাহায্যকারী।^{১৭৪}

অবগত। সে হিসেবেই তিনি বিধান দিয়ে থাকেন। যারা তা মেনে চলবে তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন আর বিরুদ্ধবাদীদের শাস্তি দিবেন।

১৬৮. ইয়াহুদীরা হযরত উযায়র (আ.)-কে এবং খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে মহান আল্লাহর ছেলে বলত। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন। তাঁর সত্তা এসব কিছু হতে পবিত্র। সকলেই তো তাঁর অধীনস্থ, তাঁর অনুগত ও তাঁর সৃষ্টি।

১৬৯. অর্থাৎ আহলে কিতাব ও পৌত্তলিকদের মধ্যে যারা অজ্ঞ, তারা বলে, আল্লাহ্ পাক আমাদের সাথে সরাসরি কেন কথা বলেন না অথবা কোন নিদর্শন কেন পাঠান না; যা রিসালতের প্রত্যায়ন করত ?

১৭০. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, পূর্ববর্তী লোকেরাও এরূপ অজ্ঞতা প্রসূত কথা বলেছিল। এটা নতুন কিছু নয়। যারা ঈমান আনার তাদের জন্য তো আমি নবী সত্য হওয়ার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করে দিয়েছি। আর যারা বিদ্রোহ হঠকারিতায় জেঁকে আছে, তারা যদি অস্বীকার করে সে তো তাদের অবিমূশ্যকারিতা।

১৭১. অর্থাৎ আপনি তাদের কেন মুসলিম বানালেন না-এ অভিযোগ আপনার উপর চাপানো হবে না।

(১২১) الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ
بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۝

(১২২) يٰٓبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ
عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

১২১. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তা যথাযথভাবে আবৃত্তি করে।
তরাই এতে বিশ্বাস করে। আর যারা অস্বীকার করবে তরাই
ক্ষতিগ্রস্ত। ১৭৫

১২২. হে বণী ইসরাঈল! তোমরা আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা
আমি তোমাদের উপর করেছি। এবং এটাও যে, আমি তোমাদেরকে
বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

১৭২. সত্য নিয়ে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের কোন মাথা ব্যথা নেই : কেননা
নিজেদের জিদ বজায় রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। তারা আপনার দীন কস্মিনকালেও কবুল
করবে না। ধরে নেওয়া যাক, আপনিই যদি তাদের অনুসারী হয়ে যান তা হলে তারা
খুশী হয়ে যাবে। এটা যখন সম্ভব নয়, তখন তাদের পক্ষ হতে অনুসরণের আশা না
রাখাই উচিত।

১৭৩. অর্থাৎ যে কোন যুগে সেই হিদায়াতই গ্রহণযোগ্য, যা সে সময়ের নবী বয়ে
আনেন। বর্তমানে ইসলামই সেই হিদায়াত, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মমত নয়।

১৭৪. এটা একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ। অর্থাৎ মেনে নেওয়ার পর্যায়ে বলি, আপনি যদি
এটা করেন, তা হলে মহান আল্লাহর ক্রোধ হতে কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।
এর দ্বারা উম্মাতকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, কেউ মুসলিম হয়ে কুরআন বুঝে তারপর
আবার দীন হতে ফিরে যায়, তা হলে তাকে শাস্তি হতে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

১৭৫. ইয়াহুদীদের মধ্যে কিছু লোক ন্যায়নিষ্ঠও ছিল : তারা নিজেদের কিতাব
পড়ত। তা হতে সত্য উপলব্ধি করেই তারা পাক কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করে, যেমন
হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা.) ও তাঁর সঙ্গীগণ। এ আয়াতটি তাঁদের সম্পর্কেই
অবতীর্ণ। অর্থাৎ তাঁরা তাওরাত গ্রন্থকে মনোযোগ সহকারে পড়েছিল। সে কারণে
তাঁদের ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য হয়। আর যারা কিতাব অস্বীকার করে, অর্থাৎ তাতে
বিকৃতি সাধন করে, তারা লাঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(১২৩) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

(১২৪) وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝

১২৩. এবং তোমরা (হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়) সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারও কোনও উপকারে আসবে না এবং তার নিকট হতে কোন বিনিময়ও গৃহীত হবে না এবং কোনও (কাফিরের জন্য) সুপারিশও কাজে আসবে না এবং তারা কোনও সাহায্যও পাবে না।^{১৭৬}

১২৪. এবং যখন ইব্রাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করেছিলেন^{১৭৭} এবং সে সেগুলো পূর্ণ করেছিল, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের নেতা নিযুক্ত করব।^{১৭৮} সে (ইব্রাহীম) বলল, আমার বংশধরগণের মধ্যে হতেও। তিনি বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদের বেলায় প্রযোজ্য হবেনা।^{১৭৯}

১৭৬. ইতিপূর্বে বণী ইসরাঈলকে যে সব বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, মাঝখানে তাদের অন্যান্য অবস্থা উল্লেখ করার পর সেগুলোই আবার পুনরায় স্মরণ করানো হয়। এভাবে বিষয়টিকে সুদৃঢ় করে তার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, যাতে বিষয়টি তাদের ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় এবং তারা হিদায়াত কবুল করে নেয়। আর সেটাই যে এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য তাও বুঝতে সক্ষম হয়।

১৭৭. হযরত ইব্রাহীমের পরীক্ষার বিষয়াবলী : যেমন হজ্জের ক্রিয়াদি, খাতনা, নখ-চুল কাটা, মিস্‌ওয়াক করা প্রভৃতি। ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুসারে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ কাজগুলো পালন করেন, কোনওটির মাঝে কোনও প্রকার ত্রুটি রাখেননি। এর পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে মানব জাতির নেতা বানিয়ে দেওয়া হয়।

১৭৮. অর্থাৎ সমস্ত নবী-রাসূল (আলাইহিমু সালাম) তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে।

১৭৯. বিশ্ব নেতৃত্ব মুসলিমদের : বণী ইসরাঈলের এ নিয়ে গর্বের শেষ ছিল না যে, আমরা ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধর। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে এই ওয়াদা করেছেন যে, নবুওয়াত ও শ্রেষ্ঠত্ব তোমার বংশধরদের মধ্যেই থাকবে।

(১২৫) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
 إِبْرَاهِيمَ مَصَلًّى ۖ وَوَعَدْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّ
 هَرِّينَ وَالْعَٰكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

১২৫. স্মরণ করুন, যখন আমি কা'বা গৃহকে মানুষের সমাবেশ-স্থল ও
 নিরাপত্তার স্থানরূপে নির্দিষ্ট করলাম^{১৮০} এবং (আদেশ করলাম)
 তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ
 কর।^{১৮১} আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম যে,
 তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকু'ও সিজ্দাকারীগণের জন্য
 আমার গৃহকে পবিত্র রাখ।^{১৮২}

অধিকতর আমরা ইব্রাহীম (আ.)-এর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা সকলে তাঁর
 দীন অনুসরণ করি। আল্লাহ তা'আলা তাদের বোঝাচ্ছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর
 সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কেবল তাদেরই জন্য প্রযোজ্য, যারা সৎপথে চলে।
 হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দুই ছেলে। দীর্ঘ এককাল যাবৎ নবুওয়্যাত ও শ্রেষ্ঠত্ব
 ইসহাক (আ.)-এর বংশে জারি ছিল। এক্ষণে তা হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশে
 চলে গেছে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) উভয় ছেলের জন্যই দু'আ করেছিলেন। আল্লাহ
 তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেন, দীন ইসলাম সর্বকালেই এক ও অভিন্ন। সকল নবী
 ও সমস্ত উম্মাত একই ইসলামের অনুসরণ করেছে। (সে দীনের সারকথা হচ্ছে,
 আল্লাহুর প্রেরিত নবীর মাধ্যমে যখন যে বিধান আসে তা শিরোধার্য করে নেওয়া)।
 বর্তমানে মুসলিমগণই এ পথের অনুসারী। তোমরা তা থেকে বিমূখ। পূর্বের আয়াতে
 আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহের উল্লেখ করেছিলেন। এ আয়াতে বণী ইসরাঈলের এই
 ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, তাদের মতে তারা বিশ্বের সকল মানুষের নেতা ও
 অনুসরণীয় এবং তারা সকলের সেরা, যে কারণে কারও অনুসরণ করতো না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : বণী ইসরাঈলের আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত ইব্রাহীম
 (আ.)-এর বৃত্তান্ত এবং তাঁর মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে
 তাঁর বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে কা'বা গৃহের বৃত্তান্ত এবং তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য তুলে ধরা
 হয়েছে। একই সাথে এর মাঝে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের রদও নিহিত রয়েছে। যেমন
 তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেছেন।

১৮০. অর্থাৎ প্রতি বছর হজ্জ উপলক্ষে এখানে মানুষের সমাবেশ ঘটে। আর
 এখানে যারা উপস্থিত হয়ে হজ্জব্রত পালন করেন তাঁরা জাহান্নামের আযাব হতে
 নিরাপদ হয়ে যায়। অথবা এস্থলে কেউ কাউকে কোনরূপ কষ্ট দেয় না।

(১২৬) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشُّرَاطِ مَنْ أَمِنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، وَهُوَ فِي الْمَصِيرِ ۝

(১২৭) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

১২৬. এবং স্মরণ করুন। যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার প্রতিপালক! এটাকে নিরাপদ নগরে পরিণত করুন।^{১৮৩} আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করবে তাদেরকে ফল-ফলাদি দিয়ে রিয়ক প্রদান করুন।^{১৮৪} তিনি বললেন, যে কেউ কুফরী কববে তাকেও কিছু দিনের জন্য ভোগ করতে দেব। তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে আসতে বাধ্য করব এবং তা কতই নিকৃষ্ট আবাসস্থল।^{১৮৫}

১২৭. এবং স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল কা'বা গৃহের প্রাচীর তুলছিল, তখন তারা বলছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ হতে আপনি কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।^{১৮৬}

১৮১. মাকামে ইব্রাহীম : মাকামে ইব্রাহীম (হযরত ইব্রাহীমের (আ.) দাঁড়াবার স্থান) বলে, সেই পাথর যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম(আ.) কা'বা-গৃহ নির্মাণ করেন। তার উপর ইব্রাহীম (আ.)-এর পায়ের চিহ্ন আছে। এ পাথরের উপর দাঁড়িয়েই তিনি মানুষকে হজ্জের ডাক দিয়েছিলেন। হাজারে আসওয়াদের মতই এটিও জান্নাত হতে আনা হয়েছিল। এখন এ পাথরের পার্শ্বে সালাত আদায়ের বিধান দেওয়া হয়েছে।

১৮২. অর্থাৎ এস্থলে কোনও অসৎকাজ করবে না। অপবিত্র অবস্থায় এর তাওয়াফ করবে না। সর্ব প্রকার আবিলতা হতে এর পবিত্রতা রক্ষা করবে।

১৮৩. হযরত ইব্রাহীম (আ.) কা'বা ঘর নির্মাণ কালে এই দু'আ করেছিলেন যে, এই প্রান্তর যেন একটি লোক বসতিপূর্ণ এবং নিরাপদ নগর হয়। কালক্রমে তাই হয়েছিল।

(১২৮) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ رُو
أَيْرَانَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

(১২৯) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(১৩০) وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ
اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝

১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং
আমাদের বংশধরদের মধ্যেও আপনার একটি অনুগত দল করুন।
আর আমাদেরকে হজ্জের রীতি-নীতি শিক্ষা দিন এবং আমাদেরকে
ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

১২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে
একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে তাদের নিকট আপনার আয়াতসমূহ
পাঠ করবে, তাদেরকে কিতাব ও নিগূঢ় রহস্য শিক্ষা দেবে এবং
তাদেরকে পবিত্র করবে। আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১৮৭

১৩০. যে নিজেকে নির্বোধ করেছে, সে ছাড়া আর কে ইব্রাহীমের ধর্মান্দর্শ
হতে বিমূখ হবে? নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি।
আর পরকালে তো সে সৎকর্মশীলগণের অন্যতম।

১৮৪. অর্থাৎ এস্থলে বসবাসকারীদের মধ্যে যারা মু'মিন ও বিশ্বাসী হবে তাঁদেরকে
ফল ফলাদি দিয়ে জীবিকা দান করুন। তিনি কাফিরদের জন্য দু'আ করেননি, যাতে
এস্থান কুফরের কালিমা হতে পুত-পবিত্র থাকে।

১৮৫. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন যে, পার্থিব জীবনে কাফিরদেরকেও
জীবিকা প্রদান করা হবে। রিয়কের বিষয়টি নেতৃত্বের মত নয় যে, এটা মু'মিনগণ
ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারবে না।

১৮৬. অর্থাৎ আমাদের এই কাজ অর্থাৎ কা'বা গৃহের নির্মাণকার্য কবুল করুন।
আপনি সকলের দু'আ শোনেন এবং উদ্দেশ্য জানেন।

(১৩১) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(১৩২) وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ ۖ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَتَوَتَّنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

(১৩৩) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۖ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُنَا وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

১৩১. স্মরণ করুন, যখন তার প্রতিপালক তাকে বলেছিলেন, সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ কর। তখন সে বলেছিল, আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের নিকট পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলাম।
১৩২. আর এই উপদেশই দিয়ে যায় ইব্রাহীম তার সন্তানগণকে এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য দীন বেছে দিয়েছেন। কাজেই মুসলিম না হয়ে তোমরা কখনও মরো না।^{১৮৮}
১৩৩. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন মৃত্যু ইয়াকুবের নিকটবর্তী হয়েছিল? যখন সে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? তখন তারা বলেছিল, আমরা ইবাদত করব আপনার প্রতিপালকের এবং আপনার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের প্রতিপালকের। তিনিই একমাত্র মাবুদ এবং আমরা সকলে তাঁরই অনুগত।^{১৮৯}

১৮৭. এটাও হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাইল (আ.)-এর দু'আ। তাঁরা দু'আ করেন, আমাদের বংশধরদের মধ্যে আপনার অনুগত একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করুন এবং তাঁদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠান। যিনি তাঁদেরকে কিতাব ও হিক্মতের তালীম দেবেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে একরূপ নবী দু'জাহানের বাদশাহ মুহাম্মদ (সা.) ব্যতীত আর কেউ আবির্ভূত হননি। কাজেই, ইয়াহুদীদের পূর্বোক্ত ধারণা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন হয়ে গেল। কিতাব শিক্ষা দেওয়ার মানে কিতাবের ভাষা দ্বারা পরিষ্কৃত হয় এমন অর্থ ও তার ব্যাখ্যা আর হিকমত শিক্ষা দেওয়ার অর্থ নিগূঢ় রহস্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা।

(১৩৪) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، لَهَا مَا نَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَا تُسْأَلُونَ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(১৩৫) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

১৩৪. সে তো এমন একটি দল, যারা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে তা তাদের, তোমরা যা কর, তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। ১৯০
১৩৫. তারা বলে, তোমরা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হয়ে যাও, তাহলে তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে। ১৯১ (হে রাসূল!) আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের পথ অবলম্বন করেছি এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৯২

১৮৮. মুসলিম না হয়ে মরার পরিণতি ভয়াবহ : উপরে যেই মিল্লাত ও ধর্মাদর্শের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হল, হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাইল (আ.) তাঁদের বংশধরগণকে তাঁরই অনুসরণ করার উপদেশ দিয়ে যান। কাজেই, যারা তা অমান্য করবে প্রকারান্তরে তারা তাঁদের বিরোধী হল। ইয়াহুদীরা বলত যে, হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁর বংশধরদেরকে ইয়াহুদী ধর্মের অনুসরণ করার অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। বস্তুত, তাদের দাবী নির্জলা মিথ্যা, যেমন সামনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

১৮৯. নবীদের প্রতি মিথ্যারোপ ইয়াহুদী জাতির জঘন্য মনোবৃত্তি : মহান আল্লাহ ইয়াহুদীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা তো হযরত ইয়াকুব (আ.) অসিয়ত কালে উপস্থিত ছিলে না। তিনি তো আয়াতে বর্ণিত নবীগণের ধর্মাদর্শ অনুসরণেরই অসিয়ত করেছিলেন। কিন্তু তোমরা ইয়াহুদীরা নিজেদের ছাড়া বাকি সকলকে এবং খৃষ্টানরা নিজেদের ছাড়া বাকি সকলকে বিধর্মী আখ্যায়িত করো। এভাবে তোমরা উভয় সম্প্রদায় সত্য ধর্ম ইসলামের বিরোধী হয়ে গিয়েছো। আসলে তোমাদের দাবী সম্পূর্ণ মনগড়া।

১৯০. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল পিতামাতার অপরাধে সন্তানকেও পাকড়াও করা হবে। অনুরূপ তাদের সাওয়াবেও সন্তান শরীক হবে। তাদের ধারণা ভুল। প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করবে- তা ভাল হোক, কী মন্দ।

১৯১. অর্থাৎ ইয়াহুদীরা মুসলিমগণকে বলত, তোমরা ইয়াহুদী হয়ে যাও, তাহলে হিদায়াত পেয়ে যাবে। অনুরূপভাবে খৃষ্টানরাও বলত, খৃষ্টান হয়ে যাও, হিদায়াত পেয়ে যাবে।

(১৩৬) قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ
مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا تَفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

১৩৬. তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি এবং যা মূসা ও ইসাকে দেওয়া হয়েছে এবং যা দেওয়া হয়েছে অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তার উপর। আমরা তাদের কারও মধ্যে কোনও প্রকার পার্থক্য করি না। আমরা তো সেই প্রতিপালকেরই অনুগত। ১৯৩

১৯২. ইসলামই ইব্রাহীমী ধর্মাদর্শ : হে রাসূল! আপনি বলুন, তোমাদের কথা আমরা কখনই মানব না। বরং আমরা ইব্রাহীম (আ.)-এর ধর্মাদর্শের অনুসারী, যা সমস্ত মন্দ ধর্মসমূহ হতে পৃথক। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা উভয় সম্প্রদায় শিরকে লিপ্ত। আরব মুশরিকরাও ইব্রাহীম ধর্মের দাবী করত, কিন্তু তারাও মুশরিক ছিল। এর দ্বারা তাদেরও জবাব হয়ে গেল। তাতে ন্যায়ত কোনও সম্প্রদায়ই ইব্রাহীম ধর্মের অনুসারী থাকল না। একমাত্র ইসলামই সেই ধর্মাদর্শ- যা ইব্রাহীমী ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : প্রত্যেক শরী'আতে তিনটি বিষয় থাকে : এক, আকীদা-বিশ্বাস, যেমন তাওহীদ, নবুওয়্যাত ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সকল দীন ও শরী'আত এক। এতে মতভেদ সম্ভবই নয়। দুই. শরী'আতের মূলনীতি, যা থেকে শাখাগত মাসয়ালা-মাসাইল বের হয় এবং সকল শাখাগত বিষয়ে সে মূলনীতির অনুসরণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, মিল্লাত এই মূলনীতি সমূহরই নাম। মিল্লাতে মুহাম্মাদী ও মিল্লাতে ইব্রাহীমীর যে ঐক্য ও মিল, তা এই মূলনীতিরই মাঝে; তিন. সমস্ত মূলনীতি ও শাখাগত বিষয়ের সমষ্টি, যাকে শরী'আত বলা হয়। সারকথা, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও ইব্রাহীম (আ.)-এর মিল্লাত অভিন্ন কিন্তু শরী'আত ভিন্ন।

১৯৩. অর্থাৎ আমরা সমস্ত রাসূল ও সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস করি। সকলকে সত্য মনে করি। বস্তুত, প্রত্যেক নবীই স্ব-স্ব আমলে অবশ্যই অনুসরণীয়। আমরা মহান আল্লাহর অনুগত। যখন যে নবীর আবির্ভাব হবে এবং তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহর যে আদেশ-নিষেধ এসে পৌঁছবে আমরা তার অনুসরণকে আবশ্যিক মনে করি। পক্ষান্তরে

(১৩৭) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

(১৩৮) صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۚ وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ۝

(১৩৯) قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَلَكِنَّا عَمَّا لَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝

১৩৭. তোমরা যে ভাবে ঈমান এনেছ, তারাও যদি তেমনি ঈমান আনে, তবে তারাও হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে তারা তো হঠকারীই। কাজেই, তোমার পক্ষে আল্লাহই তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট। আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। ১৯৪

১৩৮. আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং অপেক্ষা আর কার রং উত্তম? আমরা তাঁরই ইবাদত করি। ১৯৫

১৩৯. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ সন্ধানে বিতর্ক কর? অথচ তিনিই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক? আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের। আর আমরা তো একান্তভাবে তাঁরই জন্য। ১৯৬

আহলে কিতাব তাদের নিজেদের দীন ছাড়া আর সমস্তকেই মিথ্যা মনে করে, তা তাদের দীন মানসুখই হোক না কেন। তারা নবীগণের আদেশ-নিষেধকে প্রত্যাখ্যান করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে আদেশ-নিষেধ মহান আল্লাহরই।

১৯৪. অর্থাৎ তাদের শত্রুতা ও জিদের কারণে ভয় করো না। তাদের অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে মহান আল্লাহই তোমার রক্ষাকর্তা। তারা তোমার কিছুই বিগড়াতে পারবে না। আল্লাহ সকলের কথা শোনেন, সকলের অবস্থা ও নির্যাত জানেন।

১৯৫. ইসলাম গ্রহণই প্রকৃতপক্ষে পবিত্র হওয়ার উপায় : ইয়াহুদীরা এসব আয়াত হতে বিমূখ হয়ে ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত থাকে। খৃষ্টান সম্প্রদায়ও এগুলো অস্বীকার করে। পরন্তু তারা বড়াই করে বলতে থাকে যে, আমাদের এক প্রকার রং আছে, যা মুসলিমগণের নেই। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের স্থিরীকৃত রং ছিল হলুদ। তাদের নিয়ম ছিল, যখন কোন শিশুর জন্ম হত, অথবা কেউ তাদের দীনে দীক্ষিত হত, তখন তাকে সে রংএ ডুব দেওয়ানো হত। তারপর বলত, এবারে সে খাঁটি খৃষ্টান হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুসলিমগণ! তোমরা বলে দাও, আমরা আল্লাহর রং

(১৪০) اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاْلَاسْبَاطَ
كَانُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَوْ نَصْرٰى ۚ قُلْ ؕ اَنْتُمْ اَعْلَمُۢمۡ اَمِ اللّٰهُ ۚ وَمَنْ اَظْلَمُۢمۡ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَآ
دَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

(১৪১) تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تَسْأَلُوْنَ
عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৪০. তোমরা কি বল যে, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ ইয়াহুদী কিংবা খৃষ্টান ছিল? বল, তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ? তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে, আল্লাহর নিকট হতে সাব্যস্ত সাক্ষ্য গোপন করে? আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবহিত নন। ১৯৭

১৪১. সে তো ছিল এমন একটি দল, যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে তা তাদের, তোমরা যা কর তা তোমাদের। তাদের কাজ সম্বন্ধে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না। ১৯৮

অর্থাৎ তার দীন কবুল করেছি। এ দীনে যে দাখিল হয় সে সর্বপ্রকার মলিনতা হতে পবিত্র হয়ে যায়।

১৯৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে তোমাদের বিতর্ক এবং তোমাদের এ ধারণা যে, আমরা ভিন্ন আর কেউ তাঁর দয়া ও করুণার উপযুক্ত নয়- এটা সম্পূর্ণ অমূলক। তিনি যেমন তোমাদের প্রতিপালক, তেমনি আমাদেরও প্রতিপালক। আমরা যা কিছু করি তা কেবল তাঁরই উদ্দেশ্যে করি। তোমাদের মত বাপ-দাদার দেখাদেখি এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী ও ব্যক্তি স্বার্থের বশবর্তীতে করি না। কাজেই আমাদের আমল কবুল না করে তিনি তোমাদের আমল কবুল করবেন এটা কী করে সম্ভব?

১৯৭. হযরত ইব্রাহীম (আ.) ইসমাইল (আ.) ও অন্যান্য নবীগণের সম্পর্কে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের এই দাবী যে, তাঁরা ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন। এটা নির্জলা মিথ্যা। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, مَا كَانَ اِبْرٰهٖمَ يَهُودِيًّا ۚ وَاِلٰهٖمُ الْوَحْدُ لَا يُدْعٰى بِاَسْمَآئِهَا ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۚ (আল-শূর ৬১) ইব্রাহীম ইয়াহুদী ছিল না এবং খৃষ্টানও নয়। কাজেই, এখন বল, তোমরাই বেশী জান, না আল্লাহ?

(১৬২) سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

১৪২. নির্বোধ লোকেরা এখন বলবে যে, মুসলিমদেরকে কোন্‌ বস্তু তাদের সে কিব্লা হতে ফিরিয়ে দিল, এ যাবৎ যার অনুসরণ তারা করে আসছিল? ১৯৯ (হে রাসূল!) আপনি বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। ২০০

১৯৮. পিতৃ-পুরুষের দোহাই দিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না : একটু পূর্বেই এরূপ একটি আয়াত আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আহলে কিতাবের অন্তরে যেহেতু তাদের বংশীয় আভিজাত্য বোধের কারণে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, আমাদের ক্রিয়াকলাপ যতই মন্দ হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের বাপ-দাদাগণ আমাদের নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করবেনই। তাদের এ অবান্তর ধারণা রদ করার জন্য এ আয়াতের পুনরাবৃত্তি করে, বক্তব্যকে আরও জোরদার করা হয়েছে। কিংবা বলুন, পূর্বের আয়াতে আহলে কিতাবকে সম্বোধন করা হয়েছিল আর এ আয়াতের সম্বোধন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মাতের প্রতি। তাদের বলা হয়েছে যে, এরূপ অবান্তর ধারণায় তারা যেন আহলে কিতাবের অনুসরণ না করে। নিজেদের মহান পিতৃ-পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করে যে কারও মনে এরূপ ধারণা জন্ম নিতে পারে, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। এর পরে ইয়াহুদী সম্প্রদায় ও অপরাপর জাতির আরেকটি বোকামী সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা শীঘ্রই কিব্লা পরিবর্তন সম্পর্কে তাদের থেকে প্রকাশ পাওয়ার ছিল।

১৯৯. কিব্লা পরিবর্তনে অমুসলিমদের আপত্তি : রাসূলে কারীম (সা.) মক্কা হতে মদীনা শুভাগমন করার পর ষোল সতেরো মাস যাবৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করতে থাকেন। তারপর কা'বার দিকে ফেরার নির্দেশ আসে। তখন ইয়াহুদী, মুশরিক ও মুনাফিক এবং তাদের প্ররোচনায় পড়ে কিছু সংখ্যক নও মুসলিম এই সংশয় উত্থাপন করতে শুরু করে যে, ইনি তো এতদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করছিলেন এবং তা ছিল পূর্ববর্তী নবীগণের কিব্লা। এখন তাঁর কী হলো যে, তা ছেড়ে কা'বার দিকে মুখ করতে শুরু করেছেন? কেউ বলল, তিনি ইয়াহুদীদের প্রতি বিদ্বেষবশত এরূপ করছেন। কেউ বলল, তিনি নিজের দীন নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ও পেরেশান আছেন, সে কারণে, তাঁর নবী হওয়ার বিষয়টি পরিস্ফুট হচ্ছে না। বিরুদ্ধবাদীদের এইসব মন্তব্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ এ আয়াতে এর তাঁর রাসূলে পাককে অবহিত করে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী আয়াতে এর

(১৪৩) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

১৪৩. এবং এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানব জাতির সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রাসূল হন তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদানকারী।^{২০১} তুমি এ যাবৎ যে কিব্বার অনুসারী ছিলে আমি তা কেবল এ জন্যই স্থির করেছিলাম, যাতে আমি জানতে পারি কে রাসূলের আনুসরণ করে চলে, আর কে ফিরে যায় পশ্চাদিকে।^{২০২} নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাদের সৎপথ দেখান তারা ব্যতীত অন্যদের জন্য এটা কঠিন ব্যাপার।^{২০৩} আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, পরম দয়ালু।^{২০৪}

জবাবও জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে কারও কোনও রূপ সংশয় বাকী না থাকে এবং উত্তর প্রদানেরও চিন্তা করতে না হয়।

২০০. কিব্বা পরিবর্তনের তাৎপর্য : হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি বলে দিন, আমরা না ইয়াহুদীদের প্রতি বিদ্বেষে আর না সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী কিংবা নিজ খেয়াল খুশীর বশে কিব্বা পরিবর্তন করেছি। বরং আমরা তা করেছি, কেবল আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে এবং সেটাই আমাদের দীনের মূলকথা। প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ ছিল, আমরা তা শিরোধার্য করে নিয়েছি। এখন কা'বার দিকে ফিরতে আদেশ করা হয়েছে, এটাও আমরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছি। আমাদের নিকট এর হেতু জিজ্ঞাসা করা বা এ সম্পর্কে আপত্তি তোলা শুধু নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। অনুগত গোলামকে এ প্রশ্ন করা কোনও বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না যে, তুমি পূর্বে তো ওই কাজ করছিলে এখন কেন এই কাজ কর? হাঁ, যদি এসব বিধানের নিগূঢ় রহস্য জানতে চাওয়াই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তা এমন কে আছে যে মহান আল্লাহ্‌র সব গোপন রহস্য বুঝতে পারে? আর তোমাদের মত নির্বোধদের বুঝাবেই বা কে? অবশ্য এতটুকু কথা যে কেউ বুঝতে পারে যে, কিব্বা নির্দিষ্ট করা হয় ইবাদতের নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য। মূল ইবাদত তা কখনই নয়। আর এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি নানা রকম। তিনি নিজ হিক্মত ও অনুগ্রহে

একজনকে বিশেষ এক পস্থা বাতলে দেন এবং অন্যজনকে দেন স্বতন্ত্র কোনও পস্থা। সকল স্থান ও দিকের তিনিই মালিক। যাকে যখন ইচ্ছা এমন পস্থা দান করেন, যা অত্যন্ত সরল, সংক্ষিপ্ততম ও নিকটতম। কাজেই, বর্তমানে তিনি আমাদেরকে সেই কিব্লা দান করেছেন, যা কিবলাসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম।

২০১. মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব : তোমাদের কেবলা, যেমন কা'বা, যা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কিব্লা এবং সর্বোত্তম কিব্লা। তেমনি আমি তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত বানিয়েছি এবং তোমাদের রাসূলকে করেছি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচে পূর্ণাঙ্গ রাসূল। যাতে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার কারণে তোমরা আর সব উম্মাতের জন্য সাক্ষী হতে পার এবং তাও এমন সাক্ষী যাদের সাক্ষ্য নিশ্চিত গৃহীত। আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমাদের ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতার সাক্ষ্য দিতে পারেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, পূর্বকার উম্মাতগণের মধ্যে যারা কাফির, তারা যখন তাদের নবীগণের দাবী মিথ্যা আখ্যায়িত করবে এবং বলবে, দুনিয়ায় তো আমাদেরকে কেউ সৎ পথের দিকে আহ্বান জানায়নি, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মাত সে সকল নবীর দাবী সত্য বলে সাক্ষ্য দেবে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) যিনি নিজ উম্মাতের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তিনি উম্মাতের সত্যবাদিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সাক্ষ্য দেবেন। পূর্ববর্তী উম্মাতগণ বলবে, তারা তো আমাদের কালে উপস্থিত ছিল না এবং তারা আমাদের দেখেওনি। কাজেই, তাদের সাক্ষ্য কী করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? তখন প্রিয় নবী (সা.)-এর উম্মাত জবাবে বলবে, মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের বর্ণনা দ্বারা এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করেছি। এবং সে কারণেই আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : 'وسط' অর্থাৎ মধ্যপস্থা, মানে উম্মাত পুরোপুরি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত, যাতে কোনও রকমের বক্রতা নেই এবং যা শৈথিল্য ও বাড়াবাড়ি বিহীন ভারসাম্যপূর্ণ।

২০২. অর্থাৎ তোমাদের কিব্লা তো আসলে কা'বাই ছিল যা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সময় হতে চলে আসছিল। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিব্লা স্থির করে দেওয়া হয়। আর তার উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা করা যে, কে আনুগত্যে স্থির থাকে, আর কে দীন বিমূখ হয়ে যায়। এ পরীক্ষায় যারা ঈমানে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে মহান আল্লাহর দরবারে তাদের অনেক বড় মর্যাদা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ আয়াতে ব্যবহৃত 'لنَعْلَم' ভবিষ্যত ক্রিয়াপদ এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে প্রযুক্ত 'لَنَعْلَمَنَّ' - 'لَمَّا يَعْلَمَنَّ' - 'فَلْيَعْلَمَنَّ' - 'حَتَّى نَعْلَمَ' - 'اللَّهُ نَعْلَمُ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বাহ্যত এরূপ বোঝা যায় যে, এসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে জানতে পেরেছেন, এগুলোর অস্তিত্বের পূর্বে তিনি এ সম্পর্কে জানতেন না (নাউয়িবিল্লাহ), অথচ যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অনাদি। **كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا**।

‘আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ’। উলামায়ে কিরাম বিভিন্নভাবে এর জবাব দিয়েছেন। কেউ তো এসব জায়গায় ইল্ম তথা জানা অর্থ করেছেন ‘পৃথক করণ’। কেউ এর অর্থ করেছেন ‘পরীক্ষা করণ’। কেউ এর অর্থ বলেছেন, ‘নীতি’। কেউ বলেন, এ সব জায়গায় ভবিষ্যত ক্রিয়া অতীত ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত। আবার কেউ জ্ঞান লাভের বিষয়টিকে নবী ও সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কোনও কোনও বিদগ্ধ মনীষী এর অর্থ করেছেন, এমন বর্তমান জ্ঞান, যা জ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্ব লাভের পর প্রতিপন্ন হয় এবং যার উপর পুরস্কার বা শাস্তি ও প্রশংসা বা নিন্দা আবর্তিত হয়। উক্ত বুয়ুর্গগণ এ ব্যাখ্যাকেই পসন্দ করেছেন। কতক পরিপক্ক ও সূক্ষ্ম জ্ঞানসম্পন্ন উলামায়ে কিরাম এ সম্পর্কে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় দু’টি কথা বলেছেন। তাদের প্রথম কথার সারমর্ম, আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন : **وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا** : ‘আল্লাহ্ নিজ জ্ঞানে সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছেন’ (৬৫ঃ১২)। অর্থাৎ আদি হতে অন্ত, ছোট-বড়, অল্প-বিস্তর সমুদয় বস্তু মহান আল্লাহ্র সামনে এবং একই সঙ্গে তিনি সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত। তার জ্ঞানে কোনও আগপিছ নেই। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বস্তু নিচয় আপসে একটি অন্যটির সাথে অগ্র-পশ্চাতের সম্পর্ক অবশ্যই রাখে। কাজেই, আল্লাহ্র জ্ঞান হিসেবে তো সমুদয় বস্তু একই বস্তুর পর্যায়ভুক্ত। কাজেই সে মহান দৃষ্টিতে আল্লাহ্র জ্ঞানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভাজন নিতান্তই ভুল। কিন্তু বস্তু নিচয়ের পারস্পরিক আগ পিছের কারণে দৃশ্যত এ কালত্রয় আলাদাভাবে অবশ্যই বের হবে। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর অপার প্রজ্ঞা অনুযায়ী কখনও এ বস্তু নিচয় সম্বন্ধে এই দৃষ্টিতে ঘোষণা করেন নি যে, এগুলো তাঁর জ্ঞাত। আবার কখনও এদিকেও লক্ষ্য রাখেন যে, এগুলোর পরস্পরে আগ-পিছ রয়েছে। প্রথম অবস্থায় তো সর্বদাই এক সূক্ষ্ম পার্থক্য দৃষ্টে অতীত বা বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়, ভবিষ্যত ক্রিয়া ব্যবহৃত হতে পারে না। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অতীতের স্থলে অতীত-ক্রিয়া, বর্তমানের স্থলে বর্তমান ক্রিয়া এবং ভবিষ্যতের স্থলে ভবিষ্যত ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। তাই, যে সব জায়গায় ভবিষ্যতের ঘটনাকে অতীত-ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্ত করেছেন সেখানে এদিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে যে, সব কিছুই তো আল্লাহ্ তা‘আলার সামনে উপস্থিত ও বর্তমান, যেমন **وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ** ‘জান্নাতবাসীগণ ডাক দিল’ প্রভৃতি। আর যেখানে অতীতের বিষয়াবলীকে ভবিষ্যত-ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্ত করেছেন, যেমন আলোচ্য আয়াতে **لَنُثَبِّتَنَّ** ইত্যাদি। সেখানে লক্ষ্য করা হয়েছে যে, সে সব বিষয় তার পূর্ববর্তী বিষয়াবলীর তুলনায় ভবিষ্যত; আল্লাহ্ তা‘আলার জ্ঞান অনুযায়ী ভবিষ্যত নয়, যে তাঁর জ্ঞানের মাঝে অনিত্যতার সংশয় জাগবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যার সারমর্ম, বস্তু নিচয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দুই পদ্ধতিতে অর্জিত হয়। একটি সরাসরি বা প্রত্যক্ষ। দ্বিতীয়টি কোন কিছুর মধ্যস্থতায় বা পরোক্ষ। যেমন

আগুন; কখনও চোখে দেখে বুঝি, আবার কখনও আগুন আড়ালে থাকে, কিন্তু ধোঁয়া দেখে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করি।

অনেক সময় এ উভয় জ্ঞান একই স্থানে একত্রে বিদ্যমান থাকে। যেমন- আগুনকে কাছে বসে দেখলে সেখানে ধোঁয়াও দৃষ্টিগোচর হয়। এ অবস্থায় আগুন সম্পর্কে দুই পদ্ধতিতেই জ্ঞান অর্জিত হয়। একতো সরাসরি। যেহেতু চোখে আগুন দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয়ত পরোক্ষ অর্থাৎ ধোঁয়ার মধ্যস্থতায়। এস্থলে এই উভয় জ্ঞান একই সঙ্গে বিদ্যমান, আগে পরে সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাঝে এমনভাবে লীন হয়ে থাকে যে, সে দিকে দৃষ্টিই যায় না। অনুরূপ অনেক সময় দুই বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানও একই সাথে অর্জিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আগুন ও ধোঁয়াকে এক সঙ্গে দেখুন। আবার কখনও এক বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং সেই বস্তুর মাধ্যমে অন্য বস্তুর জ্ঞান একত্রে অর্জিত হয়। যেমন- ধোঁয়ার প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং ধোঁয়ার মাধ্যমে আগুনের জ্ঞান অথবা আগুনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং আগুনের মাধ্যমে ধোঁয়ার জ্ঞান। এক্ষেত্রে উভয় জ্ঞান একই সঙ্গে অর্জিত হয়। কিন্তু যে ভাবে হাতে কলম নিয়ে লিখলে হাত ও কলমের নড়াচড়া একই সঙ্গে হওয়ার পরও বলা হয় যে, প্রথমে হাত নড়েছে এবং তবেই কলম নড়েছে। তেমনিভাবে এখানেও এক পর্যায়ে আগ-পিছু বিদ্যমান। সুষ্ঠু বিবেক বুদ্ধি আছে এমন যে কোনও লোক একই সঙ্গে অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও এক বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে, সেই বস্তুর মাধ্যমে অর্জিত অন্য বস্তুর জ্ঞানকে অগ্রবর্তী মনে করবে। এ ভূমিকার পরে এবারে শুনুন, বস্তু নিচয় সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানও উভয়ভাবেই বিদ্যমান; সরাসরিও এবং পরস্পর মধ্যস্থতায়ও, অর্থাৎ কার্য দ্বারা কারণ সম্পর্কে এবং কারণ দ্বারা কার্য সম্পর্কে। উভয় প্রকার জ্ঞানই অনাদিকাল হতে একই সঙ্গে আছে। যদিও কোনও বস্তুর পরোক্ষ জ্ঞান সে বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাঝে লীন হয়ে থাকে। এমনিভাবে এক বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অন্য বস্তুর পরোক্ষ জ্ঞান সর্বদা একসাথে বিদ্যমান এবং উভয়টি অনাদি, যদিও প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে উপরিউক্ত নিয়মে প্রথম এবং পরোক্ষ জ্ঞানকে পরবর্তী বলা হবে। তাই যেখানেই মহান আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কে ভবিষ্যত ক্রিয়া বা ভবিষ্যত বাচক কোন শব্দ পাওয়া যাবে, মনে করতে হবে তা পরোক্ষ জ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যবহৃত, কাল হিসেবে কোনও পার্থক্য তাতে নেই। আর যেখানে অতীত বা বর্তমান-ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বোঝান উদ্দেশ্য। পরোক্ষ জ্ঞান হিসেবে কথা বলার মাঝে এই রহস্য নিহিত যে, মহান আল্লাহর বাণী মানুষকে লক্ষ্য করেই ব্যক্ত। আর মানুষের অধিকাংশ জ্ঞান পরোক্ষ হয়ে থাকে। যে সকল স্থানে আল্লাহ তা'আলা নিজ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভবিষ্যত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন, সেগুলো এমন বিষয়, যা মানুষ সরাসরি জানতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে মানুষের সাথে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনুযায়ী কথা বলা হত, তা হলে তাদের উপর তাঁর

প্রমাণ চূড়ান্ত হত না। আর যেখানে এ বিষয়টি লক্ষণীয় নয়, সেখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনুযায়ী অতীত বা বর্তমান-ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু মানব জাতি যেহেতু সে সব বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে অর্জন করতে পারে না এবং মাধ্যমসমূহ সম্পর্কেও তারা সে মাধ্যমগুলোর অস্তিত্ব লাভের পূর্বে জানতে পারে না, যদ্বারা তাদের সমুদয় জ্ঞান একত্রে অর্জিত হয় না, তাই তারা আল্লাহু তা'আলাকে নিজেদের সাথে তুলনা করে ভবিষ্যত অনিত্যের ইঙ্গিতবহু মনে করে বসে এবং এই ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়ে যে, মহান আল্লাহুর জ্ঞানে যে অনিত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল! কিন্তু যারা বোঝে এবং উপরিউক্ত রহস্য সম্পর্কে অবগত, তারা এগুলোকে পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণই মনে করে।

২০৩. কিব্লা পরিবর্তনের কারণ : হে নবী! প্রথমে হতেই আপনার জন্য কা'বা ঘর কিব্লারূপে নির্দিষ্ট ছিল। মাঝখানে কিছুকালের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিব্লা বানিয়ে দেওয়া হয়। এটা সকলেরই জানা যে, পরীক্ষা এমন বিষয়েই হয়ে থাকে, যেটা মেনে নেওয়া কষ্টকর। কাজেই আল্লাহু পাক বলেন, কা'বার পরিবর্তে বায়তুল-মুকাদ্দাসকে কিব্লা নির্ধারণ করাটা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মুসলিমগণের পক্ষে এই কারণে যে, তারা অধিকাংশই ছিল আরব এবং কুরায়শ। তারা কা'বার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিল। এই কিব্লা পরিবর্তনের কারণে তাদেরকে তাদের বিশ্বাস, সংস্কার ও অভ্যাসের বিপরীত করতে হয়। আর বিশিষ্টদের পেরেশানীর কারণ ছিল, তাদেরকে যে কিব্লার অনুসরণ করার আদেশ দেওয়া হয় তা ছিল ইব্রাহীম ধর্মাদর্শের পরিপন্থী। আর যাঁরা ছিলেন বিশিষ্টদেরও শীর্ষস্থানীয়, যাঁদেরকে সুষ্ঠু রুচিবোধ এবং স্তর পরস্পরায় পার্থক্য করার যোগ্যতা দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা কা'বার পর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করাকে বিপরীতমুখী উন্নতি জ্ঞান করত, পক্ষান্তরে যারা বিধি-নিষেধের নিগূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারত এবং নিজেদের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা কা'বা ও বায়তুল মুকাদ্দাসের স্বরূপ পৃথকভাবে উভয়ের স্তরভেদসহ বুঝত, তারা জানত যে, হযরত রাসূলে করীম (সা.) এর মাঝে সমস্ত নবী রাসূলের মাহাত্ম্য ও গুণাবলী একীভূত হয়েছে, তাঁর রিসালাত সমগ্র বিশ্ব ও সমস্ত উম্মাতের জন্য ব্যাপক, তাই একবার বায়তুল মুকাদ্দাসকেও কিব্লার মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন ছিল। এ কারণেই তো মি'রাজের রাতে পূর্ববর্তী আশ্বিয়ায়ে কিরামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতও হয়ে যায় এবং তারপর বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিব্লারূপে গ্রহণের নির্দেশও এসে যায়।

২০৪. ইয়াহুদীরা বলত, কা'বাই যদি প্রকৃত কিব্লা হয়ে থাকে তাহলে এ যাবৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে যত সালাত আদায় করা হয়েছে তা সব নিষ্ফল হয়ে গেছে। কতক মুসলিমের সন্দেহ হল যে, বায়তুল মুকাদ্দাস যখন আসল কিব্লা ছিল

(১৬৬) قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوُ
لِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ
إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

১৪৪. আমি আকাশের দিকে আপনার বারবার মুখ তোলাকে অবশ্যই লক্ষ্য
করি। শীঘ্রই আমি সেই কিবলার দিকে আপনাকে ঘুরিয়ে দেব যা
আপনি পসন্দ করেন। ২০৫ অতএব আপনি মসজিদে হারামের দিকে
নিজ মুখ ফেরান। ২০৬ তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকে
মুখ ফেরাও। ২০৭ এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা
নিশ্চিতভাবে জানে যে, তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এটাই সত্য।
আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত নন। ২০৮

না, তখন সে অবস্থায় যে সব মুসলিমের ইত্তিকাল হয়ে গেছে, তাদের সাওয়াবে
কমতি থেকে গেল। জীবিতরা তো ভবিষ্যতে সে ক্ষতির প্রতিকার করে নেবে।
এই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় এবং বলে দেওয়া হয় যে, তোমরা যেহেতু
কেবল ঈমানের দাবি এবং মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থেই বায়তুল মুকাদাসের
দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছিলে, সেহেতু তোমাদের সাওয়াব ও পুরস্কারেও
কোনরূপ কমতি করা হবে না।

২০৫. কা'বাই যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকৃত কিবলা এবং তাঁর মর্যাদা ও
বিশেষত্বের উপযোগী ছিল, সেই সঙ্গে এটা ছিল সকল কিবলার সেরা এবং হযরত
ইব্রাহীম (আ.)-এরও অনুসৃত কিবলা, অন্যদিকে ইয়াহুদীরা আপত্তি করত যে, এই
নবী শরী'আতে আমাদের বিরোধী ও ইব্রাহীম ধর্মাদর্শের অনুসারী হয়ে আমাদের
কিবলা কেন অবলম্বন করছে? তাই, এ কারণেই বায়তুল মুকাদাসের দিকে ফিরে
সালাত আদায়কালেও তাঁর আন্তরিক কামনা ছিল, কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ
এসে যাক। এই আশ্রয়ে তিনি বারবার আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখছিলেন আদেশ
নিয়ে ফিরিশ্তা আসে কি না? তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং কা'বার দিকে ফেরার
নির্দেশ দেওয়া হয়।

২০৬. অর্থাৎ কা'বার দিকে। মসজিদুল হারাম বলার কারণ, যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ
করা, পশু-পক্ষী শিকার করা, তৃণাদি কাটা ইত্যাদি সব কিছু নিষিদ্ধ। মসজিদুল
হারামের ন্যায় মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য আর কোনও মসজিদের জন্য নেই। যখন কিবলা

(১৪৫) وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبَلَتَكَ ۖ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

১৪৫. আপনি যদি আহলে কিতাবের নিকট সমস্ত নিদর্শনও উপস্থিত করেন, তবুও তারা আপনার কিবলা স্বীকার করবে না। আর আপনিও তো তাদের কিবলা অনুসরণ করার নন এবং তারাও পরস্পরে একে অন্যের কিবলার অনুসারী নয়।^{২০৯} আপনার নিকট জ্ঞান পৌছার পরও যদি আপনি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করেন তা হলে নিশ্চয়ই তখন আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।^{২১০}

পরিবর্তনের নির্দেশ আসে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বনু সালিমার মসজিদে জামা'আতে সালাত আদায় রত ছিলেন। দু'রাক'আত বায়তুল মুকাদাসের দিকে ফিরে আদায় করেও ফেলেছেন। আদেশমাত্র তিনি এবং সকল মুক্তাদী কা'বার দিকে ফিরে গেলেন এবং সেদিকে মুখ করেই বাকি দু'রাক'আত শেষ করলেন। এ কারণে এই মসজিদটির নামই হয়ে যায় 'মাসজিদুল-কিবলাতাইন' বা 'যু-কিবলাতাইন' অর্থাৎ দুই কিবলার মসজিদ।

২০৭. সর্বাবস্থায় কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়া ফরয ৪ কী সফরে, কী বাড়ীতে, কী নিজ শহরে, কী অন্য কোনও শহরে, কী মরুভূমীতে, কী সাগর বক্ষে কিংবা খোদ বাইতুল মুকাদাসের ভিতরে, মোট কথা যেখানেই থাকো, কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় কর।

২০৮. অর্থাৎ আহলে কিতাব কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কে যা কিছু আপত্তি করে, তার কোনই পরওয়া করবে না। কারণ, তারা নিজেদের কিতাব দ্বারাই এটা জানে যে, শেষ নবী কিছু দিনের জন্য বায়তুল মুকাদাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবেন এবং তারা এটাই জানে যে, তাঁর আসল ও স্থায়ী কিবলা হবে ইব্রাহীমী ধর্মাদর্শ অনুযায়ী। এ কারণে, তারাও কিবলা পরিবর্তনকে সত্যই জানে। তারা যা কিছু বলে তার উৎস কেবল হিংসা বিদ্বেষ। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথাবার্তা ভাল করেই জানেন। একদিন এর ফল তাদের ভোগ করতে হবে।

২০৯. আহলে কিতাব কিবলা পরিবর্তন মানতে পারল না কেন? ৪ আহলে কিতাব যখন কিবলা পরিবর্তনকে সত্য জেনেও কেবল হিংসা ও হঠকারিতাবশত সে

(১৪৬) الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

(১৪৭) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَرِّينَ ۝

১৪৬. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেইরূপ চেনে, যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একদল জেনেশুনে সত্য গোপন করে থাকে।

১৪৭. সত্য তো সেটাই, যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, কাজেই আপনি সন্দেহান হবেন না। ২১১

সত্য গোপন করছে, তখন তাদের থেকে এই আশা করো না যে, তারা তোমাদের কিব্লার অনুসরণ করবে। তারা তো এমনই হঠকারী যে, সম্ভাব্য সকল নিদর্শনও যদি তাদের দেখিয়ে দাও, তবুও তারা তোমাদের কিব্লা স্বীকার করে নেবে না। তারা তো এই আশায় রয়েছে যে, কোনওক্রমে তোমাদেরকে নিজেদের অনুসারী বানিয়ে নিতে পারে কি না। এ জন্যই তারা বলত, তুমি যদি আমাদের কিব্লায় স্থির থাকতে তা হলে বুঝতাম, তুমিই প্রতিশ্রুত নবী, হয়ত পুনরায় আমাদের কিব্লার দিকে ফিরে আসবে। বস্তুত এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও অবাস্তব লালসা। তুমি কখনই তাদের কিব্লার অনুসরণ করতে পার না। কিব্লার বিধান এখন আর কিয়ামত পর্যন্ত কখনও রহিত হয়ে যাওয়ার নয়। আহলে কিতাবকে বলি, তারা অন্যদেরকে অনুসারী বানানোর চেষ্টা পরেই করুক না! প্রথমে তো নিজেরাই আপোষে কিব্লার ব্যাপারে একমত হয়ে নাও। ইয়াহুদীদের কিব্লা বায়তুল মুকাদাসের গম্বুজ আর খৃষ্টানদের কিব্লা বায়তুল মুকাদাসের পূর্ব প্রান্ত, যেখানে হযরত ঈসা (আ.)-এর রুহ ফুঁকা হয়েছিল। যখন তারা নিজেরাই এ নিয়ে একমত হতে পারছে না, তখন তাদের এই পরস্পর বিরোধী কিব্লায় মুসলিমগণের পক্ষ হতে অনুসরণের আশা করাটাতো নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা।

২১০. অর্থাৎ এসব দলীল প্রমাণ হতে চোখ বন্ধ করে ক্ষণিকের জন্য যদি মেনেও নেওয়া যায় যে ওহী ও অকাট্য জ্ঞানের বিরোধিতা করে আপনি আহলে কিতাবের কিব্লার অনুসরণ করছেন, তা হলে নিঃসন্দেহে আপনিও অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। যদিও বিষয়টি অসম্ভব। বলা বাহুল্য, নবীর পক্ষ হতে এরূপ দিকৃত কাজ কোন ভাবেই সম্ভব নয়। বোঝা গেল, আহলে কিতাবের কিব্লা অনুসরণ করা আপনার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এটা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের পরিপন্থী, অর্থাৎ মূর্খতা ও বিভ্রান্তি।

(১৪৮) اَوَّلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ اِنَّ مَّا تَكُونُوا يَاتِ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيعًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(১৪৯) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَائْتِ لِلْحَقِّ مِنَ رَّبِّكَ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

১৪৮. প্রত্যেকের একটি দিক অর্থাৎ কিবলা আছে, যে দিকে সে মুখ করে। কাজেই, তোমরা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ সব কিছুই করতে সক্ষম। ২১২

১৪৯. তুমি যেখানে থেকেই বের হও মসজিদুল হারামের দিকে মুখ কর। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এটাই সত্য। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন।

২১১. আহলে কিতাব কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি জেনে শুনেও মানল না : হে রাসূল! আপনি হয়তো মনে করে থাকবেন যে, মুসলিমগণের জন্য কা'বা ঘর কিবলা হওয়াকে আহলে কিতাব যদি কোনওভাবে স্বীকার করে নিত এবং অন্যদেরকে বিভ্রমে ফেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত না হত, তাহলে আমি যে প্রতিশ্রুত নবী এতে কারও কোন সন্দেহ থাকত না। তবে জেনে রাখুন, আপনার সম্পর্কে আহলে কিতাব সম্যক অবগত। আপনার বংশ, খানদান, জন্মস্থান, বাসস্থান, আকৃতি প্রকৃতি যাবতীয় অবস্থা তাদের ভাল করেই জানা। আপনার সার্বিক বৃত্তান্ত ও আপনি যে প্রতিশ্রুত নবী, এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিশ্চিত, যেমন সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান নিশ্চিত হয়ে থাকে, যে কারণে তারা তাদেরকে কোনও রূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই চিনে ফেলে। কিন্তু ইয়াহুদীরা কেউ কেউ এ বিষয়টি প্রকাশ করলেও অধিকাংশেই জেনে শুনে গোপন করে রাখে। কিন্তু তারা গোপন করলে হবে কী, সত্য তো তাই যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। আহলে কিতাব তা স্বীকার করুক আর নাই করুক। তাদের বিরোধিতার কারণে কোনও রকমের দ্বিধা করবেন না।

২১২. কিবলা নিয়ে বিতর্ক অর্থহীন : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির জন্য এক একটি কিবলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যে দিকে তারা ইবাদতকালে মুখ করে। কিংবা এর অর্থ, মুসলিম উম্মাহর এক এক সম্প্রদায় কা'বার এক এক দিকে অবস্থিত। কেউ পূর্ব দিকে, কেউ পশ্চিম দিকে। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক অর্থহীন কাজ। নিজ কিবলা বা নিজ দিক নিয়ে জিদ করার কোনই অর্থ হয় না। যে সাওয়াব ও পুরস্কার ইবাদতের

(১৫০) اَوَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الَّذِي يَنْظَرُ الظَّالِمُونَ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ ذَٰلَآتُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

১৫০. এবং তুমি যেখান হতেই বের হও না কেন, মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন তারই দিকে মুখ করবে, ২১৩ যাতে মানুষের মধ্যে যারা যালিম তারা ব্যতীত আর কারও তোমাদের সাথে বিতর্ক করার সুযোগ না থাকে। কাজেই, তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের আপত্তিতে) ভয় করো না। শুধু আমাকেই ভয় কর। ২১৪ এজন্য যে আমি তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দিই। আর যাতে তোমরাও সরল পথ প্রাপ্ত হও। ২১৫

মূখ্য উদ্দেশ্য, তোমরা তার প্রতি অগ্রগামী হও এবং কিব্লা ও দিক নিয়ে তর্ক পরিহার কর। তোমরা যে স্থানে যে কিব্লায় কিংবা কা'বার যে দিকে আছ, সেখান থেকেই আল্লাহু পাক তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে একত্র করবেন এবং তোমাদের সকলের সালাতকে এমন মনে করা হবে যেন একই দিকে সব আদায় করা হয়েছে। তথাপি তোমরা এ নিয়ে কেন ঝগড় কর?

২১৩. কিব্লা পরিবর্তনের বিষয়টি বারবার উল্লেখের তাৎপর্য : কিব্লা পরিবর্তনের বিষয়টি যে বারবার বলা হয়েছে এর কারণ বিভিন্ন। তাই প্রত্যেকটি কারণের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য হুকুমটি পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন قَدْ نَرَىٰ - দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহু তা'আলা এ নির্দেশ দিয়েছেন আপন রাসূলের সন্তুষ্টি বিধান ও তাঁর সম্মান প্রদর্শনের জন্য। لِكُلِّ وَجْهٍ مِّن مَّوَلِيَّهَا - দ্বারা জানা গেল, স্বতন্ত্র শরী'আতের অধিকারী প্রত্যেক রাসূলের জন্য তাঁর উপযোগী স্বতন্ত্র কিব্লা স্থির করে দেওয়াই মহান আল্লাহুর নীতি। لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ - দ্বারা জানা গেল যে, এ বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্য যাতে বিরুদ্ধবাদীদের কথা বলার সুযোগ না থাকে। অথবা এ পুনরাবৃত্তির কারণ এই হয়ে থাকবে যে, এক তো কিব্লার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, দ্বিতীয়ত মহান আল্লাহুর বিধানে রহিত করণের বিষয়টি নির্বোধদের বোধশক্তির উর্ধ্বের ব্যাপার। তার উপর কিব্লা পরিবর্তনই হলো মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রথম রহিতকরণ। কাজেই এটির পুনঃপুনঃ উল্লেখ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধানেও সম্মতিপূর্ণ। কিংবা এর কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে তাফসীরে উসমানী — ১২

(১৫১) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَ
يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

১৫১. যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে। তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং তোমাদেরকে কিতাব ও তার নিগূঢ় রহস্য শিক্ষা দান করে এবং তোমরা যা জানতে না, তা শিক্ষা দেয়। ২১৬

অবস্থার ব্যাপকতা, দ্বিতীয় আয়াতে স্থানের ব্যাপকতা এবং তৃতীয় আয়াতে কালের ব্যাপকতা বোঝান উদ্দেশ্য।

২১৪. কিব্লা পরিবর্তন ছিল মহা-পরীক্ষা ৪ কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হয়েছে যে, তাওরাতে বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কিব্লা ছিল কা'বা এবং শেষ নবীকেও এদিকেই মুখ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। কাজেই, আপনাকে কা'বার দিকে ফেরার নির্দেশ না দেওয়া হলে ইয়াহুদীরা অবশ্যই অভিযোগ তুলত। অপর দিকে মক্কা শরীফের মুশরিকরা বলত, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কিব্লা ছিল কা'বা আর এই নবী ইব্রাহীমী ধর্মাদর্শের দাবী করেন, অথচ কিবলার ক্ষেত্রে করে তার বিরোধিতা। এখন তাদের কারুরই কথা বলার সুযোগ থাকল না। কিন্তু যারা ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারে না, তারা এখনও কিছু না কিছু আপত্তি তুলেই যাবে। যেমন কুরায়শরা বলবে, তিনি এখন জানতে পেরেছেন আমাদের কিব্লা সত্য, তাই এটা অবলম্বন করেছেন। এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের অন্যান্য রীতি নীতিও স্বীকার করে নেবেন। ইয়াহুদীরা বলবে, আমাদের কিবলার সত্যতা জানার ও স্বীকার করে নেওয়ার পর এখন আবার আমাদের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার কারণেই কেবল নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী তা ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই এরূপ অবিবেকদের মন্তব্যের কোনও পরওয়া করবেন না। আমার আদেশ পালন করুন।

২১৫. অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য এই কিব্লা এই জন্যই স্থির করেছি যাতে শত্রুদের অভিযোগ থেকে তোমরা রক্ষা পাও। আর এর কারণে, তোমরা আমার অনুগ্রহ, সম্মান, বরকত, নূর ও হিদায়াতের পুরোপুরি উপযুক্ত হতে পার।

২১৬. অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আমার এই নি'আমত ও হিদায়াতের পূর্ণতা বিধান ঠিক সেই রকমের, যেমন প্রথমে আমি অন্যভাবে তোমাদের প্রতি আমার নি'আমত ও হিদায়াতের পূর্ণতা বিধান করেছি। অর্থাৎ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের নিকট এমন একজন রাসূল প্রেরণ করি, যিনি তোমাদেরকে মহান আল্লাহর বিধান বুঝিয়ে দেন

(১৫২) مَاذَكُرُونِي اذْكُرْتُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

(১৫৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

(১৫৪) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

১৫২. সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব আর আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং অকৃতজ্ঞতা করো না। ২১৭

১৫৩. হে মুসলিমগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাত দ্বারা সাহায্য চাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গে রয়েছেন। ২১৮

১৫৪. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলা না; বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। ২১৯

এবং তোমাদেরকে যাবতীয় মন্দ বিষয় হতে পবিত্র করেন তথা জানে ও কর্মে উত্তমভাবে তোমাদেরকে পরিপূর্ণ করে তোলেন।

২১৭. আল্লাহর নি‘আমতের শুকরিয়া জ্ঞাপন : অর্থাৎ আমার পক্ষ হতে যখন তোমাদের প্রতি একাধিকবার আমার নি‘আমতের পূর্ণতা বিধান হয়ে গেছে, তখন তোমাদের কর্তব্য মুখে, হৃদয়ে, স্মরণে, চিন্তায় সর্বতোভাবে আমাকে মনে রাখা এবং আমার আনুগত্যে যত্নবান থাকা। তাহলে, আমি তোমাদের স্মরণ রাখব অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আমার নিত্য নতুন কৃপা ও রহমত বর্ষিত হতে থাকবে। কাজেই, তোমরা যথাসম্ভব আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে থাক; আমার অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা হতে বেঁচে থাক।

২১৮. মহান আল্লাহর স্মরণ, কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও অবাধ্যতা পরিহার করা কর্তব্য : এই তিনটি বিষয়ের মাঝে শরী‘আতের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ নিহিত, যা আজাম দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিষয়টি যাতে সহজসাধ্য হয়ে উঠে তজ্জন্য এই পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ধৈর্য ও সালাত দ্বারা সাহায্য লাভ কর। এতে অধ্যবসায়ী হতে পারলে তোমাদের উপর যাবতীয় বিষয় সহজ করে দেওয়া হবে। এ আয়াতে এ দিকেও ইশারা রয়েছে যে, তোমরা জিহাদে শ্রম দান কর। সামনে বলা হয়েছে যে, এতে উচ্চ পর্যায়ের ধৈর্য নিহিত।

২১৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর জন্য প্রাণ দান করেছে, সে পর জগতে জীবিত, কিন্তু তোমরা তাদের জীবন ও তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নও। বস্তুত তাঁদের সে মর্যাদা ধৈর্যেরই ফলশ্রুতি।

(১৫৫) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝

(১৫৬) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

(১৫৭) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

(১৫৮) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝

১৫৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সামান্য ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব। ২২০ তুমি শুভ সংবাদ দাও, সেই ধৈর্যশীলগণকে।

১৫৬. যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

১৫৭. এরূপ লোকদের উপরই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের দয়া ও অনুকম্পা এবং তারাই সরল পথপ্রাপ্ত। ২২১

১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ২২২ কাজেই যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে, তার কোন পাপ নেই এ দু'টোর তাওয়াফ করলে এবং কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ পুরস্কার দাতা ও সর্বজ্ঞ। ২২৩

২২০. যারা ধৈর্যের চরম উৎকর্ষ দেখাতে পেরেছেন উপরে সেই শহীদান সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এবারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সাধারণভাবে তোমাদের সকলকেই অল্প বিস্তর কষ্ট ও বিপদাপদ দিয়ে মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করা হবে এবং তোমাদের ধৈর্য যাঁচাই করা হবে। ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অত সহজ নয়। এ কারণেই আগেভাগে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

২২১. অর্থাৎ যারা এসব বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করেছে, নি'আমতের অকৃতজ্ঞা করে নি; বরং এসব বিপদাপদকে যিক্র ও শুকরের অসিলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হে নবী! আপনি আমার পক্ষ হতে তাঁদেরকে সুসংবাদ দিন।

(১৫৯) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۚ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۝

১৫৯. আমি যে সব স্পষ্ট বিধান ও পথ-নির্দেশ নাযিল করেছি আমি তা মানুষের জন্য কিতাবে ২২৪ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দেওয়ার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদের উপর লা'নত করেন এবং লা'নত করে তাদের উপর লা'নতকারীগণও। ২২৫

২২২. ইতিপূর্বে কা'বার দিকে কিব্লা পরিবর্তন ও কিব্লাসমূহের মধ্যে কা'বার শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা ছিল। এবারে কা'বা যে হজ্জ ও উমরা পালনের স্থান তা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে পূর্ণাঙ্গরূপে 'وَلَا تَمْنَعَتِي عَلَيْكُمْ' -এর প্রত্যায়ন ও বিশ্লেষণ সাধিত হয়। কিংবা এরূপ বলুন, এর আগে ধৈর্যের মহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছিল। এবারে বলা হয়েছে যে, দেখ সাফা ও মারওয়া যে মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং হজ্জ ও উমরায় তার প্রদক্ষিণকে আবশ্যিক করা হয়েছে, তার কারণ তো এটাই যে, এ কাজ হযরত বিবি হাযিরা (আ.) ও তাঁর ছেলে হযরত ইসমাইল (আ.)-এর ন্যায় পরম ধৈর্যশীলদ্বয়ের স্মৃতিবাহী! হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত আছে; যা দেখলে 'إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ' -এর সমর্থন পাওয়া যায়।

২২৩. সাফা ও মারওয়ার মহাত্ম্য : সাফা ও মারওয়া মক্কা শরীফের দু'টি পাহাড়। আরববাসী হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সময় হতে হজ্জ পালন করে আসছে এবং হজ্জ পালনকালে এ পাহাড় দু'টিরও তাওয়াফ করে আসছে। কুফরের যুগে কাফিররা এ পাহাড় দু'টির উপর দু'টি প্রতিমা স্থাপন করে রেখেছিল। তারা প্রতিমা দু'টির সম্মান করত এবং যে দু'টিকেই তাদের তাওয়াফের উদ্দেশ্য মনে করত। অবশেষে তারা যখন প্রতিমা পূজা ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করল, তখন তাঁরা চিন্তা করল, সাফা মারওয়ার তাওয়াফ তো ছিল ওই প্রতিমাদ্বয়ের সম্মানার্থে। এখন যেহেতু প্রতিমা পূজা নিষিদ্ধ, তাই সাফা মারওয়ার তাওয়াফও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। তাঁরা জানত না যে, প্রকৃতপক্ষে সাফা মারওয়ার তাওয়াফ হজ্জেরই অঙ্গ। কাফিররা তাদের মূর্ত্যাবশত তাতে প্রতিমা স্থাপন করেছিল। এখন তা অপসারণ করা হয়েছে। মদীনার আনসারগণ কুফরী যুগেও সাফা মারওয়ার তাওয়াফকে খারাপ জানত। তাই ইসলামের পরও তাদের মনে এ তাওয়াফ সম্পর্কে দ্বিধা থেকে যায়। তাঁরা প্রিয় নবী (সা.)-কে বলল, আমরা তো আগে থেকেই এ তাওয়াফকে খারাপ জানি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় সম্প্রদায়কে জানিয়ে

(১৬০) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

(১৬১) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لعنةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

১৬০. কিন্তু যারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর সত্যকে প্রকাশ করে, আমি তাদের ক্ষমা করে দেই। ২২৬ আমি তো বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১৬১. নিশ্চয়ই যারা কাফির হয়েছে এবং কাফির অবস্থায়ই মারা গিয়েছে তাদেরই উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাগণ ও সমগ্র মানুষ লা'নত করে। ২২৭

দেওয়া হয় যে, সাফা মারওয়ার তাওয়াফে কোন পাপ ও দোষ নেই। এ দু'টি তো মহান আল্লাহর নিদর্শন। কাজেই, এর তাওয়াফ করা চাই।

২২৪. অর্থাৎ ইয়াহুদীদের তাওরাতে আপনার যে সমর্থন ছিল তারা তা গোপন করেছে। অনুরূপ তারা কিব্লা পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়গুলোও গোপন করেছে। যারা পার্থিব স্বার্থে মহান আল্লাহর আদেশ গোপন রাখে, তারা সবাই এ আয়াতের আওতাভুক্ত।

২২৫. লা'নতকারী বলতে, মানুষ, ফিরিশ্তা তথা সমস্ত প্রাণীকে বোঝান হয়েছে। কেননা, তাদের সত্য গোপন করার পরিণামে যখন দুনিয়ায় দুর্ভিক্ষ, মহামারি ইত্যাকার বিপদাপদ নেমে আসে তখন পূরো প্রাণীজগত, এমন কি জড় পদার্থের পর্যন্ত কষ্ট হয়। ফলে সকলেই তাদের উপর অভিশাপ দেয়।

২২৬. অর্থাৎ তাদের সত্য গোপনের কারণে যদিও কতক লোক বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে। কিন্তু তারা সে দুর্কর্ম হতে তাওবা করে যখন পূরো দস্তুর সত্য পকাশ করে দিয়েছে, তখন আমি লা'নতের পরিবর্তে তাদের উপর রহমত বর্ষণ করি। কারণ, আমি তাওবা-কবুলকারী ও রহমতের মালিক।

২২৭. সত্য গোপন করা মহাপাপ : যে ব্যক্তি নিজে সত্য গোপন করেছে কিংবা অন্য কর্তৃক সত্য গোপন করার কারণে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কাফিরই থেকেছে, তাওবা নসীব হয়নি, সে ব্যক্তি স্থায়ীভাবে অভিশপ্ত ও জাহান্নামী হয়ে গেল। মৃত্যুর পর কারও তাওবা কবুল হয় না। পক্ষান্তরে, পূর্বোক্ত দল যেহেতু জীবনেই তাওবা করেছিল তাই তাওবা তাদের উপর থেকে লা'নত হটিয়ে দেয়।

(১৬২) الْمَخْلُودِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝
 (১৬৩) وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝
 (১৬৪) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ
 الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ
 السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
 وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ ۝

১৬২. তারা সর্বদা থাকবে সে লা'নতে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেওয়া হবে না। ২২৮
১৬৩. আর তোমাদের মা'বুদ তিনি তো একই মা'বুদ। তিনি ব্যতীত আর কোনও মা'বুদ নেই। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। ২২৯
১৬৪. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিকার্যে, রাত ও দিনের আবর্তনে, সেই জলযানে-যা মানুষের হিতকর সামগ্রী নিয়ে সাগরে বিচরণ করে, সেই পানিতে যা আল্লাহর আকাশ হতে বর্ষণ করত তা দিয়ে ভূমিকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন এবং তাতে সব রকমের জীব-জন্তু বিস্তার করেন এবং বায়ুর পরিবর্তনে ও আকাশ পৃথিবীর মাঝখানে তাঁর নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে এ সমুদয়ের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন। ২৩০

২২৮. অর্থাৎ তাদের উপর শাস্তি একই রকম থাকবে এবং নিরবচ্ছিন্ন থাকবে। কখনও শাস্তি কমানোও হবে না এবং কখনও তারা বিরতিও পাবে না।

২২৯. মা'বুদ একজনই এতে, বিভাজন নেই : তোমাদের সকলের প্রকৃত মা'বুদ একই। এতে দ্বিতীয়ের কোন সম্ভাবনাই নেই। কাজেই, যে তাঁর অবাধ্যতা করে সে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত ও ধ্বংস হয়ে যায়। দ্বিতীয় কোন মা'বুদ থাকলে হয়ত তার থেকে কোন সাহায্য লাভের আশা ছিল। কিন্তু এটা তো প্রভুত্ব, রাজত্ব, ওস্তাদীর বিষয় নয় যে, একজনের সাথে মিল হল না, কাজেই অন্যজনের শরণাপন্ন হলাম। এতো মা'বুদী ও রবুবিয়াত, না তাকে ছাড়া আর কাউকে মা'বুদ বানাতে পারবে, না তাঁকে বাদ দিয়ে আর কারও কাছে কোনও মঙ্গল আশা করতে পারবে। যখন **وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ** বাদ দিয়ে আর কারও কাছে কোনও মঙ্গল আশা করতে পারবে। যখন **وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ** আয়াত নাযিল হয়, তখন মক্কা শরীফের কাফিররা এই বলে বিশ্বাস প্রকাশ করে যে,

(১৬৫) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝

১৬৫. কতিপয় লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহ্ ভিন্ন অপরকে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। ২৩১ আর তাদেরকে আল্লাহর ভালবাসা তুল্য ভালবাসে, ২৩২ কিন্তু যারা মু'মিন আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা অধিকতর। ২৩৩ এই যালিমরা যদি দেখত সেইক্ষণে যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। ২৩৪

সমগ্র বিশ্বের মা'বুদ এবং সকলের স্রষ্টা একজন কী করে হতে পারে? আর এর প্রমাণই বা কী? তখন 'إِنِّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ' আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতের নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন।

২৩০. আল্লাহ কুদরত, হিক্মাত, সৃষ্টি কুশলতা এবং একত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন : আকাশকে এই পরিমাণ বিস্তৃত ও সুউচ্চ এবং থামবিহীন সৃষ্টি করার মাঝে, পৃথিবীকে এত প্রশস্ত ও মজবুত করে সৃষ্টি এবং একে পানির উপর স্থাপিত করার মাঝে, দিবা-রাত্রের পরিবর্তন ও তার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানোর মাঝে, সাগর বক্ষে জাহাজ চলাচল করার মাঝে, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ এবং তদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠকে সবুজ শ্যামল করে তোলার ও সর্ব প্রকার জীব জন্তুর বংশবিস্তার ও তার প্রতিপালনের মাঝে, বিভিন্ন দিক হতে বায়ু প্রবাহিত করার মাঝে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে মেঘমালা ঝুলিয়ে রাখার মাঝে আল্লাহ তা'আলার একত্ব, তাঁর অপার শক্তি ও কুদরত এবং অপরিসীম প্রজ্ঞা ও রহমতের অনেক বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। যাঁরা বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল তাঁরাই এসব নিদর্শন দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : 'لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ' -এর মাঝে মহান আল্লাহর সত্তার একত্ব আর 'الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ' -এর মাঝে তাঁর গুণাবলীর একত্ব এবং 'خَلَقَ السَّمَوَاتِ' -এর মাঝে তাঁর কর্মগত একত্ব প্রমাণিত হল। ফলে মুশরিকদের সন্দেহাবলীর সম্পূর্ণ নিরসন হয়ে গেছে।

২৩১. অর্থাৎ যেই মানুষ বিবেক বুদ্ধির অধিকারী এবং সৃষ্টির মধ্যমণি, সেই তাদেরও মধ্যে কতিপয় এমন রয়েছে, যারা উপরিউক্ত নিদর্শনাবলী সত্ত্বেও আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে মহান আল্লাহর শরীক ও তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।

(১৬৬) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝

১৬৬. স্মরণ করুন, যখন অনুসৃতগণ তাদের অনুসরণকারীদের থেকে বিমূখ হয়ে যাবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের মধ্যকার যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ২৩৫

২৩২. অর্থাৎ তারা কেবল কথা ও শাখাগত কর্মেই তাদেরকে মহান আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে না; বরং হৃদয়ের ভালবাসা, যা কিনা সমুদয় কর্মের উৎস স্থল, সেখানে পর্যন্ত শিরক ও সমকক্ষতার শিকড় পৌঁছে গেছে। আর তা শিরকের উচ্চস্তর। কর্মগত শিরক তো তার সেবক ও অধীন মাত্র।

২৩৩. মু'মিনগণ আল্লাহকেই বেশী ভালবাসেন : দেব-দেবীর প্রতি মুশরিকদের যে ভালবাসা, মহান আল্লাহর প্রতি মু'মিনগণের ভালবাসা তার চেয়ে অনেক বেশী ও সুদৃঢ়। কেননা, পার্থিব বিপদ আপদে মুশরিকদের সে ভালবাসা অনেক সময়ই দূরীভূত হয়ে যায়, আর আখিরাতে আযাব দেখে তো তারা নিজেদেরকে দেব-দেবীর ভালবাসা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং তাদের প্রতি নিজেদের ঘৃণাই প্রকাশ করবে, যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে মু'মিনগণের অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি ভালবাসা সুখে-দুঃখে, সুস্থ্যকালে, অসুস্থ্যাবস্থায়, দুনিয়ায়-আখিরাতে সর্বদা অটুট ও একই রকম বিরাজমান। এমন কি মহান আল্লাহর প্রতি মু'মিনগণের যে ভালবাসা তা, নবী, ওলী, ফিরিশ্তা, বুয়ুর্গানে দীন, আলিম-উলামা, বাপ-দাদা, সন্তান-সন্তুতি, ধন-সম্পদ তথা, মহান আল্লাহ ভিন্ন আর যা কিছুকে তারা ভালবাসে তারও অধিক। কারণ, মহান আল্লাহর শান ও মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর প্রতি তাঁদের ভালবাসা মৌলিক ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু অন্যদের প্রতি তাঁদের ভালবাসা পরোক্ষ। মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা সব কিছুকে নির্দিষ্ট পরিমাপে ভালবাসে। সে ভালবাসায় তারতম্য না করলে ধর্মদ্রোহিতারই পরিচায়ক হবে। আল্লাহ পাক ও গায়রুল্লাহর ভালবাসাকে বরাবর সাব্যস্ত করা, তা সে গায়রুল্লাহ যেই হোক না কেন এটা মুশরিকদেরই কাজ।

২৩৪. অর্থাৎ যেই যালিমরা মহান আল্লাহর জন্য শরীক স্থির করে তারা যদি সেই অবশ্যম্ভাবী সময় দেখে নিত, যখন তারা মহান আল্লাহর শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে যে, সমস্ত শক্তি মহান আল্লাহরই এবং মহান আল্লাহর শাস্তি হতে কেউ বাঁচতে পারবে না, তাঁর শাস্তি বড়ই কঠোর তা হলে তারা মহান আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে অন্যের প্রতি কিছুতেই মনোনিবেশ করতো না এবং অন্যের থেকে কোনরূপ উপকার লাভেরও প্রত্যাশা করতো না।

(১৬৭) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

১৬৭. এবং অনুসারীগণ বলবে, হায়! কতই না ভাল হত, যদি দুনিয়ায় আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত, তা হলে আমরাও তাদের থেকে বিমুখ হয়ে যেতাম, যেমন তারা আমাদের থেকে বিমুখ হয়েছে। ২৩৬ এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে অনুতাপ দণ্ড করার জন্য তাদেরকে তাদের কার্যাবলী দেখাবেন। আর তারা কখনই জাহান্নাম হতে বের হওয়ার নয়। ২৩৭

২৩৫. বাতিল সম্পর্ক আখিরাতে কাজে আসবে না : তখনকার অবস্থা হবে এই যে, অনুসৃতরা তাদের অনুসারীদের প্রতি নারাজ হয়ে যাবে। দেব-দেবী ও তাদের উপাসকদের মাঝে কোনও সম্পর্ক থাকবে না। মহান আল্লাহুর আযাব দেখে একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে।

২৩৬. মুশরিকরা সে সময় বলবে, কোনক্রমে যদি আমরা আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম তা হলে আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিতাম এবং আজ যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। তেমনি আমরাও এর জবাব দিয়ে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম। কিন্তু এই অসম্ভব আশা দ্বারা তাদের আফসোস বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনও কাজ হবে না।

২৩৭. মুশরিকদের অনুতাপ পরকালে আরো বৃদ্ধি পাবে : মহান আল্লাহুর আযাব ও নিজেদের উপাস্যদের উপেক্ষাভাব দেখে সে দিন মুশরিকদের যেমন ভীষণ আফসোস হবে, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের সমুদয় কর্মকেও তাদের পরিতাপের কারণ বানিয়ে দিবেন। কেননা, তাদের হজ্জ, উমরা ও দান-খয়রাতসহ আরও যত ভাল কাজ হবে তা সবই তো শিরকের কারণে প্রত্যাখ্যাত হবে। আর শিরকসহ আরও যত পাপাচার তারা করেছে, তার বদলে শাস্তি ভোগ করবে। এভাবে তাদের ভাল-মন্দ যাবতীয় কর্মই তাদের দুঃখের কারণ হয়ে যাবে। কোনও প্রকার কর্মেই কোনও লাভ তাদের হবে না বরং স্থায়ীভাবে জাহান্নামবাসী হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তাওহীদপন্থী মু'মিনগণ যদি গুনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেও, তবুও শেষ পর্যন্ত তারা মুক্তি পেয়ে যাবে।

(১৬৮) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُو
تِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

(১৬৯) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ۝

১৬৮. হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে বৈধ ও পবিত্র বস্তু তোমরা আহার কর এবং শয়তানের অনুসরণ করো না। ২৩৮ নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৬৯. সে তো তোমাদেরকে কেবল এ নির্দেশই দিবে যে, মন্দ ও অশ্লীল কাজ কর এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব মিথ্যা উক্তি কর যা তোমরা জান না। ২৩৯

২৩৮. হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানানোই শয়তানের অনুসরণঃ আরববাসী মূর্তি পূজা করত। তারা মূর্তির নামে ষাঁড় ছেড়ে দিত এবং তার দ্বারা কোনও প্রকার উপকার লাভকে অবৈধ মনে করত। বস্তুত এটাও এক প্রকারের শিরক। কেননা, হালাল ও হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ পাক ব্যতীত কারও নেই। এ ক্ষেত্রে আর কারও হুকুম মানার অর্থ তাকে মহান আল্লাহর শরীক স্থির করা। তাই পূর্বের আয়াতে শিরকের সর্বনাশা অনিষ্টের বর্ণনা করার পর এবারে হালালকে হারাম করতে নিষেধ করা হয়েছে। যার সারমর্ম এই যে, তোমরা ভূমিজাত যাবতীয় বস্তু আহার কর, কেবল শরী'আতের দৃষ্টিতে তা হালাল ও পবিত্র হলেই চলবে। যা মূলেই অবৈধ কিংবা প্রাসঙ্গিক কোন কারণে অবৈধ হয়ে গেছে তা খেয়ো না। মূলেই যা হারাম তার দৃষ্টান্ত মৃত জন্তু ও শুকর এবং 'مَا أَهْلُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ' অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তার নামে যে পণ্ড যবেহ করা হয়। প্রাসঙ্গিক কারণে যা অবৈধ তা হলো, চুরি, ছিনতাই, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি উপায়ে অর্জিত দ্রব্য। এসব পরিহার করে চলা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কখনই এমন করে বসো না যে, যা ইচ্ছা হারাম করলে, যেমন মূর্তির নামে ষাঁড় ইত্যাদি। কিংবা যা ইচ্ছা হালাল করে নিলে, যেমন 'مَا أَهْلُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ' প্রভৃতি।

২৩৯. অর্থাৎ মসলা-মাসাইল ও শরী'আতের বিধান নিজেদের পক্ষ হতে বানিয়ে নাও। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেবল শাখাগত বিষয়ই নয়; বরং আকীদা-বিশ্বাসে পর্যন্ত শরী'আতের স্পষ্ট নির্দেশ বর্জন করে নিজেদের পক্ষ হতে হুকুম গড়ে নেওয়া হয় এবং কুরআন-হাদীসের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ও পূর্বসূরী বুয়ুর্গানে দীনের মতামতকে ভুল সাব্যস্ত করা হয়।

- (১৭০) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝
- (১৭১) أَوْ مِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمِثْلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدًا ۝ صُمْ بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝
- (১৭২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

১৭০. তাদেরকে যখন কেউ বলে, তোমরা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, কখনই নয়; বরং আমরা তো আমাদের বাপ-দাদাদের যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। আচ্ছা, তা কি তাদের বাপ-দাদাগণ কিছুই না বুঝলেও এবং সরল পথ না চিনলেও? ২৪০
১৭১. সে কাফিরদের দৃষ্টান্ত এমন, যেন কোনও ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে, যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না। ২৪১ বধির, মূক ও অন্ধ। কাজেই, তারা কিছুই বোঝে না। ২৪২
১৭২. হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে উত্তম উপজীবিকা দিয়েছি তা হতে আহার কর এবং আল্লাহ্র শুকুর আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই বান্দা হয়ে থাকে। ২৪৩

২৪০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-নিষেধের বিপরীতে নিজেদের বাপ-দাদাদের অনুসরণ করে এটাও শিরক। কিছু কিছু অজ্ঞ মুসলিমও বিধবা বিবাহ বর্জন ও বিভিন্ন রকম রেওয়াজের ক্ষেত্রে এমন সব কথা বলে, আর কতকে মুখে না বললেও তাদের কাজ দ্বারা এটাই পরিস্ফুট হয়। বলা বাহুল্য এটা ইসলাম বহির্ভূত।

২৪১. অর্থাৎ ওই কাফিরদেরকে হিদায়াতের পথে ডাকার দৃষ্টান্ত ঠিক এই রকমের যেমন কোনও ব্যক্তি বনের পশুদের ডাকে, অথচ তারা তার আওয়াযই শোনে-এর বেশী কিছু নয়। যারা নিজেরাও আলেম নয়, আবার আলেমদের কথা শোনেও না, তাদেরও অবস্থা এ রকমই।

২৪২. ইসলাম গ্রহণ না করাই হলো বধির, মূক ও অন্ধ হওয়া ৪ এই কাফিররা যেন বধির, ফলে সত্য কথা মোটেই শোনে না, তারা যেন মূক, ফলে সত্য কথা

(১৭৩) اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ
 اللّٰهِ فَمِنْ اضْطَرٍّ غَيْرِ بَآءٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
 حِيْمٌ ۝

১৭৩. তিনি তো তোমাদের জন্য কেবল মৃত জন্তু^{২৪৪}, রক্ত,^{২৪৫} শুকরের
 গোশত,^{২৪৬} এবং যার উপর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নাম
 উচ্চারিত হয়েছে^{২৪৭} তা হারাম করেছেন। তারপর যে অনন্যোপায়
 হয়ে যায়, অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোনও
 পাপ নেই।^{২৪৮} নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।^{২৪৯}

বলতে পারে না, যেন অন্ধ-সত্য-সরল পথ দেখে না। বস্তুত তারা কিছুই বোঝে না।
 কেননা, তাদের জ্ঞানার্জনের তিনটি মাধ্যমই যখন নষ্ট হয়ে গেছে, তখন জ্ঞানার্জন ও
 উপলব্ধি লাভের আর কী উপায় থাকতে পারে।

২৪৩. আল্লাহর বান্দা হওয়া মানেই হলো তাঁর আদেশ মান্য করা : ইতিপূর্বে
 পবিত্র বস্তু খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মুশরিক যেহেতু শয়তানের
 অনুসরণ হতে বিরত হয় না, নিজেদের পক্ষ হতে বিধি-নিষেধ তৈরী করে মহান
 আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়, নিজেদের বাপ-দাদাদের কুসংস্কার পরিহার করে না এবং
 তাদের পক্ষ হতে সত্য উপলব্ধি করার কোন সম্ভাবনা নেই, তাই এখন উপেক্ষা করে
 কেবল মুসলিমগণকে পবিত্র বস্তু খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নিজ অনুগ্রহ
 প্রকাশ করে তাদেরকে শুকুর আদায়ের আদেশ করা হয়েছে। এর দ্বারা এদিকেও
 ইঙ্গিত করা হয়ে গেছে যে, মু'মিনগণ মহান আল্লাহর প্রিয় ও অনুগত এবং মুশরিকরা
 তাঁর প্রত্যাখ্যাত, নিন্দিত ও নাফরমান।

২৪৪. যে সব জন্তু খাওয়া হারাম : মৃত জন্তু অর্থ যা আপনাতেই মারা গেছে,
 যবেহু করা হয়নি, কিংবা যা শরী'আত বিরুদ্ধ পন্থায় যবেহু বা শিকার করা হয়েছে,
 যেমন, শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা, জীবিত প্রাণীর কোন অংগ কেটে লওয়া, কাঠ ও
 পাথরের আঘাতে কিংবা গুলতি ও বন্দুকের গুলিতে হত্যা করা, উপর হতে নিম্নে
 পতনে বা শিংয়ের আঘাতে মৃত্যু ঘটা, হিংস্র পশু কর্তৃক বধ হওয়া, যবেহুকালে
 ইচ্ছাকৃতভাবে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করা, ইত্যাদি। এ সকল অবস্থায়
 জন্তুটি মৃত ও হারাম সাব্যস্ত হবে। অবশ্য হাদীস দ্বারা দু'টি মৃত প্রাণীকে এ বিধান
 হতে পৃথক করে আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, আর তা হলো মাছ ও পঙ্গপাল।

২৪৫. অর্থাৎ সেই রক্ত যা শিরায় প্রবাহমান এবং যবেহুকালে নির্গত হয়। যে রক্ত গোশ্বতের সাথে লেগে থাকে তা হালাল ও পবিত্র। গোশ্বত যদি না ধুয়ে রান্না করা হয়, তবে তা খাওয়া জাযিয়, যদিও একটি রুচি বিরুদ্ধ কাজ। কলিজা ও প্লীহা জমাট রক্ত বিশেষ হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী তা খাওয়া হালাল।

২৪৬. শুকর হারাম হওয়ার রহস্য : শুকর জীবিত হোক, কি মৃত সর্বাবস্থায় হারাম। এমন কি শরী'আত সম্মত পন্থায় যবেহু করা হলেও তা হারাম। এর অস্থি, মাংস, চর্বি, নখ, পশম, শিরা তথা দেহের যাবতীয় অংশ অপবিত্র। এর দ্বারা কোনও প্রকার উপকার লাভ ও একে কোনও কাজে লাগান জাযিয় নয়। এস্থলে যেহেতু খাদদ্রব্য সম্পর্কে আলোচনা তাই কেবল গোশ্বতের বিধান বলে দেওয়া হয়েছে। নয়ত এটা উম্মাতের সর্ববাদী সম্মত রায় যে, শুকর যেহেতু নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, লোভ ও অপবিত্র বস্তুর প্রতি আসক্তিতে সকল প্রাণীর শীর্ষে, সে জন্য আল্লাহু তা'আলা এর সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন 'فَانَّهُ رَجَسٌ' এটা অবশ্যই অপবিত্র (৬ : ১৪৫), তাই এটা নিঃসন্দেহে আমূল অপবিত্র। এর কোনও অংশই পবিত্র নয় এবং এর দ্বারা কোনও প্রকারে উপকৃত হওয়া জাযিয় নয়। যারা এর গোশ্বত বেশী খায় এবং এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগায় তাদের মাঝে উপরিউক্ত স্বভাবগুলোও কদর্যরূপে প্রকাশ পায়।

২৪৭. 'আল্লাহু ব্যতীত অপরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত' এর মর্ম : 'مَا أَهْلُ بِهِ لغيرِ' এর অর্থ যে প্রাণী যবেহুকালে আল্লাহু পাক ব্যতীত দেব-দেবী ইত্যাদির নাম উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ আল্লাহু পাক ব্যতীত কোন মূর্তি, জিন্ন, কোনও দুষ্ট আত্মা কিংবা পীর-পয়গম্বরের নাম ধার্য্য করে পশুটির প্রাণ তার প্রতি উৎসর্গ করে তার নৈকট্য লাভ ও সন্তুষ্টি বিধানার্থে তাকে যবেহু করা, আসলে যবেহু তো নয় কেবল তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য পশুটির প্রাণ বধই উদ্দেশ্য। এরূপভাবে যবেহু করা পশুর গোশ্বত খাওয়া সম্পূর্ণ হারাম, তা যবেহু কালে তাকবীর পাঠ ও মহান আল্লাহুর নাম উচ্চারণ করলেও। কেননা, প্রাণের স্রষ্টা ছাড়া আর কারও জন্য কোনও প্রাণ উৎসর্গিত হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহু পাক ছাড়া অন্য কারও নামে কোন পশু উৎসর্গিত করলে তার অপবিত্রতা মৃত জন্তুর অপবিত্রতা হতেও জঘন্যতর হয়ে যায়। কেননা, মৃত জন্তুর মাঝে তো কেবল এতটুকুই দোষ ছিল যে তার প্রাণ মহান আল্লাহুর নামে বের হয়নি, পক্ষান্তরে, এ পশুর প্রাণ তো গায়রুল্লাহুর নামে উৎসর্গিত, যা সরাসরি শির্ক। কাজেই, কুকুর ও শুকর যেমন যবেহু মহান আল্লাহুর নাম উচ্চারণের ফলে হালাল হয়ে যায় না, অনুরূপ মৃত জন্তুর উপর মহান আল্লাহুর নাম উচ্চারণ করলে তা কোন কাজে আসে না, তেমনি যে পশুর প্রাণ গায়রুল্লাহুর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে এবং তার নামে তাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তার উপরও মহান আল্লাহুর নাম উচ্চারণ দ্বারা

কম্বিনকালেও কোন উপকার লাভ হবে না এবং তা বৈধ হয়ে যাবে না। অবশ্য গায়রুল্লাহুর নামে উৎসর্গ করার পর উৎসর্গকারী যদি তার নিয়্যাতই পরিবর্তন করে ফেলে এবং তাওবা করে যথা নিয়মে যবেহু করে, তখন তা হালাল হওয়ার মাঝে কোন সন্দেহ নেই। উলামায়ে কিরাম স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কোন বাদশাহর আগমণে তাকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যদি কোন পশু যবেহু করা হয়; কিংবা কোন জিন্নের অত্যাচার হতে বাঁচার জন্য তার নামে কোন পশু যবেহু করা হয়, অথবা কামান চলার বা ইটের পাঁজা ভাল করে পোঁড়ার জন্য ভেটস্বরূপ যদি কোন পশু যবেহু করা হয়, তবে তা সম্পূর্ণ হারাম ও মৃত গণ্য হবে এবং এরূপ যে করবে সে মুশরিক সাব্যস্ত হবে। যদিও যবেহুকালে মহান আল্লাহুর নাম উচ্চারণ করে থাকে। হাদীস শরীফে আছে, 'لَعْنُ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ' যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহু নৈকট্য লাভ ও তার সম্মানার্থে পশু যবেহু করে, তার প্রতি মহান আল্লাহুর লানত। তা যবেহুকালে মহান আল্লাহুর নাম উচ্চারণ করুক আর নাই করুক। হাঁ, মহান আল্লাহুর নামে পশু যবেহু করার পর যদি গরীব-মিসকীনকে খাইয়ে দেওয়া হয় এবং তার সাওয়াব কোন আত্মীয় বা পীর-বুয়ুর্গের নামে বখশীস করা হয় অথবা কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কোরবানী করে তার নামে যদি তার সাওয়াব বখশীস করা হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা, এটা গায়রুল্লাহুর জন্য যবেহু আদৌ নয়। কতক লোক স্বভাবগত ঠারামির কারণে এসব ক্ষেত্রে এইরূপ একটা বাহান দেখায় যে, পীরের নামে নজরানা ইত্যাদিতেও তো আমাদের উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, খাবার তৈরী করে মৃত ব্যক্তির নামে তা সাদাকা করা হবে। এর উত্তরে প্রথমত ভাল করে জেনে রাখুন যে, মহান আল্লাহুর সামনে মিথ্যা অভ্যুহাত প্রদর্শনে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হোক, তোমরা গায়রুল্লাহুর জন্য যে পশু মানত করেছ, যদি সে পশুর বদলে তার সমপরিমাণ গোশত খরীদ করে রান্না কর এবং তা ফকীর মিসকীনকে খাইয়ে দাও তা হলে কোনরূপ দ্বিধা সন্দেহ ছাড়া তোমাদের মতে সে মান্নত আদায় হবে কিনা? যদি নিদ্বিধায় তোমরা এটা করতে পার এবং নিজ মান্নত সম্পর্কে এতে তোমাদের মনে কোন খটকা না জাগে, তা হলে তোমরা সাক্ষা বটে। আর তা না হলে তোমরা মিথ্যুক এবং তোমাদের একাজ শিরুক, পশুটি মৃত ও হারাম।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ স্থানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আয়াতে হারাম ঘোষণা তো উল্লিখিত বস্তুগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ দাঁড়ায় এ ছাড়া আর কোন জন্তু হারাম নয়। অথচ সমস্ত হিংস্র প্রাণী, গাধা, কুকুর ইত্যাদির গোশতও হারাম। এর এক উত্তর তো এই যে, এই সীমাবদ্ধতা হারাম দ্বারা ঘোষণাতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে সীমিত করে দেওয়া কখনই উদ্দেশ্য নয় যে, কারও কোনও কোনও প্রশ্নের সুযোগ হবে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হারাম ঘোষণায় বিধানকে বিশুদ্ধতা

ও সত্যতার সাথে নির্দিষ্ট করে এ বিধানের বিপরীত দিককে বাতিল সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ কথা এটাই সঠিক যে, আল্লাহ তা'আলা এসব বস্তু তোমাদের প্রতি নিষিদ্ধ করেছেন। এতে দ্বিতীয় কোন সম্ভাবনাই নেই। অর্থাৎ এগুলোকে হালাল মনে করা সম্পূর্ণ বাতিল ও ভ্রান্ত। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, হারাম ঘোষণার বিধানকে আয়াতে বর্ণিত বস্তুসমূহের মধ্যেই সীমিত মনে করা হবে, তবে এ সীমাবদ্ধতাকে আপেক্ষিক ধরা হবে, অর্থাৎ কেবল সেই সব বস্তুর সাথে তুলনা করে, যে গুলোকে মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ হতে হারাম করে রেখেছে, যেমন বাহীরা, সাইবা প্রভৃতি সামনে যার আলোচনা আসবে। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, আমি তো কেবল মৃত বস্তু ও শূকর ইত্যাদি তোমাদের প্রতি নিষিদ্ধ করেছিলাম, তোমরা যে ঘাঁড় প্রভৃতির নিষিদ্ধতা ও মর্যাদায় বিশ্বাসী, এটা তোমাদের নিছক মনগড়া। বাকি থাকল হিংস্র ও কদর্য প্রাণী, কিন্তু এগুলো যে নিষিদ্ধ তাতে মুশরিকদেরও কোনও দ্বিমত ছিল না। সুতরাং আয়াতের এ সীমাবদ্ধতা কেবল সে সব জন্তুর প্রতি লক্ষ্য করেই করা হয়েছে, যেগুলোকে মুশরিকরা মহান আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে কেবল নিজেদের পক্ষ হতে নিষিদ্ধ করে রেখেছিল, দুনিয়ার যাবতীয় প্রাণী সাথে এর কী সম্পর্ক যে, উপরিউক্ত প্রশ্নের সুযোগ আসবে?

২৪৮. নিরুপায় হয়ে হারাম খাদ্য গ্রহণ করা যেতে পারে : উপরিউক্ত বস্তুসমূহ নিঃসন্দেহে হারাম কিন্তু কেউ যদি অনাহারে মারা যাওয়ার উপক্রম হয়, তবে অনন্যোপায় অবস্থায় তা খাওয়ার অনুমতি আছে, যদি নাফরমানী ও সীমালংঘনে লিপ্ত না হয়। নাফরমানী তো এভাবে যে, অনন্যোপায় অবস্থায় না পৌঁছতেই খেয়ে নিল। আর সীমালংঘন হলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদরপূর্তি করে খাওয়া। কেবল প্রাণ বাঁচে পরিমাণই খাওয়া যাবে।

২৪৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল, তিনি বান্দাদের সর্ব প্রকার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। কাজেই এরূপ নিরুপায়, নিঃসম্বলকে তিনি কি রূপে ক্ষমা না করে পারেন। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম দয়ালু, যে কারণে অনন্যোপায় অবস্থায় এই অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন যে, যে প্রকারেই হোক নিজ প্রাণ রক্ষা কর। এ অবস্থায় হারাম ঘোষণায় আসল হুকুম তোমাদের উপর মওকূফ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি তো সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁর এ অধিকার রয়েছে যে, হুকুম জারি করে দেবেন— প্রাণ থাক আর চলে যাক, কোন অবস্থাতেই আমার আদেশের অন্যথা করতে পারবে না। এস্থলে এরূপ একটি সন্দেহ জাগতে পারত যে, অনাহারে মৃত প্রায় ব্যক্তির পক্ষে এটা নির্ণয় করা যে, এই পরিমাণ খেলে তার প্রাণ রক্ষা হবে এর বেশী খাওয়া যাবে না— এটা অসম্ভব না হলেও কঠিন তো বটেই! তাই আল্লাহ তা'আলা **وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** বলে এ, বিষয়টি সহজ করে দিয়েছেন।

(১৭৬) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا
 قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১৭৪. আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন যারা তা গোপন রাখে^{২৫০} এবং
 তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য^{২৫১} গ্রহণ করে তারা নিজেদের জঠরে আগুন
 ছাড়া আর কিছুই পূরে না।^{২৫২} কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে
 কথা বলবেন না^{২৫৩} এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না।^{২৫৪} আর
 তাদের জন্য রয়েছে মর্মভূদ শাস্তি।^{২৫৫}

২৫০. নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আসমানী কিতাবের বিধান গোপন করা ও
 পরিবর্তন করার পরিণতি : আল্লাহ্ তা'আলা আসমানী কিতাবে হালাল-হারাম
 সম্পর্কিত যে বিধান নাযিল করেছেন ইয়াহুদীরা তা গোপন করে রাখে এবং নিজেদের
 পক্ষ হতে তাতে হ্রাসবৃদ্ধি করে, যেমন পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ তাতে
 মুহাম্মদ (সা.)-এর যে গুণাবলী লিপিবদ্ধ ছিল, তাও তারা গোপন করত এবং পরিবর্তন
 করে ফেলত। এ দু'টোই কঠিন পাপ। কেননা, এর অর্থ ও ফল এই দাঁড়ায় যে, কেউ
 যাতে হিদায়াত ও সত্য পথ লাভ করতে না পারে এবং সকলেই পথহারা হয়ে থাকে।
 অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্যই রাসূল ও কিতাব প্রেরণ করেছেন।
 কাজেই তারা একদিকে মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করল এবং অপর দিকে
 মানুষকে অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত রাখতে চাইল।

২৫১. অর্থাৎ তারা মহান আল্লাহর নাফরমানী করে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার
 প্রয়াস চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং এই সত্য গোপন রাখার বিনিময়ে যাদেরকে বিভ্রান্ত
 করতো, উল্টো তাদের থেকে উৎকোচও গ্রহণ করতো। তারা এর নাম দিয়েছিল
 হাদিয়া, নযরানা ও শুকরানা। অথচ, এই হারামখোরী ছিল মৃত জন্তু ও শুকর খাওয়া
 অপেক্ষাও জঘন্য। বলা বাহুল্য, এরূপ অপকর্মের শাস্তি হবে সুকঠিন, যা সামনে বর্ণিত
 হয়েছে।

২৫২. অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে যদিও তা তাদের কাছে সুখদ ও উত্তম মনে হয়, কিন্তু
 প্রকৃতপক্ষে তা আগুন, যা তারা মহা আনন্দে উদরে ঢোকাচ্ছে, ঠিক যেন বিষ মিশ্রিত
 সুস্বাদু খাবার। খেতে তো বেশ মজাদার কিন্তু পেটে গিয়ে আগুন জ্বলে।

২৫৩. এখানে কারও মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, অন্যান্য আয়াত দ্বারা তো
 জানা যায় আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তাদের সাথে কথা বলবেন। কাজেই এর
 তাফসীরে উসমানী — ১৪

(১৭৫) **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَٰةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝**

১৭৫. এরাই সেই লোক, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে বিভ্রান্তি এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে। ২৫৬ জাহান্নামের ব্যাপারে তারা খুবই ধৈর্যশীল। ২৫৭

উত্তর হলো, এ আয়াতে কথা বলা দ্বারা সদয় ও রহমতপূর্ণ কথা বোঝানো হয়েছে, যা তাদের সাথে বলা হবে না; হ্যাঁ ভীতিকর এবং তিরস্কার, লাঞ্ছনা ও শাসনোন্মূলক কথা আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে বলবেন, যে কারণে তাদের দুঃখ ও দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যাবে। কিংবা এরূপ বলুন যে, সরাসরি তাদের সাথে কথা বলা হবে না, যে সব আয়াতে কথা বলার কথা উল্লেখিত আছে, সেটা হবে শাস্তির ফিরিশ্তাদের মাধ্যমে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ' لَا يَكْفِيهِمُ اللَّهُ ' -এর ধমক দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রত্যেক অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রেম বদ্ধমূল। আপাতদৃষ্টিতে বোঝা না গেলেও এটাকে ছাই চাপা অগ্নি সদৃশ মনে করা উচিত। কিয়ামতের দিন যখন সর্ব প্রকার প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাবে তখন এর পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। যদি তাই না হত তা হলে কাফিরদেরকে এরূপ ধমক দেওয়া, শত্রুকে নিজের অসত্ত্বটি ও উপেক্ষার ভয় দেখানোর শামিল হয়, যেটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। উৎসর্গিত প্রাণ প্রমিকজনই প্রিয়ের উপেক্ষাকে দুর্বিসহ মনে করে, শত্রুর কাছে তার কী গুরুত্ব? কাজেই বোঝা গেল, কিয়ামতের দিন প্রতিটি বন্ধ আল্লাহ প্রেমে পূর্তি থাকবে, যে কারণে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা তাদের কাছে জাহান্নামের শাস্তি অপেক্ষাও বেশী অসহ্য মনে হবে।

২৫৪. অর্থাৎ নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর গুনাহ হতে পাক-সাফ হয়ে তারা জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে কাফিররা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। কখনই তারা পাক-পবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হবে না। শিরকী ক্রিয়াকলাপ তাদেরকে আগাগোড়া অপবিত্র বস্তুতে পরিণত করে দিয়েছে, যার অপবিত্রতা কোন প্রকারেই দূর হতে পারে না। মুসলিম পাপী ব্যক্তিকে এমন এক পবিত্র সদৃশ মনে করতে পারেন, যার উপর নাপাকী পড়ে গেছে। সে নাপাকী দূর হওয়া মাত্র তা আবার পবিত্র হয়ে যায়।

২৫৫. সত্যিই এর চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কী হতে পারে? শরীরের উপরিভাগ ভেদ করে হৃদয়ে পর্যন্ত আগুন লেগে যাবে! পরম প্রেমাম্পদই তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন! পরন্তু এই দুর্বিসহ যাতনা হতে তারা কখনও নিষ্কৃতিও পাবেনা। নাউযুবিল্লাহ!

(১৭৬) ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ

لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

(১৭৭) لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ

مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ

عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَاتَّبَعَ نَبِيَّيْنِ

وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

১৭৬. এটা তো এই কারণে যে আল্লাহ সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আর যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে, নিশ্চয় তারা দূস্তর জেদে রয়েছে। ২৫৮

১৭৭. পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনই পূণ্য নেই, ২৫৯ কিন্তু বড় পূণ্য তো এই, যে কেউ ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফিরিশ্তাদের উপর, কিতাবসমূহের উপর এবং নবীগণের উপর এবং অর্থদান করে আল্লাহ ভালবাসায় আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তিতে আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর যারা নিজেদের অঙ্গীকার পূরণকারী, যখন তারা অঙ্গীকার করে এবং অর্থ সংকটে দুঃখ কষ্টে ও যুদ্ধকালে ২৬০ ধৈর্য্যধারণকারী, এরাই তারা যারা সত্যবাদী এবং এরাই মুতাকী। ২৬১

২৫৬. অর্থাৎ তারা নিঃসন্দেহে উপযুক্ত। কেননা, তারা নিজেরাই মুক্তির চাবিকাঠি ধ্বংস করে ফেলেছে এবং হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী ও মুক্তির উপায় উপকরণের বদলে শাস্তির কারণসমূহ অবলম্বন করে নিয়েছে।

২৫৭. অর্থাৎ তারা স্বেচ্ছায় জাহান্নামে প্রবেশের কারণ সমূহ অবলম্বন করে। আগুন যেন তাদের অতীব প্রিয় ও পসন্দের জিনিস! যে কারণে নিজেদের জানমালের বদলে তা খরীদ করেছে, তা না হলে সকলেই জানে জাহান্নামের শাস্তিতে ধৈর্যধারণ কেমন!

২৫৮. অর্থাৎ হিদায়াতের পরিবর্তে বিভ্রান্তি এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করার প্রমাণ অথবা তাদের উপর পূর্বোক্ত শাস্তি অবধারিত হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যে সত্য কিতাব নাযিল করেছেন তারা তার খেলাফ কাজ করে এবং তা নিয়ে নানারকম মতভেদ সৃষ্টি করে ও দূস্তর বিরোধিতায় লেগে পড়ে, তথা

ঘোর শত্রুতা করে বা সত্য সঠিক পথ হতে পৃথক হয়ে যায়। এক ব্যাখ্যা এটাই হতে পারে যে, জাহান্নামের শাস্তিতে তাদের ধৈর্যশীল হওয়াই বাহ্য দৃষ্টিতে যেহেতু অবান্তর মনে হয় তাই 'عذاب' হতে শেষ পর্যন্ত তার জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে, বিষয়টি অনুধাবন করুন।

২৫৯. নিজের চেহারা পূর্ব বা পশ্চিমে ঘোরানোতেই মুক্তি নেই : পূর্বের আয়াতসমূহে নিজেদের দোষত্রুটির কথা শুনে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা বলতে লাগল, হিদায়াত ও মুক্তির বহু কারণ ও লক্ষণ তো আমাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে একটি পরিষ্কার বিষয় তো এই যে, যে কিবলার দিকে মুখ করতে আমরা আদিষ্ট, সেদিকে মুখ করে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাতকে মহান আল্লাহর আদেশ অনুসারে আদায় করি। তথাপি আমরা উপযুক্ত ধিক্কার ও শাস্তির উপযুক্ত কী করে হতে পারি? তাদের এ মনোভাবের জবাবে ঘোষিত হয়েছে যে, কেবল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করাটাই মুক্তির জন্য যথেষ্ট কোন পূণ্য নয়, যদি না আকীদা-বিশ্বাস ও জরুরী কার্যাবলীর পরওয়ার কর।

২৬০. কি সে মুক্তি আসবে : যে পূণ্য হিদায়াতের ফলশ্রুতি ও মুক্তির কারণ স্বরূপ, তা হলো মহান আল্লাহ, কিয়ামত দিবস, সমস্ত ফিরিশ্তা, আসমানী কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনয়ন ও তাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং অর্থের প্রতি ভালবাসা ও আসক্তি সত্ত্বেও যাকাতের অতিরিক্ত আপন আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীদেরকে দান করা, অনুরূপ বন্দী মুক্তি অর্থাৎ যে মুসলিম কাফিরদের হাতে বন্দী হয়েছে তাকে মুক্ত করার জন্য, ঋণগ্রস্তকে ঋণদাতা হতে মুক্ত করার জন্য, গোলামকে আযাদ করার জন্য কিংবা মুকাতাবকে (অর্থাৎ যে গোলামের সাথে তার মনীষের এই চুক্তি হয়েছে যে, নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে পারলে যে মুক্তি লাভ করবে, তাকে) আযাদ করানোর জন্য অর্থদান করা, যথাযথ নিয়মে সালাত আদায় করা, সোনা, রূপা ও যাবতীয় ব্যবসার মালামালের যাকাত দেওয়া, নিজ অংগীকার পূরণ করা এবং অভাব অনটন, অসুস্থতা, দুঃখ কষ্ট ও ভয় ভীতির সময় ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরিচয় দেওয়া। ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় এ সব আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকে ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং নানা প্রকারে এ সবের মাঝে অসুবিধার সৃষ্টি করত, যেমন কুরআন মাজীদে বিভিন্ন আয়াতে তার উল্লেখ হয়েছে। কাজেই এমতাবস্থায় কেবল নিজেদের কিবলা নিয়ে বড়াই করা এবং নিজেদেরকে হিদায়াতের পথে প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমা লাভের উপযুক্ত মনে করা তাদের নিতান্তই অবান্তর কল্পনা। হাঁ, তারা যদি বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যা এ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে তবে তখনকার কথা স্বতন্ত্র। কেবল কিবলামুখী হওয়ার দ্বারা না হিদায়াত লাভ হতে পারে, না মুক্তিলাভ।

(১৭৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ وَالْحَرْبِ
لِحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتِّبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১৭৮. হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস ফরয করা হয়েছে। ২৬২ স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি ২৬৩, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ২৬৪ ও নারীর বদলে নারী। ২৬৫ কিন্তু যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হয় তবে বিধি অনুযায়ী তার অনুসরণ করা উচিত, সুন্দরভাবে তা আদায় করা উচিত। ২৬৬ এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের ভার লাঘব ও অনুগ্রহ! ২৬৭ এই ফয়সালার পরও যে সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ২৬৮

২৬১. অর্থাৎ যারা উপরিউক্ত আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকের অধিকারী, তারাই নিজ বিশ্বাস, ঈমান ও দীনে কিংবা নিজ অংগীকারে সত্যবাদী। এবং তারাই স্বীয় আমল-আখলাকে মুত্তাকী ও পরহেযগার কিংবা তারই পাপাচার ও অন্যায় কর্ম অথবা মহান আল্লাহর শাস্তি হতে আত্মরক্ষাকারী। আহলে কিতাবের তো এসব গুণাবলীর একটিও নেই, কাজেই নিজেদের সম্পর্কে তাদের এ ধারণা কী করে ঠিক হতে পারে?

২৬২. কিসাসের বিধান : প্রাক ইসলামী যুগে ইয়াহুদী ও আরব বাসীরা এই নিয়ম প্রবর্তন করেছিল যে, অভিজাত বংশের একজন গোলামের বদলে নিম্ন বংশের একজন স্বাধীন লোককে, নারীর বদলে পুরুষকে এবং একজন স্বাধীন ব্যক্তির বদলে দু'জন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হতো। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন যে, হে মু'মিনগণ! আমি নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য সমতা ও সাযূজ্য রক্ষাকে ফরয করেছি। 'কিসাস'-এর আভিধানিক অর্থ সমতুলতা ও সাযূজ্য। তোমরা যে উঁচু-নীচুর ব্যবধান সৃষ্টি করেছ; এটা ন্যায় বিরুদ্ধ। ধনী-নির্ধন, ইতর-ভদ্র, জ্ঞানী-মূর্খ আবাল-বৃদ্ধ যুবক, সুস্থ ও মূর্মূষ রোগী, পূর্ণাঙ্গ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট ও অঙ্গ নির্বিশেষে সকলেরই প্রাণ সমান।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : পূর্বের আয়াতে সৎকর্ম ও পূণ্যের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে, যার উপর হিদায়াত ও মুক্তি নির্ভরশীল ছিল। সেই সঙ্গে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে,

আহলে কিতাব সে সব গুণ হতে বঞ্চিত। স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, সে গুণাবলী ব্যতীত দীনে সত্যবাদী ও মুত্তাকী কেউ হতে পারে না, কাজেই এখন একমাত্র মুসলিম ব্যতীত আর কেউ সে মর্যাদা ভূষিত হতে পারে না, আহলে কিতাবও নয়, অজ্ঞ আরববাসীও নয়। তাই আর সকলকে উপেক্ষা করে কেবল মু'মিনগণকে সম্বোধন করে পূণ্য ও সৎকর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা তথা কায়িক ও আর্থিক ইবাদতসমূহ এবং বিবিধ রকম লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ে তালীম দেওয়া হয়েছে। কেননা, এসব শাখা-প্রশাখা পালন করা তার পক্ষেই যে উপরিউক্ত মূলনীতি সমূহে পরিপক্বতা অর্জন করেছে। অন্য সব লোককে এ বিষয়ে সম্বোধন করার উপযুক্তই মনে করা হয়নি। এজন্য তাদের ভীষণভাবে লজ্জিত হওয়া উচিত। এবারে যে সব শাখাগত বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মু'মিনগণের হিদায়াত ও তা'লীমই মূখ্য উদ্দেশ্য। তবে প্রসঙ্গত কোথাও স্পষ্টভাষায় এবং কোথাও ইঙ্গিতে অন্যদের ত্রুটিও দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন - 'كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ' -এর মাঝে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইয়াহুদী প্রভৃতি সম্প্রদায় কিসাসের ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করেছে তা আল্লাহর আইনের বিপরীতে তাদের মনগড়া বিষয়, যাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পূর্বের মৌলিক বিষয় সমূহের মধ্যে না আসমানী কিতাবে তাদের বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জিত ছিল, না নবীগণের প্রতি তাদের ঈমান পরিপক্ব ছিল। এমনিভাবে না তারা মহান আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, না দুঃখ কষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে, অন্যথায় তারা নিজেরদের কোন আত্মীয় বা আপন জন নিহত হয়ে গেলে এরূপ অধৈর্য ও খামখেয়ালীপনার পরিচয় দিত না যে, তারা মহান আল্লাহর আইন, রাসূলের নির্দেশ ও কিতাবের তা'লীম সব কিছু বিসর্জন দিয়ে নিরপরাধ লোককে হত্যা করার আদেশ করত।

২৬৩. এটা হলো আদিষ্ট সমতার ব্যাখ্যা। অর্থাৎ প্রত্যেক স্বাধীন নিহত ব্যক্তির বদলে কেবল সেই স্বাধীন এক ব্যক্তিকেই হত্যা করা যেতে পারে, যে এই নিহতের হত্যাকারী। এমন হতে পারে না যে, সেই একজনের বদলে হত্যাকারী গোত্র হতে নিজেদের ইচ্ছামত দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে।

২৬৪. অর্থাৎ প্রত্যেক গোলামের বদলে সেই এক গোলামকেই হত্যা করা হবে যে তার হত্যাকারী। এরূপ করা যাবে না যে, অভিজাত শ্রেণীর গোলামের বদলে নিম্নশ্রেণীর একজন স্বাধীন লোককে হত্যা করবে, অথচ হত্যাকারী তাদের একজন গোলাম।

২৬৫. অর্থাৎ প্রত্যেক নারীর বদলে কেবল সেই নারীকেই হত্যা করা যাবে, যে তাকে হত্যা করেছে। এটা হতে পারে না যে, উচ্চ শ্রেণীর নারীর বদলে নিম্ন শ্রেণীর একজন পুরুষকে হত্যা করবে, অথচ হত্যাকারী তাদের একজন নারী। সারকথা

প্রত্যেক গোলাম আর গোলামের কাজেই কিসাস গ্রহণে সমতুল্য, এই সমতুল্যতা রক্ষা করতে হবে। আহলে কিতাব ও অজ্ঞ আরবরা যে বাড়াবাড়ি করত তা পরিত্যজ্য।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এবারে প্রশ্ন হলো স্বাধীন ব্যক্তি যদি কোন গোলামকে কিংবা পুরুষ কোন নারীকে হত্যা করে তাহলে কিসাস গ্রহণ করা হবে কি না? এ আয়াতে সে ব্যাপারে নীবর এ নিয়ে ইমামগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। এক আয়াতে আছে 'الْمُسْلِمُونَ' 'প্রাণের বদলে প্রাণ' (৫ : ৪৫) এক হাদীসে আছে 'تتكافؤ دماهم' 'মুসলিমগণের পরস্পরের রক্ত সমান সমান।' এর ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, এ উভয় অবস্থায় কিসাস জারি হবে। অর্থাৎ শক্তিমান ও দুর্বল, সুস্থ ও পীড়িত, সুস্থ ও পঙ্গু পক্ষ ইত্যাদি যেমন কিসাসের ক্ষেত্রে বরাবর গণ্য হয়, তেমনি স্বাধীন ও গোলাম এবং পুরুষ ও নারী এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট সমপর্যায়ের। তবে শর্ত নিহত গোলাম স্বাধীন ব্যক্তির মালিকানাধীন হতে পারবে না। কেননা, এই অবস্থা তাঁর নিকট কিসাসের বিধান হতে ব্যতিক্রম। কোন মুসলিম যদি কাফির যিম্মীকে হত্যা করে তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তার উপরও কিসাস জারী হবে। তবে মুসলিম ও কুফরী রাষ্ট্রের কাফিরের মধ্যে কারও মতেই কিসাস জারি হবে না।

২৬৬. অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে যদি রক্তের দাবি ক্ষমা করে দেয় তবে হত্যাকারীকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা যাবে না। এখন দেখতে হবে তারা তাকে কোন প্রকারে ক্ষমা করেছে। কোনও রকম আর্থিক বিনিময় ব্যতীত কেবল সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ক্ষমা করেছে, নাকি শরয়ী দিয়াত ও আপোষ রফা স্বরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থেই বিনিময়ে রাখি হয়ে কেবল কিসাসের দাবি ত্যাগ করেছে? প্রথম অবস্থায় হত্যাকারীর ওয়ারিসদের দাবি দাওয়া হতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় তার জন্য উচিত বিনিময়ের সে অর্থ কৃতজ্ঞতার সাথে খুশীমনে আদায় করে দেওয়া।

২৬৭. স্বেচ্ছাজনিত হত্যায় কিসাস বা দিয়াত গ্রহণ কিংবা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেওয়ার এই যে অনুমতি, এটা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসান উভয়ের জন্য আল্লাহু তা'আলার দেওয়া একটা সুবিধা ও অনুগ্রহ যা পূর্ববর্তী লোকদের জন্য ছিল না। ইয়াহুদীদের জন্য কিসাস এবং খৃষ্টানদের জন্য দিয়াত গ্রহণ বা ক্ষমা করে দেওয়াই নির্দিষ্ট ছিল।

২৬৮. অর্থাৎ এই ভার লাঘব ও অনুগ্রহের পরও যদি কেউ সীমালংঘন করে ও জাহিলী যুগের নিয়ম অনুসারণ করে কিংবা দিয়াত গ্রহণ ও ক্ষমা করে দেওয়ার পরও হত্যাকারীকে হত্যা করে ফেলে, তবে তার জন্য আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি বা এখনই তাকে হত্যা করা হবে।

(১৭৭) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ০

(১৮০) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلَّذِينَ وَالَاقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ০

১৭৯. হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন, ২৬৯ যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। ২৭০

১৮০. তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু সন্নিহিত হলে, সে যদি ধন সম্পদ রেখে যায়, তবে ন্যায্যানুগভাবে তার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনে জন্য অসিয়ত করা তোমাদের প্রতি ফরয করা হল। এটা মুত্তাকীগণের জন্য একটি অবশ্য পালনীয় আদেশ। ২৭১

২৬৯. কিসাস জীবনের নিরাপত্তার বিধান করে : কিসাসের নির্দেশ দৃশ্যত কঠিন মনে হলেও যারা বিবকবান, তারা বুঝতে সক্ষম যে, এই নির্দেশ দীর্ঘ জীবনের কারণ। কেননা, কিসাসের ভয়ে প্রত্যেকেই অপরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকবে। ফলে উভয়ের প্রাণ রক্ষা পাবে। এভাবে কিসাসের ফলে নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারী উভয়ের খান্দানও হত্যা হতে নিরাপদ ও নিশ্চিত থাকবে। আরবে কে হত্যাকারী আর কে হত্যাকারী নয় তার কোন বিচার করা হতো না। যাকেই বাগে পেত নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসরা তাকেই হত্যা করত। ফলে উভয় পক্ষে একটি খুনের দায়ে হাজারও প্রাণ নিপাত যেত। কিন্তু ইসলামের এ বিধান অনুযায়ী যখন কেবল হত্যাকারীর থেকেই কিসাস গ্রহণ করা হল, তখন আর সকলের প্রাণ রক্ষা পেল। এ অর্থও করা যেতে পারে যে, কিসাস হত্যাকারীর জন্য পরকালীন জীবনের কারণ।

২৭০. অর্থাৎ কিসাসের ভয়ে কাউকে হত্যা করা হতে বেঁচে থাক অথবা কিসাসের কারণে আখিরাতে আযাব হতে বেঁচে থাক। অথবা এর অর্থ, যেহেতু কিসাসের বিধান দেওয়ার তাৎপর্য তোমরা জানতে পেরেছ, তাই এখন এর বিরোধিতা অর্থাৎ কিসাস পরিত্যাগ করা হতে বেঁচে থাক।

২৭১. অসিয়তের বিধান : প্রথম আদেশ হলো, কিসাস তথা মৃত ব্যক্তির প্রাণ সম্পর্কে। এবারে দ্বিতীয় আদেশ হলো তার অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে। আর এটা পূর্বোক্ত মূলনীতির অন্যতম 'وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ نَوَى الْقُرْبَى' -এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। আরবদের মধ্যে নিয়ম ছিল মৃত ব্যক্তির সমুদয় অর্থ-সম্পত্তি তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বরং কেবলমাত্র ছেলেগণ লাভ করত। পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন বঞ্চিত থাকত। এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে ন্যায্যানুগভাবে দেওয়া

(১৮১) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

(১৮২) فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১৮১. যদি কেউ অসিয়তের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে, তা শ্রবণ করার পর, তবে যারা তা পরিবর্তন করবে তার অপরাধ হবে তাদেরই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। ২৭২

১৮২. তবে কেউ যদি অসিয়তকারীর পক্ষ হতে পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায়ের আশংকা করে তারপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন অপরাধ নেই। ২৭৩ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। ২৭৪

উচিত। এ হিসেবেই মুমূর্ষ ব্যক্তির উপর অসিয়ত ফরয করা হয়েছে। এ অসিয়ত সেই সময় ফরয ছিল যখনও পর্যন্ত মীরাসের আয়াত নাযিল হয়নি। অবশেষে সূরা নিসায় যখন মীরাসের আয়াত নাযিল হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকের অংশ নির্দিষ্ট করে দেন, তখন থেকে আর এ অসিয়ত ফরয থাকেনি; বরং এ প্রয়োজনই মিটে যায়। হাঁ মুস্তাহাব পর্যায়ে এখনও সে আদশে বহাল আছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ওয়ারিসের জন্য অসিয়ত জায়িয় নয় এবং এ অসিয়ত যেন এক তৃতীয়াংশ মালের বেশীতে না হয়। হাঁ, কারও ব্যাপারে যদি ঋণ, আমানত ইত্যাদি দেওয়া নেওয়ার ঝগড়া থাকে, তবে তার উপর এখনও অসিয়ত ফরয।

২৭২. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি তো ন্যায়ানুগভাবে অসিয়ত করেই মারা গিয়েছিল, কিন্তু আদায়কারীরা তা রক্ষা করেনি, তবে সে ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কোন গুণাহ হবে না। সে তার দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেছে। যারা অসিয়ত লংঘন করেছে গুণাহগার তারাই হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সকলের কথা শোনেন এবং সকলের নিয়্যাত জানেন।

২৭৩. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কারও যদি এই আশংকা থাকে বা জানতে পারে যে, সে কোনও কারণে ভুল করেছে এরং কারও অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করেছে কিংবা সে জেনেগুনে মহান আল্লাহ্‌র আইনের খেলাফ কাউকে সম্পত্তি দিয়ে গেছে, তা হলে সে অসিয়তকৃত ব্যক্তি ও ওয়ারিসদের মাঝে শরী'আত অনুযায়ী মীমাংসা করে দিতে পারে। এতে তার কোন গুণাহ হবে না। অসিয়তের মাঝে এরূপ রদবদল জায়িয়; বরং উত্তম।

(১৮৩) أَيَّامُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

(১৮৪) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

১৮৩. হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, ২৭৫ যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। ২৭৬

১৮৪. গণা-গুনতি কয়েকটি দিন। ২৭৭ তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করতে হবে। ২৭৮ আর যাদের রোযা রাখার শক্তি আছে, তাদের কর্তব্য বিনিময় প্রদান করা- একজন দরিদ্রের খাবার। ২৭৯ যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে সেটা তার পক্ষে উত্তম। ২৮০ আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তবে সেটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা বোধশক্তির অধিকারী হয়ে থাক। ২৮১

২৭৪. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তো পাপীদেরও ক্ষমা করেন। কাজেই, যে ব্যক্তি সংশোধনের উদ্দেশ্যে সকলকে একটি অন্যায় হতে নিবৃত্ত করল, তাকে সে ক্ষমা করবেন এটা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু এরূপ বলুন, যে ব্যক্তি অন্যায় অসিয়ত করেছিল, তারপর সে অন্যায় উপলব্ধি করে জীবদ্দশায়ই তা পরিবর্তন করে ফেলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

২৭৫. সিয়ামের বিধান ৪ রোযা ইসলামের একটি অন্যতম রুকন(স্তম্ভ)। যার মনের গোলাম ও খেয়াল-খুশীর পূজারী তাদের জন্য রোযা অত্যন্ত কঠিন। তাই এ বিধানটি খুবই জোরদার ও দৃঢ়াত্মক শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আদম (আ.) হতে অদ্যাবধি এ বিধান বরাবর চলে আসছে, যদিও দিনক্ষণ নির্ধারণের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। পূর্বোক্ত মূলনীতিসমূহের মাঝে যে ধৈর্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, রোযা তার একটি বৃহত্তম শাখা। হাদীসে রোযাকে ধৈর্যের অর্ধেক বলা হয়েছে।

২৭৬. সিয়াম সাধনার ফযীলত ৪ রোযা দ্বারা প্রবৃত্তিকে তার আকর্ষণীয় বস্তুসমূহ হতে নিবৃত্ত রাখার অভ্যাস গড়ে উঠবে। ফলে তার যে সকল প্রিয় বস্তু শরী'আতের

দৃষ্টিতে অবৈধ তা হতেও তাকে বিরত রাখা সহজ হয়ে যাবে। তা ছাড়া রোযা দ্বারা প্রবৃত্তির শক্তি ও চাহিদা দুর্বল হয়ে যাবে। ফলে তোমরা সত্যিকারের মুত্তাকীতে পরিণত হবে। রোযার আসল তাৎপর্য এটাই যে, এর দ্বারা অবাধ্য মনের সংশুদ্ধি হয়ে যায়, শরী'আতের যে বিধান মনের কাছে অতি ভারী বোঝা স্বরূপ, তা পালন করা সহজ হয়ে যায় এবং তোমরা প্রকৃত মুত্তাকী হতে পার। জ্ঞাতব্য যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের উপরও রামাযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল, কিন্তু তারা নিজেদের খেয়াল খুশীমত তাতে রদবদল করে ফেলেছে। তাই 'لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ' দ্বারা তাদেরকে কটাক্ষ করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুসলিমগণ! তোমরা নাফরমানী হতে দূরে থাক। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মত এ বিধান রদবদল করে ফেলো না।

২৭৭. অর্থাৎ বেশী নয়, গণা-গুনতির কয়েক দিন তোমরা রোযা রাখ। এর দ্বারা রামাযান মাস বোঝান হয়েছে, যেমন পরবর্তী আয়াতে আসছে।

২৭৮. তারপর এই সামান্য সময়ের মাঝেও অতিরিক্ত এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোন পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে রোযা রাখা কষ্টকর হয়, কিংবা কেউ যদি সফরে থাকে, তবে তার এই ইখতিয়ার আছে যে, সে রোযা নাও রাখতে পারে। যতগুলো রোযা সে না রাখবে, সেগুলো পরবর্তী সময়ে একই সাথে বা পৃথকভাবে রেখে নিবে।

২৭৯. রোযা পালনে অক্ষম লোকদের জন্য অবকাশ : ইসলামের প্রথম দিকে যেহেতু রোযা রাখার অভ্যাস ছিল না, তাই অনাবরত একমাস রোযা রেখে যাওয়া তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই রোযা রাখতে সক্ষম ব্যক্তিদেরকেও এই সুযোগ দেওয়া হয় যে, অসুখ বা সফরের কোন ওযর না থাকলেও কেবল অনভ্যাসের কারণেও যদি তোমাদের জন্য রোযা রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তবু তোমাদের ইখতিয়ার আছে। ইচ্ছা হলে রোযা রাখতেও পার, ইচ্ছা হলে রোযার পরিবর্তনও দিতে পার আর তা হলো এক একটি রোযার বদলে এক একজন দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ানো। কেননা, সে যখন একদিনের খাবার অন্যকে দিয়ে দিল, তখন যেন নিজেকে এক দিনের পানাহার হতে নিবৃত্ত রাখল। ফলে, এক পর্যায়ে রোযার সাথে সাযুজ্য রক্ষা হল। তারপর তারা যখন রোযা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে গেল তখন আর এ অনুমতি বাকি থাকেনি, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। কোন কোন তাফসীর বেত্তা 'طَعَامُ مُسْكِينٍ' অর্থ করেছেন, সাদাকায়ে ফিত্র। তখন অর্থ হবে, যারা ফিদ্বইয়া দিতে সক্ষম, তারা একজন অভাবী ব্যক্তিকে তার পরিমাণমত খাদ্য দিয়ে দিবে আর শরী'আতে এর পরিমাণ হলো আধা সা' গম বা এক সা' যব। এ অর্থে আয়াতখানা রহিত হবে না। যারা এখনও একথা বলে যে, যার ইচ্ছা রামাযানের রোযা রাখবে আর যার ইচ্ছা ফিদ্বইয়া দিবে, কেবল রোযাই যে রাখতে হবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই, বস্তুত তারা হয় মূর্খ, নয় তো বে-দীন।

(১৮৫) شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَن كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝

১৮৫. রামায়ান মাস, তাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত, সৎপথ-প্রাপ্তির স্পষ্ট নিদর্শন ও হক বাতিলের পার্থক্য-কারী। ২৮২ কাজেই, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন অবশ্যই এর রোযা রাখে ২৮৩ এবং কেউ পীড়িত হলে কিংবা সফরে থাকলে, তাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূরণ করতে হবে। ২৮৪ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ সাধ্যতা চান, তোমাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতে চান না। এই জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে এবং যাতে তোমরা এ কারণে আল্লাহুর মহিমা বর্ণনা কর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন, আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ২৮৫

২৮০. অর্থাৎ একজন মিস্কীনকে যদি একদিনের খাদ্য হতেও বেশী দেয় কিংবা কয়েকজন দরিদ্রকে পেট পূরে খাওয়ায় তবে সুবহানাল্লাহ্ সে খুবই উত্তম।

২৮১. অর্থাৎ রোযার ফযীলত, তাৎপর্য ও উপকারিতা সম্পর্কে যদি তোমরা জ্ঞাত থাক, তা বলে জেনে রেখ, উল্লিখিত ফিদইয়া প্রদান অপেক্ষা রোযা রাখাই উত্তম। কাজেই, রোযা রাখতে অবহেলা করো না।

২৮২. রামায়ানেই আসমানী গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ ৪ হাদীসে আছে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সহীফাসমূহ এবং তাওরাত ও ইনজীল এই রামায়ানেই নাযিল হয়েছিল। কুরআন মাজীদও রামায়ানের চাব্বিশতম রাতে লাওহে মাহফুয হতে প্রথম আকাশে একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। তারপর অল্প-অল্প করে প্রয়োজন মাসিক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি নাযিল হতে থাকে। প্রতি রামায়ানে হযরত জিব্রাঈল (আ.) কুরআনের নাযিলকৃত অংশ তাকে পুনরায় শোনাতেন। এতদ্বারা রামায়ান মাসের ফযীলত এবং কুরআন মাজীদের সাথে এর সম্পর্ক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ কারণেই এ মাসে তারাবীহ এর বিধান দেওয়া হয়। কাজেই, এ মাসে অতি গুরুত্বের সাথে কুরআন মাজীদের খেদমত করা চাই।

(১৮৬) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

১৮৬. আমার বান্দাগণ যখন আপনার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট দু'আ করে, তখন আমি তার দু'আ কবুল করি। কাজেই, তারা যেন আমার আদেশ মানে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যাতে তারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়। ২৮৬

২৮৩. অর্থাৎ এই মুবারক মাসের বিশেষ ফযীলত ও গুরুত্ব যখন তোমরা জানতে পারলে, তখন যে কেউ এ মাস পায় সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। ইতিপূর্বে সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ফিদ'ইয়া প্রদানের যে সাময়িক সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তা এখন রহিত করা হল।

২৮৪. যাদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে : উপরিউক্ত সাধারণ আদেশের দ্বারা বোঝা যায় যে, হয়ত অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তিদের জন্যও রামাযানে রোযা না রেখে কাযা করার অনুমতি বাকি নেই। রোযা রাখতে সক্ষম ব্যক্তিদেরকে যেমন এখন রোযা ছাড়তে বারণ করে দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে হয়ত মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিদেরকেও নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, তারা যেন রোযা না ছাড়ে। এ কারণেই পীড়িত ও মুসাফির ব্যক্তিদের সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, রামাযান মাসে তাদেরকে রোযা না রেখে কাযা করার যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তা এখনও বহাল আছে।

২৮৫. শরয়ী ওয়রের কারণে রোযা পালনে অক্ষম হলে পরবর্তীতে তা পালন করতে হবে : আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তোমাদেরকে রামাযানে রোযা রাখার নির্দেশ দেন। তারপর ওয়রের কারণে অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তিদেরকে রোযা না রাখার অনুমতি দিলেন এবং অন্য সময়ে সমসংখ্যক রোযার কাযা আবশ্যিক করে দিলেন, তা এক সাথেই হোক কিংবা ভেঙে ভেঙে। এর মাঝে এ দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যাতে বিষয়টি তোমাদের জন্য কঠিন না হয়ে সহজসাধ্য হয়। সেই সঙ্গে এটাও উদ্দেশ্য যে, তোমরা যেন রোযার সংখ্যা পূরণ করে নাও, যাতে সাওয়াবে কোন কমতি না আসে। আরও লক্ষ্য হলো, এই আমূল কল্যাণকর পথের দিশা দেওয়ার জন্য তোমরা নিজ প্রতিপালকের মহিমা বর্ণনা করবে এবং বড়াই ও মর্যাদার সাথে তাঁকে স্মরণ করবে। আর সেই সঙ্গে এসব নি'আমত ও অনুগ্রহের কারণে তোমরা শোকর আদায় করবে এবং কৃতজ্ঞ বান্দাদের জামা'আতে শামিল হয়ে যাবে। সুব্হানাল্লাহ! রোযার মত

(১৮৭) أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ ۚ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَجْرِبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

১৮৭. রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সঙ্গে অনাবৃত হওয়া বৈধ করা হয়েছে। ২৮৭ তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। ২৮৮ আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের আত্মার প্রতি অবিচার করছিলে। ২৮৯ তারপর তিনি তোমাদের ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের ত্রুটিমোচন করেছেন। কাজেই তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। ২৯০ আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ না রাত্রির কালো রেখা হতে সাদা রেখা ২৯১ স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। তারপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। ২৯২ তোমরা যতক্ষণ মসজিদে ই'তিকাফরত থাক, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীগমন করো না। ২৯৩ এইগুলো আল্লাহর সীমারেখা। তাই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য নিজ নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে। ২৯৪

একটা উপকারী ইবাদত আমাদের উপর ফরয করলেন এবং কষ্ট ক্লেশের অবস্থায় সুযোগ সুবিধাও দিলেন আবার সুবিধামত এ ক্ষতিপূরণের উপায়ও বাতলে দিলেন।

২৮৬. রামাযান মাসে স্ত্রীগমন সম্পর্কীয় বিধান : ইসলামের প্রাথমিক যুগে রামাযান মাসের রাত সমূহের প্রথমার্শে পানাহার ও স্ত্রীগমনের অনুমতি ছিল, কিন্তু গুয়ে পড়ার পর এসব নিষিদ্ধ ছিল। কতিপয় লোকের পক্ষ হতে এর অন্যথা হয়ে যায়। তারা শয়নের পর স্ত্রীগমন করে বসে। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করে এবং তজ্জন্য ভীষণ অনুতপ্ত হয়। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এর তাওবা সম্পর্কেও জানতে চায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত

নাযিল হয়। এতে তাদের তাওবা কবুল হওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া হয় এবং মহান আল্লাহর আদেশ পালনে যত্নবান থাকার তাকিদ করা হয়। সেই সঙ্গে আগের হুকুম রহিত করে ভবিষ্যতের জন্য রামাযানে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত রাতভর পানাহার ইত্যাদি হালাল করে দেওয়া হয় যা সামনের আয়াতে আলোচিত হয়েছে। পূর্বেই আয়াতে বান্দাদের প্রতি যে অবকাশ ও অনুগ্রহের উল্লেখ ছিল এই নৈকট্য, সাড়া দান ও বৈধকরণ দ্বারা আরও দৃঢ় সমর্থন হয়ে গেল। আরেকটি যোগসূত্র এও যে, পূর্বের আয়াতে তাক্বীর ও মহান আল্লাহর মহিমা বর্ণনার নির্দেশ ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট কয়েকজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের প্রতিপালক আমাদের থেকে দূরে, না কাছে? দূরে হলে উচ্চস্বরে ডাকব আর কাছে হলে নিম্নস্বরে ডাকব। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় এবং এতে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তিনি তোমাদের নিকটে। তিনি প্রত্যেকের কথা শোনেন, চাই আস্তে ডাকুক, চাই উচ্চস্বরে। যে সব স্থানে উচ্চস্বরে ডাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার কারণ ভিন্ন, এমন নয় যে, আস্তে ডাকলে শোনবেন না।

২৮৭. রামাযানের রাতে শয়নের পর পানাহার ইত্যাদি যে নিষিদ্ধ ছিল পরবর্তীতে তাতেও অবকাশ দেওয়া হয়। এখন রাতভর যখন ইচ্ছা স্ত্রীগমন করতে পার।

২৮৮. পোষাক পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য হলো চূড়ান্তরূপে লাগাও ও সংযুক্তি। অর্থাৎ পোষাক যেমন দেহের সাথে লেগে থাকে ও পরস্পর সংযুক্ত থাকে, তদ্রূপ স্বামী-স্ত্রীও পরস্পর সংলগ্ন ও মিলেমিশে থাকে।

২৮৯. নিজ আত্মার প্রতি অবিচার করার অর্থ এই যে, শয়নের পর স্ত্রীগমন করে তোমরা মহান আল্লাহর আদেশ লংঘন করেছ এবং এভাবে গুণাহগার হয়ে আত্মাকে শাস্তির উপযুক্ত করেছ ও তার পূণ্য হ্রাস করেছ। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

২৯০. অর্থাৎ তোমাদের জন্য যে সন্তান সন্ততি আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুযে স্থিরীকৃত করেছেন স্ত্রীগমন দ্বারা তোমাদের তাই কাম্য হওয়া উচিত, কেবল যৌন চাহিদা পূরণই যেন সার না হয়। এর দ্বারা 'আযল' মাকরুহ হওয়া এবং পশ্চাদগমনের নিষিদ্ধতার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২৯১. অর্থাৎ রাতের যে কোন সময়ে যেমন স্ত্রীগমনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তেমনি রামাযানের রাতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত তোমাদের জন্য পানাহার করারও অনুমতি আছে।

২৯২. অর্থাৎ সুবহে সাদিক হতে রাত পর্যন্ত রোযা পূরা কর। তাতে জানা গেল, রাতেও পানাহার বন্ধ রেখে দিনরাত একাধারে রোযা রাখা মাকরুহ।

(১৮৮) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيُنَازِلُوا بِقِيَامِنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ০

(১৮৯) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّةِ وَلَيْسَ لِبِزْبَانٍ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ الثَّقَىٰ وَاتُّوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ০

১৮৮. তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না ২৯৫ এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকের নিকট পেশ করো না। ২৯৬

১৮৯. আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। ২৯৭ বলুন, এটা মানুষ ও হজ্জের জন্য সময়-নির্ধারক। ২৯৮ পেছন দিক হতে গৃহে প্রবেশে কোন পুণ্য নেই, কিন্তু কেউ আল্লাহকে ভয় করলে সেটাই পুণ্য। কাজেই তোমরা দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। ২৯৯

২৯৩. অর্থাৎ রোযাকালে রাত্রে স্ত্রীগমন বৈধ বটে, কিন্তু ই'তিকাফ অবস্থায় দিন-রাত কখনই এর অনুমতি নেই।

২৯৪. রোযা ও ইতিকাফ সম্বন্ধে বৈধ অবৈধের যে বিধান প্রদত্ত হল এগুলো মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। সাবধান-এর বাইরে কিছুতেই যেয়ো না। বরং এ নিকটবর্তীও হয়ো না। কিংবা এর অর্থ, নিজ রাখ বা অন্য কোন দলীল দ্বারা এ মাঝে সূচাগ্র পরিমাণ রদবদল করো না।

২৯৫. রোযা দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধি উদ্দেশ্য ছিল। এবার অর্থ-সম্পদের পবিত্রকরণ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর দ্বারা জানা গেল যে, হালাল মাল তো কেবল রোযা অবস্থায় খাওয়া নিষেধ। কিন্তু হারাম মালামালের ক্ষেত্রে রোযা জীবন ভরের জন্য। এর জন্য কোন সময়সীমা নেই। চুরি, খিয়ানত, প্রতারণা, ঘুষ, ছিনতাই, জুয়া, অবৈধ লেনদেন ও সুদ ইত্যাদি উপায়ে অর্থোপার্জন সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ।

২৯৬. অর্থাৎ যালিম বিচারককে কারও অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে জানিও না। অথবা বিচারককে নিজের পক্ষে এনে অন্যের মাল গ্রাস করার জন্য নিজের মাল তাকে ঘুষ দিও না। কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা শপথ করে অথবা মিথ্যা দাবী করে অন্যের

অর্থ-সম্পত্তি আত্মসাৎ করো না, বিশেষ করে নিজের অন্যায় সম্পর্কে যখন জানাও থাকে।

২৯৭. চাঁদের হ্রাস ও বৃদ্ধি : সূর্য সর্বদা একই আকৃতি ও একই অবস্থায় থাকে। কিন্তু চাঁদের আকৃতি পরিবর্তন হয় এবং তার পরিমাণ বাড়ে কমে। তাই লোকে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট প্রশ্ন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। পূর্বের আয়াতে রামাযান মাস ও রোযা সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এ আয়াতের আলোচনা নতুন চাঁদ নিয়ে। রোযা ও চাঁদ দেখার পারস্পরিক সম্বন্ধ সুস্পষ্ট। এর একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। সামনে হজ্জ ও হজ্জের বিধান বর্ণিত হয়েছে। চাঁদের উল্লেখ তার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ।

২৯৮. চাঁদ সময় নির্ধারক : তাদের বলে দাও, চাঁদের এরূপ উদয় দ্বারা মানুষ তাদের লেনদেন ও ইবাদত যথা- ঋণ, ইজারা, ইদ্দত, গর্ভকাল, দুধ পানের মেয়াদ, রোযা, যাকাত ইত্যাদির সময় অতি সহজে জানতে পারে, বিশেষত হজ্জের সময়কাল। রোযা ইত্যাদি তো তার নির্দিষ্ট সময়ের পরেও কাযা করা যায়। কিন্তু হজ্জকে তার নির্ধারিত সময়ের বাইরে কাযা করার সুযোগ নেই। হজ্জের উল্লেখ বিশেষভাবে করার একটি কারণ যুল-কাদাহ, যুল-হাজ্জাহ, মুহাররাম ও রজব-এ চারটি সম্মানীত মাস। এ সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ ও নরহত্যা নিষিদ্ধ। এ সময় আরব বাসীদের সামনে কোন যুদ্ধ উপস্থিত হলে তারা মাসগুলোকে আগপিছ করে যুদ্ধে লিপ্ত হতো যেমন- যদি যুল-হাজ্জাহ বা মুহাররাম মাসে যুদ্ধ উপস্থিত হতো তা হলে সে মাসকে তারা সফর মাস ধরে নিত এবং সফর মাসকে যুল হাজ্জাহ বা মুহাররাম গণ্য করত। তাদের সে ভ্রান্ত নীতি খন্ডনার্থেই আল্লাহ তা'আলা এস্থলে বিশেষভাবে হজ্জের উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি হজ্জের জন্য যে দিনগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তাকে পূর্বাপর করার কোনই বৈধতা নেই। এখান থেকে সামনে বহু দূর পর্যন্ত হজ্জের বিধান বর্ণিত হবে।

২৯৯. ভিত্তিহীন রুসুম পরিত্যাগ : প্রাক-ইসলামী যুগে আরও নিয়ম ছিল, হজ্জের ইহুরাম বেঁধে গৃহ ত্যাগের পর কোনও কারণে আবার গৃহে প্রবেশ করতে হলে তারা সম্মুখ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতো না। হয় দেয়াল টপকে, নয়ত পেছন দিক হতে সিঁধ কেটে ভেতরে ঢুকত এবং এটাকে একটা পুণ্যকর্ম মনে করত। আল্লাহ তা'আলা এটাকে ভ্রান্ত নীতি সাব্যস্ত করেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : প্রথম বাক্যে হজ্জের উল্লেখ ছিল এবং এ নির্দেশও হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত। তাই নির্দেশটি এস্থলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ বলেন, দৃশ্যত আয়াতে 'هٰذَا' দ্বারা হজ্জের মাসসমূহ বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ শাউওয়াল, যুল-কা'দাহ এবং যুল-হাজ্জাহর দশ দিন। হজ্জের ইহুরাম এর ভেতরে হওয়া অনিবার্য। তাফসীরে উসমানী — ১৬

(১৭০) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ ۝

১৭০. যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। ৩০০ কিন্তু কারও উপর সীমালংঘন করো না। ৩০১ নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।

লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, হজ্জ কি এই সময়ের মধ্যেই করতে হবে, না এর বাইরেও করার সুযোগ আছে? আল্লাহ তা'আলা জবাব দিলেন যে, হজ্জের মাস সমূহই হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত। এরই প্রসঙ্গে ইহরাম অবস্থায় গৃহে প্রবেশের নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, নিজের পক্ষ হতে কোন জায়য ও বৈধ কাজকে পূণ্যকর্ম সাব্যস্ত করা এবং তাকে দীনের অংশ বানিয়ে লওয়া অত্যন্ত গর্হিত ও নিষিদ্ধ কর্ম। এতদ্বারা বহু বিষয়ের বিদ্‌আত ও নিন্দনীয় হওয়া প্রমাণিত হয়।

৩০০. ইসলামের যুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক : হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সময় হতেই পবিত্র মক্কা ছিল নিরাপদ স্থান। সেখানে কেউ প্রাণের শত্রুকে পর্যন্ত বাগে পেলেও কিছু করতো না। পবিত্র মাস চতুষ্টয় অর্থাৎ যুল-কাদাহ, যুল-হাজ্জাহ, মুহাররাম ও রজব মাসও পবিত্র ও নিরাপত্তার মাস। সারা আরবে এ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকত। কেউ কাউকে কিছুই বলত না। হিজরী ৬ সনে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে উমরার উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা রওয়ানা হলেন। তিনি পবিত্র মক্কার নিকটবর্তী হতেই মুশরিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। মুসলিমগণকে সম্মুখে অগ্রসর হতে তারা বাধা দিল। শেষ পর্যন্ত এ ভাবে সন্ধি হয় যে, এ বছর তিনি উমরা ব্যতিরেকেই ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর এসে উমরা পালন করবেন। তখন তিনি পবিত্র মক্কায় তিন দিন নিরাপদে অবস্থান করতে পারবেন। পরবর্তী বছর অর্থাৎ হিজরী ৭ সনে যুল-কাদাহ মাসে যখন তিনি পবিত্র মক্কা রওয়ানা হন, তখন সাহাবায়ে কিরামের আশংকা হল, এ বছরও যদি পবিত্র মক্কাবাসীরা ওয়াদা খেলাফী করে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তা হলে আমরা কী করব? যদি যুদ্ধ করি, তা হলে নিষিদ্ধ মাস ও পবিত্র মক্কা নগরীতে সেটা কী করে সম্ভব? আর যুদ্ধ না করলে উমরা পালনের কী হবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর নির্দেশ আসে যে, এই নিষিদ্ধ মাসেও তারা যদি অঙ্গীকার লংঘন করে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তা হলে তোমরাও নির্দিধায় তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। হ্যাঁ, তোমাদের

(১৭১) وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝

১৭১. যেখানে তাদেরকে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান হতে তারা তোমাদের বহিস্কার করেছে তোমরাও সে স্থান হতে তাদেরকে বহিস্কার করবে। ৩০২ দীনে বাধার সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। ৩০৩ আর মসজিদুল হারামের নিকটে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। আর তারা নিজেরাই যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে। এটাই কাফিরদের পরিণাম। ৩০৪

পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা ও সীমালংঘন যেন না ঘটে। হুজ্জের আলোচনাক্রমে হুদায়বিয়ার উমরা এবং সে প্রসঙ্গে কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধের আলোচনা এসে যায়। তাই স্থানোপযোগী বিবেচনা করে জিহাদের কতিপয় নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। তারপর আবার হুজ্জের বিধান বর্ণিত হবে।

৩০১. যুদ্ধকালে সীমালংঘন করা যাবে না : সীমালংঘন করতে নিষেধ করার অর্থ, যুদ্ধকালে শিশু, নারী ও বৃদ্ধদেরকে যেন ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা না হয়। অনুরূপ হরম এলাকায় ভেতরে নিজেদের তরফ থেকে যেন যুদ্ধ শুরু করা না হয়।

৩০২. যেখানে পাবে মানে, হরমের ভিতরে হোক আর বাইরে হোক। 'যে স্থান হতে তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে' দ্বারা মক্কা নগরী বোঝান হয়েছে।

৩০৩. অর্থাৎ দীন হতে ফিরে যাওয়া বা অন্যকে ফেরানোর চেষ্টা করা, নিষিদ্ধ মাসে হত্যা করা অপেক্ষা জঘন্য গুনাহ। অর্থাৎ পবিত্র মক্কার হরমে কাফিরদের শিরক করা এবং অন্যকে শিরক করতে বাধ্য করা তো হরমের মধ্যে যুদ্ধ করা অপেক্ষা গুরুতর। কাজেই, হে মুসলিম! তোমরা কোনরূপ দ্বিধা করো না। সমানে সমান জবাব দিয়ে যাও।

৩০৪. অর্থাৎ পবিত্র মক্কা নিশ্চয়ই নিরাপত্তার জায়গা। কিন্তু তারাই যখন প্রথমে এটা লংঘন করেছে এবং তোমাদের উপর যুলম করেছে, সেই সঙ্গে ঈমান আনয়নে বাধা দিয়ে যাচ্ছে, তো এসব তো হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। কাজেই, এসব কারণে তাদের কোন নিরাপত্তা রইল না। তাদেরকে যেখানে পাও, সেখানেই হত্যা কর। শেষ পর্যন্ত যখন মক্কা বিজয় হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এই নির্দেশই প্রদান করেন যে, যে কেউ অস্ত্র বাগিয়ে আসবে, তাকেই হত্যা করবে। আর বাকি সকলকে তিনি নিরাপত্তা দেন।

(১৯২) فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(১৯৩) وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

(১৯৪) الشُّهُرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

১৯২. তারপর তারা যদি বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৩০৫
১৯৩. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যাবত না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহরই আইন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি তারা বিরত হয়, তবে যালিমদের ছাড়া আর কারও উপর কোন বাড়াবাড়ি করা হবে না। ৩০৬
১৯৪. সম্মানিত মাস সম্মানিত মাসের বিনিময়ে এবং সম্মান রক্ষায়ও সমতা আছে। কাজেই যে কেউ তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তোমরাও তার উপর আক্রমণ করবে, যে রূপ আক্রমণ সে তোমাদের উপর করেছে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। জেনে রেখ, আল্লাহ মুত্তাকীগণের সঙ্গে রয়েছেন। ৩০৭

৩০৫. অর্থাৎ এত কিছু পরও এখন যদি তারা মুসলিম হয়ে যায় এবং শিরক পরিহার করে, তবে তাদের তাওবা কবুল হবে।

৩০৬. কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কতক্ষণ চলবে? ৪ কাফিরদের সাথে তো যুদ্ধ এ জন্যই, যাতে যুলমের অবসান ঘটে এবং তারা কাউকে দীন হতে বিচ্যুত করতে না পারে। আর একমাত্র মহান আল্লাহরই আদেশ নিষেধ প্রতিষ্ঠিত থাকে। কাজেই তারা যখন শিরক হতে বিরত হবে, তখন যালিম ছাড়া আর কারও উপর আক্রমণ চালানো হবে না। অর্থাৎ যে অন্যায় ত্যাগ করল, সে আর যালিম থাকল না। কাজেই, তার উপর আর আক্রমণও চালিও না। হাঁ, যে ফিৎনা ফাসাদ হতে নিবৃত্ত হবে না, তাকে সাথেহে হত্যা কর।

(১৯৫) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

(১৯৬) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرَ ثُمَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۖ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ
كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

১৯৫. এবং আল্লাহর পথে ব্যয় কর। তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মাঝে
নিষ্ক্ষেপ করো না। ৩০৮ তোমরা সৎকাজ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্ম
পরায়নগণকে ভালবাসেন।
১৯৬. তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর। ৩০৯ তারপর
তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে যে কুরবানী সম্ভব তা তোমাদের
কর্তব্য। কুরবানীর পশু যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা মাথা মুণ্ডন
করো না। ৩১০ তোমাদের মধ্যে যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা তার
মাথায় ক্লেশ থাকে, তবে রোযা বা সাদাকা কিংবা কুরবানী দ্বারা তার
বদলা দিবে। ৩১১ তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন হজ্জের
সাথে উমরা মিলিয়ে যে কেউ লাভবান হতে চায় তার কর্তব্য যে
কুরবানী সম্ভব তা আদায় করা। ৩১২ আর যে ব্যক্তি কুরবানী পাবে
না, সে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত
দিন এই পূর্ণ দশ দিন রোযা রাখবে। ৩১৩ এই বিধান তার জন্য, যার
পরিবারবর্গ মাসজিদুল হারামের নিকটে থাকে না। ৩১৪ আর তোমরা
আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর
আযাব সুকঠিন।

৩০৭. সম্মানিত মাস অর্থাৎ যেই যুল-কাদাহ মাসে উমরার কাযা করতে চলেছো
এটা সেই সম্মানিত মাস যুল-কাদাহর পরিবর্তে বিগত বছর যে মাসে কাফিররা

তোমাদেরকে উমরা পালনে বাধা দিয়েছিল এবং পবিত্র মক্কায় প্রবেশ রোধ করেছিল। কাজেই, তোমরা সোৎসাহে তাদের থেকে বদলা লও। কেননা, আদব ও সম্মান রক্ষায়ও সমতা রয়েছে। অর্থাৎ কোন কাফির সম্মানিত মাসের সম্মান বজায় রাখে এবং এ মাসে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তবে তোমরাও অনুরূপ কর। যে পবিত্র মক্কাবাসীগণ বিগত বছর তোমাদের উপর যুলুম করেছিল, না সম্মানিত মাসের সম্মান বজায় রেখেছিল, না পবিত্র মক্কার হরমের এবং না তোমাদের ইহরামের কোন মর্যাদা দিয়েছিল। আর তোমরা তা সত্ত্বেও ধৈর্যধারণ করেছ। কিন্তু এ বারেও যদি তারা সর্বপ্রকার মর্যাদার প্রতি বৃদ্ধাংগুষ্ঠি দেখিয়ে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তোমরাও আর কোনরূপ সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করো না; বরং আগে-পরের সব বদলা নিয়ে নাও। তবে যা কিছু কর, তাতে মহান আল্লাহর ভীতির পরিচয় দিও। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন ও সাহায্য করেন, যারা তাঁকে ভয় করে চলে।

৩০৮. অর্থাৎ জিহাদ প্রভৃতি বিধানে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অর্থ ব্যয় করো, নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না, অর্থাৎ জিহাদ ত্যাগ করো না বা জিহাদে অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করো না। কেননা, তাহলে তোমরা দুর্বল এবং শত্রু শক্তিশালী হয়ে যাবে।

৩০৯. হজ্জের আলোচনার মাঝে জিহাদ সম্পর্কিত যে বক্তব্য স্থানোপযোগী ছিল তা শেষ করে এবারে হজ্জ ও উমরার বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। .

৩১০. হজ্জ ও উমরা পালনে বাধাপ্রাপ্ত হলে ৪ কেউ যখন হজ্জ বা উমরা আরম্ভ করে তথা তার ইহরাম বেঁধে ফেলে, তখন তা পূর্ণ করা আবশ্যিক হয়ে যায়। মাঝখানে ছেড়ে দেওয়া বা ইহরাম ভেঙে ফেলার অবকাশ নেই। হাঁ, কেউ যদি শত্রু বা অসুখ-বিসুখের কারণে মাঝখানেই আটকা পড়ে যায় এবং হজ্জ-উমরা পালনে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে তার জন্য কুরবানী ওয়াজিব, তা যাই তার পক্ষে সম্ভব, তবে সর্বনিম্ন পরিমাণ হুলো একটি ছাগল। সে কুরবানীর পশুটি কারও মাধ্যমে পবিত্র মক্কায় পাঠিয়ে দিবে এবং তাকে সময় নির্দিষ্ট করে বলে দিবে যে, এটি অমুক দিন পবিত্র মক্কার হরমের ভেতর যবেহু করবে। যখন মনে সাক্ষ্য দিবে যে, এখন সেটি হরমের ভেতর যবেহু হয়ে গেছে, তখন মাথা মুগুন করবে- এর আগে কিছুতেই নয়। এটাকে ইহুসার (বাধা প্রাপ্তি)-এর 'দম' (রক্ত প্রবাহ) বলে। যেহেতু হজ্জ বা উমরায় বাধাপ্রাপ্ত হলে এটা ওয়াজিব হয়।

৩১১. অর্থাৎ কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়ে, বা তার মাথায় কষ্ট, যখম ইত্যাদি কিছু হয়, তবে সে প্রয়োজনে ইহরাম অবস্থায় মাথা মুগুন করা তার জন্য জাযিয়। তবে তার বদলে তাকে তিন দিন রোযা রাখতে হবে। অথবা ছয়জন

(১৭৭) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، وَتَزُودُوا فَرَاتٍ خَيْرَ الزَّادِ الثَّقَوِي، وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۝

১৯৭. হজ্জের জন্য রয়েছে সুবিধিত কয়েকটি মাস। ৩১৫ তারপর যে কেউ এর মাঝে হজ্জ স্থির করে নেয়, তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রীর সাথে আবরণহীন হওয়া গুনাহ ও কলহ-বিবাদ করা জাযিয় নয়। তোমরা যা কিছু উত্তম কাজ কর তা আল্লাহ জানেন। ৩১৬ আর তোমরা পাথেয় সঙ্গে নিও, বস্ত্রত পাথেয়ের শ্রেষ্ঠ উপকারিতা হলো হাতপাতা হতে বেঁচে থাকা। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! তোমরা আমাকেই ভয় কর। ৩১৭

মিসকীনকে খানা খাওয়াবে কিংবা একটি ছাগল বা দুধা কোরবানী করবে। এটা হলো জিনায়াত (অপরাধ)-এর দম। যেহেতু ইহরাম অবস্থায় অসুস্থতার প্রয়োজনে নিরুপায় হয়ে ইহরাম-বিরুদ্ধে কাজ করার কারণে এটা ওয়াজিব হয়।

৩১২. হজ্জ-এ কুরবানীর বিধান : যেই মুহরিম (ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি) দুশমন ও রোগ-ব্যধি হতে নিরাপদ থাকে, চাই কোন প্রকার আশংকাই দেখা না দিক কিংবা শত্রুর ভয় ও অসুস্থতা দেখা দিলেও তার সে বিপদ অবিলম্বেই কেটে গেছে এবং তার হজ্জ ও উমরার কোন ক্রটি সাধিত হতে পারেনি, এরূপ ব্যক্তির জন্য হুকুম হলো এই যে, সে যদি হজ্জ ও উমরা উভয় আদায় করে থাকে, অর্থাৎ সে কিরান বা তামাত্তু করেছে, ইফরাদ করেনি, তবে তার জন্য একটি ছাগল কিংবা উট-গরু ইত্যাদির এক সপ্তাংশ কুরবানী করা ওয়াজিব। এটাকে কিরান ও তামাত্তু-এর দম বলে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নাম দিয়েছেন 'গুরানা দম'। তাঁর মতে এর গোশত কুরবানকারীর জন্য খাওয়া জাযিয়। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এটা জাবর (ক্ষতিপূরণ)-এর দম, এবং কুরবানীকারীর জন্য এর গোশত খাওয়া জাযিয় নয়।

৩১৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিরান বা তামাত্তু করেছে, আর সে কুরবানী করতে সক্ষম নয়, তার কর্তব্য হজ্জের দিনগুলোতে তিনটি রোযা রাখা, যার শেষটি হবে আরাফাত দিন তথা যিল-হজ্জের নয় তারিখ। আর সাতটি রোযা রাখবে হজ্জ সমাপনের পর। এই মোট দশটি রোযা তার জন্য ওয়াজিব।

৩১৪. অর্থাৎ কিরান ও তামাত্তু সেই ব্যক্তিই করতে পারে, যে হরমের অভ্যন্তরে বা তার নিকটে বাস না করে, বরং সে হিল্ল (বৈধ এলাকা) তথা মীকাতের বাইরের বাসিন্দা। যারা হরমের ভিতর বাস করে তারা যেন শুধু ইফরাদ হজ্জই পালন করে।

(১৯৮) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَيِّنَ الصَّالِّينَ ۝

১৯৮. তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। ৩১৮ তারপর তোমরা যখন আরাফাত হতে তাওয়াফের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন কর, তখন মাশআরুল-হারামের ৩১৯ নিকট আল্লাহকে স্মরণ করো এবং তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে তাকে স্মরণ কর। নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে অনবহিত। ৩২০

৩১৫. হজ্জের মাস সমূহ ৪ শাউওয়ালের প্রথম তারিখে হতে ঈদুল-আযহার সকাল অর্থাৎ যুল-হাজ্জাহর দশ তারিখের রাত পর্যন্ত সময়ের নাম 'আশহরে হজ্জ' অর্থাৎ হজ্জের মাসসমূহ। কেননা, হজ্জের ইহরাম এ সময়ের মধ্যেই বাঁধতে হয়। এর পূর্বে বাঁধা না জায়িয় বা মাকরুহ। আয়াতের সারমর্ম এই যে, হজ্জের জন্য কয়েকটি মাস নির্দিষ্ট এবং এটা সকলেই জানে। আরব মুশরিকরা নিজেদের স্বার্থে এতে যে পরিবর্তন সাধন করত সেটা সম্পূর্ণ বাতিল ও ভিত্তিহীন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ' মাসকে পিছিয়ে দেওয়া তো কেবল কুফরীকেই বৃদ্ধি করা। (৯ঃ৩৭)।

৩১৬. হজ্জ স্থির করা মানে, মনে নিয়্যাত এবং মুখে তালবিয়া পাঠসহ হজ্জের ইহরাম বাঁধা।

৩১৭. সামর্থানুযায়ী হজ্জের পাথেয় সঙ্গে নিতে হবে ৪ প্রাক-ইসলামী যুগে আরও একটি ভ্রান্ত নীতি যে, তারা পথ খরচা ব্যতীত হজ্জ যাওয়াকে পূণ্যের কাজ মনে করত এবং এটাকে 'তাওয়াক্কুল' বলত। এভাবে হজ্জ গিয়ে তারা সকলের কাছে হাত পেতে বেড়াত। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন, যার সামর্থ আছে সে পথ খরচা নিয়েই সেখানে যাবে, যাতে নিজে শিক্ষা করা হতে বাঁচতে পারে এবং অন্যকেও বিরক্ত না করে।

৩১৮. হজ্জের সফরে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যেতে পারে ৪ হজ্জের সফরে যদি ব্যবসা-বাণিজ্য কর তাতে গুনাহ নেই। বরং এটা বৈধ কাজ। মানুষের মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল যে, ব্যবসা করলে হয়ত হজ্জের ক্ষতি হবে। জানিয়ে দেওয়া হল যে, যার মূখ্য উদ্দেশ্য হজ্জ, সে যদি সুযোগ মত ব্যবসাও করে, তবে তার সাওয়াব কমবে না।

(১৭৭) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(২০০) فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ

ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ

عِلَّةٌ مِنْ خَلْقٍ ۝

১৯৯. তারপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও (তাওয়াফের জন্য) সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৩২১

২০০. তারপর তোমরা যখন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করতে; বরং তার চেয়েও বেশী স্মরণ কর। ৩২২ মানুষের মধ্যে কতকে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে দাও। তাদের জন্য তো আখিরাতে কোন অংশ নেই।

৩১৯. মাস 'আরুল হারাম' : 'মাস' আরুল-হারাম' একটি পাহাড়ের নাম। মুযদালিফায় অবস্থিত। ইমাম এর উপর অবস্থান করেন। এ পাহাড়ে অবস্থান করা উত্তম। তবে সমগ্র মুযদালিফার যেখানেই অবস্থান করা হোক তা বৈধ, কেবল মুহাস্সার উপত্যকা ব্যতিক্রম।

৩২০. অর্থাৎ মহান আল্লাহকে স্মরণ কাফিররাও করত, কিন্তু তা হত শির্ক মিশ্রিত। সেরূপ স্মরণ বৃথা। বরং তোমাদেরকে যেই তাওহীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে অনুযায়ীই স্মরণ করবে।

৩২১. প্রাক-ইসলামী যুগের আরও একটু ভ্রান্তি ছিল যে, পবিত্র মক্কার লোক আরাফায় যেত না। আরাফা হরমের বাইরে। তারা হরমের শেষ সীমানা অর্থাৎ মুযদালিফায় গিয়ে অবস্থান করত। পবিত্র মক্কার কুরায়শ ব্যতীত বাকি সব লোক আরাফায় পৌঁছত এবং সেখান থেকে তাওয়াফের জন্য পবিত্র মক্কা ফিরে আসত। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেখান থেকে অন্যান্য মানুষ তাওয়াফ করতে আসে, তোমরাও গিয়ে সেখান থেকেই প্রত্যাবর্তন কর। অর্থাৎ আরাফা হতে আর পূর্বের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হও।

তাকসীরে উসমানী — ১৭

(২.১) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

(২.২) أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

২০১. আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।

২০২. এসব লোকের জন্যই রয়েছে তাদের উপার্জনের হিসসা। ৩২৩ আর আল্লাহ তো দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ৩২৪

৩২২. অর্থাৎ ১০ই যুল-হাজ্জাহ যখন পাথর নিক্ষেপ, কুরবানী, মাথাগুণ, তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ ইত্যাদি হজ্জের কার্যাবলী হতে অবসর হও, তখন মিনায় অবস্থানকালীন সময়ে মহান আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ কর, যেমন কুফরীকালে (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) নিজেদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করতে। বরং তদপেক্ষাও বেশী স্মরণ করা উচিত। তাদের প্রাচীন রীতি ছিল হজ্জ সমাপনান্তে তিন দিন মিনায় অবস্থান করত এবং সেখানে মেলা বসাত। এ সময় তারা নিজেদের বাপ-দাদাদের নিয়ে বড়াই করত ও তাদের কীর্তিকলাপ চর্চা করত। আল্লাহ তা'আলা এটা নিষেধ করে দেন এবং এ দিনগুলিতে মহান আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর মহিমা কীর্তনের নির্দেশ দেন।

৩২৩. পূর্বে বলা হয়েছিল যে, মহান আল্লাহকেই স্মরণ কর, আর কাউকে করো না। এবারের বলা হলো, মহান আল্লাহকে স্মরণকারী এবং তার নিকট দু'আ মোনাজাতকারীগণও আবার দুই রকমের। এর প্রকারের কামনা শুধু দুনিয়া। তারা দু'আ করে শুধু এই যে, আমাদেরকে যে ধন-দৌলত, সম্মান ইত্যাদি যা দেওয়া হবে, তা ইহলোকেই দিয়ে দেওয়া হোক। এই প্রকারের লোক আখিরাতে নি'আমত রাশি হতে বঞ্চিত থাকবে। দ্বিতীয় প্রকারের লোক হলো আখিরাতে প্রত্যাশী। তারা দুনিয়ার কল্যাণ অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগীর তাওফীক এবং আখিরাতে কল্যাণ তথা সাওয়াব, রহমত ও জান্নাত উভয়ই আশা করে। এরা আখিরাতে তাদের হজ্জ এবং যাবতীয় কল্যাণ কামনার পূর্ণ অংশ লাভ করবে।

৩২৪. অর্থাৎ কিয়ামতে সকলের নিকট থেকেই মুহূর্তের ভিতর হিসাব নিয়ে নিবেন। কিংবা এরূপ বলুন, তোমরা কিয়ামতকে দূরে মনে করো না। বরং কিয়ামত আসন্ন। তা থেকে কোনও উপায়ে নিষ্কৃতি সম্ভব নয়। কাজেই তার চিন্তা হতে উদাসীন থেকে না।

(২.৩) وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا
التَّقْوَىٰ عَلَيْهِ ۖ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِيْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

(২.৪) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ
اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝

২০৩. তোমরা গণনার (নির্দিষ্ট) কয়েকদিন আল্লাহকে স্মরণ করো। ৩২৫ যদি কেউ দুই দিনের ভেতর তাড়াতাড়ি চলে আসে, তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ থেকে যায়, তবে তারও পাপ নেই যে আল্লাহকে ভয় করে। ৩২৬ আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রেখ, তোমরা সকলে তাঁরই নিকট সমবেত হবে। ৩২৭

২০৪. মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে, পার্থিব জীবনের কাজ কর্মে যার কথা তোমাকে মুগ্ধ করে, আর যে তার অন্তরের কথা সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ঘোর কলহপ্রবণ।

৩২৫. 'أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ' বলতে কি বুঝায়? ৪ গণনার (নির্দিষ্ট) কয়েক দিন বলতে যুল-হাজ্জাহর ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ বোঝান হয়েছে। এ সময়ে হজ্জ শেষ করে মিনায় অবস্থান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সময় পাথর নিক্ষেপকালে এবং প্রত্যেক সালাতের পর তাক্বীর বলা বিধেয়। তাছাড়া এ দিনগুলিতে অন্যান্য সময়ও বেশী বেশী তাক্বীর পাঠ ও মহান আল্লাহর যিক্র করা উচিত।

৩২৬. অর্থাৎ পাপ তো হলো শরী'আতের নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার না করা। কিন্তু যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং হজ্জের সময়কালে তাক্বওয়া অবলম্বন করে তারা যদি মিনায় দুই বা তিন দিন অবস্থান করে এবং মহান আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকে তার কোন পাপ নেই। তিন দিন অবস্থান করাই উত্তম, তবে উভয়ই জাযিয়।

৩২৭. সর্বদাই আল্লাহকে ভয় করতে হবে ৪ কেবল হজ্জের সময়ই নয়, বরং সর্বদা সব কাজে মহান আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, হিসাব-নিকাসের জন্য তোমাদের সকলকেই কবর হতে উঠে তার নিকট সমবেত হতে হবে। হজ্জের আলোচনা শেষ উপসংহারে وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ এবং فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ বলে যে দুই প্রকার লোক অর্থাৎ কাফির ও মু'মিনের লক্ষ্যবস্তু তুলে ধরা হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে তৃতীয় প্রকার লোক অর্থাৎ মুনফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

(২.৫) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۝

(২.৬) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۝ وَ
لَبِئْسَ الْيِهَادُ ۝

(২.৭) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۝ وَاللَّهُ رَءُوفٌ
بِالْعَبَادِ ۝

২০৫. যখন সে তোমার নিকট হতে প্রস্থান করে তখন সে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং ক্ষেত খামার ও জীব জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে। আল্লাহ্ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে পসন্দ করেন না।

২০৬. যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহ্কে ভয় কর, তখন আত্মাভিমান তাকে পাপকর্মে লিপ্ত করে। কাজেই জাহান্নামই তার উপযুক্ত, নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট ঠিকানা। ৩২৮

২০৭. এবং মানুষের মধ্যে এক ব্যক্তি এমন যে, সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ৩২৯ আত্ম-বিক্রয় করে দেয়। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। ৩৩০

৩২৮. মুনাফিকদের অবস্থা : মুনাফিকদের অবস্থা হলো, তারা প্রকাশ্যে খোশামুদী করে এবং মহান আল্লাহ্কে সাক্ষ্য রেখে বলে, আমি সত্যবাদী, আমি ইসলামকে ভীষণ ভালবাসি। অথচ তারা মুসলিমগণের সাথে কলহ-বিবাদে কোন কমতি করে না। সুযোগ পেলে লুট-তরাজেও লিপ্ত হয়। যদি নিষেধ করা হয়, তা হলে জেদ চেপে বসে এবং আরও ঔদ্ধতের সঙ্গে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। বর্ণিত আছে, আখনাস ইব্ন শুরাইক নামে এক মুনাফিক অত্যন্ত বাকপটু ও মুখর ছিল। সে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আসত, তখন চরম নিষ্ঠা ও ইসলাম প্রীতি প্রকাশ করত। আর যখন চলে যেত তখন কারও ক্ষেতের ফসল জ্বালিয়ে দিত, কারও বা পশুর পা কেটে ফেলত। এরই প্রেক্ষিতে মুনাফিকদের দোষ বর্ণনায় এ আয়াতগুলো নাযিল হয়।

৩২৯. নিষ্ঠাবান পূর্ণাঙ্গ মু'মিনের পরিচয় : পূর্বের আয়াতসমূহে সেই মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছিল, যে দীনের পরিবর্তে দুনিয়া ক্রয় করত। তার বিপরীতে এ আয়াতে সেই নিষ্ঠাবান পূর্ণাঙ্গ মু'মিনের উল্লেখ করা হয়েছে, যে দুনিয়া ও জানমাল সবকিছু দীনের জন্য ব্যয় করে। বর্ণিত আছে, হযরত সুহায়ব রুমী (রা.)

(২.৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

২০৮. হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাঙ্গিকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর^{৩৩১} এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।^{৩৩২}

হিজরত করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসছিলেন। পথিমধ্যে মুশরিকরা তাঁকে ঘিরে ফেলে। সুহায়ব (রা.) বললেন, তোমরা যদি আমাকে মদীনাতে যেতে দাও এবং হিজরতে বাধা না দাও তা হলে আমার বাড়ী-ঘর ও যাবতীয় সম্পত্তি তোমাদের দিয়ে দেব। এতে তারা রাযি হয়ে গেল এবং তিনি মদীনাতে চলে আসলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিষ্ঠাবানদের প্রশংসায় এ আয়াত নাযিল হয়।

৩৩০. এটা তাঁর কত অনুগ্রহ যে, নিজ বান্দাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য জানমাল উৎসর্গ করার তাওফীক দিয়েছেন। তা ছাড়া জানমালের প্রকৃত মালিক তো আল্লাহ তা'আলাই। এমতাবস্থায় জান্নাতের বদলে তা কিনে নেওয়া নিছক তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত আর কী হতে পারে?

৩৩১. 'সর্বাঙ্গিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করার' মর্ম : পূর্বের আয়াতে নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের প্রশংসা ছিল, তাতে মুনাফিকী ও কপটতা রদ করা উদ্দেশ্য ছিল। এবারে বলা হয়েছে যে, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলাম অবলম্বন কর। অর্থাৎ যাহির ও বাতিনে, আকীদা-আমলে কেবল ইসলামী অনুশাসনই মেনে চল। এমন যাতে না হয় যে, নিজের বুদ্ধিতে অথবা অন্য কারও নির্দেশে কোন বিষয় গ্রহণ করে নিয়েছ বা কোন কাজ করতে শুরু করেছ। এর দ্বারা বিদ্'আতের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। কেননা, বিদ্'আতের স্বরূপ তো এটাই যে, কোন বিশ্বাস বা কর্মকে কোনও কারণে উত্তম মনে করে নিজের পক্ষ হতে তাকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। উদাহরণ স্বরূপ, সালাত ও রোযা উৎকৃষ্টতম ইবাদত। কিন্তু কেউ যদি এ ইবাদতও নিজের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করে লয়, যেমন ঈদের দিন ঈদগাহে নফল নামায পড়া, লাগাতার সারা বছর ধরে রোযা রাখা, তবে এটা বিদ্'আত হবে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, নিষ্ঠার সাথে ঈমান আন এবং বিদ্'আত পরিহার কর। ইয়াহুদীদের মধ্যে কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তারা ইসলামের বিধিবিধান পালন করার সাথে সাথে তাওরাতের বিধানও রক্ষা করতে চাইত। যেমন শনিবার দিবস উদ্‌যাপন করা, উটের গোশত ও দুধ নিষিদ্ধ মনে করা ও তাওরাত পাঠ করা ইত্যাদি। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়, যদ্বারা বিদ্'আতের দুয়ার বন্ধ করা হয়।

(২.৭) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

(২১.০) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

২০৯. আর যদি সুস্পষ্ট আদেশ তোমাদের নিকট আসার পরও তোমরা পদস্থলীত হও, তা হলে জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। ৩৩৩

২১০. তারা কি এরই পাণে তাকিয়ে আছে যে, আল্লাহ ও ফিরিশ্তাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের নিকট উপস্থিত হবেন এবং সব কিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে? সমস্ত বিষয় আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। ৩৩৪

৩৩২. শয়তান তোমাদের অন্তরে ওয়াস্‌ওয়াসার মাধ্যমে ভিত্তিহীন বস্তুর বীজ বপন করে এবং দীনের মাঝে বিদ্‌আত দাখিল করিয়ে তোমাদের দীন নষ্ট করে। আর তোমরা তা পসন্দও কর।

৩৩৩. আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় : শরী'আতে মুহাম্মাদীর সুস্পষ্ট বিধানাবলী জ্ঞাত হওয়ার পরও যদি কেউ তাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করে তা হলে ভাল করে জেনে রেখ আল্লাহ পাক মহা পরাক্রান্ত। যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন। কেউ তার শাস্তি রোধ করতে পারবে না। সেই সঙ্গে তিনি প্রজ্ঞাময়ও, যা করেন সত্য ও উপযোগীতা অনুসারেই করেন, তা শাস্তিই দিন আর ক্ষণিকের অবকাশেই দিন। অর্থাৎ তিনি তড়িঘড়িও করেন না, ভুলেও যান না এবং তিনি ইনসার্ক বিরুদ্ধ ও অসমীচীন কোনও আদেশও করেন না।

৩৩৪. অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট আদেশ-নিষেধ সত্ত্বেও তাদের হঠকারিতা হতে বিরত হয় না, তাদের তো রাসূল ও কুরআনে কোন বিশ্বাস নেই। এখন শুধু এটারই অপেক্ষা যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফিরিশ্তাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবেন এবং পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়, যা কিনা কিয়ামতের কাজ, তা এখনই সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ শাস্তি প্রভৃতি তো মহান আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, সকল ফয়সালা তাঁরই নিকট হতে জারি হবে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কাজেই, তোমরা ঘাবড়াও কেন ?

(২১১) سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ طَوْمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ
اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

(২১২) زَيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَن يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর, আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি। ৩৩৫ আল্লাহর অনুগ্রহ আসার পরও কেউ তার পরিবর্তন সাধন করলে, আল্লাহর শাস্তি তো অতি কঠোর। ৩৩৬

২১২. কাফিরদের পার্থিব জীবনের উপর আসক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা মু'মিনদেরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। ৩৩৭ আর যারা মুত্তাকী কিয়ামতের দিন তারা কাফিরদের উর্ধ্বে থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয়ক দান করেন। ৩৩৮

৩৩৫. এরপূর্বে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট নিষেধের পর তার বিরোধিতা করলে শাস্তি অনিবার্য। এবারে তারই সমর্থনে বলা হচ্ছে, তোমরা বনী ইসরাঈলকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না, আমি তাদের নিকট কত রকমের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নির্দেশাবলী পাঠিয়ে ছিলাম, কিন্তু তারা যখন তা অমান্য করতেই থাকে তখন তারা শাস্তিতে নিঃপতিত হয়। আমি প্রথমেই তাদেরকে শাস্তি দেইনি।

৩৩৬. আল্লাহর নির্দেশাবলী পরিবর্তনের শাস্তি কঠোর : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ নীতি স্থিরীকৃত। যে, যে কেউ মহান আল্লাহর হিদায়াতপূর্ণ নির্দেশাবলী পরিবর্তন করে ফেলে এবং তাঁর অনুগ্রহ ও নি'আমত রাজির অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তখন সে পরিবর্তনকারীর উপর তাঁর শাস্তি কঠিন হয়ে থাকে। তাকে ইহজীবনে হত্যা করা হয়, তার অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠিত হয় অথবা জিয়্যা আদায় করে লাঞ্ছনার জীবন যাপনে সে বাধ্য হয়। আর কিয়ামতে স্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ তো আছেই।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : 'অনুগ্রহ আসার' অর্থ তার জ্ঞান অর্জিত হয়ে যাওয়া অথবা বিনা কষ্টে তা লাভ করা।

৩৩৭. 'তারা মু'মিনদেরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে' এর মর্ম : কাফিররা যে, মহান আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশাবলী এবং তাঁর নবীর বিরোধিতা করে, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। তার কারণ এই যে, তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার সৌন্দর্য ও ভালবাসা এমনভাবে গোঁথে গেছে, যার বিপরীত আখিরাতে সুখ-দুঃখ তাদের কল্পনায় ঠাই পায় না। বরং মুসলিমগণ আখিরাতে চিন্তায় বিভোর এবং মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে

(২১৩) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ سَوَّانًا نَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

২১৩. সমস্ত মানুষ একই ধর্মে ছিল। তারপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে সত্য কিতাব নাযিল করেন। মানুষের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করার জন্য, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ সৃষ্টি করেছিল। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারাই স্পষ্ট নির্দেশ তাদের নিকট আসার পরে পারস্পরিক বিদ্বেষবশত সে কিতাব সম্বন্ধে মতবিরোধ সৃষ্টি করে। তারপর আল্লাহ মু'মিনগণকে নিজ নির্দেশে পথ প্রদর্শন করেন সেই সত্য বিষয়ের, যা নিয়ে তারা বিবদমান ছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান। ৩৩৯

মশগুল থাকার কারণে তারা তাদেরকে উপহাস করে এবং তুচ্ছ জ্ঞান করে। কাজেই, এরূপ নির্বোধ এবং মন-পূজারীদের পক্ষ হতে মহান আল্লাহর আদেশ পালনের আশা কী করে করা যেতে পারে? মুশরিক নেতৃবর্গ হযরত বিলাল (রা.) আশ্মার (রা.) সুহায়ব (রা.) ও দরিদ্র মুহাজিরগণকে দেখে ঠাট্টা-বিদ্রোপ করে বলত, এইসব নির্বোধদের দেখ, আখিরাতে চিন্তায় দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়েছে। আর মুহাম্মদ (সা.)-কেই দেখ না, এই সব দীন দরিদ্রদের সাহায্যে আরব নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখে এবং সারা জাহানের সংশোধন করার ইচ্ছা রাখে।

৩৩৮. ধন-সম্পদ ও মান-সন্মান আল্লাহরই দান : আল্লাহ তা'আলা তাদের জবাবে বলেন, তারা যে দুনিয়া মাঝে এত মাতোয়ারা এটা তাদের চরম মূর্খতা এবং ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। তারা জানে না এই দীন-দরিদ্ররাই কিয়ামতের দিন তাদের উদ্ধে থাকবে। মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ইহকাল ও পরকালে অপরিমিত রিয়ক দান করেন। কাজেই, যেই দীন দরিদ্রদের নিয়ে কাফিররা হাঁসত আল্লাহ পাক তাদেরকেই বনু কুরায়যা ও বনু নাযীরের ধন-সম্পত্তি এবং রোম-পারস্যের রাজত্বের অধিকারী করেন।

৩৩৯. মহান আল্লাহ তাদেরকেই সরল পথ দেখান যারা তা অব্বেষণ করে : হযরত আদম (আ.) হতে কিছুকাল যাবৎ একই সত্য দীন চলে আসছিল। অতঃপর

তার বংশধরগণ দীন নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করে। তখন আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। তাঁরা মু'মিন ও অনুগতদেরকে সাওয়াবের সুসংবাদ দিতেন এবং কাফির ও অবাধ্যদেরকে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করতেন। তাদের সঙ্গে সত্য কিতাবও অবতীর্ণ করা হয়। যাতে মানুষের মতবিরোধ কলহের নিরসন হয় এবং তাদের সে মতবিরোধ হতে সত্য দীন নিরাপদ ও প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারপর মহান আল্লাহর বিধি-নিষেধ সম্পর্কে মতভেদ সেইসব লোকই সৃষ্টি করে যারা সে কিতাবসমূহ লাভ করেছিল। যেমন, ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় তাওরাত ও ইনজীল নিয়ে মতভেদ ও তাতে বিকৃতি সাধন করেছিল। তাদের সে মতভেদ অজ্ঞতাপ্রসূত ছিল না; বরং জ্ঞাতসারেই কেবল দুনিয়ার ভালবাসা এবং হিংসা বিদ্বেষের বশবর্তীতে তারা তাতে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে মু'মিনগণকে সত্য পথ দেখান এবং বিভ্রান্তিকর মতবিরোধ হতে তাদেরকে রক্ষা করেন। যেমন, হযরত রাসূলে কারীম (সা.)-এর উম্মাতকে সকল প্রকার আকীদা-বিশ্বাস ও কাজ-কর্মে যা সত্য-সঠিক তার তা'লীম দেন এবং ইয়াহুদী-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মতবিরোধ, বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্যজনিত প্রান্তিকতা হতে তাদেরকে রক্ষা করেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ আয়াত দ্বারা দু'টি বিষয় জানা গেল।

এক. আল্লাহ তা'আলা যত কিতাব ও নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আলাদা পথের তা'লীম দেওয়া ছিল না। বরং মৌলিকভাবে আল্লাহ তা'আলা সকলের জন্য একই পথ নির্দিষ্ট করেছেন। যখন মানুষ সে পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে তখনই আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন ও কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে তারা সেই পথে ফিরে আসে। তারপর তারা যখন আবারও পদস্থলীত হয়েছে, তখন মহান আল্লাহ পুনরায় তাদেরকে সেই একই পথে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নতুন নবী ও কিতাব পাঠিয়েছেন। এর উদাহরণ এইরূপ যে, সুস্থাবস্থা তো একটি কিন্তু রোগ-ব্যাধি অগণিত। যখন কোনও একট ব্যাধি দেখা দিল তখন সেই অনুযায়ী ওষুধ পথ্য দেওয়া হল। তারপর আরেক ব্যাধি দেখা দিল এবং তখন সেই অনুযায়ী ওষুধ পথ্য দেওয়া হল। সবশেষে এমন পস্থা ও নিয়ম-নীতি বাতলে দেওয়া হল, যা সর্ব প্রকার রোগ হতে উপশম করবে এবং সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে। বস্তুত, এটাই হলো ইসলাম, যে জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) প্রেরিত হয়েছেন এবং কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে।

দুই. এটা মহান আল্লাহর শাস্ত বিধান যে, সর্বকালেই মন্দ লোকেরা প্রেরিত নবীর বিরোধিতা এবং আসমানী কিতাব নিয়ে মতভেদ করতে ভালবেসেছে এবং তাতে লিপ্ত থেকেছে। কাজেই বর্তমানকালেও বিরুদ্ধবাদী কাফিরদের দুষ্ট আচরণ ও দুর্বৃত্তপনায় মুসলিমগণের হত্যাদ্যম হওয়া উচিত নয়।

তাকসীরে উসমানী —

(২১৪) اَمْرَحَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَآءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللّٰهُ ۚ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ ۝

(২১৫) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا اَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلّٰهِ الدِّينُ وَالْآٰقِرَةُ بَيْنَ وَآلِيَّتِي ۚ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

২১৪. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনও তোমাদের উপর দিয়ে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থা অবিবাহিত হয়নি। অর্থ-সংকটও দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা প্রকম্পিত হয়েছিল। এমন কি রাসূল এবং তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? শোন! আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। ৩৪০

২১৫. তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যয় করবে? ৩৪১ বলে দাও, যে ধন-সম্পদই তোমরা ব্যয় করবে, তা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা উত্তম কাজের যা-কিছুর কর না কেন নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত। ৩৪২

৩৪০. মু'মিনগণকে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে : পূর্বে বলা হয়েছে সব যুগেই আশ্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁদের উম্মাত শত্রুদের হাতে উৎপীড়িত হয়েছেন। এবারে মুসলিমগণকে বলা হলো, তোমরা কি এই আশা করছ যে, পূর্ববর্তী উম্মাতগণ যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল তোমরা তার সম্মুখীন না হতেই জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে? তারা তো এমন অভাব-অনটন, রোগ-ব্যাধি ও কাফিরদের পক্ষ হতে ভয়-সন্ত্রাসের সম্মুখীন হয়েছিল যে, উপায়ান্তর না দেখে নবী-উম্মাত উভয়ে বলে উঠেছিল, মহান আল্লাহ যে সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন তা কবে আসবে? অর্থাৎ মানবিক সীমাবদ্ধতার কারণে অস্থির হয়ে তাদের মুখ হতে এই নৈরাশ্যজনক কথা বের হয়ে গিয়েছিল। নবী ও মু'মিনগণের এই উক্তি মূলত কোন সন্দেহ প্রসূত ছিল না। এ সম্পর্কেই মাওলানা রুমী তাঁর মসনবীতে বলেনঃ

درکمان افتاد جان انبياء * زاتفاق منكرى اشقياء

(২১৬) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

২১৬. তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হল, ৩৪৩ যদিও তোমাদের কাছে এটা অপ্রিয় মনে হয়। ৩৪৪ কিন্তু সম্ভবত তোমরা যা পসন্দ কর না, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা পসন্দ কর তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর। আল্লাহু জানেন এবং তোমরা জান না। ৩৪৫

বরং অনন্যোপায় অবস্থায় মানবিক অক্ষমতার কারণে তাদের মুখ দিয়ে এটা উচ্চারিত হয়েছিল। এতে তাদের প্রতি কোনও প্রকার আপত্তি জাগতে পারে না। তারা এরূপ অবস্থায় উপনীত হওয়ার পরই মহান আল্লাহর রহমত তাদের দিকে রোখ করে এবং ইরশাদ হয়, শোন! মহান আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। তোমরা ঘাবড়িও না। কাজেই, হে মুসলিম জাতি! তোমরা পার্থিব জীবনের দুঃখ-কষ্টে এবং শত্রুদের দাপট দেখে ঘাবড়িও না; বরং ধৈর্য ধারণ কর এবং অবচিলতার পরিচয় দাও।

৩৪১. পূর্বের আয়াতগুলোতে মৌলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছিল, তোমরা কুফর ও মুনাফিকী পরিহার কর। ইসলামে সর্বাঙ্গিকভাবে দাখিল হয়ে যাও। মহান আল্লাহর আদেশের নিপরীতে আর কারও কথা শুনো না। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানার্থে জানমাল খরচ কর এবং সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যের পরিচয় দাও। এবারে সে মূলনীতির অন্তর্গত শাখা-প্রশাখা বিবৃত হয়েছে যা জানমাল, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। উদ্দেশ্য, উক্ত মূলনীতির বিশদ ব্যাখ্যা ও গুরুত্ব অন্তরে বদ্ধমূল করে তোলা।

৩৪২. মু'মিনগণ তাদের সম্পদ কোথায় ব্যয় করবে : কতিপয় বিত্তবান সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অর্থ-সম্পদ হতে তারা কী ব্যয় করবে এবং কার উপর ব্যয় করবে? তখন এ নির্দেশ আসে যে, তোমরা অল্প-বিস্তর যাই ব্যয় কর না কেন তা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য। অর্থাৎ সাওয়াব লাভের জন্য ব্যয় করতে চাইলে যতটুকু ইচ্ছা কর। এর কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। তবে ব্যয় অবশ্যই সেই সব খাতে কর, যা আমি জানিয়ে দিয়েছি।

৩৪৩. অর্থাৎ দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : রাসূলুল্লাহ (সা.) যতদিন পবিত্র মক্কায় ছিলেন, ততদিন যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি যখন, পবিত্র মদীনাতে হিজরত করেন, তখন যুদ্ধ

(২১৭) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ
عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ
وَكُمُ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

২১৭. পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। ৩৪৬ (হে রাসূল!) আপনি বলুন, এ সময় যুদ্ধ করা বড়ই অন্যায়। ৩৪৭ তবে আল্লাহর পথে বাধাদান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং তার লোকজনকে তা হতে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা গুরুতর পাপ। ৩৪৮ ফিতনা সৃষ্টির দ্বারা (মানুষকে দীনে বাধা প্রদান করা) হত্যা অপেক্ষা জঘন্যতর। ৩৪৯ কাফিররা তো সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন হতে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। ৩৫০ আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাঁর দীন হতে ফিরে যায় এবং কাফিররূপে মারা যায় ইহকাল ও পরকালে তার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তারাই জাহান্নামবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। ৩৫১

অনুমোদিত হয়। তবে কেবল সেই সকল কাফিরদের বিরুদ্ধে যারা নিজেরা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসে। পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণভাবে সর্বস্তরের কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। শত্রু যদি মুসলিমগণের বিরুদ্ধে আত্মসন চালায়, তবে তো জিহাদ ফরযে আইন, আর তা না হলে ফরযে কিফায়া। তবে ফিকহী মাসাইলের কিতাবসমূহের জিহাদের যে সমস্ত শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তা পাওয়া যেতে হবে। যে সকল কাফিরের সাথে মুসলিমগণ চুক্তিবদ্ধ বা যারা মুসলিমগণের নিরাপত্তাধীন, তাদের সাথে যুদ্ধ করা বা তাদের শত্রুদের সাহায্য করা মুসলিমগণের জন্য কখনই বৈধ নয়।

৩৪৪. অপ্রিয় মনে হওয়ার অর্থ মনের কাছে কঠিন এবং ভারী অনুভূত হয়। এমন নয় যে, প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকারযোগ্য মনে হয়, উপযোগীতা ও কল্যাণ বিরোধী পরিদৃষ্ট হয় এবং অসন্তুটি ও ঘৃণার কারণ বলে অনুভূত হয়। কাজেই এতটুকুর মাঝে আপত্তির

কিছু নেই। কেননা, মানুষের কাছে স্বভাবতই যখন জীবন অপেক্ষা প্রিয় আর কোন বস্তু নেই, তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ অপেক্ষা অপ্রিয় তো আর কিছু নাই হওয়া উচিত।

৩৪৫. কল্যাণ ও অকল্যাণের জ্ঞান আল্লাহরই : এটা অনিবার্য নয় যে, নিজেদের পক্ষে তোমরা যে বস্তুকে উপকারী বা ক্ষতিকারক মনে কর, বাস্তবেও তা ঠিক তেমনই হবে। বরং হতে পারে তোমরা একটি জিনিসকে নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মনে কর, কিন্তু বাস্তবে তা কল্যাণকর, আবার একটি জিনিসকে কল্যাণকর মনে কর, কিন্তু বাস্তবে তা অকল্যাণকর। তোমরা তো মনে করছ, জিহাদে জান-মাল উভয়ের ক্ষতি সাধিত হয় এবং জিহাদ পরিত্যাগ করলে উভয় রক্ষা হয়। কিন্তু তোমরা এটা জান না যে, জিহাদে ইহকাল পরকালের কী কী কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং জিহাদ না করলে কী কী ক্ষতি সাধিত হয়। তোমাদের লাভ লোকসান আল্লাহ তা'আলা জানেন, তোমরা জান না। কাজেই তিনি যে নির্দেশ দেন তাকে সত্য মনে কর এবং নিজেদের এ ধারণা পরিহার কর।

৩৪৬. হযরত রাসূলে কারীম (সা.) কাফিরদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। তারা কাফিরদের হত্যা করে গনীমত নিয়ে ফিরে আসেন। তাদের ধারণা ছিল সেদিন ছিল জুমাদাল-উখরার শেষ তারিখ, কিন্তু আসলে ছিল রজবের ১ম তারিখ, যা নিষিদ্ধ মাসের অন্তর্ভুক্ত। এতে কাফিররা এই বলে নিন্দা জানায় যে, মুহাম্মদ (সা.)-তো নিষিদ্ধ মাসকেও বৈধ করেছেন এবং নিজ সৈন্যদেরকে নিষিদ্ধ মাসে লুটতরাজের অনুমতি দিয়েছেন। মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাদের দ্বারা ভুলে এ কাজ হয়ে গেছে। এখন করণীয় কী? তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

৩৪৭. অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা অবশ্যই অন্যায়। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম তো নিজেদের জানামতে জুমাদাল-উখরায় যুদ্ধ করেছেন, নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ রজবে নয়। কাজেই তাদের এ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য। এতে আপত্তি করাই ন্যায়-বিরুদ্ধ।

৩৪৮. গুরুতর পাপসমূহ : মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেওয়া এবং নিজেও ইসলাম স্বীকার না করা, মানুষকে বায়তুল্লাহ দর্শনে বাধা দান করা এবং পবিত্র মক্কার বাসিন্দাদেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করা এসব তো নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা অপেক্ষাও গুরুতর পাপ, অথচ কাফিররা বরাবরই এসব করে আসছে। সারকথা, নিষিদ্ধ মাসে অহেতুক ও অন্যায়ভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নিশ্চয়ই ভীষণ পাপ। কিন্তু, যারা হরম ও পবিত্র এলাকায়ও কুফর বিস্তার করে, জঘন্য অপরাধ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং নিষিদ্ধ মাসেও মুসলিমগণকে উৎপীড়ন করতে ক্রটি করে না তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধা নেই। তা ছাড়া মুশরিকরা যেখানে এরূপ গুরুতর অপরাধে লিপ্ত সেখানে একটি ভ্রমাত্মক ক্রটির কারণে মুসলিমগণের নিন্দায় ফেটে পড়া বড়ই লজ্জাজনক কাজ।

(২১৮) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ০

২১৮. যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমতের আশাবাদী। আল্লাহ পরম ক্ষামাশীল, অতীব দয়ালু। ৩৫২

৩৪৯. ইসলামের বিরোধিতা, দীন গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক ও সন্ত্রাস সৃষ্টি জঘন্যতম পাপ : মানুষ যাতে দীন কবুল না করে, সেই অভিপ্রায়ে দীনে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা সেই হত্যা হতে শতগুণ বেশী জঘন্য, যা মুসলিমগণের দ্বারা নিষিদ্ধ মাসে হয়ে গেছে। মুশরিকদের অভ্যাস ছিল দীন ইসলামের মাঝে নানা রকম সন্দেহ জাগিয়ে তোলা, যাতে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ইসলাম কবুল না করে। কাজেই ভুলে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করার এ ঘটনা নিয়েই তারা যে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা শুরু করে দেয়। তারও উদ্দেশ্য কেবল এটাই ছিল, যাতে মানুষ ইসলাম গ্রহণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। সারকথা এই দাঁড়াল যে, মুসলিমগণের পক্ষ হতে সংঘটিত হত্যা নিয়ে মুশরিকদের নিন্দা করার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে দীন হতে ফিরিয়ে রাখা, যা উল্লিখিত হত্যা হতে শতগুণ বেশী গুরুতর ও নিন্দনীয়।

৩৫০. মুশরিকদের ইসলাম বিদ্বেষ : যতক্ষণ তোমরা সত্য দীনে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততক্ষণ এই মুশরিকরা কিছুতেই তোমাদের বিরোধিতা ও তোমাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে চেষ্টার কোন ক্রটি করবে না, তা মক্কার পবিত্র স্থান এবং পবিত্র মাসেই থেকে না কেন? তারা পবিত্র মক্কার হারাম এলাকার কোন মর্যাদা রেখেছিল, না পবিত্র মাসের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল। অহেতুক হিংসায় জ্বলে তারা মারতে ও মরতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কোনক্রমেই মুসলিমগণের পবিত্র মক্কায় প্রবেশ ও উমরা আদায়কে তারা সহ্য করে নিতে পারেনি। কাজেই, এরূপ হঠকারী সম্প্রদায়ের নিন্দা-সমালোচনার আর কী পরওয়া তোমরা করবে? তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পবিত্র মাসকে কেন বাধা মনে করা হবে?

৩৫১. দীন হতে ফিরে যাওয়ার ভয়াবহ পরিণতি : দীন ইসলাম হতে ফিরে যাওয়া এবং সে অবস্থায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্থির থাকা এমন গুরুতর আপদ, যা একজন লোকের জীবনভরের সংকর্ম ধুলিসাৎ করে দেয়। ফলে সে আর কোনরূপ মঙ্গলের উপযুক্ত থাকে না। ইহলোকে না জানমালের নিরাপত্তা থাকে, না বিবাহ-শাদী বহাল থাকে আর না সম্পত্তির উত্তরাধিকার বজায় থাকে। সেই সঙ্গে আখিরাতেও সে কোনও সাওয়াবের অধিকারী থাকে না এবং জাহান্নাম হতেও নিষ্কৃতি পাবে না। হাঁ,

(২১৭) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْبَيْسِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ذُو
 إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

২১৭. তারা আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান জিজ্ঞাসা করে। (হে রাসূল!) আপনি বলুন, ৩৫৩ উভয়ের মধ্যে পাপ এবং মনুষ্যের জন্য উপকারও আছে। তবে তাদের পাপ উপকার হতে অনেক বড়। ৩৫৪ আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কী ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যা উদ্ভূত। ৩৫৫ এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দেশাবলী ব্যক্ত করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর।

পুনরায় যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তা হলে এর পরবর্তী সৎকর্মসমূহের ফলাফল সে পুরোপুরি লাভ করবে।

৩৫২. পূর্বের আয়াত দ্বারা উপরিউক্ত সাহাবায়ে কিরাম তো একথা জানতে পারলেন যে, এ ঘটনা সম্পর্কে আমাদের পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু তাদের এই সন্দেহ ছিল যে, সে যুদ্ধের কোনও সাওয়াব লাভ হবে কি না। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় যে, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং মহান আল্লাহর পথে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, সে যুদ্ধে তাদের কোনও ব্যক্তি স্বার্থও ছিল না, তারা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে। তারা এর উপযুক্ত। আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। এরূপ অনুগত বান্দাদের তিনি কিছুতেই বঞ্চিত করবেন না।

৩৫৩. মদ ও জুয়া সম্পর্কে বেশ ক'টি আয়াত নাযিল হয় এবং প্রত্যেকটি এর দোষ বর্ণনা করা হয়। সবশেষে সূরা মায়িদার আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষেধ করে দেওয়া হয়। এমন নেশাকর যে কোনও বস্তু নিষিদ্ধ। অনুরূপ হার-জিতের কাজে উভয় পক্ষ হতে শর্ত আরোপিত হলে তাও হারাম। এক দিক হতে শর্ত হলে তা হারাম নয়।

৩৫৪. মধ্যপান ও জুয়া খেলার বিধান : মদ পান করলে বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, যা সকল প্রকার নিন্দনীয় কাজে মানুষকে জড়িয়ে দেয়। ফলে খুন-খারাবি ও নানা রকম অন্যায় কাজ অবলীলায় ঘটে যায়। নানা রকম আত্মিক-রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হয়। অনেক সময় তা ধ্বংসেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জুয়া খেলার দ্বারা হারাম খাওয়া থেকে গুরু করে চুরি, ধন-সম্পদ ও পরিবাবর্গের ধ্বংস সাধন, পারম্পরিক শত্রুতা এবং এরূপ নানা রকম প্রকাশ্য ও গোপন অনিষ্টের সূত্রপাত ঘটে। হাঁ, এর মাঝে আপাত দৃষ্টিতে

(২২.) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

২২০. দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়বলী সম্বন্ধে ৩৫৬ আর তারা আপনাকে ইয়াতীমদের বিধান জিজ্ঞাসা করে। ৩৫৭ আপনি বলুন, তাদের কাজের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের খরচাদি মিলিয়ে নাও, তবে তারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহর জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। ৩৫৮ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করতেন। ৩৫৯ নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। ৩৬০

কিছু উপকারও লক্ষ্য করা যায়, যেমন মদ পান করলে এক প্রকার কৃত্রিম হর্ষ ও আনন্দ লাভ হয় এবং জুয়া খেলার দ্বারা বিণাশ্রমে অর্থলাভ হয়।

৩৫৫. আল্লাহর পথে ব্যয়ের পরিমাণ : মহান আল্লাহর পথে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে। নির্দেশ হল, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে। কেননা, আখিরাতের যেমন, তেমনি ইহকালেরও জন্যও চিন্তা থাকা চাই। সমুদয় অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজ প্রয়োজন কী ভাবে মেটানো হবে? যে সব দায়-দায়িত্ব তোমার উপর চাপানো রয়েছে তাই বা পূরণ করবে কী উপায়ে? এ ভাবে কে জানে তোমরা তখন কত রকম ইহকালীন ও পরকালীন অনিষ্টের শিকার হবে।

৩৫৬. অর্থাৎ ইহকাল নশ্বর, কিন্তু নানারকম প্রয়োজনের স্থান আর পরকাল অবিনশ্বর এবং সেটা পুরস্কার লাভে জায়গা। তাই, চিন্তা ভাবনা করে উভয় স্থানের জন্য তার অবস্থা অনুযায়ী ব্যয় করা উচিত। দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণকে সামনে রেখেই অর্থব্যয় করা দরকার। বিধি-বিধান স্পষ্ট করে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এটাই যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাবে।

৩৫৭. ইয়াতীমের সম্পদ ব্যয় নির্বাহের পদ্ধতি : কতিপয় লোক ইয়াতীমের অর্থ-সম্পত্তিতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করত না। তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল- لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ - সদুদ্দেশ্য ছাড়া ইয়াতীমের সম্পত্তি নিকটবর্তী হবে না (৬ : ১৫২)। অন্যত্র ইরশাদ হয়- إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى - যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে (৪ : ১০) এর ফলে যারা ইয়াতীমদের লালন-পালন করত, তারা ভয় পেয়ে যায়। তারা ইয়াতীমদের খাওয়া-দাওয়াসহ

(২২১) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مُمْسِكَةٍ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْغَفْرِ ۚ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

২২১. মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করো না। মুশরিক স্ত্রী অপেক্ষা মু'মিন ক্রীতদাসীই উত্তম, যদিও মুশরিক স্ত্রী তোমাদের ভাল লাগে। আর ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমরা বিবাহ দিও না। মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা মু'মিন ক্রীতদাসই উত্তম, যদিও সে মুশরিককে তোমাদের ভাল লাগে। ৩৬১ তারা তো তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকে। ৩৬২ আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে ডাকেন এবং মানুষের জন্য আপন নির্দেশাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

যাবতীয় খরচাদি পৃথক করে ফেলে। কেননা, একত্রে থাকলে অনেক সময় ইয়াতীমেরটাও খাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু এর ফলে নতুন এক সমস্যা দেখা দিল। ইয়াতীমের জন্য কোনও কিছু তৈরী করার পর যা বেঁচে থাকত, তা নষ্ট হয়ে যেতে লাগল, যা ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। এই সতর্কতার ফলে উল্টো ইয়াতীমের ক্ষতি হতে লাগল। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উত্থাপিত হলে তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

৩৫৮. ইয়াতীমের কল্যাণ উদ্দেশ্যে থাকা চাই : উদ্দেশ্য তো কেবল ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ রক্ষা ও তার সুব্যবস্থা করা। কাজেই, যে ক্ষেত্রে পৃথক করলে ইয়াতীমের উপকার হয়, সে ক্ষেত্রে পৃথক করাই বাঞ্ছনীয়, আর যেখানে একত্র করাই লাভজনক মনে হয়, সেখানে যদি তাদের খরচাদি তোমাদের সাথে একত্র করে নাও এবং একবার তাদেরটা খেয়ে অন্যবার তোমাদেরটা তাদের খাওয়াও, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। কেননা, ইয়াতীম শিশু তো তোমাদেরই দীনি বা বংশীয় ভাই। ভাই-বেরাদরের মধ্যে পরস্পরে একত্রীকরণ এবং নিজে খাওয়া ও অন্যকে খাওয়ানো অন্যায় নয়। হাঁ, ইয়াতীমদের যাতে কল্যাণ হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ ভাল করেই জানেন যে, এই একত্রীকরণের মাঝে কার উদ্দেশ্য অর্থ আত্মসাৎ ও ইয়াতীমের ক্ষতিসাধন করা আর কার উদ্দেশ্য ইয়াতীমের কল্যাণ সাধন ও তার উপকার করা।

(২২২) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

২২২. তারা আপনাকে রজঃস্রাবের বিধান জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তা নাপাকী। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাক^{৩৬৩} এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না।^{৩৬৪} সুতরাং তারা যখন উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।^{৩৬৫} নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন।^{৩৬৬}

৩৫৯. কঠোরতা আরোপ করার অর্থ পানাহারে ইয়াতীমদেরকে একত্র করাকে কোনক্রমেই বৈধ করতেন না-তাতে ব্যবস্থা যতই ভাল হোক না কেন। অথবা অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছায়ও যদি কোন কমবেশী হয়ে যায়, তবুও তার কৈফিয়ত নিতেন।

৩৬০. অর্থাৎ তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে কঠিন আদেশও করতে পারেন, যেহেতু তিনি মহা পরাক্রমশালী, কিন্তু তা না করে সহজ আদেশ করেছেন। কেননা, তিনি কল্যাণ ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করে থাকেন।

৩৬১. বিধর্মী ও মুশরিক নারী পুরুষকে বিবাহ সম্পর্কীয় বিধান ৪ প্রথম দিকে মুসলিম পুরুষ ও কাফির নারী কিংবা এর বিপরীত উভয় অবস্থায় বিবাহের অনুমতি ছিল। এ আয়াতে তা রহিত করা হয়েছে। মুশরিক নর-নারীর সাথে মুসলিমের বিবাহ বৈধ নয়। বিবাহের পর যদি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন মুশরিক হয়ে যায় তা হলে তাদের বিবাহ ভেঙে যাবে। শিরকের অর্থ, জ্ঞান, শক্তি বা মহান আল্লাহর এরূপ অন্য কোনও গুণে কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা কিংবা কাউকে মহান আল্লাহর অনুরূপ সম্মান করা, যেমন কাউকে সিজ্দা করা, কাউকে স্বয়ংস্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তার নিকট প্রার্থনা করা। তবে অন্যান্য আয়াত দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টান নারীর সাথে মুসলিম পুরুষের বিবাহ বৈধ প্রমাণিত আছে। তারা যদি নিজেদের দীনে প্রতিষ্ঠিত থাকে, প্রকৃতিবাদী ও নাস্তিক না হয়, তবে তারা মুশরিকদের মধ্যে शामिल হবে না। বলা বাহুল্য, আধুনিক কালের অধিকাংশ ইয়াহুদী-খৃষ্টানই নাস্তিক্যবাদী। আয়াতটির সারমর্ম এই যে, মুসলিম পুরুষের জন্য মুশরিক নারীকে বিবাহ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ সে ইসলাম গ্রহণ করে। নিশ্চয়ই মুসলিম ক্রীতদাসী কাফির নারী হতে

উত্তম, তা সে স্বাধীনই হোক না কেন এবং বিত্ত, সৌন্দর্য ও বংশগত দিক থেকে যতই মনলোভা হোক না কেন। অনুরূপ কাফির পুরুষের সাথে মুসলিম নারীকে বিবাহ দিও না। মুসলিম ক্রীতদাস ও মুশরিক হতে অনেক ভাল, তা সে স্বাধীনই হোক না কেন এবং দেখতে শুনতেও ধনৈশ্বর্যে যতই পসন্দনীয় হোক না কেন। অর্থাৎ একজন অতি সাধারণ মুসলিম ও মুশরিক অপেক্ষা শতগুণ ভাল, তা সে মুশরিক যতই উচ্চস্তরের হোক।

৩৬২. যা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে তা থেকে বেঁচে থাকা ফরয : যে মুশরিক নর-নারীর কথা বলা হল, তাদের কথা, কাজ, তাদের ভালবাসা এবং তাদের সাথে মেলামেশা দ্বারা শিরকের প্রতি ঘৃণা ও তার মন্দত্ব অন্তর হতে হ্রাস পেয়ে যায়। ক্রমে শিরকের প্রতি অন্তরে আত্মহ সংগর হয়, যার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া কিছু নয়। তাই এদের সাথে বিবাহ-শাদী হতে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা আবশ্যিক।

৩৬৩. হাযিয়ার বিধান : যৌবনপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের মাসিক রক্তস্রাবকে হাযিয় বলে। এ সময় সহবাস, রোযা-নামায সব নিষিদ্ধ। সাধারণ নিয়মের বাইরে যে রক্তস্রাব হয়, সেটা রোগ বিশেষ। তখন সহবাস ও নামায-রোযা বৈধ। যখম বা শিঙ্গা লাগানোর স্থান হতে রক্তক্ষরণের সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। ইয়াহুদী ও অগ্নিপূজকরা রক্তস্রাবকালে স্ত্রীলোকের সাথে পানাহার ও এক ঘরে বসবাসকেও অবৈধ মনে করত। অপর দিকে খৃষ্টান সম্প্রদায় সহবাস ও পরিহার করত না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে এই আয়াত নাযিল হয়। তিনি এ সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেন, রক্তস্রাবকালে স্ত্রী-গমন হারাম। তবে তাদের সাথে পানাহার ও একত্র বাস জাযিয়। ইয়াহুদীদের বাড়াবাড়ি ও খৃষ্টানদের শৈথিল্য-উভয় প্রকার প্রান্তিকতা পরিত্যাগ।

৩৬৪. পবিত্র হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত কথা এই যে, হায়েয যদি তার পূর্ণ মেয়াদ অর্থাৎ দশ দিনে বন্ধ হয়, তা হলে তখন থেকেই সহবাস জাযিয়। যদি তার আগেই বন্ধ হয়ে যায়, যেমন কোনও স্ত্রীলোকের মাসিকের নিয়ম হলো ছয় দিন। এখন এই ছয় দিনের মাথায় যদি স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে বন্ধ হওয়া মাত্রই মিলন জাযিয় নয়, বরং তারপর গোসল করে নেওয়া কিংবা এক সালাতের ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত। যদি সাত-আট দিনের নিয়ম হয়ে থাকে, তা হলে ছয় দিনের মাথায় বন্ধ হওয়ার পরও উক্ত মেয়াদ পার হতে হবে ও তারপর মিলন বৈধ।

৩৬৫. যে স্থানে সংগত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সম্মুখ দ্বার। যেখান থেকে সন্তান প্রসব হয়, তা ছাড়া অন্য পথে তথা পেছনের রাস্তা দিয়ে সংগত হওয়া সম্পূর্ণ হারাম।

(২২৩) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَنْتُمْ حَرْثُكُمْ اَنْتُمْ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(২২৪) وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عُرْضَةً لِاِيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا
بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেখান থেকে ইচ্ছা গমন করতে পার। ৩৬৭ এবং তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য চেষ্টা কর ৩৬৮ এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রেখ তার সাক্ষাতে তোমাদের যেতেই হবে। মু'মিনগণকে সুসংবাদ শোনাও।

২২৪. তোমরা সংকার্য, তাকওয়া অবলম্বন ও মানুষের মধ্যে সুস্পর্ক প্রতিষ্ঠাকরণ হতে বিরত থাকবে এই মর্মে শপথ করার জন্য আল্লাহর নামকে অজুহাত করো না। ৩৬৯ আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন। ৩৭০

৩৬৬. অর্থাৎ আকস্মিক ঘটে যায় এমন গুনাহ হতে যারা তাওবা করে, যেমন কেউ রজঃকালে সংগত হল, অনুরূপ যারা অন্যান্য পাপকর্ম, রজঃকালীন সহবাস, পশ্চাদ্বার ব্যবহার ইত্যাদি পরিহার করে।

৩৬৭. প্রাকৃতিক নিয়ম লংঘন করা সংগত নয় : পেছনের দিক হতে সামনের পথে সংগত হওয়াকে ইয়াহুদীরা নিষিদ্ধ মনে করত। তারা বলত, এর ফলে সন্তান ট্যারা চোখের হয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তখন এ আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। তোমাদের বীর্ষ যেন তার বীজ এবং সন্তান তার ফসল। অর্থাৎ দাম্পত্য সম্পর্কের মূখ্য উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন ও বংশরক্ষা। কাজেই, তোমাদের ইখতিয়ার আছে সামনাসামনি, অথবা পাশাপাশি কিংবা পিছন দিক হতে বা বসা অবস্থায় যে কোনভাবেই সংগত হতে পার। তবে হাঁ, বীজ বপন যেন সেই বিশেষ স্থানেই হয়, যেখানে থেকে সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ স্ত্রীসংগই ব্যবহার করতে হবে, পশ্চাদ্বার কিছুতেই নয়। সন্তান ট্যারা চোখের হওয়া সম্পর্কিত ইয়াহুদীর ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

৩৬৮. অর্থাৎ নিজেদের জন্য সংকর্মে ব্যাপ্ত থাক। অথবা এর অর্থ, স্ত্রী-গমনের উদ্দেশ্য যেন কেবল ভোগেচ্ছা চরিতার্থই না হয়, বরং সুসন্তান লাভই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

৩৬৯. 'তাকওয়া ও ভাল কাজ করবে না' এমন শপথ : কোন ভাল কাজ না করার ব্যাপারে মহান আল্লাহর নামে শপথ করো না, যেমন পিতামাতার সাথে কথা বলব না,

(২২৫) لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

(২২৬) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

২২৫. আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। ৩৭১ কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পজনিত শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। ৩৭২ আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল। ৩৭৩

২২৬. যারা স্ত্রীর নিকট গমন না করার শপথ করে তাদের জন্য চার মাসের প্রতীক্ষা বাঞ্ছনীয়। তারপর তারা পরস্পরে মিলে গেলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ফকীরকে কিছু দেব না, কিংবা দুই ব্যক্তিকে পরস্পরে মিলিয়ে দেব না ইত্যাদি। এরূপ শপথে মহান আল্লাহর নাম ব্যবহার যেন মহান আল্লাহর নামকে মন্দকাজের মাধ্যম বানানোরই নামান্তর। কাজেই তোমরা এরূপ কিছুতেই করো না। কেউ এরূপ শপথ করে বসলে তা ভেঙে ফেলা এবং কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব।

৩৭০. অর্থাৎ কেউ শপথ করলে আল্লাহ তা'আলা তা শোনে এবং কেউ মহান আল্লাহর মহিমা ও বড়ত্বের কারণে শপথ করা হতে বিরত থাকলে মহান আল্লাহ তার মনোভাব ভাল করেই জানেন। তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন কোনও কথাই তাঁর অগোচরে থাকে না। কাজেই, মনের উদ্দেশ্য ও মুখের কথা উভয় ক্ষেত্রেই সাবধানতা অবলম্বন জরুরী।

৩৭১. অর্থহীন শপথ : অভ্যাস বা লোকচার বশত যে শপথ মুখ থেকে অবচেতন মনে অনিচ্ছাজনিতভাবে বের হয়, অন্তরে তার কোন খেয়ালই থাকে না সেটাই অর্থহীন শপথ। এরূপ শপথের জন্য কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না এবং এতে পাপও হয় না। হাঁ, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে بِاللَّهِ - وَاللَّهِ (আল্লাহর কসম) ইত্যাদি শপথের শব্দ উচ্চারণ করে এবং তার উদ্দেশ্য কেবল বক্তব্যকে সুদৃঢ় করাই হয়, শপথ উদ্দেশ্য না হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও অবশ্যই কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এ সম্পর্কে সামনে আলোচিত হবে।

৩৭২. জেনেশুনে যে শপথ করা হয়, যাতে মুখ ও মনের মিল থাকে সে শপথ ভাঙলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

(২২৭) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

(২২৮) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

২২৭. আর যদি তালাক দেওয়াকেই স্থির করে নেয়, তবে নিঃসন্দেহে
আল্লাহ্ শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ । ৩৭৪

২২৮. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন রজঃস্রাবকাল নিজেদেরকে প্রতীক্ষারত
রাখবে। তারা যদি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকে, তবে
তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের
জন্য বৈধ নয় । ৩৭৫ এই সময়ে তাদেরকে পুনঃগ্রহণে তাদের
স্বামীগণই বেশী হক্‌দার, যদি তারা শান্তিতে থাকার ইচ্ছা রাখে । ৩৭৬
স্ত্রীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে; যেমন তাদের উপর
আছে স্বামীগণের অধিকার । তবে স্ত্রীদের উপর স্বামীগণের শ্রেষ্ঠত্ব
আছে । ৩৭৭ আর আল্লাহ্ মহা-পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

৩৭৩: "غَفُورٌ" অর্থাৎ তিনি অর্থহীন শপথের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না এবং
"حَلِيمٌ" অর্থাৎ বান্দা তাওবা করতে পারে, তাই জিজ্ঞাসাবাদে তাড়াহুড়া করেন না ।

৩৭৪. ঈলার হুকুম : কেউ যদি শপথ করে 'আমি স্ত্রীর কাছে যাব না', তবে চার
মাসের ভিতরে তার কাছে গেলে শপথ ভংগের কাফ্‌ফারা দিতে হবে । এ অবস্থায় স্ত্রী
তার বিবাহাধীনে বহাল থাকবে । যদি চার মাস পার হয়ে যায় এবং এর ভিতরে
স্ত্রী-গমন না করে, তা হলে স্ত্রী 'বায়েন তালাক' হয়ে যাবে ।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : চার মাস বা তার বেশী কিংবা মেয়াদ নির্ধারণ ব্যতিরেকেই
স্ত্রীগমন না করার শপথকে 'ঈলা' বলা হয় । চার মাসের কম হলে সেটা 'ঈলা' হবে
না । তিনও প্রকার ঈলায়ই চার মাসের ভিতরে স্ত্রীগমন করলে শপথ ভংগের কাফ্‌ফারা
দিতে হবে । আর এ সময়ের ভিতর স্ত্রী-গমন হতে বিরত থাকলে তালাক দেওয়া
ছাড়াই স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে । যদি চার মাসের কম সময়ের জন্য শপথ করে,
উদাহরণত কেউ কসম খেল, আমি তিন মাস স্ত্রী-গমন করব না, তা হলে এটা
শরী'আতের পরিভাষায় ঈলা সাব্যস্ত হবে না । এর হুকুম এই যে, সে যদি কসম

(২২৯) اَلطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۚ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيَةٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ
لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ
اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
تُ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝

২২৯. (রেজস্) তালাক দু'বার পর্যন্ত। তারপর বিধিমত গ্রহণ অথবা সদয়ভাবে পরিত্যাগ। ৩৭৮ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছ, তা হতে কোন কিছু ফেরৎ গ্রহণ তোমাদের জন্য বৈধ নয়, তবে তাদের উভয়ের যদি আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহর আদেশ কায়েম রাখতে পারবে না ৩৭৯ এবং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর আদেশ রক্ষা করতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পাইতে চাইলে, তাতে তাদের কোন গুণাহ নেই। ৩৮০ এসব আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমারেখা তোমরা তা অতিক্রম করো না। যে কেউ সীমারেখা লংঘন করে তারাই যালিম। ৩৮১

ভেংগে ফেলে অর্থাৎ উক্ত তিন মাসের মধ্যে স্ত্রী-গমন করে, তবে কসমের কাফ্যারা দিতে হবে, আর যদি কসম পূর্ণ করে অর্থাৎ তিন মাসের ভিতর স্ত্রীর কাছে না যায়, তবে স্ত্রী তালাকও হবে না এবং কাফ্যারাও দিতে হবে না।

৩৭৫. তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের প্রাথমিক দায়িত্ব : কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে তখনই অন্য পুরুষের সাথে সে স্ত্রীর বিবাহ বৈধ হয় না, যতক্ষণ না তিন হাযিয় পূর্ণ হয়। যাতে স্ত্রী গর্ভবতী হলে তা জানা যায় এবং একজনের সন্তান অন্যের অধিকারে চলে না যায়। সুতরাং গর্ভের অবস্থা প্রকাশ করা স্ত্রীর কর্তব্য, তা ভ্রূণ সঞ্চারই হোক, আর রজঃস্রাব জারি হওয়াই হোক। এই সময়কালকে 'ইদত' বলা হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : জেনে রাখা উচিত। এ স্থলে তালাকপ্রাপ্তা বলে সেই বিশেষ তালাকপ্রাপ্তাদের বোঝান হয়েছে, বিবাহের পর যাদের সাথে স্বামীর মিলন বা নির্জনবাস সাধিত হয়েছে। সেই সঙ্গে সে স্ত্রী ঋতুমতী এবং স্বাধীন কারও ক্রীতদাসী নয়। যে স্ত্রীর সাথে মিলন বা নির্জনবাস ঘটেনি তার জন্য তালাকের পর ইদত পালন জরুরী নয়। যে নারী ঋতুমতী নয়, অর্থাৎ সে এখনও ছোট, অথবা তার বার্ধক্য এসে গেছে কিংবা সে গর্ভবতী, তা হলে প্রথম দুই অবস্থায় তার ইদত তিন মাস এবং

গর্ভবতীর ইদ্দত সন্তান প্রসব। যে স্ত্রীলোক স্বাধীন নয়; বরং শরী'আতের নিয়ম অনুযায়ী কারও ক্রীতদাসী, যে স্বাতুমতী হলে তার ইদ্দত দুই হাযিয়, আর যদি স্বাতুমতী না হয়, তবে না বালিগা ও বৃদ্ধা অবস্থায় তার ইদ্দত দেড় মাস এবং গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা তা বিশদভাবে প্রমাণিত।

৩৭৬. অর্থাৎ ইদ্দতের ভিতর স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে, তা স্ত্রী না চাইলেও। তবে এই পুনঃগ্রহণের উদ্দেশ্য হতে হবে, স্ত্রীর প্রতি সদয় আচরণ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার; তাকে কষ্ট দেওয়া বা চাপে ফেলে মোহর মাফ করানো নয়। কেননা, এটা সম্পূর্ণ যুলুম। এরূপ করলে সে গুনাহগার হবে, যদিও পুনঃগ্রহণ বিধেয় হবে।

৩৭৭. স্বামী-স্ত্রীর অধিকার : এটা তো সত্যি যে, স্ত্রীর উপর যেমন স্বামীর অধিকার আছে, তেমনি স্বামীর উপর স্ত্রীরও অধিকার আছে আর বিধি অনুযায়ী এ অধিকার আদায় করা উভয়েরই কর্তব্য। কাজেই স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার এবং তার যে কোন অধিকার খর্ব করা স্বামীর জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই সাথে এটাও বাস্তব কথা যে, নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব রয়েছে, তাই পুনঃগ্রহণের অধিকার একচ্ছত্রভাবে স্বামীকেই দেওয়া হয়েছে।

৩৭৮. তালাকের বিধান : ইসলাম-পূর্বকালে নিয়ম ছিল, দশ-বিশ, যতবার ইচ্ছা স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হত এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে পুনঃগ্রহণ করা হত। পরে আবার যখন ইচ্ছা তালাক দিত ও পুনঃগ্রহণ করত। এভাবে তাদের অনেকে নারীর উপর নির্যাতন চালাত। সে পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। এতে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, যে তালাকের পর পুনঃগ্রহণ করা যায়, তা মোট দু'টি। এক বা দুই তালাকের পর স্বামীকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, সে চাইলে স্ত্রীকে বিধিসম্মতভাবে পুনরায় রেখে দিতে পারে, অথবা সৌজন্যমূলকভাবে ত্যাগও করতে পারে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর পুনঃগ্রহণের অধিকার থাকে না। হ্যাঁ, উভয়ের সম্মতি থাকলে তাদের মাঝে পুনরায় বিবাহ হতে পারে। তৃতীয়বার তালাক দিলে তাদের মাঝে আর বিবাহও জাযিয় নয়-যাবৎ না অন্য কোন পুরুষ তাকে বিবাহ করবে এবং তাদের মাঝে দৈহিক মিলন হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : 'إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ' ও 'تَشْرِيطُ بِإِحْسَانٍ'-এর মর্ম হলো পুনরায় গ্রহণ করলে মিলেমিশে ও সম্ভাব বজায় রেখে চলবে, স্ত্রীকে আটকে রাখা ও নির্যাতন করা যেন উদ্দেশ্য না হয়। যেমন জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল। আর এরূপ করতে না পারলে সহজে ও সৌজন্যমূলকভাবে বিদায় দেওয়াই কর্তব্য।

(২৩.) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

২৩০. তারপর সে যদি তাকে তৃতীয়বার তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে। তারপর দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, আর তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর আদেশ রক্ষা করতে পারবে, তবে তারা পুনর্মিলিত হলে তাতে তাদের কোন গুনাহ নেই। এসব আল্লাহ স্থিরীকৃত সীমারেখা যা তিনি জ্ঞানীদের জন্য বর্ণনা করেন। ৩৮২

৩৭৯. স্ত্রীকে দেয়া মোহর ফেরৎ নেয়া হারাম : স্ত্রীকে যে মোহর দেওয়া হয়েছে, তালাকের পরিবর্তে সেটা ফেরৎ গ্রহণ স্বামীর জন্য বৈধ নয়। হ্যাঁ, যখন নিরুপায় অবস্থা হয়, কোনক্রমেই তাদের মধ্যে বনিবনাও না হয় এবং তাদের আশঙ্কা হয় পারস্পরিক অসন্তোষের দরুন তারা মহান আল্লাহর বিধি-নিষেধ রক্ষা করে চলতে পারবে না, সেই সাথে স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর অধিকার আদায়েও কোন ত্রুটি না হয়, তখন স্বামী ইচ্ছা করলে তালাকের বদলে মোহর ফেরৎ নিতে পারে। অন্যথায় স্ত্রীর নিকট হতে অর্থ গ্রহণ তার জন্য হারাম।

৩৮০. খুলা তালাকের বিধান : স্বামী-স্ত্রীর একের প্রতি অন্যের বিরূপভাবের কারণে তোমাদের যদি আশঙ্কা হয় তারা মিলেমিশে বাস করতে পারবে না, তা হলে স্ত্রী অর্থের বিনিময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে এবং স্বামী সে অর্থ গ্রহণ করলে তাতে তাদের কোন গুনাহ নেই। শরী‘আতের পরিভাষায় এটাকে ‘খুলা’ বলে। অনন্যোপায় অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর জন্য যখন ‘খুলা’ করা বৈধ হল, তখন অন্যান্য মুসলিম যদি এতে চেষ্টা করে তবে তাদের জন্য তা বৈধ হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে আরম্ভ করল, আমি আমার স্বামীর প্রতি খুশি নই। আমি তার কাছে থাকতে চাই না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিষয়টি ভালভাবে জানতে চাইলে সে বলল, সে আমার অধিকার আদায়ে কোন ত্রুটি করে না। তার চরিত্র ও ধার্মিকতায়ও আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমার স্বভাব প্রকৃতি তাকে মেনে নিতে পারছে না। কাজেই, রাসূলুল্লাহ (সা.) স্ত্রীর থেকে মোহর ফেরত দেওয়ালেন এবং স্বামীর নিকট হতে তালাক নিয়ে দিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(২৩১) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ۚ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও অতঃপর তারা ইদত পর্যন্ত পৌঁছায়^{৩৮৩} তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে অথবা ন্যায়সঙ্গতভাবে মুক্ত করে দিবে। তাদেরকে উৎপীড়ন করে সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে আটকে রেখ না।^{৩৮৪} যে কেউ এরূপ করবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। তোমরা আল্লাহর বিধানকে ঠাট্টা তামাশার বস্তু করো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর এবং তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও জ্ঞান গর্ভ কথা নাযিল করেছেন তাও, যার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করেন আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ সব কিছু জানেন।^{৩৮৫}

৩৮১. উপরিউক্ত বিধান-অর্থাৎ তালাক, পুনঃ গ্রহন, ও খুলা হলো আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখা। এ গুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এতে কোনরূপ বিরোধ, রদবদল ও অবহেলা করা উচিত নয়।

৩৮২. হালালাহ বা হিল্লার বিধান : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তৃতীয়বার তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না-যাবত না অন্য কোন পুরুষের সাথে তার বিবাহ হবে এবং দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সংগত হওয়ার পর স্বেচ্ছায় তালাক দিবে। সে তালাকের পর যখন ইদত পূর্ণ হবে, তখন প্রথম স্বামীর সাথে তার পুনর্বিবাহ হতে পারে। শরী'আতের পরিভাষায় এটাকে 'হালালাহ' বলে। হালালাহর পর প্রাক্তন স্বামীর সাথে তার বিবাহ তখনই হবে, যখন তারা মহান আল্লাহর বিধান অর্থাৎ একে অন্যের অধিকার আদায়ের ইচ্ছা করবে এবং এ ব্যাপারে নিজেদের প্রতি তাদের আস্থা থাকবে। তা না হলে অবশ্যই তাদের মাঝে কলহ দেখা দেবে এবং একে অন্যের অধিকার খর্ব করে গুনাহে লিপ্ত হবে।

৩৮৩. অর্থাৎ ইদত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হয়।

(২৩২) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ ۝

২৩২. তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও, অতঃপর তারা নিজেদের ইদ্দত
 কাল সমাপ্ত করে, তখন স্ত্রীগণ তাদের সেই স্বামীদেরকেই বিবাহ
 করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না, যদি তারা পরস্পরে
 বিধিমত সম্মত হয়। ৩৮৬ এ উপদেশ তোমাদের মধ্যে তাকে প্রদান
 করা হয়েছে, যে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে। ৩৮৭ এটা
 তোমাদের জন্য বিশুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ জানেন তোমরা
 জান না। ৩৮৮

৩৮৪. অর্থাৎ ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর ইখতিয়ার আছে, হয় সে স্ত্রীকে
 সত্তাব ও ঐক্যমত্যের সাথে পুনঃগ্রহণ করবে অথবা সৌজন্য ও সন্তুষ্টির সাথে ছেড়ে
 দেবে। তাকে আটকে রেখে নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে পুনঃগ্রহণ করা মোটেই জাযিয নয়,
 যেমন কতিপয় লোক এমন করত।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : পূর্বের আয়াত الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ -এ বলা হয়েছিল, স্বামী কর্তৃক
 ন্যায়ানুগভাবে পুনঃগ্রহণ অথবা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার ইখতিয়ার দুই তালাক
 পর্যন্ত আছে। এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, স্বামীর জন্য সে ইখতিয়ার কেবল ইদ্দত
 পর্যন্তই থাকে। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তা বাকি থাকে না। কাজেই আয়াতে
 পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বলে সন্দেহ করা যাবে না।

৩৮৫. বিবাহ, তালাক, ঈলা, খুলা, পুনঃগ্রহণ, হালালাহু ইত্যাদির বিধানে
 নানাবিধ কল্যাণ ও উপকারিতা নিহিত আছে। এর মাঝে কোনরূপ কৌশল গ্রহণ ও
 অসৎ উদ্দেশ্যকে স্থান দেওয়া, তবে সেটা মহান আল্লাহুর আইনের সাথে তামাশা
 করার নামান্তর। মহান আল্লাহুর কাছে এর থেকে পানাহ চাই মহান আল্লাহুর কাছে সব
 কিছুই স্পষ্ট। এরূপ অসৎ উপায় অবলম্বন দ্বারা ক্ষতি ছাড়া আর কী লাভ হতে পারে?

৩৮৬. প্রাক্তন স্বামী তার প্রাক্তন স্ত্রীকে বিধিমত গ্রহণ করতে চাইলে তাতে
 বাধা দেয়া যাবে না : কোন এক স্ত্রীকে স্বামী এক বা দুই তালাক দিল তারপর
 ইদ্দতের মাঝে তাকে পুনঃগ্রহণ করল না। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অন্যদের মত সে
 স্বামী ও তার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাল এবং স্ত্রীও তাতে রাযি ছিল, কিন্তু তার

(২৩৩) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

২৩৩. যে কেউ দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়, তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু বছর দুধ পান कराবে। ৩৮৯ জনকের উপর যথারীতি তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব। কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। ৩৯০ এবং ওয়ারিসদের উপরও অনুরূপ দায়িত্ব। ৩৯১ তারপর পিতামাতা যদি দু'বছরের মধ্যেই পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কারও কোন গুনাহ নেই। ৩৯২ আর তোমরা যদি নিজেদের সন্তানদেরকে কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন গুনাহ নেই, যদি তোমরা যা ধার্য করেছিলে তা বিধিমত অর্পণ কর। ৩৯৩ আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের সম্যক দ্রষ্টা।

ভাইয়ের মনে রাগ ছিল বিধায় সে এ বিবাহে বাধা দিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। নির্দেশ দেওয়া হয় যে, নারীর সম্মতি ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখ। বিবাহ সে অনসুযায়ীই হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে নিজের খেয়াল-খুশী ও রাগকে স্থান দিও না। বিবাহে যে কেউ বাধা প্রদান করবে তাদের সকলের জন্যই এ নির্দেশ ব্যাপক, তা তালাকদাতা প্রাক্তন স্বামীই হোক, যে অন্যত্র বিবাহে বাধসাধে, অথবা স্ত্রীর অভিভাবক ও ওয়ারিস হোক, যে প্রাক্তন স্বামী বা অন্য কারও সাথে বিবাহে বাধা দেয়। এদের সকলকেই বাধা দিতে নিষেধ করা হয়েছে। হ্যাঁ, যদি নীতি-বিরুদ্ধ কিছু হয়, যেমন কোন নারী কুফুর বাইরে (দীনদারী ইত্যাদিতে সমকক্ষ নয়, এমন স্থানে) অথবা ইদতের মধ্যে প্রথম স্বামী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষকে বিবাহ করতে চায়, তা হলে এমন বিবাহে বাধা দেওয়ার অধিকার অবশ্যই আছে 'بِالْمَعْرُوفِ' বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩৮৭. অর্থাৎ উল্লিখিত আদেশ দ্বারা মু'মিনগণকেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, এ উপদেশ দ্বারা উপকৃত তারাই হয়। তা না হলে উপদেশ তো সকলের জন্যই ব্যাপক, বিশেষ কারও জন্য সীমিত নয়। তাছাড়া মু'মিনগণকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার দ্বারা অন্যদের প্রতি তিরস্কার ও অবজ্ঞাও উপলব্ধি করা যায়। অর্থাৎ যারা এ সব আদেশ পালন করে না, তাদের যেন আল্লাহ পাক ও আখিরাতে বিশ্বাসই নেই।

৩৮৮. প্রকৃত কল্যাণ মহান আল্লাহই ভাল জানেন : স্ত্রীকে বিবাহে বাধা প্রদান না করা ও তার বিবাহ হয়ে যাওয়ার মাঝে এমন পবিত্রতা রয়েছে যা বিবাহে বাধা দেওয়ার মাঝে আদৌ নেই। অনুরূপ স্ত্রী যখন প্রাক্তন স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট থাকে, তখন তারই সাথে তার বিবাহ হওয়ার মাঝে যে পবিত্রতা নিহিত আছে তা অন্যের সাথে বিবাহ হওয়ার মাঝে আদৌ নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদের মনোভাব এবং ভবিষ্যত লাভ ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তোমরা তার কিছুই জান না।

৩৮৯. সন্তানদের স্তন্য দানের বিধান : মায়ের প্রতি নির্দেশ সে তার সন্তানকে দু' বছর পর্যন্ত দুধ পান করাবে। এ মেয়াদ সেই পিতা-মাতার জন্য, যারা সন্তানের দুধ পানের সময়কাল পূর্ণ করতে চায়। নয় তো এ মেয়াদ হ্রাস করাও জাযিয়, যেমন আয়াতের শেষে আসছে। যে মা বিবাহ বন্ধনে আছে, যাকে তালাক দেওয়া হয়েছে, কিংবা তালাকের পর যার ইদত শেষ হয়ে গেছে, তারা সকলেই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। হাঁ, তাদের মাঝে এই পার্থক্য রয়েছে যে, বিবাহধীন ও ইদত পালনরত স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ দেওয়া সর্বাবস্থায় জরুরী তা সে দুধ পান করাক আর নাই করাক, কিন্তু যার ইদত সমাপ্ত হয়েছে তাকে ভরণ-পোষণ দিতে হবে কেবল দুধ খাওয়ানোর কারণে, অন্যথায় নয়। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু জানা গেল যে, যখন মা দ্বারা দুধ পান করানোর সময়কাল পূর্ণ করানো ইচ্ছা হয় বা যে অবস্থায় পিতার কাছ থেকে মাকে দুধ পান করানোর বিনিময় আদায় করিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তার শেষ সীমা পূর্ণ দু' বছর। সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় যে দুধ খাওয়ানোর মেয়াদ দু' বছর এর বেশি নয়, তা এ আয়াতে বলা হয়নি।

৩৯০. সন্তানদের মাকে ভরণ-পোষণ দেওয়া সর্বাবস্থায়ই পিতার কর্তব্য : প্রথম অবস্থায় তো এ কারণে যে, সে তার বিবাহিতা স্ত্রী। দ্বিতীয় অবস্থায় সে তারই জন্য ইদত পালনরত। আর তৃতীয় অবস্থায় দুধ খাওয়ানোর বিনিময় স্বরূপ। সন্তানের পিতামাতা সন্তানের কারণে একে অপরকে কষ্ট দেবে নো, যেমন মা হয়ত অকারণেই দুধ খাওয়াতে অস্বীকার করল, কিংবা পিতা অহেতুক সন্তানকে মায়ের কাছ থেকে নিয়ে গেল এবং অন্যের দ্বারা দুধ পান করালো অথবা ভরণ পোষণে সংকীর্ণতা দেখাল।

(২৩৪) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

(২৩৫) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের সে স্ত্রীগণ যেন চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকে। ৩৯৪ তারপর তারা যখন ইদত পূর্ণ করবে, তখন তারা বিধি অনুযায়ী নিজেদের জন্য যা করবে, তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। ৩৯৫ আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে অবহিত।

২৩৫. সে সকল স্ত্রীলোকের নিকট তোমরা ইংগিতে বিবাহের প্রস্তাব করলে অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখলে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ পাক জানেন যে, তোমরা সে সকল স্ত্রী লোক সম্বন্ধে আলোচনা করবে, কিন্তু শরী‘আতসম্মত কর্তাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাদের নিকট কোন অংগীকার করো না এবং নির্দিষ্ট ইদতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বিবাহ সম্পন্ন করার সকল করো না। ৩৯৬ জেনে রেখ, তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ জানেন। কাজেই, তাকে ভয় কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, সহণশীল। ৩৯৭

৩৯১. অর্থাৎ পিতা মারা গেলে সন্তানের অভিভাবদেরও কর্তব্য হলো, দুধ খাওয়ানোর সময়কালে তারা তার মায়ের ভরণ পোষণের ব্যয়ভার বহন করবে, তাকে কোনও প্রকার কষ্ট দেবে না। ওয়ারিশ দ্বারা মুহরিম ওয়ারিসকে বোঝান হয়েছে।

৩৯২. অর্থাৎ পিতা-মাতা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে দু’ বছরের মধ্যেই কোন কারণে দুধ ছাড়াতে চায় যেমন হয়ত মায়ের দুধ ভাল নয়, তবে তাতে কোন পাপ নেই।

৩৯৩. অর্থাৎ হে পুরুষগণ! যদি তোমরা কোন প্রয়োজন ও কল্যাণ বিবেচনায় মা ছাড়া অন্য কোনও নারীর দুধ পান করাতে চাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ

(২৩৬) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَ مَتَّعُوهُنَّ ۚ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝

২৩৬. এখনও পর্যন্ত তোমরা তোমাদের যে স্ত্রীকে স্পর্শ করেনি, বা যাদের মোহর ধার্য করেনি, তাদেরকে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নেই, তোমরা তাদের খরচ দিও, বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সাধ্যমত। এ খরচ হবে বিধি অনুযায়ী। আর এটা সংকর্মপরায়ণের অবশ্য কর্তব্য। ৩৯৮

নেই। তবে এ কারণে মায়ের কোন প্রাপ্য খর্ব করা যাবে না। বরং বিধি অনুযায়ী মাকে যা দেওয়ার কথা ছিল, তা অবশ্যই প্রদান করবে। তা ছাড়া এ অর্থও হতে পারে যে, ধাত্রীর কোন অধিকার খর্ব করবে না।

৩৯৪. বিধবার ইদত কাল ৪ পূর্বে বলা হয়েছে, তালাকের ইদত তিন হায়িয অপেক্ষা করা। এবারে বলা হয়েছে, মৃত্যুর (স্বামীর) ইদত চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে যদি জানা যায় স্ত্রী গর্ভবতী নয়, তা হলে অন্যত্র বিবাহের অনুমতি আছে। অন্যথায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে এ অনুমতি লাভ করবে। সূরা তালাকে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে। প্রকৃতপক্ষে তিন হায়েয বা চার মাস দশদিনের প্রতীক্ষা হচ্ছে গর্ভ সঞ্চারণ সম্পর্কে অবগতি লাভ করার জন্য।

৩৯৫. বিধবা স্ত্রী যখন তার ইদত সমাপ্ত করবে, অর্থাৎ গর্ভবতী না হলে চার মাস দশ দিন এবং গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা শেষ করবে, তখন শরী'আতের বিধান অনুযায়ী বিবাহ করা তার জন্য দোষনীয় নয়। অনুরূপ সাজ সরঞ্জাম ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করাও তার জন্য বৈধ।

৩৯৬. ইদতকালে বিবাহ প্রস্তুতি জায়িয নয় ৪ আয়াতের সারমর্ম, স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পর স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত ইদতের মাঝে থাকবে, ততক্ষণ অন্য কারও জন্য তাকে বিবাহ করা পরিস্কারভাবে তার থেকে বিবাহের অঙ্গীকার নেওয়া কিংবা তার কাছে বিবাহের পয়গাম পাঠানো জায়িয নয়। হাঁ, যদি ইদত সমাপ্ত হওয়ার পর তাকে বিবাহ করার ইচ্ছা এখন অন্তরে পোষণ করে কিংবা ইঙ্গিতে নিজের মনোভাব তাকে জানিয়ে দেয়, যেমন তাকে বলল, তোমাকে তো যে কেউ পসন্দ করবে বা বলল, আমার বিবাহের ইচ্ছা আছে, তবে তাতে কোনও পাপ নেই। তবে পরিস্কার ভাষায় পয়গাম তাকে কিছুতেই দেওয়া যাবে না।

(২৩৭) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

(২৩৮) حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۝

২৩৭. তোমরা যদি তাদেরকে তালাক দাও তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই এমতাবস্থায় যে, তাদের জন্য মোহর ধার্য করেছে, তবে যা তোমরা ধার্য করেছে তার অর্ধেক দেওয়া কর্তব্য, তবে যদি স্ত্রীগণ কিছু অংশ ছেড়ে দেয় অথবা যার হাতে ইখতিয়ার অর্থাৎ স্বামী অধিক দান করে। আর তোমরা পুরুষরা যদি বেশি করে দাও তবে সেটাই তাকওয়ার নিকটতর। তোমরা পরস্পরে অনুগ্রহ করতে ভুলো না। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। ৩৯৯
২৩৮. তোমরা সালাত সমূহের প্রতি যত্নবান থাক। বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর সম্মুখে বিণীতভাবে দাঁড়াও। ৪০০

৩৯৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মনের কথাও জানেন। কাজেই, অবৈধ ইচ্ছা পরিহার করে চলো। যদি অন্তরে কখনও নিষিদ্ধ ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তবে সাথে সাথে তাওবা কর; আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাপরায়ণ। যদি কখনও দেখ পাপিষ্টের শাস্তি হচ্ছে না, তবে নিশ্চিত হয়ে যেও না। কেননা, তিনি সহনশীল, তড়িঘড়ি করে শাস্তি দেন না।

৩৯৮. মোহর নির্ণীত না হলে কি করতে হবে : বিবাহ হবার কালে যদি মোহর সম্পর্কে আলোচনাই না হয় এবং মোহর নির্ধারণ ছাড়াই বিবাহ হয়ে যায়, তবে তাতেও বিবাহ বৈধ হয়। পরবর্তীতে মোহর নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এ অবস্থায় যদি স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বেই অর্থাৎ মিলন বা নির্জন বাস হওয়ার আগেই তাকে তালাক দেওয়া হয়, তবে কোন্ মোহর যরুরী হবে না। তবে স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেওয়া। অন্ততঃপক্ষে নিজ সঙ্গতি অনুযায়ী একটি সালাওয়ার, একটি কামীস ও একটি ওড়নাই খুশী মনে দিয়ে দেবে।

৩৯৯. বিবাহ বিচ্ছেদ কালেও পরস্পরের মাঝে সহানুভূতি থাকা আবশ্যিক : বিবাহ হবার কালে যদি মোহর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং স্পর্শ করার পূর্বেই

(২৩৯) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا
عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

২৩৯. যদি তোমরা কারও ভয় কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় আদায় করে নাও। তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যে ভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। ৪০১

তলাক দিয়ে দেয়, তাহলে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। তবে স্ত্রী-স্বামী অর্থাৎ বিবাহ বহাল রাখা না রাখা যার ইখতিয়ারে যে যদি নিজ প্রাপ্যের কিছুটা ক্ষমা করে দেয়, তবে সেটা উত্তম। স্ত্রীর ক্ষমা তো এই যে, সে বাকি অর্ধেকও মাফ করে দেবে। আর স্বামীর ক্ষমা এভাবে যে, সে পুরো মোহরই দিয়ে দেবে। আর যদি পূর্বেই পুরোটা আদায় করে থাকে, তা হলে অর্ধেক ফেরৎ না নিয়ে বরং সবটাই ছেড়ে দেবে। তারপর বলা হয়েছে, স্বামী ক্ষমা করলেই সেটা তাকওয়্যার বেশি নিকটবর্তী। কেননা, আল্লাহ পাক তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং বিবাহ বহাল রাখা বা তলাক দেওয়ার ইখতিয়ার তার হাতে অর্পন করেছেন। কেবল বিবাহ দ্বারাই সম্পূর্ণ মোহর আবশ্যিক হয়ে যায়। এখন স্পর্শ ব্যতিরেকে তলাক দিয়ে যদি মোহরের দায়-ভার হতে গা বাঁচাতে চায়, তবে সেটা তাকওয়্যার অনুকূল কাজ নয়। তা ছাড়া স্ত্রীর পক্ষ হতে কোন ত্রুটি হয়নি, যা কিছু করেছে তা স্বামী নিজেই করেছে। কাজেই, এখন ক্ষমা করাটা তারই জন্য বেশি সমীচীন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : মোহর ও সহবাস হিসেবে তলাককে চার ভাগে ভাগ করা যায়। ১. মোহর নির্ধারিত হয়নি এবং সহবাসও হয়নি, ২. মোহর নির্ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু সহবাস হয়নি; এ দুই অবস্থায় তলাকের বিধান উল্লিখিত আয়াতদ্বয় দ্বারা জানা গেছে, ৩. মোহর নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে, এ অবস্থায় তলাক দিলে নির্ধারিত মোহরের সবটাই দিতে হবে। কুরআন মজীদে অন্যত্র এটা উল্লেখ করা হয়েছে; ৪. মোহর নির্ধারণ করা হয়নি তবে স্পর্শ করার পরে তলাক দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় পূর্ণ মোহরে মিছল অর্থাৎ যে মোহর প্রচলিত তা আদায় করতে হবে। স্বামীর মৃত্যুর ক্ষেত্রেও এ চারও অবস্থা প্রযোজ্য। তবে মৃত্যু সম্পর্কিত বিধান তলাক হতে স্বতন্ত্র। যদি মোহর নির্ধারণ করা না হয়ে থাকে তারপর স্পর্শ করারও পূর্বে কিংবা স্পর্শ করার পরে স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে এ দু' অবস্থায় পূর্ণ 'মোহরে মিছল' দিতে হবে। যদি মোহর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তবে স্পর্শ করার পূর্বে বা পরে যখনই স্বামীর ইত্তিকাল হোক উভয় অবস্থায় স্ত্রী ধার্যকৃত মোহর লাভ করবে।

(২৫.) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَهُنَّ أَزْوَاجَهُمْ
مَتَّاعًا إِلَى الْحوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

২৪০. তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা যেন তাদের জন্য এক বছরের ভরণ-পোষণের অসিয়ত করে, তাদেরকে ঘর হতে বের না করে। ৪০২ কিন্তু তারা নিজেরাই যদি বের হয়ে যায়, তবে তারা নিজেদের জন্য বিধিগত যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ পাক মহা-পরাক্রমশালী ৪০৩ প্রজ্ঞাময়।

৪০০. মধ্যবর্তী সালাতে অধিক যত্নবান হওয়া ৪ মধ্যবর্তী সালাত দ্বারা আসরের সালাত বোঝানো হয়েছে। যেহেতু এটা দিনরাতের মাঝখানে অবস্থিত। এর প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদানের কারণ এ সময় দুনিয়ার কাজ-কর্মের বেশি চাপ থাকে। বলা হয়েছে, বিণয়ের সাথে দন্ডায়মান থাক, অর্থাৎ সালাতে এমন কোন কাজ করো না, যদ্বারা প্রতীয়মান হবে তুমি সালাতে নও। কেননা, তাতে সালাত নষ্ট হয়ে যায়, যেমন- পানাহার করা, কারও সাথে কাথা বলা, হাসা ইত্যাদি।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ৪ তালাকের বিধান আলোচনার মাঝে সালাত সম্পর্কে আদেশ করার কারণ হয়ত এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, পার্থিব লেনদেনও পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থেকে মহান আল্লাহর ইবাদতকে যেন ভুলে যেও না। অথবা এর কারণ এই য, যারা খেলায় খুশীর গোলাম, তাদের পক্ষে লোভ ও কার্পণের প্রাবল্য হেতু ন্যায় প্রতিষ্ঠা রাখাও ইনসাফের পরিচয় দেওয়াই বিশেষত মনোমালিন্য ও তালাকের সময় অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর উপর আবার তাদের পক্ষ হতে **إِنْ تَغْفُوا** (যদি মাফ করে দাও) এবং **وَلَا تَتَّبِعُوا الْفُضْلَ** (তোমরা অনুগ্রহ করতে ভুলো না) এর বাস্তবায়নের আশা রাখা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলেই মনে হয়। তাই এর প্রতিকার স্বরূপ সালাত সম্পর্কে আদেশ করা হয়েছে। কেননা, সালাতের রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়াক্তের পাবন্দী এবং যাবতীয় নিয়ম কানুনসহ সালাত আদায় একটি উত্তম প্রতিষেধক। মন্দ চরিত্র নিবারণ ও উত্তম চরিত্রের বিকাশ সাধনে সালাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৪০১. অর্থাৎ যুদ্ধ ও শত্রুর পক্ষ হতে ভয়ের সময় একান্ত ঠেকে গেলে আরোহী অবস্থায় নয়ত পদচারী হয়ে সালাত আদায় করা বৈধ, তা কিবলার দিকে মুখ না থাকলেও।

(২৪১) وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

(২৪২) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

(২৪৩) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ

الْمَوْتِ ۖ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ

عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

২৪১. তালাকপ্রাপ্ত নারীগণকে প্রথামত ভরণ-পোষণ দেওয়া মুত্তাকীদের কর্তব্য। ৪০৪

২৪২. এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আপন বিধান বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। ৪০৫

২৪৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুভয়ে গৃহ ত্যাগ করেছিল আর তারা ছিল হাজারে হাজার? এর পর আল্লাহ তাদেরকে বললেন, তোমাদের মৃত্যু হোক। এর পর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। ৪০৬

৪০২. প্রথম দিকে এই নির্দেশ ছিল। পরে যখন মীরাসের আয়াত নাযিল হয় এবং স্ত্রীলোকের অংশ নির্দিষ্ট হয়ে যায়, সেই সঙ্গে স্ত্রীর ইদত চার মাস দশ দিন স্থির করে দেওয়া হয়, তখন থেকে এ আয়াতের আদেশ রহিত হয়ে যায়।

৪০৩. অর্থাৎ স্ত্রী যদি বছর পূরো হওয়ার আগেই স্বেচ্ছায় ঘর হতে বের হয়, তবে হে ওয়ারিসগণ! এতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। স্ত্রীরা শরী'আতের বিধান অনুযায়ী নিজেদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। অর্থাৎ নতুন বিবাহই করুক আর ভাল পোষাক ও সুগন্ধী দ্রব্য ব্যবহারই করুক তাতে কোন দোষ নেই।

৪০৪. পূর্বে খরচ অর্থাৎ পোষাক দেওয়ার নির্দেশ ছিল সেই তালাকের ক্ষেত্রে, যাতে বিবাহকালে না মোহর ধার্য করা হয়েছিল, না বিবাহের পর স্বামী তাকে স্পর্শ করেছিল। এ আয়াতে সে নির্দেশ সকলের জন্য ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে। তবে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, প্রথম ক্ষেত্রে পোষাক দেওয়া ওয়াজিব, কিন্তু অন্যান্য তালাক প্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব।

(২৪৪) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

(২৪৫) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

২৪৪. তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই কর এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
২৪৫. কে আছে এমন, যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ? তা হলে আল্লাহ তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহই তো সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।^{৪০৭}

৪০৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ স্থলে এমন বিবাহ, তালাক ও ইদতের বিধিবিধান ব্যক্ত করেছেন, তদ্রূপ তিনি সর্বপ্রকার বিধানাবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করন, যাতে তোমরা বুঝতে পার এবং পালন করতে সক্ষম হও। এ পর্যন্ত বিবাহ ও তালাকের বিধানাবলী শেষ হল।

৪০৬. জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালা মহান আল্লাহর হাতেই : এটা পূর্ববর্তী এক উম্মাতের ঘটনা। কয়েক হাজার লোক প্রয়োজনীয় মালপত্রসহ দেশ ত্যাগ করে। তাদের আশঙ্কা হয়েছিল শত্রুরা তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করবে। তাই তারা যুদ্ধ না করে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করে। অথবা তারা মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার ভয় করেছিল। তারা তাক্দ্দীরে বিশ্বাস ও নির্ভর না করে পালিয়ে যায়। তারা এক জায়গায় পৌঁছে যাত্রা বিরতি দিলে, যেখানে মহান আল্লাহর নির্দেশে সকলের মৃত্যু ঘটে। সাত দিন পার এক নবীর দু'আয় তাদেরকে জীবিত করা হয়, যাতে তারা পরবর্তীতে তাওবা করার সুযোগ পায়। এ স্থলে ঘটনাটি উল্লেখ করে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে বা মহান আল্লাহর পথে অর্থব্যয়ে যেন জানমালের ভালবাসা অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়। মু'মিনগণ যেন জেনে রাখে আল্লাহ পাক মৃত্যু পাঠালে নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। তিনি জীবন দান করতে চাইলে মৃত ব্যক্তিকেও মুহূর্তের মধ্যে জীবিত করে তুলতে পারেন। আর জীবিত ব্যক্তিকে মৃত্যু হতে রক্ষা করা তাঁর জন্য কোন ব্যাপারই নয়। কাজেই, তাঁর নির্দেশ পালনে মৃত্যু ভয়ে জিহাদ হতে দূরে থাকা কিংবা দারিদ্র্যের ভয়ে দান-খয়রাত, অন্যের প্রতি অনুগ্রহ ও ক্ষমা করা হতে বিরত থাকা যেমন ধর্মহীনতা তেমনি চরম মূর্খতাও বটে।

(২৬৬) أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ
لَهُمْ أُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

২৪৬. তুমি কি মূসার পরবর্তী বণী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি? ৪০৮
যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন রাজা
নিযুক্ত কর, যাতে আমরা আল্লাহর পথে লড়াইতে পারি। নবী বলল,
তোমাদের দিক থেকে এর সম্ভাবনা আছে কি যে, তোমাদের প্রতি
লড়াইয়ের বিধান দেওয়া হলে তখন তোমরা লড়াইবে না? তার বলল,
কী হয়েছে আমাদের যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই না, অথচ
আমাদেরকে আমাদের ঘরবাড়ি ও সন্তান-সন্ততি হতে বহিস্কার করা
হয়েছে? এরপর তাদেরকে যখন লড়াই করতে আদেশ করা হয়,
তখন তারা সকলেই পৃষ্ঠপদর্শন করল, স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত। আল্লাহ
তা'আলা পাপিষ্টদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত। ৪০৯

৪০৭. আমাদের জীবন ও সম্পদের মালিক হলেন মহান আল্লাহ : যখন
জানতে পারলে তোমাদের জানমাল সব মহান আল্লাহর হুকুমের অধীন, তখন
তোমাদের কর্তব্য হলো, মহান আল্লাহর জন্য তার দীনের সাহায্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করা। জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা অজুহাত প্রদর্শকারীদের কথা শোনে এবং
তাদের অভিপ্রায় জানেন। অনুরূপ তোমাদের কর্তব্য আল্লাহর পথে অর্থব্যয় করা।
তোমরা দারিদ্রের ভয় করো না। অভাব ও স্বাচ্ছন্দ্য সব তাঁরই ইখতিয়ারে। সকলকে
তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। 'কারযে হাসানা' বলা হয় সেই ঋণকে যা দেওয়ার পর
তগাদা করা ও খোঁটা দেওয়া হয় না এবং বিনিময়ের আশা ও গ্রহীতাকে তুচ্ছ মনে
করা হয় না। আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার অর্থ জিহাদে অর্থ ব্যয় করা বা অভাবীদের
সাহায্য করা।

৪০৮. উপরে যে বলা হল, আল্লাহ তা'আলাই সংকোচন ও সম্প্রসারণ করেন, তা
এ ঘটনা দ্বারা অতি সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়। তিনিই ফকিরকে বাদশাহ করেন, আবার
বাদশাহর হাত থেকে বাদশাহী ছিনে নেন। তিনিই দুর্বলকে শক্তিশালী করেন এবং
শক্তিশালীকে দুর্বল করেন।

(২৪৭) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَتَىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۖ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

(২৪৮) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

২৪৭. তাদের নবী তাদেরকে বলল, আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের জন্য রাজা নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, আমাদের উপর তার কর্তৃত্ব হবে কী রূপে, যখন আমরা তার চেয়ে কর্তৃত্বের বেশি হক্‌দার এবং তাকে বৈষয়িক প্রাচুর্যও দেওয়া হয়নি। নবী বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাকে মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তৃত্ব দান করন। এবং আল্লাহ্ অনুগ্রহকারী, সর্বজ্ঞাত।^{৪১০} নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ নিদর্শন আছে— যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক।^{৪১১}

২৪৮. এবং তাদের নবী তাদেরকে বলল, তার কর্তৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই সিন্দুক আসবে, যাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ রক্ষিত আছে। সিন্দুকটি ফিরিশ্‌তাগণ বহন করে আনবে।

৪০৯. অত্যাচারী বাদশাহ্ জালূত ৪ হযরত মূসা (আ.)-এর পর কিছুকাল বণী ইসরাঈল সুপথে চলে। তারপর যখন তাদের দুর্মতি দেখা দেয় তখন জালূত নামক এক অত্যাচারী কাফির রাজা তাদের উপর চেপে বসে। সে তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়, তাদের ধন-সম্পদ লুট করে নেয় এবং তাদেরকে ধরে ধরে ক্রীতদাস বানায়। তারা পালিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস চলে যায়। হযরত শামুয়েল (আ.) তখন তাদের নবী। তারা তাঁর কাছে আবেদন করল, আমাদের উপর একজন রাজা নিযুক্ত করে দিন। আমরা তাঁর অধীনে মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদ করব।

৪১০. তালূত বণী ইসরাঈলের বাদশাহ্ হলেন ৪ তালূতের সম্প্রদায়ে পূর্বে কেউ রাজা ছিল না। তিনি দরিদ্র শ্রমজীবী লোক ছিলেন। বণী ইসরাঈলের দৃষ্টিতে তিনি

(২৬৭) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۖ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلْقُوا بِاللَّهِ ۖ كَمِ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

৩৪৯. তারপর তালূত যখন সেনা বাহিনীসহ বের হল, তখন সে বলল, আল্লাহ তা'আলা একটি নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি সে নদীর পানি পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে কেউ এর স্বাদ গ্রহণ করবে না, সে আমার দলভুক্ত, তবে যে ব্যক্তি তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সে অপরাধী হবে না। তারপর অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই তার পানি পান করল। তালূত ও তার সংগী মু'মিনগণ যখন নদীটি পার হল, তখন তারা বলল, আজ জালূত ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু যারা বিশ্বাস করত আল্লাহর সঙ্গে তাদের অবশ্যই সাক্ষাত ঘটবে, তারা বলল, আল্লাহর হুকুমে বহুবারই ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের উপর বিজয়ী^{৪১২} হয়েছে। আল্লাহ তো ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

রাজত্বের উপযুক্ত ছিলেন না। তারা ধন-সম্পদের কারণে নিজেদেরকেই রাজত্ব লাভের যোগ্য মনে করল। নবী তাদেরকে বললেন, রাজত্ব তো কারও অধিকার নয়। বুদ্ধিমত্তা ও দৈহিক প্রাচুর্যই রাজত্ব লাভের শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতা। এ ক্ষেত্রে তালূত তোমাদের চাইতে অগ্রগামী।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : নবীর কথা শুনে বণী ইসরাঈল তাঁকে বলল, তালূতের রাজত্বের পক্ষে আর যদি কোন নিদর্শন থাকে আমাদের দেখান, যাতে আমাদের মনে কোন সন্দেহ বাকি না থাকে। নবী আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন এবং তালূতের রাজত্বের পক্ষে অন্য নিদর্শন বাতলে দিলেন।

৪১১. বণী ইসরাঈলের ঐতিহ্যবাহী সিন্দুক : বণী ইসরাঈলে পুরুষানুক্রমে একটি সিন্দুক চলে আসছিল। তার ভিতর হযরত মূসা (আ.)-ও অন্যান্য নবীর স্মৃতি চিহ্ন রক্ষিত ছিল। বণী ইসরাঈল যুদ্ধ বিগ্রহ কালে সিন্দুকটি সামনে রাখত। আল্লাহ

(২৫০) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

(২৫১) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَّشَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

২৫০. তারা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের সম্মুখীন হল, তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তরে ধৈর্য্য ঢেলে দাও, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

২৫১. কাজেই, মু'মিনগণ আল্লাহর হুকুমে জালূতের সৈন্যদেরকে পরাভূত করল, দাউদ জালূতকে হত্যা করল, আর আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং যা ইচ্ছা করলেন শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ যদি একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে রাজ্য বিপর্যস্ত হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ জগদ্বাসীর প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। ৪১৩

তা'আলা তার বরকতে তাদেরকে বিজয় দান করতেন। জালূত যখন তাদের উপর বিজয়ী হয় তখন সে এই সিন্দুকটিও সাথে নিয়ে যায়। তারপর মহান আল্লাহর যখন ইচ্ছা হল সিন্দুকটি বণী ইসরাঈলের নিকট পৌঁছে দেবেন, তখন জালূত সেটি যেখানেই রাখত সেখানেই মহামারী সহ বিভিন্ন বিপদ আপদ দেখা দিত। এভাবে পাঁচটি নগর জনশূণ্য হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে সে দু'টি গরুর উপর সেটি চাপিয়ে দিল এবং গরু দু'টি হাঁকিয়ে দিল। ফিরিশ্তারা সে দু'টি হাঁকাতে হাঁকাতে তালূতের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে দিল। বণী ইসরাঈল সেটি দেখে তালূতের রাজত্বে বিশ্বাস স্থাপন করল। তারপর তালূত সসৈন্যে জালূতের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল। তখন ছিল প্রচণ্ড গরমকাল।

৪১২. জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার কাহিনী : বিপুল উদ্যমে সকলে তালূতের সাথে যুদ্ধযাত্রা করল। তিনি তাদের বলে দিলেন, যারা যুবক, সাহসী ও নিঃশঙ্ক কেবল তারাই বের হবে। তবু যারা বের হল তাদের সংখ্যা ছিল আশি হাজার। তালূত তাদের পরীক্ষা করতে চাইলেন। প্রথম মনয়িলে কোন পানি ছিল না। দ্বিতীয় মনয়িলে একটি

(২০২) تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

২৫২. এগুলো আল্লাহর আয়াত। আমি তোমাকে যথাযথভাবে শোনাই এবং নিশ্চয়ই তুমি আমার রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। ৪১৪

নদী পড়ল। তালূত আদেশ করলেন, যে এক কোশের বেশি পানি পান করবে সে যেন আমার সাথে না চলে। এতে করে মাত্র তিনশ' তেরজন লোক টিকল। বাকি সব পৃথক হয়ে গেল। যারা এক কোশের বেশি পান করেনি তাদের পিপাসা নিবারণ হল। যারা বেশি পান করেছে তাদের তৃষ্ণা আরও বেড়ে গেল। ফলে তারা সামনে চলতে পারল না।

৪১৩. জালূত কিভাবে নিহত হল : 'তারা যখন জালূতের সম্মুখীন হল' দ্বারা সেই তিনশ' তেরজনকে বোঝান হয়েছে। এদের মধ্যে হযরত দাউদ (আ.) তাঁর পিতা এবং ছয় ভাইও ছিলো। পথে হযরত দাউদ (আ.)- তিনটি পাথর পেয়েছিলেন। তারা তাঁকে বলছিল, আমাদের তুলে নিন, আমরা জালূতকে নিপাত করব। যুদ্ধকালে জালূত নিজেই সম্মুখে বের হয়ে আসল। সে বলল, তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে আমি একাই যথেষ্ট। তোমরা আমার সামনে চলে আস। হযরত শামুয়েল (আ.) দাউদ (আ.)-এর পিতাকে ডেকে বললেন, আপনার ছেলেদের আমার সামনে হাযির করুন। তিনি ছয় ছেলে এনে উপস্থিত করলেন। তারা সকলেই ছিল বলিষ্ঠ জোয়ান। দাউদকে (আ.)- সামনে আনলেন না। কারণ তিনি আকার আকৃতিতে ছোট ছিলেন। পশু চারণে নিয়োজিত থাকতেন। শামুয়েল (আ.)-তাঁকে ডাকলেন; জিজ্ঞেস করলেন, যুবক! তুমি কি জালূতকে বধ করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ করব? তারপর তিনি জালূতের সামনে গেলেন এবং সেই পাথর তিনটি ধনুকে যোগ করে নিক্ষেপ করলেন। জালূতের শুধু মাথাই খোলা ছিল। বাকি পুরো দেহ লোহায় ঢাকা ছিল। তিনটি পাথরই তার মাথা ভেদ করল। সে নিহত হওয়ার সাথে সাথে তার সৈন্যরা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাল। মুসলিমগণের বিজয় অর্জিত হল। তারপর তালূত হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে নিজ কন্যা বিবাহ দিলেন। তালূতের পর তিনি বাদশাহ হলেন। এর দ্বারা জানা গেল, জিহাদের বিধান সর্বদা চলে আসছে এবং এর মাঝে আল্লাহর অশেষ রহমত ও অনুগ্রহ নিহিত আছে। মূর্খরাই বলে, যুদ্ধ-বিগ্রহ নবীর কাজ নয়।

(২৫৩) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ
 اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ
 بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتُلَ الَّذِينَ مِّنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا
 جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ
 شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

২৫৩. এই রাসূলগণ। আমি তাদের মধ্যে কাউকে কারও উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো এমন, যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। আর আমি মারইয়াম-তনয় ইসাকে স্পষ্ট মু'জিয়া দিয়েছি এবং তাকে রুহুল কুদস (অর্থাৎ জিব্রাইল) দ্বারা শক্তিশালী করেছি।^{৪১৫} আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এসব নবীর পরবর্তী যারা সে সব লোক তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দেশ পৌঁছার পরও পরস্পরে দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত হতো না। কিন্তু, তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটল, ফলে তাদের মধ্যে কতকে ঈমান আনল এবং কতক কাফির হল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন।^{৪১৬}

৪১৪. বণী ইসরাঈলের এই যে ঘটনাবলী বর্ণিত হল, অর্থাৎ একদল লোকের দেশ ত্যাগ, সহসা তাদের মৃত্যুও পুনরায় জীবন লাভ এবং তালূতের বাদশাহী এ সবই মহান আল্লাহ্র নিদর্শন যা আপনাকে শোনান হচ্ছে। তুমি নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্র রাসূলদের অর্ন্তভুক্ত, অর্থাৎ একদল লোকের দেশত্যাগ, সহসা তাদের মৃত্যু ও পুনরায় জীবন লাভ এবং তালূতের বাদশাহী এ সবই মহান আল্লাহ্র রাসূলের অর্ন্তভুক্ত, অর্থাৎ পূর্বে যেমন নবী-রাসূলের আগমণ হয়েছিল, তেমনি তুমিও একজন নবী। এ কারণেই তো তুমি বিগত যুগের ঘটনাবলী যথাযথভাবে বর্ণনা করছি, অথচ তুমি এ সব না কোন কিতাবে পড়েছ, না কোন মানুষের কাছে শুনেছ।

৪১৫. নবীগণের মাঝে মর্যাদার তারতম্য রয়েছে, তবে মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী : যে সকল নবী রাসূলের বৃত্তান্ত বর্ণিত হল, আমি তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কতক এমন, যাদের সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, যেমন হযরত আদম ও মূসা আলায়হিমা স সালাম। কতককে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, যেমন কেউ এক গোষ্ঠীর নবী, কেউ এক গ্রামের নবী, কেউ এক শহরের নবী, আবার হযরত মুহাম্মদ (সা.)- সমগ্র বিশ্বের নবী। হযরত ইসা (আ.)-কে সুস্পষ্ট

(২৫৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَعْثُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

২৫৬. হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় কর, সেইদিন আসার পূর্বে, যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না।^{৪১৭} এবং যারা কাফির তারাই যালিম।^{৪১৮}

মু'জিয়া দেওয়া হয়েছিল, যেমন- মৃতকে জীবিত করা এবং জন্মান্ন ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করা ইত্যাদি। এছাড়া পবিত্র আত্মা অর্থাৎ হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে তাঁর সাহায্যে প্রেরণ করে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

৪১৬. যারা উল্লিখিত নবীগণের প্রতি ঈমান এনেছে এবং স্পষ্ট নির্দেশ লাভ করেছে ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবী হওয়ার উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করেছে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা হলে তারা পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করত না এবং কেউ মু'মিন ও কেউ কাফির হতো না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী, যা চান তাই করেন। তাঁর কোন কাজ তাৎপর্যহীন নয়।

৪১৭. মহান আল্লাহ দেয়া সম্পদ ব্যয় করে আখিরাতের নিষ্কৃতি নিশ্চিত করা উচিত ৪ এ সূরায় ইবাদত ও সমাজনীতি সম্পর্কিত বহু বিধান বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো পালন করা, মন ও প্রবৃত্তির কাছে নেহায়েত অপসন্দ ও বোঝা স্বরূপ। তবে সবগুলোর মধ্যে মানুষের কাছে সর্বাধিক কঠিন হলো জানমাল খরচ করা। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলীর মধ্যে অধিকাংশই হয় জানের সাথে সম্পর্ক, নয় তো মালের সাথে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জান বা মালের আসক্তিই মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত করে। যেন এ দু'টির আসক্তি সর্ব পাপের মূল। এর থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারলে সমুদয় ইবাদত আনুগত্য সহজ হয়ে ওঠে। তাই উল্লিখিত বিধান বর্ণনা করার পর যুদ্ধ ও অর্থব্যয়ের নির্দেশ দান খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে। وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ -এর মাঝে ছিল প্রথমটি বর্ণনা এবং مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ -এর মাঝে দ্বিতীয়টির উল্লেখ। তারপর তালূতের ঘটনা দ্বারা প্রথমটিকে পরিস্ফুট করা হয়েছিল এবারে ' أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ' দ্বারা দ্বিতীয়কে সুদৃঢ় করা উদ্দেশ্য।

আর অর্থব্যয়ের উপর ইবাদত ও লেন-দেন সম্পর্কিত অনেকগুলি বিষয় নির্ভরশীল বিধায় এ সম্পর্কে আলোচনাও অধিক বিস্তৃতি ও গুরুত্বের সাথে করা হয়েছে। কাজেই, সামনের রুকু'তে প্রধানত দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ অর্থ ব্যয়ের আলোচনা। সারকথা, কাজের সময় এখনই। পরকালে না কোন কর্ম, না কিনতে পাওয়া যাবে, না পরিস্থিতির দ্বারা লাভ করা যাবে, আর না কোন যার তার সুপারিশ দ্বারা সেখানে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে, যদি না খেয়তকারী নিষ্কৃতি দান করেন।

(২৫৫) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

২৫৫. আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরজীব, সকলের ধারক। ৪১৯ তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। কে এমন আছে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? যা কিছু সৃষ্টির সম্মুখে ও তাদের পশ্চাতে আছে, তা তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই পরিবেষ্টন করতে পারে না, তবে তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসীতে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্থান সংকুলান আছে। এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য কষ্টকর নয়। তিনি সুমহান ও শ্রেষ্ঠ। ৪২০

৪১৮. অর্থাৎ কাফিররা তো নিজেই নিজের উপর যুলুম করেছে, যার অশুভ পরিণাম এই যে, আখিরাতে কারও বন্ধুত্ব ও তাদের উপকারে আসবে না এবং কারও সুপারিশ ও কাজে লাগবে না।

৪১৯. আয়াতুল কুরসী পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত এবং উহার তাৎপর্য পূর্বের আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য ও গৌরবও পরিস্ফুট হয়। তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে তাঁর সত্তার একত্ব, তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা এবং তাঁর তেজ ও পরাক্রম চূড়ান্তরূপে ব্যক্ত হয়েছে। এ আয়াতকেই আয়াতুল কুরসী বলা হয়। হাদীসে এ আয়াতকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রভূত ফযীলত ও সাওয়াব বর্ণিত আছে। মূলকথা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদে মিশ্রিত আকারে তিন প্রকার বিষয়বস্তু উল্লেখ করেছেন : ক. তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর একত্ব বিষয়ক জ্ঞান; খ. বিধি-বিধান এবং গ. ইতিবৃত্ত ও ঘটণাবলী। শেষোক্তটি দ্বারাও হয় মহান আল্লাহুর একত্ব ও গুণাবলীকেই পরিস্ফুট করা উদ্দেশ্য, নয়ত বিধি-বিধানের সমর্থন ও তার প্রতি গুরুত্ব আরোপের লক্ষ্য থাকে। আবার তাওহীদ ও গুণাবলী সংক্রান্ত জ্ঞান এবং বিধি-বিধান সম্পর্কিত আলোচনা এমনভাবে পরস্পর সন্নিবদ্ধ যে, একটি অপরটির কারণ ও নিদর্শন স্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী হলো শরঈ বিধি-বিধানের উৎস ও মূল এবং বিধি-বিধান হলো তাঁর

(২৫৬) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

২৫৬. দীনের ব্যাপারে কোন জোর-যবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই বিভ্রান্তি হতে হিদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। ৪২১ এখন যে কেউ বিভ্রান্তকারীকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে এমন এক মজবুত শৃংখল আঁকড়ে ধরল যা কখনও ভাংবার নয়। আল্লাহ সব কিছু শোনেন, জানেন। ৪২২

গুণাবলীর শাখা-প্রশাখা ও ফল স্বরূপ। কাজেই বলা বাহুল্য, ইতিবৃত্ত ও ঘটনাবলী এবং বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান দ্বারা অবশ্যম্ভাবীরূপে তাওহীদ ও গুণাবলী সংক্রান্ত জ্ঞানের সমর্থন হবে এবং তা আরও বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। আবার ইতিবৃত্ত ও ঘটনাবলী তাওহীদ ও গুণাবলী এবং বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা অবশ্যই বিধি-বিধানের সমর্থন হবে ও তার প্রয়োজন পরিস্ফুট হবে, বরং তার প্রকৃত রহস্য ও তাৎপর্য এবং তার মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই যে তিন পদ্ধতির এক সমন্বিত পদ্ধতি এটা কল্পনাতে সুন্দর, সহজ ও হৃদয়গ্রাহী। কেননা, প্রথমত বিশেষ একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে যাওয়া বিতৃষ্ণার কারণ হয়ে থাকে। একটি জ্ঞান দ্বারা অন্যটিতে স্থানান্তর যেন উদ্যান হতে উদ্যানান্তরে গমনের মতই উপভোগ্য। দ্বিতীয়ত তিনও পদ্ধতি দ্বারা স্বরূপ, উৎস ও ফল সবই জানা হয়ে যায়। ফলে বিধি-বিধান অত্যন্ত আশ্রয় ও উদ্দীপনা এবং পরিশ্রম ও ব্যুৎপত্তির সাথে পালন করা সম্ভব হয়, এ কারণেই তা একটি চমৎকার ও ফলপ্রসূ পদ্ধতি এবং কুরআন মাজীদে বহুল ব্যবহৃত। এ স্থলেই দেখুন, প্রথমে কতগুলো বিধন কী বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। তারপর প্রয়োজন মারফিক ঘটনাবলী উদ্ধৃত করে বিধৃত বিধানসমূহের উপকারিতা ও ফলাফল যেন আমাদেরকে চাক্ষুস দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সবার পর তাওহীদ ও সিফাত সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ আয়াত আয়াতুল কুরসীকে উল্লেখ করে সমস্ত বিধি-বিধানের শিকড় অন্তরে এমন দৃঢ়বদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে যে, উৎপাটনের চেষ্টা করলেও তা উৎপাটিত হওয়ার নয়।

৪২০. মহান আল্লাহর সত্তাগত একত্ব ও তাঁর গুণাবলীর মহাত্ম্য : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত একত্ব এবং তাঁর গুণাবলীর মহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়ী। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই সমুদয় সৃষ্টির অস্তিত্ব দাতা। সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি, পরিবর্তন ও ক্লান্তি-শ্রান্তি হতে তিনি পবিত্র। তিনি বস্তু নিচয়ের অধিকর্তা। সব কিছুর পরিপূর্ণ জ্ঞান, সকলের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং

(২০৭) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ ۖ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

২৫৭. আল্লাহু মু'মিনগণের বন্ধু, তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কাফির, তাদের বন্ধু শয়তান, যে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে বের করে নেয়। এরাই জাহান্নামবাসী। যেখানে তারা স্থায়ী হবে।

চূড়ান্ত পর্যায়ের গৌরব ও মোহাব্বাত একমাত্র তাঁরই আছে। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁর নিকট কারও সম্পর্কে সুপারিশ করারও ক্ষমতা রাখে না। এমন কোন কাজ নেই যা তাঁর পক্ষে কঠিন ও কষ্টকর। সমুদয় বস্তু ও সকলের বোধশক্তির বহু উর্ধ্বে তিনি। তাঁর সম্মুখে যাবতীয় বস্তু তুচ্ছ। এর দ্বারা আরও দু'টি বিষয় অতি সুন্দরভাবে উপলব্ধি করা যায়, এক তো আল্লাহু তা'আলার প্রতিপালন ও কর্তৃত্ব এবং নিজ অধীনতা ও দাসত্ব, যদ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহু তা'আলার আদেশ নিষেধ ব্যক্ত-অব্যক্ত সকল বিনাবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন ও তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। তাঁর নির্দেশাবলীতে কোনরূপ সংশয় সন্দেহ গ্রহণ যোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত ইবাদত ও লেনদেন বিষয়ক নির্দেশাবলীর আধিক্য এবং তার সাথে পুরস্কার ও শাস্তির সংশ্লিষ্টতা দেখে কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারত, এক এক ব্যক্তির ইবাদত, লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ক কার্যাবলী তো অসংখ্য রকমের এবং তার সমষ্টি তো এত বেশি যা হিসাব-নিকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই, এ সবার বিনিময়ে পুরস্কার ও শাস্তি দানও বুদ্ধির অতীত এবং সম্পূর্ণ অসম্ভব বিষয় বলেই মনে হয়। এ আয়াতে উক্ত প্রশ্নের জবাব হয়ে গেছে। কেননা, এতে আল্লাহু তা'আলা তাঁর এমন কিছু পবিত্র গুণাবলী উল্লেখ করেছেন, যদ্বারা এসব ধারণার মূলোৎপাটন হয়ে যায়। অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান ও শক্তি এতই ব্যাপক যে, কোন একটি বস্তুও এর বাইরে নয়। কাজেই, যার জ্ঞান ও শক্তি এত অপরিমিত ও অপরিবর্তনীয়, তাঁর পক্ষে সকল খুঁটিনাটি বিষয়ের হিসাব রাখা ও তার বিনিময় প্রদান করা এমন কী কঠিন ব্যাপার!

৪২১. তাওহীদের দলীল প্রমাণ যখন সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেওয়া হল, যার পর আর কাফিরদের কোনরূপ ওয়র আপত্তি বাকি থাকতে পারে না, তখন আর কাউকে জোর করে মুসলিম বানানোর কী প্রয়োজন? বুদ্ধিমানদের নিজেদেরই বুঝে নেওয়া উচিত। শরী'আত কাউকে বল প্রয়োগে ইসলাম গ্রহণ করাতে নির্দেশ দেয় না। কুরআন মাজীদে পরিস্কার বলা হয়েছে- أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ তবে কি

(২৫৮) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۚ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي
كَفَرَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

২৫৮. আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেন নি, যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলল, আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহীম বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিকে হতে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করাও, তখন সে কাফির হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ যালিমদেরকে সরল পথ দেখান না। ৪২৩

আপনি মু'মিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? (১০ : ৯৯)। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ না করে জিয্যা আদায়কেই স্বীকার করে নিবে তবে তার জানমাল নিরাপদ হয়ে যাবে।

৪২২. অর্থাৎ হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতার মাঝে যখন পার্থক্য সুপ্রকাশিত হয়ে গেল, তখন যে কেউ পথভ্রষ্টতা ছেড়ে হিদায়াত কবুল করবে যে এমন একটি সুদৃঢ় অবলম্বন আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙে যাওয়ার কোন ভয় নেই। আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য কথা যেমন ভালভাবে শোনেন, তেমনি মনের গোপন উদ্দেশ্য ও অবস্থাও সম্যক জানেন। কারও কপটতা ও অসৎ অভিপ্রায় তাঁর অজানা থাকে না।

৪২৩. হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও নমরুদ : পূর্বের আয়াতে মু'মিন ও কাফির এবং তাদের হিদায়াতের আলো ও কুফরীর অন্ধকার সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এবারে তার সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তে রাজা নমরুদকে দেখান হয়েছে। সে তার রাজকীয় আহমিকা বশে নিজের জন্য সিজ্দা করাত। হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন তার সামনে আসলেন, তখন তাকে সিজ্দা করলেন না। নমরুদ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালক ছাড়া কাউকে সিজ্দা করি না। সে বলল, আমিই তো প্রতিপালক। তিনি বললেন, আমি শাসককে প্রতিপালক বলি না। প্রতিপালক তো তিনি, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। নমরুদ দু'জন কয়েদীকে ডেকে পাঠালো এবং নিরপরাধকে হত্যা করল ও অপরাধিকে ছেড়ে দিল।

(২৫৭) اَوَّلَ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اِنِّي يُحْيِي
 فِيْهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ
 لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلَى طَعَامِكَ
 وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ؕ وَانْظُرْ اِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ
 اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ؕ قَالَ اَعْلَمُ
 اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

২৫৯. অথবা আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেন নি, যে এমন এক নগর
 অতিক্রম করছিল, যা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, মৃত্যুর পর
 কিরূপে আল্লাহ্ একে জীবিত করবেন? তারপর আল্লাহ্ তাকে একশ' বহর মৃত রাখলেন। পরে তাকে জীবিত করলেন। ৪২৪ তিনি বললেন, তুমি কতকাল এখানে অবস্থান করলে? সে বলল, আমি একদিন অথবা একদিনের কিছু কম অবস্থান করেছি। ৪২৫ তিনি বললেন, না বরং তুমি একশ' বহর অবস্থান করেছ। তুমি তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে লক্ষ্য কর, তা নষ্ট হয়নি এবং তোমার গাধার প্রতি লক্ষ্য কর, কারণ আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য নিদর্শন বানাতে চাই। আর অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, আমি কী ভাবে সেগুলোকে জাগিয়ে তুলে সংযোজিত করি এবং তাতে গোশ্ত জড়াই। ৪২৬ যখন তার নিকট এ অবস্থা সুস্পষ্ট হল, তখন বলে উঠল, আমি জানি নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। ৪২৭

তারপর বলল, দেখলে আমি যাকে ইচ্ছা মেরে ফেলি, যাকে ইচ্ছা জীবিত রাখি। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তখন সূর্য দ্বারা দলীল দিয়ে নির্বোধ অহংকারীকে লা-জবাব করে দিলেন। কিন্তু তার হিদায়াত নসীব হল না। অর্থাৎ লা-জবাব হয়েও সে ইব্রাহীম (আ.)-এর কথায় ঈমান আনল না। কিংবা বলুন, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দ্বিতীয় কথার কোন জবাব সে দিতে পারল না। অথচ প্রথম কথার যে রূপ উত্তর সে দিয়েছিল এ ক্ষেত্রেও তেমনি কোন উত্তর দেওয়ার সুযোগ তার ছিল।

৪২৪. হযরত উযাইর (আ.)-এ ঘটনা : হযরত উযাইর (আ.)-এর পূর্ণ তাওরাত তাঁর মুখস্থ ছিল। তখন কাফির বাদশাহ্ বখতে নসর-এর রাজত্বকাল। সে বাইতুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে বণী ইসরাঈলের বহু লোক বন্দী করে নিয়ে যায়। হযরত উযাইর (আ.)-ও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। মুক্তি লাভের পর তিনি যখন ফিরে

(২৬০) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ۖ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ
 ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْ
 هُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ
 سَعْيًا ۖ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ مُّجِيبٌ ۝

২৬০. এবং স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার প্রতিপালক! কী ভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করবে তা আমাকে দেখাও। তিনি বললেন, তুমি কি তবে বিশ্বাস কর না? সে বলল, কেন নয়, তবে এটা কেবল এই জন্য, যাতে আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। ৪২৮ তিনি বললেন, তুমি চারটি পাখী ধরে নিয়ে এসো এবং তাদেরকে তোমার বশীভূত করে নাও। তারপর তাদের দেহের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রেখে দাও। তারপর তাদেরকে ডাক দাও, তারা তোমার নিকট দ্রুত চলে আসবে। ৪২৯ জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৪৩০

আসেন, তখন পথে একটি বিধস্ত নগরী দেখতে পান। মনে মনে বললেন, এই নগরীর সকল বাসিন্দা প্রাণ হারিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আবার কী ভাবে জীবিত করবেন, যাতে এ নগরী পুনরায় আবাদ হবে? ততক্ষণেই সেখানেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। তার বাহন গাধাটিও মারা গেল। একশ' বছর পর্যন্ত তিনি সে অবস্থায় থাকলেন। কেউ তাঁকে সেখানে এসে দেখলও না এবং তার সংবাদও কেউ পেল না। ইত্যবসরে বখতে নসরও মারা যায়। অন্য এক রাজা বাইতুল মুকাদ্দাসকে পুনঃনির্মাণ করেন। উক্ত নগরীকেও তিনি সুন্দরভাবে আবাদ করেন। একশ' বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হযরত উযায়র (আ.)-কে পূর্ণজীবিত করা হয়। তাঁর পানাহার সামগ্রি তো সম্পূর্ণ অবিকৃতই ছিল। যে মৃত গাঁধাটির হাড়গুলো পঁচে গলে গিয়েছিল সেটিকেও তাঁর চোখের সামনে জীবিত করে তোলা হয়। শত বছরের মধ্যে বণী ইসরাঈল মুক্তি লাভ করে তাদের বাসভূমিতে আবাদও হয়ে গিয়েছিল। হযরত উযাইর (আ.) জীবিত হয়ে সে আবাদকৃত নগরীই দেখতে পান।

৪২৫. হযরত উযাইর (আ.) যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন দিনের কিয়দংশ অতিবাহিত হয়েছিল। জীবিত হয়ে দেখতে পান এখনও সন্ধ্যা হয়নি। তাই মনে মনে হিসাব করলেন আমি যদি এখানে গতকাল এসে থাকি, তাহলে এক দিন হয়ে গেছে। আর যদি আজই এসে থাকি, তবে তো এক দিনেরও কম।

(২৬১) مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা যেন একটি শস্যবীজ, যা থেকে সাতটি শীষ উদ্গত হয়, প্রত্যেক শীষে একশ' শস্যকণা। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ মহান দাতা, সর্বজ্ঞ। ৪৩১

৪২৬. হাড়গুলোকে তাঁর চোখের সামনে দেহের বিন্যাস অনুযায়ী সংযোজন করা হল। তারপর তাতে গোশত জড়ানো হল। চামড়া ঠিকঠাক হয়ে গেল। তারপর মহান আল্লাহর নির্দেশে সহসা তাতে প্রাণ সঞ্চার হল এবং সেটি দাঁড়িয়ে নিজের ভাষায় ডাকতে শুরু করে।

৪২৭. হযরত উযাইর (আ.) এ সমুদয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করার পর বলে উঠলেন, আমার বিশ্বাস হল, আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। অর্থাৎ এতদিন আমি যে জানতাম মৃতকে জীবিত করা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সহজ, তা এখন স্বয়ং দেখে নিলাম। এ অর্থ নয় যে, পূর্বে বিশ্বাসে কোন কমতি ছিল। হ্যাঁ, পূর্বে তিনি চামুস দেখেন নি, এখন দেখলেন। এখান থেকে উঠে হযরত উযাইর (আ.) বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছলেন, কেউ তাকে চিনতে পারল না। কেননা, তিনি সুঠাম যুবক। তার সম সাময়িক শিশুরাও সব বৃদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি যখন তাওরাত মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন, তখন সবাই বিশ্বাস করল তিনিই উযাইর। বখতে নসর তাওরাতসহ বণী ইসরাঈলের সব কিতাব জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

৪২৮. সারকথা, বিশ্বাস পুরোই ছিল, কিন্তু তিনি চামুস প্রত্যয় কামনা করছিলেন, যা চোখে দেখার উপর নির্ভরশীল ছিল।

৪২৯. হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর নির্দেশ পালন করলেন : হযরত ইব্রাহীম (আ.) মহান আল্লাহর আদেশ অনুসারে চারটি পাখী ধরে আনলেন, একটি ময়ূর, একটি মোরগ, একটি কাক ও একটি কবুতর। চারটি পাখীই নিজের সাথে সাথে রাখলেন। ফলে তারা তাঁকে চিনে নিল। তিনি ডাক দিলে তারা উড়ে আসত। তারপর তিনি চারটি পাখীই যবেহ করে একটি পাহাড়ে সবগুলোর মাথা, এক পাহাড়ে পালক, এক পাহাড়ে দেহ ও এক পাহাড়ে সবকটি পা রেখে আসলেন। তারপর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটিকে ডাক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা শূন্যে উঠে স্থির হয়ে গেল। তারপর দেহ এসে তার সাথে জুড়ল, তারপর পালক এসে সংযোজিত হল।

(২৬২) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
مِنَّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
نُونَ ۝

২৬২. যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর খোঁটা দেয় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে তার সাওয়াব। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ৪৩২

তারপর পা লেগে গেল এবং সেটি উড়ে তাঁর কাছে চলে আসল। এভাবে চারটি পাখীই এসে গেল।

৪৩০. 'আযীযুল হাকীম' এর তাৎপর্য ৪ এস্থলে দু'টি প্রশ্ন জাগার সমূহ সম্ভাবনা। এক. নিম্প্রাণ ও বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জীবিত হয়ে ওঠা বিশ্বাসযোগ্য নয়; দুই. প্রাণীগুলো পাখী হতে হবে, তাও চারটি এবং তদুপরি অমুক অমুক পাখী। তারপর এগুলোর খন্ড-বিখন্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্ষিপ্ত করে যদি ডাক দেওয়া হয় তবেই জীবিত হয়ে দৌড়ে চলে আসবে- এই শর্তাবলীর কোন কার্যকারিতা ও উপকারিতা বুঝে আসে না। তাই আল্লাহ তা'আলা 'عَزِيزٌ' (মহা পরাক্রান্ত) ও 'حَكِيمٌ' (মহা প্রজ্ঞাময়) বলে যথাক্রমে উভয় প্রশ্নের মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। অর্থাৎ ভাল করে বুঝে নাও, আল্লাহ তা'আলা সর্ব শক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। আর তাঁর প্রতিটি ছকুমে এত বেশী তাৎপর্য নিহিত থাকে, যে তা সব উপলব্ধি করা যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে সেটা আমাদেরই জ্ঞানের ত্রুটি। এর দ্বারা তো তাঁর অপার রহস্য অস্বীকার করা যাবে না। আয়াতুল কুরসীতে মহান আল্লাহর ইল্ম, কুদরত প্রভৃতি গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর এই তিনটি ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন, যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং জীবন-মৃত্যু সব তাঁরই হাতে। এবারে জিহাদ ও মহান আল্লাহর পথে অর্থব্যয় করার ফযীলত এবং এ সম্পর্কিত শর্তাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বেও কিঞ্চিৎ আলোচিত হয়েছে। কেননা, জিহাদ ও অর্থ ব্যয়ে যে সকল প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় তা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তিতে বিশ্বাস এবং তার কুদরতের বিশ্বয়কর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পর সবই দূর হয়ে যায়। নয়ত, তার ক্ষতি সাধন তো অবশ্যই হওয়া উচিত।

৪৩১. ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর ফযীলত ৪ মহান আল্লাহর পথে সামান্য অর্থ ব্যয়েরও বহু সাওয়াব। যেমন- একটি বীজ হতে সাতশ' দানা সৃষ্টি হয়। বরং আল্লাহ

(২৬৩) قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝

(২৬৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۚ كَمَا
لَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ
عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

২৬৩. নম্র ভাষা ব্যবহার করা ও ক্ষমা করে দেওয়া সেই দান অপেক্ষা
শ্রেয়, যে দানের পর কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ্ অভাব মুক্ত, পরম
সহনশীল। ৪৩৩

২৬৪. হে মু'মিনগণ! তোমরা খোঁটা দিয়ে ও উৎপীড়ন করে নিজেদের
দানকে সেই ব্যক্তির মত নিষ্ফল করো না, যে নিজের ধন লোক
দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে
না। ৪৩৪ তার উপমা তো একটি মসৃণ পাথর, যার উপর কিছু মাটি
পড়ে আছে, তারপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, যা তাকে
বিলকুল পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার
কিছুই তাদের হস্তগত হয় না। আল্লাহ্ কাফিরদেরকে সরল পথ
দেখান না। ৪৩৫

তা'আলা যাকে ইচ্ছা আরও বাড়িয়ে দেন এবং তার সাতশ' হতে সাত হাজার তথা
অপরিসীম। তিনি তো মহান দাতা। তিনি প্রত্যেক ব্যয়কারীর নিয়্যাত, ব্যয়ের পরিমাণ
ও ব্যয় করা বস্তুর অবস্থা সবই ভাল করে জানেন। কাজেই প্রত্যেকের সাথে সে
অনুযায়ীই ব্যবহার করবেন।

৪৩২. দান করে খোঁটা দেয়া যাবে না : যারা মহান আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে,
তারপর অনুগৃহিত ব্যক্তিকে খোঁটা দেয় না এবং তিরস্কার করে না, সেবা গ্রহণ করেও
তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভরে কষ্ট দেয় না, তাদেরই জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ সাওয়াব। তাদের
সাওয়াব হ্রাস হওয়ার কোন ভয় নেই এবং সাওয়াব হ্রাসের কারণে তারা দুঃখিতও হবে
না।

৪৩৩. অভাবী ও ভিখারীর পীড়াপীড়ি ক্ষমা করা উচিত : ভিখারী বা অভাবী
লোকের আবেদন নিবেদনের সাড়া দিতে না পারলে নম্রভাষার তার জবাব দেওয়া এবং

(২৬৫) وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْثَاهَا ضِعْفَيْنِ، فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

২৬৫. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের আত্মাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অর্থব্যয় করে তাদের উপমা এরূপ, যেন কোন উচ্চ ভূমিতে একটি উদ্যান অবস্থিত, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হল, ফলে সে বাগান দ্বিগুন ফলমূল উৎপন্ন করল। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নায হও তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলীর সম্যক দ্রষ্টা। ৪৩৬

তার পীড়াপীড়ি ও দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করে দেওয়া, সেই দান অপেক্ষা উত্তম, যে দানের পর বারবার তাকে লজ্জা বা খোঁটা দেওয়া হয় কিংবা লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা চির অভাব মুক্ত। কারও দান খয়রাতের কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। যারা তাঁর পথে ব্যয় করে তারা তা নিজেদেরই জন্য করে। আর তিনি পরম সহনশীল, যে কারণে শাস্তি দানে তাড়াহুড়া করেন না।

৪৩৪. দান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে : দান-খয়রাত করার পর দরিদ্রকে উৎপীড়ন করলে ও খোঁটা দিলে দানের সাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। বা যারা লোক দেখানোর জন্য দান করে, যাতে মানুষ তাকে দানশীল মনে করে তাদের দানেও কোন সাওয়াব হয় না। আর আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন, 'তাঁরা আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনে বিশ্বাস রাখে না' এ বিশেষণ দান নিষ্ফল হওয়ার শর্ত নয়। কেননা, দান তো কেবল লোক দেখানো দ্বারাই নিষ্ফল হয়ে যায়, তা দানকারী মু'মিনই হোক না কেন। আসলে, এ বিশেষণ যোগ করার উদ্দেশ্য হলো এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা যে, লোক দেখানো দান মু'মিনের কাজ নয়; বরং এটা মুনাফিকদের জন্যই শোভা পায়।

৪৩৫. দু'রকম দানের দৃষ্টান্ত : উপরে দানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছিল, যেন একটি বীজ বপন করল। তা থেকে সাতশ' শস্য কণা জন্ম নিল। এখন বলা হয়েছে, সাওয়াবের জন্য নিয়্যাত শর্ত। কেউ যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করে, তবে তার উদাহরণ এরূপ মনে কর যে, কেউ এমন পাথরের উপর বীজ বপন করল, যার উপর কিছু মাটি দেখা গিয়েছিল। তারপর বৃষ্টি বর্ষণ হল। ফলে সামান্য সে মাটি ধূয়ে পাথর পরিষ্কার হয়ে গেল। কাজেই সে বীজে অঙ্কুরদগম হবে কী উপায়ে? লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যারা দান করে তাদেরও সেই অবস্থা। কাজেই তারা এরূপ দানে কিসের সাওয়াব পাবে?

(২৬৬) أَيَوَّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

(২৬৭) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَسُوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

২৬৬. তোমাদের কেউ কি ভালবাসে যে, তার খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান থাকে, যার তলদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত এবং সে বাগানে অন্যান্য সব রকমের ফলমূলও আছে, আর সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত, তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, তখন সে বাগানে অগ্নিষ্ফরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হল, ফলে বাগানটি জ্বলে গেল? এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে তার আয়াতসমূহ বোঝান, যাতে তোমরা চিন্তা কর। ৪৩৭

২৬৭. হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি, তোমরা তা হতে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তার মধ্যে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, অথচ তোমরা তা কখনও গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে রাখ। জেনে রেখ, আল্লাহ চির অভাব মুক্ত, প্রশংসিত। ৪৩৮

৪৩৬. প্রবল বর্ষণ ও লঘু বর্ষণের তাৎপর্য : প্রবল বর্ষণ দ্বারা বিপুল অর্থ ব্যয়কে বোঝান হয়েছে। আর লঘু বৃষ্টি দ্বারা বোঝান হয়েছে সামান্য ব্যয়। আত্মাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অর্থ সাওয়াব লাভের ব্যাপারে অন্তরকে স্থির রাখা। অর্থাৎ তাদের এ প্রত্যয় আছে যে, দানের সাওয়াব তারা অবশ্যই লাভ করবে। নিয়্যাত ঠিক থাকলে বিপুল ব্যয়ে তো বিপুল সাওয়াব পাবেই, এমনকি স্বল্প ব্যয়েও তাদের প্রচুর লাভ হবে, যেমন ভাল জমিতে বাগান করলে যত বৃষ্টি হবে ততই উপকার হবে। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্যে মন্দ হলে যত বেশী পরিমাণ ব্যয় করবে, ততই অর্থনাশ ঘটবে ও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে। কেননা, অধিক ব্যয়ে লোক দেখানোর মনোবৃত্তিও অধিক হবে, যেমন পাথরে বীজ বপন করলে যত বেশী বৃষ্টি হবে ক্ষতিও তত বেশী হবে।

(২৬৮) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرًا
 ۙ مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝
 (২৬৯) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
 كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ করে। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। ৪৩৯
২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক উপলব্ধি প্রদান করেন আর যে ব্যক্তি সঠিক উপলব্ধি লাভ করল, সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করল। বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ করে। ৪৪০

৪৩৭. লোক দেখানো দানকারীর একটি উদাহরণ : এটা সেই দানকারীদের দৃষ্টান্ত, যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করে বা দান করার পর খোঁটা দেয় ও উৎপীড়ন করে। অর্থাৎ যেন কোন ব্যক্তি যৌবন ও শক্তি সামর্থ্য থাকা কালে একটি বাগান করল, যাতে বার্ষিক্য ও দুর্বলতার সময় তার ফল খেতে পারে এবং প্রয়োজন কালে কাজে লাগে। তারপর যখন বার্ষিক্য আসল ও ফলমূলের ভীষণ প্রয়োজন দেখা দিল। সেই দরকারি মুহূর্তে বাগানটি ভস্মিভূত হল। দান খয়রাত তো এই ফলের বাগানেরই মত। আখিরাতে এর ফল কাজে আসে। যখন কারও নিয়্যাত খারাপ হয়ে গেল, তখন তার সে বাগান জ্বলে গেল। কাজেই সাওয়াব নামক ফল তার কী করে লাভ হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা এ ভাবেই তোমাদেরকে তাঁর নির্দশানাবলী সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর ও বুঝতে পার।

৪৩৮. হালাল দান ভিন্ন আল্লাহ গ্রহণ করেন না : আল্লাহ তা'আলার নিকট দান গৃহীত হওয়ার জন্য আরও একটা শর্ত হলো প্রদত্ত অর্থ হালাল পন্থায় উপার্জিত হতে হবে। হারাম বা সন্দেহযুক্ত অর্থ হলে চলবে না। সেই সাথে ভালোর চেয়ে ভাল দ্রব্যই মহান আল্লাহ পথে দান করতে হবে। মন্দ বস্তু দান করা যাবে না। তোমাদেরকেও যদি কেউ যেনতেন বস্তু দান করে তবে তোমরা তা গ্রহণ করতে চাও না। হাঁ, নেহায়েত লজ্জায় পড়েই তা নিয়ে থাক, খুশী মনে কখনও নয়। জেনে রেখ, আল্লাহ অভাবমুক্ত। তোমাদের কাছে তিনি ঠেকা নন। আর তিনি সুপ্রশংসিত গুণময়। তোমরা আশ্রয় ও মুহাব্বতের সাথে উৎকৃষ্ট বস্তু দান করলে তিনি তার সমাদর করেন।

৪৩৯. দান করলে গরীব হয়ে যাবে এমন মনোবৃত্তি শয়তানে প্ররোচনা : যদি কারও অন্তরে এই ধারণা জাগে যে, দান করলে গরীব হয়ে যাব, আল্লাহ তা'আলার

(২৭০) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

(২৭১) إِنْ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ لَوْ أَنَّكُمْ لَوَّائِمًا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

২৭০. তোমরা যা কিছু দান-খয়রাত কর অথবা যা কিছু মান্নত কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন। যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।^{৪৪১}
২৭১. যদি প্রকাশ করে দান কর তবে তা কতই না ভাল, আর যদি তা গোপন কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করবেন। আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত।^{৪৪২}

তাগিদ শুনেও তা দূর হয় না, অন্তরের কামনা অর্থ ব্যয় না হোক এবং স্বভাব প্রকৃতি মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে শয়তানী ওয়াদার প্রতি আকৃষ্ট ও নির্ভরশীল হয়, তবে তাকে বিশ্বাস করতে হবে এ সব শয়তানী প্ররোচনা। এ কথা বলবে না যে, শয়তানের আদেশ তো দূরের কথা, আমরা তো কখনও তার চেহারা ছবি পর্যন্ত দেখিনি। এর বিপরীতে যদি ধারণা হয় যে, দান খয়রাত করলে আমাদের পাপ মোচন হবে, অর্থ-সম্পদেও উন্নতি ও বরকত হবে তা হলে মনে করবে এটা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে উৎসারিত। কাজেই তখন মহান আল্লাহর শুক্র আদায় করবে। তাঁর ভাডারে কোন কিছুর কমতি নেই। তিনি সকলের প্রকাশ্য গোপন, নিয়্যাত ও কর্ম সব কিছুই ভালভাবে জানেন।

৪৪০. অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা দীনী বিষয়ে বুদ্ধিমত্তা ও দান খয়রাতের ক্ষেত্রে এটা উপলব্ধি করার শক্তি দেন যে, কী নিয়্যাতে, কোন বস্তু কাকে এবং কী ভাবে দান করা উচিত। এ উপলব্ধি যাকে দান করা হয়, সে মহা অনুগ্রহ ও কল্যাণে ধন্য হয়।

৪৪১. দানে ও মান্নতে আল্লাহর আদেশ লংঘন করা যাবে না ৪ অল্প-বেশী যা কিছুই ভাল বা মন্দ নিয়্যাতে এবং গোপনে বা মানুষকে দেখিয়ে দান কর না কেন কিংবা দানের পর যদি খোঁটাও দিয়ে থাক, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তা সম্যক অবগত। যারা অর্থ ব্যয় ও মান্নতে মহান আল্লাহর আদেশ লংঘন করে তাদের কোন

(২৭২) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ ۖ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝

(২৭৩) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

২৭২. তাদেরকে হেদায়েত দান করা তোমার দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন আর তোমরা যে ধন-সম্পদ ব্যয় করবে তা তো নিজেদেরই জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করবে এবং যা কিছু দান সামগ্রি তোমরা ব্যয় করবে তা তোমরা পুরোপুরি লাভ করবে এবং তোমাদের প্রাপ্য বাকি থাকবে না।^{৪৪৩}

২৭৩. দান খয়রাত সেই অভাবগ্রস্তদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ, ফলে দেশময় চলাফেরা করতে পারে না। ভিক্ষা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে বিভ্রান্ত মনে করে। আপনি তাদেরকে তাদের চেহারা দেখে চিনবেন। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে ভিক্ষা করে না।^{৪৪৪} তোমরা উত্তম যা কিছুই ব্যয় কর তা নিঃসন্দেহে আল্লাহর জানা।^{৪৪৫}

সাহায্যকারী নেই। মহান আল্লাহর যে শাস্তি ইচ্ছা হয় তাদেরকে দিবেন। মান্নত করলে তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহ পাক ছাড়া আর কারও নামে মান্নত করা জাযিয় নয়। তবে যদি এরূপ বলে যে, মহান আল্লাহর ওয়াস্তে অমুককে দিব বা এই মান্নতের সাওয়াব অমুকে পাবে, তবে তাতে দোষ নেই।

৪৪২. দেখানো উদ্দেশ্যে না হলে মানুষের সামনে দান করা ভাল। এতে করে অন্যের মনেও দান করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আবার গোপনে দান করাও ভাল, যাতে গ্রহিতা লজ্জা না পায়। মোটকথা প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় অবস্থায়ই দান করা ভাল তবে সর্বদা স্থান-কাল বিবেচনায় রাখা কর্তব্য।

৪৪৩. মুসলিম ও অমুসলিম দানের ব্যাপারে সমান ৪ রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিম ছাড়া আর কাউকে দান খয়রাত করতে সাহায্যে কিরামকে নিষেধ করেছিলেন।
তায়সীরে উসমানী — ২৪

(২৭৪) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرٌ
هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(২৭৫) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

২৭৪. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সাওয়াব রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।^{৪৪৬}

২৭৫. যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতে সেই ব্যক্তিরই মত দাঁড়াবে শয়তান যাকে আবিষ্ট করে বিকারগ্রস্ত করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থা হবে এই কারণে যে, তারা বলে, বেচাকেনাও তো সুদ গ্রহণেরই সমতুল্য। অথচ আল্লাহ্ বেচাকেনাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।^{৪৪৭} অতঃপর যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ পৌঁছেছে আর সে বিরত হয়েছে তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে, তারাই জাহান্নামী। তারা সেখানে সর্বদা থাকবে।^{৪৪৮}

উদ্দেশ্য ছিল, এর ফলে অন্তত আর্থিক লাভের খাতিরেও মানুষ সত্য দীনের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন। এতে সাধারণ নির্দেশ এসে যায় যে, মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমরা যাকেই দান করবে সাওয়াব পেয়ে যাবে। এতে মুসলিম অমুসলিমের কোন বিশেষত্ব নেই। অর্থাৎ যাকে দান করবে তার মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই জরুরী যে, দান যেন কেবল আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে হয়।

৪৪৪. আল্লাহ্র পথে যাঁরা রত আছেন, সাহায্যের ব্যাপারে তাঁরা অগ্রগণ্য। যাঁরা মহান আল্লাহ্র পথ ও দীনের কাজে এমনভাবে আবদ্ধ যে, চলে ফিরে রুঘি-রোজগার করতে পারে না, আবার কারও কাছে নিজ প্রয়োজনের কথা প্রকাশও করে না, তাদেরকে দান করলে অনেক বেশী সাওয়াব। যেমন রাসূলে কারীম

(সা.)-এর সাহাবীগণের মধ্যে আসহাবে সুফ্যাহ ছিলেন। তাঁরা ঘরবাড়ি ছেড়ে হযরতের সাহচর্যে পড়ে থেকে দীনী ইল্ম শিক্ষা ও দুষ্কৃতিকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে নিয়োজিত ছিলেন। অনুরূপ আজও যারা কুরআন হিফ্য করতে বা ইল্ম শিক্ষা করতে মশগুল তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা করা সকলের কর্তব্য। চেহারা দেখে চেনার অর্থ তাদের চেহারা রক্ত শূন্য, শরীর জীর্ণ-শীর্ণ এবং অভাব অনটনের চিহ্ন তাদের আকার- আকৃতিতে সুস্পষ্ট।

৪৪৫. এ ব্যয় সাধারণভাবে যে কারও উপর হোক কিংবা বিশেষভাবে সেই শ্রেণীর লোকের উপর হোক, যাদের কথা বলা হল।

৪৪৬. দানের মহাত্ম এবং সুদের মন্দত্ব : এ পর্যন্ত দান-খয়রাত, তার ফযীলত ও শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা ছিল। দান করলে এক দিকে লেনদেনে সহজ পস্থা অবলম্বন ও অবকাশ দানের অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং অমানবিকতা ও নির্দয়তার মন্দত্ব অন্তর থেকে লোপ পায়, অন্য দিকে লেনদেন ও অন্যান্য কাজ-কর্মে যে সব পাপ হয়ে যায়, দান-খয়রাত দ্বারা তা মোচন হয়ে যায়। তা ছাড়া দান-খয়রাতের বদৌলতে আখলাক চরিত্র, মহত্ত্ব এবং সৃষ্টি জীবের কল্যাণ কামনা ও জন সেবার মনোবৃত্তিতে উৎকর্ষ লাভ হয়। এ সব কারণে উপরিউক্ত আয়াতসমূহে দান-খয়রাত সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। এবার সুদ সম্পর্কে আলোচনা। সুদ হচ্ছে দান-খয়রাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে ছিল মহত্ত্ব ও জনকল্যাণ এখানে নিছক নীচতা, ক্ষতি সাধনের মনোবৃত্তি ও যুল্ম। কাজেই, দান-খয়রাতের ফযীলত বর্ণনার পর সুদের নিন্দাবাদ ও তার নিষিদ্ধতা বর্ণনা খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে। দান-খয়রাতে যত কল্যাণ নিহিত সুদের মাঝে ততটাই অকল্যাণ, যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪৪৭. সুদখোরের ভয়াবহ পরিণতি : সুদখোর কিয়ামতের দিন ঠিক সেই রকম দাঁড়াবে, যেমন ভূতাবিষ্ট ও উম্মাদ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকে। তার এ অবস্থার কারণ সে হালাল-হারামকে এক সমান করে ফেলেছে এবং উভয় দ্বারা লাভবান হওয়া উদ্দেশ্য বিধায় সে উভয়কে হালাল সাব্যস্ত করেছে। অথচ বেচাকেনা ও সুদের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। আল্লাহ তা'আলা বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : বেচাকেনায় যে লাভ হয় তা মালের বিনিময়ে হয়। যেমন কেউ এক টাকা মূল্যের কাপড় কিছু বেশী মূল্যে বিক্রয় করল। কিন্তু সুদের লাভ কোন বিনিময় ছাড়াই হয়। যেমন- এক টাকা দ্বারা দু'টাকা ক্রয়। প্রথম অবস্থায় কাপড় ও টাকা ভিন্ন দুই জাতীয় দ্রব্য ছিল। যাতে প্রত্যেকটির উপকারিতা ও উদ্দেশ্য অপরটি হতে স্বতন্ত্র। এরূপ দুই বস্তুর মাঝে তুলনা করা ও সমতা বজায় রাখা সম্ভবই নয়। এক্ষেত্রে বেচা-কেনার স্বার্থে নিজ নিজ প্রয়োজন ও চাহিদা ব্যতিরেকে তুলনার কোন উপায়ই হতে পারে না। প্রত্যেকের চাহিদা ও আগ্রহ অন্য হতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে

(২৭৬) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝

২৭৬. আল্লাহ্ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খায়রাতকে বর্ধিত করেন।^{৪৪৮} আল্লাহ্ কোন পাপিষ্ঠ অকৃতজ্ঞের প্রতি সন্তুষ্ট নন।^{৪৪৯}

থাকে। অনেক সময় একজন লোকের একটি টাকারও এত বেশী দরকার যে দশ টাকা দামের কাপড় তখন তার কাছে কিছুই নয়। আবার কারও কাছে এক টাকা দামের একটা কাপড়ের এত বেশী দরকার হয়ে পড়ে যে, সে তুলনায় তার কাছে দশ টাকার কোন গুরুত্ব ও মূল্য থাকে না। কাজেই, কেউ যদি একটি একটি কাপড় এক টাকায়ই কেনে, তবে তাতে যেমন সূদ তথা বিনিময়হীন লাভ বলতে কিছু নেই, তেমনি সে কাপড়টিই কেউ এক হাজার টাকায় কিনলেও তাতে সূদ হতে পারে না। কেননা, মূলত এতদুভয়ের মাঝে তুলনা ও সমতা হতেই পারে না। যদি কোন ত্বলাদও এর জন্য থেকে থাকে, তবে তা স্ব-স্ব চাহিদা ও প্রয়োজন। আর এর মাঝে এত বেশী পার্থক্য যে, 'আল্লাহ্ পানাহ দিন' তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। কাজেই, এতে সূদ নির্ধারণ করতে হলে তা কী উপায়ে করা যাবে? পক্ষান্তরে এক টাকাকে দু'টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করলে সূদ হবে। কেননা, এক্ষেত্রে মৌলিকভাবে সমতা হতে পারে। কাজেই, এক টাকা এক টাকায় বিনিময় হিসেবে স্থির হবে এবং দ্বিতীয় টাকা সম্পূর্ণ বিনিময়হীন থেকে যাবে আর এটাই সূদ। শরী'আতের বিধানে এরূপ লেনদেন হারাম।

৪৪৮. সূদ নিষিদ্ধ হওয়ার পরও যারা তা চালিয়ে গেল তাদের পরিণতি : সূদ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে তোমরা যে সব সূদ গ্রহণ করেছ, ইহজগতে তা প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ তোমাদের তা তার কাছে দাবী করার অধিকার নেই। আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাতিয়ার। তিনি চাইলে অনুগ্রহে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। হাঁ, নিষেধাজ্ঞার পরও যদি কেউ বিরত না হয়; বরং সমানে সূদ খেতে থাকে, তবে সে জাহান্নামী। আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের বিপরীতে যারা যুক্তি প্রদর্শন করে, তাদের যে কী শাস্তি হবে তাতো বলাই হয়েছে।

৪৪৯. সূদে অর্থ কমে এবং দানে বাড়ে : আল্লাহ্ সূদের অর্থ নিশ্চিহ্ন করেন, অর্থাৎ তাতে বরকত হয় না, বরং আসলটাও খোয়া যায়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে : সূদের অর্থ যতই বাড়ুক না কেন, তার পরিণাম দারিদ্র্য। দান-খয়রাতকে বৃদ্ধি করার অর্থ মূলধন বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহ্ তাতে বরকত দেন। সেই সাথে তার সাওয়াবও বাড়িয়ে দেওয়া হয়, যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে।

(২৭৭) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(২৭৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

(২৭৯) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝

(২৮০) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

২৭৭. যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের জন্য রয়েছে তাদের সাওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ৪৫১

২৭৮. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে। তা ছেড়ে দাও যদি আল্লাহর আদেশে তোমাদের বিশ্বাস থাকে। ৪৫২

২৭৯. তবুও যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন থাকবে। তাতে না তোমরা কারও উপর যুলুম করবে এবং না তোমাদের উপর কেউ যুলুম করবে। ৪৫৩

২৮০. আর সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সম্মততা পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও তো তোমাদের জন্য উত্তম- যদি তোমরা বুঝ। ৪৫৪

৪৫০. অর্থাৎ সুদখোর বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রদেরকে সুদবিহীন ঋণটুকু পর্যন্ত দিল না। অথচ উচিত ছিল তাদেরকে দান খয়রাত করা। মহান আল্লাহর নিয়ামতের এর চেয়ে বড় নাশুকরি আর কী হতে পারে?

৪৫১. এ আয়াতে সুদখোরের বিপরীতে ঈমানদারদের গুণাবলী ও তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা তুলে ধরা হয়েছে, যা সুদখোরদের চরিত্র, অবস্থা ও পরিণতি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতে সুদখোরদের প্রতি চরম হুঁশিয়ারী ও তাদের চূড়ান্ত নিন্দাবাদও হয়ে গেছে।

(২৮১) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

(২৮২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَمَا كُتِبَ لَهُ، وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَاكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسَوْفَ بِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

২৮১. তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে। তারপর প্রত্যেককে তার উপার্জন পুরোপুরি দেওয়া হবে, তাদের উপর যুলুম করা হবে না। ৪৫৫

২৮২ হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন আপোষে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর, তখন তা লিখে রাখ। তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন তা ন্যায্যভাবে লিখে দেয়। লেখক যেন অস্বীকার না করে লিখে দিতে। যেমন তাকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছে। কাজেই, তার লিখে দেওয়া উচিত। আর যার উপর ঋণ, সে বলে দিতে থাকবে। এবং সে যেন আল্লাহকে ভয় করে, যিনি তার প্রতিপালক। আর সে যেন তার কিছু না কমায়। ৪৫৬ কিন্তু ঋণ-গ্রহীতা যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় কিংবা সে নিজে বলে দিতে না পারে, তবে তার অভিভাবক যেন ন্যায্যভাবে তা বলে দেয়। ৪৫৭ তোমরা সাক্ষীদের মধ্যে যাদের পসন্দ কর তাদের মধ্য হতে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখ। যদি দু'জন পুরুষ পাওয়া না যায় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক, যাতে তাদের একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয় জন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। ৪৫৮

সাক্ষীদের যখন ডাকা হবে, তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। কারবার ছোট হোক, কি বড় তার নির্ধারিত কাল পর্যন্ত তোমরা তা লিখতে অলসতা করো না। আল্লাহর নিকট এতে পূর্ণ ইনসাফ নিহিত রয়েছে এবং এটা সাক্ষ্যকে সঠিক রাখার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক আর তোমাদের সন্দেহে নিপতিত না হওয়ারও অতি নিকটবর্তী।^{৪৫৯} কিন্তু তোমরা যদি আপোষে হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমরা যখন বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখ। লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতি না করে।^{৪৬০} যদি তোমরা এরূপ কর, তবে এটা তোমাদের জন্য পাপের কাজ। তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।

৪৫২. অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞার পূর্বে যে সুদ গ্রহণ করেছ, তা তো করেই ফেলেছ। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার পরে যে সুদ এসেছে, তা ভুলেও দাবি করো না।

৪৫৩. অর্থাৎ পূর্বে যে সুদ তোমরা গ্রহণ করেছ, তা যদি তোমাদের মূলধনের সাথে হিসেব করে কেটে নেওয়া হয়, তবে সেটা তোমাদের উপর যুলুম। আর নিষেধাজ্ঞার পরে যে সুদ এসেছে তা যদি তোমরা দাবি কর, তবে এটা তোমাদের যুলুম।

৪৫৪. অর্থাৎ যখন সুদের নিষেধাজ্ঞা এসে গেল এবং সুদের লেন-দেন মওকুফ করে দেওয়া হল, তখন অভাবগ্রস্ত খাতককে যদি তাগাদা শুরু করে দাও, সেটা তোমাদের পক্ষে অনুচিত হবে। বরং তাকে সুযোগ দাও এবং সম্ভব হলে ক্ষমাই করে দাও।

৪৫৫. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমস্ত কাজ-কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি মিলবে। কাজেই, প্রত্যেকে এখন চিন্তা করে দেখুক, সে ভাল কাজ করবে, না মন্দ এবং সে সুদ খাবে, না দান খয়রাত করবে।

৪৫৬. বাকিতে কাজ কারবার ও লেনদেন লিখিত হতে হবে ৪ প্রথমে দান-খয়রাতের ফযীলত ও তার বিধান তারপর সুদের নিষিদ্ধতা ও তার অপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছিল। এবার নির্দিষ্ট মেয়াদে বাকি কারবার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে জানা গেল যে, এরূপ কারবার জায়য। কিন্তু এরূপ কারবার যেহেতু ভবিষ্যত মেয়াদের জন্য, তাই ভুলচুক ও কলহ বিবাদের সম্ভাবনা থেকে যায়। কাজেই ভবিষ্যতে যাতে কোনরূপ কলহ দেখা না দেয়, সে জন্য এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক। আর তার পদ্ধতি এটাই যে, কারবার সম্পর্কে একটা দলীল লিখে নাও,

(২৮৩) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
أَمِنْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

২৮৩. যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হাতে বন্ধক রাখা উচিত, যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে সে যেন পরিপূর্ণভাবে তার আমানত আদায় করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করে, নিশ্চয়ই তার অন্তর পাপী। আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত। ৪৬১

যাতে মেয়াদ নির্ধারণ, উভয় পক্ষের নাম-ধাম, কারবারের বিবরণ সব কিছু পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে। লেখকের কর্তব্য, শরী'আতের নির্দেশ অনুযায়ী তা লিখে দিতে যেন অস্বীকার না করে এবং ইনসাফ রক্ষায় কোন ত্রুটি না করে। ঋণ গ্রহীতা নিজে হাতেই লিখবে অথবা নিজ মুখে বলে লেখক দ্বারা লেখাবে। এ ক্ষেত্রে সে লক্ষ্য রাখবে যাতে অন্য পক্ষের অধিকার খর্ব না হয়।

৪৫৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি দেনাদার ও ঋণী, সে যদি নির্বোধ, আপনাতোলা, উদাসীন ও দুর্বল হয়, যেমন সে শিশু বা অতিশয় বৃদ্ধ, যে কারণে কারবার বোঝার মত বোধশোধ তার নেই কিংবা সে লেখককে কারবার সম্পর্কে বলে দিতে সক্ষম নয়, তখন তার অভিভাবক, ওয়ারিস বা যে ব্যক্তি তার দেখা-শোনা করে সে কোনরূপ কমবেশী না করে ইনসাফের সাথে তা লিখিয়ে দিবে।

৪৫৮. অর্থাৎ তোমাদের কর্তব্য এ কারবার সম্পর্কে অন্তত দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে সাক্ষী রাখা। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সাক্ষী পসন্দ সেই অর্থাৎ বিশ্বাস্ত ও নির্ভরযোগ্য হয়।

৪৫৯. অর্থাৎ সাক্ষীকে যখন সাক্ষী বানানোর জন্য বা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়, তখন তার পাশ কাটানো বা অস্বীকার করা উচিত নয়। কারবার ছোট হোক, বড় হোক লিখতে লেখাতে অবহেলা করো না। কেননা, এতে ইনসাফ পুরোপুরি রক্ষা হয়। তা ছাড়া সাক্ষীর উপরও পরিপূর্ণ আস্থা এই লেখার দ্বারাই রাখা যায়। সেই সাথে ভুলচুক করেও হক নষ্ট হওয়া হতেও এর দ্বারা নিশ্চিত থাকা যায়।

৪৬০. অর্থাৎ বেচা-কেনার বিষয়টি যদি হাতে হাতে হয়, এক বস্তুর বদলে তার সমজাতীয় বস্তু হয় বা মুদ্রার বিনিময়েই লেন-দেন হয়, কিন্তু তাতে কোন বাকি-

(২৮৪) لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحْصِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۚ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(২৮৫) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ اٰمَنَ بِاِلٰهِهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۚ لَا يَفْرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۚ غُفْرٰنَكَ رَبَّنَا ۚ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

২৮৪. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব নিবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। ৪৬২

২৮৫. রাসূল স্বীকার করে নিয়েছে যা কিছু তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাঁর উপর নাযিল হয়েছে এবং মু'মিনগণও। সকলেই স্বীকার করেছে আল্লাহকে, তাঁর ফিরিশ্তাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে ও তাঁর রাসূলগণকে। তাঁরা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কাউকে পৃথক করি না এবং তাঁরা বলে ওঠে, আমরা শুনলাম ও গ্রহণ করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে। ৪৬৩

বকেয়া না থাকে, তবে তা না লিখলে গুনাহ হবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সাক্ষী রাখা উচিত। যাতে ভবিষ্যতে এ নিয়ে কোন বিবাদ দেখা দিলে কাজে আসে। 'লেখক ও সাক্ষী যেন কোন ক্ষতি না করে' এর অর্থ বাদী-বিবাদী কারও ক্ষতি করবে না; বরং যার যা প্রাপ্য তাই আদায় করবে।

৪৬১. অর্থাৎ সফরে যদি ঋণ ও বাকির কারবার কর এবং লেখাপড়া করার জন্য কোন লেখক না পাও, তবে ঋণ গ্রহিতার কর্তব্য ঋণের বদলে কোন বন্ধক রেখে দেওয়া।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : সফর অবস্থায় বন্ধক রাখার প্রয়োজন দেশে থাকাকালীন অবস্থার তুলনায় বেশী। কেননা, দেশে বসে লেখা পড়া ও সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারাও পাওনাদারের পক্ষে চিন্তাযুক্ত হওয়া সম্ভব। এ কারণেই সফর অবস্থায় বন্ধকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা না হলে দেশে থাকা অবস্থায় লেখক ও সাক্ষীর বর্তমানেও বন্ধক তাকসীরে উসমানী — ২৫

(২৮৬) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْزُ
وَعَنْنَا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

২৮৬. আল্লাহ্ কাউকে কষ্টদান করেন না, তবে ঠিক ততটুকুই যতটুকু তার
পক্ষে সম্ভব। সে যা উপার্জন করে তা সেই পাবে আর সে যা করে
তা তারই উপর বর্তায়। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি
বিস্মৃত হই বা ভুল করি আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের
প্রতিপালক! আমাদের উপর গুরুভার অর্পণ করো না, যেমন অর্পণ
করেছিলে আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিও না যার শক্তি আমাদের
নেই এবং আমাদের পাপমোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর ও
আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের পালনকর্তা। কাজেই,
কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। ৪৬৪

রাখ বৈধ। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে। আর পাওনাদারের যদি দেনাদারের উপর
আস্থা থাকে এবং সে কারণে সে বন্ধক দাবি না করে, তবে দেনাদারের কর্তব্য
পাওনাদারের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দেওয়া। সেই সাথে সে মহান আল্লাহকে
ভয় করবে এবং পাওনাদারের সাথে পূর্ণ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিবে।

৪৬২. আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান পালনে শৈথল্য, ছল-চাতুরি ও হঠকারিতা থেকে
নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না : আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরায় ইবাদত ও সমাজনীতি
সম্পর্কিত মূলনীতি ও শাখা প্রশাখা এবং জানমাল সম্পর্কিত বিধান অত্যাধিক
পরিমাণে উল্লেখ করেছেন। এ সূরাকে 'সানামুল কুরআন' (কুরআনের শ্রেষ্ঠতম অংশ)
বলার সম্ভবত এটাই কারণ। এ হিসেবে বান্দাদেরকে সর্বতোভাবে পূর্ণ সতর্ক ও
সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল, যাতে তারা বিধৃত বিধানসমূহ পালনে কোন প্রকার
ত্রুটি না করে। সুতরাং বিধান বর্ণনার পর সূরার শেষে এ আয়াতটিকে হুশিয়ারী ও
সতর্কবাণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পূর্বোক্ত আইন-কানুনসমূহ পালন করতে
সকলকে বাধ্য করে দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ লোক যে বিবাহ, তালাক, কিসাস,
যাকাত, বেচা-কেনা, সুদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নানা রকম ছল-চাতুরি ও স্বরচিত কৌশলের
আশ্রয় নেয় এবং অবৈধ বিষয় সমূহকে বৈধ করার মানসে নিজস্ব মতামত ও

হঠকারিতাকে কাজে লাগায় তাদের জন্যও আয়াতে পূর্ণ হুশিয়ারী রয়েছে। দেখুন, আমাদের উপর যার ইবাদতের অধিকার থাকবে, তিনি অবশ্যই আমাদের মালিক হবেন। আমাদের প্রকাশ্য ও গুপ্ত যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব-নিকাশ যিনি করতে পারবেন, তাঁর যে যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আর যিনি আমাদের যাবতীয় কাজের হিসাব নিতে এবং প্রত্যেকটি কাজের বিনিময়ে শাস্তি বা পুরস্কার দিতে পারবেন তাঁর জন্য সর্ব বিষয়ে শক্তি থাকাও অনিবার্য। এ আয়াতে এই তিনটি গুণ অর্থাৎ মালিকানা, জ্ঞান ও শক্তির কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আয়াতুল-কুরসীতেও এরই উল্লেখ ছিল। আয়াতের সারমর্ম তো এটাই যে, আল্লাহু তা'আলা যাবতীয় বস্তুর মালিক ও স্রষ্টা। তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী। শক্তি সর্বগ্রাসী। এ মতাবস্থায় প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোন বিষয়ে তাঁর অবাধ্যতা করে বান্দা কী করে নিকৃতি পাবে?

৪৬৩. অন্তরের চিন্তা ও ধারণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে কি? : প্রথম আয়াতে যখন জানা গেল অন্তরের চিন্তা ও ধারণা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন সাহাবায়ে কিরাম ভীষণ ভয় পেলেন ও ঘাবড়ে গেলেন। অন্য কোন আয়াতে তাঁরা এত বেশী চিন্তিত হননি। বিষয়টি তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানালেন। তিনি বললেন 'قَوْلُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا' তোমরা বল, আমরা শুনলাম ও মানলাম। অর্থাৎ প্রশ্ন জাগুক বা কঠিন মনে হোক কোন অবস্থাতেই মহান আল্লাহুর আদেশ মেনে নিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করো না। আন্তরিকভাবে বল, 'سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا' তাঁর নির্দেশ পালনের সাথে সাথে সকলের হৃদয় খুলে যায় এবং মনের অবচেতনে সকলের মুখ হতে উৎসারিত হয় 'سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا' অর্থাৎ আমরা ঈমান আনলাম এবং আল্লাহুর আদেশ মেনে নিলাম। এভাবে তারা নিজেদের কষ্ট ও দ্বিধা-সংশয় ঝেড়ে ফেলে আদেশ পালনে আপন সংকল্প ও উদ্দীপনা প্রকাশ করলেন। আল্লাহুর কাছে তাঁদের এ আকুতি ভারী পসন্দ হয়ে যায়। কাজেই তিনি এ আয়াত দু'টি নাযিল করলেন। প্রথম আয়াত اٰمَنَ الرَّسُوْلُ এর মাঝে আল্লাহু তা'আলা বিশদভাবে রাসূলে কারীম (সা.) এবং প্রশ্নকর্তা সাহাবায়ে কিরামের ঈমানের প্রশংসা করেছেন। যাতে তাঁদের অন্তরের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং পূর্বকার সংশয় সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত 'لَا يَكْفُرُ اللّٰهُ' এর মাঝে বলে দেওয়া হয়েছে যে, কাউকে সাধ্যাতীত কষ্ট দেওয়া হয় না। কাজেই কারও মনে যদি কোন গুনাহের খেয়াল ও ইচ্ছা জাগে, কিন্তু সে তা কার্যে পরিণত না করে, তবে তাতে কোন গুনাহ হবে না। এমনকি ভুলচুকও মাফ। মোটকথা, পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যে সব বিষয় হতে বেঁচে থাকা ক্ষমতার বাইরে, যেমন মন্দ কাজের খেয়াল ও কল্পনা বা ভুলত্রুটি ইত্যাদির জন্য ধরপাকড় করা হবে না। হাঁ, যে সব বিষয় বান্দার ইচ্ছা ও ইখতিয়ারভুক্ত তার হিসাব নেওয়া হবে। কাজেই, পূর্বের যে আয়াত শুনে দুশ্চিন্তা জেগেছিল, তার মর্মও এই

পরের মূলনীতি অনুযায়ীই অনুধাবন করতে হবে। বস্তুত তাই হয়েছিল এবং উপরিউক্ত সংশয় এমনভাবে দূরীভূত হয়েছিল যা ভাষায় প্রকাশ করার নয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কাউকে পৃথক না করার অর্থ আমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মত নই, যারা কতক নবীকে স্বীকার করে এবং কতককে অস্বীকার করে।

৪৬৪. সাহাবায়ে কেরামের দুশ্চিন্তা নিবারণ ও তাঁদের সান্ত্বনা : পূর্বের আয়াতের কারণে সাহাবায়ে কেরামের যে দুশ্চিন্তা হয়েছিল তা নিবারণ তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য **الرُّسُولُ** এবং **لَا يَكْفِيُ اللَّهُ نَفْسًا** এ আয়াত দু'টি নাযিল হয়। অবশেষে **لَا تَوَاضَعْنَا** হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতাংশ নাযিল করে তাদেরকে এমনভাবে চিন্তামুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, এরপর আর কোনরূপ কাঠিন্য ও জটিলতার আশংকাও বাকি রাখা হয়নি। কেননা, আমাদেরকে যে দু'আ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার মর্মার্থ হলো, আমাদের উপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ইবাদতের অধিকার হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই জন্য প্রতিষ্ঠিত, তবে স্বীয় কৃপা ও অনুগ্রহে আমাদের জন্য এমন আদেশই পাঠিও যা পালন করতে আমাদের বিশেষ কষ্ট না হয়। ভুলচুকের কারণে আমাদের পাকড়াও করো না। পূর্ববর্তী উম্মাতদের মত কঠিন আইন আমাদের উপর জারি করো না এবং আমাদের সাধ্যাতীত কোন নির্দেশও আমাদের উপর আরোপ করো না। এত কিছু অবকাশের পরও যদি আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় তা মাফ করে দিও এবং আমাদের উপর দয়া করো। হাদীসে আছে, এ সবগুলি দু'আ আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের উপর আপত্তি সে জটিলতার পর মহান আল্লাহর অনুগ্রহে যখন সর্ব প্রকার জটিলতা হতেই আমরা নিষ্কৃতি পেয়ে গেছি, তখন এতটুকু অনুগ্রহ আরও চাই যে, কাফিরদের উপর যেন আমরা বিজয়ী থাকি। অন্যথায়, তাদের পক্ষ হতে পার্থিব ও ধর্মীয় নানা রকম জটিলতার আমরা সম্মুখীন হয়ে পড়ব। ফলে আল্লাহ আল্লাহ করে যেই জটিলতা হতে প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল কাফিরদের বিজয় অবস্থায় আবার সেই জটিলতাই অশান্তি ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلَمْ يَلَمْ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿١﴾

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٢﴾ مِنْ قَبْلُ
هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

بِآيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۚ وَاللّٰهُ

عَزِيْزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٣﴾

۲۰۰ آیتیں اور
۲۰ رکوع ہیں

সূরা আলে ইমরান

মাদানী, ২০০ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অসীম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

১. আলিফ-লাম-মীম।
২. আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই।
তিনি চিরজীবী, সকলের ধারক।^১
৩. তিনি তোমার উপর সত্য কিতাব নাযিল করেছেন^২ যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রত্যায়ন করে এবং তিনি তাওরাত ও ইন্জিল নাযিল করেছেন।

সূরা আলে-ইমরান

মাদানী, ২০০ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অসীম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) ۞

(২) ۞ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۞

১. আলিফ-লাম-মীম ।

২. আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তিনি চিরজীবী, সকলের ধারক।

১. শানে নুযূল ও নবী (সা.)-এর খেদমতে নাজরান প্রতিনিধি দল ৪ নাজরান হতে ষাট সদস্যের একটি সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে হাযির হয়। তাঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন সর্বখ্যাত ও স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী; আবদুল-মাসীহ আকিব নেতৃত্বে, আয়হাম সাযি়দ বিচক্ষণতা ও কূটনীতিতে এবং আবু হারিসা ইব্ন আলকামা সবচে বড় ধর্মবেত্তা ও প্রধান পাদরী হিসেবে। এই তৃতীয় ব্যক্তি মূলে আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র বণু বাকর ইব্ন ওয়াইলের লোক ছিল। পরে সে পাক্ষা খৃষ্টান হয়ে যায়। তার ধর্মীয় দৃঢ়তা ও মান-সম্মম দেখে রোমান শাসকবর্গ তার খুব কদর ও সম্মান করত। প্রচুর অর্থ দান ছাড়াও তার জন্য একটি গীর্জা তৈরি করে এবং তাকে ধর্ম বিষয়ক প্রধান নিযুক্ত করে। এ প্রতিনিধি দলটি মহাসাড়ম্বরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয় এবং বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে তাঁর সাথে কথপোকথন করে। বিস্তারিত বিবরণ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) রচিত সীরাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এ ঘটনা সম্পর্কেই সূরা আলে-ইমরানের প্রথম দিকের প্রায় আশি-নব্বই খানা আয়াত নাযিল হয়। খৃষ্টানদের একটি মৌলিক বিশ্বাস, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং মহান আল্লাহ বা মহান আল্লাহর ছেলে কিংবা তিন আল্লাহর একজন। এ সূরার প্রথম আয়াতে খাঁটি তাওহীদের দাবী করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দুইটি গুণ "حَيُّ" (চিরজীবী) ও "قَيُّومٌ" (সারা বিশ্বের ধারক)-এর উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের এ দাবীকে সম্পষ্টরূপে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করে। কাজেই, বিতর্ককালে

(৩) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ ۝

৩. তিনি তোমার উপর সত্য কিতাব নাযিল করেছেন^২ যা তার পূর্ববর্তী
কিতাবসমূহের প্রত্যায়ন করে এবং তিনি তাওরাত ও ইনজিল নাযিল
করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-তাদের বললেন, তোমরা কি জান না, মহান আল্লাহ "حَىٰ"
(চিরজীবী) যাঁর কখনও মৃত্যু হতে পারে না এবং তিনিই সৃষ্টিরাজির অস্তিত্ব দান
করেছেন, তারপর তাদের বেঁচে থাকার উপকরণাদি সৃষ্টি করে তাদেরকে নিজ অপার
শক্তিতে ধারণ করে রেখেছেন? পক্ষান্তরে, হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর অবশ্যই মৃত্যু
ও ধ্বংস আসবে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না, সে অন্যান্য
জীবের অস্তিত্ব রক্ষা করবে কী উপায়ে? এ কথা শুনে খৃষ্টান দলটি স্বীকার করল,
নিশ্চয়ই আপনি সত্য বলেছেন। হযরত তারা মনে করে থাকবে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ
বিশ্বাস অনুযায়ী 'عِيسَى يَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَاءُ' (ঈসার উপর অবশ্যই ধ্বংস আসবে)
সম্পর্কে প্রশ্ন করছেন। উত্তর নেতিবাচক হলে 'ঈসা বহুকাল পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন'
আমাদের এই বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি আমাদেরকে আরও বেশি লা-জবাব ও পরাস্ত
করতে সক্ষম হবেন। কাজেই শাদিক ঝগড়ায় না পড়াই সমীচীন। এরা হযরত
খৃষ্টানদের সেই শাখার লোক হয়ে থাকবে যারা ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী ঈসা
(আ.)-এর হত্যা ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ধারণাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁকে
দৈহিকভাবে আকাশে তুলে নেওয়ার বিশ্বাস পোষণ করত। হাফিয ইব্ন তাইমিয়া
'আল-জাওয়াবুস সহীহ' গ্রন্থে এবং 'আল-ফারিক বায়নাল-মাখলুক ওয়াল-খালিক'-এর
গ্রন্থকার লিখেছেন যে, শাম ও মিসরের খৃষ্টানগণ সাধারণত এ আকীদাই পোষণ
করতেন। বহুদিন পর পরই ক্রুশের আকীদা প্রচার করে। কালক্রমে ইউরোপ হতে
শাম ও মিসরেও তার এ ধারণা পৌঁছে যায়। মোটকথা 'إِنَّ عِيسَى آتَىٰ عَلَيْهِ الْفَنَاءُ'
(নিশ্চয়ই ঈসার উপর মৃত্যু এসেছে) বাক্যটি ঈসার (আ.)-উলূহিয়াত (আল্লাহ
হওয়ার)-এর রদে অধিক স্পষ্ট ও লা-জবাব হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-যে তার
পরিবর্তে 'يَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَاءُ' (তার উপর মৃত্যু আসবে) বলেছেন, তার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে
উঠে যে, বিতর্ক স্থলেও তিনি ঈসা (আ.)-এর জন্য মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পূর্বে মৃত্যু
শব্দের ব্যবহার পসন্দ করেননি।

২. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ যথোপযুক্তভাবে ও যথাসময়ে ইনসাফ ও সত্যতাসহ
নাযিল হয়েছে।

(৬) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝

৪. এই কিতাবের পূর্বে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য^৩ এবং তিনি মীমাংসা নাযিল করেছেন।^৪ নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।^৫

৩. কুরআন সকল আসমানী গ্রন্থের প্রত্যায়নকারী : পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রত্যায়ন করে। তাওরাত, ইনজীল প্রভৃতি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ কুরআন মাজীদ ও তার বাহকের প্রতি পথ-নির্দেশ করত এবং আপন আপন সময়ে উপযুক্ত বিধান ও হিদায়াত প্রদান করত। যেন বলে দেওয়া হল মাসীহ (আ.)-এর খোদায়ী বা তিনি যে মহান আল্লাহর ছেলে এ আকীদা তো কোন আসমানী কিতাবেই বর্ণিত ছিল না, অথচ দীনের মূল বিষয় সমূহে সমস্ত আসমানী কিতাবই এক ও অভিন্ন। তাতে মুশরিক সুলভ আকীদা-বিশ্বাসের তা'লীম কখনই দেওয়া হয়নি।

৪. 'ফুরকান' এর তাৎপর্য : প্রত্যেক কালে এমন সময়োপযোগী বিষয় দেওয়া হয়েছে, যা হক-বাতিল, হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার মাঝে মীমাংসা করে দেয়। কুরআন মাজীদ, অন্যান্য আসমানী কিতাব, নবীগণের মু'জিয়া সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় যে সব বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত তার মীমাংসাও কুরআন দ্বারা করে দেওয়া হয়েছে।

৫. 'আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী' এর ব্যাখ্যা : এরূপ অপরাধীদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে না এবং তারা মহান আল্লাহর মহা পরাক্রম হতে পালিয়েও বাঁচতে পারবে না। এর মাঝেও মাসীহের খোদা হওয়া খণ্ডনের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, সেই নিরঙ্কুশ শক্তি ও ক্ষমতা মহান আল্লাহর জন্য প্রমাণ করা হয়েছে, সুস্পষ্ট কথা তা মাসীহের মাঝে পাওয়া যায় না। বরং খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত মাসীহ (আ.) কাউকে শাস্তি দিবেন তো দূরের কথা, নিজেকেই তো যালিমদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। (তাদের বিশ্বাস মতে) অত্যন্ত অসহায় ও মর্মান্তিক অবস্থায় তাদের হাতে প্রাণ বিসর্জন দেন। এরপরও তিনি কী করে আল্লাহ বা আল্লাহর ছেলে হতে পারেন? সন্তান তো পিতা তুল্যই হয়ে থাকে। কাজেই, আল্লাহর যিনি ছেলে তিনিও আল্লাহ হবেন বৈ কি, কিন্তু একজন তাকসীম

(৫) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

(৬) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৫. আল্লাহর নিকট যমীন ও আসমানের কোন বস্তু গোপন থাকে না।
৬. তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন যে ভাবে ইচ্ছা। তিনি ব্যতীত আর কারও বন্দেগী নেই। তিনি মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

অসহায় সৃষ্টিকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক আল্লাহর ছেলে সাব্যস্ত করা, পিতা ও সন্তান উভয়ের জন্যই অবমাননাকর। মহান আল্লাহর নিকট এর থেকে পানাহ চাই।

৬. আল্লাহর কাছে গোপন বলতে কিছু নেই : মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যেমন অসীম, তেমনি তাঁর জ্ঞানও সর্বব্যাপী। বিশ্ব জগতের কোন একটি বস্তুও এক মূহুর্তের জন্য তাঁর অগোচরে থাকে না। সকল অপরাধী ও নিরপরাধ এবং সমস্ত অপরাধের ধরণ-ধারণ তাঁর জানা। অপরাধী পালিয়ে আত্মগোপন করতে চাইলে তা কোথায় পালাবে? এর দ্বারাও ইশারা করে দেওয়া হল যে, মাসীহ (আ.)-আল্লাহ হতে পারে না। কেননা, এরূপ সর্বব্যাপী জ্ঞান তাঁর ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যতটুকু জানাতেন, ততটুকুই তিনি জানতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশ্নের জবাবে খৃস্টানরাও এ কথা স্বীকার করেছিল এবং আজও প্রচলিত ইনজিল দ্বারা এটা প্রমাণিত।

৭. 'আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' এর তাৎপর্য : আল্লাহ তা'আলা আপন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী অপার শক্তি দ্বারা যে রূপ ও যে ভাবে চেয়েছেন মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, পুরুষ বা নারী, সুদর্শন বা কদাকার যেমন সৃষ্টি করার ছিল করে দিয়েছেন। একটি পানির ফোটাকে কতগুলি ধাপ অতিক্রম করিয়ে মানব আকৃতিতে পরিণত করেছেন। যার শক্তি ও শিল্প নৈপুণ্যের এই অবস্থা তাঁর জ্ঞানে কি কোন কমতি থাকতে পারে বা যে মানুষ নিজেও মাতৃগর্ভের আঁধার প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে এসেছে এবং অপরাপর শিশুর মত পানাহার ও মল-মূত্র ত্যাগ করে তাঁকে সেই মহান পবিত্র আল্লাহর ছেলে-নাতি বলা যেতে পারে? كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَاقُوتًا لَّأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ (১৮:৫)। খৃস্টানদের প্রশ্ন ছিল, হযরত মাসীহের প্রকাশ্য পিতা যখন কেউ নয়, তখন আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কাকে তাঁর পিতা বলা যায়? এর উত্তর 'يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ' -এর দ্বারা আদায় হয়ে গেছে। অর্থাৎ মাতৃগর্ভে যে ভাবে ইচ্ছা মানবাকৃতি গঠনের শক্তি মহান আল্লাহর আছে। তা পিতামাতা উভয়ের মিলনের মাধ্যমেই হোক

(৭) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ م وَالرُّسُخُونَ
فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۚ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

৭. তিনিই তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তন্মধ্যে কতক আয়াত মুহকাম অর্থাৎ তার অর্থ পরিষ্কার, সেটাই কিতাবের মূল অংশ, অন্যগুলি মুতাশাবিহ অর্থাৎ তার অর্থ জ্ঞাত বা নির্দিষ্ট নয়। কাজেই, যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা বিভ্রান্তি বিস্তার ও ব্যাখ্যা সন্ধানের উদ্দেশ্যে মুতাশাবীহের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তার ব্যাখ্যা জানে না। আর পরিপক্ক জ্ঞান-বিশিষ্টগণ বলে আমরা এর উপর বিশ্বাস করেছি। সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ, বুঝালে তো তারাই বোঝে যাদের বুদ্ধি আছে।^৮

কিংবা শুধু জননীর ক্রিয়া-গ্রহণ-শক্তি দ্বারাই হোক। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে "هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" - অর্থাৎ তিনি মহা-পরাক্রমশালী, যার শক্তিকে কেউ পরিমাপ করতে পারে না। তিনি প্রজ্ঞাময়, যেখানে যেমন সমীচীন, তাই করেন। তিনি হাওয়াকে মা ছাড়া, মাসীহকে বাপ ছাড়া এবং আদমকে মা-বাপ উভয় ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাজের রহস্য ও তাৎপর্যকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে?

৮. মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াত এবং নাজরান খৃস্টান দল ৪ নাজরানের খৃস্টানগণ সমস্ত দলীল প্রমাণে পরাভূত হয়ে শেষে রণ কৌশল পরিবর্তন করে বলল, তা যা হোক আপনি তো হযরত মাসীহকে আল্লাহর 'কলিমা' ও তাঁর 'রুহ' মানেন। আমাদের দাবী প্রমাণের জন্য এতটুকু যথেষ্ট। এ স্থলে এর তাত্ত্বিক জবাব একটি সাধারণ নীতির আকারে দেওয়া হয়েছে, যা উপলব্ধি করার পর হাজারও দ্বন্দ-কলহের অবসান হতে পারে। বিষয়টি এভাবে বুঝুন, কুরআন মাজীদ ও সমস্ত আসমানী কিতাবে দুই রকমের আয়াত পাওয়া যায়। এক তো সেই সব আয়াত যার অর্থ সুবিদিত ও সুনির্দিষ্ট। তা হযরত এ কারণে যে, অভিধানও শব্দ বিন্যাস প্রভৃতির দিক থেকে আয়াতের শব্দমালার মাঝে কোন অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা নেই, ভাষার মাঝেও একাধিক অর্থের অবকাশ নেই এবং বিষয়বস্তুও সাধারণ স্বীকৃত মূলনীতি সমূহের পরিপন্থী নয়। কিংবা এই কারণে যে, ভাষা ও শব্দে আভিধানিক দিক থেকে একাধিক অর্থের অবকাশ থাকলেও কুরআন-হাদীসের সুবিদিত ও অকাট্য উক্তি বা উম্মাতের

সর্ববাদী সম্মত রায় কিংবা দীনের সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি দ্বারা নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, বক্তার উদ্দেশ্য ওই অর্থ নয়; বরং এই অর্থ। এরূপ আয়াত সমূহকে ‘মুহকামাত’ বলে। প্রকৃতপক্ষে কিতাবের যাবতীয় শিক্ষার মূলভিত্তি এই প্রকারের আয়াতই হয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রকার আয়াতকে ‘মুতাশাবিহাত’ বলে, অর্থাৎ যার অর্থ জানতেও নির্ণয় করতে সংশয় ও বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা হলো, এই দ্বিতীয় প্রকার আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে দেখতে হবে, কোন অর্থ তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে অর্থ তার পরিপন্থী হবে তা অবশ্যই প্রাত্যাখ্যান করতে হবে এবং যা তার পরিপন্থী না হবে তাকেই বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বলে গন্য করতে হবে। যদি চূড়ান্ত চেষ্টার পরও বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ণয় করা সম্ভব না হয় তবে সব জান্তার দাবীতে সীমা অতিক্রম করে যাওয়া উচিত নয়। যে সব ক্ষেত্রে জ্ঞানের কমতি ও যোগ্যতার ত্রুটির কারণে বিষয়ের রহস্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে আমরা সক্ষম না হই তাকেও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। কিন্তু সাবধান এরূপ কোন ব্যাখ্যা ও হেরফের করা যাবে না যা ধর্মের মূলনীতি ও মুহকাম আয়াতের বিরোধী হয়। যেমন কুরআন মাজীদে হযরত মাসীহ (আ.)- সম্পর্কে বলা হয়েছে- ‘**إِنَّهُ هُوَ الْاَعْبَدُ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ**’ ‘সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম,’ (৪৩ : ৫৯)। অন্যত্র, ‘**اِنْ مَثَلْ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ**’ আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত তো আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন (৩ : ৫৯)। আরও বলা হয়েছে :

ذٰلِكَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ- مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ-

এই-ই ঈসা, মারইয়াম তনয়। আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। সন্তান গ্রহণ করা মহান আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র মহিমাময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন হও এবং তা হয়ে যায় (১৯ : ৩৪-৩৫)। এ ছাড়া কোথাও কোথাও তার খোদায়ী ও ছেলে রদ করা হয়েছে। এখন যদি কোন ব্যক্তি এ সব মুহকাম আয়াত থেকে চোখবন্ধ করে ‘**كَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلَىٰ مَرْيَمَ وَنَدَّحُ مِنْهُ**’ তার কলিমা, যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তার রুহ (৪ : ১৭১)। প্রভৃতি মুতাশাবিহ আয়াতের পেছনে ধাবিত হয় এবং তার যে অর্থ মুহকাম আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা বাদ দিয়ে এমন ভাসাভাসা অর্থ গ্রহণ করতে শুরু করে, যা কিতাবের সাধারণ ও সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং সর্বখ্যাত বর্ণনার পরিপন্থী, তবে সেটা তার মনের কুটিলতা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কী হতে পারে? কতক দুষ্ট প্রকৃতির লোক তো চায় এরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মানুষকে গোমরাহীতে ফাঁসিয়ে দিতে। আবার কিছু দুর্বল ও

(৮) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

(৯) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যখন আমাদেরকে হিদায়াত করেছ, তখন আর আমাদের অন্তরসমূহকে ঘুরিয়ে দিও না। এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে করুণা কর, তুমিই সব কিছুর দাতা।^৯
৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানুষকে একদিন একত্র করবে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকার ভংগ করেন না।^{১০}

টলটলায়মান বিশ্বাসের লোক নিজস্ব মত ও খেয়াল-খুশী অনুযায়ী টেনে-হেঁচড়ে এরূপ আয়াতের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর প্রয়াস পায়। অথচ এর সত্যিকারের অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তিনিই আপন অনুগ্রহে তা থেকে যাকে যে পরিমাণ ইচ্ছা অবহিত করেন। যারা পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী তারা মুহুকাম ও মুতাশাবিহ্ সর্বপ্রকার আয়াতকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে। তাঁদের এ প্রত্যয় আছে যে, উভয় প্রকার আয়াত একই উৎস হতে উৎসারিত, যাতে পরস্পর বিরোধ ও বৈসাদৃশ্যের কোন অবকাশ নেই। এ জন্যই তাঁরা মুতাশাবিহ্কে মুহুকামের দিকে ফিরিয়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করে। আর যা তাঁদের বোধশক্তির উর্ধ্বে তা মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয় এবং বলে এর অর্থ তিনিই ভাল জানেন, আমাদের কাজ ঈমান আনা।

আমার নিকট এ আয়াতের বিষয়বস্তু সূরা হজ্জের আয়াত 'وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى' (২২ : ৫২)-এর বিষয়বস্তুর সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ, ইনশাআল্লাহ সেখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৯. ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দু'আ করা উচিত : পরিপক্ক জ্ঞানীগণ নিজেদের, জ্ঞানগত যোগ্যতা ও ঈমানী শক্তিতে আত্মগর্বী ও নিশ্চিন্ত থাকে না; বরং তাঁরা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট অবিচলতা এবং অতিরিক্ত করুণা ও দয়া প্রার্থনা করে, যাতে অর্জিত ধন হস্তচ্যুত না হয় এবং আল্লাহ না করুন অন্তর সরল পথ-প্রাপ্তির পর বাঁকিয়ে না যায়। হাদীসে আছে, রাসূলে কারীম (সা.)- প্রায়ই (উম্মাতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য) এই দু'আ পাঠ করতেন- 'يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ' হে অন্তরসমূহের ওলট-পালটকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ।

(১০.) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝

১০. নিশ্চয়ই যারা কাফির, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি আল্লাহর সম্মুখে কোন কাজে আসবে না। এবং তারাই জাহান্নামের ইন্ধন। ১১

১০. সে দিন অবশ্যই আসবে এবং কুটিলমনা লোকেরা যে সব বিষয় নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ করত তার সুস্পষ্ট ফয়সালা হয়ে যাবে। তারপর প্রত্যেক অপরাধীকে তার কুটিলতা ও হঠকারিতার শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ভয়েই আমরা তাদের পথ হতে বিমূখ এবং আপনার নিকট দয়া ও অবিচলতার আকাংখী। কুটিলদের বিপরীত পন্থা অবলম্বনে আমাদের কোন অসদুদ্দেশ্য নেই এবং পার্থিব স্বার্থও আমাদের লক্ষ্য নয়। কেবল পরকালীন সাফল্যই আমাদের কাম্য।

১১. কাফির সম্প্রদায়ই হবে জাহান্নামের ইন্ধন; ধন-সম্পদ সে দিন কাজে আসবে না ৪ কিয়ামতের উল্লেখ করতে গিয়ে কাফিরদের পরিণতিও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহর শাস্তি হতে কোন বস্তুই তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না, যেমন, আমি সূরার শুরুতে লিখে এসেছি। এ সব আয়াতের প্রকৃত সম্বোধন ছিল নাজরানের প্রতিনিধি দলের প্রতি, যাদেরকে খৃস্টান ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ প্রতিনিধি দল বলেই জানা উচিত। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.)-মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.)-এর রচিত সীরাত গ্রন্থের বরাতে লেখেন, এ প্রতিনিধি দল যখন নাজরান হতে পবিত্র মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন তাদের প্রধান পাদরী আবু হারিসা ইব্ন আলকামা একটি খচ্চরে সাওয়ার ছিল। পথ চলতে গিয়ে খচ্চটি একবার হেঁচট খায়। তখন আবু হারিসার ভাই কুরযা ইব্ন আলকামা বলে উঠে 'تفسد الأبعد' দূরবর্তী (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) ধ্বংস হোক। নাউযুবিল্লাহ্। আবু হারিসা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'تفسد أمك' 'তোরা মা ধ্বংস হোক'। কুরযা হতবুদ্ধি হয়ে এ প্রতি উত্তরের কারণ জিজ্ঞেস করলে আবু হারিসা বলল, আল্লাহর কসম, আমরা ভাল করে জানি, এই ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-ই সেই প্রতীক্ষিত নবী, যার সম্পর্কে আমাদের কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। কুরযা বলল, তা হলে মানছ না যে? সে বলল- 'لأن هؤلاء' কারণ, 'الملوك اعطونا أموالا كثيرة وكرمونا فلو أمنا بمحمد لآخذوا منا كل هذه الأشياء' আমরা যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনি, তা হলে এই সকল রাজা-বাদশাহ আমাদেরকে যে প্রভূত অর্থ কড়ি ও মান সম্মান দিচ্ছে তা সব কেড়ে নেবে। কুরযা এ কথাটি তার অন্তরে লুকিয়ে রাখল এবং শেষ পর্যন্ত এ কথাই তার ইসলামের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন। আমার

(১১) كَذَابٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۝ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۝ فَآخَذَهُمُ
اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۝ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

(১২) اٰتِلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَ تُحْشَرُوْنَ اِلٰی جَهَنَّمَ ۝ وَبِئْسَ
الْمِهَادُ ۝

১১. যেমন নীতি ছিল ফির'আওন-সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীদের। তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। তারপর আল্লাহ তাদেরকে তাদের পাপের কারণে শ্রেফতার করেন। আর আল্লাহর শাস্তি সুকঠিন। ১২

১২. কাফিরদের বলে দাও, তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে, কতইনা নিকৃষ্ট ঠিকানা তা। ১৩

মতে এ আয়াতগুলোতে আবু হারিসার উল্লিখিত বক্তব্যেরই জবাব দেওয়া হয়েছে। যেন যুক্তি ও বর্ণনা নির্ভর দলীল দ্বারা তাদের ভ্রান্ত আকীদা রদ করার পর সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, সত্য পরিস্ফুট হয়ে যাওয়ার পার যারা পার্থিব ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির কারণে ঈমান আনয়ণ করছে না তারা ভাল করে জেনে রাখুক, ধন-সম্পদ ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী তাদেরকে না পার্থিব জীবনে মহান আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে, না আখিরাতে মহা আযাব হতে। এর তরতাজা দৃষ্টান্ত তোমরা সম্প্রতি বদর প্রান্তরে মুসলিম ও মুশরিকদের লড়াইতে দেখে নিয়েছ। দুনিয়ার বাহার তো ক্ষণস্থায়ী। ভবিষ্যতের সাফল্য তাদের জন্য রক্ষিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। এভাবে বহুদূর পর্যন্ত এ আলোচনা এগিয়ে গেছে। শব্দের ব্যাপকতা হিসেবে ইয়াহুদী ও মুশরিকরাও এ সম্বোধনের আওতায় পড়ে গেছে, যদিও নাজরানের খৃস্টানরাই ছিল আসল লক্ষ্য।

১২. অর্থাৎ কেউ টলাতে চাইলেও তা কস্মিনকালেও টলবে না। আর তাদেরকে যেমন শ্রেফতার করা হয়েছে, তেমনি তোমরা ও শীঘ্রই শ্রেফতার হবে।

১৩. ইসলাম বিরোধী শক্তির নিপাতের ভবিষ্যদ্বাণী ৪ সে সময় এসে গেছে, যখন ইয়াহুদী, খৃস্টান-মুশরিক নির্বিশেষে তোমরা সকলেই মহান আল্লাহর সৈন্যদের সামনে পরাস্ত হয়ে অস্ত্র সমর্পন করবে। এতো হল পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা। আর আখিরাতে যে উত্তম নিবাস প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সে তো আছেই। কোন রিওয়াযাতে আছে, বদর হতে বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)

(১৩) قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن
يُشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

১৩. সম্প্রতি তোমাদের সম্মুখে দৃষ্টান্ত গত হয়েছে দু'টি দলের মাঝে, যাদের মাঝে লড়াই হয়। একটি দল লড়াই করে আল্লাহর পথে আর দ্বিতীয় বাহিনী কাফিরদের। তারা তাদেরকে চাক্ষুস দৃষ্টিতে নিজেদের দ্বিগুন দেখছিল। আল্লাহ নিজ সাহায্যে যাকে ইচ্ছা শক্তিশালী করেন। এরই মাঝে শিক্ষা রয়েছে চক্ষুস্থানদের জন্য।^{১৪}

ইয়াহুদীদের বললেন, তোমরা সত্য কবুল করে নাও, নচেৎ কুরাইশদের যে পরিণতি হয়েছে তা তোমাদেরও হবে। তারা বলে উঠল, হে মুহাম্মদ! কুরাইশদের কিছু সংখ্যক অনভিজ্ঞ লোকের উপর জয়ী হয়ে ধোঁকায় পড়ো না। আমাদের সাথে যুদ্ধ হলে টের পেয়ে যাবে। আমরা কেমন পোড়-খাওয়া সেপাহী ও বাহাদুর পুরুষ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। কেউ বলেন, বদরের বিজয় দেখে ইয়াহুদীরা বিশ্বাসের পথে কিছুটা এগিয়ে আসছিল, এ সময় তাদের কিছু লোক বলল, ব্যস্ত হয়ে না। দেখ, সামনে কি হয়। পরবর্তী বছরে উহদের পরাজয় দেখে তাদের মন শক্ত হয়ে গেল এবং স্পর্ধা বেড়ে গেল। এমন কি তারা চুক্তি ভংগ করে মুসলিমগণের সাথে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত হয়ে গেল। কবি ইব্ন আশরাফ ষাট সাওয়ারীর একটি কাফেলা নিয়ে মক্কায় চলে গেল এবং আবু সূফিয়ান প্রমুখ কুরাইশ কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে বলল, তোমরা আমরা এক। কাজেই সম্মিলিত বাহিনী তৈরি করে আমাদের উচিত মুহাম্মদের মুকাবিলা করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহই ভাল জানেন। যা হোক অল্প দিনের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা দেখিয়ে দেন, আরব উপদ্বীপে মুশরিকদের নাম নিশানা কিছু বাকি থাকেনি। বনু কুরায়যার বিশ্বাস-ঘাতকতার কারণে এ ইয়াহুদী গোত্রকে কতল করা হয়। বনু নাযীরকে নির্বাসন দেওয়া হয়। নাজরানের খৃষ্টানগণ বশ্যতা স্বীকার করে বার্ষিক কর দিতে বাধ্য হয়। এবং প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত বিশ্বের বৃহৎ ও উদ্ধত শক্তিবর্গ মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে থাকে। মহান আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা।

১৪. বদরের যুদ্ধ এবং তাতে মহান আল্লাহর সাহায্য : বদর যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাদের সাথে ছিল সাতশ' উট ও একশ' ঘোড়া। অপর দিকে মুসলিম মুজাহিদ ছিল তিনশ'র সামান্য বেশি। তাদের ছিল মোট সত্তরটি উট, দু'টি ঘোড়া, ছয়টি বর্ম এবং আটটি তরবারি। কিন্তু মজার ব্যাপার প্রত্যেক দল তার

(১৬) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِ ۝

১৪. আকর্ষণীয় বস্তুর আসক্তি মানুষকে মোহমুগ্ধ করেছে যেমন নারী^{১৫},
সন্তান, রাশিকৃত সোনা-রূপার ভাণ্ডার, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু^{১৬}
এবং ক্ষেত-খামার। এসব ইহ জীবনের ভোগ সামগ্রী। আল্লাহরই
নিকট রয়েছে উত্তম ঠিকানা।^{১৭}

প্রতিপক্ষকে নিজেদের দ্বিগুন দেখতে পাচ্ছিল। যার ফলশ্রুতিতে কাফিরদের অন্তর
মুসলিমগণের সংখ্যাধিক্য কল্পনায় সন্ত্রস্ত হচ্ছিল এবং মুসলিমগণ নিজেদের দ্বিগুন সৈন্য
দেখে আল্লাহর দিকে আরও বেশি ঝুঁকে পড়ছিল এবং পূর্ণ ধৈর্য-স্থৈর্য ও তাওয়াঙ্কুলের
সাথে মহান আল্লাহর ওয়াদার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে বিজয়ের আশা করছিল। আল্লাহর
ওয়াদা ছিল **إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ** তোমাদের মধ্যে একশ' জন ধৈর্যশীল
থাকলে তারা দুশ'র উপর বিজয় লাভ করবে (৮ : ৬৬)। কাফিরদের গোটা সংখ্যা
যদি তাদের সামনে পরিস্ফুট হত, যা কিনা তাদের তিনগুন ছিল, তা হলে অসম্ভব নয়,
তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হত। এই যে, প্রত্যেক দল প্রতিপক্ষকে দ্বিগুন দেখছিল
এটা ছিল কোন কোন অবস্থায়, নয় তো অনেক সময় এক দলকে অন্য দল সংখ্যায়
কমও অনুভব করছিল, যেমন সূরা আনফালে আসবে। মোটকথা একটি মুষ্টিমেয়
সহায়-সম্বলহীন মুজাহিদ বাহিনীকে পবিত্র মক্কায প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাদের
চেয়ে সংখ্যা ও অস্ত্রবলে বহুগুন শ্রেষ্ঠ বাহিনীর উপর বিজয়ী ও সাফল্যমণ্ডিত করে
তোলাটা চক্ষুস্থানদের জন্য অনেক বড় শিক্ষণীয় বিষয়।

১৫. পার্থিব ভোগ সামগ্রী : মানুষ দুনিয়ার আকর্ষণীয় ভোগ সামগ্রীর মাঝে
নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। এ কারণেই হাদীসে ইরশাদ হয়েছে : **مَا تَرَكْتُ**
بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضُرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ 'আমি আমার পর পুরুষদের জন্য নারী
অপেক্ষা বেশি ক্ষতিকর কোন ফিতনা রেখে যাইনি। হাঁ, নারী দ্বারা যদি চারিত্রিক
পবিত্রতা ও সন্তান বৃদ্ধি হয় তবে তা নিন্দনীয় নয়; বরং তা বাঞ্ছনীয় ও প্রশংসনীয়।
কাজেই রাসূলে কারীম (সা.) বলেন : দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তু সতী সাধ্বী স্ত্রী যার
দিকে তাকালে অন্তর জুড়ায়, যাকে আদেশ করলে আনুগত্য করে। স্বামীর
অনুপস্থিতিকালে তার অর্থ-সম্পদ ও স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষায় যত্নবান থাকে। এ ভাবেই
সামনে ইহ জীবনের ভোগ্যবস্তুর যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সবগুলোর ভাল মন্দ
হওয়ার বিষয়টি নিয়্যাত ও কর্ম পদ্ধতির উপর নির্ভর করবে এবং এ হিসেবেই তার
তাকসীরে উসমানী — ২৭

(১৫) قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مَّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

১৫. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বস্তুর সন্ধান দেব? মুত্তাকীগণের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উদ্যান যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা তাতে চিরদিন থাকবে, আর পুতঃ পবিত্র নারী^{১৮} এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।^{১৯} বান্দাগণ আল্লাহর দৃষ্টির মাঝে।^{২০}

মাঝে তারতম্য হবে। কিন্তু দুনিয়ায় সংখ্যাধিক্য যেহেতু এমন লোকের যারা ভোগ-বিলাসের সামগ্রীতে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহ ও নিজ পরিণতি ভুলে যায়। এ জন্যই "زَيْنَ النَّاسِ" -এর মাঝে প্রকাশ ভঙ্গী ব্যাপক রাখা হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ যে সব ঘোড়ায় নশ্বর বা চিহ্ন লাগানো হয় কিংবা যার হাত-পা ও কপালে প্রাকৃতিক চিহ্ন থাকে অথবা যে সব ঘোড়া চারণভূমিতে বিচরণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৭. অর্থাৎ অনন্তকালীন সাফল্য এ সব বস্তু দ্বারা অর্জিত হয় না, ইহ জীবনের ক্ষণস্থায়ী উপকার লাভ হয় মাত্র। ভবিষ্যতের সফলতা ও উত্তম নিবাস চাও তো মহান আল্লাহর কাছেই পাবে। কাজেই তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের ফিকির কর। পরবর্তী আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে উত্তম ঠিকানা কী এবং কারা তা লাভ করবে।

১৮. অর্থাৎ তারা প্রকাশ্য ও চারিত্রিক সর্ব প্রকার অশালীনতা হতে پاک-পবিত্র হবে।

১৯. আর এর চেয়ে বড় নি'আমত আর কী হতে পারে? বরং জান্নাত ও তো প্রকৃতপক্ষে এ জন্যই কাম্য যে, সেটা সন্তুষ্টির স্থান।

২০. বান্দাগণ কী করে মহান আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন, আর তিনিই হলেন প্রকৃত রক্ষাকর্তাঃ বান্দাগণের যাবতীয় কাজও অবস্থা তাঁর সামনে। যে ব্যক্তি যেই পুরস্কার বা শাস্তির উপযুক্ত হবে, কোন রূপ কমবেশি ছাড়া তাই তাকে দেবেন। যারা পার্থিব জীবনের বাহারে হারিয়ে আখিরাত ত্যাগ করেছে আর যারা এই নশ্বর আনন্দ স্মৃতি পরিহার করে চলেছে সকলকেই স্ব-স্ব নিবাসে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। অথবা এর অর্থ এরূপও করা যেতে পারে যে, মুত্তাকী বান্দাগণের প্রতি আল্লাহ তা'আলার করুণা দৃষ্টি রয়েছে, যা তাদেরকে দুনিয়ার প্রতারণা ও ভেল্‌কিবাজী হতে রক্ষা করে।

- (১৬) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمَتَانَا غُفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتَنَا عَذَابَ النَّارِ ۝
- (১৭) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِتَّةِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝
- (১৮) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَالْمَلَكُ وَالْعِلْمُ قَائِمًا بِا
لْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

১৬. যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি কাজেই, আমাদের পাপরাশি মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দিন। ২১
১৭. তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী, এবং শেষ রাতে গুনাহ হতে ক্ষমাপ্রার্থী। ২২
১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে তিনি ছাড়া কারও ইবাদত নেই ২৩ ফিরিশতাগণও ২৪ জ্বানীগণও ২৫ তিনিই ন্যায়বিচারক। তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদত নেই। তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২৬

কাজেই, রাসূলে করীম (সা.)-পবিত্র হাদীসে ইরশাদ করেন : আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাকে দুনিয়া হতে এ ভাবে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চালান যে ভাবে তোমরা রুগীকে পানি ইত্যাদি হতে বাঁচিয়ে থাক।

২১. বোঝা গেল, পাপ মার্জনার জন্য, ঈমান শর্ত।

২২. মহান আল্লাহর খাঁটি বান্দার কতক গুণ : আল্লাহর পথে বড় বড় কষ্ট স্বীকার করেও তার আনুগত্যে অটল থাকে এবং অবাধ্যতা হতে বিরত থাকে। তারা মুখে অন্তরে, নিয়্যাতেও কাজে-কর্মে সর্বক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেন। পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের সাথে আল্লাহর আদেশ পালন করেন। আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাঁর নির্দেশিত স্থানে ব্যয় করেন। শেষ রাতে উঠে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট গুনাহ ও ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যেহেতু এটা গভীর অভিনিবেশ ও দু'আ কবুলের সময়। যদিও এ সময় ওঠা সহজ কাজ নয়। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে 'كَانُوا قَلِيلًا مِّنْ' 'لَّيْلٍ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ' তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত (৫১ : ১৭-১৮)। অর্থাৎ তারা রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদতে কাটাত এবং শেষ রাতে ইসতিগ্ফার করত যে, হে আমাদের প্রতিপালক! ইবাদতে যে ভুল-ত্রুটি রয়ে গেল আপনি নিজ অনুগ্রহে তা ক্ষমা করুন।

২৩. নির্ভেজাল তাওহীদ এর ঘোষণা : প্রথম দিকে নাজরানের খৃষ্টানদেরকে সম্বোধন করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মাসীহের সম্পর্কিত বিশ্বাসকে খণ্ডন ও বিশুদ্ধ তাওহীদের নির্যোষণ দান করত তাদেরকে ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। মাঝখানে সেই সব প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরা হয়েছিল, যা সত্য প্রকাশের পরও মানুষকে ঈমানের দৌলত হতে বঞ্চিত রাখে। অর্থাৎ ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বিলাস-সামগ্রী। তারপর মু'মিনগণের গুণাবলী বর্ণনা করার পর পুনরায় আসল বিষয়বস্তু তাওহীদ ইত্যাদির দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। বিশুদ্ধ তাওহীদ স্বীকার করে নিতে দ্বিধা সন্দেহের কী কারণ থাকতে পারে যেখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবসমূহে সর্বদা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে আসছেন। তার উনুজ্জ্বল এই বিশ্ব জগতের এক একটি পাতা বরং একটি একটি বিন্দু প্রতিনিয়ত সাক্ষ্য দেয় যে ইবাদতের উপযুক্ত বিশ্বের প্রতিপালক ছাড়া কেউ হতে পারে না।

وفي كل شيء له آية * تدل على انه واحد

প্রতিটি বস্তুর মাঝেই তার নির্দশন রয়েছে যা প্রমাণ করে তিনি এক।

ইরশাদ হয়েছে : 'سُرِّيهِمْ آيَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ' 'আমি তাদের জন্য আমার নির্দর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তাই সত্য। এটা কী যথেষ্ট নয় যে তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে সাক্ষী (৪১ : ৫৩)।

২৪. ফিরিশ্তাগণ তাওহীদ পন্থী : বলা বাহুল্য, ফিরিশ্তাগণের সাক্ষ্য মহান আল্লাহর সাক্ষ্য হতে ভিন্ন হতে পারে না। কেননা, ফিরিশ্তা তো সেই সৃষ্টি জীবেরই নাম, যাঁরা সত্য-ন্যায়ের পথ হতে এক চুল সরতে পারে না। কাজেই ফিরিশ্তাগণ মহান আল্লাহর যে মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা বর্ণনায় লিপ্ত থাকে তা সবই আল্লাহর তাওহীদ ও একত্বের ঘোষণা সম্বলিত।

২৫. প্রকৃত জ্ঞানীগণ তাওহীদ পন্থী : জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সর্বকালেই তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়ে আসছেন। তাওহীদের পরিপন্থী একটি শব্দ উচ্চারণ ও সাধারণভাবে নিরেট মূর্খতা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। মুশরিকরাও অন্তরে স্বীকার করে যে, জ্ঞানভিত্তিক মূলনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক সূত্রাদি কখনও মুশরেকী আকীদা-বিশ্বাস সমর্থন করে না।

২৬. ন্যায় ও ইনসাফের জন্য অপরিহার্য গুণাবলী : ন্যায় ও ইনসাফ করার জন্য দু'টি বিষয় অপরিহার্য- এক. ইনসাফকারীকে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হতে হবে, যাতে কেউ তাঁর ফয়সালা অমান্য করতে না পারে; দুই. তাঁকে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার অধিকারী হতে হবে, যাতে পরিপূর্ণ বিচার-বিবেচনার পর সঠিক ফয়সালা প্রদান সম্ভব

(১৭) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

১৭. এই মুসলমানী আনুগত্যই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন। ২৭
কিতাবধারীগণ জ্ঞান লাভ করার পরই পারস্পরিক বিদ্বেষবশত
বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। ২৮ যে কেউ আল্লাহর আদেশসমূহ অস্বীকার
করবে, তো আল্লাহ শীঘ্রই হিসাব গ্রহণ করবেন। ২৯

হয়, কোন ফয়সালা অন্যায় না হয়। আল্লাহ তা'আলা এ উভয় গুণের অধিকারী তথা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়, তখন তিনি যে নিরঙ্কুশ ন্যায় বিচারক হবেন তাতে সন্দেহের
কী আছে? খুব সম্ভব 'قَائِمًا بِالْقِسْطِ' শব্দ দ্বারা খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্তের আকীদাও
খন্ডন করা হয়েছে। কেননা, এটা কী রকমের ইনসাফ যে, সারা দুনিয়ার অপরাধের
বোঝা এক ব্যক্তির কাঁধে তুলে দেওয়া হবে এবং সে একা শাস্তি ভোগ করে সমস্ত
অপরাধীকে চিরদিনের জন্য নির্দোষ ও পবিত্র করে দেবে? মহা-বিচারক ও
ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ তা'আলার দরবার এরূপ অন্যায়-অনাচারের বহু উর্ধ্বে।

২৭. ইসলাম ও উহার তাৎপর্য : ইসলাম শব্দের প্রকৃত অর্থ আত্মসমর্পন করা।
দীনে ইসলামকে এ কারণেই ইসলাম বলা হয় যে, একজন মুসলিম নিজেকে
সর্বতোভাবে এক মহান আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পন করার ও তাঁর আদেশের
সম্মুখে নতশির হওয়ার স্বীকারোক্তি করে। যেন ইসলাম বশ্যতা ও সমর্পনের এবং
মুসলমানী আজ্ঞানুবর্তিতার সমার্থবোধক। মৌলিকভাবে তো শুরু হতে শেষ পর্যন্ত
সমস্ত নবীই এই ইসলাম ধর্মই নিয়ে এসেছেন এবং নিজ নিজ আমলে নিজ নিজ
সম্প্রদায়কে সময়োপযোগী বিধি-বিধান দিয়ে আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতা এবং
একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু শেষ নবী
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সমগ্র বিশ্বকে যে পরিপূর্ণ, ব্যাপকতর, সার্বজনীন ও
অপরিবর্তনীয় হিদায়াত দান করেছেন, তা যেহেতু পূর্ববর্তী সকল শরী'আত এবং সেই
সঙ্গে আরও অতিরিক্ত বিধি-বিধান সম্বলিত, তাই এ দীন বিশেষভাবে ইসলাম নামে
অভিহিত। যা হোক, এ আয়াতে বিশেষভাবে বিশ্বের সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়ের সামনে
ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, দীনও ধর্ম কেবল একটিমাত্র বস্তুরই নাম হতে পারে।
আর তা এই যে, বান্দা মনে প্রাণে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট সঁপে দেবে এবং
যখন যে হুকুম তাঁর পক্ষ হতে আসে, তার সম্মুখে বিনাবাক্যে মাথা নত করবে।
কাজেই, যারা মহান আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, মসীহ ও মারইয়ামের ছবি

এবং ক্রুশের পূজা করে, শূকরের গোশত খায়, মানুষকে মহান আল্লাহর ও মহান আল্লাহকে মানুষের স্থানে বসায়, নবী-ওলীগণকে হত্যা করাকে মামূলী বিষয় মনে করে, সত্য দীনকে নির্মূল করার ঘৃণ্য অপচেষ্টায় মেতে থাকে, মূসা ও মাসীহের দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে নবী তাদের উভয় অপেক্ষা বেশি মহিমা ও বড় নিদর্শনসহ আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁকে জেনেও অস্বীকার করে এবং তাঁর আনীত বিধি-বিধান নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে কিংবা যে সকল নির্বোধ লোক পাথর, বৃক্ষ, নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্যের সিজ্জদা করে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীকে বৈধাবৈধের মানদণ্ড স্থির করে নেয় এদের কোন্ দলের কি এ অধিকার আছে যে, নিজেকে মুসলিম ও ইব্রাহীমী ধর্মাদর্শের অনুসারী বলে পরিচয় দিবে? মহান আল্লাহর নিকট এর থেকে পানাই চাই।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) নাজরানের খৃষ্টানদের বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তারা বলল, আমরা তো মুসলিম আছিই। তিনি বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ, কী করে তোমাদের ইসলাম সঠিক হতে পারে, যেখানে তোমরা মহান আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত কর এবং ক্রুশ পূজা কর ও শূকর খাও? (তাফসীরে কারীর)।

২৮. আহলে কিতাবদের ইসলাম গ্রহণ না করার কারণ : ইসলাম একটি সুপ্রকাশিত ও সমুজ্জ্বল দীন, যে রকম দলীল প্রমাণ দ্বারা হযরত মূসা (আ.) ও মাসীহের (আ.) রিসালাত বা তাওরাত-ইনজীলের আসমানী কিতাব হওয়া প্রমাণ করা যায়, তার চেয়ে উত্তম, মজবুত ও জীবন্ত দলীল-প্রমাণ মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাতও কুরআন মাজীদে আসমানী কিতাব হওয়া সম্পর্কে বর্তমান বরং খোদ ওই সব কিতাবই রাসূলে কারীম (সা.)-এর সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। বিশুদ্ধ তাওহীদ একটি পরিষ্কার বিষয়, যার বিপরীতে পিতা-পুত্রের ধারণা একটি অর্থহীন প্রহসন মাত্র। কোন জ্ঞানগত মূলনীতি তা সমর্থন করে না। কাজেই, আহলে কিতাবের যারা ইসলাম-বিরোধী হয়ে এই সমুজ্জ্বল বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এবং মহান আল্লাহর আজ্ঞানুবর্তিতা সদর্পে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের সম্পর্কে এ ছাড়া আর কি-ইবা বলা যেতে পারে। এ সব তাদের নিকৃষ্ট হিংসা-বিদ্বেষ এবং ধন ও যশের অন্তহীন লালসারই বহিঃপ্রকাশ। যেমন ইতপূর্বে **انَّ الَّذَيْنِ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ** -এর টীকায় নাজরান-প্রতিনিধিদলের নেতা খোদ আবু হারিসা ইব্ন আলকামার স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর এটা তাদের পুরনো স্বভাব। ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের মাঝে পরস্পরে যে দ্বন্দ্ব-কলহ হয়েছে কিংবা প্রত্যেক ধর্মে যে বিভিন্ন দল উপদলের সৃষ্টি হয়েছে এবং পরবর্তীতে তা ভয়াবহ লড়াই ও খুন-খারাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তার উৎস কেবল ভুল বোঝাবুঝি বা অজ্ঞতা ছিল না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল অর্থ-লালসা ও ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ থেকেই এ সব দলাদলি ও মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে।

(২০) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۖ وَقُلْ لِلَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ؕ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ ۖ وَاللَّهُ بِصِرِّ الْعِبَادِ ۝

২০. তবুও যদি তারা তোমার সঙ্গে তর্ক করে তবে বলে দাও, আমি আমার মুখমণ্ডল আল্লাহর নির্দেশের অধীন করে দিয়েছি এবং তারাও যারা আমার সঙ্গে আছে।^{৩০} আর কিতাবী ও নিরক্ষরদের বল, তোমরাও কি বশ্যতা স্বীকার করছ? যদি তারা বশ্যতা স্বীকার করে তবে তারা সরল পথ পেয়ে গেল, আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার দায়িত্ব তো শুধু পৌঁছানোই এবং বান্দাগণ আল্লাহর দৃষ্টির মাঝে।^{৩১}

২৯. অর্থাৎ দুনিয়াতেও, আর না হয় আখিরাতে তো অবশ্যই আছে।

৩০. মুখে দাবীর নাম ইসলাম নয় : যেমন এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে দু'টি টীকায় আলোচিত হয়েছে। তারা এই বলে তর্ক করত যে, আমরাও তো মুসলিম। এখানে তাদের বলে দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ কাল্পনিক ইসলাম কী কাজে আসবে? তা শোন, ইসলাম বলে সেই দীনকে, যা মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর জন্য সমর্পিত প্রাণ সাহাবীগণের নিকট আছে। এই মাত্র বলা হয়েছে, ইসলাম আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকারের নাম। অর্থাৎ বান্দা তাঁর দেহমন মহান আল্লাহর হাতে সঁপে দেবে। মুহাম্মাদ (সা.)-ও আনসার-মুহাজিরগণকে দেখ, তাঁরা কী ভাবে শিরক, মূর্তিপূজা, চরিত্রহীনতা, পাপাচার, অন্যায় অনাচার ও সীমা লংঘনের মুকাবিলা করে নিজ জানমাল, দেশ, জাতি, স্ত্রী-সন্তান তথা যাবতীয় প্রিয় বস্তু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানার্থে বিসর্জন দেয় এবং কী ভাবে তাঁদের চেহারা ও চোখ অনুক্ষণ মহান আল্লাহর নির্দেশের প্রতি নিবদ্ধ থাকে যে, কোন দিক থেকে নির্দেশ আসবে আর আমরা পালন করব। এর বিপরীতে তোমরা আপন অবস্থা দেখ, তোমরা নিজেরা যখন একান্তে মিলিত হও, তখন স্বীকার কর যে, মুহাম্মাদ (সা.) সত্যের উপর আছেন। কিন্তু ঈমান আনছ না। কারণ তা হলে ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা হাত ছাড়া হয়ে যাবে যে, মোটকথা, সত্য প্রকাশ পাওয়ার পরও যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ না কর, তা তোমরা জান, আমরা তো নিজেদেরকে এক মহান আল্লাহর নিকট সঁপে দিয়েছি।

৩১. অর্থাৎ চিন্তা করে দেখ, তোমরাও কি আমাদের মত মহান আল্লাহর অনুগত বান্দা হয়েছ, না এখন হচ্ছ? এরূপ হলে বুঝবে তোমরা সরল পথে চলে এসেছ এবং আমাদের ভাই হয়ে গেছ। অন্যথায় আমাদের কাজ তো ছিল বোঝানো ও উচু-নীচ দেখিয়ে দেওয়া। আমরা তা আদায় করেছি, এখন সকল বান্দাহ ও তাদের প্রকাশ্য

(২১) إِنْ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۖ فَبِشْرِهِمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝
(২২) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرٍ ۝

(২৩) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

২১. যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী অস্বীকার করে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায় বিধানের নির্দেশ দেয় তাদেরকেও হত্যা করে, তাদেরকে মর্মভুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও।
২২. এরাই তারা, যাদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হয়েছে। আর কেউ তাদের সাহায্যকারীও নয়। ৩২
২৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল। ৩৩ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়, যাতে কিতাব তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়। তারপর তাদের একদল অবহেলা করে মুখ ফিরিয়ে লয়। ৩৪

গোপন কার্যাবলী মহান আল্লাহর দৃষ্টির সামনে। তিনি প্রত্যেককে যথোচিত বদলা দেবেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ‘নিরক্ষর’ বলা হত আরব মুশরিকদেরকে যেহেতু তাদের নিকট কোন আমানী কিতাবের জ্ঞান ছিল না।

৩২. নবী, রাসূল ও নেক্কার লোকদের হত্যার ভয়াবহ পরিণতি : হাদীসে আছে, বণী ইসরাঈল একই দিনে তেতাল্লিশ জন নবী ও একশ’ সত্তর বা একশ’ বার জন নেক্কার লোককে শহীদ করে দেয়। এখানে নাজরানের খৃষ্টান ও অন্যান্য কাফিরদের শোনান হয়েছে যে, মহান আল্লাহর বিধান অস্বীকার করে আন্সিয়ায়ে কিরাম ও সদুপদেশ দাতা ব্যক্তিবর্গের সাথে লড়াই করা এবং চরম নির্দয় ও নির্মমতার সাথে তাঁদের রক্তে হাত রাঙানো কোন মামুলী বিষয় নয়। এরূপ লোক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির উপযুক্ত এবং উভয় জাহানের সাফল্য হতে বঞ্চিত। তাদের পরিশ্রম নিষ্ফল হবে। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। দুনিয়া ও আখিরাতে তারা যখন শাস্তি ভোগ করবে, তখন তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

(২৪) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوٰدَتٍ سُوۡرٌ هُمْ فِيۡ دِيۡنِهِمْ مَّا كَانُوۡا يَفْتَرُوۡنَ ۝

(২৫) فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ تَوَفَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوۡنَ ۝

২৪. এটা এই কারণে যে, তারা বলে, দিন কতক ব্যতীত আগুন কখনোই আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। তারা তাদের দীনের ব্যাপারে নিজেদের উদ্ভাবিত বিষয়ে প্রতারিত হয়েছে। ৩৫

২৫. সুতরাং কী অবস্থা হবে তাদের যখন আমি এমন এক দিনে তাদের একত্র করব, যাতে কোন সন্দেহ নেই এবং প্রত্যেকে তার উপার্জন পুরোপুরি লাভ করবে। ৩৬ তাদের অধিকার খর্ব করা হবে না। ৩৭

৩৩. অর্থাৎ তাওরাত, ইনজিল প্রভৃতি গ্রন্থের সামান্য কিছু অংশ, যা তাদের শাস্তিক ও অর্থগত বিকৃতি সাধন হতে রক্ষা পেয়েছিল। অথবা কিতাবের যেই যত কিঞ্চিৎ উপলব্ধি তারা লাভ করেছিল।

৩৪. ইয়াহুদীরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের অনুসরণও করে না : তাদেরকে যখন আহ্বান করা হয় যে, পাক কুরআনের দিকে আস, যা তোমাদের স্বীকৃত কিতাব সমূহের দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অবতীর্ণ এবং যা তোমাদের নিজেদের মতবিরোধ সমূহের যথাযথ মীমাংসা দানকারী তখন তাদের ধর্মবেত্তাদের এক শ্রেণী অবজ্ঞা ভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ পাক কুরআনের প্রতি আহ্বান প্রকৃতপক্ষে তাওরাত ইনজিলের প্রতি আহ্বান। বরং অসম্ভব নয় যে, এ স্থলে মহান আল্লাহর কিতাব বলতে তাদের তাওরাত ও ইনজিলকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ধর, আমরা তোমাদের ঝগড়ার ফয়সালা তোমাদের কিতাবের উপরই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু পরিহাসের কথা, তারা নিজেদের কু-প্রবৃত্তি ও তুচ্ছ স্বার্থের বশবর্তীতে নিজেদের কিতাবের নির্দেশনা হতেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। না তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনে, না তার নির্দেশে কর্ণপাত করে। তাই তো তারা ব্যভিচারীর রজম (প্রস্তারাঘাতে হত্যা) এর ক্ষেত্রে তাওরাতের সুস্পষ্ট নির্দেশকে পাশ কাটিয়ে যায়। যেমন, সামনে সূরা মায়িদায় আসবে।

৩৫. ইয়াহুদীদের মনগড়া একটি অলীক দাবী : অহংকার ও ঔদ্ধত্য এবং পাপাচারে তাদের স্পর্ধা বেড়ে যাওয়ার কারণ এই যে, শাস্তির কোন ভয় তাদের নেই। তাদের নেতৃবর্গ বলে গেছে, আমাদের মধ্যে যদি মন্ত গুনাহগারও হয়, তবুও গণনার কয়েক দিনের বেশি শাস্তি ভোগ করবে না। এ সম্পর্কে সূরা বাকারায় আলোচিত তফসীরে উসমানী — ২৮

(২৬) قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

২৬. বল, হে আল্লাহ! সার্বভৌমত্বের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে লও। তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর। সকল কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। ৩৮

হয়েছে। এরূপ আরও নানা রকম মনগড়া কথা চালু করে দিয়েছিল, যেমন তারা বলত, আমরা তো মহান আল্লাহর আদরের সন্তান বা আমরা নবীগণের সন্তান। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সাথে ওয়াদা করেছেন, তাঁর সন্তানদেরকে শাস্তি দিবেন না, হাঁ কেবল কসম পূর্ণ করার জন্য নামমাত্র শাস্তি দিবেন। আর খৃষ্টান সম্প্রদায় তো প্রায়শ্চিত্তের আকীদা উদ্ভাবন করে পাপাচারের হিসাবই নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। হে মহান আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের অন্তরের অনিষ্টকারিতা হতে রক্ষা করুন।

৩৬. অর্থাৎ সেই সময় টের পাবে কী অন্ধকারের মাঝে ছিলে, যখন হাশরের ময়দানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের সামনে, এমন কি নিজ নেতৃবর্গের ও সামনে অপদস্থ হবে এবং প্রতিটি কাজের পুরোপুরি বদলা পাবে। তখন না প্রায়শ্চিত্তের বিষয় মনে পড়বে, আর না বংশীয় সম্পর্ক ও মনগড়া আকীদা-বিশ্বাস কাজে আসবে।

৩৭. অর্থাৎ কাল্পনিক অপরাধের নয়; বরং অপরাধী নিজে যা স্বীকার করবে তারই শাস্তি হবে এবং সে যে পরিমাণ শাস্তির উপযুক্ত হবে তাই দেওয়া হবে, তার বেশি নয়। আর কারও মামুলী সৎকাজও নিষ্ফল করা হবে না।

৩৮. সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে, নাজরান প্রতিনিধি দলের নেতা আবু হারিসা ইবন আলকামা বলেছিল, মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ঈমান আনলে রোম সম্রাট আমাদেরকে যে সম্মান ও অর্থ-কড়ি দেয়, তা সব বন্ধ করে দিবে। সম্ভবত এ স্থলে দু'আ ও মুনাজাত আকারে তার সে উক্তির জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা রাজা-বাদশাহর ক্ষমতা ও তাদের দেওয়া সম্মান দ্বারা প্রতারিত হও। জেনে রেখ, সার্বভৌম ক্ষমতা ও সম্মানের আসল মালিক আল্লাহ তা'আলা। যাকে ইচ্ছা দেওয়া ও যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। এটা সম্ভব নয় যে, তিনি রোম-পারস্যের রাজত্ব ও মর্যাদা কেড়ে নিয়ে মুসলিমগণকে দান করবেন? বরং মহান আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে, তিনি এটা অবশ্যই করবেন। আজ মুসলিম সমাজের

(২৭) تَوَلَّجَ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

২৭. তুমি রাতকে দিনের মাঝে প্রবিষ্ট কর এবং দিনকে প্রবিষ্ট কর রাতের মাঝে। ৩৯ তুমি জীবিতকে মৃত হতে বের কর এবং মৃতকে বের কর জীবিত হতে। ৪০ তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিসীম রিয়ক দান কর। ৪১

সহায়-সম্বলহীনতা ও শত্রুদের দাপট দেখে তোমাদের এটা বুঝে না আসারই কথা। এ কারণেই তো ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা এই বলে ঠাট্টা করত যে, কুরাইশদের আক্রমণের ভয়ে ভীত হয়ে যারা মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করছে সেই মুসলিমগণ আবার কায়সার ও কিস্রার মুকুট ও সিংহাসন দখলের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কয়েক বছরের মধ্যেই দেখিয়ে দেন যে, রোম ও পারস্যের যে ধন-ভাণ্ডার সমূহের চাবিগুচ্ছ তিনি তাঁর প্রিয় নবীর হাতে তুলে দেন। হযরত ফারুক আযম (রা.)-এর আমলে তা কী ভাবে মুসলিম মুজাহিদগণের মাঝে বন্টিত হয়। আসলে এই বৈষয়িক ক্ষমতা ও সম্পদের আর কী মূল্য! সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময়, আল্লাহ রূহানী ক্ষমতা ও ইয়্যতের শীর্ষস্থান তথা নবুওয়্যাত ও রিসালাতের পদমর্যাদাই যখন বণী ইসরাঈল থেকে কেড়ে নিয়ে বণী ইসমাইলকে দান করলেন, তখন রোম ও আরব বিশ্বের প্রকাশ্য রাজত্ব, যাযাবর আরবদের হাতে তুলে দেওয়ার মাঝে আশ্চর্যের কী আছে? এ প্রার্থনা যেন এক রকম ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, অতি সত্ত্বর বিশ্ব-মানচিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে। যে জাতি সভ্যতা বিবর্জিত হয়ে আলাদা পড়ে রয়েছিল। তারা রাজ-ক্ষমতা ও মহা মর্যাদার অধিকারী হবে। এ যাবৎ যারা রাজত্ব করছিল তারা নিজেদের কর্মদোষে পতন ও হীনতার অতল গহবরে নিষ্কিণ্ড হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : 'بِيَدِكَ الْخَيْرُ' অর্থাৎ মহান আল্লাহরই হাতে সর্বপ্রকার কল্যাণ। মন্দের সৃষ্টিও মৌলিকভাবে কল্যাণই বটে। কেননা, সামগ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর মাঝে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সহীহ হাদীসে আছে- 'الخير كله في يدك والشر ليس اليك' 'যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতে, অকল্যাণ তোমার দিকে নয়।'

৩৯. মহান আল্লাহর অসীম কুদরতের নিদর্শন : কখনও রাত কমিয়ে দিন বড় করেন এবং কখনও এর বিপরীত। উদাহরণত এক ঋতুতে রাত হয় চৌদ্দ ঘন্টা এবং দিন দশ ঘন্টা। কয়েক মাস পর রাত থেকে চার ঘন্টা কমিয়ে দিনের সাথে যোগ করে দেওয়া হয়, ফলে তখন রাত হয় দশ ঘন্টা, দিন চৌদ্দ ঘন্টা। এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন তোমারই হাতে। কেননা চন্দ্র-সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র তোমার ইচ্ছা ছাড়া এক বিন্দু চলতে পারে না। সারকথা কখনও দিন বড় হয়, কখনও রাত বড়।

(২৮) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَّةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَالْإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

২৮. মুসলিমগণ মুসলিমগণকে ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। যে কেউ এ কাজ করবে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না, তবে তাদের থেকে আত্মরক্ষার্থে এরূপ করলে ভিন্ন কথা।^{৪২} আল্লাহ তোমাদের তার নিজের ব্যাপারে সাবধান করেন। আল্লাহরই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন।^{৪৩}

৪০. অর্থাৎ মুরগী হতে ডিম, ডিম হতে মুরগী, বীর্য হতে মানুষ, মানুষ হতে বীর্য, জ্ঞানী হতে মূর্খ, মূর্খ হতে জ্ঞানী এবং এবং পূর্ণাঙ্গকে অপূর্ণাঙ্গ হতে, অপূর্ণাঙ্গকে পূর্ণাঙ্গ হতে বের করা তোমারই কুদরত ও কামালত।

৪১. হযরত শাহ সাহেব (র.) লিখেছেন, ইয়াহুদীদের ধারণা ছিল, পূর্ব হতে যে শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের আছে, তা সর্বদাই থাকবে। বস্তুত তারা মহান আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে সচেতন ছিল না। নচেৎ, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা সম্মান ও রাজ-ক্ষমতা দেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা কেড়ে ও তাকে লাঞ্ছিত করেন। তিনি মূর্খদের মাঝে নিপূণ লোকের আবির্ভাব ঘটান (যেমন নিরক্ষর আরবদের মাঝে করেছেন) এবং নিপূণগণের মাঝে মূর্খদের (যেমন বণী ইসরাঈলের মাঝে হয়েছে।) তিনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত (ইন্দ্রিয় গ্রাহ বা অতীন্দ্রিয়) রিয়ক দান করেন।

৪২. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন : কর্তৃত্ব ও রাজ-ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা এবং সর্বপ্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনের লাগাম যখন একমাত্র মহান আল্লাহরই হাতে, তখন সেই মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মুসলিমগণের জন্য এটা কিছুতেই শোভনীয় নয় যে, তারা তাদের মুসলিম ভাইদের ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট না থেকে অনর্থক মহান আল্লাহর দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব করতে অগ্রসর হবে। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনরা কখনই তাদের দোস্ত হতে পারে না। এ ধোঁকায় যারা পড়বে, তারা জেনে রাখুক, মহান আল্লাহর বন্ধুত্ব ও ভালবাসা তাদের নসীবে নেই। একজন মুসলিমের আশা-নিরাশা শুধু আল্লাহ রাক্বুল-ইয়্যতের সাথেই সম্পৃক্ত থাকা উচিত। মহান আল্লাহর সাথে এরূপ সম্পর্ক যাদের আছে তারাই তাঁর আস্থা ও ভালবাসা এবং তাঁর সাহায্য-সহযোগীতার উপযুক্ত হতে পারে। হাঁ, কৌশলগত কারণে কাফিরদের অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে শরী'আত সম্মত ও যুক্তিযুক্ত নীতিতে যদি তাদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করা হয়, তবে সেটা ব্যতিক্রম। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে ঠিক এ রকমই

(২৯) قُلْ إِن تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

২৯. বল, তোমরা যদি মনের কথা গোপন রাখ কিংবা তা প্রকাশ কর তবে আল্লাহ তা জানেন।^{৪৪} আর যা কিছু আসমানে এবং যা কিছু যমীনে আছে তা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।^{৪৫}

এক ব্যতিক্রম সম্পর্কে সূরা আনফালে ইরশাদ হয়েছে وَمَنْ يُؤْلِمُ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا 'সে দিন কেউ প্রদর্শন করলে সে তো মহান আল্লাহর বিরাগ ভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল, তবে যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান লওয়ার জন্য হলে তা ব্যতিক্রম (৮ : ১৬)। তো কৌশল অবলম্বন বা দলে স্থান লওয়ার জন্য পিছ পা হলে তা যেমন সত্যিকারের প্রদর্শন হয়ে যায় না; বরং বাহ্য দৃষ্টিতে হয় মাত্র, তেমনি এখানেও 'الْأَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَا' কে সত্যিকারের বন্ধুত্ব না বুঝে, কেবল আপাতদৃষ্টিতেই বন্ধুত্ব মনে করা উচিত। আমরা এটাকে 'مرارة' অর্থাৎ সৌজন্যমূলক আচরণ বলে থাকি। এ মাসআলা সম্পর্কে অতিরিক্ত আলোচনা সূরা মায়িদার আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ... النُّصَارَى أَوْلِيَاءَ-এর টীকায় দ্রষ্টব্য। এ বিষয় সম্পর্কে আমার একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাও ছাপা হয়েছে, যা আমার উস্তাদ মুহতারাম মাহমুদুল হাসান সাহেব এর আদেশে লিখেছিলাম। সেটাও দেখা যেতে পারে।

৪৩. মু'মিনের অন্তরে মৌলিকভাবে মহান আল্লাহর ভয়ই থাকা চাই : মু'মিনদের এমন কোন কাজ করা উচিত নয়, যা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। যেমন মুসলিম ভাইদের পাশ কাটিয়ে অনর্থক কাফিরদের সাথে বাহ্যিক বা আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করা অথবা প্রয়োজন কালে বাহ্যিক বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে শরী'আতের সীমারেখা অতিক্রম করে যাওয়া। এমনভাবে নিছক কাল্পনিক বা তুচ্ছ ভয়-ভীতিকে নিশ্চিত ও বিপজ্জনক সাব্যস্ত করা কিংবা এ রকমের ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থাসমূহ ও শরী'আত-সম্মত অবকাশকে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ছন্দানুবৃত্তির অজুহাত বানিয়ে নেওয়া। মনে রাখতে হবে, সকলকে একদিন আল্লাহ তা'আলার মহা আদালতে হাযিরা দিতে হবে। সেখানে মিথ্যা বাহানা দেওয়ার সুযোগ থাকবে না। দৃঢ়চেতা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য তো এই হওয়া উচিত যে, সে অবকাশের উর্ধ্বে উঠে উচ্চতর আদর্শের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে এবং সৃষ্টির চেয়ে অনেক বেশী স্রষ্টাকে ভয় করবে।

(১৩০) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝

৩০. প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু ভাল কাজ করেছে তা সে দিন সামনে উপস্থিত পাবে, আর যা কিছু মন্দ কাজ করেছে সে ব্যাপারে আকাংখা করবে, যদি আমার ও তার মধ্যে দূস্তর ব্যবধান থাকত^{৪৬} আর আল্লাহ তার নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করেন। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি পরম দয়ালু।^{৪৭}

৪৪. অর্থাৎ নিজের উদ্দেশ্য ও অন্তরের কথা অপর লোকের কাছে গোপন করা সম্ভব হলেও মহান আল্লাহকে তো ধোঁকা দেওয়ার উপায় নেই। আল্লাহ পাক জানেন কে ধ্বংসপ্রিয় আর কে শান্তিকামী।

৪৫. যেহেতু তাঁর জ্ঞান এ রূপ সর্বব্যাপী এবং শক্তি সার্বভৌম, তখন অপরাধীর জন্য অপরাধ গোপন করা বা শাস্তি হতে আত্মরক্ষা করে পালিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

৪৬. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পাপ-পুণ্য সব মানুষের সামনে উপস্থিত থাকবে। সারা জীবনের কাজের ফিরিস্তি হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। তখন পাপিষ্ঠরা আকাংখা করবে, হায়, এই দিন যদি আমাদের থেকে দূরে থাকত বা আমাদেরও এই পাপরাশির মধ্যে দূস্তর ব্যবধান থাকত, যাতে আমাদের এর কাছেও যেতে না হতো।

৪৭. এটাও তাঁর এক অনুগ্রহ যে, সেই ভয়াবহ দিন আসার আগেই তিনি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন, যাতে পাপাচার বিশেষত কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব পরিহার ও পুণ্যের পথ অবলম্বন করে আগেভাগেই নিজেদেরকে মহা প্রতিপাপাধিত আল্লাহর ক্রোধ হতে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে পার। কুরআন মাজীদে বিশেষ বর্ণনামূলক হলেও অধিকাংশ জায়গায় ভয়ের সাথে আশা ও আশার সাথে ভয়ের বাণী শোনান হয়ে থাকে। এ স্থলেও ভীতি সঞ্চারক বিষয়বস্তু সমূহের ভারসাম্য রক্ষার্থে পরিশেষে বলে দেওয়া হয়েছে ‘رَوْفٌ بِالْعِبَادِ’ অর্থাৎ মহান আল্লাহর ভয়ে যদি পাপাচার ছেড়ে দাও, তবে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা আপ্ত হবেই। হতাশার কোন কারণ নেই। এসো, তোমাদের এমন দুয়ার দেখিয়ে দেই, যা দিয়ে প্রবেশ করে তোমরা ক্ষমা ও অনুকম্পার উপযুক্ত, বরং মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যেতে পারবে।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي - يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(৩১) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(৩২) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝

৩১. বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার পথে চল, যাতে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপরাশি মার্জনা করেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।^{৪৮}
৩২. বল, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ পালন কর। অতঃপর তারা যদি উপেক্ষা করে, তো কাফিরদের প্রতি আল্লাহর কোন ভালবাসা নেই।^{৪৯}

৪৮. নবী করীম (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা ও তাঁর আনুগত্য ৪ মহান আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা করতে নিষেধ করার পর মহান আল্লাহকে ভালবাসার মানদণ্ড জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আজ যদি দুনিয়ায় কেউ তার প্রকৃত মালিকের মুহূর্তের দাবীদার হয়ে থাকে, তবে সে যেন সায্যিদুনা মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ, এই মানদণ্ড দ্বারা তার ভালবাসাকে যাচাই করে। তা হলে খাঁটি-ভেজাল ধরা পড়বে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে মহান আল্লাহর হাবীব (সা.)-এর অনুসরণ করে এবং তাঁর নিয়ে আসা আলোককে পথের মশাল বানায়, তার মহান আল্লাহকে ভালবাসার দাবীও সেই পরিমাণে সত্য হবে। সে তার দাবীতে যে পরিমাণ সত্যবাদী হবে, সেই পরিমাণেই তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পদাঙ্কানুসরণে মজবুত ও যত্নবান পাওয়া যাবে। আর এর পুরস্কার সে-ই লাভ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁকে ভালবাসতে শুরু করবেন। সেই সঙ্গে মহান আল্লাহর ভালবাসা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণের বরকতে তার পূর্ববর্তী পাপরাশি মোচন হয়ে যাবে। পরবর্তীতে তার প্রতি নানা রকম প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কৃপাধারা বর্ষিত হতে থাকবে। যেন তাওহীদ ইত্যাদির বর্ণনা শেষে এখান থেকে নবুওয়্যাতের আলোচনা শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রথমে শেষ নবী (সা.)-এর আনুগত্য করার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

৪৯. কাফির সম্প্রদায় কখনো আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারে না ৪ ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় বলত 'نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ' আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র। এ আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কাফির কখনও মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারে না। তোমরা যদি বাস্তবিকপক্ষেই মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে চাও, তবে তাঁর বিধান পালন কর, তাঁর নবীর কথা মান এবং আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ভাজন ব্যক্তিত্বের

(৩৩) إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ
(৩৪) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ০

৩৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আদম, নূহ, ইব্রাহীমের পরিবার ও ইমরানের পরিবারকে মনোনীত করেছেন।^{৫০}

৩৪. তারা ছিল একে অন্যের বংশধর^{৫১} এবং আল্লাহ্ সর্ব শোতা, জ্ঞানময়।^{৫২}

পদাঙ্ক অনুসরণ কর। নাজরানের প্রতিনিধি দল বলেছিল, আমরা মহান আল্লাহ্র ভালবাসা ও সম্মানার্থেই মাসীহের সম্মান ও ইবাদত করি। এর দ্বারা তার জবাবও হয়ে গেছে। সামনে মহান আল্লাহ্র কতিপয় প্রিয় বান্দার অবস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং নাজরান প্রতিনিধি দলের প্রতি লক্ষ্য করে হযরত মাসীহ (আ.)-এর জীবন-বৃত্তান্ত বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা শেষ নবী (সা.)-এর সম্পর্কে আলোচনার পূর্বাভাস স্বরূপ, যেমন সামনে গিয়ে জানা যাবে।

৫০. ইমরান বলতে কাকে বুঝান হয়েছে : ইমরান দু' ব্যক্তির নাম; একজন হযরত মূসা (আ.)-এর পিতা, অন্যজন হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতা। প্রাচীন ও আধুনিক অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এ স্থলে দ্বিতীয় ইমরানকে বোঝান হয়েছে। কেননা, পরে 'إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ' থেকে এই দ্বিতীয় ইমরানের পারিবারিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আর এ সূরার নাম 'আল-ইমরান' সম্ভবত এ কারণেই যে, এর মাঝে দ্বিতীয় ইমরানের পরিবার তথা হযরত মারইয়াম ও মাসীহ (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৫১. মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইব্রাহীমী বংশধারার ইতিবৃত্ত : আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিরাজির মধ্যে যমীন, আসমান, চাঁদ, সুরজ, তারকা, ফিরিশতা, জিন, গাছপালা, পাথর কত কিছু বিরাজমান। কিন্তু মানব জাতির পিতা আদম (আ.)-এর মাঝে তিনি নিজের সর্বব্যাপক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হতে দৈহিক ও আত্মিক যোগ্যতার যে সমষ্টি গচ্ছিত রাখেন তা আর কোন সৃষ্টির মাঝে রাখেনি। বরং তিনি ফিরিশতাদের কর্তৃক আদমকে সিজদা করিয়ে একথা স্পষ্ট করে দেন যে, তাঁর দরবারে হযরত আদমের (আ.) মর্যাদা আর সব মাখলূকের উর্ধ্বে। হযরত আদমের (আ.) এই নির্বাচনী মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব, যাকে আমরা 'নবুওয়্যাত' নামে অভিহিত করে থাকি, তা কেবল তাঁরই ব্যক্তিত্বের জন্য নির্দিষ্ট ও সীমিত ছিল না; বরং পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরদের মধ্যে হযরত নূহ (আ.) ও তা লাভ করেন এবং তাঁর পরে লাভ করেন

(৩৫) إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৩৫. যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে, তাকে সব কিছু হতে মুক্ত রেখে তোমারই জন্য উৎসর্গ করলাম। কাজেই, আমার পক্ষ হতে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনিই প্রকৃত শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ৫৩

তাঁর উত্তর পুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আ.)। এখান থেকে একটি নতুন অবস্থার সূত্রপাত হয়। হযরত আদম (আ.) ও নূহের (আ.) পর পৃথিবীতে যত মানুষ বসবাস করে তারা সকলে তাদেরই বংশধর। তাদের বংশধারার বাইরে কোন জনগোষ্ঠীর বাস এ পৃথিবীতে ছিল না। কিন্তু ইব্রাহীম (আ.)-এর পর অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে। কেননা, তাঁর পরে পৃথিবীতে তাঁর বংশধারা ছাড়া আরও বহু বংশধারা বর্তমান। কিন্তু যেই আল্লাহ পাক তাঁর অগণিত সৃষ্টিরাজির মধ্যে নবুওয়্যাতের পদ মর্যাদার জন্য কেবল হযরত আদমকে (আ.) মনোনীত করেছিলেন। তাঁরই সার্বজনীন জ্ঞান ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব পরবর্তীকালে এ মহান পদ মর্যাদার জন্য হাজারও বংশধারার মধ্যে কেবল ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধারাকেই নির্দিষ্ট করে দেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পর যত নবী রাসুলের আবির্ভাব ঘটে তাঁরা সকলেই তাঁর দুই পুত্র ইসহাক ও ইসমাইল (আ.)-এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণত বংশধারা পিতার থেকেই বয়ে চলে। হযরত মাসীহ (আ.) বিনা বাপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধারণার সৃষ্টি হতে পারত যে, তাঁকে ইব্রাহীমী বংশধারা হতে ব্যতিক্রম বলতে হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা 'أَلْ عِمْرَانِ' (ইমরানের বংশধর) ও 'ذُرِّيَّةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ' (তারা একে অপরের বংশধর) বলে ইশারা করে দিয়েছেন যে, হযরত মাসীহ (আ.) যখন বিনা বাপে জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন তাঁর বংশ পরিক্রমাও মায়ের দিক থেকেই ধরা হবে, মহান আল্লাহর থেকে নয়, নাউযুবিল্লাহ। আর তাঁর মা মারইয়াম (আ.)-এর পিতা ইমরানের বংশ পরম্পরা তো শেষ পর্যন্ত ইব্রাহীম (আ.) পর্যন্তই পৌঁছায়। কাজেই ইমরানের বংশ ইব্রাহীমী বংশেরই একটি শাখা হল। ফলে কোন নবী আর ইব্রাহীমী বংশের বাইরে হল না।

৫২. অর্থাৎ তিনি সকলের দু'আ ও কথা শোনেন এবং সকলের প্রকাশ্য গোপন ও যোগ্যতা জানেন। কাজেই, এ ধারণা করার অবকাশ নেই যে, তিনি কোন যাচাই-বাছাই ছাড়াই যেন প্রকারে মনোনীত করেছেন। তার যাবতীয় কাজ পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে সাধিত হয়।

(৩৬) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۚ وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالْاُنْثٰی ۚ وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ ۚ وَ اِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِکَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝

৩৬. তারপর সে যখন তাকে প্রসব করল তখন বলল, হে আমার প্রতিপালক! এ তো আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। ৫৪ আর সে যা প্রসব করেছে তা আল্লাহ্ সম্যক অবগত। ছেলেটি তো মেয়েটির মত নয়। ৫৫ আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আমি তাকে ও তার বংশধরকে বিতাড়িত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম। ৫৬

৫৩. ইমরানের স্ত্রীর মান্নত : ইমরানের স্ত্রীর নাম হান্না বিন্ত ফাকূযা। তিনি সমকালীন রেওয়াজ অনুযায়ী মান্নত করেছিলেন, 'হে আল্লাহ্! আমার গর্ভস্থিত সন্তানকে তোমার নামে আযাদ করছি। এর অর্থ হত, সে পার্থিব কাজকর্ম, বিবাহ ইত্যাদি হতে মুক্ত জীবন যাপন করবে এবং সর্বদা মহান আল্লাহুর ইবাদত ও গীর্জার সেবায় নিয়োজিত থাকবে। হে আল্লাহ্! আপনি নিজ কৃপায় আমার মান্নত কবুল করুন। আপনি আমার আকুতি শুনছেন এবং আমার উদ্দেশ্য ও নিষ্ঠা আপনার জানা। যেন অতিসুস্বভাবে পুত্র সন্তান কামনা করা হল। কেননা, তখন এ কাজে কন্যা সন্তানকে গ্রহণ করা হতো না।

৫৪. তিনি দুঃখ ও আক্ষেপ করে বলেছিলেন। কেননা, সন্তান তার আশার বিপরীত জন্মে। উদ্দিষ্ট কাজে কন্যা সন্তান গ্রহণের রেওয়াজ ছিল না।

৫৫. এটা একটি মধ্যবর্তী উক্তি স্বরূপ; মহান আল্লাহুর বাণী। অর্থাৎ মারইয়াম জানে না সে কী বস্তু প্রসব করেছে। এ কন্যার মর্যাদা ও মূল্য আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। সে যে ছেলে সন্তান কামনা করেছিল তা এই মেয়ের কাছে কী? এই মেয়ে নিজেও অত্যন্ত মুবারক ও ভাগ্যবতী এবং এর মাঝে এক মহা মর্যাদাবান ও সৌভাগ্যশালী সন্তানের অস্তিত্ব প্রচ্ছন্ন আছে।

৫৬. মানব সন্তানকে ভূমিষ্টের পর শয়তানের স্পর্শ করা : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর (বিবি মারইয়ামের) প্রার্থনা কবুল করেন। হাদীসে আছে, কোন মানব শিশু যখন মায়ের গর্ভ হতে পৃথিবীতে আসে, তখন শয়তান তাকে স্পর্শ করে, তবে হযরত ঈসা (আ.) ও বিবি মারইয়াম তার ব্যতিক্রম। অন্যান্য হাদীসের সাথে মেলালে এর ব্যাখ্যা

এরূপ দাঁড়ায় যে, মানব শিশু মূলে বিশুদ্ধ প্রকৃতির উপর জন্ম নেয়। বড় হয়ে জ্ঞান বুদ্ধি আসার পর এর প্রকাশ ঘটে। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশের প্রভাবে অনেক সময় মূল প্রকৃতি চাপা পড়ে যায়। হাদীসে এ ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে 'فابوا يهودانه وينصرانه' 'তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী ও নাসারা বানায়'। আর তার গতি প্রকৃতিতে অদৃশ্যভাবে যেমন ঈমান ও আনুগত্যের বীজ বপন করা থাকে, অথচ তখন তার ঈমান তো দূরের কথা (মোটাসোটা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য) বিষয়ের উপলব্ধি পর্যন্ত ছিল না, তদ্রূপ বাইরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ার সূচনা ও জন্মের সাথে এক প্রকার শয়তানী স্পর্শের আকারে অদৃশ্যভাবে হয়ে যায়। তবে প্রত্যেকেই যে শয়তানী স্পর্শের প্রভাব গ্রহণ করবে বা গ্রহণ করলেও ভবিষ্যতে তা বরাবর বাকি থাকবে এটা অনিবার্য নয়। সমস্ত আশিয়া আলায়হিমুস্ সালামের ইস্মত তথা নিষ্পাপ থাকার তত্ত্বাবধান যেহেতু আল্লাহ তা'আলাই করেছেন, তাই যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, জন্মকালে তাঁদেরও এই অবস্থা হয়েছিল এবং বিবি মারইয়াম ও হযরত ঈসার (আ.) ন্যায় এই সাধারণ অবস্থা থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন না। তথাপি মহান আল্লাহর এ পবিত্র ও নিষ্পাপ বান্দাদের উপর যে শয়তানের এ আচরণের কোন ক্ষতিকারক প্রভাব পড়তে পারে না এটা সন্দেহাতীত বিষয়। পার্থক্য শুধু এই যে, বিশেষ কোন রহস্যবশত হযরত মারইয়াম ও হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে এ অবস্থা মোটেই দেখা দেয়নি। আর অন্যদের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে, তবে কোন প্রভাব পড়েনি। এ রকমের খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য কারও সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের দলীল হতে পারে না। হাদীসে আছে, দু'টি শিশু কবিতার মত কিছু আবৃত্তি করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) সে দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) আসলেন। তবু শিশু দু'টি যথারীতি মগ্ন। ইত্যবসরে হযরত উমর (রা.) এসে উপস্থিত। তাকে দেখেই তারা দৌড়ে পালাল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : উমর যে পথে চলে শয়তান সে পথ ছেড়ে পালায়। এর দ্বারা কি কোন আত্মপ্রসন্ন ব্যক্তি একথা বুঝতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে নিজের চেয়েও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করছেন? হ্যাঁ, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত শয়তানের স্পর্শ করা সম্পর্কিত হাদীসটি এ আয়াতের তাফসীররূপে দৃশ্যত খাপ খায় না। হ্যাঁ, যদি وَأَنِّي أُعِذُّهَا بِكَ-এর 'و' সংযোজক অব্যয়টিকে অনুক্রমবোধক মনে করা না হয়। অথবা হাদীসে ব্যতিক্রম দ্বারা শুধু বিবি মারইয়াম হতে হযরত মাসীহের (আ.) জন্মগ্রহণের ঘটনা বোঝান হয়, বিবি মারইয়াম ও হযরত মাসীহকে (আ.) আলাদাভাবে বোঝান উদ্দেশ্য না হয়। তবে ভিন্ন কথা। ইমাম বুখারীর (র.) এক বর্ণনায় শুধু ঈসা (আ.)-এরই উল্লেখ আছে।

(৩৭) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۖ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَمْرِئُمُ إِنِّي لَكِ هَذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৭. কাজেই, তার প্রতিপালক তাকে গ্রহণ করলেন সযতন গ্রহণে এবং তার বৃদ্ধি সাধন করলেন উত্তম বৃদ্ধিতে। আর তাকে যাকারিয়ার কাছে অর্পণ করলেন। ৫৭ যাকারিয়া যখন কক্ষের তার নিকট আসত তখন তার নিকট খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত। ৫৮ সে বলল, হে মারইয়াম! এসব তোমার নিকট কোথেকে আসল। সে বলল, ইহা আল্লাহর নিকট হতে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধারণাতীত রিয়্ক দান করেন। ৫৯

৫৭. বিবি মারইয়ামের লালন-পালন এবং তাঁর ইবাদত গুয়ারী : যদিও সে মেয়ে ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে ছেলের চেয়েও বেশী কবুল করেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের খাদিমগণের অন্তরে আশ্রয় সৃষ্টি করে দেন, যাতে তাঁরা সাধারণ নিয়মের বাইরে মেয়েটিকে গ্রহণ করে নেন। আর এমনিতেও তিনি হযরত বিবি মারইয়ামকে সমাদৃত আকারে সৃষ্টি করেন এবং নিজ সমাদৃত বান্দা যাকারিয়া (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে তাঁকে ন্যস্ত করেন। সেই সঙ্গে নিজ দরবারে তাঁকে উৎকৃষ্ট সমাদরে ভূষিত করেন। দৈহিক, আত্মিক, জ্ঞানগত ও চারিত্রিক সর্বতোভাবে অসাধারণভাবে তাঁর উৎকর্ষ সাধন করেন। খাদিমগণের মাঝে তাঁর লালন-পালন নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে। নির্বাচনী লটারীতে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর নাম বের করে দিলেন। যাতে মেয়ে তাঁর খালার কোলে থেকে প্রতিপালিত এবং হযরত যাকারিয়ার (আ.) জ্ঞান ও ধর্মপরায়ণতা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। হযরত যাকারিয়া (আ.) তাঁর সযতন প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকলেন। বিবি মারইয়াম যখন পরিণত বয়সে পদার্পণ করলেন, তখন মসজিদের পাশে তাঁর জন্য একটি কামরা বরাদ্দ করলেন। বিবি মারইয়াম সেখানে দিনভর ইবাদত ইত্যাদিতে মশগুল থাকতেন। রাত কাটাতেন খালার কাছে।

৫৮. আয়াতে বর্ণিত 'রিয়্ক' এর তাৎপর্য : অধিকাংশ তাফসীরবেত্তার মতে রিয়্ক দ্বারা বাহ্যিক খাদ্য সামগ্রী বোঝান হয়েছে। তাঁরা বলেন, বিবি মারইয়ামের নিকট বিনা মৌসুমে ফল আসত; গ্রীষ্মকালের ফল শীতকালে এবং শীতকালীন ফল গ্রীষ্মকালে। মুজাহিদ (র.) হতে একটি বর্ণনা আছে যে, 'রিয়্ক' দ্বারা জ্ঞান বিষয়ক

(৩৮) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

(৩৯) فَنَادَتْهُ الْمَلَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ۖ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

৩৮. সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করল; বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার নিকট হতে আমাকে সুসন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দু'আ শ্রবণকারী। ৬০

৩৯. যখন সে কক্ষে সালাতে দণ্ডায়মান ছিল, তখন ফিরিশ্তারা তাকে ডাক দিল যে, আল্লাহ তোমাকে ইয়াহুইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। ৬১ যে আল্লাহর একটি হুকুমের সাক্ষ্য দেবে ৬২ এবং নেতা, নারী-সঙ্গ বিবর্জিত ৬৩ ও সৎকর্মপরায়ণ নবীগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৬৪

এই উদ্দেশ্য, যাকে আত্মিক উপজীবিকা বলাই যথার্থ। মোটকথা এখন বিবি মারইয়ামের বরকত, কারামত ও অসাধারণ নিদর্শনাবলী প্রকাশ পেতে শুরু করে এবং তা দেখতে এক সময় যাকারিয়া (আ.)-এর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি পরম বিস্ময়ে জিজ্ঞেসই করে ফেললেন, মারইয়াম! এসব জিনিস তোমার নিকট কোথেকে আসে?

৫৯. অর্থাৎ মহান আল্লাহর কুদরত আমার নিকট এ গুলো এ ভাবে পৌঁছান, যা কল্পনা ও ধারণার অতীত।

৬০. হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর সন্তান কামনা : হযরত যাকারিয়া (আ.) তখন পুরোপুরি বৃদ্ধ। তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা। আপাতদৃষ্টিতে সন্তান লাভের কোনই আশা ছিল না। বিবি মারইয়ামের পূণ্য ও বরকত এবং অসাধারণ অবস্থা দেখে সহসা তাঁর অন্তরে আবেগ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাঁর হৃদয়ে আকস্মিকভাবে সাড়া জাগে যে, আমিও কেন সন্তান কামনা করি না? অসম্ভব কি বিনা মৌসুমে আমিও সন্তান পেয়ে যাব, তথা বৃদ্ধকালে আমাকে সন্তান দেওয়া হবে?

৬১. তাঁর দু'আ কবুল হল। সুসংবাদ দেওয়া হল যে, একটি ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তাঁর নাম হবে ইয়াহুইয়া।

৬২. 'হুকুম' দ্বারা এস্থলে মাসীহ (আ.)-কে বোঝান উদ্দেশ্য। যিনি মহান আল্লাহর হুকুমে বিনা-বাপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত ইয়াহুইয়া (আ.) মানুষকে তাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ জানাতেন যে, শীঘ্রই মাসীহ (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটবে।

(৬০) قَالَ رَبِّ اَنْى يَكُونُ لِىْ غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ قَالَ
كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝

(৬১) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً ۙ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ
اِلَّا رَمْزًا ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝

৪০. সে বলল, হে প্রতিপালক! কোথেকে আমার সন্তান হবে, যেখানে আমার বার্ধক্য এসে গেছে আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা? তিনি বললেন, এ ভাবেই আল্লাহ্ যা চান করেন। ৬৫

৪১. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কিছু নিদর্শন স্থির করুন। ৬৬ তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন ইংগিত ব্যতীত মানুষের সাথে কথা বলবে না। ৬৭ আর তুমি বেশী পরিমাণে নিজ প্রতিপালকের স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ কর। ৬৮

৬৩. হযরত ইয়াহুইয়া (আ.)-এর কতক গুণাবলী : তিনি ভোগ সামগ্রী ও যৌন চাহিদা হতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত থাকবেন। আল্লাহ্র ইবাদতে এমন মশগুল থাকবেন যে, নারীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার সুযোগই পাবেন না। এটা ছিল হযরত ইয়াহুইয়া (আ.)-এর বিশেষ অবস্থা। এটা উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য কোন আদর্শ হতে পারে না। আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর মহান বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি পূর্ণ সমাজ জীবন যাপনের সাথে পরিপূর্ণ ইবাদত-আনুগত্যের অপূর্ব সমাবেশ ঘটান।

৬৪. অর্থাৎ পূণ্য ও সুকৃতির উচ্চতর স্তরে অধিষ্ঠিত থাকবেন, যাকে নবুওয়্যাত বলা হয়। কিংবা 'صالح' - অর্থ পরিশীলিতও নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ তিনি অতীব পরিশীলিত হবেন।

৬৫. শক্তি ও ইচ্ছা আসবাব-উপকরণের অধীন নয় : যদিও ইহজগতে তাঁর রীতি হলো স্বাভাবিক কারণ হতে কার্য সৃষ্টি করা। তবু কখন কখন স্বাভাবিক কারণের বিপরীত অসাধারণ উপায়ে কোন বস্তুর উদ্ভব ঘটানোও তাঁর একটি বিশেষ নীতি। আসলে বিবি মারইয়াম সিদ্দীকার নিকট অস্বাভাবিক উপায়ে রিয়ক আসা, বহু অস্বাভাবিক ঘটনার প্রকাশ ঘটানো, এ সব দৃষ্টে বিবি মারইয়ামের কক্ষে অবচেতন মনে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর প্রার্থনা, তারপর তাঁর বার্ধক্য ও স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও অস্বাভাবিক উপায়ে সন্তান লাভ, এ সব কিছুকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর সেই মহা বিস্ময়কর নিদর্শনের পূর্বাভাস মনে করতে হবে, যা বিবি মারইয়ামের অস্তিত্ব হতে

(৬২) وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ
عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ۝

৪২. আর যখন ফিরিশ্তারা বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন, তোমাকে পবিত্র বানিয়েছেন এবং সারা বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন। ৬৯

অদূর ভবিষ্যতে স্বামী-সঙ্গ ব্যতিরেকেই প্রকাশ পাওয়ার ছিল। যেন হযরত ইয়াহুইয়া (আ.)-এর অস্বাভাবিক জন্ম সম্পর্কে 'كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ' (এ ভাবেই আল্লাহ পাক যা চান করেন) বাক্যটি 'كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ' (এ ভাবেই আল্লাহ পাক যা চান সৃষ্টি করেন) বাক্যের ভূমিকা স্বরূপ, যা সামনে হযরত মাসীহ (আ.)-এর অস্বাভাবিক জন্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৬৬. যদ্বারা জানা যাবে যে, এখন গর্ভ সঞ্চারণ হয়েছে। তা হলে আমি জন্মের পূর্ব-লক্ষণাদি দেখে আনন্দ লাভ করতে পারব এবং নি'আমতের কৃতজ্ঞতা আদায়ে যথাসম্ভব বেশী মশগুল থাকতে পারব।

৬৭. অর্থাৎ তোমার যখন এই অবস্থা হবে যে, তিন দিন তিন রাত ইশারা ছাড়া মুখে কারও সাথে কথা বলতে পারবে না এবং তোমার জিহ্বা কেবল মহান আল্লাহর যিকরে নিবদ্ধ থাকবে। তখন বুঝে নিবে গর্ভ সঞ্চারণ হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ! নিদর্শনও এমন স্থির করে ছিলেন, যা একদিকে নিদর্শনেরও কাজ দিবে, অন্যদিকে অবগতি লাভের যা উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ নি'আমতের শুকরিয়া জ্ঞাপন তাও পরিপূর্ণভাবে সাধিত হয়ে যাবে। সারকথা, মহান আল্লাহর যিক্র ও শোক্র ছাড়া অন্য কোন কথা ইচ্ছা করলেও বলতে পারবে না।

৬৮. অর্থাৎ তখন বেশী করে মহান আল্লাহর যিক্র করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠে লেগে থাকবে। বোঝা যায়, মানুষের সাথে কথা বলার শক্তি যদিও রহিত করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে এ তিন দিন কেবল যিক্র ও শোক্রের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু যিক্র ও শোক্রে মশগুল থাকার বিষয় ইচ্ছা রহিত পর্যায়ে বাধ্যতামূলক ছিল না। এ কারণেই তা আদেশ করা হয়েছে।

৬৯. বিবি মারইয়ামের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব : মাঝখানে হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহুইয়া (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছিল, যদ্বারা ইমরান-পরিবারের মনোনয়নের বিষয়টিকে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে হযরত মাসীহ (আ.)-এর ঘটনার জন্য সেটা ছিল ভূমিকা স্বরূপ। এখানেই তা সমাপ্ত। পুনরায় বিবি

(৬৩) اِقْنَتِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

৪৩. হে মারইয়াম! নিজের প্রতিপালকের আনুগত্য কর এবং সিজদা কর ৭০
ও রুকু'কারীগণের সাথে রুকু' কর। ৭১

মারইয়াম ও হযরত মাসীহের (আ.) ঘটনায় ফিরে যাওয়া হচ্ছে। কাজেই প্রথমে হযরত মাসীহের আগে তাঁর জননীর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়। ফিরিশতাগণ বিবি মারইয়ামকে বলল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে প্রথম দিন থেকেই বাছাই করে নিয়েছেন, যে কারণে মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও নিজ নজরানায় আপনাকে কবুল করেছেন। নানা রকম উচ্চতর অবস্থা ও উন্নত কারামত আপনাকে দান করেছেন। নির্মল চরিত্র, নানা রকম উচ্চতর অবস্থা ও উন্নত কারামত আপনাকে দান করেছেন। নির্মল চরিত্র, অনাবিল প্রকৃতি এবং প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষতায় ভূষিত করে, আপনাকে নিজ মসজিদের সেবা করার উপযুক্ত করে তুলেছেন। সর্বোপরি বিশ্বের সমস্ত নারীর উপর বিভিন্ন দিক থেকে আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যেমন তাঁর মাঝে এমন যোগ্যতা ও ক্ষমতা নিহিত রেখেছেন যে, পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে কেবল তার একার অস্তিত্ব হতে হযরত মাসীহ (আ.)-এর মত একজন মহান নবীর জন্ম হতে পারে। এ বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার আর কোন নারী লাভ করেনি।

৭০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন আপনাকে এরূপ সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করলেন, তখন আপনার কর্তব্য সর্বদা বিনয় ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর সম্মুখে ঝুঁকে থাকা এবং ইবাদতের দায়িত্ব আদায়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের তৎপর থাকা, যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে মহাকাব্য সম্পাদনের মাধ্যমরূপে মনোনীত করেছেন, তা বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে।

৭১. রুকু'কারীগণ যে ভাবে মহান আল্লাহর সম্মুখে রুকু' করে আপনিও সেইভাবে রুকু' করুন। কিংবা এর অর্থ আপনি জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করুন। যে ব্যক্তি অন্ততঃপক্ষে রুকু'তেও ইমামের সাথে শরীক হতে পারে, তাকে রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য করা হয়। সম্ভবত এ কারণেই সালাতকে রুকু' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। ইবন তাইমিয়া তাঁর ফাতওয়ায় যা বলেছেন, তদ্বারা এমনই বোঝা যায়। এ ব্যাখ্যা অনুসারে 'اِقْنَتِي' -এর 'قنوت' -অর্থ দাঁড়ানো নিলে সালাতের কিয়াম, রুকু', সিজদা তিনও অবস্থা আয়াতে এসে যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সম্ভবত সে সময় মেয়েদেরও সাধারণভাবে অথবা ফিৎনার আশংকা না থাকলে কিংবা বিশেষভাবে বিবি মারইয়ামের জন্য জামা'আতে উপস্থিত হওয়া জাযিয় ছিল। এমনও হতে পারে যে, তিনি একা বা অন্য মেয়েদের সাথে কক্ষের ভিতর থেকে ইমামের ইকতিদা করে থাকবেন। এর যে কোনওটি হওয়ার অবকাশ আছে।

(৬৬) ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝
(৬৭) اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۚ اَسْمُهَا الْمَسِيْحُ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝

৪৪. এসব অদৃশ্য সংবাদ, যা আমি তোমার নিকট প্রেরণ করি। ৭২ মারইয়ামকে লালন-পালন করার দায়িত্ব কে নেবে এ উদ্দেশ্যে যখন তারা কলম নিষ্ক্ষেপ করছিল, তখন তুমি তাদের নিকট ছিলে না। আর তারা যখন ঝগড়া করছিল, তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না। ৭৩

৪৫. যখন ফিরিশ্তারা বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে তার এক ছকুমের সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম মাসীহ ইসা ইব্ন মারইয়াম। সে দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত সম্মানী এবং আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। ৭৪

৭২. নবীগণের জ্ঞানের মূল উৎস ওহী : দৃশ্যত রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন লেখাপড়া করেনি। প্রথম থেকে আহলে কিতাবের বিশেষ সাহচর্য ও পাননি, যাতে অতীত ঘটনাবলীর এরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হতে পারে। সাহচর্য পেলেই বা কী হত, যেখানে তারা নিজেরাই নানা রকম কল্পকথা ও ভিত্তিহীন গাল-গল্পের অন্ধকারে ঘূরপাক খেয়ে চলেছে। কেউ শত্রুতাবশত এবং কেউ সীমাতিরিক্ত ভালবাসার আবর্তে সত্যিকারের ঘটনাবলীকে বিকৃত করে ফেলেছিল। অন্ধের চোখ থেকে আলো গ্রহণের কী আশা থাকতে পারে? এহেন পরিস্থিতিতে মাকী ও মাদানী উভয় প্রকার সূরায় বিগত ঘটনাবলী এমন বিশুদ্ধ ও বিশদ বিবরণ দান, যা বড় বড় জ্ঞানের দাবীদারকে বিশ্বয়-বিমূঢ় করে দেয় এবং কারও পক্ষে তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ থাকেনি; এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এ জ্ঞান প্রিয় নবী (সা.)-কে ওহীর মাধ্যমে দান করা হয়েছিল। কেননা, তিনি সে সব অবস্থা না স্বচক্ষে দেখেছেন, না সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের অপর কোন মাধ্যম তাঁর কাছে ছিল।

৭৩. বিবি মারইয়ামের লালন-পালন ব্যবস্থা : হযরত বিবি মারইয়াম (আ.)-কে মান্নতরূপে গ্রহণ করা হল। এবার খাদিমগণের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল-কে তার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। শেষ পর্যন্ত লটারী ধরা হল। প্রত্যেকে যে কলম দ্বারা তাওরাত লিখত, তা বহমান পানিতে নিষ্ক্ষেপ করবে। যার কলম তাকসীরে উসমানী — ৩০

স্রোতের বিপরীত দিকে চলবে সেই হকদার বলে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রেও হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর নাম আসল এবং হক তাঁর প্রাপকের হাতে চলে গেল।

৭৪. মাসীহ (আ.)-কে 'কালিমা' বলার তাৎপর্য : হযরত মাসীহ (আ.)-কে এ স্থলে এবং কুরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় মহান আল্লাহর 'কালিমা' বলা হয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে **إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْثَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْثَمَ** মারইয়াম তনয় ঈসা মাসীহ তো মহান আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর কালিমা, যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর রূহ (৪ : ১৭১)। এমনিতে তো মহান আল্লাহর কালিমা অসংখ্য, যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا -

বল, আমার প্রতিপালকের কালিমা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র আনলেও (১৮ : ১০৯)। কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মাসীহ (আ.)-কে মহান আল্লাহর 'কালিমা' (হুকুম) বলা হয়ে থাকে এ দৃষ্টিতে যে, তাঁর জন্ম পিতার মাধ্যম ব্যতিরেকে সাধারণ নিয়মের বাইরে কেবল মহান আল্লাহর হুকুমে সাধিত হয়। যে সব কার্য স্বাভাবিক কারণাদির বাইরে ঘটে, সাধারণত সরাসরি মহান আল্লাহর সাথেই সে গুলোর সম্পর্ক স্থাপন করা হয়ে থাকে। যেমন ইরশাদ হয়েছে **وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى** আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন আপনি নিক্ষেপ করেন নি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন (৮ : ১৭)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : 'মাসীহ' (مَسِيح) শব্দটি মূল হিব্রুতে ছিল 'মাসীহ' (מָשִׁיחַ) বা 'মাসীহা' (מְשִׁיחָ) অর্থ বরকতময়। আরবীতে এসে এটা 'মাসীহ' (مَسِيح) হয়ে গেছে। দাজ্জালকেও 'মাসীহ' বলা হয়ে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সেটা আরবী শব্দ, যে নামকরণের কারণ যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। মাসীহের দ্বিতীয় নাম বা উপাধি ঈসা। এর আসল হিব্রু উচ্চারণ ছিল ঈশূ' (إِشْوَع)। আরবীতে এসে ঈসা হয়ে গেছে। এর অর্থ নেতা। লক্ষণীয় বিষয় হলো, কুরআন মাজীদ ইব্ন মারইয়াম (মারইয়াম-তনয়)-কে হযরত মাসীহের নামের অংশরূপে ব্যবহার করেছে। কেননা, সুসংবাদ দান কালে খোদ মারইয়ামকে এ কথা বলা হয়েছে যে, তোমাকে মহান 'আল্লাহর কালিমা' সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হলো, যার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইব্ন মারইয়াম, এটা নিশ্চয়ই ঈসার পরিচয় দেওয়ার জন্য নয়, বরং এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য যে, বাপ না থাকার কারণে তাঁর বংশ পরিচয় মায়ের সাথেই সম্পৃক্ত থাকবে। তাই মানুষের

কাছে মহান আল্লাহর এ বিস্ময়কর নিদর্শন চিরস্মরণীয় এবং বিবি মারইয়ামের মর্যাদা অমর করে রাখার জন্য মায়ের পরিচয়কে তাঁর নামের অংশ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল বিবি মারইয়ামের অন্তরে এ দুশ্চিন্তা দেখা দেবে যে, কেবল নারী হতে সন্তানের জন্ম হলে দুনিয়ার মানুষ তাকে কী ভাবে স্মরণ করবে? তারা নিরুপায় হয়ে আমার উপরই অপবাদ আরোপ করবে। এবং নিকৃষ্ট উপাধি আরোপ করে সর্বদা তাকে উৎপীড়ন করবে। আমি কী ভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করব? এ কারণেই পরে 'وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ' বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁকে কেবল আখিরাতেই নয় বরং দুনিয়াতেও প্রভূত সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন এবং শত্রুদের সব অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করবেন। 'وَجِيهًا' শব্দটিকে ঠিক সেই রকম মনে করতে পারেন, যেমন মূসা (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَوْسَىٰ قَبْرًا ۚ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا.

'হে মু'মিনগণ! মূসাকে যারা ক্রেশ দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করেন এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান' (৩৩ : ৬৯)। যেন মহান আল্লাহর নিকট যারা 'وَجِيهًا' বলে গণ্য, তিনি তাঁদেরকে বিশেষভাবে মিথ্যা, নিন্দা ও অপবাদ হতে পাক-পবিত্র প্রমাণ করেন। হযরত মাসীহ (আ.)-এর বংশ পরিচয় সম্পর্কে যে সব দুরাত্মা কটুভক্তি করবে অথবা মহান আল্লাহ বা অন্য কাউকে মিছামিছি তাঁর পিতা সাব্যস্ত করবে কিংবা বাস্তবতার বিরুদ্ধে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ ও নিহত বা জীবিতাবস্থায় মৃত বলবে অথবা মা'বুদ হওয়া, মা'বুদের ছেলে ইত্যাদি ভ্রান্ত আকীদা ও শেরেকী শিক্ষা-দীক্ষাকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করবে; মোটকথা একরূপ যাবতীয় অপবাদ হতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে খোলাখুলিভাবে নির্দোষ প্রমাণ করবেন এবং সর্বসমক্ষে তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও পবিত্রতা তুলে ধরবেন। জন্ম ও নবুওয়্যাত লাভের পর তিনি যে সম্মান লাভ করেন, পুরোপুরিভাবে তার পূর্ণতা বিধান হবে দুনিয়ার পুনরাগমনের পর। যেমন মুসলিম উম্মাহর সর্ববাদীসম্মত বিশ্বাস। তারপর আখিরাতের বিশেষভাবে 'أَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي' (তুমিই কি মানুষকে বলেছ যে, আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহ ব্যতীত দু'ইলাহ রূপে গ্রহণ কর?) এই প্রশ্ন করে এবং তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষের সম্মুখে তাঁর সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হবে; যেমন সূরা মায়িদায় বর্ণিত আছে। আর তিনি যে কেবল দুনিয়া ও আখিরাতের মর্যাদাবান হবেন এতটুকুই নয়; বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্য প্রাপ্তদের মাঝে গণ্য।

(৬১) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝

৪৬. আর সে মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে পুণ্যবানগণের একজন। ৭৫

৭৫. হযরত ইসা মাসীহের গুণাবলী : অত্যন্ত পরিশীলিত ও উচ্চস্তরের পুণ্যবান হবেন। প্রথমে মায়ের কোলে, তারপর বড় হয়ে তিনি আশ্চর্য কথা বলবেন। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বিবি মারইয়ামকে পরিপূর্ণ শান্ত করা হয়েছে। পূর্বের সুসংবাদগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, তিনি ধারণা করে বসবেন, মর্যাদা যখন লাভ হওয়ার হবে, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া মাত্রই তো নিন্দা ও অপবাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে হবে। তখন নির্দোষ প্রমাণের কী উপায় হবে? এর জবাব দেওয়া হয়েছে। বিচলিত হয়ো না। তোমার মুখ খোলার প্রয়োজনই পড়বে না। শুধু এতটুকু বলে দিও যে, আমি আজ রোযা রেখেছি, তাই কথা বলতে অপারগ। শিশু স্বয়ং জবাবদেহী করবে। সূরা মারইয়ামে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে। কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেন, يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا দ্বারা কেবল বিবি মারইয়ামকে সাধুনা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যে, শিশু বোবা হবে না। অন্যান্য শিশুর মতই শৈশব ও পূর্ণ বয়সে কথা বলবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো হাশরের মাঠেও মানুষ হযরত ইসাকে (আ.) লক্ষ্য করে বলবে يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَدَوَّخَ مِنْهُ (আ.) লক্ষ্য করে বলবে হে ইসা! আপনি আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কালিমা, যাকে তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং আপনি তাঁর রুহ। আপনি শৈশবে দোলনায় কথা বলেছেন। অনুরূপ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও কিয়ামতের দিন বলবেন, أَذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَبْدَيْتَكَ بَرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে (৫ : ১১০)। তা হলে সেখানেও কি এ বিশেষ নিদর্শন কেবল এ উদ্দেশ্যেই বর্ণনা করা হবে যে, বিবি মারইয়াম যাতে নিশ্চিত হয়ে যান তার ছেলে বোবা হবে না, অন্যান্য শিশুর মত কথা বলতে পারবে? (আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার বিভ্রান্তি হতে আমাদের রক্ষা করুন!)

(৬৭) قَالَتْ رَبِّ اَنِّىْ يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشْرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

(৬৮) وَیَعْلَمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّوْرَةَ وَ الْاِنْجِیْلَ ۝

(৬৯) وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ ؕ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰیَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۚ اَنِّىْ اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِّنَ الطَّیْنِ کَهَيْۤئَةِ الطَّیْرِ فَاَنْفُخُ فِیْهِ فَيَكُوْنُ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُبْرِئُ الْاَکْمَةَ وَ الْاَبْرَصَ وَ اُحْیِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَدْخِرُوْنَ ۚ فِىْ بُیُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لَّكُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝

৪৭. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! ছেলে হবে কোথেকে, কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি? ৭৬ তিনি বললেন, এ ভাবেই আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, হয়ে যাও, ফলে তা হয়ে যায়। ৭৭

৪৮. এবং তাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিক্মত, তাওরাত ও ইনজীল। ৭৮

৪৯. আর তাকে বণী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল করে পাঠাবেন। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছি। ৭৯ আমি তোমাদের কাদা দ্বারা পাখির আকৃতি বানিয়ে দেই। তারপর তাতে ফুঁ দেই। ফলে তা আল্লাহর হুকুমে উড়ন্ত প্রাণী হয়ে যায়। ৮০ আর আমি জন্মান্ন ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি এবং মৃতকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করি। ৮১ এবং তোমরা নিজ গৃহে যা খেয়ে আস ও যা মওজুদ কর তা আমি তোমাদের বলে দেই। ৮২ এর মাঝে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

৭৬. বোঝা গেল সুসংবাদ দ্বারা তিনি এটাই বুঝেছেন যে, বর্তমান অবস্থাতেই তাঁর সন্তান হবে নয়ত বিশ্বয় প্রকাশের কী কারণ থাকতে পারে?

৭৭. অর্থাৎ এভাবেই পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই হয়ে যাবে। স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত বলে বিস্মিত হয়ো না। আল্লাহ তা'আলা যা চান যে ভাবে চান করে থাকেন। তাঁর

ক্ষমতার কেন সীমাবদ্ধতা নেই, কোন কাজের ইচ্ছা করলেই তা হয়ে যায়। তিনি কোন মৌল পদার্থের মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি আসবাব-উপকরণেরও অধীন নন।

৭৮. অর্থাৎ তাঁকে লিখন শেখাবেন। অথবা সাধারণভাবে সমস্ত হিদায়াত গ্রন্থের এবং বিশেষভাবে তাওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান দান করবেন। সেই সঙ্গে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দিবেন। আমার ধারণা, সম্ভবত কিতাব ও হিক্মত দ্বারা কুরআন ও হাদীস বোঝান উদ্দেশ্য। কেননা, হযরত মাসীহ (আ.) দুনিয়ায় পুনরাগমনের পর কুরআন ও হাদীসে নববী (সা.) অনুযায়ী ফয়সালা দিবেন। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন তাঁকে এ বিষয়ের জ্ঞান দান করা হবে।

৭৯. অর্থাৎ নবী হিসেবে নিজ সম্প্রদায় বণী ইসরাঈলকে এ কথা বলবেন।

৮০. 'খালক' শব্দের ব্যাখ্যা ৪ বাহ্যিক দিকের প্রতি লক্ষ্য করেই কেবল গঠন আকৃতি তৈরীকে 'خلق' (সৃষ্টি) শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যেমন সহীহ হাদীসে মা'মূলী চিত্রাঙ্কনকেও 'خلق' শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'أَخْبِرُوا مَا خَلَقْتُمْ' 'তোমরা যা সৃষ্টি করেছ, তাতে প্রাণ সঞ্চার কর।' অনুরূপ আল্লাহ তা'আলাকে 'أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ' (সৃষ্টিকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) বলা হয়েছে যে, কেবল বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহার করা যায়। যদিও বাস্তব সৃষ্টিকার্য হিসেবে আল্লাহ পাক ছাড়া কাউকে 'خَالِق' (স্রষ্টা) বলার সুযোগ নেই। সম্ভবত এ কারণেই এ স্থলে 'أَنَّى خَلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ طَيْرًا' (আমি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা পাখী সৃষ্টি করে দেই) না বলে বরং বলেছেন, আমি মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি গঠন করে ফুঁ দেই, তারপর মহান আল্লাহর হুকুমে তা পাখী হয়ে যায়। যা হোক, তিনি তাদেরকে এ মু'জিযা দেখান। বলা হয়ে থাকে, 'ইরহাস' (নবুওয়াত পূর্বকালীন অলৌকিক ঘটনা) হিসেবে শৈশব কালেই তাঁর থেকে এর প্রকাশ ঘটে, যাতে অপবাদ আরোপকারীদের কুদ্রতের এক ছোট্ট নিদর্শন দেখিয়ে একথা বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, যখন আমার এক ফুঁ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মাটির নিষ্প্রাণ আকৃতিকে প্রাণময় করে তোলেন, তখন তিনি যদি পুরুষাঙ্গ ব্যতিরেকেই 'রুহুল-কুদুসের ফুঁ' দ্বারা এক মহিমাম্বিত রমণীর বাচ্চাদানীতে হযরত ঈসা (আ.)-এর আত্মা সঞ্চারিত করেন; তাতে আশ্চর্যের কী আছে? বরং হযরত মাসীহ (আ.) যেহেতু জিব্রাঈলের (আ.) ফুৎকারে জন্মলাভ করেছেন, সেহেতু তাঁর নিজের ফুৎকারকেও সেই জন্ম ধারারই সক্রিয় প্রভাব মনে করা উচিত। সূরা মায়িদার শেষ দিকে হযরত মাসীহ (আ.)-এর এ সব ঐ অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে এক আলোচনা করা হবে। বিষয়টি সেখানে দ্রষ্টব্য। সারকথা, হযরত মাসীহ (আ.)-এর মাঝে ফিরিশ্তাসূলভ ও আত্মিক বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রাবল্য ছিল। সে অনুযায়ীই ক্রিয়াদি প্রকাশ পেত। কিন্তু তাই বলে ফিরিশতাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ফিরিশ্তাগণের আদমকে সিজদা করা কারণে কোনরূপ প্রশ্ন দেখা দেবে না। কেননা,

যাবতীয় মানবিক গুণাবলী তথা দৈহিক ও আত্মিক গুণ সমষ্টির সমারোহ যার মাঝে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘটবে তাঁকে হযরত মাসীহ (আ.) হতেও শ্রেষ্ঠ স্বীকার করতে হবে। আর তা হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূত-পবিত্র সত্তা।

৮১. মসীহ (আ.)-কে যুগোযোগী মু'জিয়া দেয়া হয়েছিল ৪ সে কালে চিকিৎসক শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। হযরত মাসীহ (আ.)-কে এমন সব মু'জিয়া দেওয়া হয়, যা সমকালীন মানুষের উপর তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবজনক বিষয়েও হযরত মাসীহের (আ.) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দেয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মৃতকে জীবিত করা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ, যেমন 'بِإِذْنِ' (আল্লাহর হুকুমে) শব্দ দ্বারাও পরিস্ফুট হয়, কিন্তু হযরত মাসীহ (আ.) যেহেতু সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এর মাধ্যম ছিলেন, তাই রূপকার্থে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যদি কেউ বলে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র হাদীসে ঘোষণা করেছেন, জগতের সূচনা হতে সমাপ্তি পর্যন্ত কোন মৃতকে দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার জীবিত করা হবে না, তবে এটা কেবল দাবীই হবে, যার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। যদি সে বলে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে : فَيُمْسِكُ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ : (যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন, তার প্রাণ তিনি রেখেছেন, (৩৯ : ৪২)। অর্থাৎ মৃত আত্মা আটকে রাখেন। কিন্তু, নিদ্রিতের আত্মা সে ভাবে আটকে রাখেন না। এর জবাবে বলব, আয়াতে এ কথা কোথায় আছে যে, আটকে রাখার পর পুনরায় আর তাকে ছেড়ে দেওয়ার ইখতিয়ার থাকে না। মনে রাখতে হবে, নবুওয়্যাত দাবীকারীর প্রত্যায়নার্থে মহান আল্লাহর সাধারণ নীতির বিপরীত যা প্রকাশ করা হয় সেটাই মু'জিয়া। কাজেই, যে সব আয়াত কোন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নীতি বর্ণনা করে তদ্বারা একথা প্রমাণ করতে চাওয়া যে, এ গুলো মু'জিয়া রদ করে, প্রকৃতপক্ষে এটা মু'জিয়াকে অস্বীকার করারই নামান্তর এবং স্বীয় মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। মু'জিয়া কেন বলা হবে? হযরত মাসীহ (আ.) এর বিনা বাপে জন্মগ্রহণ বা জন্মান্ত ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করা, মৃতকে জীবিত করা প্রভৃতি মু'জিয়ার প্রকাশ সর্বকালের মুসলিমদের নিকট স্বীকৃত বিষয়। কোন সাহাবী ও তাবিঈর একটি মাত্র কথাকেও এর বিপরীতে দেখানো যাবে না। আজ যে ধর্মদ্রোহী দাবী করে যে, এ সব অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস কুরআনের মুহকাম (দ্ব্যর্থহীন) আয়াতের পরিপন্থী। সে যেন এমন সব বিষয়কে 'মুহকাম' বলে, যার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে সমর্থ উন্মাত অক্ষমতা প্রদর্শন করে আসছে। কিংবা সকলেই মুহকাম আয়াত সমূহ ছেড়ে মুতাশাবিহাতের পেছনে দৌড়েছে এবং এভাবে 'فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ' তথা কুটীল মন-মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। আজকালকার এসব ধর্মদ্রোহীরা ছাড়া আর কারও যেন মুতাশাবিহাতকে মুহকামাতের দিকে ফিরিয়ে বোঝার তাওফীক হয়নি। নাউযুবিল্লাহ। প্রকৃতপক্ষে যে সব আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ

(৫০) وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَإِلَاحًا لِّكُمْ بَعْضَ الَّذِي
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

(৫১) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

৫০. আর আমি আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে সত্য বলি। আর এই জন্য যে, আমি তোমাদের জন্য বৈধ করে দেব সে সব বস্তু যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।^{৮৩} আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। কাজেই, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও।^{৮৪}

৫১. নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। কাজেই তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ।^{৮৫}

গোটা উম্মত মেনে আসছে, সেগুলোই ‘মুহুকামাত’। সেগুলোকে ভেঙে চুরে কেবল ইশারা ইঙ্গিত রূপক ও উপমার অর্থে গ্রহণ করা এবং স্বাভাবিক নিয়ম নীতি মুজিয়া খণ্ডনের দলীলরূপে ব্যবহার করাই হলো কুটীলদের কাজ, যাদের থেকে সাবধান থাকতে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকিদ করেছেন।

৮২. অর্থাৎ অতীত ভবিষ্যতের কোন কোন অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করি। কার্যগত মুজিয়ার পর এটাকে একটা জ্ঞান গত মুজিয়ারূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৩. অর্থাৎ আমি তাওরাতের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তা মহান আল্লাহর কিতাব। এর সাধারণ মূলনীতি ও বিধানকে যথারীতি বহাল রেখে আমি মহান আল্লাহর নির্দেশে সময় অনুপাতে কিছু খুঁটিনাটি পরিবর্তন সাধন করব। উদাহরণত কোন কোন বিধানে ইতিপূর্বে যে কঠোরতা ছিল এখন তা তুলে নেওয়া হবে। তোমরা এর নাম রহিতকরণ দাও বা পূর্ণতাবিধান সে তোমাদের ইচ্ছা।

৮৪. অর্থাৎ তোমরা তো আমার সত্যতার নিদর্শনাবলী দেখলে। কাজেই এখন মহান আল্লাহকে ভয় করে আমার কথা শোনা তোমাদের কর্তব্য।

৮৫. অর্থাৎ সব কথার এক কথা এবং যাবতীয় মূলের আসল মূল হলো, আল্লাহ তাআলাকে আমার ও তোমাদের সকলের একই প্রতিপালক মেনে লও। বাপ বেটার সম্বন্ধ স্থাপন করো না। তোমরা সকলে তাঁরই ইবাদত কর। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সোজা পথ এটাই। অর্থাৎ তাওহীদ, তাকওয়া ও রাসূলের আনুগত্য।

(৫২) اَفَلَمْ يَأْتِ أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكَفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَرُّ
ارْيُونَنَّا نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمِنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝
(৫৩) رَبَّنَا أَمِنَّا بِمَا أُنْزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

৫২. তারপর ঈসা যখন বণী ইসরাঈলের কুফরী (অবাধ্যতা) উপলব্ধি করলেন, ৮৬ তিনি বললেন, কে আছে, যে আল্লাহর পথে আমার সাহায্য করবে? ৮৭ হাওয়ারীগণ বলল, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। ৮৮ আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী। ৮৯

৫৩. হে আমাদের প্রতিপালক আপনি যা নাযিল করেছেন, আমরা তাতে বিশ্বাস করেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসারী হয়েছি। কাজেই, আপনি আমাদেরকে সত্যের সমর্থকদের সাথে হিসেবে লিখে নিন। ৯০

৮৬. অর্থাৎ তারা আমার দীন কবুল করবে না; বরং শত্রুতা ও উৎপীড়নে মেতে থাকবে।

৮৭. অর্থাৎ আমার সাথে থাকবে এবং মহান আল্লাহর দীন প্রচারে আমার সহযোগীতা করবে।

৮৮. অর্থাৎ মহান আল্লাহর দীন ও বিধান এবং তাঁর রাসূলের সাহায্য করাই মহান আল্লাহর সাহায্য করা। যেমন মদীনা শরীফের আনসারগণ আমাদের নবী করীম (সা.) ও সত্য দীনের সাহায্য করে দেখিয়েছেন।

৮৯. হাওয়ারী কারা ছিলেন : 'হাওয়ারী' কারা ছিলেন এবং তাঁদের এ উপাধির হেতু কি এ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের একাধিক মত রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী সর্বপ্রথম যে দুই ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী হন তারা ধোপা ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.) তাদের দেখে বললেন, কী কাপড় পরিষ্কার করছ? এসো, আমি তোমাদেরকে আত্মা পরিষ্কার করা শিখিয়ে দেই। সে মুহূর্তেই তারা তাঁর অনুসারী হয়ে যান। তারপর যারাই তাঁর অনুসরণ করেন, তাদের এ উপাধি হয়ে যায়।

৯০. নবীর সামনে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার পর তারা প্রতিপালকের সম্মুখে স্বীকারোক্তি করলেন, আমরা ইনজীলে ঈমান এনে আপনার রাসূলের অনুসরণ করছি। কাজেই, আপনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের নাম অনুগতদের তালিকাভুক্ত করুন। অর্থাৎ, যেন তারা তাদের ঈমানকে রেজিস্ট্রি করে নিতে চান, যাতে তা হাত ছাড়া হওয়ার আশংকা না থাকে।

৯১. ঈসা মাসীহ (আ.)-এর বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র : 'মাকর' বলা হয় সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বনকে। এটা সদুদ্দেশ্যে হলে ভাল, অসদুদ্দেশ্যে হলে মন্দ। এ কারণেই **السِّيءُ** -এর সাথে **المكر** -এর মাঝে **ولا يحق المكر السيئ** রয়েছে। এ স্থলে আল্লাহ তা'আলাকে 'خَيْرُ الْمَاكِرِينَ' বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। এমন কি তারা এ বলে রাজার কান ভাঙাল যে, এ ব্যক্তি (নাউযবিলাহ) ধর্মদ্রোহী। সে তাওরাত পাল্টে দিতে চায় এবং সে সকলকে বিধর্মী বানিয়ে ছাড়বে। ফলে রাজা হযরত মাসীহ (আ.)-কে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিল। এদিকে এ সব চলছিল অন্য দিকে তাদের এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে মহান আল্লাহর সূক্ষ্ম কৌশল চলছিল। সামনে যার বিবরণ আসছে। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর কৌশল সর্বশ্রেষ্ঠ, যা কেউ নস্যাৎ করতে পারে না।

৯২. মাসীহ (আ.)-কে মেরে ফেলার জন্য খেফতার ৪ রাজা তার লোকদের নির্দেশ দিল: যেন হযরত মাসীহকে (আ.) খেফতার করে শূলে চড়ায় এবং তাঁকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়, যা দেখে অন্যরা তাঁর অনুসরণ করা হতে বিরত থাকে।
(ইবন কাসীর) *فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِ مِنْ يَأْخُذُهُ وَيَصْلِبُهُ وَيَنْكُلُ بِهِ*

আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে হযরত মাসীহকে (আ.) নির্ভয় দেন যে, আমি ওই হতভাগাদের অভিপ্রায় ও চক্রান্ত ধুলিসাৎ করে দেব। ওরা চায় তোমাকে ধরে হত্যা করবে; তোমার জন্ম ও আবির্ভাবের লক্ষ্য ব্যর্থ করে দেবে এবং এ ভাবে মহান আল্লাহর মহা নি'আমতের অকৃতজ্ঞতা করবে। কিন্তু আমি তাদের থেকে নিজ নি'আমত তুলে নেব। তোমার নির্ধারিত আয়ুষ্কাল ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট মহান উদ্দেশ্যও আমি পূরা করে ছাড়ব। আমি তোমাকে তাদের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে উঠিয়ে নেব। তারা তোমার একটি পশমও বাঁকা করতে পারবে না, হত্যা করা তো দূরের কথা। আল্লাহ পাক তোমাকে নিজ আশ্রয়ে নিয়ে যাবেন। তারা তোমাকে শূলে চড়াতে চায়, কিন্তু আল্লাহ পাক তোমাকে আকাশে উঠিয়ে নেবেন। তাদের উদ্দেশ্য তোমাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষকে তোমার অনুসরণ হতে ফিরিয়ে রাখবে, কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের অপবিত্র হাত তোমার গায়ে লাগতে দেবেন না, বরং তাদের অপবিত্র নিকৃষ্ট সমাবেশ হতে তোমাকে পাক-পবিত্র অবস্থায় উঠিয়ে নেবেন। তোমাকে লাঞ্ছনা দেওয়া এবং তোমার অনুসরণ হতে মানুষের নিবৃত্তির পরিবর্তে আল্লাহ পাক তোমার অনুসারী এবং তোমার নাম উচ্চারণকারীদেরকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপর বিজয়ী রাখবেন। তারপর একটি সময় আসবে যখন তোমাকে এবং তোমার বিরুদ্ধবাদীদের সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের সকল দ্বন্দ্ব কলহের ফয়সালা করে দেব। তখন সব বিরোধের অবসান ঘটানো হবে। এ মীমাংসা কখন হবে? এর যে বিবরণ *فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا* -এর মাঝে দেওয়া হয়েছে। তাতে প্রতীয়মান হয়, আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তাঁর নমুনা শুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ, তখন সমস্ত কাফির ভয়ানক শাস্তিতে পতিত থাকবে। কোন শক্তি তাদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারবে না। পক্ষান্তরে, যারা মু'মিন, তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হবে আর যালিম ও অন্যায়কারীদের মুলোৎপাটন করে ফেলা হবে। এ উম্মাতের সর্ববাদী সম্মত বিশ্বাস, ইয়াহুদীরা যখন তাদের ঘৃণ্য চক্রান্ত পাকাপোক্ত করে ফেলে, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মাসীহ (আ.) জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। রাসূলে কারীম (সা.)-এর বহু সুবিদিত হাদীস, যার বর্ণনাক্রম সন্দেহাতীত পর্যায়ে তদ্বারা প্রমাণিত যে, কিয়ামতের পূর্বে যখন কুফর ও বিভ্রান্তি এবং মিথ্যাচার ও শয়তানী কর্মকাণ্ডে পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বণী ইসরাঈলের শেষ নবী হযরত

মাসীহ (আ.)-কে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একজন পরম অনুগত জেনারেলরূপে অবতীর্ণ করে দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দিবেন যে, শেষ নবী (সা.)-এর সাথে পূর্ববর্তী আশিয়ায়ে কিরামের সম্পর্ক কত নিবিড়। হযরত মাসীহ (আ.) দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তার অনুসারী ইয়াহুদীদেরকে খুঁজে খুঁজে নিপাত করবেন। একটি ইয়াহুদীও প্রাণ বাঁচাতে পারবে না। গাছ ও পাথর পর্যন্ত ডাক দিয়ে বলবে, আমার পেছনে এক ইয়াহুদী লুকিয়ে আছে তাকে হত্যা কর। তা ছাড়া হযরত মাসীহ (আ.) ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। তিনি খৃষ্টানদের সকল ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস সংশোধন করে সারা জাহানকে ঈমানের পথে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তখন সর্ব প্রকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়ে যাবে এবং সকল ধর্মীয় মত বিরোধের অবসান হয়ে মহান আল্লাহর একমাত্র সত্য দীন ইসলামই বাকি থাকবে। সেই সময় সম্পর্কেই ইরশাদ হয়েছে **وَأَن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ** -কিতাবীদের প্রত্যেকেই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে (নিসা : রুকু ২২) এর পূর্ণ বিবরণ এবং হযরত মাসীহের (আ.) আকাশে উত্তোলনের অবস্থা সূরা নিসায় আসবে। মোট কথা, আমার মতে **ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ** কেবল আখিরাত সম্পর্কেই নয়; বরং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় সম্পর্কেই বলা হয়েছে। সামনে এর ব্যাখ্যাশূলে **‘فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ’** শব্দদ্বয় এর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। সেই সাথে এটা এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করে যে, **‘إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ’** -অর্থ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে। সহীহ হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে, কিয়ামতের পূর্বে এমন এক মুবারক সময় অবশ্যই আসবে, যখন সকল প্রকার বিরোধের অবসান ঘটে একটি দীনই অবশিষ্ট থাকবে। আদি-অন্তের সমুদয় প্রশংসা মহান আল্লাহরই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ আয়াত সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা উচিত **‘تَوَفَّى’** শব্দ সম্পর্কে আবুল বাকা-এর কুল্লিয়াতে বলা হয়েছে **‘التَّوْفَى الْأَمَاتَةَ وَقَبَضَ الرُّوحَ وَعَلَيْهِ’** অর্থাৎ সাধারণের নিকট **‘استعمال العامة والاستيفاء و اخذ الحق وعليه استعمال البلغاء’** শব্দটি মৃত্যু ঘটান ও প্রাণ সংহার অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু সাহিত্যালংকারিকদের নিকট এর অর্থ পুরোপুরি উসূল করা ও প্রাপ্য আদায় করা। যেন তাদের নিকট মৃত্যু অর্থেও শব্দটি এ কারণেই ব্যবহৃত হয় যে, মৃত্যুতে বিশেষ কোন অংগ নয়, বরং মহান আল্লাহর পক্ষ হতে পুরা আত্মাই উসূল করে নেওয়া হয়। এবারে মনে করুন, আল্লাহ তা‘আলা কারও দেহ সমেত আত্মা নিয়ে গেলেন, এমতাবস্থায় কি **‘التَّوْفَى’** শব্দটি আরও বেশী রকম প্রযোজ্য নয়? যে সকল অভিধান প্রণেতা **‘التَّوْفَى’** অর্থ প্রাণ সংহার লিখেছেন, তারা একথা বলেননি যে, দেহ সমেত আত্মা তুলে নেওয়াকে **‘التَّوْفَى’** বলা হয় না এবং তারা এরূপ কোন মূলনীতিও উল্লেখ করেননি যে, **‘التَّوْفَى’** -র কর্তা আল্লাহ পাক এবং কর্ম কোন প্রাণসম্পন্ন বস্তু হলে তার অর্থ মৃত্যু ছাড়া কিছু হতে পারে না। হ্যাঁ, সাধারণত প্রাণ সংহার যেহেতু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেই হয়ে থাকে, তাই,

তারা এই সাধারণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যু শব্দ লিখে দেন, নয়ত দেহ সমেত রুহ নিয়ে যাওয়াও 'التوفى' -এর মাভিধানিক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। দেখুন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন 'اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ' আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না তার নিদ্রাকালে' (৩৯ : ৪২), এর মাঝে 'توفى نفس' তথা আত্মা সংহারের দুই পদ্ধতি বলা হয়েছে। মৃত্যু ও নিদ্রা। এই বিভাগ ও 'انفس' -এর উপর 'توفى' শব্দের প্রয়োগ এবং 'حين موتها' -এর শর্তারোপ স্পষ্ট বলে দিচ্ছে 'توفى' ও মৃত্যু ভিন্ন দুই জিনিস। আসলে আত্মা হরণের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক তো সেই স্তর যা মৃত্যু আকারে পাওয়া যায়। আরেক স্তর হয় নিদ্রার আকারে কুরআন মাজীদ জানিয়ে দিল যে, উভয় ক্ষেত্রেই 'توفى' শব্দের প্রয়োগ বিধেয়; কেবল মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট নয়। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- 'يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ' তিনি রাত্রি বেলা তোমাদের প্রাণ হরণ করেন এবং যা কিছু দিনের বেলা কর তা জানেন (৬:৬০) এ উভয় আয়াতে কুরআন মাজীদ নিদ্রার জন্য যেমন 'توفى' শব্দের প্রয়োগকে বৈধ রেখেছে, অথচ নিদ্রার প্রাণ হরণ পূর্ণাঙ্গরূপে হয় না। তেমনিভাবে যদি সূরা আলে-ইমরান ও মায়িদার আয়াতদ্বয়ে 'দেহ সমেত প্রাণ হরণ' অর্থে 'توفى' শব্দকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাতে অসম্ভবের কী আছে? বিশেষত যখন দেখা যাচ্ছে নিদ্রা ও মৃত্যু অর্থে 'توفى' শব্দের ব্যবহার কুরআন মাজীদই শুরু করেছে। জাহিলী যুগের মানুষ তো সাধারণভাবে একথা জানতই না যে, মৃত্যু বা নিদ্রাকালে আল্লাহ তা'আলা মানুষের থেকে কোন জিনিস হরণ করে নেন, যে কারণে তাদের বাকরীতিতে মৃত্যু ও নিদ্রা অর্থে 'توفى' শব্দের প্রচলন ছিল না। কুরআন মাজীদই মৃত্যু ইত্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য প্রথমে এ শব্দটির ব্যবহার শুরু করে। কাজেই, কুরআনেরই এ অধিকার আছে যে, সে মৃত্যু ও নিদ্রার মত 'দেহ সমেত আত্মা- হরণ' এর মত বিরল বিষয়ের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহার করবে।

মোদাকথা, আলোচ্য আয়াতে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে 'توفى' শব্দটি মৃত্যু অর্থে প্রযুক্ত নয়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতেও বিশুদ্ধতর রিওয়ায়াত এটাই যে, হযরত মাসীহ (আ.)-কে জীবিত অবস্থায়ই আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। যেমন 'রুহুল মা'আনী' প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। তাঁর জীবিত উত্তোলন এবং দুনিয়ায় তাঁর পুনরায় অবতরণের বিষয়টি পূর্বসূরীদের একজনও অস্বীকার করেছেন বলে বর্ণিত নেই। বরং ইব্ন হাজার আসকালানী (র.) 'তালখীসুল হাবীরে' এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য উল্লেখ করেছেন, ইব্ন কাসীর প্রমুখ পুনরায় অবতরণ সম্পর্কিত গ্রন্থে ইমাম মালিক (র.) হতেও এ মত উদ্ধৃত আছে। হযরত মাসীহ (আ.) যে সব মু'জিয়া দেখিয়েছেন তন্মধ্যে আরও বহু তাৎপর্য ছাড়াও একটি বিশেষ রহস্য এরূপ নিহিত

(৫৮) ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰیٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝

(৫৯) اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۚ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ
كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

৫৮. এ আয়াতসমূহ ও কৌশল পূর্ণ উপদেশ আমি তোমাকে পাঠ করে শোনাচ্ছি।
৫৯. আল্লাহর নিকট ইসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন। তারপর তাকে বললেন, হয়ে যাও, ফলে সে হয়ে গেল। ৯৩

রয়েছে যে তাঁর আকাশে উত্তোলনের সাথে সেগুলোর একটা সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি শুরুতেই ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে একটি মাটির পুতুল যখন আমার ফুঁ দেওয়ার ফলে মহান আল্লাহর হুকুমে পাখী হয়ে আকাশে উড়ে যায়। তখন যেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা 'রুহুল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং যিনি রুহুল কুদ্দুসের ফুঁ দ্বারা জন্ম নিয়েছেন তাঁর পক্ষে কি এটা সম্ভব নয় যে মহান আল্লাহর হুকুমে আকাশে উড়ে যাবেন? যাঁর হাতের ছোঁয়ায় বা মুখের কথায় মহান আল্লাহর হুকুমে অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগী ভাল হয়ে যায় এবং মৃত জীবিত হয়ে ওঠে, তিনি যদি এই নশ্বর জগত হতে আলাদা হয়ে ফিরিশ্তাদের মত আসমানে হাজার হাজার বছর জীবিত ও সুস্থ থাকেন তাতে আশ্চর্যের কী আছে? হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, "فطار مع الملكة فهو معهم حول" তিনি ফিরিশ্তাদের সাথে আসমানে উড়ে গেছেন এবং তাদের সাথেই আরশের পাশে অবস্থান করছেন। তিনি এখন একই সাথে মানুষও ফিরিশ্তাও এবং আকাশেরও মর্ত্যেরও (বাগাবী)। এ বিষয়ে বহু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তবে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি তাঁরা যেন নযীর-বিহীন বিদ্যার সাগর সাযিয়ুদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর (র.) 'আকীদাতুল ইসলাম' নামক পুস্তিকায় জ্ঞানের যে অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার গচ্ছিত রেখেছেন তা দ্বারা অবশ্যই উপকৃত হন। আমার জানা মতে এ বিষয়ে এমন পূর্ণাঙ্গ পুস্তক আর রচিত হয়নি।

৯৩. "হযরত ইসা (আ.) মহান আল্লাহর বান্দা নয়; বরং তাঁর ছেলে" এ দাবী নিয়ে খৃস্টানগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে অনেক তর্ক করে। শেষে বলে, তিনি যদি আল্লাহর ছেলে না হন তবে আপনারাই বলুন। তিনি কার ছেলে? এর জবাবে আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ হযরত আদমের (আ.) তো পিতামাতা কেউই ছিল না হযরত

(৬০) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُسْتَرِينَ ۝

(৬১) فَسَنُحَاجُّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝

৬০. তোমার প্রতিপালক যা বলেন, তাই সত্য। কাজেই, তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ৯৪

৬১. তোমার নিকট প্রকৃত সংবাদ আসার পর যে কেউ তোমার সাথে এ ঘটনা সম্পর্কে তর্ক করে, তুমি তাকে বলে দাও, এসো আমরা আহ্বান করি আমাদের সন্তানগণকে ও তোমাদের সন্তানগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে এবং আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে। তারপর আমরা বিনীত নিবেদন করি এবং যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর লা'নত করি। ৯৫

ঈসার কেবল পিতা না থাকলে তাতে বিষয় কেন? (মুযিহুল-কুরআন) এ হিসাবে তো হযরত আদমকে (আ.) মহান আল্লাহর ছেলে প্রমাণের জন্য আরও বেশী জোর দেওয়া উচিত। অথচ এমন কথা কেউ বলে না।

৯৪. হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু বলেছেন, সেটাই সত্য। তার মাঝে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রকৃত বিষয় যা ছিল তা কমবেশী ছাড়া পুরোপুরি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৯৫. নাজরান খৃষ্টানদেরকে মুবাহালার জন্য আহ্বান ৪ আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন যে এত করে বোঝানোর পরও যদি নাজরানের খৃষ্টানগণ সত্য স্বীকার না করে, তবে তাদের সাথে 'মুবাহালা' কর। মুবাহালার সব চেয়ে ক্রিয়াশীল ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি এ ঠিক করে দেওয়া হয় যে উভয় পক্ষ নিজকে ও সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রী কন্যা সবাইকে নিয়ে উপস্থিত হবে এবং অত্যন্ত কাকুতি মিনতির সাথে প্রার্থনা করবে আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তার উপর মহান আল্লাহর লা'নত ও আযাব পতিত হোক। মুবাহালার এ পদ্ধতি প্রথম কদমেই একথা প্রকাশ করে দিবে যে, কোন পক্ষ নিজ অন্তরে তার দাবীর সত্যতা কতটুকু বিশ্বাস করে। কাজেই, মুবাহালার আহ্বান শুনে নাজরান প্রতিনিধি দল সময় চাইল যে, তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে জবাব দেবে। পরামর্শ সভায় তাদের সচেতন দায়িত্বশীলরা বলল, হে খৃষ্টান সম্প্রদায়

“নিশ্চয়ই তোমরা মনে মনে উপলব্ধি করেছ যে, মুহাম্মদ (সা.) একজন প্রেরিত নবী। হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে তিনি দ্ব্যর্থহীন মীমাংসাকর বক্তব্য রেখেছেন। তোমরা জান আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইসমাইলের (আ.) বংশধরদের মাঝে নবী পাঠানোর ওয়াদা করেছেন। অসম্ভব নয় ইনিই সেই নবী হবেন। কোন নবীর সাথে মুবাহালার পরিণতি একটি সম্প্রদায়ের জন্য এটাই হতে পারে যে, তাদের ছোট বড় কেউ ধ্বংস হতে নিষ্কৃতি পাবে না। নবীর লা‘নতের পরিণাম প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভোগ করতে থাকবে। কাজেই তার চেয়ে ভাল আমরা তাঁর সাথে সন্ধি করে নিজ দেশে ফিরে যাই। কারণ আরব জাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিনে নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। তারা এ প্রস্তাবই অনুমোদন করে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে হায়ির হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত হাসান, হুসায়ন, ফাতিমা ও আলী (রা.)-কে সাথে নিয়ে বের হয়ে আসছিলেন। এ জ্যোতির্ময় চেহারাগুলো দেখে তাদের প্রধান প্রাদ্রী বলল, আমি এমন পবিত্র কতগুলো চেহারা দেখছি যাদের দু‘আ পাহাড় টলাতে পারে। এঁদের সাথে মুবাহালা করে তোমরা ধ্বংস হতে যেওনা। নচেৎ ভূ-পৃষ্ঠে একজন খৃষ্টানেরও অস্তিত্ব থাকবে না। যা হোক, শেষতক তারা মুকাবিলা ছেড়ে বার্ষিক কর দিতেই সম্মত হল এবং সন্ধি করে দেশে ফিরে গেল। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মুবাহালা করলে গোটা উপত্যকা আগুন হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হত এবং আল্লাহ তা‘আলা নাজরান ভূ-খন্ডটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতেন। এক বছরের ভেতর সমস্ত খৃষ্টান নির্মূল হয়ে যেত।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : মুবাহালার পদ্ধতি রাসূলে কারীম (সা.)-এর পরও অবলম্বন করা যাবে কি না এবং যে ফলাফল তাঁর মুবাহালায় প্রকাশ পাওয়ার ছিল অনুরূপ সর্বদাই প্রকাশ পাওয়া অবশ্যম্ভাবী কিনা? একথা কুরআন মাজীদে স্পষ্ট নেই। পূর্বসূরীদের কতিপয়ের কর্মপদ্ধতি এবং কতক হানাফী ফকীহের বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, মুবাহালার বৈধতা এখনও বহাল আছে। অবশ্য কেবল যে সব ক্ষেত্রে যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। মুবাহালায় নারী ও শিশুদের শরীক করা জরুরী নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুবাহালায় প্রতিপক্ষের উপর যে আযাব আপতিত হওয়া অনিবার্য ছিল, এখনকার মুবাহালায় তদ্রূপ আযাব আসা অবশ্যম্ভাবী নয়। বরং বর্তমানে মুবাহালার উদ্দেশ্য কেবল দলীল প্রমাণের চূড়ান্ত করে তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটান। আমার ধারণা মুবাহালা যে কোনও মিথ্যাবাদীর সাথে নয়; বরং ধোঁকাবাজ মিথ্যাকের সাথেই হওয়া উচিত। ইব্ন কাসীর বলেন, সুস্পষ্ট বর্ণনার পরেও হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে যারা হটকারিতামূলকভাবে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল আল্লাহ তা‘আলা তাদের সাথে মুবাহালা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নির্দেশ দেন।

(৬২) إِنَّ هَذَا لَهَوُ الْقَصَصِ الْحَقِّ ۖ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(৬৩) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۝

(৬৪) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ
إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

৬২. নিশ্চয়ই এটাই সত্য বিবরণ। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ইবাদত
নেই।^{৯৬} এবং আল্লাহ্ই প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।^{৯৭}

৬৩. তারপর তারা যদি প্রত্যাখ্যান করে তো আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের
ভালবাসেন না।^{৯৮}

৬৪. বল হে কিতাবীগণ! এসো সেই একটি কথার দিকে যা আমাদের ও
তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত না
করি, কাউকে তাঁর শরীক স্থির না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে
আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে।^{৯৯} যদি তারা এটা
স্বীকার না করে তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা
আজ্ঞানুবর্তী।^{১০০}

৯৬. মুবাহালার আহ্বান জানানোর সাথে সাথে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত
মাসীহ (আ.) সম্পর্কে কুরআনে যা কিছু বলা হয়েছে তাই সত্য এবং আল্লাহ্ তা'আলা
সর্ব প্রকার শিরক ও বাপবেটা ইত্যাদির সম্বন্ধ হতে পবিত্র। এ কথার উপরই মুবাহালা
করা হবে।

৯৭. তিনি আপন অপার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা দ্বারা মিথ্যুক ও সত্যবাদীর সাথে তাদের
অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার করবেন।

৯৮. যদি তারা দলীল প্রমাণ না মানে এবং মুবাহালা করতেও প্রস্তুত না হয়, তবে
বুঝে নিতে পার, তাদের উদ্দেশ্য সত্য প্রতিষ্ঠা নয় এবং তাদের অন্তরে নিজ বিশ্বাসের
সত্যতারও আস্থা নেই। কেবল ফিৎনা-ফাসাদ বিস্তার করাই তাদের লক্ষ্য। তারা যেন
ভাল করে বুঝে নেয় সব ফাসাদকারী মহান আল্লাহ্র দৃষ্টির মাঝে আছে।

(৬৫) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَحَابُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

(৬৬) هَآأَنْتُمْ هَآؤَآَاءِ حَآجَجْتُمْ فِيمَآ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَآ لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

৬৫. হে কিতাবীগণ! তোমরা ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন তর্ক কর অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তার পরেই নাযিল হয়েছিল? তোমাদের কি বোধশক্তি নেই?

৬৬. শোন, যে বিষয়ে তোমাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল সে বিষয়ে তো তোমরা তর্ক করেছ, এখন যে বিষয়ে তোমাদের আদৌ জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আল্লাহ জানেন, এবং তোমরা জান না।^{১০১}

৯৯. নাজরান খৃষ্টান দলের মিথ্যা দাবী ৪ পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নাজরানের প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেন, 'أَسْلَمُوا' 'তোমরা মুসলিম হয়ে যাও', তখন তারা জবাব দিয়েছিল 'أَسْلَمْنَا' 'আমরা তো মুসলিমই'। এর দ্বারা বোঝা গেল মুসলিমগণের ন্যায় তাদেরও দাবী ছিল, তারা মুসলিম। অনুরূপ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সামনে তাওহীদ তুলে ধরা হলে তারা বলত আমরাও মহান আল্লাহকে এক বলি; বরং যে কোনও ধর্মাবলম্বী কোনও না কোনও রংঙে এক পর্যায়ে গিয়ে স্বীকার করে 'বড় আল্লাহ একজনই'। এখানে সে দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, বুনিয়াদী আকীদা অর্থাৎ মহান আল্লাহকে এক বলা এবং নিজেকে মুসলিম বলে স্বীকার করা, যার উপর আমরা উভয় সম্প্রদায় একমত-এটা এমন এক বিষয় যা আমাদের সকল কলহ ঘুচিয়ে দিতে পারে, যদি না আমরা নিজেদের হস্তক্ষেপ ও বিকৃতি সাধন দ্বারা এ আকীদার স্বরূপ পরিবর্তন করে ফেলি। প্রয়োজন শুধু এতটুকু যে, যে ভাবে মুখে নিজেকে মুসলিম বলি, প্রকৃতপক্ষে এবং কার্যত ও নিজেকে এক-লাশরীক আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে দেই, না তাকে ভিন্ন আর কারও বন্দেগী করব, না তাঁর কোনও গুণ ও বৈশিষ্ট্য অন্যকে শরীক করব এবং না কোনও ফকীর, পীর ও পয়গম্বরের সাথে এমন আচরণ করব যা কেবল সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের সাথেই প্রযোজ্য। যেমন কাউকে তাঁর ছেলে ও নাতি বলা শরী'আতের নির্দেশনা হতে চোখ বন্ধ করে কোনও বস্তুর বৈধাভেদ হওয়াকে কোন ব্যক্তির বৈধ-অবৈধ বলার উপর নির্ভরশীল মনে করা, যেমন اللَّهُ تَوْحِيدٌ أَرْبَابًا مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ-এর তাফসীর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ সব বিষয় ইসলাম ও তাওহীদের দাবীর পরিপন্থী।

(৬৭) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

৬৭. ইব্রাহীম ইয়াহুদীও ছিল না এবং খৃষ্টানও না। কিন্তু সে ছিল হানীফ (সকল মিথ্যা ধর্মে বিমুখ) ও আজ্জাবাহী। আর সে মুশরিকও ছিল না। ১০২

১০০. অর্থাৎ তোমরা তো ইসলাম ও তাওহীদের দাবী করে ফিরে গিয়েছ, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্ আমরা তাতে প্রতিষ্ঠিত আছি। আমরা নিজেদেরকে এক আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে দিয়েছি। আমরা তাঁরই অনুগত ও আজ্ঞানুবর্তী।

১০১. মিল্লাতে ইব্রাহিমী সন্দেহাতীতভাবে তাওহীদ পন্থী : ৪ ইসলাম ও তাওহীদের দাবীতে যেমন সবাই সমান ছিল তেমনি হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.)-কে সম্মান ও মর্যাদা দানেও সকলে শরীক ছিল। ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে দাবী করে 'ইব্রাহীম আমাদের ধর্মানুসারী ছিলেন'। অর্থাৎ তিনি ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন-নাউযুবিল্লাহ্। এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, ইয়াহুদী ও নাসারা যে তাওরাত ও ইনজীলের অনুসারী বলে দাবী করে তা তো ইব্রাহীম (আ.)-এর হাজারও বছর পর অবতীর্ণ হয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁকে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান কী করে বলা যেতে পারে? বরং তোমরা যে অর্থে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান সে অর্থে তো খোদ মূসা ও ঈসা (আ.)-কেও ইয়াহুদী বা খৃষ্টান বলা যায় না। যদি অর্থ এ হয়ে থাকে যে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর শরী'আত আমাদের ধর্মের বেশী কাছাকাছি ছিলো, তবে এটাও ভুল। তোমরা এটা কোথেকে জানলে? একথা না তোমাদের কিতাবে আছে, না আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে জানিয়েছেন এবং না তোমরা এর সপক্ষে কোন প্রমাণ দেখাতে পার। যে বিষয়ে কোন জানাওনা নেই তা নিয়ে তর্ক করা বোকামী ছাড়া আর কী হতে পারে? হযরত মাসীহ (আ.)-এর ঘটণাবলী, শেষ নবীর আগমণ সম্পর্কিত সুসংবাদাদি ইত্যাদি বিষয়ে অপূর্ণ হলেও কিছুটা জ্ঞান তোমাদের ছিল এবং সে নিয়ে তর্কও তোমরা করেছ, কিন্তু যে বিষয়ে কোনরূপ ছোঁয়াও তোমাদের লাগেনি বা যার একটু বাতাসও তোমরা পাওনি অন্তত তা তো মহান আল্লাহর উপর ন্যস্ত কর। তিনিই জানেন হযরত ইব্রাহীম (আ.) কী ছিলেন এবং বর্তমানে দুনিয়ায় কোন সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শ তাঁর কাছাকাছি?

১০২. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজেকে হানীফ ও মুসলিম বলেছেন। 'হানীফ' অর্থ যে ব্যক্তি একই সত্য পথ আঁকড়ে ধরে এবং সকল ভ্রান্ত পথ পরিহার করে চলে। মুসলিম মানে আজ্জাবাহী। এখন নিজেরাই অনুমান করে দেখ কে সব কিছু

(৬৮) إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَآلِئِينَ أَتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ০

৬৮. মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের সাথে সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল তাদের
যারা ছিল তার অনুসারী আর এই নবী ও তার প্রতি যারা ঈমান এনেছে
তাদের। ১০৩ আর আল্লাহ মুসলিমগণের অভিভাবক। ১০৪

পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহর পথ আঁকড়ে ধরেছে এবং একানিষ্ঠভাবে নিজেকে তাঁরই
নিকট সমর্পিত করেছে। এমন যে হবে, সেই ইব্রাহীমের বেশী নিকটবর্তী।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ৪ এখানে 'مسلمًا' -এর ইসলাম দ্বারা বিশেষভাবে মুহাম্মদী
শরী'আতকে বোঝানোর দরকার নেই। বরং এর অর্থ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। যা
সকল নবী রাসূলের দীন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) বিশেষভাবে এ নাম ও উপাধিকে
সমুদ্ভাসিত করে তোলেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ
اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ যখন তাকে তার প্রতিপালক বললেন, অনুগত হও, যে বলল,
আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের অনুগত হলাম (২:১৩১)। হযরত ইব্রাহীম (আ.)
এর জীবন বৃত্তান্তের এক একটি অক্ষর ঘোষণা করে তিনি ছিলেন ইসলাম ও
আত্মসমর্পণের বাস্তব দৃষ্টান্ত। ইসমাইল (আ.) এর যবহের ঘটনায় وَلَدًا اَسْلَمًا وَتِلْكَ
الْآيَاتُ لِلْعَالَمِينَ আয়াত্যাংশে তাঁর ইসলামের শানকে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট করে তোলে।
আল্লাহ পাক আমাদের নবী ও তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

১০৩. উম্মাতে মুহাম্মদীর সাথে হযরত ইব্রাহীমের বেশী সাদৃশ্য ৪ আল্লাহ
তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে বেশী সম্পর্ক ও সাদৃশ্য
ছিল তখনকার উম্মাতের আর পরবর্তীকালে এ নবীর উম্মাতের। কাজেই এ উম্মাত
নামেও এবং আদর্শেও হযরত ইব্রাহীমের (আ.) সাথে বেশী সাদৃশ্যময়। অনুরূপ এ
উম্মাতের নবী আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে এবং গঠনে ও চরিত্রে হযরত ইব্রাহীমের (আ.)
সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি হযরত ইব্রাহীমের (আ.) দু'আর অনুরূপই আবির্ভূত
হয়েছেন। সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
..... হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল
প্রেরণ করুন যে তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবে (২ : ১২৯)।
এ জন্যই হাবশার খৃস্টান রাজা নাজ্জাশী মুসলিম মুহাজিরগণকে হযরত ইব্রাহীমের
(আ.) দল নামে অভিহিত করতেন। সম্ভবত এ রকম সাদৃশ্যের কারণেই দরুদ শরীফে
'كما صليت على ابراهيم' সংযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ সেই রকমের সালাত নাযিল করুন,
যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি নাযিল করেছেন। তিরমিযী

(৬৭) وَذُتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا
 أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝
 (৭০) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۝

৬৯. একদল কিতাবীর আকাংখা কী ভাবে আপনাকে বিভ্রান্ত করবে। বস্তুত তারা নিজেদের ছাড়া কাউকে বিভ্রান্ত করে না কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না। ১০৫

৭০. হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন আল্লাহর কালাম অস্বীকার কর, যখন তোমরাই এর সাক্ষ্যবাহী? ১০৬

শরীফে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে- ‘ان لكل نبي ولاية من النبيين وان ولي ابي و خليل ربي’
 প্রত্যেক নবীরই নবীগণের মধ্য হতে একজন অভিভাবক রয়েছে, আমার অভিভাবক হচ্ছেন আমার পিতা এবং আমার প্রতিপালকের বন্ধু। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

১০৪. অর্থাৎ নিজ পথ সত্য হওয়া সম্পর্কে কেবল কারও অনুরূপ ও সাদৃশ্য দ্বারা দলীল তখনই দেওয়া চলে যখন নিজের কাছে কোন ওহী না আসে। মুসলিমগণের তো আল্লাহ তা‘আলাই অভিভাবক। তারা সরাসরি তাঁরই আদেশ অনুযায়ী চলে (মুযিহুল- কুরআন)।

১০৫. পূর্বে বলা হয়েছিল ‘وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ’ (আল্লাহই মু‘মিনগণের অভিভাবক) এবারে বলা হলো, মহান আল্লাহই যখন মু‘মিনগণের অভিভাবক তখন তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চাল কী ভাবে সফল হবে? কিছু সংখ্যক কিতাবীর অভিপ্রায় ছিল তারা নিজেরা যেমন পথহারা তেমনি মুসলিমগণকেও সত্য পথ হতে বিচ্যুত করবে। কিন্তু মুসলিমগণ তো তাদের জালে ফেঁসে যাওয়ার নয়। বরং তারা এর দ্বারা নিজেদের বিভ্রান্তির অশুভ ফলেরই আরো বৃদ্ধি সাধন করে। তাদের বিভ্রান্তিকর প্রচেষ্টার পরিণাম খোদ তাদেরই ভোগ করতে হবে, যা তারা এখনও টের পায়নি।

১০৬. তোমরা তো তাওরাত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশ্বাসী। তাতে আরবী নবী (সা.) ও কুরআন মজীদ সম্পর্কে সুসংবাদ বিদ্যমান। তোমাদের অন্তর তা জানে এবং তোমরা নিজেদের মজলিসে তা স্বীকারও কর। এতদসত্ত্বেও খোলাখুলি পাক কুরআনে ঈমান আনতে ও শেষ নবীর সত্যতা স্বীকার করতে কোন জিনিস বাধা হতে পারে? ভাল করে বুঝে রাখ, পাক কুরআনকে অবিশ্বাস করা পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করার শামিল।

(৭১) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(৭২) وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

৭১. হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন সত্যের সাথে মিথ্যা মেলাও এবং জেনেওনে সত্য কথা গোপন কর? ১০৭
৭২. কিতাবীদের একদল বলল, মুসলিমগণের উপর যা নাযিল হয়েছে দিনের প্রারম্ভে তা স্বীকার করে নাও এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান কর, হয়ত তারা ঘুরে যাবে। ১০৮

১০৭. তারা পার্থিব স্বার্থে তাওরাতের বহু বিধান সম্পূর্ণ মাওকুফ করে ফেলেছিল। কতক আয়াতের শাস্তিক এবং কতকের অর্থগত বিকৃতি সাধন করেছিল। তারা অনেক সংবাদ গোপন করে রেখেছিল, যা সকলের কাছে প্রকাশ করত না যেমন শেষ নবী (সা.) সম্পর্কিত সুসংবাদসমূহ।

১০৮. আহলে কিতাবের চালাকি ও বিশ্বাসঘাতকতা : এ আয়াতগুলোতে কিতাবীদের চালাকি ও তাদের বিশ্বাসঘাতকতা তুলে ধরা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, তাদের কিছু লোক সকাল বেলা দৃশ্যত মুসলিম হয়ে যাবে এবং মুসলিমগণের সাথে সালাত আদায় করবে। তারপর সন্ধ্যা বেলা এ বলে ইসলাম হতে ফিরে যাবে যে, আমাদের বড় বড় পণ্ডিতবর্গের নিকট খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ইনি সেই প্রতিশ্রুত নবী নন এবং অভিজ্ঞতা দ্বারাও তাঁর অবস্থাটি সত্যপন্থীদের অনুরূপ প্রমাণিত হয়নি। এর ফলে বহু দুর্বল ঈমানের মুসলিম ইসলাম থেকে ঘুরে যাবে এবং তারা মনে করবে কিতাবীরা ইসলাম ধর্মে নিশ্চয়ই কোন দোষ ত্রুটি দেখে থাকবে যে কারণে তারা ইসলামের দাখিল হওয়ার পরও বের হয়ে গেছে। তা ছাড়া নিরক্ষর আরবদের মাঝে কিতাবীদের জ্ঞান-গরিমার খ্যাতি ছিল। এর ভিত্তিতে এ ধারণা সৃষ্টি হয়ে যাবে যে, এই নতুন ধর্ম যদি সঠিক হত, তা হলে তাদের মত জ্ঞানী-গুণীরা কিছুতেই এটা রদ করত না, বরং সবার আগে লুফে নিত।

(৭৩) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ؕ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ ؕ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

৭৩. এবং যে তোমাদের দীন অনুসরণ করে তাকে ছাড়া কাউকে মানবে না। ১০৯ বলে দাও, আল্লাহর হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। ১১০ এসব এ কারণে যে, তোমরা যা লাভ করেছ তা অন্যরা লাভ করবে কেন? কিংবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তারা তোমাদের উপর বিজয়ী হবে কেন? ১১১ বলে দাও, শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহরই হাতে, যাকে ইচ্ছা তিনি প্রদান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

১০৯. ইয়াহুদীরা তাদের দাবী ও কর্মক্ষেত্রে কপট : যে সব ইয়াহুদী মুসলিমগণের সামনে নিজেদেরকে কপটতার সাথে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করবে, তাদের যেন এটা স্মরণ থাকে যে, তারা সত্যি সত্যি মুসলিম হয়ে যায়নি; বরং যথারীতি ইয়াহুদীই আছে। তারা খাঁটি মনে কেবল তাদের কথাই মানতে পারে, যারা তাদের দীন অনুযায়ী চলে এবং হযরত মুসা (আ.)-এর শরী'আতের অনুসারী হওয়ার দাবী করে। কেউ কেউ تَبِعَ دِينَكُمْ -এর অর্থ এরূপ করেছেন যে, তোমরা দৃশ্যত যে ঈমান আনবে ও নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করবে। সেটা কেবল তাদেরই খাতিরে যারা তোমাদের দীন অনুসরণ করে। অর্থাৎ এ কৌশল দ্বারা স্বধর্মীদের রক্ষণাবেক্ষণই উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যাতে তারা মুসলিম না হয়ে যায় কিংবা যারা মুসলিম হয়ে গেছে তারা যাতে ফিরে আসে।

১১০. অর্থাৎ হিদায়াত তো মহান আল্লাহর দান। তিনি যার অন্তরে হিদায়াতের আলো বিকিরিত করেছেন, যে তোমাদের এ কূট-কৌশলে বিভ্রান্ত হওয়ার নয়।

১১১. বণী ইসরাঈলের হিংসার কারণ : এই ছল-চাতুরি ও প্রতারণা কেবল হিংসাবশত এ অন্তর্দাহেই করা হয় যে, তোমাদেরকে যেমন দেওয়া হয়েছিল তেমনি শরী'আত ও রিসালাত অন্যদের কেন দেওয়া হয় অথবা দীন প্রচেষ্টায় অন্যরা কেন তোমাদের উপর জয় লাভ করে অগ্রগামী হয়ে যায় এবং মহান আল্লাহর সম্মুখে তোমাদেরকে অপরাধী সান্যস্ত করছে? ইয়াহুদীরা সর্বদা এ মতবাদ প্রচার করে বেড়াত যে, কেবল আমাদের সম্প্রদায়ই সারা দুনিয়া ব্যাপী ধর্মীয় জ্ঞানের ইজারাদার। তাওরাত আমাদের প্রতিই নাযিল হয়েছে এবং আমাদেরই মাঝেই হযরত মুসা (আ.)-এর মত মহান নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। কাজেই, আরবের এ জাতি এরূপ

(৭৬) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

(৭৭) وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّعَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّعَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

৭৪. তিনি আপন অনুগ্রহ বিশেষভাবে যার প্রতি ইচ্ছা বর্ষণ করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। ১১২

৭৫. কিতাবীদের মধ্যে এমন কতক লোক রেখেছে যে, তুমি যদি তাদের কাছে বিপুল সম্পদ আমানত রাখ, তবু তা তোমাদের আদায় করে দেবে; আবার তাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যে, তুমি তাদের নিকট একটি স্বর্ণমুদ্রাও আমানত রাখলে তা তোমাকে ফেরত দেবে না যাবত না তুমি তা মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাক। ১১৩ এটা এ কারণে যে, তারা বলে রেখেছে, নিরক্ষরদের হুক আত্মসাৎ করায় আমাদের কোন গুনাহ নেই। ১১৪ এবং তারা জেনেশুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। ১১৫

সম্মান ও মর্যাদায় কী করে ভূষিত হতে পারে? কিন্তু তাওরাতের 'সফরে ইসতিস্না' (ব্যতিক্রমের অধ্যায়)-এর মহিমাম্বিত ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হতে পারে না। তাতে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ্ বণী ইসরাঈলের ভাইদের (বণী ইসমাইলের) মাঝে হযরত মুসার (আ.) ন্যায় (স্বতন্ত্র শরী'আতধারী) একজন নবী পাঠাবেন। তাঁর মুখে নিজ বণী (কুরআন মজীদ) ঢেলে দিবেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে إِنْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَيُضِلُّهُمُ السَّبِيلَ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (৭৩ : ১৫)। কাজেই, বণী ইসমাইল এ মহাধন লাভ করে এবং তারা জ্ঞান গরিমা, দলীল-প্রমাণ ও ধর্মীয় শ্রম ও প্রচেষ্টার রণক্ষেত্রে কেবল বণী ইসরাঈলই নয়; বরং বিশ্বের সকল জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে নেয়। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তবে আমি সে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছি, যার প্রতি অনুবাদক (র.)-এর শব্দাবলী ইঙ্গিত করে।

(৭৬) بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

৭৬. নিশ্চয়ই, যে কেউ নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং সে আল্লাহ্ ভীরুও নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন, যারা তাঁকে ভয় করে চলে। ১১৬

১১২. অর্থাৎ মহান আল্লাহর ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। কার কি রূপ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্য তা তিনিই জানেন। নবুওয়াত, শরী'আত, ঈমান ও ইসলাম তথা সর্বপ্রকার বৈষয়িক ও আত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষ বিতরণের ইখতিয়ার তাঁরই হাতে। তিনি যখন যাকে ইচ্ছা দান করেন। 'اللَّهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ' আল্লাহ্ এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত যে, কোথায় আপন রিসালাত অর্পণ করবেন (৬ : ১২৪)।

১১৩. আহলে কিতাবদের পার্থিব বিশ্বাসঘাতকতা : কিতাবীদের ধর্মীয় বিশ্বাসঘাতকতা প্রসঙ্গে তাদের পার্থিব বিশ্বাসঘাতকতার আলোচনা এসে পড়েছে যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কৃত হয়ে উঠে যে ব্যক্তি চার পয়সার ব্যাপারে নির্যাত খারাপ করে ফেলে, আমানতদারীর পরিচয় দিতে পারে না, তাদের সম্পর্কে এর কী আশা করা যায় যে, তারা দীনী ব্যাপারে বিশ্বস্ত প্রমাণিত হবে? তাদের মধ্যে বহু লোক এমন রয়েছে যাদের নিকট বেশী তো দূরের কথা একটি মাত্র স্বর্ণমুদ্রা আমানত রাখলেও সামান্য সময়ের ব্যবধানেই টালবাহানা শুরু করে দেয়। তাগাদার জন্য একজন লোক বরাবর তাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে না থাকা ও পেছনে লেগে না থাকা পর্যন্ত কিছুতেই সে আমানত আদায় করবে না। তবে হাঁ, তাদের সকলের অবস্থা এমন নয়। কিছু সংখ্যক এমনও আছে যাদের নিকট সোনার স্তূপ রাখা হলেও রত্তি বরাবর খিয়ানত করে না। তবে এ সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গ হলো তারা যারা ইয়াহুদী ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের কোলে আশ্রয় নিতে শুরু করে, যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা.) প্রমুখ।

১১৪. অর্থাৎ পরের হুক উদরস্থ করার জন্য তারা আইন বানিয়ে নিয়েছে যে, আরবের এই নিরক্ষর সম্প্রদায়, যারা আমাদের ধর্মাবলম্বী নয়, তাদের অর্থ সম্পদ যে কোনওভাবে হস্তগত করা বৈধ। ভিন্ন ধর্মীয়দের অর্থ সম্পদের খিয়ানত করলে কোন পাপ হয় না; বিশেষত যে সকল আরব বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে মুসলিম হয়ে গেছে তাদের অর্থ সম্পত্তি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন।

১১৫. অর্থাৎ তারা জেনেগুনে মহান আল্লাহর সাথে মিথ্যা কথার সম্বন্ধ স্থাপন করে। আমানতে খিয়ানত করার অনুমতি আল্লাহ্ পাক কখনই দেননি। আজও ইসলামী ফিকহের মাসআলা হলো মুসলিম হোক কি কাফির কারও আমানতের খিয়ানত করা জায়য নয়।

তাকসীরে উসমানী — ৩৩

(৭৭) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(৭৮) وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوَنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

৭৭. যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে, ১১৭ আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি। ১১৮

৭৮. তাদের মধ্যে এমন একদল লোক আছে যারা মুখ বিকৃত করে কিতাব পড়ে, যাতে তোমরা মনে কর তা কিতাবে আছে, অথচ তা কিতাবে নেই এবং তারা বলে উহা আল্লাহর বাণী, কিন্তু তা আল্লাহর বাণী নয়। ১১৯ তারা জেনেশুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।

১১৬. অর্থাৎ খিয়ানত ও ওয়াদা খেলাপিতে গুনাহ কেন হবে না? যেখানে আল্লাহ তা'আলার সাধারণ বিধান হলো, যে কেউ মহান আল্লাহ ও তাঁর বান্দার বৈধ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং মহান আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া পথে চলে অর্থাৎ খারাপ চিন্তা ও নিন্দনীয় কাজ এবং অসৎ চরিত্র পরিহার করে চলে, তাঁকেই আল্লাহ পাক ভালবাসেন। আমানতদারীর গুণও এর অন্তর্ভুক্ত।

১১৭. বণী ইসরাঈলগণ পার্থিব স্বার্থে দীন বিক্রি করত : যারা পার্থিব তুচ্ছ সামগ্রির বিনিময়ে মহান আল্লাহর অঙ্গীকার এবং পরস্পরের শপথ ভেঙে ফেলে, পারস্পরিক লেনদেনে ও সততার পরিচয় দেয় না, আর মহান আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিতেও কায়েম থাকে না; বরং অর্থ ও ক্ষমতার লোভে শরী'আতের বিধান ও আসমানী কিতাবকে পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলে, তাদের পরিণাম সামনে বিবৃত হবে। হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, ইয়াহুদীদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা

(৭৭) مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝

৭৯. কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব ও হিকমত দিবেন এবং তাকে নবী করবেন আর সে মানুষকে বলবে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও। ১২০ বরং সে বলবে, তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও যেমন তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে। ১২১

তাদের থেকে স্বীকারোক্তি ও শপথ নিয়েছিলেন, যে, তারা সকল নবীর সাহায্যকারী হয়ে কাজ করবে। কিন্তু পরবর্তীতে তারা পার্থিব স্বার্থে ঘুরে যায়। পার্থিব স্বার্থে যে কেউ মিথ্যা শপথ করবে প্রত্যেকেই এর অন্তর্ভুক্ত।

১১৮. সূরা বাকারা ২১ রুকুতে এ রকমের আয়াত গেছে। এর ব্যাখ্যা সেখানকার টীকায় দ্রষ্টব্য।

১১৯. আহলে কিতাব নিজেদের আসমানী কিতাবের বিকৃতি সাধন করেছিল : এখানে কিতাবীদের বিকৃতি সাধনের অবস্থা বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আসমানী কিতাবে নিজেদের পক্ষ হতে কিছু বিষয় বাড়িয়ে কমিয়ে এমনভাবে পাঠ করে যে, যারা প্রকৃত অবস্থা জানে না, তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় এবং মনে করে এটাও আসমানী কিতাবেরই কথা। কেবল এতটুকুই নয়, বরং তারা মুখে দাবীও করে যে, এগুলো মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আগত। অথচ, না তা কিতাবে উল্লেখ আছে, না তা মহান আল্লাহর নিকট হতে এসেছে। বরং বিকৃত কিতাবকেও সমষ্টিগতভাবে মহান আল্লাহর কিতাব বলা যায় না। কেননা, এতে নানা রকমের হস্তক্ষেপ, পরিবর্তন ও হেরফের করা হয়েছে। আর দুনিয়ায় যে বাইবেল প্রচলিত, তা নানারকম স্ববিরোধীতায় ভরপুর। তাতে এমন কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে, যাকে কিছুতেই মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না। তাফসীরে রুহুল-মা'আনীতে এর বিস্তারিত বিবরণ আছে। বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণে আমাদের উলামায়ে কিরাম অনেক বড় বড় পুস্তকাদিও রচনা করেছেন।

১২০. নবীগণ কস্মিনকালেও গায়রুল্লাহর উপাসনার আহ্বান করেন নি : নাজরান-প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে কতিপয় ইয়াহুদী ও খৃষ্টান বলেছিল, হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি কি চান খৃষ্টান সম্প্রদায় যে ভাবে ঈসা মাসীহের পূজা-অর্চনা করে,

তেমনি আমরাও আপনার পূজা অর্চনা করি ? তিনি বললেন, আমি এর থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় চাই যে, আমরা গায়রুল্লাহর উপাসনা করব কিংবা অন্যকে তার দাওয়াত দেব। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ কাজের জন্য পাঠান নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে বান্দাকে কিতাব, হিক্মত ও মীমাংসা করার শক্তি দেন এবং নবুওয়্যাতের পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন, সে তো যথাযথভাবে মহান আল্লাহর পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে তাদেরকে তাঁর আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা করারই আহ্বান জানাবে। তাঁর কাজ এটা কখনই হতে পারে না যে, তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত হতে সরিয়ে তাঁর নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির বান্দা বানাতে শুরু করবেন। অন্যথায়, তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ পাক যাকে যেই পদের উপযুক্ত জেনে পাঠিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে সে তার যোগ্য নয়, এ দুনিয়ার কোন সরকারও যদি কাউকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন, তখন প্রথমে দু'টি বিষয় চিন্তা করেন। ক. এই ব্যক্তি সরকারের নীতি বোঝার ও আপন দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার যোগ্যতা রাখে কি না ? খ. তার পক্ষ হতে সরকারী আইন পালন ও প্রজা সাধারণকে সরকারের আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখার আশা কতটুকু করা যায় ? কোন সরকার বা পার্লামেন্ট এমন কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করতে পারে না, যার সম্পর্কে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিস্তার বা সরকারী আইন ও নীতি লংঘন করার বিন্দুমাত্র ও সন্দেহ হয়। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই সম্ভব যে, সরকার কোন ব্যক্তির যোগ্যতা ও আনুগত্যের প্রেরণা সঠিকভাবে নিরূপণ নাও করতে পারেন; কিন্তু সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে তো সে সম্ভাবনাও নেই। কারও সম্পর্কে যদি তাঁর জানা থাকে সে তার বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য হতে এক চুলও স্থানচ্যুত হবে না, তা হলে ভবিষ্যতে এর বিপরীত হওয়া একবারেই অসম্ভব। অন্যথায়, মহান আল্লাহর জ্ঞানে ভুল-ত্রুটি অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়, নাউযুবিল্লাহ। এর দ্বারাই আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ইস্মত বা নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়, যেমন আবু হায়্যান 'আল-বাহরুল-মুহীত' এ ইঙ্গিত করেছেন এবং হযরত মাওলানা কাসিম নানূতবী (র.) তাঁর রচনাবলীতে বিস্তারিত লিখেছেন। আর নবীগণ যখন মামূলী পর্যায়ের অন্যায় অপরাধ হতেও পবিত্র তখন শিরক ও আল্লাহ দ্রোহিতার আর অবকাশ থাকে কোথায় ? এর দ্বারা খৃষ্টানদের এ দাবীও খন্ডন হয়ে গেল যে, হযরত মাসীহ (আ.) যে মহান আল্লাহর ছেলে এবং তিনি নিজেও ইলাহ এ আকীদা খোদ হযরত মাসীহ (আ.) তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে সে মুসলিমগণের জন্যও নসীহত হয়ে গেল, যারা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আরয করেছিল, আমরা আপনাকে সালামের পরিবর্তে সিজ্দা করলে দোষ কি ? ইয়াহুদীরা তাদের ধর্মযাজকদেরকে মহান আল্লাহর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিল, নাউযুবিল্লাহ। এ আয়াতে তাদেরকেও সাবধান করে দেওয়া হল।

إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

○ السَّهْلِيَّينَ

- আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী রইলাম । ১২৫

অনুরূপ। আমার মতে এটাই বিশুদ্ধতর।

মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

১২২. যেমন খৃষ্টানগণ হযরত মাসীহ (আ.) ও 'রুহুল-কুদুস'কে, কতক ইয়াহুদী হযরত উযায়রকে (আ.) এবং কতক মুশরিক ফিরিশ্তাদেরকে সাব্যস্ত করেছিল। ফিরিশ্তা ও নবীই যখন মহান আল্লাহর শরীক হতে পারে না, তখন পাথরের মূর্তি ও কাঠের ত্রুসের তো হিসাবই আসে না।

১২৩. অর্থাৎ প্রথমে তো রব্বানী (আল্লাহ ওয়ালা) ও একত্ববাদী মুসলিম বানাতে চেষ্টারত ছিল। যখন সবাই তা কবুল করে নিল, এখন আবার তাদেরকে শিরক ও কূফরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে নিজের ইতিপূর্বকার যাবতীয় শ্রম ও কামাই নষ্ট করে ফেলবে? এটা তো কিছুতেই বুঝে আসবার নয়।

১২৪. কোন নবী তাঁর নিজের বন্দেগী করার তা'লীম দিতেই পারেন না ৪ বন্দেগী তো শুধু এক আল্লাহরই শেখানো হয়। আশ্বিয়ায়ে কিরামের প্রাপ্য হলো, যে মানুষ তাদের প্রতি ঈমান আনবে, তাদের আনুগত্য করবে এবং তাদের সর্বাত্মক সাহায্য করবে। সাধারণ মানুষের কথা তো বলাই বাহুল্য খোদ নবীগণ থেকেও পাকা ওয়াদা নেওয়া হয়েছে যে, যখন তোমাদের মধ্য হতে কোন নবীর পর অন্য নবী আসবে (যে পূর্বের নবী-রাসূল ও তাঁদের কিতাবসমূহের সংক্ষিপ্ত, কি বিস্তারিত প্রত্যায়ন অবশ্যই করবে) তখন পূর্বের নবীর কর্তব্য পরের নবীর সত্যতা বিশ্বাস করবে ও তাঁর সাহায্য করবে। তার কাল পেলে নিজেও এবং না পেলে নিজ উম্মাতকে পরিপূর্ণ হিদায়াতও নির্দেশ দিয়ে যাবে যে, তোমরা পরবর্তীতে আগত নবীর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর সাহায্য ও সগযোগিতা করবে। এ নির্দেশ দানও তাঁকে সাহায্য করারই শামিল। এই সাধারণ নীতি দৃষ্টে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন ও তাঁর সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই পূর্ববর্তী সমস্ত নবীর থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়ে থাকবে এবং তাঁরাও নিজ নিজ উম্মাত থেকে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করে থাকবেন। কেননা, যিনি ছিলেন জগতে সর্বপ্রথম এবং দৃশ্যমান জগতে সকল নবীর শেষে প্রকাশ লাভ করার, যারপর আর কোন নবী আবির্ভূত হওয়ার নয়, সে তো সর্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আধার প্রিয় নবীরই মহিমাম্বিত সত্তা। তাঁরই পবিত্র অস্তিত্ব পূর্ববর্তী সমস্ত নবী ও আসমানী কিতাবের প্রত্যায়নে সীল মোহরকারী। হযরত আলী, ইবন আব্বাস (রা.) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, এ রূপ প্রতিশ্রুতি আশ্বিয়ায়ে কিরাম হতে গ্রহণ করা হয়েছিল। খোদ রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, আজ যদি মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তার গত্যাগন্তর ছিল না। তিনি আরও বলেন, ঈসা (আ.) যখন অবতরণ করবেন, তখন মহান আল্লাহর কিতাব (কুরআন মজীদ) ও তোমাদের নবীর সুন্নাহ অনুযায়ীই ফয়সালা প্রদান করবেন। হাশরের ময়দানে মহা সুপারিশের জন্য তাঁর অগ্রসর হওয়া তাঁর পতাকাতলে সমগ্র মানব জাতির সমবেত হওয়া এবং মি'রাজ রজনীতে বায়তুল-

(১২) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ لِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝
 (১৩) أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا
 وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

৮২. তারপর যারা ফিরে যাবে, তারা নাকরমান । ১২৬

৮৩. তা হলে কি তারা আল্লাহর দীন ব্যতীত অন্য কোন দীন তালাশ করে?
 অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়
 তাঁরই আজ্ঞাধীন^{১২৭} এবং তাঁরই দিকে সকলে ফিরে যাবে ।^{১২৮}

মুকাদাসে সকল নবীর সম্মুখে ইমামত করা- এ সবই তাঁর সার্বজনীন নেতৃত্ব ও
 বৃহত্তম ইমামতের ফলশ্রুতি ।

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم

১২৫. এ সব কথার উদ্দেশ্য কেবল প্রতিশ্রুতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা ।
 কেননা, যে প্রতিশ্রুতির উপর আল্লাহ তা'আলা ও নবীগণের সাক্ষ্য থাকবে, তার চেয়ে
 পাকাপোক্ত দস্তাবেজ আর কোথায় পাওয়া যাবে ?

১২৬. যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা নবীগণের থেকে এবং নবীগণ তাদের উম্মাতবর্গ
 হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, তা থেকে যদি এখন দুনিয়ার কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয়,
 তবে সে নিঃসন্দেহে জঘন্য পর্যায়ের বিশ্বাসঘাতক ও অবাধ্য সাব্যস্ত হবে । বাইবেল,
 দূতদের কার্যক্রম, তৃতীয় অধ্যায়, ২১ নং শ্লোকে আছে, “নিশ্চয়ই আকাশ সেই সময়
 পর্যন্ত তা গ্রহণ করে রাখবে, যখন সকল বস্তু যার উল্লেখ আল্লাহ পাক তাঁর নবীগণের
 ভাষায় শুরু থেকে করেছেন, আপন অবস্থায় আসবে । কেননা, হযরত মূসা (আ.)
 বাপ-দাদাদের বলেছেন, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের
 মধ্য থেকে আমার মত একজন নবীর আবির্ভাব ঘটাবেন । তিনি যা কিছু তোমাদের
 বলবেন তা তোমরা অবশ্যই শুনো” ।

১২৭. ইসলামই শাস্ত্রত দীন ৪ ইসলামই চিরদিন মহান আল্লাহর দীন হিসেবে
 চলে আসছে, যার অর্থ আজ্ঞানুবর্তিতা । অর্থাৎ মহান আল্লাহর সত্যপরায়েন নবীগণের
 মাধ্যমে কাজেই আজ যে সব বিধান এ হিদায়াত নিয়ে সর্বশেষ নবী আবির্ভূত হয়েছেন,
 সেটাই মহান আল্লাহর দীন । তারা কি এটা ছেড়ে মুক্তি ও সাফল্যের অন্য কোন পথ
 সন্ধান করছে ? তারা ভাল করে জেনে রাখুক, মহান আল্লাহর দীন ব্যতীত কোথাও
 স্থায়ী মুক্তি বা প্রকৃত সাফল্য লাভ হতে পারে না । মানুষের জন্য স্বেচ্ছায় সানন্দে সেই
 মহান আল্লাহর আজ্ঞানুবর্তিতা ও আনুগত্য অবলম্বন না করে চলা কিছুতেই শোভন

(১৫) قُلْ أَمَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنَ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

৮৪. বল, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের উপর যা নাযিল হয়েছে এবং যা মূসা, ইসা ও অন্যান্য নবীগণ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে লাভ করেছেন, তার প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা তাদের মধ্যে কাউকে পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর অনুগত। ১২৮

নয়, যার আজ্ঞাবহ সারা বিশ্বের যাবতীয় বস্তু-তা সে আজ্ঞা তাদের ইচ্ছা ও ইচ্ছিত্যারের মধ্যস্থতায় হোক, যেমন ফিরিশ্তা ও অনুগত বান্দাগণের আনুগত্য, কিংবা সরাসরি তাদের ইচ্ছা বিবর্জিতভাবে হোক, যেমন বিশ্বজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মাঝে প্রতিনিয়ত যা কিছুই সৃষ্টির ইচ্ছা ও ইচ্ছিত্যার ব্যতিরেকেই ঘটছে। এ সবই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও ইচ্ছিত্যারাদীন।

১২৮. সকলকেই যখন শেষ পর্যন্ত সেখানেই ফিরে যেতে হবে। তখন বুদ্ধিমানের উচিত, পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকা। এখানে অবাধ্যতা প্রকাশ করলে সেখানে গিয়ে মুখ দেখাবে কী করে?

১২৯. কোনরূপ পার্থক্য ব্যতীত নবীগণের উপর ঈমান আনতে হবে : যখন যা কিছু মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে বা কোন নবী দেওয়া হয়েছে আমরা বিনা পার্থক্যে সমস্তকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি। একজন অনুগত মুসলিমের চরিত্র এটা নয় যে, সে মহান আল্লাহর কতক নবীকে মানবে এবং কতককে অস্বীকার করবে। যেন শেষে 'وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ' বলে ইসলামের স্বরূপ বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম কোন সত্য নবী ও আসমানী কিতাবের অস্বীকৃতিকে বৈধ বলে না। তার নিকট যেমন কুরআন মাজীদ ও আরবী নবীকে অস্বীকার করা কুফর, তেমনি যে কোনও নবী বা যে কোনও আসমানী কিতাবে অস্বীকার করলে একজন মানুষ কাফির হয়ে যায়। হ্যাঁ, এটাই তো শেষ নবীর শান হওয়া উচিত যে, তিনি পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাব ও নবুওয়াতের সত্যায়নকারী হবেন এবং যাদের নিকট আঞ্চলিক সতর্ককারী (নাযীর) ও পথপ্রদর্শক (হাদী) এসেছিলেন এমন সমস্ত সম্প্রদায়কে মহা সমন্বয়ের সর্ববৃহৎ ঝাড়া তলে সমবেত হওয়ার পথ দেখাবেন।

(১৫) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

(১৬) كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

৮৫. যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন কামনা করবে তার থেকে তা কখনই কবুল করা হবে না। ১৩০ এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। ১৩১

৮৬. আল্লাহ্ এমন লোকদের কী করে সুপথে চালাবেন, যারা কাফির হয়ে যায় ঈমান আনার পর ও রাসূল সত্য এই সাক্ষ্য দানের পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর। আল্লাহ্ যালিম ব্যক্তিদের সুপথে পরিচালিত করেন না। ১৩২

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ১ম পারার শেষ দিকেও এ রকমের আয়াত রয়েছে। সেখানকার সংশ্লিষ্ট টীকা দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১৩০. অর্থাৎ মহান আল্লাহর দীন (ইসলাম) যখন তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে এসে গেছে, তখন আর কোন ভ্রান্ত বা অপূর্ণ দীন গ্রহণ করা যেতে পারে না। সূর্যোদয়ের পর মাটির প্রদীপ জ্বালানো বা গ্যাস, বিজলী বা তারকার আলো সম্বন্ধে পণ্ডিত ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি? আঞ্চলিক নবুওয়্যাত ও হিদায়াতের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন সর্ববৃহৎ ও সর্বশেষ এবং বিশ্বজনীন নবুওয়্যাত থেকেই আলো সংগ্রহ করতে হবে। এটাই সকল আলোর আধার। পূর্বের সকল আলো এর মাঝে সমীকৃত হয়ে গেছে। فانك شمس والملوك كواكب * اذا طلعت لم يبد منها كوكب

তুমি তো সূর্য আর সব রাজা তারকা, তোমার উদয়ের পর দেখা যায় না কোন তারা।

১৩১. অর্থাৎ সাওয়াব ও সাফল্য হতে নির্ঘাত বঞ্চিত। মূলধন হারানোর চেয়ে বড় লোকসান আর কী হতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা যেই বিশুদ্ধ প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছিলেন, নিজের ভ্রান্ত নির্বাচন ও ভুল কর্মপন্থা দ্বারা তাও নষ্ট করে ফেলল।

১৩২. যারা জেনেওনে ইসলামের বিরোধিতা করে তাদের পরিণতি ভয়াবহ : যারা সত্য প্রকাশের পর বুঝেওনে কুফর অবলম্বন করেছে অর্থাৎ তারা মনে বিশ্বাস করে, চোখেও দেখে, এমন কি নিজেদের একান্ত সভা-সমিতিতে স্বীকারও করে যে, তাফসীরে উসমানী — ৩৪

- (১৭) أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝
- (১৮) خَلِيدِينَ فِيهَا ۚ لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝
- (১৯) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৮৭. 'এসব লোকের শাস্তি হলো, তাদের প্রতি আল্লাহ, ফিরিশ্তা ও সমগ্র মানুষের^{১৩৩} লা'নত।
৮৮. তাতে তারা স্থায়ী হবে,^{১৩৪} তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তারা বিরাম ও পাবে না।^{১৩৫}
৮৯. তবে এরপর যারা তাওবা করে ও সৎকর্ম করে, তারা ব্যতিক্রম। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।^{১৩৬}

ইনি সত্য রাসূল, তাঁর সত্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, সমুজ্জল নির্দেশনাবলী ও দ্ব্যর্থহীন সুসংবাদসমূহ তাদের নিকট পৌঁছে গেছে, কিন্তু তারপরও নিছক অহংকার, বিদ্বেষ ও অর্থপ্রীতি এবং ক্ষমতার লালসা তাদের ইসলাম গ্রহণ ও কুফর বর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণভাবে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের অবস্থা এমনই ছিল। এরূপ হঠকারী জেদী ও বিদ্বেষপ্রবণ সম্প্রদায় সম্পর্কে কী করে এ আশা রাখা যায় যে, এরূপ কর্ম পন্থার পরও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মুক্তি ও সাফল্য এবং নিজ সন্তুষ্টির পথে নিয়ে আসবেন? কিংবা জান্নাতে পৌঁছার পথে পরিচালিত করবেন? এরূপ যালিম হঠকারী সম্প্রদায়কে প্রকৃত কামিয়াবীর পথে চালানো তাঁর নীতি নয়। এদেরই সাথে সেই সব হতভাগাদেরও তুলনা করতে পারেন, যারা অন্তরের জ্ঞান ও প্রত্যয়ের উপরে উঠে এক পর্যায়ে ইসলামও গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরে শয়তানী প্ররোচনাও পার্থিব স্বার্থে পুনরায় কুফরে ফিরে যায়। এরা পূর্বোক্তদের চেয়েও বেশি কুটিল ও নির্লজ্জ। তাই তাদের চেয়ে অধিক লা'নত ও শাস্তির উপযুক্ত।

১৩৩. অর্থাৎ আল্লাহ, ফিরিশ্তা ও মুসলিমগণ সকলেই তাদের উপর লা'নত করে। বরং সমস্ত মানুষ, এমনি সে নিজেও নিজের উপর লা'নত করে। যখন সে বলে যালিম মিথ্যাবাদীদের প্রতি মহান আল্লাহর লা'নত, তখন সে উপলব্ধি করে না এ লা'নত খোদ তার উপরই পতিত হয়।

১৩৪. অর্থাৎ এ লা'নতের ফল হবে স্থায়ী। দুনিয়াতে তো লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে মহান আল্লাহর মার।

(৭০) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ
وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالُّونَ ۝

(৭১) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلٌّ إِلَّا
رُضٍ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ۝ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ
نَاصِرِينَ ۝

৯০. যারা মানার পর অবিশ্বাসী হয়েছে, তারপর অবিশ্বাসে অগ্রগামী হতে
থেকেছে, তাদের তাওবা কখনই কবুল হবে না। এবং তারাই
পথভ্রষ্ট। ১৩৭

৯১. যারা কাফির হয়েছে এবং কাফির অবস্থায়ই মারা গেছে এরূপ কারও
থেকে পৃথিবী পূর্ণ সোনাও কখনই কবুল করা হবে না ১৩৮ যদিও তা
বিনিময় স্বরূপ প্রদান করে। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক
শাস্তি এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। ১৩৯

১৩৫. অর্থাৎ তারা কোন সময় শাস্তিতে কমতি উপলব্ধি করবে না এবং ক্ষণিকের
জন্যও শাস্তি মূলতবি করে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না।

১৩৬. এরূপ ঘোর নির্লজ্জ ও জঘন্যতম বিদ্রোহীকে কোন সরকার ক্ষমা করতে
পারে? কিন্তু এ তো সেই দয়াময় পরম দয়ালুরই দরবার, এরূপ সঙ্গীন অপরাধ ও
জঘন্য অন্যায়ের পরও যদি অপরাধী অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি মনে তাওবা করে এবং সঠিক
চাল-চলন অবলম্বন করে তবে এক খোঁচায় সব অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। হে
আল্লাহ! আপনি আমার পাপমোচন করুন, আপনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়াল।

১৩৭. যারা সত্যকে মেনে নেয়ার পর আবার জেনেগুনে তা প্রত্যাখ্যান করে
তাদের পরিণতিঃ যারা সত্যকে মেনে নেওয়ার পর জেনেগুনে আবার তা প্রত্যাখ্যান
করে এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যানের পথেই অগ্রসর হতে থাকে, কখনও নিবৃত্ত হওয়ার
নাম লয় না এবং সত্য ও সত্যপন্থীদের সাথে শত্রুতা ত্যাগ করে না, বরং তাদের সাথে
সমানে তর্ক-বিতর্ক ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়ে যায়, অবশেষে যখন মৃত্যুর সময় এসে পড়ে
এবং ফিরিশ্তা প্রাণ হরণ শুরু করে দেয় তখন তাওয়ার নাম নেয় অথবা কখনও
বিশেষ স্বার্থে মুখে মুখে তাওবা বাক্য উচ্চারণ করে মাত্র কিংবা কুফরের উপর
প্রতিষ্ঠিত থেকেই অন্য কোন কাজ থেকে তাওবা করে থাকে, নিজ ধারণায় পাপকর্ম
মনে করত এরূপ তাওবা কোন কাজের নয়। মহান আল্লাহর দরবারে এ তাওবা কবুল

হওয়ার কোন আশা রাখা উচিত নয়। কবুল হওয়ার মত খাঁটি তাওবা এ সব লোকের নসীবেই ঘটে না। এদের কাজ হলো সর্বদা বিভ্রান্তির মরু মরিচিকায় ঘুরপাঁক খেতে থাকা।

১৩৮. আখিরাতে কোন কিছু বিনিময় চলবে না : দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহের মত সেখানে সোনা-রূপার ঘুষ চলবে না। সেখানে তো শুধু ঈমানের ধনই কাজে লাগবে। মনে করুন, কোন এক কাফিরের নিকট এত বিপুল সোনা আছে, যাতে গোটা ভূ-পৃষ্ঠ ভরে যাবে। এ ব্যক্তি যদি তার সমুদয় সোনা দান খয়রাত করে নিঃশেষ করে দেয়, তবু মহান আল্লাহর নিকট তার এক রত্তি মূল্য নেই। আখিরাতে তার এ দান কোনই কাজে আসবে না। কেননা, আমলের রুহ হলো ঈমান। ঈমান বিহীন আমল মৃত লাশের মত। আখিরাতের অনন্তকালীন জীবনে তা কোন উপকারে আসতে পারে না।

১৩৯. অর্থাৎ ধরে নাও কাফিরের নিকট যদি এই পরিমাণ অর্থ-সম্পদ সেখানে থাকে এবং সে নিজের পক্ষ হতে আবেদন করে তা সবই মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দেয় এবং বলে, এ গুলোর বিনিময়ে আমাকে মুক্তি দিন, তবুও তা কবুল হবে না। আর মুক্তিপণ ছাড়া তো নিকৃতির প্রশ্নই আসে না। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔

যারা কুফরী করেছে কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে মুক্তির জন্য পণ-স্বরূপ দুনিয়ার যা কিছু আছে, যদি তাদের তার সমস্তই থাকে এবং তার সাথে সম পরিমাণ আরও থাকে, তবুও তাদের নিকট হতে তা গৃহীত হবে না। এবং তাদের জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হয়েছে (৫ : ৩৬)।

(৭২) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

(৭৩) كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى
نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۚ فَاثْبُتْهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

৯২. তোমরা নিজেদের প্রিয় বস্তু হতে কিছু ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনও
পুণ্যে উৎকর্ষ লাভ করতে পারবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তা
আল্লাহর জানা। ১৪০
৯৩. বণী ইসরাইলের জন্য যাবতীয় খাদ্যবস্তু হালাল ছিল, তবে তাওরাত
নাযিল হওয়ার পূর্বে ইসরাইল যা নিজের জন্য হারাম করেছিল; তা
ব্যতীত। ১৪১ বল, তাওরাত নিয়ে এসো ও তা পাঠ কর যদি তোমরা
সত্যবাদী হও। ১৪২

১৪০. নিজের সবচেয়ে প্রিয়বস্তু ব্যয় করাই পুণ্য লাভের উপায় : আল্লাহ পাক
জানেন, কেমন বস্তু ব্যয় করেছ, কোথায় ব্যয় করেছ এবং কার জন্য করেছ। যেকোন
প্রিয় ও পসন্দের বস্তু যেমন স্থানে যে পরিমাণ নিষ্ঠা ও সদুদ্দেশ্যে ব্যয় করবে মহান
আল্লাহর কাছে সে অনুযায়ীই প্রতিদান লাভের আশা রেখ। উচ্চস্তরের পুণ্য যদি লাভ
করতে চাও, তবে নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হতে কিছু মহান আল্লাহর পথে ব্যয় কর।
হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, অর্থাৎ যে বস্তুর সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক সুনিবিড়, তা
ব্যয় করার অনেক বড় ফযীলত। না হয় সাধারণভাবে সাওয়াব সব জিনিষেই আছে।
ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে আলোচনার মাঝে এ আয়াত আনার উদ্দেশ্য সম্ভবত
এই যে, তাদের কাছে তাদের রাজত্ব বড়ই প্রিয় ছিল, যা ধরে রাখার জন্য নবীর
আনুগত্য পর্যন্ত করত না। তারা সে রাজত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহর পথে ত্যাগ
না করবে, ঈমানের স্তরে উন্নীত হতে পারবে না। পূর্বের আয়াতের সাথে এর যোগসূত্র
হলো, সেখানে কাফিরের অর্থ ব্যয়কে নিষ্ফল বলা হয়েছিল, এখানে তার বিপরীতে
বলা হয়েছে যে, মু'মিন যা কিছু ব্যয় করে তাতে পুণ্য উৎকর্ষতা লাভ হয়।

১৪১. ইয়াহুদীদের মিথ্যা দাবী : ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুসলিমগণকে
বলত, তোমরা নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দীনের অনুসারী কী
করে বল, যখন তোমরা এমন সব বস্তু আহার কর, যা আল্লাহ তা'আলা হযরত

ইব্রাহীম (আ.) -এর বংশ ধরদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলেন, যেমন উটের গোশত ও দুধ। আল্লাহ তা'আলা তার জবাবে বলেন, এখন মানুষ যা কিছু খায় সবই ইব্রাহীমের সময় হালাল ছিল এবং তাওরাত নাযিল হওয়া পর্যন্ত তা বহাল ছিল। হাঁ, তাওরাতে বিশেষভাবে বণী ইসরাঈলের জন্য কতক বস্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেবল উট তাওরাত নাযিলের পূর্বে হযরত ইসরাঈল (ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম) কসম খেয়ে নিজের প্রতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাঁর অনুসরণে তাঁর বংশধরগণও তা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। কসমের কারণ ছিল এই যে, হযরত ইয়াকুব (আ.) ইরকুন-নাসা^১ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি মান্নত করলেন, যদি সুস্থ হই, তবে আমার প্রিয় খাদ্য ত্যাগ করব। উটের গোশত ও দুধ তাঁর প্রিয় ছিল। এ মান্নতের কারণে তিনি তা খাওয়া ছেড়ে দিলেন। যে মান্নত দ্বারা হালাল বস্তু হারাম হয়ে যায়, তা খাওয়া ছেড়ে দিলেন। যে মান্নত দ্বারা হালাল বস্তু হারাম হয়ে যায়, আমাদের শরী'আতে তা জাযিয় নয়। ইরশাদ হয়েছে **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ** হে নবী! আল্লাহ যা আপনার জন্য বৈধ করেছেন তা হারাম করেন কেন? (তাহরীম ৪-১)। এরূপ মান্নত করলে তা ভেঙে কাফ্যারা আদায় করতে হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : পূর্বের আয়াতে প্রিয় বস্তু ব্যয় করার নির্দেশ ছিল। এ আয়াতে হযরত ইয়াকুব (আ.) কর্তৃক প্রিয় বস্তু ত্যাগ করার উল্লেখ আছে। এ ভাবে উভয় আয়াতের মাঝে এক সূক্ষ্ম যোগসূত্র রয়েছে। তা ছাড়া এসব আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বের শরী'আত সমূহে রহিতকরণের নিয়ম ছিল। এক সময় যা হালাল ছিল পরে তা হারাম হয়েছে। তেমনিভাবে যদি এখন মুহাম্মাদী শরী'আত ও পূর্ববর্তী শরী'আত সমূহের মাঝে হালাল হারামের পার্থক্য দেখা যায়, তাতে আশ্চর্যের কী আছে?

১৪২. অর্থাৎ তোমরা যদি এ কথায় সত্যবাদী হও যে, এ সব বস্তু ইব্রাহীম (আ.)-এর সময় হতেই নিষিদ্ধ ছিল, তা হলে তোমাদের স্বীকৃত গ্রন্থ তাওরাত দ্বারা তা প্রমাণ করে দাও। যদি তাতে না পাওয়া যায়, তবে তোমরা যে মিথ্যাবাদী তাতে কিসের সন্দেহ থাকতে পারে? বর্ণিত আছে, ইয়াহুদীরা এ কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। এভাবে উম্মী নবী (সা.)-এর সত্যতার পক্ষে আরও একটি প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হল।

১. এক প্রকার বেদনা যা কোমর থেকে শুরু হয়ে হাঁটু এবং কখনও টাংনু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

(৭৬) فَمِنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ۝

(৭৭) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ تَفَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۝

(৭৮) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۝

৯৪. এরপরও যে কেউ আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করে তারাই নিতান্ত
যালিম। ১৪৩

৯৫. বল, আল্লাহ সত্য বলেছেন। কাজেই, তোমরা ইব্রাহীমের দীনের
অনুসারী হয়ে যাও, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিক ছিল না। ১৪৪

৯৬. নিশ্চয়ই মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ স্থাপিত হয় তা এটাই,
যা মক্কায় অবস্থিত। ১৪৫ এটা বরকতময় ও বিশ্ব মানবের জন্য
হিদায়াত।

১৪৩. অর্থাৎ এর পরও যদি 'মুরগীর এক রান' গীত গেতে থাক আর বল, এ সব
বস্তু ইব্রাহীম (সা.)-এর সময় হতেই নিষিদ্ধ এবং আমরাই ইব্রাহীমী ধর্মাদর্শের
প্রকৃত অনুসারী, তা হলে সেটা বড়ই অবিচার হবে।

১৪৪. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হালাল হারাম সম্পর্কে এবং ইসলাম ও মুহাম্মাদ
(সা.)-এর ব্যাপারে সত্য-সঠিক ও দ্ব্যর্থহীন কথা তোমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন, যা কেউ
মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে না। এখন তোমাদেরও কর্তব্য মুসলিমগণের ন্যায় প্রকৃত
ইব্রাহীমী ধর্মাদর্শের অনুসরণ ও তার মূলনীতির অনুবর্তন করতে থাকা। যার সবচে
বড় বিষয় ছিল খাঁটি তাওহীদ। তোমাদের উচিত উযায়র (আ.) মাসীহ (আ.) ও
তোমাদের ধর্মযাজকদের পূজা ছেড়ে দিয়ে খাঁটি মুসলিম হয়ে যাওয়া।

১৪৫. ইয়াহুদীদের অমূলক দাবীর খণ্ডন ৪ আমরাই হযরত ইব্রাহীম
(আ.)-এর বেশি ঘনিষ্ঠ ও অনুসারী মুসলিমগণের দাবির উপর ইয়াহুদীদের আরও
একটি প্রশ্ন ছিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর জন্মভূমি ইরাক ছেড়ে সিরিয়াতে
হিজরত করেন এবং সেখানেই বসবাস ও ইত্তিকাল করেন। তারপর তাঁর বংশধরগণ
সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। এ পবিত্র ভূমিতে বহু নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন।
তাঁদের সকলেরই কিব্লা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। তোমরা একে হিজাযের বাসিন্দা।
পরন্তু বায়তুল মুকাদ্দাসকে ছেড়ে কা'বাকে কিবলারূপে গ্রহণ করেছ। সিরিয়া হতে এই
সুদূর প্রান্তে বসে তোমরা কোন্ মুখে দাবি কর যে, ইব্রাহীম (আ.) তাঁর ধর্মের সাথে

(৭৭) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

৯৭. এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্রাহীম। এবং যে কেউ সেথায় আসে সে নিরাপত্তা পায়।^{১৪৬} এবং সে গৃহের হজ্জ করা মানুষের প্রতি আল্লাহর অধিকার, যে ব্যক্তি সে দিকে পথ চলার পথ চলার সামর্থ্য রাখে। আর কেউ না মানলে আল্লাহ তো বিশ্ব জগতের কারোর মুখাপেক্ষী নন।^{১৪৭}

তোমাদেরই বেশি সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য? এ আয়াতে প্রশ্নকর্তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বায়তুল-মুকাদ্দাস প্রভৃতি পবিত্র স্থানসমূহ তো অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত। মহান আল্লাহর দিকে মানুষের মুখ করার দুনিয়ায় সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত এবং একটি ইবাদতখানাও হিদায়াতের নিদর্শনরূপে স্থিরীকৃত হয়, সে তো এই কা'বা শরীফ, যা পবিত্র ভূমি মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত।

১৪৬. পবিত্র কা'বার মর্যাদা ও নির্মাণ : আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকেই এ ঘরকে প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ এবং ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় বরকতমালায় বিমণ্ডিত করে রাখেন। তিনি এ ঘরকে সারা বিশ্বের হিদায়াতের উৎসে পরিণত করেন। ভূ-পৃষ্ঠের যে কোনও স্থানে যে হিদায়াত ও বরকত পরিদৃষ্ট হয় তাকে এই পবিত্র গৃহেরই প্রতিবিম্ব মনে করতে হবে। জিন্ন ও ইনসানের নবীকে আল্লাহ পাক এখান থেকেই আবির্ভূত করেন। হজ্জ আদায়ের জন্য বিশ্বজগতকে এরই প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। সার্বজনীন ধর্ম ইসলামের অনুসারীদেরকে উদায়চল অস্তাচল পর্যন্ত সর্বত্র এরই দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর তাওয়াফকারী গণের উপর আশ্চর্য রকমের বরকত ও নূরের বারি বর্ষণ হয়। পূর্ববর্তী নবীগণও বিপুল আশ্রয় ও উদ্যমে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে এ প্রদীপের পাণেই ছুটে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর বরকতে নানা রকমের সুস্পষ্ট নিদর্শন এই পবিত্র ভূমিতে রেখে দিয়েছেন। এ কারণেই সর্বকালে সকল ধর্মের মানুষ এর প্রতি অসাধারণ সম্মান দেখিয়ে আসছে। এর অভ্যন্তরে প্রবেশকারীদেরকে সর্বদাই নিরাপদ মনে করা হয়। এর পার্শ্বে মাকামে ইব্রাহীমের অবস্থিতি জানিয়ে দেয় যে, এখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পদধূলি পড়েছে। সমগ্র আরবে অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত এর ইতিহাস বাতলে দেয় যে, এটাই সেই পাথর যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ.) কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। মহান আল্লাহর কুদরতে পাথরটির উপর তাঁর পায়ের চিহ্ন

(৭৮) قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَٰتِ ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ شَٰهِدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۝

৯৮. বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন আল্লাহর বাণী অস্বীকার কর?
তোমরা যা কর তা তো আল্লাহর সম্মুখে। ১৪৮

বসে যায়, যা অদ্যাবধি সংরক্ষিত হয়ে আসছে। ঐতিহাসিক বর্ণনা ছাড়াও এ পবিত্র পাথরটির অস্তিত্বেও যেন এ কথার এক মজবুত দলীল যে, হযরত নূহের (আ.) মহা প্লাবনের পর হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পবিত্র হাতেই এ ঘর নির্মিত হয়। হযরত ইসমাইল (আ.) ছিলেন তাঁর সহযোগী যেমন প্রথম পারার শেষে বর্ণিত হয়েছে।

১৪৭. পবিত্র কা'বার যিয়ারত মূলত প্রিয়তমের ইশ্ক ও ভালবাসার অভিব্যক্তিঃ এ পবিত্র ঘরে রব্বানী জামালের বিশেষ কোন তাজাল্লী রয়েছে, যে কারণে একেই হজ্জ আদায়ের জন্য স্থির করা হয়েছে। কেননা, হজ্জ এমন একটি ইবাদত যার প্রতিটি কাজ দ্বারা সেই একক সুন্দরতম ও পরম প্রিয়তমের ইশ্ক ও ভালবাসার অভিব্যক্তি ঘটে। কাজেই, যে ব্যক্তি তাঁর ভালবাসার দাবীদার, তাঁর যদি দৈহিক ও আর্থিকভাবে বায়তুল্লাহ গমনের সামর্থ্য থাকে তবে তাঁর জন্য জীবনে অন্তত একবার হলেও প্রিয়তমের দেশে হাযিরা দেওয়া এবং পাগলের মত তার অলিগলিতে ঘুরপাক খেয়ে আসা একান্ত জরুরী। (হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (র.) তাঁর 'কিব্লা নুমা' পুস্তকে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। যদি কোন ভালবাসার দাবীদার এতটুকু কষ্ট স্বীকার করতে রাযী না হয়, তা হলে বুঝতে হবে, সে অলীক প্রেমিক। যেখানে ইচ্ছা সে ধাক্কা খেয়ে ফিরুক, বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত থাকবে নিজেই, সে পরম প্রেমাস্পদের কিসের পরওয়া। কেউ ইয়াহুদী হয়ে মরুক, আর খৃষ্টান হয়ে- তাতে তাঁর কি আসে যায়? হজ্জের বিধান ফিকহী গ্রন্থাবলীতে দ্রষ্টব্য।

১৪৮. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে সতর্ক করণ ও ভৎসনা : প্রথম থেকেই ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। মাঝখানে তাদের কতক সংশয়ের উত্তর দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে আবার তাদেরকে সতর্ক ও ভৎসনা করা হয়। সত্যের সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ এবং কুরআন মাজীদে এরূপ সত্য ও দৃষ্ট বক্তব্য শোনার পরও তোমাদের কী হল যে, মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর বাক্যকে অস্বীকার করছ, অথচ নিজেদেরকে আহলে কিতাব পরিচয় দাও? মনে রেখ তোমাদের সমস্ত কার্যক্রম মহান আল্লাহর সামনে। তিনি তোমাদের দুরভিসন্ধি ও চক্রান্ত ভাল করে জানেন। যখন ধরবেন তিলে তিলে হিসেব নিয়ে ছাড়বেন।

(৭৭) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۚ وَمَا اللَّهُ بِخَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

(১০০) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ۝

(১০১) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

৯৯. বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা ঈমান আনয়নকারীগণকে কেন আল্লাহর পথে বাধা দাও? এ ভাবে যে, তার ছিদ্রাশ্বেষণ কর, অথচ তোমরা নিজেরাই জান। আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্বন্ধে অনবহিত নন। ১৪৯

১০০. হে মু'মীনগণ! তোমরা কতিপয় কিতাবীর আনুগত্য করণে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফির বানিয়ে ফেলবে। ১৫০

১০১. আর কী ভাবে তোমারা কাফির হবে, যেখানে তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল রয়েছে? যে কেউ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে সে সরল পথের হিদায়াত লাভ করল। ১৫১

১৪৯. অর্থাৎ নিজেরাই যে কেবল ঈমানের সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকছে তাই নয়; বরং অন্যদেরকেও মহান আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাও। যারা ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছে তোমরা ইসলামের কাল্পনিক দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চাও। তোমরা যে এ সব না জেনে অজ্ঞতাবশত করছ তাও নয়, বুঝে গুনেই সরল কথাকে বাঁকা প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ। আল্লাহ তোমাদের এসব অপকীর্তি সম্পর্কে অনবগত নন। যথাসময়ে তিনি এর শাস্তি দিবেন।

১৫০. পূর্বে কিতাবীদের তিরস্কার করা হয়েছিল যে, জেনেশুনে কেন মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছ? এখন মুসলিমগণকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তোমরা ওই অনর্থ সৃষ্টিকারীদের খপ্পরে পড়ো না। তোমরা তাদের ইশারায় চললে আশঙ্কা রয়েছে ক্রমে ঈমানের আলো হতে বের হয়ে পুনরায় কুফরের অন্ধকার গহ্বরে পতিত হবে।

১৫১. আহলে কিতাবদের চেষ্টা সার্থক হবে না : এটা সুদূর পরাহত যে, সেই সম্প্রদায়ের মাঝে মহান আল্লাহর মহামহিম রাসূল উপস্থিত, যিনি তাদেরকে দিনরাত

(১০২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ০

১০২. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল, যেমন তাঁকে ভয় করা উচিত। আর মুসলিম না হয়ে মরো না। ১৫২

মহান আল্লাহর জীবন সঞ্চারক বাণী ও তরতাজা আয়াত পাঠ করে শোনান, তারা ঈমান আনার পর আবার কাফির হয়ে যাবে কিংবা কাফিরদের মত কাজ করবে। সত্যকথা হচ্ছে, যে ব্যক্তি সব দিক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক আল্লাহকে মজবুতভাবে ধরেছে এবং তাঁরই উপর মনেপ্রাণে নির্ভর করেছে, তাকে কোন শক্তি সরল পথ হতে বিচ্যুত করতে পারে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ইসলামের পূর্বে মদীনার আনসার সম্প্রদায়ের দুই গোত্র আউস ও খায়রাজের মাঝে ভীষণ শত্রুতা ছিল। তুচ্ছতুচ্ছ বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও রক্তপাতের বাজার উত্তপ্ত হয়ে উঠত, যা বছরের পর বছর চলতে থাকত, সহজে ঠাণ্ডা হতো না। প্রসিদ্ধ বু'আস যুদ্ধ একশ' বিশ বছর দীর্ঘ হয়ে ছিল। অবশেষে আরবী নবী (সা.)-এর হিজরতের দ্বারা তাদের ভাগ্য চমকে ওঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী গোত্রদ্বয় একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিল। ইসলামের তা'লীম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্যের কল্যাণে তাদের মাঝে দুধ-চিনির মত নিবিড় বন্ধুত্ব ও সুদৃঢ় সখ্যতা স্থাপিত হয়। তাদের এ সংহতি এবং তাদের মিলিত শক্তি দ্বারা ইসলামের সাহায্য ও সহযোগীতা লাভ ইয়াহুদীদের চোখে বিষের মত লাগছিল। অন্ধ ইয়াহুদী শাম্মাস ইব্ন কায়স এক দুষ্ট প্রকৃতির লোককে এ বলে পাঠায় যে, উভয় গোত্র যে মজলিসে উপস্থিত থাকে, সেখানে কোন এক বাহানার বু'আস যুদ্ধের আলোচনা তুলে দেবে। কাজেই, সুযোগ মত সে তাদের মসলিসে 'বু'আস' যুদ্ধের স্মৃতিবাহী কবিতা পাঠ শুরু করে দিল। মুহূর্তের মধ্যে নির্বাপিত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। মুখের লড়াই অতিক্রম করে অস্ত্রবাজি শুরু হয়ে যাবে প্রায়। ইত্যবসরে মুহাজির জামা'আত সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি বললেন, হে মুসলিমগণ! মহান আল্লাহকে ভয় কর। আমার বর্তমানে জাহিলিয়াতের আহবান? আল্লাহ পাক তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। ইসলাম দ্বারা ধন্য করেছেন। জাহিলিয়াতের অন্ধকার দূর করে দিয়েছেন। তোমরা কি আবার কি সেই কুফরীর দিকেই ফিরে যেতে চাও? যা থেকে একবার ফিরে এসেছো? নবুওয়্যাতী আহবান শোনামাত্র শয়তানী জালের সকল গ্রন্থি এক এক কর টুটে গেল। আউস ও খায়রাজ হাতের অস্ত্র ফেলে দিল। তারা একে অপরের গলায় ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সকল উপলব্ধি করল

(১০৩) وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

১০৩. এবং তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভেদ সৃষ্টি করো না।^{১৫৩} তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু তারপর তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করলেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলেন।^{১৫৪} এবং তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদেরকে তা হতে রক্ষা করলেন।^{১৫৫} এভাবেই আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দশনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সুপথ পাও।^{১৫৬}

তাদের শত্রুদেরই অপতৎপরতার ফল। ভবিষ্যত তাদের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। এ ঘটনা সম্পর্কেই আলাচ্য আয়াত সমূহ নাযিল হয়।

১৫২. অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরে মহান পরিপূর্ণ আল্লাহর ভয় থাকা উচিত। পারত পক্ষে তাকওয়া ও পরহেযগারীর পথ হতে তাদের এক চুল সরা উচিত নয়। সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে তাঁর পথে সুদৃঢ় থাকার কামনা করা উচিত। শয়তানরা তো চায় তোমাদেরকে মহান আল্লাহর পথ হতে সরিয়ে নিতে। তোমাদের কর্তব্য তাদেরকে হতাশ করে দেওয়া এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইসলাম বিরোধী কোন আচরণ না কর। তোমাদের জীবন মৃত্যু যেন ইসলামের উপরই হয়।

১৫৩. মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের নীতি গ্রহণে আল্লাহর নির্দেশঃ সম্মিলিতভাবে পাক কুরআনকে মজবুত করে ধরে রাখ। কুরআন মজীদ মহান আল্লাহর শক্ত রশি। এটা ছুটতে পারে কিন্তু টুটতে পারে না, সকলে মিলে যদি শক্ত করে ধরে রাখ, তা হল কোন শয়তানী অপতৎপরতা সফল হবে না। বরং ব্যক্তি জীবনের মত মুসলিম জাতির সামষ্টিক শক্তিও অনড় ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে যাবে। কুরআন মাজীদকে শক্ত করে ধরে রাখলেই বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং একটি মৃত জাতি নব জীবন লাভ করতে পারে। তবে পাক কুরআনকে শক্ত করে ধরার অর্থ এ নয় যে পাক কুরআনকে নিজদের খেয়াল খুশীর অনুশীলন করার ব্লাক বোর্ডে পরিণত করা হবে। বরং পাক কুরআনের সেই ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য, যা বিশুদ্ধ হাদীস ও পূর্বসূরীদের সর্বস্বীকৃত মতের পরিপন্থী না হবে।

(১.৬) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

১০৪. তোমাদের মধ্যে যেন একদল এমন থাকে, যারা পুণ্যের দিকে ডাকতে থাকবে, সৎকাজের আদেশ দিতে থাকবে এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে আর তারই সফলকাম। ১৫৭

১৫৪. নবীজী (সা.)-এর কারণে শত্রুতার স্থলে মিত্রতা সৃষ্টি হল : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শতশত বছরের শত্রুতা ও বিদ্বেষ উৎপাটিত করে হযরত নবী করীম (সা.)-এর বরকতে তোমাদেরকে ভাই ভাই করে দিয়েছেন। ফলে তোমাদের দীন ও দুনিয়া উভয়ই পরিশুদ্ধ হয়েছে। তোমাদের মাঝে এমন সখ্যতা গড়ে ওঠেছে, যা দেখে শত্রুরা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। এ ভ্রাতৃসুলভ ঐক্য আল্লাহ তা'আলার এত বড় নিয়ামত যা পৃথিবীর সমস্ত ধন-ভান্ডার ব্যয় করেও অর্জন করা যেতে না।

১৫৫. অর্থাৎ কুফর ও অবাধ্যতার কারণে জাহান্নামের প্রান্তদেশে উপনীত হয়েছিল। মৃত্যু মাত্রই তাতে নিঃপতিত হতে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হাত ধরে তা থেকে রক্ষা করলেন। এবং হযরত নবী করীম (সা.) মাধ্যমে তোমাদের বুকে ঈমান ও বিশ্বাসের আলো ভরে দিলেন। মহান আল্লাহর মহা মূল্যবান দীনি ও পার্থিব অনুগ্রহ সমূহ যদি মনে রাখ, তা হলে কখনও বিপথগামী হবে না।

১৫৬. অর্থাৎ এত সব কথা এত খুলে খুলে শুনানোর উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যেন সর্বদা সঠিক পথে চল, এরূপ ধ্বংসাত্মক ও বিপজ্জনক ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটাও এবং কোন শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অবিচলতা না হারাও।

১৫৭. মুসলিমদের মধ্যে একটি দলকে দীনের কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে : তাকওয়া, মহান আল্লাহর রজ্জুধারণ, ঐক্য, জাতীয় জীবনের সংহতি ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এসব তখনই বাকি থাকতে পারে, যখন মুসলিমগণের মধ্যে বিশেষ একটি দল দীনের দাওয়াত ও উপদেশ দানের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। তাঁদের কাজ হবে, নিজেদের কথা ও কাজ দ্বারা বিশ্ববাসীকে পাক কুরআন ও সুন্নাহর পথ দেখাবে এবং যখনই মানুষকে সৎকাজে অবহেলা প্রদর্শন ও অসৎকাজে মনোনিবেশ করত দেখবে তখন তাদেরকে কল্যাণ অভিযুক্তী ও অকল্যাণ হত নিবৃত্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। বলা বাহুল্য, এ কাজ তাঁরাই করতে সক্ষম, যাঁরা ভাল-মন্দের সম্যক জ্ঞান ও পাক কুরআন সুন্নাহর পারদর্শী হওয়ার সাথে সাথে বিচক্ষণ ও সচেতন এবং স্থান ও সময় জ্ঞানের অধিকারী হয়। অন্যথায় এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, একজন মূর্থ ব্যক্তি ভালকে, মন্দ বা মন্দকে ভাল জ্ঞান করে সংশোধনের স্থলে সমগ্র নিয়ম শৃঙ্খলাই

(১০৫) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ০

১০৫. তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দেশন
পৌঁছার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে।
তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ১৫৮

নস্যাৎ করে দেবে কিংবা কোন মন্দ কাজ সংশোধনার্থে এমন সব পদ্ধতি অবলম্বন
করবে, যা আরও বেশি মন্দকাজে প্রেরণা জোগাবে অথবা নম্রতার স্থলে কঠোরতা এবং
কঠোরতার স্থলে নম্রতা প্রদর্শন করে বসবে। সম্ভবত এ জন্যই মুসলিমগণের মধ্যে
একটি বিশেষ দলকে এ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা সর্বতোভাবে
কল্যাণের প্রতি আহ্বান এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার যোগ্য
হবে। হাদীসে আছে, যখন মানুষ অন্যায় অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তাদেরকে বাধা
দেওয়ার কেউ থাকবে না, তখন ব্যাপক শাস্তির আশঙ্কা রয়েছে। বাকি কোন অবস্থায় ও
কোন সময় সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা হতে বিরত থাকলে সেটা
ক্ষমাযোগ্য এবং কোন অবস্থায় এ দায়িত্ব পালন মুস্তাহাব কিংবা ওয়াজিব তা বিস্তারিত
বলার জায়গা এটা নয়। ইমাম আবু বকর রাযী (র.) ‘আহ্‌কামুল কুরআন’ এ সম্পর্কে
বিশদ আলোচনা করেছেন। সেখানে দ্রষ্টব্য।

১৫৮. অর্থাৎ তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তা‘আলার
স্পষ্ট নির্দেশ আসার পর কেবল নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুরসণ করে শরী‘আতের
মূলনীতির মাঝে বিভক্ত ও শাখা-প্রশাখায় মত বিরোধের শিকার হয়ে পড়েছে। এ
দলাদলি শেষ পর্যন্ত তাদের দীন ও জাতীয়তা ধ্বংস করে ফেলেছে এবং তারা সকলে
আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গেছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ আয়াতে সেই মতবিরোধ ও দলাদলীকে নিন্দনীয় ও
ধ্বংসাত্মক বলে জানা গেল, যা শরী‘আতের সুস্পষ্ট বিধানাবলী জ্ঞাত হওয়ার পর করা
হয়ে থাকে। পরিতাপের বিষয় যে, আজ যারা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দেয়,
তাদের মাঝেও অসংখ্য ফের্কা ইসলামী শরী‘আতের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ও স্বীকৃত
মূলনীতি সমূহের থেকে পৃথক হয়ে এবং তাতে নানা ধরনের মতবিরোধ সৃষ্টি করে
মহান আল্লাহর শাস্তির নীচে গেছে। তথাপি, এ ভূবণ প্লাবী সয়লাবের মাঝেও আল্লাহ
পাক তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহিমাম্বিত জামা‘আত মহান আল্লাহর রজ্জু
ধারণ করে ‘مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي’ (আমার ও আমার সাহাবীগণের মত ও পথ) উপর
প্রতিষ্ঠিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম ও ইমামগণের মধ্য

(১.৬) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

১০৬. যে দিন কতক মুখ শত্রু হবে এবং কতক মুখ কাল হবে। ১৫৯ যাদের মুখ কাল হবে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফির হয় গিয়েছিলে? ১৬০ এখন সেই কুফর করার প্রতিদানে শাস্তি ভোগ কর।

শাখাগত ছোট ছোট বিষয়ে যে আলোচনা হয়েছে বক্ষ্যমান আয়াতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) তাঁর রচনাবলীতে সে শাখাগত প্রকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত ও সন্তোষজনক আলোচনা করেছেন।

১৫৯. অর্থাৎ কতকের চেহারা ঈমান ও তাকওয়ার জ্যোতি ঝলমল করবে। সম্মান ও মর্যাদা লাভের কারণে তাদেরকে প্রফুল্ল ও শুভ্রোজ্জ্বল দেখা যাবে। বিপরীত কতকের মুখমণ্ডল কুফর ও মুনাফিকী কিংবা পাপাচারের কালিমায় কালো হবে। তাদের আকৃতি থেকে লাঞ্ছনা টপকাতে থাকবে। যেন প্রত্যেকের বাহির ভিতরে আয়নায় পরিণত হবে।

১৬০. ‘ঈমান আনার পর কাফির হওয়ার’ মর্ম : এ কথা মুরতাদ, মুনাফিক, আহলে কিতাব, সাধারণ কাফির, বিদ্‘আতী, পাপাচারী সকলকেই বলা যেতে পারে। মুরতাদ তাকে বলা হয়, যে ঈমান আনার পর আবার কাফির হয় যায়। মুনাফিক মুখে ঈমানের স্বীকারোক্তি করে, কিন্তু অন্তরে কাফিরই থাকে। আহলে কিতাব তাঁদের নবী ও কিতাব ঈমান আনার দাবী করে, যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, হযরত রাসূলে করীম (সা.) সম্পর্কে তাদের নবী ও কিতাব প্রদত্ত সুসংবাদসমূহ স্বীকার করে নেবে ও তাদের হিদায়াত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনবে। অথচ, তারাই তাকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে সবার আগে। এটা তাদের নবী ও কিতাবের উপর ঈমান আনার পর কাফির হয়ে যাওয়ারই নামান্তর। বিদ্‘আতীরা মুখে তো দাবি করে আমরা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী এবং আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা অনেক ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত বিষয় দীনের অর্ন্তভুক্ত করে বা দীনের অনেক জরুরী বিষয় দীন থেকে খারিজ করে দিয়ে মূলত দীন থেকেই বের হয়ে যায়। কাজেই, এক পর্যায়ে তারাও ‘اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ’ (তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গিয়েছ ?) এ সম্বোধনের অর্ন্তভুক্ত। বাকি থাকল ফাসিক বা পাপিষ্টরা, যাদের আকীদা, বিশ্বাস বিশুদ্ধ। এ সম্বোধন যদি তাদের প্রতিও হয়, তবে অর্থ হবে,

(১.৭) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَبِإِذْنِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ০

(১.৮) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِلْعَالَمِينَ ০

(১.৯) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ০

১০৭. আর যাদের মুখ শুভ্র হবে তারা আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে থাকবে এবং তাতে তারা সর্বদা থাকবে। ১৬১

১০৮. এগুলো আল্লাহর হুকুম, আমি তোমাকে যথাযথভাবে শোনাচ্ছি। আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি যুলুম করতে চান না। ১৬২

১০৯. যা কিছু আসমানে এবং যা কিছু যমীনে আছে সব আল্লাহর; আল্লাহরই দিকে সকল বিষয়ের প্রত্যাবর্তন। ১৬৩

ঈমান আনার পর তোমরা কাফিরদের মত কাজকর্ম কেন কর? তখন কুফর দ্বারা কার্যগত কুফর বোঝান হবে। আর সম্বোধন সাধারণ কাফিরদের প্রতি হলে তখন অর্থ হবে এই যে, মূলে তো আল্লাহ তা'আলা সকলকেই স্বভাব ধর্মের উপর সৃষ্টি করেছিলেন। তোমরা সবই ঈমানী স্বভাবকে নষ্ট করে দিয়ে কাফির কেন হলে? আয়াতের পূর্বাপর দৃষ্টে এটাই মনে হয় যে, এখানে কুফর দ্বারা বিশ্বাসঘাতক নয় বরং কার্যগত কুফর বোঝান হয়েছে, অর্থাৎ নিন্দনীয় মতবিরোধ ও বিভক্তি মহান আল্লাহই ভাল জানেন।

১৬১. অর্থাৎ জান্নাতে। কেননা জান্নাত কেবল আমল দ্বারা লাভ হয় না। আমলের পর মহান আল্লাহর রহমত দ্বারা লাভ হয়। জান্নাতই এমন স্থান, যেখানে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার রহমতের উপকরণ তৈরি রেখেছেন। بهشت انجا که ازارے نباشد। জান্নাত এমন জায়গা, যেখানে কোন দুখঃ কষ্ট নেই।

১৬২. প্রকৃত অর্থে যুলুম তো সেখানে সম্ভবই নয়, এমন কি বাহ্য অর্থে তোমরা যাকে যুলুম বলতে পার, তার প্রকাশ ও আল্লাহর পক্ষ হতে ঘটে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বান্দার প্রতি এমন কঠিন বিধান আরোপ করা, যদ্বারা কেবল কষ্ট দেওয়াই উদ্দেশ্য, কিংবা যে ব্যক্তি রহমতের উপযুক্ত, তাকে শাস্তি দেওয়া বা লঘু শাস্তির স্থলে গুরু শাস্তি দেওয়া, বা কারও ছোট-খাট পুণ্যের প্রতিদান না দেওয়া ইত্যাদি। ভাল করে বুঝে রাখুন, তিনি যা কিছু আদেশ করেছেন তদ্বারা বান্দাকে সুষ্ঠুরূপে গড়ে তোলার

(১১০) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

১১০. তোমরাই সমস্ত উম্মাতের সেরা, যাদেরকে জগতে পাঠান হয়েছে। ১৬৪
তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজে নিষেধ কর। ১৬৫
এবং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। ১৬৬ কিতাবীগণ যদি ঈমান
আনত, তবে তাদের জন্য ভাল ছিল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তো
ঈমানে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাদের অধিকাংশ না-ফরমান। ১৬৭

উদ্দেশ্য। যে সব বিধানের সম্পর্ক অন্যের সাথে সেগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং
সার্বিক কল্যাণের অনুকূল।

১৬৩: যখন সকল বস্তুর মালিকানা ও সৃষ্টিকার্য এবং প্রত্যেক কাজের পরিণাম
তাঁরই হাতে তখন যুলুম্ কিভাবে ও কি জন্য করা হবে?

১৬৪. উম্মাত মুহাম্মদী জগতের সেরা উম্মাত ৪ পূর্ববর্তী রুকু'র শুরুতে বলা
হয়েছিল 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ' (হে মু'মিনগণ! তোমরা
আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর)। মাঝখানে তার সাথে মিল রেখে কিছু
আদেশ-নিষেধ এবং ওয়াদা ও সতর্কবাণীর উল্লেখ রয়েছে। এখান থেকে আবার সেই
পূর্বের বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট পেশ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, হে মুসলিমগণ! আল্লাহ
তা'আলা তোমাদেরকে সমস্ত উম্মাতের সেরা উম্মাত বানিয়েছেন। তাঁর অনাদি জ্ঞানে
পূর্ব হতেই এটা নির্ধারিত ছিল। পূর্বের নবীগণকেও এটা জানানো হয়েছিল যে, শেষ
নবী যেমন সকল নবীর সেরা হবেন, তেমনি তাঁর উম্মাতও সমস্ত উম্মাত অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন থাকবে। কেননা, তাঁরা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত নবী
লাভ করবে, তাঁদের শরী'আত হবে স্থায়ী ও পরিপূর্ণ। তাঁদের জন্য জ্ঞান-গরিমার দুয়ার
খুলে দেওয়া হবে। তাঁদের প্রচেষ্টা ও কুরবানী দ্বারা ঈমান, আমল ও তাকওয়া'র সমস্ত
শাখা-প্রশাখা পত্র পল্লবে পূর্ণ হয়ে উঠবে। তাঁরা বিশেষ কোন গোষ্ঠী, দেশ ও মহাদেশে
সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তাঁদের কর্মক্ষেত্র গোটা বিশ্ব এবং মানব জীবনের প্রতিটি
শাখা জুড়ে পরিব্যাপ্ত থাকবে। তাঁদের অস্তিত্বই যেন হবে বিশ্ব মানবতার কল্যাণার্থে
এবং যতদূর সম্ভব আল্লাহর বান্দাদেরকে জান্নাতের দুয়ারে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার জন্য।
'أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ' -এর মাঝে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে।

(১১১) لَنْ يَنْصُرُوَكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤَلُّوكُمْ ۚ إِلَّا دُبَّارًا ثُمَّ لَا
يُنْصَرُونَ ۝

১১১. তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কেবল মুখে কষ্ট দেওয়া ছাড়া। আর যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। তারপর তাদের সাহায্য করা হবে না। ১৬৮

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ সূরার নবম রুকু'তে (যখন আল্লাহ নবীগণের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন) দ্বারা নবী করীম (সা.)-এর সর্বব্যাপক নেতৃত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছিল। দশম রুকু'তে (মানুষের জন্য সর্বপ্রথম স্থাপিত গৃহ সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত) দ্বারা এ উম্মাতের কিব্লাই যে শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ করা হয়েছে। একাদশ রুকু'তে (তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধর) দ্বারা এ উম্মাতের কিতাব ও শরী'আতের দৃঢ়তা ব্যক্ত করা হয়েছে। এবারে দ্বাদশ রুকু'র সূচনায় এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব বিঘোষিত হচ্ছে।

১৬৫. মুনকার থেকে বাঁধা দান : মুনকার তথা 'অসৎকার্য'-এর মাঝে কুফর, শিরক, বিদ্'আত, অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার, অবাধ্যতা ও পাপাচার এবং সর্বপ্রকার চরিত্রহীনতা ও অযৌক্তিক কাজকর্ম শামিল। এর থেকে বাধা প্রদানও কয়েকভাবে হতে পারে। কখনও মুখে, কখনও হাতে, কখনও লিখে এবং কখনও অস্ত্র হেঁকে। মোটকথা সব রকমের জিহাদ এর অর্ন্তভুক্ত। এ গুণ যেমন ব্যাপকতা ও গুরুত্বের সাথে এ উম্মাতের মাঝে পাওয়া যায়, তার নবীর পূর্ববর্তী উম্মাত সমূহের মাঝে অনুপস্থিত।

১৬৬. 'আল্লাহর প্রতি ঈমান আন' বলতে কি বুঝায় : 'আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন' বলতে তাঁর তাওহীদ, তাঁর নবী রাসূল ও কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকেও বোঝায়। সত্যি কথা হচ্ছে, পরিপূর্ণ ও খাঁটি তাওহীদের এত ব্যাপকতা ও গুরুত্ব অন্য কোন উম্মাতের মাঝে কখনও ছিল না, যতটা এ উম্মাতের মাঝে রয়েছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠ উম্মাতের মধ্যে দাখিল থাকতে চায়, সে যেন মহান আল্লাহর শর্ত পূরণ করে। আর তা হলো সৎ কাজের আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ ও মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান, যার সারকথা হলো, নিজেও ঠিক হয়ে যাওয়া, অন্যকেও ঠিক করার চেষ্টা করা। এটাই ছিল সাহাবায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্য।

১৬৭. কিতাবীগণ ঈমান আনলে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেত : কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত, তবে তারাও শ্রেষ্ঠ উম্মাতের অর্ন্তভুক্ত থাকতে পারত, ফলে দুনিয়ার

(১১২) ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ اِنَّ مَا تَقِفُوْا اِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

১১২. আল্লাহর হস্ত প্রসারণ ও মানুষের হস্ত প্রসারণ ব্যতিরেকে যেখানেই তাদের দেখা গিয়েছে সেখানেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা অনিবার্য করে দেওয়া হয়েছে। ১৬৯ তারা আল্লাহর ক্রোধ কুড়িয়েছে এবং তাদের উপর দারিদ্র অবশ্যজ্ঞাবী করে দেওয়া হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। এটা এ কারণে যে, তারা নাফরমানী করেছিল ও সীমালংঘন করেছিল। ১৭০

সম্মান বৃদ্ধি হত এবং আখিরাতে দ্বিগুন পুরস্কার লাভ করত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক (যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম, নাজ্জাশী প্রমুখ) ব্যতীত কেউ সত্য গ্রহণ করল না। সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তারা অবাধ্যতাই ভুবে থাকল।

১৬৮. আহলে কিতাব ঈমান না আনলেও তোমাদের চিন্তার কারণ নেই : তাদের অধিকাংশ যদি অবাধ্য থাকে, তা থাকতে দাও। তাদের সংখ্যাধিক্য ও বৈষয়িক আড়ম্বর দেখে তোমাদের শংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই। হে শ্রেষ্ঠ উম্মত! মহান আল্লাহর ওয়াদা শয়তান বাহিনী তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মাতে পরিণত করতে পার। তারা কেবল এতটুকুই করতে পারবে যে, মুখে গালাগালি করবে, কাপুরুষের মত দোষ চর্চা করে বেড়াবে কিংবা ছোট-খাট কোন সাময়িক কষ্ট প্রদান করবে। কিন্তু তোমাদের উপর বিজয় লাভও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা বড় ধরনের কোন ক্ষতি সাধন, তা কখনই করতে পারবে না। রণক্ষেত্রে তোমাদের মুকাবিলা করতে আসলে পিঠ দেখিয়ে পালাবে। কোন দিক হতে তারা এমন কোন সাহায্য পাবে না, যা তাদের পরাজয় রোধ করতে পারবে না। এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরামের যুগে কিতাবীদের এ পরিণতিই ঘটেছিল। ইসলাম ও মুসলিমগণের ধ্বংসের জন্য তারা তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেছিল, কিন্তু একটা পশমও বাঁকা করতে পারেনি। যেখানেই মুকাবিলা হয়েছে তটস্থ গাধার মত পালিয়েছে। সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সাহায্য শ্রেষ্ঠ উম্মাতেরই পক্ষে থেকেছে এবং শত্রু বাহিনী নিদারুণ অসহায় অবস্থায় লাঞ্চিত হয়ে পালিয়েছে বা বন্দী হয়েছে কিংবা করদ প্রজা বনে গেছে। আর আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তি তো আছেই।

(১১৩) لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ الْيَلِ
وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۝

(১১৪) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

১১৩. তারা সকলে সমান নয়। কিতাবীদের মধ্যে এক দল সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। তারা রাত্রিকালে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং সিজদা করে।

১১৪. তারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে, সৎকাজের আদেশ করে, অসৎকাজে নিষেধ করে এবং পূণ্য কর্মে ধাবিত হয়। তারাই সজ্জন। ১৭১

১৬৯. ইয়াহুদীরা চির লাঞ্চিত জাতি : এ আয়াতগুলো বিশেষভাবে ইয়াহুদীদের সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে হয়, বক্তব্যের ধরণ-ধারণ এবং পাক কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা তাই প্রতীয়মান হয়। বলা হয়েছে যে, ইয়াহুদীদের উপর স্থায়ী লাঞ্চার সীল মোহর করে দেওয়া হয়েছে। এ দুর্ভাগ্য যেখানেই যাক লাঞ্চার দাগ কখনও মুছবে না। বড় বড় কোটিপতি ইয়াহুদীও স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পর্গভাবে নিজের জানমাল হিফায়ত করতে পারে না। কেননা, তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র কোথাও নেই। আল্লাহর হস্ত প্রসারণ ব্যতিরেকেও মানে তারা তাওরাতের কিছু অবশিষ্ট রীতি-নীতি মেনে চলে এবং তার বদৌলতে রক্ষা পায়। ‘মানুষের হস্তপ্রসারণ’ মানে তারা কারও প্রজা বনে আছে এবং সেই সুবাদে রক্ষা পাচ্ছে (মুযিহুল-কুরআন)। কোন কোন মুফাস্সির **حَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ** - অর্থ করেছেন ‘আল্লাহর যিম্মাদারী’ এবং **حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ** - অর্থ ‘মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি’ অর্থাৎ মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর যিম্মাদারীতে আসা ব্যতিরেকে তাদের রক্ষা নেই। কেউ বলেন, **حَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ** মানে ইসলাম। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে তারা এ লাঞ্চনা হতে রক্ষা পেতে পারে অথবা চুক্তিবদ্ধ হয়ে। কেননা, সন্ধি চুক্তিও জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে।

১৭০. অর্থাৎ নাফরমানী করে করে সীমাঅতিক্রম করে গেছে, যার শেষ ছিল এই যে, তারা মহান আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন আয়াতসমূহ অস্বীকার করা এবং নিষ্পাপ নবীগণকে হত্যা করার স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়বস্তুর আয়াত ১ম পারায়ও গেছে। সেখানকার টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭১. সমস্ত কিতাবীর অবস্থা এক সমান নয় : এত সব মন্দের মাঝে কিছু সংখ্যক ভালও আছে। এ বিকৃত স্বভাব হতভাগাদের মাঝে এমন কিছু পূণ্যাত্মাও আছে,

(১১০) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝
 (১১১) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
 (১১২) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمَا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

১১৫. তারা যা কিছু ভাল কাজ করবে তা কখনও অসার গণ্য করা হবে না।^{১৭২} আল্লাহ মুত্তাকীগণের সম্বন্ধে অবহিত।^{১৭৩}
১১৬. যে সব লোক কাফির তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সম্মুখে কখনও কোন কাজে আসবে না। তারাই জাহান্নামের আগুনে বাস করবে। সে আগুনে তারা স্থায়ী হবে।
১১৭. এ পার্থিব জীবনে তারা যা ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত যেন এক শিলাময় বায়ু, যা যে জাতি নিজেদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে তাদের শাস্যক্ষেত্রে আঘাত হানে ও তা নিশ্চিহ্ন করে দেয়।^{১৭৪} আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করেন নি; বরং তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।^{১৭৫}

যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সত্য গ্রহণের তাওফীক দেন। ফলে তাঁরা বিধি-বিধানের কোলে আশ্রয় নেয় এবং সত্যের পথে এমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, কোন শক্তি তাদেরকে টলাতে পারে না। তাঁরা রাতের অন্ধকারে সুখের নিদ্রা ও সুকোমল বিছানা ত্যাগ করে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যায়। নিজ মালিকের সম্মুখে বিণয় ও নম্রতা প্রদর্শন করে। নিবেদিত শির মাটির উপর স্থাপিত করে। সালাতে তাঁর কালাম পাঠ করে। আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে পরিপূর্ণ ঈমান রাখে। খাঁটি তাওহীদের অনুসরণ করে। কিয়ামত দিবসকে ভয় করে। যখন কোন ন্যাকাজের দিকে আহ্বান হয়, তখন দ্রুতগামী হয়ে সকলের আগে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর তাঁরা নিজেরাই সুপথে চলে ক্ষান্ত হয় না, বরং অন্যকেও সুপথে আনয়নের চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই ইয়াহুদীদের মধ্যে এই শ্রেণীর লোককেই আল্লাহ তা'আলা সৌভাগ্য ও হিদায়াতের বিশেষ অংশ দান করেছেন। এর দ্বারা আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা.) ও তাঁর সাথীদের বোঝান হয়েছে।

১৭২. বরং দ্বিগুন প্রতিদান লাভ করবে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে **وَأُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ** ১৭২. বরং দ্বিগুন প্রতিদান লাভ করবে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে **وَأُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ** তাদেরকে দ্বিগুন প্রতিদান দেওয়া হবে, যেতে তারা ধৈর্যধারণ করেছে (কাসাস, রুকু-৬)। সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যাখ্যা বর্ণনা দিয়েছেন।

১৭৩. এ কারণেই যখন ইয়াহুদীদের অপকৃষ্টির আলোচনা আসে তখন আল্লাহ তা'আলা এসব মুত্তাকীকে আলাদা রাখেন। তাদের তাকওয়া অনুযায়ী দুনিয়া আখিরাতে তাদের সাথেও ব্যবহার করা হবে সম্পূর্ণ আলাদা।

১৭৪. ঈমান না থাকলে নেক আমল কাজে আসবে না : নেককার ও মুত্তাকীগণের বিপরীতে এখানে কাফিরদের অবস্থা ও পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে বলা হয়েছিল **وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ** (তারা যা কিছু ভাল কাজ করে তা নিষ্ফল করা হবে না) অর্থাৎ মু'মিনগণের মা'মুলী নেক কাজও কাজে আসবে এর বিপরীতে কাফির দুনিয়াতে যা কিছু অর্থ ও শক্তি ব্যয় করে, তা সে নিজ ধারণা অনুযায়ী যত বড় সাওয়াবের কাজই মনে করে করুক, আখিরাতে তার কোনই মূল্য হবে না। কেননা ঈমান ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের আত্মা না থাকার কারণে তার প্রতিটি কাজ নিষ্প্রাণ ও মৃতবৎ। তার প্রতিদানও অনুরূপ ধ্বংসশীল ও নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারা এ দুনিয়াতেই লাভ করে থাকবে। ঈমান ও প্রত্যয়ই হলো আমলের স্থায়ী নিরাপত্তা-বিধানকারী। তার বিহনে আমলের দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করতে পার যে, কোন দুষ্ট মতি যালিম একটি বাগান করল, কিন্তু তাকে শিলাময় বায়ু হতে রক্ষার কোন ব্যবস্থা করল না। সে কিছু দিন পর্যন্ত তার শ্যামলিমা শোভা দেখে মুগ্ধ হতে থাকল ও মনে মনে নানা রকমের আশার জাল বুনে লাগল। কিন্তু সহসা তার হতভাগ্য ও দুর্বৃত্তির কারণে প্রচণ্ড হিমবায়ু তাতে আঘাত হানল এবং মুহূর্তের ভেতর তার সে মন মাতানো বাগানটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলল। আর নিজের সর্বনাশ দেখে সে পরম পরিতাপে কপালে হাত চাপড়াতে লাগল। না তার কোন আশা পূরণ হল, না প্রয়োজন কালে বাগানের ফসল দ্বারা উপকৃত হতে পারল। এ ধ্বংস ও সর্বনাশ যেহেতু তার যুলুম ও দুর্বৃত্তির শাস্তি ছিল, তাই এ বিপদের কারণে পরকালীন কোন বদলাও তার নসীব হবে না, যেমন মু'মিনদের নসীব হয়ে থাকে। হুবহু এই দৃষ্টান্ত সেই কাফিরদের জন্যও প্রযোজ্য, যারা কুফরের উপর বিদ্যমান থেকে নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বহু দান-খয়রাত করে। আর যে সব হতভাগা নিজের অর্থ ও শক্তি সব কিছু হক ও হকপন্থীদের শত্রুতায় কিংবা পাপাচারে পিছনে ব্যয় করে, তাদের অবস্থা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। তার যে কেবল নিষ্ফল ব্যয় করে তাই নয়, বরং অর্থ ব্যয় করে নিজেদের জন্য আরও দুর্ভোগ কিনে লয়। তাদের সকলের জেনে রাখা উচিত ধন-জন কোন কিছুই আলাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না। আর মুত্তাকীগণের মুকাবিলায় তারা নিজেদের আশা-আকাংক্ষা পূরণেও কামিয়াব হতে পারবে না।

(১১৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبْرًا
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَىٰ صُدُ
ورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۝

১১৮. হে মু'মিনগণ! তোমাদের আপন জন ব্যতীত কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে ঢাটি করে না। তোমরা যত কষ্ট পাও তারা খুশী হয়। তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ টপকে পড়ে। তাদের অন্তরে যা গোপন আছে তা আরও গুরুতর। আমি তোমাদেরকে নিদর্শন বাতলে দিলাম, যদি তোমাদের বোধশক্তি থাকে। ১৭৬

বিশেষ জ্ঞাতব্য : 'ريح' - শব্দের একবচন কুরআন মাজীদে সাধারণভাবে 'আযাব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- وَلَئِن أَرْسَلْنَا رِيحًا - رِيحُ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ - আর বহুবচনে 'رياح' -এর ব্যবহার হয়েছে 'রহমত' অর্থে যেমন- يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا - وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِعَ - يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٌ - আর হায়্যান (র.) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

১৭৫. এরূপ মনে করা ঠিক হবে না যে, কাফিরের পুণ্যকাজ কবুল করা না হলে সে তো মহান আল্লাহর পক্ষ হতে (নাউযুবিল্লাহ) যুল্ম হল। না এ যুল্ম তো সে নিজ হাতে নিজের উপর করেছে, কুফর অবলম্বন না করলে তো দুর্ভোগ তার পোহাতে হতো না।

১৭৬. ইয়াহুদী খৃষ্টান ও মুশরিকরা কখনো মুসলিমদের বন্ধু হতে পারে না : কোন কোন মুফাস্সিরের মতে এ আয়াতগুলো ইয়াহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা, কতিপয় মুসলিম তাদের প্রতিবেশী বা ইসলাম পূর্বকালীন মৈত্রীর কারণে তাদের সাথে যে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে আসছিল, ইসলামের পরেও তা যথারীতি বহাল রেখেছিল। এমনকি সে বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করে মুসলিমগণের একান্ত গোপনীয় বিষয়াদিও তাদের কাছে গোপন রাখতে চেষ্টা করত না। কারও মতে এ সব আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা, সাধারণভাবে মুসলিমগণ তাদের বাহ্যিক ইসলাম দৃষ্টে তাদের সাথে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করত না, যদ্বারা সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। আল্লাহ তা'আলা এ স্থলে পরিস্কার ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মুসলিমগণ তাদের ইসলামী ভাইদের ছাড়া কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাবে না। কেননা, ইয়াহুদী হোক, কি খৃষ্টান, মুনাফিক হোক, কি মুশরিক তাদের কোনও

(১১৭) هَآأَنَآءُ أُولَآءِ تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا الْقُتُوبُ قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خُلُوعُ عَصَاكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا نَامِلَ مِنَ الْغِيْظِ قُلْ مُؤْتَا بَغْيِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

১১৯. শোন, তোমরা তাদের বন্ধু, কিন্তু তারা তোমাদের বন্ধু নয় এবং তোমরা সমস্ত কিতাব মান। ১৭৭ তারা যখন তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা মুসলিম ১৭৮ আর যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙ্গুল কামড়ে খায়। ১৭৯ বল, তোমরা নিজেদের আক্রোশেই মর, ১৮০ অন্তরের কথা আল্লাহ্ সম্যক অবগত। ১৮১

সম্প্রদায়ই প্রকৃতপক্ষে তোমাদের কল্যাণকামী নয়। বরং তারা সর্বদা এ ফিকিরেই থাকে যে, তোমাদেরকে ঘুমে রেখে কী ভাবে তোমাদের ক্ষতি করবে এবং পার্থিব ও দীনি অনিষ্টে লিপ্ত করবে। তাদের একান্ত কামনা এটাই যে, তোমরা দুঃখ-কষ্টে থাক এবং কোনও না কোনও উপায়ে তোমাদের দীনী ও দুনিয়াবী ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হয়। তাদের অন্তরে তোমাদের প্রতি যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সে তো অনেক বেশি। কিন্তু বিদ্বেষ ও আক্রোশে আলোড়িত হয়ে তারা অনেক সময় খোলাখুলি এমন কাজ করে বসে, যা তাদের গভীর দুশমনীর পরিচয় দেয়, শত্রুতা ও বিদ্বেষের আতিশয্যে তখন তাদের রসনা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কাজেই এরূপ দুষ্টমতি শত্রুকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমান লোকের কাজ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা দোস্ত ও দুশমনের আলামত এবং বন্ধুত্বের বিধান সুস্পষ্টরূপে বাতলে দিয়েছেন। যার বোধশক্তি আছে সে এগুলো কাজে লাগাবে। কাফিরদের সাথে সাথে মৈত্রীর কিছু নীতিমালা পূর্বের সূরায়ে গেছে, আর কিছু সূরা মায়িদাহ্ ইত্যাদিতে আসবে।

১৭৭. ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকরা তোমাদের বন্ধু নয়, বরং শেকড় কাটা শত্রু ৪ এটা কতই না অযৌক্তিক যে, তোমরা তাদের বন্ধুত্বে পাগল পারা অথচ তারা তোমাদের বন্ধু নয়। বরং শেকড়-কাটা শত্রু। আর মজার কথা হচ্ছে তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবে বিশ্বাস কর, তা সে কিতাব যে সম্প্রদায়েরই হোক এবং যে কোনও কালে যে নবীর প্রতিটিই অবতীর্ণ হোক। আল্লাহ্ যে কিতাবের নাম জানিয়ে দিয়েছেন তার প্রতি তো সুনির্দিষ্টভাবে আর যার নাম জানান নি তার প্রতি সাধারণভাবে বিশ্বাস রাখ। পক্ষান্তরে, তারা তোমাদের নবী ও কিতাবকে স্বীকার করে না; খোদ নিজেদের কিতাবেও তাদের বিশ্বাস বিগুহ্ন নয়। এ হিসেবে উচিত ছিল তারা তোমাদের প্রতি কিছু হলেও ভালবাসা রাখবে আর তোমরা তাদের উপর প্রচণ্ড ঘৃণা ও অসন্তোষ পোষণ করবে। কিন্তু এ স্থলে ব্যাপার উল্টো চলছে।

(১২০) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا
وَإِنْ تُصِبرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ
مُحِيطٌ ۝

১২০. তোমাদের কিছু মঙ্গল সাধিত হলে তাদের খারাপ লাগে, আর তোমাদের কোন অমঙ্গল হলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। ১৮২ তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর ও তাক্ওয়া অবলম্বন কর তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কিছু ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে তা আল্লাহর আয়ত্তাধীন। ১৮৩

১৭৮. মুনাফিকরা তো বলতই এমনকি ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরাও তর্ক-বিতর্ককালে 'أُمَّتًا' (আমরাও মুসলিম) বলে এই অর্থ নিত যে, আমরা নিজেদের কিতাবে বিশ্বাস রাখি ও তা স্বীকার করি।

১৭৯. অর্থাৎ ইসলামের উন্নতি ও মুসলিমদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও হৃদয়তা দেখে তাদের গাত্রদাহ হয়। আর এর বিরুদ্ধে কিছু করতে না পেরে আক্রোশের তীব্রতায় শুধু দাঁত পেঁষে ও আংগুল কামড়ায়।

১৮০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণকে আরও উন্নতি ও বিজয় দান করবেন। তোমরা আক্রোশে জ্বলে মরতে থাক। তোমরা গোড়ালী পিষে পিষে যদি মরেও যাও, তবুও তোমাদের আশা পূরণ হবে না। আল্লাহ পাক ইসলামকে বিজয়ী ও উন্নত শির করেই ছাড়বেন।

১৮১. এ জন্যই মুসলিমগণকে ওই দুর্বৃত্তদের ভিতরের অবস্থা ও মনোবৃত্তি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি ও এমন দিবেন যা তাদের অভ্যন্তরীণ চরিত্র ও গোপন ষড়যন্ত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।

১৮২. অমুসলিমরা মুসলিমদের হিতাকাংক্ষী নয় : তারা তোমাদের সামান্য মঙ্গলও যদি দেখে, যেমন তোমাদের ঐক্য ও সম্প্রীতি বা শত্রুর উপর বিজয় তা হলে হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। আবার তোমাদের কোন বিপদ চোখে পড়লেই তারা আনন্দে আটখানা হয়ে যায়। এরূপ নীচ প্রকৃতির লোকদের পক্ষ হতে সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনার কী আশা থাকতে পারে যে, তাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ানো হবে?

১৮৩. দুশমনের দুশমনী থেকে বাঁচার উপায় : অসম্ভব নয় কারও মনে এই ধারণার সৃষ্টি হতে পারত যে, আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না রাখলে তারা তো আরও বেশি আক্রোশদগ্ন ও ক্রোধান্বিত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে তাফসীরে উসমানী — ৩৭

(১২১) وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

(১২২) إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّهَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

(১২৩) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ۚ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ۝

১২১. আর যখন সকাল বেলা তুমি নিজ ঘর হতে বের হয়ে মুসলিমদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে স্থাপন করছিলে এবং আল্লাহ সব কিছু শোনেন, জানেন।
১২২. যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দল কাপুরুষতা প্রদর্শনের মনস্থ করেছিল আর আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন এবং আল্লাহরই প্রতি মুসলিমদের নির্ভর করা উচিত।
১২৩. এবং বদর যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।^{১৮৪}

থাকবে এবং আমাদের যথাসম্ভব বেশি ক্ষতি করতে তৎপর থাকবে। এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা ধৈর্য ও সহ্য এবং তাকওয়া ও পবিত্রতায় যথারীতি প্রতিষ্ঠিত থাকলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন চক্রান্ত ও ছল-চাতুরি সফল হবে না। তারা যা কিছু কারসাজি করে তা মহান আল্লাহর অজানা নয়। তিনি যে কোন সময়ে তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম। তোমরা মহান আল্লাহর সাথে তোমাদের সম্পর্ক ঠিক রাখ। তা হলে তোমাদের পথের সব কাটা সরিয়ে দেওয়া হবে। সামনে উহুদ যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, যে যুদ্ধে কতিপয় মুসলিম মুনাফিকদের অপতৎপরতায় কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল এবং মুসলিমগণের দু'টি দল তো ধৈর্য ও তাকওয়ার আঁচল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, যদ্বারা মুনাফিকদের আনন্দ লাভের সুযোগ হত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং সে গোত্রদ্বয়কে ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক পদাশ্রয় হতে রক্ষা করেন।

১৮৪. উহুদ যুদ্ধের বিবরণ ও শিক্ষা : এ আয়াতে উহুদ যুদ্ধের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। হিজরী দ্বিতীয় সনের রামাযান মাসে বদর প্রান্তরে কুরাইশ

বাহিনী ও মুসলিম মুজাহিদগণের মাঝে মুকাবিলা হয়। তাতে কুরায়শের সত্তর জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত ও সমপরিমাণ বন্দী হয়। এই ধ্বংসাত্মক ও লাঞ্ছনাকর পরাজয়ে কুরায়শদের প্রতিশোধ-স্পৃহা লেলিহান হয়ে ওঠে। নিহত সর্দারদের আত্মীয়-স্বজন সমগ্র আরববাসীর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত হেনে উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা করে এবং মক্কাবাসীদের কাছে আপীল করে যে, বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া হতে যে মালামাল নিয়ে এসেছে (যা কি-না বদর যুদ্ধের কারণ হয়েছিল) সবটাই এ অভিযানের জন্য উৎসর্গ করে দেওয়া হোক, যাতে আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-ও তাঁর সাথীদের থেকে আমাদের নিহত ব্যক্তিদের রক্তের বদলা গ্রহণ করতে পারি। সকলে তা মঞ্জুর করল। হিজরী তৃতীয় সনে কুরায়শদের সাথে অন্যান্য বহু গোত্র ও মদীনায় চড়াও হওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে। এমন কি নারীরাও তাদের সঙ্গে যোগদান করে, যাতে সময় মত পুরুষদের মনে লজ্জা জাগিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন হতে ফেরাতে পারে। পূর্ণ অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত এই দিন হাজার সৈন্যের বাহিনী মদীনার তিন মাইল দূরে উহুদ পাহাড়ের নিকট পৌঁছে শিবির স্থাপন করল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে পরামর্শে বললেন। তাঁর মত ছিল মদীনার ভিতরে থেকে যুদ্ধ করা। কারণ, তাতে শত্রুর মুকাবিলা করে সহজে জয়লাভ করা যায়। তাঁর একটি স্বপ্নও এ মতের পক্ষে ছিল। এই প্রথমবার মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই-এর কাছেও পরামর্শ চাওয়া হয়। তার মত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতের অনুরূপ ছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক প্রেরণা-উদ্দীপিত মুসলিম, যাঁরা বদর যুদ্ধে শরীক থাকতে পারেননি এবং শাহাদতের আশ্রয় যাঁদের পাগলপারা করে তুলেছিল, তাঁরা পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে, আমাদের বাইরে গিয়েই শত্রুর মুকাবিলা করা উচিত। যাতে তাঁরা আমাদেরকে কাপুরুষ ও দুর্বল মনে করতে না পারে। সংখ্যাধিক্যের রায় এ দিকেই গেল। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলাকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) উঠে ভিতরে চলে গেলেন এবং বর্ম পরিধান করে বের হয়ে আসলেন। তখন কেউ কেউ উপলব্ধি করলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাঁর মতের বিরুদ্ধে বাইরে গিয়ে লড়াই করতে বাধ্য করছি। তাঁরা আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ইচ্ছা না হলে ভিতরে থেকেই যুদ্ধ করুন। তিনি বললেন, একজন নবীর পক্ষে শোভন নয় যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ না করেই তা খুলে ফেলবে। তিনি যখন মদীনা হতে রওয়ানা হলেন, তখন তাঁর সাথে আনুমানিক এক হাজার লোক ছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই তিনশ' লোক নিয়ে (যাদের মধ্যে কতিপয় মুসলিমও ছিল) এই বলে রাস্তা হতে ফিরে গেল যে, যখন আমার পরামর্শ শোনা হল না, অন্যের পরামর্শ অনুসারেই যুদ্ধ করা হয় তখন আমার যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অনর্থক নিজেকে কেন ধ্বংসের সম্মুখীন করব? অনেকে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু কোন ফল হল না। শেষতক নবী করীম (সা.)

(১২৪) اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُبَدِّلَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلَكَةِ مُنْزِلِينَ ۝

১২৪. যখন তুমি মুসলিমদের বলছিলে, তোমাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাহায্যার্থে আসমান হতে অবতরণকারী তিন হাজার ফিরিশ্তা পাঠাবেন? ১৮৫

মাত্র সাতশ' সৈন্য নিয়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তিনি স্বয়ং সামরিক কৌশলে ব্যুহ রচনা করলেন। প্রত্যেক দলকে যথাস্থানে স্থাপিত করলেন। তাদের নির্দেশ দিলেন, আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যুদ্ধ শুরু করবে না। এরই মাঝে আবদুল্লাহ ইবন উবাইর দল ত্যাগের কারণে বানু হারিসা ও বনু সালিমা- এ দুই গোত্রের মনে কিছুটা দুর্বলতার সৃষ্টি হল, মুসলিমগণের সংখ্যা লঘিষ্ঠতা দেখে তাদের মন ভেঙ্গে গেল। এমন কি তারা রণক্ষেত্র ত্যাগ করারও চিন্তা করল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সাহায্য করলেন এবং তাদের মনে সাহস যোগালেন ও বুঝালেন যে, এক আল্লাহর সাহায্যের উপরই মুসলিমদের ভরসা থাকা চাই। সৈন্য সংখ্যা ও সমরাস্ত্র কোন ব্যাপারই নয়। তিনি জয়ী করতে ইচ্ছা করলে সকল সামগ্রী এমনিই পড়ে থাকে এবং অদৃশ্য সাহায্য দ্বারা বিজয় অর্জিত হয়, যেমন বদর যুদ্ধে হয়েছিল। কাজেই মুসলিমগণের কেবল আল্লাহকেই ভয় করা উচিত, যাতে তাঁর পক্ষ হতে অতিরিক্ত অনুগ্রহ লাভ হয় এবং আরও বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ হয়। বদর যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ সূরা আনফালে আসবে, তথাকার টীকা দ্রষ্টব্য।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : দুই দল দ্বারা বানু হারিসা ও বানু সালিমাকে বোঝান হয়েছে। এ আয়াতে তাদের ভৎসনা করা হলেও তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতেন, এ আয়াত নাযিল না হওয়া আমাদের কাম্য ছিল না। কেননা এ ভৎসনা অপেক্ষা وَلِيُّهُمَا (আল্লাহ তাদের অভিভাবক)-এর সুসংবাদ অনেক বড়।

১৮৫. অর্থাৎ যাদেরকে আসমান হতে কেবল এ কাজের জন্যই পাঠানো হবে। অধিকাংশ আলেমের মতে এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা, যখন কাফিরদের বিশাল বাহিনী ও রণ-প্রস্তুতি দেখে মুসলিমদের মনে উৎকণ্ঠা জাগল, তখন তিনি সান্ত্বনা দানের জন্য এরূপ বলেছিলেন। কাজেই, আকাশ থেকে ফিরিশ্তাদের বাহিনী পৌঁছে গেল। সূরা আনফালে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে। সেখানেই ফিরিশ্তা অবতরণের তাৎপর্য ও তাঁদের সংখ্যা সম্পর্কে বর্ণনার মাঝে বাহ্য স্ববিরোধিতা সম্পর্কে আলোচনা কর হবে।

(১২৫) بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلِفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝

(১২৬) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۖ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

১২৫. অবশ্যই, তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর ও সাবধান হয়ে চল এবং তারা তোমাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়, তবে তোমাদের প্রতিপালক চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফিরিশ্তার সাহায্য পাঠাবেন। ১৮৬

১২৬. আর এটা তো আল্লাহ্ তোমাদের মনোরঞ্জননের জন্য এবং এই হেতু করেছেন, যাতে এর দ্বারা তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। সাহায্য তো কেবল আল্লাহরই পক্ষ হতে, যিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। ১৮৭

১৮৬. বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি : তিন হাজার নিঃসন্দেহে যথেষ্ট। তবুও তোমরা যদি ধৈর্য ও স্তৈর্যের পরিচয় দিতে পার, তাকওয়া অবলম্বন করে নাফরমানী হতে বেঁচে থাক এবং কাফির সৈন্য তোমাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়, তা হলে তিন হাজারের স্থলে পাঁচ হাজার ফিরিশ্তা পাঠান হবে, যারা বিশেষভাবে চিহ্নিত থাকবে এবং তাদের ঘোড়াগুলোর উপরও বিশেষভাবে চিহ্ন লাগানো থাকবে। বদর যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। তাই প্রথমে সে অনুযায়ী এক হাজার ফিরিশ্তার ওয়াদা করা হয়; যেমন সূরা আনফালে বর্ণিত হবে। পরে মুসলিমগণের উৎকর্ষ দূর করার জন্য এ সংখ্যা তিনগুন করে দেওয়া হয়, যেহেতু কাফিরদের সংখ্যা তাদের তিনগুন ছিল। তারপর ইমাম শা'বী (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী মুসলিমগণ যখন সংবাদ পেল মুশরিকদের সাহায্যার্থে কুরয ইব্ন জাবির বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ছুটে আসছে, তখন আবার নতুন ত্রাস দেখা দিল, যা দূরীকরণ ও অতিরিক্ত মনোবল সৃষ্টির জন্য ওয়াদা করা হয়েছে যে, তোমরা ধৈর্য ও তাকওয়ার পরিচয় দিলে আমি তোমাদের সাহায্যে পাঁচ হাজার ফিরিশ্তা পাঠাব। মুশরিকদের সাহায্য যদি তোমাদের সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায়ও এসে পড়ে তবুও চিন্তা করো না। আল্লাহ্ তা'আলা যথাসময়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। পাঁচ হাজারের ওয়াদা সম্ভবত এই কারণে করা হয়ে থাকবে যে, সৈন্যদের পাঁচটি অংশ হত। প্রত্যেক অংশে যাতে এক হাজার ফিরিশ্তার সাহায্য লাভ হয়। কুরয ইব্ন জাবির শেষ পর্যন্ত মুশরিকদের নিকট পৌঁছায়নি। তাই কারও কারও মতে পাঁচ হাজারের ওয়াদাও পূর্ণ করা হয়নি। কেননা এটা (এবং তারা যদি তোমাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়)-এর শর্ত

(১২৭) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ۝

(১২৮) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۝

১২৭. কতক কাফিরকে ধ্বংস করার কিংবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য; যাতে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। ১৮৮

১২৮. তোমার ইখতিয়ার কিছুই নেই, হয় আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবা কবুল করবেন, অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন, যেহেতু তারা অন্যায়ের উপর আছে। ১৮৯

সাপেক্ষ ছিল। কেউ বলেন, পাঁচ হাজার ফিরিশ্তা ঠিকই অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহই ভাল জানেন। সূরা আনফালে এ সম্পর্কে অতিরিক্ত আলোচনা আসবে।

১৮৭. গায়বী সাহায্যের কারণ ও তাৎপর্য : অসাধারণভাবে বাহ্যিক উপকরণের আকারে এসব গায়বী উপকরণের ব্যবস্থা কেবল এই জন্যই করা হয়েছে, যাতে তোমাদের অন্তর হতে ভীতি ও উৎকণ্ঠা দূর হয়ে প্রশান্তি ও সাহস সঞ্চার হয়। অন্যথায় মহান আল্লাহর সাহায্য এসব বস্তুর মাঝে সীমাবদ্ধ নয় এবং তা উপকরণের মুখাপেক্ষীও নয়। তিনি ইচ্ছা করলে আপন অপার শক্তি বলে ফিরিশ্তা ছাড়াই তোমাদের কাজ সমাধা করে দিতে পারেন; বরং তোমাদের মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি কাফিরদেরকে ব্যর্থকাম ও ধ্বংস করে দিতে পারেন। তিনি এক ফিরিশ্তা দ্বারাও পাঁচ হাজার ফিরিশ্তার কাজ নিয়ে নিতে পারেন। ফিরিশ্তারা যে সাহায্য করেন তা তো সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছা ও হুকুমেই করে থাকেন। স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বাধীন ক্ষমতা কারও নেই। কোথায় কি প্রকারের আসবাব উপকরণ দ্বারা কার্য সমাধা করা হবে তা তিনিই ভাল জানেন। অদৃশ্য কার্যক্রমের রহস্যাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

১৮৮. ফিরিশ্তা পাঠানোর উদ্দেশ্য : ফিরিশ্তা পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের সাহায্য করা, যাতে তোমাদের অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং মহান আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ ও প্রশান্তি লাভ করে স্থির চিত্ত ও সাহসিকতার সাথে শত্রুর মুকাবিলা করতে পার। আর এর উদ্দেশ্য ছিল কাফিরদের শক্তি ধ্বংস করা, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলা, তাদের খ্যাতনামা ও নেতৃস্থানীয় মুশরিকদের হত্যা করা এবং অবশিষ্টদেরকে শত লাঞ্ছনার সাথে ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দেওয়া। কাজেই এমনই ঘটেছিল। সত্তর জন সর্দার নিহত হয়, যাদের মধ্যে এ উম্মাতের ফির'আওন আবু জাহুলও ছিল। আর সত্তর জন বন্দী হয় এবং বাকিরা চরম লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায়।

(১২৭) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ
مَن يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১২৯. যা কিছু আকাশ মন্ডলীতে ও যা কিছু যমীনে আছে তা আল্লাহরই সম্পত্তি। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৯০

১৮৯. আয়াতটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট : উল্লেখ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবী শহীদ হন। তাঁদের মধ্যে প্রিয়নবী (সা.)-এর চাচা শহীদ শ্রেষ্ঠ হামযা (রা.) ও ছিলেন। মুশরিকরা নেহায়েত পাশবিকতার সাথে শহীদানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলে ও পেট ফেঁড়ে ফেলে। এমন কি হিন্দা হযরত হামযা (রা.)-এর হৃদপিণ্ড বের করে চিবায়। বিস্তারিত ঘটনা সামনে আসবে। সারমর্ম এই যে, এ যুদ্ধে প্রিয় নবী (সা.) ও প্রচণ্ড আহত হন। সামনের চারটি দাঁতের নীচের পাটির ডানেরটি শহীদ হয়ে যায়। শিরস্ত্রাণের কড়া ভেঙে গন্ড মুবারকে ঢুকে যায়। পবিত্র ললাটদেশও যখম হয়। রক্তে সারা দেহ মুবারক ভেসে যায়। এ অবস্থায় তাঁর পা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তিনি মাটিতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। কাফিররা গুজব ছড়িয়ে দিল **ان محمدا قد قتل** (মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ))। এ কথা শুনে সমগ্র বাহিনী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসে। তখন তাঁর পবিত্র মুখ হতে নিঃসৃত হচ্ছিল, ওই সম্প্রদায় কী করে সফলকাম হতে পারে, যারা তাদের নবীর মুখমণ্ডল যখম করে দেয়, অথচ তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান করছিলেন। মুশরিকদের পাশবিক নির্যাতন দেখে তিনি সহ্য করতে পারেননি। তাদের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতি তিনি অভিসম্পাত করতে উদ্যত হন বা গুরুত্ব করে দেন। বলা বাহুল্য, তিনি সর্বতোভাবে তাতে ন্যায়ের উপরই ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় ছিল তিনি স্বীয় মহিমাম্বিত পদমর্যাদা অনুযায়ী তারও উপরে অবস্থান করবেন। তারা যুলুম করতে থাকবে, কিন্তু তিনি নীরব থাকবেন। তাঁকে যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যথা দাওয়াত, তাবলীগ, জিহাদ ইত্যাদি, তাতেই তিনি নিয়োজিত থাকবেন। আর তাদের পরিণাম আল্লাহর উপর ন্যস্ত করবেন। তাঁর যা ইচ্ছা করবেন। তাঁর অভিসম্পাতের ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেয়ে কি এটা ভাল নয় যে, সে শত্রুদেরকেই ইসলামের রক্ষক ও তাঁর প্রতি উৎসর্গিত প্রাণ অনুরাগী বানিয়ে দেওয়া হবে? কাজেই, যাদের প্রতি তিনি অভিসম্পাত করতে চেয়েছিলেন, কিছু দিনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকেই তাঁর কদম মুবারকে এনে গড়িয়ে দিলেন এবং ইসলামের উৎসর্গিতপ্রাণ সৈনিক বানিয়ে দিলেন।

(১২.) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ০

১৩০. হে মু'মীনগণ! তোমরা দ্বিগুনের উপর দ্বিগুন^{১৯১} সুদ খেওনা^{১৯২} এবং
আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়।^{১৯৩}

মোদাকথা 'لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ' -এর দ্বারা প্রিয় নবী (সা.)-কে সচেতন করা হয়েছে যে, বান্দার কোন ইখতিয়ার নেই এবং তার জ্ঞানও নয় সর্বব্যাপী। আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন। কাফিররা যদিও তোমাদের শত্রু ও যালিম, কিন্তু আল্লাহ পাক চাইলে তাদেরকে হিদায়াতও দিতে পারেন আর চাইলে আযাবও দিতে পারেন। তুমি তাদের অভিসম্পাত করতে যেও না। কোন কোন রিওয়াযাত দ্বারা এ আয়াতের অন্য শানে নুযূলও পাওয়া যায়। এস্থলে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। 'ফাতহুল-বারী' গ্রন্থে কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

১৯০. অর্থাৎ সমগ্র আসমান ও যমীনে এক আল্লাহরই ইখতিয়ার ও কর্তৃত্ব চলে। সকলে তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই মালিকানাধীন। তিনি যাকে সমীচীন মনে করেন ঈমানের তাওফীক দিয়ে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা কুফরের শাস্তি দেয়ার জন্য পাকড়াও করবেন। সম্ভবত শেষে 'وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তুমি যাদের প্রতি অভিসম্পাত করতে চাচ্ছিলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঈমান দিয়ে ক্ষমাপ্রাপ্ত ও অনুগ্রহীত করবেন।

১৯১. পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য এবং অবৈধ মালের অপকারিতা : উহুদ যুদ্ধের আলোচনায় সুদের নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ ব্যাহত সঙ্গতিহীন মনে হয়। তবে হয়ত এরূপ একটি সম্পর্ক থেকে থাকবে যে, পূর্বে تَفْشَلَا أَنْ تَفْشَلَا مِنْكُمْ (যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দল ভীরুতা প্রদর্শন করতে যাচ্ছিল) এর মাঝে জিহাদ চলাকালে কাপুরুষতা প্রদর্শনের উল্লেখ ছিল। সুদ খেলে অন্তরে কাপুরুষতা জন্মায়। এক তো এই কারণে যে অবৈধ মাল খেলে ইবাদত-আনুগত্যের তাওফীক কম হয়। বলা বাহুল্য, জিহাদ একটি বড় ধরনের ইবাদত। দ্বিতীয়, কারণ হচ্ছে সুদ গ্রহণ চরম কার্পণ্যের পরিচায়ক। কেননা, সুদখোর চায় নিজের যে পরিমাণ অর্থ দিয়েছিল তা তো উসূল করবেই, সেই সাথে সে অর্থ দিয়ে অন্যের যে উপকার হয়েছিল তা মুফতে ছাড়বে না; আলাদাভাবে তার বিনিময় উসূল করে। অর্থের ব্যাপারে যে ব্যক্তি এতই কৃপণ যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যও কারও প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাতে পারে না, সে মহান আল্লাহর পথে প্রাণ দেবে কী করে? আবু হায়্যান লেখেন, সে

০ (১২১) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

০ (১২২) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

১৩১. এবং তোমরা সেই আগুন হতে আত্মরক্ষা কর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৯৪

১৩২. এবং তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মান, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। ১৯৫

সময় ইয়াহুদীদের সাথে মুসলিমগণের সুদী কারবার চলত, যে কারণে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা মুশকিল ছিল। যেহেতু ইতিপূর্বে 'لَا تَأْخُذُوا بِلَغْوٍ' বলে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে উহদের যুদ্ধে ইয়াহুদী মুনাফিকদের কারসাজিও বেশ কাজ করেছিল, তাই সাবধান করা হয়েছে যে, সুদী কারবার ত্যাগ কর, নচেৎ এ কারণে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ওই অভিশপ্তদের সাথে সম্পর্ক কায়ম থাকবে, যা ভবিষ্যতে সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

১৯২. সুদ অল্প হোক আর বেশী হোক সবই হারাম : এর অর্থ এটা নয় যে, সামান্য সুদ গ্রহণ করতে পার, দ্বিগুনের উপর দ্বিগুন নিও না। আসল কথা হচ্ছে, প্রাক-ইসলামী যুগে সুদী লেনদেন এরূপই ছিল, আমাদের দেশে বেনিয়ারা যেমন করে থাকে। একশ' টাকা দিয়ে তাতে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত একশ' টাকার বিনিময়ে হাজার হাজার টাকার জায়েদাদের মালিক বনে বসে। এ পদ্ধতিকেই এ স্থলে 'أَضْعَافُ مُضَاعَفَةٍ' - দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সুদ তো এমনিতেই মন্দ ও অবৈধ। আর এ পদ্ধতি তো জঘন্য পর্যায়ে নিকৃষ্ট, যেমন কেউ বলল, মিয়া মসজিদে গালি দিও না। এর অর্থ এ নয় যে, মসজিদের বাইরে গাল দেওয়ার অনুমতি আছে; বরং অতিশয় মন্দ ও ঘৃণ্য হওয়ার ক্ষেত্রেই এরূপ বলা হয়ে থাকে।

১৯৩. অর্থাৎ সুদ খাওয়ার কল্যাণ নেই, বরং তোমাদের কল্যাণ হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করে সুদ খাওয়া ত্যাগ করার মাঝে।

১৯৪. অর্থাৎ সুদখোর জাহান্নামে যায়, যা মূলত কাফিরদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে।

১৯৫. রাসূলের আদেশ মূলত আল্লাহরই আদেশ : রাসূলের আদেশ মানাও প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর আদেশ মানার শামিল। কেননা, তিনি আদেশ করেছেন, আমরা যেন নবীর আদেশ মানি ও তাঁর পূর্ণ অনুগত হয়ে চলি। যে সব নির্বোধ

(১২৩) وَ سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۚ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝

(১২৪) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْنِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

১৩৩. এবং তোমরা ধাবিত হও আপন প্রতিপালকের ক্ষমতার দিকে এবং জান্নাতের দিকে, ১৯৬ যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের ন্যায়, ১৯৭ যা প্রস্তুত হয়েছে মুত্তাকীগণের জন্য।

১৩৪. যারা ব্যয় করে যায় সুখে-দুঃখে ১৯৮ এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন। ১৯৯

ইবাতদ ও ইতা'আত (আনুগত্য) এর পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে না, তাহাই রাসূলের ইতা'আতকে শিরক বলে। উহুদ যুদ্ধে রাসূলের আদেশ লংঘিত হয়েছিল যেমন সামনে বর্ণিত হবে, তাই ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হয় যে, মহান আল্লাহর রহমত ও সাফল্যের আশা তখনই করা যেতে পারে, যখন তোমরা আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলের কথা অনুযায়ী চলবে।

১৯৬. অর্থাৎ সেই সব আমল ও আখ্লামের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়, যা মহান আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী ক্ষমা ও জান্নাতের উপযুক্ত বানিয়ে দেয়।

১৯৭. মানুষের কল্পনায় আসমান-যমীনের প্রশস্ততা অপেক্ষা বেশি প্রশস্ততা ঠাই পায় না। তাই বোঝানোর জন্য জান্নাতের প্রশস্ততাকে এরই সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেন বলা হল, জান্নাতের প্রশস্ততা যতদূর বেশি সম্ভব আন্দাজ করে নাও। আর প্রশস্ততা যখন এই পরিমাণ তখন মহান আল্লাহই জানেন দৈর্ঘ্যের অবস্থা কী?

১৯৮ মু'মিনগণের কতক অনন্য বৈশিষ্ট্য : তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ও মহান আল্লাহকে ভোলে না এবং দুঃখ-কষ্টের সময়ও মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় না। সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত থাকে। তারা সুদখোরদের মত কৃপণ ও অর্থপূজারী নয়। অর্থাৎ দৈহিক জিহাদের সাথে আর্থিক জিহাদও তারা করে।

১৯৯. রাগ হজম করে ফেলাই বড় গুণ। তদুপরি তারা অন্যের অন্যায় আচরণ বা ভুল-ত্রুটিও ক্ষমা করে দেয়। কেবল ক্ষমাই কি? বরং তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও সদাচরণ করে। সম্ভবত পূর্বে যাদের সম্পর্কে রাগ হজম করতে ও ক্ষমা করে দিতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাছাড়া যে সকল সাহাবী উহুদ যুদ্ধে আদেশ লংঘন করেছিলেন বা পলায়ন করেছিলেন তাদের ত্রুটি ক্ষমা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ও তাদের প্রতি দয়াপরবশ হতে বলা হয়েছে।

(১৩৫) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَا
سْتَغْفَرُوا وَإِلَّا تَتُوبَ بِهِمْ ۖ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ فَمَا لَهُ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ وَلَمْ يُصِرُّوا
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

(১৩৬) أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝

১৩৫. এবং সেই সব লোক, যারা কখনও কোন প্রকাশ্য পাপ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি অন্যায় আচরণ করলে ২০০ আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত পাপ মোচনকারী আর কে আছে? এবং তারা জেনেশুনে কৃতকর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটায় না।

১৩৬. তাদেরই প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং বেহেশ্ত এবং বেহেশ্ত যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তারা সে বেহেশ্তে স্থায়ী হয়ে থাকবে। আর কর্মশীলগণের পারিশ্রমিক কতই না উত্তম। ২০১

২০০. অর্থাৎ এমন কোন অশ্লীল কাজ যদি করে বসে, যার ক্ষতি সংক্রমণশীল, বা অন্য কোন বড় অন্যায় করে, যার ক্ষতি তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

২০১. অর্থাৎ আল্লাহর বড়াই ও মহিমা, তাঁর আযাব ও সাওয়াব তাঁর অধিকার ও বিধান এবং তাঁর আদালতে হাযিরাও পুরস্কার-শাস্তির ওয়াদাকে মনে মনে স্মরণ করে মুখেও তার যিকর শুরু করে দেয়। ভীত প্রকম্পিত হয়ে তাকে ডাকাডাকি করে, তার সম্মুখে সিজদাবণত হয় (যেমন হাদীসে সালাতুত-তাওবার উল্লেখ এসেছে), তারপর পাপ মার্জনা করানোর শরী'আত সম্মত যে পন্থা সে অনুসারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, যেমন পাওনাদারদের পাওনা আদায় করে দেয় বা তাদের থেকে মাফ করিয়ে নেয়। মহান আল্লাহর সামনে তাওবা ও ইস্তিগফার করে (কেমনা, আসল ক্ষমাকারী তো তিনিই) মানবিক প্রবৃত্তিবশে যে পাপ হয়ে গিয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে বরং আল্লাহ তা'আলা বান্দার খাঁটি তাওবা কবুল করেন এটা জেনে সে পাপ ছেড়ে দেয়াও অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ে তাওবা করে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়। এসব লোকও দ্বিতীয় স্তরের মুত্তাকী যাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সব তাওবাকারীর পাপ মার্জনা করে জান্নাতে স্থান দেবেন আর যে তাওবা বা অন্যান্য সংকাজ করেছে তার উত্তম বিনিময় দেবেন।

(১২৭) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

(১২৮) هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

(১২৯) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۚ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু ঘটনা ঘটেছে। কাজেই তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কী পরিণতি হয়েছে। ২০২
১৩৮. এটা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা ও মুত্তাকীগণের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ। ২০৩
১৩৯. তোমরা হতোদ্যম হয়ো না ও দুঃখিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে-যদি তোমরা মু'মিন হও। ২০৪

২০২. পূর্ববর্তী আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তির পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বর্তমান আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তিকে পৃথিবী ভ্রমণ করতে বলা হয়েছে : তোমাদের পূর্বে আরও বহু জাতি ও মিল্লাত গত হয়েছে। অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলার এ নীতি বারবার অবগত করানো হয়েছে যে যারা আশিয়া আলাইহিমুস সালামের সাথে শত্রুতা ও সত্য প্রত্যাখ্যানে কোমর বেঁধে লেগে পড়ে এবং আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁদের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে দুষ্কৃতি যুল্ম ও পাপাচারের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে তাদের কত নিকৃষ্ট পরিণাম হয়েছে। বিশ্বাস না হলে ভূ-পৃষ্ঠে ঘুরে ফিরে তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে নাও যা আজও তোমাদের দেশের নিকটে মজুদ রয়েছে। সে সব ঘটনার মাঝে চিন্তা করে উদ্ভদ যুদ্ধের উভয় পক্ষকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যে সব মুশরিক মহান আল্লাহ্র রাসূলের শত্রুতা সত্যের মূলোৎপাটন করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে তারা যেন তাদের সামান্যমাত্র সাময়িক বিজয়ে গর্বিত না হয়। তাদের শেষ পরিণতি ধ্বংস ছাড়া কিছু নয়। অনুরূপ মুসলিমগণ যেন কাফিরদের নির্মমতা ও পাশবিক আচরণ কিংবা নিজেদের সাময়িক পশ্চাৎপদতার কারণে দুঃখিত ও হতাশ না হয়। সত্য শেষ পর্যন্ত প্রবল ও বিজয়ী হবেই। এটা মহান আল্লাহ্র শাস্ত্র নীতি যা কখনও নড়চড় হওয়ার নয়।

২০৩. অর্থাৎ বিশ্ব মানবের কান খুলে দেওয়ার জন্য কুরআন মাজীদে এসব বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। যারা আল্লাহুভীরু তারা এ গুলো শুনে হিদায়াত ও উপদেশ লাভ করে। আর যাদের অন্তরে মহান আল্লাহ্র ভয় নেই। এ উপদেশমূলক সতর্কবাণী দ্বারা তারা কী উপকার লাভ করবে?

(১৪০) إِنْ يَسْأَلُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۖ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوُ
لَهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۖ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও
তো লেগেছে। মানুষের মধ্যে আমি এই দিনগুলি পালাক্রমে
আবর্তিত করি^{২০৫} এবং এ জন্য যাতে যাদের ঈমান আছে আল্লাহ
তাদের জানতে পারেন^{২০৬} এবং তোমাদের মধ্যে কতককে শহীদ
করতে পারেন। আল্লাহ্‌ যালিমদের ভালবাসেন না।^{২০৭}

২০৪. শত্রুর মোকাবিলায় ঈমান ও প্রত্যয়ের পথে সুদৃঢ় থাকতে হবে : এ
আয়াতসমূহ উল্লেখ যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ। মুসলিম মুজাহিদগণ যখন আঘাতে আঘাতে
জর্জরিত, তাঁদের বড় বড় বীরগণের লাশ চোখের সামনে বিকৃত অবস্থায় পড়ে
রয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পর্যন্ত হতভাগারা যখম করে ফেলেছিল এবং দৃশ্যত
মুসলিমগণের পরাজয়ের মত অবস্থা দেখা দিয়েছিল, সেই প্রচণ্ড বিপদ ও হতাশাকালে
মহান আল্লাহর ডাক শোনা গেল- **وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ**-
দেখ, বিপদে ঘাবড়িয়ে গিয়ে মহান আল্লাহর শত্রুদের মুকাবিলা করতে যেন হীনবল ও
হতোদ্যম হয়ে পড়ো না। সামনে বিপদ দেখে দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে বসে পড়া
মু'মিনের পক্ষে শোভনীয় নয়। মনে রেখ, আজও তোমরাই সম্মানিত ও উন্নত-শির।
কারণ তোমরা সত্যের সাহায্য করতে গিয়ে দুর্ভোগ পোহাও এবং প্রাণ উৎসর্গ কর।
নিশ্চয়ই শেষ বিজয়ও তোমরাই অর্জন করবে, যদি তোমরা ঈমান ও প্রত্যয়ের পথে
দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ আস্থা রেখে রাসূলের
আনুগত্য ও মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করা হতে পশ্চাদপসরণ না কর।'
রাবুবিয়াতের এ আওয়াজ ভাঙা হৃদয়ে জোড়া লাগিয়ে দিল এবং মরা দেহে প্রাণ সঞ্চার
করল। যার ফল দাঁড়াল দৃশ্যত যে কাফির বাহিনী জয় লাভ করেছিল, তারা আহত
বিপর্যস্ত মুজাহিদদের প্রতি-আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারল না। মুহূর্তের মধ্যে রণে
ভঙ্গ দিয়ে পালাল।

২০৫. উহুদের যুদ্ধের পর মুসলিমদের প্রতি মহান আল্লাহর সান্ত্বনা প্রদান :
যুদ্ধে অপূরণীয় ক্ষতির কারণে মুসলিম মুজাহিদগণের হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল। তদুপরি
মুনাফিক ও শত্রুদের নিন্দা-উপহাস কাটা-ঘাঁয়ে লবণের কাজ করছিল। মুনাফিকরা
বলছিল, মুহাম্মদ (সা.) সত্যিকারের নবী হলে এ রকম বিপর্যয় কেন? সাময়িক এ
পরাজয়ই বা কেন হবে? আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতসমূহে মুসলিমগণের সান্ত্বনা প্রদান

(১১১) وَلِيَمِخَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُحَقِّقَ الْكَافِرِينَ ۝

১৪১. এবং এই জন্য, যাতে আল্লাহ মু'মিনদেরকে পবিত্র করতে পারেন এবং কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। ২০৮

করেন যে, এ যুদ্ধে যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে বা কষ্ট ভোগ করে থাক, তা ইতিপূর্বে তো প্রতিপক্ষকেও এরূপ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। উহুদে তোমাদের পঁচাত্তর ব্যক্তি শহীদ এবং বহু লোক আহত হয়েছে ঠিক, কিন্তু এক বছর পূর্বে বদর যুদ্ধে তো তাদের সত্তর জন জাহান্নামে পৌঁছেছে এবং আহত হয়েছে অনেক। এমন কি এ যুদ্ধেও তো প্রথম দিকে তাদের বহু লোক হতাহত হয়েছে, যেমন **لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ** (৩ : ১৫২) আয়াতের ভাষা দ্বারা পরিস্ফুট হয়। আর বদরে তাদের সত্তর জন লাঞ্ছিতভাবে বন্দী হয়েছিল। তোমাদের একজনকেও এ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি। মোদাকথা, নিজেদের ক্ষতিকে তাদের ক্ষতির সাথে তুলনা করে দেখ, তা হলে আর দুঃখের কোন কারণ থাকবে না এবং তাদেরও গর্বোদ্ধত হওয়ার সুযোগ থাকবে না। আমার এটা শাস্ত্রত বিধান যে, নম্রতা-কঠোরতা, সুখ-দুঃখ এবং কষ্ট ও শান্তির দিনগুলি মানুষের মাঝে ওলট-পালট করতে থাকি। এর মাঝে বহুবিধ রহস্য নিহিত। কাজেই, তারা যখন দুঃখে পড়েও মিথ্যার সাহায্য করতে হতোদ্যম হয় না, তখন তোমরা কী করে সত্যের সাহায্য করতে গিয়ে হিম্মত হারাতে পার ?

২০৬. অর্থাৎ প্রকৃত মু'মিনগণকে মুনাফিকদের থেকে আলাদা করে দিতে পারেন এবং উভয়ের রং পরিষ্কার ও পৃথকভাবে দৃষ্টিগোচর হতে পারে।

২০৭. 'যোয়ালিমীন' দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে : **ظَالِمِينَ** ' দ্বারা যদি মুশরিকদের বোঝান হয়ে থাকে, যারা উহুদ যুদ্ধে প্রতিপক্ষ ছিল, তা হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তাদের সাময়িক সাফল্যের কারণ এ নয় যে, আল্লাহ পাক তাদের ভালবাসেন; বরং তার কারণ অন্য। আর যদি মুনাফিকদের বোঝান হয়, যারা যুদ্ধকালে মুসলিমগণের পক্ষ ত্যাগ করেছিল, তবে এর দ্বারা আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন যে, তারা তাঁর ক্রোধের পাত্র, তাই ঈমান ও শাহাদতের স্থান থেকে তাদেরকে দূরে ছুঁড়ে ফেলা হয়।

২০৮. জয়-পরাজয় আবর্তনশীল জিনিস : জয়-পরাজয় পরিবর্তনশীল। তা ছাড়া মুসলিমগণকে শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা দান করা উদ্দেশ্য। মু'মিন ও মুনাফিক যাচাই করে নেওয়া, মুসলিমগণকে শোধরানো বা পাপমুক্ত করা এবং কাফিরদেরকে পর্যায়ক্রমে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য। নিজেদের সাময়িক জয় ও আপাত সাফল্য দেখে তারা উল্লসিত ও গর্বিত হয়ে উঠবে এবং কুফর ও অবাধ্যতার

(১৪২) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جُهِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

(১৪৩) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝

১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে ফেলবে, যেখানে এখনও পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা জিহাদকারী তাদের জেনে নেন নি এবং জেনে নেন নি ধৈর্যশীলগণকে। ২০৯

১৪৩. তোমরা তো মৃত্যু কামনা করতে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে, কাজেই এখন তোমরা তা চাক্ষুস দেখে নিলে। ২১০

মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। ফলে তারা মহান আল্লাহর গযব ও শাস্তির আরও বেশী উপযুক্ত হয়ে উঠবে। এ জন্যই মুসলিমগণের এ সাময়িক পরাজয়। নচেৎ, আল্লাহ পাক কাফিরদের প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট নন।

২০৯. মু'মিনগণ পরীক্ষার সম্মুখীন হবেনই : আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জান্নাতের যে উচ্চতর স্থানে পৌঁছাতে চান, তোমরা মনে করেছ অনায়াসেই সেখানে পৌঁছে যাবে, আর আল্লাহ পাক তোমাদের পরীক্ষা করে দেখবেন না যে, তোমাদের মধ্যে কতজন মহান আল্লাহর পথে মুজাহিদ ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্থিরপদ? এরূপ ধারণা কখনই করো না। উচ্চস্তর তারাই লাভ করতে পারে যারা মহান আল্লাহর পথে যে কোনও রকমের কষ্টবরণ করে নেয় এবং সর্বপ্রকার কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকে।

২১০. শত্রুর মুকাবিলায় অবিচল থাকতে হয় : বদরের যুদ্ধে যে সকল সাহাবী শরীক হতে পারেন নি, তাঁরা বদরের শহীদানের মাহাত্ম্য শুনে কামনা করছিলেন, যদি আল্লাহ পাক এমন কোন সুযোগ এনে দিতেন, যেখানে আমরাও তাঁর পথে প্রাণ দান করতাম ও শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতাম। তাঁরাই উহদের যুদ্ধে পবিত্র মদীনার বাইরে গিয়ে লড়াই করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁদের বলা হয়েছে, তোমরা ইতিপূর্বে যে বস্তুর আকাংখা করছিলে, তা তো তোমাদের চোখের সামনে হাযির। এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পিছনে কেন হটছ? হাদীসে আছে, তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার কামনা করো না। যদি এমন পরিস্থিতি এসে যায়, তখন অবিচলতার পরিচয় দিয়ো।

(১৬) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَمِنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝

১৪৪. মুহাম্মদ (সা.) তো একজন রাসূল। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। কাজেই যদি তিনি মারা যান, অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পেছন দিকে ঘুরে যাবে? এবং কেউ পেছন দিকে ঘুরে গেলে সে কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞদের সাওয়াব দান করবেন। ২১১

২১১. উহুদ যুদ্ধের ঘটনা ও তাৎপর্য : উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই যুদ্ধের নকশা তৈরী করেন। ব্যূহ রচনা সমাপ্ত হওয়ার পর দেখা গেল পাহাড়ের একটা পথ বাকি রয়েছে, যেখান থেকে ইসলামী বাহিনীর পিছন দিকে দুশমনের হামলার আশংকা রয়েছে। তিনি সেখানে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে স্থাপিত করলেন। তাঁদের অধিনায়ক ছিলো আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের বললেন : আমরা যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, তোমরা এখান থেকে নড়বে না। তাতে মুসলিম বাহিনী জয়ী হোক বা পরাস্ত। এমনকি তোমরা যদি দেখ, পাখীরা তাদের গোশত ঠোকরে ঠোকরে খাচ্ছে, তবুও তোমরা এ জায়গা ছাড়বে না। তিনি বললেন- **إِنَّا لَنَافِلٌ** 'তোমরা যতক্ষণ স্বস্থানে অবিচল থাকবে, আমরাও বিজয়ী থাকব' (বাগাবী)। মোদাকথা, মুজাহিদগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার পর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রণক্ষেত্র ছিল প্রচণ্ড উত্তপ্ত। মুসলিম মুজাহিদগণ অগ্রগামী হয়ে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে যাচ্ছিলেন। আবু দুজানা (রা.), আলী (রা.) ও অন্যান্য মুজাহিদ বৃন্দের বীরত্বের সামনে কুরায়শ মুশরিকদের কোমর ভেঙে গিয়েছিল। তাদের আর পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর রইল না। আল্লাহ তা'আলা আপন ওয়াদা পূরণ করে দেখালেন। কাফিরদের চরম পরাজয় ঘটল। তারা দিকবিদিক পালাতে লাগল। তাদের নারীরা এসেছিল উৎসাহ জোগাতে, কিন্তু তাদেরও পায়ের গোছা অনাবৃত করে দৌড়াতে দেখা গেল। মুজাহিদগণ গণীমতের মাল সংগ্রহ করতে শুরু করে দিলেন। তীরন্দাজগণ এ দৃশ্য দেখে মনে করলেন বিজয় সূচিত হয়েছে; শত্রু পলায়ন করছে। এখন আর এখানে অনর্থক বসে থাকা কেন? তাঁর চেয়ে গিয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করি এবং গণীমত কুড়াতে শরীক হই। আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর (রা.) তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারা মনে করলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশের আসল উদ্দেশ্য আমরা পূরণ করেছি। এখন আর এখানে বসে থাকার কোন

প্রয়োজন নেই। এ ধারণার বশবর্তীতে সকলে গিয়ে গণীমত সংগ্রহে লেগে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর (রা.) ও তাঁর এগার জন সঙ্গী গিরিপথের প্রহরায় লেগে থাকলেন। মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন খালিদ ইবন ওয়ালীদ, যিনি তখনও 'হযরত' এবং 'রাযিয়াল্লাহু আন্হুতে' ভূষিত হননি। তিনি ঘুরে গিয়ে গিরিপথে আক্রমণ চালালেন। দশ বারজন তীরন্দাজ আড়াইশ' অশ্বারোহীকে কতক্ষণ রুখবে? তবুও আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর ও তাঁর সঙ্গীগণ প্রতিরোধ কার্যে কোনরূপ ক্রটি করেননি। এ অবস্থাতেই তাঁরা শহীদ হলেন। মুসলিম মুজাহিদগণ পশ্চাদদিকের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু সহসা মুশরিকদের এক বিশাল বাহিনী তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সামনের পলায়নপর মুশরিকরাও ফিরে দাঁড়াল। মুজাহিদগণ দু'দিক হতে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল। অপ্রতিরোধ্য চাপ পড়ল তাঁদের উপর। বহুজন শহীদ হয়ে গেলেন, আহতও অনেক। এ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ইবন কামিয়া একটি ভারী পাথর তুলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর নিক্ষেপ করল, যার আঘাতে তাঁর পবিত্র দাঁত শহীদ হয় এবং চেহারা মুবারকও যখম হয়ে যায়। ইবন কামিয়া প্রিয়নবী (সা.)-কে হত্যা করতেও উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু মুস'আব ইবন উমায়র (রা.) প্রতিরোধ করেন। এ যুদ্ধে তাঁরই হাতে ছিল ইসলামের পতাকা। আঘাতের তীব্রতায় রাসূলুল্লাহ (সা.) মাটিতে পড়ে গেলেন। কোন এক শয়তান ডাক ছাড়ে যে, তিনি নিহত হয়েছেন। এ আওয়াজ শোনামাত্র মুজাহিদগণের চৈতন্য হারিয়ে যায়। তাঁদের পা কেঁপে ওঠে। কেউ তো হাত-পা ছেড়ে বসে পড়লেন। কোন কোন দুর্বল মুসলিম মনে করলো মুশরিকদের নেতা আবু সুফিয়ানের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে। কোন কোন মুনাফিক বলতে লাগল, মুহাম্মাদেরই যখন মৃত্যু হয়ে গেছে তখন ইসলাম ছেড়ে নিজেদের প্রাচীন ধর্মে ফিরে যাওয়া উচিত। তখন আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর চাচা আনাস ইবনুন-নাদর (রা.) বলে উঠলেন, মুহাম্মদ (সা.) যদি নিহত হয়ে থাকেন, তবে মুহাম্মাদের (সা.) প্রতিপালক তো নিহত হননি। প্রিয়নবী (সা.)-এর পর তোমাদের বেঁচে থাকা কী জন্য? তিনি যে কাজের জন্য শহীদ হয়েছেন, তোমরাও সে জন্য শহীদ হয়ে যাও এবং তিনি যে জন্য প্রাণ দিয়েছেন তোমরাও সে জন্য প্রাণ দাও। এ বলে তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। এ অবস্থায় হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আওয়াজ শোনা গেল- **إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ** "হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমার দিকে; আমি আল্লাহর রাসূল।" হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা.) তাঁকে চিনে ফেলে চিৎকার করে উঠলেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! সুসংবাদ শোন, আল্লাহর রাসূল এখানে উপস্থিত আছেন। আওয়াজ শোনামাত্র মুজাহিদবৃন্দ সেখানে জড়ো হতে লাগলেন। ত্রিশজন সাহাবী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রতিরোধ শুরু করে দিলেন। তাঁরা মুশরিক সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত করে দিলেন। এ সময়

সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস, তালহা, আবু তালহা, কাতাদা ইব্নুন নু'মান প্রমুখ সাহাবী অমিত বিক্রম প্রদর্শন করলেন। শেষ পর্যন্ত মুশরিকরা ময়দান ছেড়ে যেতে বাধ্য হল। তখন নাযিল হয় **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ** অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) তো আল্লাহ নন, একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। তাঁদের পর তাঁদের অনুসারীগণ দীনকে রক্ষা করেছেন ও জানমাল কুরবান করে দীনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। তাঁর ইহলোক ছেড়ে যাওয়া কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এখন না হয় না হল, কিন্তু কোন সময় তাঁর ইত্তিকাল হয়ে গেলে, বা তাঁর শাহাদাত হলে, তোমরা কি দীনের খেদমত ও হিফায়তের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে ঘুরে যাবে? তখন কি তোমরা মহান আল্লাহর পথে জিহাদ ত্যাগ করবে? (যেমন এখন কেবল হত্যার সংবাদ শুনে বহু লোক মনোবল হারিয়ে বসে যাচ্ছিলো?) না কি মুনাফিকদের পরামর্শ অনুযায়ী (নাউযুবিল্লাহ) একেবারে দীনকেই বিদায় জানাবে? তোমাদের থেকে এমন আশা কখনই করা যায় না। কিন্তু কেউ যদি এমন করে তবে নিজেরই ক্ষতি করবে। মহান আল্লাহর কি ক্ষতি হবে? তিনি তোমাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। বরং তোমাদেরকে যদি তাঁর দীনের খেদমতে লাগান, তবে কৃতজ্ঞতা আদায় কর।

منت منه كه خدمت سلطان همی كنى * منت شناس ازو كه بخدمت گزاشت

"বাদশাহর সেবা করছ বলে খোঁটা দিও না। দয়া স্বীকার কর যে, তোমাকে সেবার সুযোগ দিয়েছেন।"

আর যথাসম্ভব বেশী করে দীনের খেদমতে লেগে থাকাই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। এ বক্তব্যের মাঝে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত হলে কিছু লোক দীন ত্যাগ করবে এবং যাঁরা কায়েম থাকবে তাঁরা বড় সাওয়াবের অধিকারী হবে। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল। প্রিয় নবী (সা.)-এর ইত্তিকালের পর বহু লোক মুরতাদ হয়ে যায়। হযরত সিদ্দীকে 'আকবার (রা.) তাদেরকে পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনেন। কতককে কতলও করা হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : **خَلَوُ** ক্রিয়াপদটি **خَلَتْ** এর মাঝে **خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ** হতে উৎপন্ন, যার অর্থ গত হওয়া, অতিক্রান্ত হওয়া, ছেড়ে চলে যাওয়া। এর জন্য মৃত্যু অপরিহার্য নয়। যেমন বলা হয়েছে- **وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ** 'যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন তোমাদের ছেড়ে আলাদা হয়ে যায়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আংগুল কামড়ায়'। তা ছাড়া **الرُّسُلُ** - এর **ال** ' সমগ্রবোধক নয়; বরং জাতিবাচক। কেননা, দাবী প্রমাণে সামগ্রিকতার কোন দখল নেই। হুবহু এ রকমের বাক্যই হযরত

(১৪০) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ۝

১৪৫. আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মারা যেতে পারে না। একটি সুনির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ আছে। ২১২ যে কেউ পার্থিব বিনিময় চাইবে তাকে আমি তারই কিছু দেব ২১৩ আর কেউ আখিরাতের বিনিময় চাইলে আমি তাকে তা থেকেই দেব। ২১৪ আমি কৃতজ্ঞদেরকে সাওয়ার দান করবই। ২১৫

মাসীহ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الْمَآرِئُ الْمَارِئِيَّAM তনয় মাসীহ রাসূল ব্যতীত নয়; তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়েছে। এখানে কি 'ال' -কে সামগ্রিকতার অর্থে গ্রহণ করে এ অর্থ করা হবে যে, মাসীহের পূর্বে সমস্ত নবী গত হয়েছে? তারপরে আর কোন রাসূল আসার নয়? কাজেই, এস্থলে 'ال' -কে জাতিবাচকই মনে করতে হবে। কাজেই আলোচ্য আয়াতেও তাই হবে। এর সমর্থন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) ও ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর কিরাআত দ্বারাও হয়। তাতে 'الرسل' নয়; বরং 'رسل' বলা হয়েছে। বাকি 'خلو' -এর বিশ্লেষণে শুধু মৃত্যু বা হত্যার উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে যে, স্বাভাবিক মৃত্যু তো একবার অবশ্যম্ভাবী আর হত্যার গুজব তখন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর মৃত্যু যেহেতু তাকদীরে অনিবার্য। তাই হত্যার পূর্বে মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে। আবু বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরামের সমাবেশে যখন 'انك ميت وانهم ميتون' (তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল) ও পাঠ করলেন, তখন মানুষ قد خلت (গত হয়েছে) 'خلو' (তুমি মরণশীল) দ্বারা 'انك ميت' (যদি তাঁর মৃত্যু হয়) ও 'افائن مات' (গত হওয়া) ও 'موت' (মৃত্যু)-এর অবকাশও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং এটাই সিদ্দীকে আকবার (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল। এর দ্বারা তিনি মৃত্যু হয়ে যাওয়া প্রমাণ করতে চাননি এবং কেউ সেটা বোঝেওনি। এ সব শব্দ যদি মৃত্যু হয়ে যাওয়ার সংবাদ দিত, তা হলে আয়াত নাযিল হওয়ার সময় অর্থাৎ ওফাতের সাত বছর পূর্বেই এটা বুঝে নেওয়া উচিত ছিল যে, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। এ আলোচনা দ্বারা অপব্যাক্যকারীদের যাবতীয় প্রয়াস নস্যাৎ হয়ে যায়। কলেবর বৃদ্ধি আশংকায় বিস্তারিত আলোচনা করছি না। জ্ঞানী-বুদ্ধিজীবীদের জন্য কেবল ইশারা করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।

(১৬) وَكَائِنْ مِّن نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رَاسِيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝

১৪৬. এমন অনেক নবী রয়েছে, যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহু থেমিক ব্যক্তিগণ যুদ্ধ করেছে। আল্লাহুর পথে তাদের যে দুর্ভোগ হয়েছিল তাতে তারা হতোদ্যম হয়নি এবং শ্রান্ত হয়ে পড়েনি আর অবনতও হয়নি। আল্লাহু স্থিরপদ ব্যক্তিদের ভালবাসেন। ২১৬

২১২. কোন ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহুর হুকুম ব্যতীত মারা যেতে পারে না, তা মৃত্যুর যত কারণই একত্রে পাওয়া যাক না কেন এবং প্রত্যেকের মৃত্যু যখন নির্দিষ্ট সময়েই আসা অনিবার্য, তা রোগব্যাধি দ্বারা হোক বা হত্যা দ্বারা কিংবা অন্য কোন কারণ দ্বারা। তখন মহান আল্লাহুর প্রতি নির্ভরকারীদের এতে ঘাবড়ানো উচিত নয় এবং ছোট বড় কারও মৃত্যুর সংবাদ শুনে হতাশ ও হতোদ্যম হয়ে বসে পড়া উচিত নয়।

২১৩. অর্থাৎ যদি ইচ্ছা করি, যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ 'আমি তাকে ইহকালে যা ইচ্ছা দিয়ে দেই যার জন্য আমি চাই' (১৭: ১৮)।

২১৪. অর্থাৎ আখিরাতে সে নিঃসন্দেহে কর্মফল লাভ করবে এ আয়াতের প্রথম বাক্যে সেই সব লোকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা গণীমতের লোভে আদেশ লংঘন করেছিল এবং দ্বিতীয় বাক্যে তাঁদের কথা বলা হয়েছে যাঁরা সর্বাবস্থায় আদেশ পালনে রত ছিল।

২১৫. অর্থাৎ যাঁরা এই দীনের উপর দৃঢ়পদ থাকবে তাঁরা দীন ও দুনিয়া উভয়ই লাভ করবে-তবে এটা তাদেরই নসীব হয়, যারা এ নি'আমতের মূল্য বোঝে (মুযিহুল-কুরআন)।

২১৬. উহদের যুদ্ধকালে আসা দুঃখ-কষ্ট নতুন কিছু ছিল না : তোমাদের পূর্বে বহু আল্লাহুওয়ালা নবীগণের সাথে মিলে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে তাঁরা অনেক কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করেছেন, কিন্তু কোন অবস্থায়ই তাঁদের সংকল্পে দুর্বলতা আসেনি এবং তাঁরা মনোবল হারান নি ও ভীর্ণতা দেখান নি। শত্রুদের সামনে তাঁরা কখনও নতজানু হননি। এরূপ স্থিরপদ লোকদের আল্লাহু পাক ভালবাসেন। এত দ্বারা সেই সব মুসলিমকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা উহদের যুদ্ধে দুর্বলতা দেখিয়েছিল, এমন কি কতকে এ পর্যন্ত বলেছিল যে, কারও মধ্যস্থতায় আবু সুফিয়ানের নিকট হতে

(১৪৭) وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا

فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

(১৪৮) فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ۝

১৪৭. তারা এ ছাড়া আর কিছুই বলেনি যে, হে আমাদের প্রতিপালক! মার্জনা কর আমাদের পাপরাশি এবং আমাদের কাজকর্মের সীমা-লংঘন আর আমাদের পা অবিচল রাখ ও কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। ২১৭

১৪৮. তারপর আল্লাহ তাদেরকে দান করলেন পার্থিব পুরস্কার এবং আখিরাতের উত্তম পুরস্কার। আল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন। ২১৮

নিরাপত্তা চেয়ে নেওয়া হোক। বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী উম্মাতসমূহের সত্যপন্থীগণ যখন বিপদ-আপদে এতটা ধৈর্য ও স্থৈর্যের দিতে পেরেছেন, তখন এ শ্রেষ্ঠতম উম্মাতকে তো আরও বেশী ধৈর্য ও স্থৈর্যের প্রমাণ দিতে হবে।

২১৭. বিপদ-আপদে মু'মিনগণের অন্তর আল্লাহর প্রতি বেশী অনুরক্ত হয় : বিপদ-আপদের ভীড়ে না তারা হতাশাব্যঞ্জক কোন কথা বলেছিল, না মুকাবিলা হতে পশাদপসরণ ও শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করা সম্পর্কিত একটি শব্দ উচ্চারণ করেছিল। বলতে কেবল এ বলেছিল যে, “হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের সকলের ভুল-ত্রুটি ও সীমালংঘনকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের অন্তর সুদৃঢ় রাখ, যাতে আমরা সত্য হতে পদস্থলিত না হই। আর কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।” তারা উপলব্ধি করেছিল, মানুষের পাপ-পঙ্কিলতাও অনেক সময় বিপদ-আপদ আসার কারণ হয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে এমন দাবীকে করতে পারে যে, তার কখনও কোন ত্রুটি হয়ে যায় নি। মোদাকথা, বিপদ-আপদে ঘাবড়ে গিয়ে মানুষের দিকে না ঝুঁকে বরং আপন প্রতিপালকের দিকেই তাঁরা ঝুঁকেছিল।

২১৮. অর্থাৎ দুনিয়ার তাঁদের বিজয় ও সাফল্যের প্রতিষ্ঠা দান করেন, তাঁদেরকে সম্মান ও সমাদর প্রদান করেন আর আখিরাতের যে উৎকৃষ্ট প্রতিদান তাঁদের জন্য রয়েছে, তা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। লক্ষনীয় মহান আল্লাহর সাথে যারা নিজেদের সম্পর্ক ঠিক রাখে ও সৎকাজ করে তাঁদেরকে আল্লাহ পাক কী রূপ ভালবাসেন ও কেমন ফল দান করেন।

(১৪৭) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۝

(১৫০) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِيرِينَ ۝

(১৫১) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ۝

১৪৯. হে মু'মিনগণ! যদি কাফিরদের আনুগত্য কর, তা হলে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে। পরিণামে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। ২১৯

১৫০. বরং আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্যকর্তা এবং তাঁর সাহায্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। ২২০

১৫১. আমি সত্ত্বর কাফিরদের অন্তরে ভীতি-সঞ্চার করব, যেহেতু তারা মহান আল্লাহর শরীক স্থির করেছে, যার কোন সনদ তিনি পাঠাননি। তাদের নিবাস জাহান্নাম এবং তা যালিমদের কত নিকৃষ্ট নিবাস। ২২১

২১৯. মুসলিমদের বিপদে কাফিররা খুশী হয় বৈ-কি ৪ উহুদ যুদ্ধে মুসলিমগণের হৃদয় ভেঙে গেলে কাফির ও মুনাফিকরা সুযোগ পেয়ে যায়। কেউ তো নিন্দা ও ধিক্কারে জর্জরিত করতে লাগল। কেউ কল্যাণ কামিতার আড়ালে বোঝাতে লাগল যে, ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ করার সাহস দেখিও না। আল্লাহ্ তা'আলা সতর্ক করছেন যে, শত্রুদের প্রতারণার শিকার হয়ো না। আল্লাহ্ পাক না করুন, যদি তাদের ধোঁকায় পড়, তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা যে অন্ধকার হতে একবার বের করেছেন, পুণরায় তাতে গিয়ে পড়বে। এবং ক্রমে হাত থেকে সত্য দীনের আঁচল খসে পড়বে, যার পরিণাম দুনিয়া ও আখিরাতের খেসারত ছাড়া আর কিছুই নয়। পূর্বে আল্লাহ্-ওয়ালাগণের পথে চলতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। এখানে কপট, দুষ্টমতিদের কথা শুনতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে মুসলিমগণ হুশিয়ার থাকে এবং নিজেদের লাভ-লোকসান বুঝতে পারে।

২২০. কাজেই তাঁরই কথা শোনা উচিত এবং তাঁরই সাহায্যের উপর নির্ভর করা উচিত। আল্লাহ্ পাক যার সাহায্যে থাকেন, তাদের কী প্রয়োজন যে, মহান আল্লাহর শত্রুদের সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকবে বা তাদের সামনে বশ্যতা স্বীকার করবে? হাদীসে আছে, উহুদ হতে প্রত্যাবর্তনকালে আবু সুফিয়ান হবলের জয়ধ্বনি দিয়ে বলেছিল **لَنَا الْعِزَّةُ وَلَا عِزَّى لَكُمْ** আমাদের উয়্যা আছে, তোমাদের কোন উয়্যা নেই।

(১০২) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ
تَتَّزِعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْسَلَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنْكُمْ
مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ
ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

১৫২. আল্লাহ তো তোমাদের সাথে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁর হুকুমে তাদেরকে নিধন করছিলে, ২২২ যে পর্যন্ত না তোমরা ভীৰুতা দেখালে এবং কাজের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং তোমাদেরকে তোমাদের পসন্দের জিনিস দেখানোর পর তোমরা অবাধ্যতা প্রকাশ করলে। ২২৩ তোমাদের মধ্যে কতক পার্থিব জীবন কামনা করছিল এবং তোমাদের মধ্যে কতক চাচ্ছিল আখিরাত। ২২৪ তারপর তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। ২২৫ আর তিনি তো তোমাদের ক্ষমা করেই দিয়েছেন। ২২৬ মু'মিনগণের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে। ২২৭

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, উত্তর দাও **لَا مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ** 'আল্লাহ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের কোন অভিভাবক নেই।'

২২১. দুশমনদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার : এতো ছিল তোমাদের পরীক্ষা। এবার আমি কাফিরদের অন্তরে এমন ভীতি সঞ্চার করব যে, তোমরা আহত ও দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ফিরে তোমাদের উপর হামলা করার সাহস করবে না। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল। আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ময়দান ছেড়ে পালায়। পথে একবার খেয়ালও হয়েছিল যে, একটি আহত ও ক্লান্ত-শ্রান্ত বাহিনীকে আমরা এমনিতেই ছেড়ে যাচ্ছি, চলো পুনরায় ফিরে যাই এবং তাদেরকে চিরতরে খতম করে দিয়ে আসি। কিন্তু সত্যের পরাক্রম ও ইসলামের তেজে ভীত-সন্ত্রস্ত মুশরিকদের পক্ষে এ চিন্তার বাস্তবায়ন সম্ভব হল না। পক্ষান্তরে মুসলিম মুজাহিদগণ 'হামরাউল আসাদ' পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবণ করেছিলেন। এমন কি পরবর্তীতে তারা আর কখনও উল্লেখ্য ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেয়নি।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : মুশরিকরা যতই বাগাড়ম্বর দেখাক, তাদের মন সর্বদা দুর্বল। কারণ, তারা দুর্বল সৃষ্টির পূজা করে। যেমন উপাস্য, তেমন উপাসক **صُفِّى الطَّالِبُ** অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই দুর্বল (২২ : ৭৩) তা ছাড়া এমনিত্তেও শক্তি ও ক্ষমতা তো মহান আল্লাহর সাহায্য ক্রমেই হয়ে থাকে। কাফিররা এর থেকে নিঃসন্দেহে বঞ্চিত। এ কারণেই মুসলিম যতদিন সত্যিকারের মুসলিম থেকেছে, কাফিররা সর্বদা তাঁদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থেকেছে। বরং অদ্যাবধি আমরা দেখছি মুসলিম জাতি নিজেরা শতধা বিভক্ত, মারাত্মকভাবে বিক্ষিপ্ত এবং নেহায়েত দুর্বল ও নড়বড়ে হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার তাবৎ কাফির শক্তি তাদেরকে ঘুমন্ত সিংহের মত ভয় করে। সর্বদা তাদের এ একই চিন্তা যে, এ জাতি যাতে জাগ্রত হতে না পারে। বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় তর্ক-বিতর্কেও সর্বদা ইসলামের এ তেজ পরিলক্ষিত হয়। প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেন, “এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত শত্রুর অন্তরে আমার প্রতি ভীতি সঞ্চার হয়।” নিশ্চয়ই তারই ফল এ উম্মাত লাভ করেছে। এ অনুগ্রহের জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা।

২২২. ধৈর্য সাফল্য আনে : নবী করীম (সা.) পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন যে, ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরিচয় দিতে পারলে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকেই জয়ী করবেন। কাজেই প্রথমদিকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ওয়াদা পূরণ করে দেখিয়েছিলেন। তাঁরা মহান আল্লাহর হুকুমে কাফিরদেরকে পদানত করে যাচ্ছিল। একের পর এক সাত কি নয় জনের হাতে মুশরিকদের পতাকা ন্যস্ত হয়েছিল। সকলে সেখানেই খতম হয়ে যায়। এমন কি তারা দিশাহারা হয়ে পলায়নও করেছিল। মুসলিমগণ বিজয় ও সাফল্যের চেহারা সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। গণীমতের মালামাল তাদের সামনে পড়ে রয়েছে। সহসা খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ তীরন্দাজদের ভুলের সুযোগ গ্রহণ করে এবং দেখতে না দেখতে যুদ্ধের চেহারা পাল্টে দেয়, যেমন পূর্বে লেখা হয়েছে।

২২৩. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ লংঘনের পরিণতি : আল্লাহর রাসূল (সা.) তীরন্দাজদেরকে যে আদেশ করেছিলেন, তারা তার অন্যথা করে এবং নিজেরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কেউ বলছিল, আমাদের এখানেই স্থির থাকা উচিত। আর অধিকাংশ বলল, এখন আর এখানে অবস্থান করার প্রয়োজন নেই, তার চেয়ে গিয়ে গণীমত কুড়ানো উচিত। অবশেষে অধিকাংশ তীরন্দাজ স্থান ত্যাগ করে বলে যায়। মুশরিকরা সে পথেই অতর্কিত হামলা চালায়। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিহত হওয়ার গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এসব বিষয় মুজাহিদগণের অন্তরে দুর্বলতার সৃষ্টি করে, যার পরিণতি হতোদ্যম ও হীনমন্যতা আকারে প্রকাশ পায়। যেন হতোদ্যমের কারণ ছিল পারস্পরিক মতবিরোধ আর মতবিরোধের কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ লংঘন।

(১০৩) إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي
أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

১৫৩. যখন তোমরা উপরের দিকে চড়ে যাচ্ছিলে এবং পেছনে ফিরে কারও দিকে তাকাচ্ছিলে না, আর রাসূল তোমাদেরকে পিছন দিক থেকে ডাকছিলেন। ২২৮ ফলে তোমরা দুঃখের বদলে দুঃখে পতিত হলে, যাতে যা তোমাদের হাতছাড়া হয় বা যে বিপদ তোমাদের উপর আসে তজ্জন্য দুঃখিত না হও। ২২৯ তোমাদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত। ২৩০

২২৪. অর্থাৎ কতক লোক পার্থিব সামগ্রী (গণীমতের মাল)-এর লোভে পড়ে যায়, যার ভোগান্তি পোহাতে হয় সকলকে। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আমি কখনও উপলব্ধি করতে পারিনি যে, আমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়ার প্রত্যাশীও আছে।

২২৫. অর্থাৎ তারা তোমাদের সম্মুখ থেকে পালাচ্ছিল আর এখন তোমরাই তাদের সম্মুখ হতে পালাচ্ছ। তোমাদের ভুলের কারণেই অবস্থার এ পরিবর্তন। তবে এর মাঝেও তোমাদের জন্য পরীক্ষা ছিল, যাতে কাঁচা-পাকা পার্থক্য হয়ে যায়।

২২৬. অর্থাৎ যে ভুল হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ তা'আলা তা সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন সে জন্য তাদেরকে নিন্দা ও ভৎসনা করা কারও জন্য বৈধ নয়।

২২৭. যে কারণে তাদের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করেন আর তিরস্কার করলেও তাতে দয়া ও মমতাসুলভ আচরণ করেন।

২২৮. উহুদ যুদ্ধ কালীন সময়ের একটি খণ্ড চিত্র : তোমরা পালিয়ে পাহাড় ও মরুভূমির দিকে ছুটে যাচ্ছিল। ভীত-বিহ্বলতায় পিছনের ফিরে কারও দিকে তাকাচ্ছিলে না। সে সময় মহান আল্লাহর নবী (সা.) যথারীতি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদেরকে এ গর্হিত কাজে বাধা দিচ্ছিলেন ও নিজের দিকে ডাকছিলেন। কিন্তু বিশৃংখলা ও উৎকণ্ঠার কারণে তোমরা ডাক শোনবে কিসের! শেষ পর্যন্ত কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) যখন চিৎকার করে উঠলেন, তখন সকলে শোনলে এবং নবীর (সা.) চারপাশে একত্র হলেন।

২২৯. অর্থাৎ তোমরা রাসূলের মনে কষ্ট দিয়েছ, যার বদলে তোমরা কষ্টের সম্মুখীন হয়েছ। দুঃখের বদলে দুঃখ মিলল, যাতে ভবিষ্যতে স্মরণ রাখ যে, সর্বাবস্থায় রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী চলা উচিত। যদিও তাতে কোন লোভের বস্তু যেমন গণীমত ইত্যাদি হাত ছাড়া হয়ে যায়, বা কোন বিপদ সামনে আসে।

(১০৬) ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نَّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۖ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَا هِلِيَّةٍ يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۗ يَقُولُونَ لَوْ كَان لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَتَلْنَا هَٰؤُلَاءِ قُلْ لَّو كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

১৫৪. তারপর দুর্ভোগের পর তিনি তোমাদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রা। তা তোমাদের কতককে আচ্ছন্ন করেছিল। ২৩১ আর কতক ছিল নিজেদের প্রাণের ফিকিরে। ২৩২ তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মূর্খদের মত অবাস্তব ধারণা করছিল। ২৩৩ তারা বলছিল, আমাদের হাতে কি কোনও কাজ আছে? ২৩৪ বল, সকল ইখতিয়ার আল্লাহরই হাতে। ২৩৫ তারা তাদের অন্তরে গোপন করে, যা তোমার নিকট প্রকাশ করে না। তারা বলে, আমাদের হাতে যদি কোন ইখতিয়ার থাকত তা হলে আমরা এখানে মারা পড়তাম না। ২৩৬ বল, তোমরা যদি তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য লিখে দেওয়া হয়েছিল তারা অবশ্যই তাদের পতনস্থলে বের হয়ে আসত। ২৩৭ আর আল্লাহর পরীক্ষা করবার ছিল যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে এবং পরিশোধন করার ছিল যা তোমাদের অন্তরে আছে। আল্লাহ্ অন্তরের রহস্য সম্পর্কে অবগত। ২৩৮

বিশেষ জ্ঞাতব্য : অধিকাংশ মুফাস্সির **فَأَنَابَكُمْ غَمًّا بَغَمٍّ**-এর অর্থ করেছেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে দুঃখের উপর দুঃখ দিলেন। অর্থাৎ এক দুঃখ তো ছিল প্রথমে অর্জিত বিজয় ও সাফল্য হস্তচ্যুত হওয়ার। আর দ্বিতীয় দুঃখ হল নিজেদের লোক হতাহত হওয়ার এবং নবী করীম (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদপ্রাপ্তির। কেউ এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিজয় ও সাফল্য হাত ছাড়া হওয়ার, গণীমতের মাল হারামের এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতির কারণে যে দুঃখ হয়েছিল, তার বদলে এমন এক গুরুতর দুঃখ দেওয়া হল, যা পূর্ববর্তী সকল দুঃখ ভুলিয়ে ছিল, আর তা ছিল রাসূলে কারীম (সা.)-এর নিহত হওয়ার গুজব। এ দুঃখের তীব্রতার পূর্ব-পশ্চাতের কোন

খেয়াল বাকি থাকল না। এমন কি প্রিয় নবী (সা.)-এর আওয়াজও কানে গেল না, যেমন এক দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ কালে অন্য দিকের কোন খবর থাকে না।

২৩০. অর্থাৎ তোমাদের যাবতীয় অবস্থা ও মনোবাহু জানেন এবং সে অনুযায়ীই তিনি ব্যবহার করেন।

২৩১. আল্লাহ মু'মিনদেরকে যুদ্ধের পর প্রশান্তি দিলেন তন্দ্ৰা দিয়ে : এ যুদ্ধে যারা শহীদ হওয়ার ছিল হয়ে গেছে, যারা হটবার ছিল হটে গেছে আর যারা ময়দানে অবশিষ্ট আছে তাদের মধ্যে নিষ্ঠাবান মুসলিমগণকে আল্লাহ তা'আলা তন্দ্ৰাচ্ছন্ন করে ছিলেন। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুতে লাগল। হযরত তালহা (রা.)-এর হাত থেকে তরবারি কয়েকবার নীচে পড়ে গেল। এটা সেই অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক প্রশান্তির এক দৃশ্যমান প্রভাব, যা এরূপ বিপদঘন-মুহূর্তে নিছক আল্লাহ তা'আলার দয়া ও রহমতে মু'মিনগণের অন্তরে বর্ষিত হয়ে থাকে। অনন্তর তাদের হৃদয় থেকে শত্রুদের ভয় ও ভ্রাস সম্পূর্ণ উবে গেল। এটা হয়েছিল সেই মুহূর্তে যখন মুসলিম মুজাহিদগণ সম্পূর্ণ বিশৃংখল হয়ে পড়েছিল। অনেকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে তড়পাচ্ছিল। সৈন্যরা সব যথমে যথমে চুর হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিহত হওয়ার গুজবে তাদের অবশিষ্ট চৈতন্য লোপ পেয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায়, তাদের এ নিদ্ৰা ছিল জেগে ওঠারই পূর্বাভাস। তন্দ্ৰা চাপিয়ে দিয়ে তাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দেওয়া হয়েছিল এবং এই চেতনা জাগ্রত করা হয়েছিল যে, ভয়-ভীতি ও বিপর্যয় বিশৃংখলার সময় উতরে গেছে। এখন নিশ্চিত মনে নিজ দায়িত্ব পালনে রত হয়ে যাও। মুহূর্তের মধ্যে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চারপাশে জমা হয়ে গেলেন এবং নব-উদ্দীপনায় যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। দেখতে না দেখতে দিগন্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। শত্রুদেরকে পলায়নপর দেখা যেতে লাগল।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : হযরত ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে তন্দ্ৰা আসা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয় বার্তা স্বরূপ। সিফ্যীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর সৈন্যগণ এরূপ তন্দ্ৰাগ্রস্ত হয়েছিল।

২৩২. এরা হচ্ছে ভীরা কাপুরুষ মুনাফিক শ্রেণী, যাদের না ছিল ইসলামের ফিকির, না নবী করীম (সা.)-এর প্রতি মহব্বত। কেবল জান বাঁচানোর চিন্তায় ডুবে ছিল। না জানি, আবু সুফিয়ানের বাহিনী পুনরায় হামলা করে বসে! তা হলে আমাদের কী দশা হবে। এ ভয় ও চিন্তার মাঝে তন্দ্ৰা বা নিদ্ৰা আসবে কী করে?

২৩৩. অর্থাৎ মহান আল্লাহর সে ওয়াদা কোথায় গেল? মনে হয় ইসলাম এখানেই শেষ! নবী ও মুসলিমগণ আর ঘরে ফেরবার নয়। এখানেই তাদের কবর রচিত হবে, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে- **لَنْ يَنْقَلِبَ الرُّسُلُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى**

أَبَدًا না, তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনগণ তাদের পরিবার-পরিবার-পরিজনের নিকট কখনই ফিরে যাবে না' (৪৮ : ১২)।

২৩৪. অর্থাৎ আমাদের কাজ কি কিছুই হবে, না সবই মারা গেছে বা আমরা যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গী, তাদের হাতে কি বিজয় ও সাফল্য একটুও এসেছে? অথবা মহান আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন, আমাদের বা অন্য কারও কি কোনও ইখতিয়ার আছে? এ ছিল বাক্যের বাহ্য অর্থ, আর মনে যা ছিল, তা সামনে আসছে।

২৩৫. অর্থাৎ মুনাফিকদের এ উক্তি যে, আমাদের হাতে কি কিছু আছে। এটা 'কথা সত্য, মতলব খারাপ'-এর পর্যায়ভুক্ত। কেননা এটা সন্দেহাতীত যে, তোমাদের হাতে কিছুই নেই। সবই মহান আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করেন বা ধ্বংস করেন। ইচ্ছা হলে বিজয়ী করেন, ইচ্ছা হলে পরাস্ত। বিপদ পাঠানো বা শান্তি, সফল করা বা ব্যর্থ-সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি একাই ঘটনাকে এক সম্প্রদায়ের জন্য রহমতে পরিণত করেন, অন্যদের জন্য আযাব বানিয়ে দেন। কিন্তু তোমরা একথা দ্বারা যা বোঝাতে চাও, তা আল্লাহ্ পাক জানেন। তিনি অন্তর্যামী। সামনে তাই বর্ণিত হয়েছে।

২৩৬. তাদের মনে ছিল এই, যা তারা খাঁটি মুসলিমগণ থেকে আলাদা হয়ে নিজেরা বলেও থাকবে যে, মিয়া, প্রথমে আমাদের কথা শোনা হয় নি। তিনি কয়েকজন অনভিজ্ঞ আবেগপ্রবণ লোকের কথায় মদীনার বাইরে যুদ্ধ করতে চলে এসেছেন। আমাদের ইখতিয়ারে যদি কিছু থাকত এবং আমাদের পরামর্শ যদি শোনা হত, তা হলে এতটা ক্ষতি স্বীকার করতে হত কি? আমাদের এতগুলো ভাই মারা গেল। আমাদের কথা রাখলে এরা মারা পড়ত কি? অধিকাংশ মুনাফিক বংশসূত্রে মদীনার আনসারদের ভাই ছিল। এ জন্যই 'مَا قُتِلْنَا هُنَا'-এর মাঝে তাদের মৃত্যুকে নিজেদেরকে মৃত্যু বলে ব্যক্তি করেছে। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা হবে যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা মত যদি বিজয় ও সাফল্য মুসলিমগণেরই হত, তা হলে আমাদের উপর হত্যা ও যখমের এত বড় বিপদ কেন?

বিশেষ জ্ঞাতব্য : দৃশ্যত মুনাফিকরা এসব কথা মদীনায় বসে বলেছিল। কেননা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই যুদ্ধ শুরুর আগেই তার দলবল নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। এ অবস্থায় উহুদ যেহেতু নিকটেই, তাই 'هنا' (এ স্থলে) দ্বারা তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু এক রিওয়াযাত দ্বারা প্রমাণিত হয়, মু'আত্তাব ইব্ন কুশায়র নামক জনৈক মুনাফিক রণক্ষেত্রে বসেই একথা বলেছিল। হতে পারে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইয়ের দলের কিছু লোক বিশেষ কোন অভিপ্রায়ে ময়দানে থেকে গিয়েছিল। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(১০০) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۖ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

১৫৫ যে দিন দুই বাহিনী লড়াই করেছিল, সে দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা হটে গিয়েছিল, তাদেরকে তো তাদের পাপের পরিণামে শয়তানই পদস্থলিত করেছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু। ২৩৯

২৩৭. তাকদীরের লিখন কখনো খণ্ডন হয় না : এ নিন্দা ও তিরস্কার এবং অনুতাপ ও আফসোস সম্পূর্ণ নিরর্থক। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের মৃত্যুর যে স্থান ও সময় লিখে দিয়েছেন, তার কোন অন্যথা নেই। তোমরা যদি ঘরের ভেতর ঢুকে বসে থাকতে এবং তোমাদের সিদ্ধান্ত যদি মানাও হত, তবুও যাদের মৃত্যু উহদের রণক্ষেত্রের যেখানে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তারা কোন না কোন কারণে সেখানে চলে যেতই এবং সেখানে তার মৃত্যু হতই। এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যে, যেখানে মৃত্যু নির্ধারিত ছিল সেখানেই মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু হয়েছে মহান আল্লাহর পথে বীরের মত, শাহাদতের মৃত্যু। কাজেই, এ ব্যাপারে আফসোস করার কী হেতু থাকতে পারে। মহান আল্লাহর পথের বীর পুরুষদেরকে নিজেদের সাথে তুলনা করো না।

২৩৮. অন্তরের রহস্য একমাত্র আল্লাহ জানেন : আল্লাহ তা'আলা তো মনের গোপন কথাও জানেন। তাঁর কাছে কারও কোন অবস্থা গোপন নয়। উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের সকলকে একটি পরীক্ষায় ফেলা, যাতে তোমাদের মনের কথা বের হয়ে পড়ে, পরীক্ষার দাহনে খাঁটি-ভেজাল আলাদা হয়ে যায়, নিষ্ঠাবানরা সাফল্যের পুরস্কার লাভ করে, তাঁদের অন্তর ভবিষ্যতের জন্য সর্বপ্রকার দ্বিধা-সংশয় ও দুর্বলতা হতে پاک-পবিত্র হয়ে উঠে এবং মুনাফিকদের মুখোশ খুলে যায় ও মানুষ পরিষ্কারভাবে তাদের মনের কুটিলতা উপলব্ধি করতে পারে।

২৩৯. উহদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ অমান্যকারীদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন : নিষ্ঠাবানগণের দ্বারাও অনেক সময় ছোট-বড় পাপ হয়ে যায় এবং একটি পুণ্য দ্বারা যেমন আরেকটি পুণ্যের তাওফীক হয়, তেমনি একটি পাপের অকল্যাণে শয়তান তাকে আরও দশটি অন্যায়-অপরাধে প্ররোচিত করার সুযোগ পায়। উহদের যুদ্ধেও যে সব নিষ্ঠাবান মুসলিম পশ্চাদপসরণ করেছিল, সেটা ছিল পূর্ববর্তী কোন পাপের অশুভ পরিণাম। যদ্বারা শয়তান তাদেরকে পদস্থলিত করার প্রয়াস পায়। কাজেই একটি বড় গুনাহ তো এটাই ছিল যে, তীরন্দাজদের সিংহভাগই নবী করীম (সা.)-এর আদেশ পালনে যত্নবান থাকেনি। কিন্তু মহান আল্লাহর অনুগ্রহ লক্ষণীয়

(১০৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ
 إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا
 قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১৫৬. হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফির হয়েছে^{২৪০}
 এবং তাদের ভায়েরা^{২৪১} যখন দেশে দেশে সফরে বের হয় বা
 জিহাদে থাকে তখন তাদেরকে বলে, তারা আমাদের নিকট থাকলে
 মারা যেত না ও নিহত হত না^{২৪২}, যাতে আল্লাহ এ ধারণা দ্বারা
 তাদের অন্তরে অসন্তাপ সৃষ্টি করেন। আল্লাহই তো জীবন দান
 করেন ও মৃত্যু ঘটান।^{২৪৩} আর আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ
 দেখেন।^{২৪৪}

তাঁর শাস্তিতে কোন বড় ধরনের পরাজয় দান করেন নি। বরং তাদের এখন আর কোন
 গুনাহও অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।
 কাজেই, কারও কোনরূপ নিন্দা ও তিরস্কার করার অধিকার নেই।

২৪০. অর্থাৎ তোমরা কখনই ওই সব কাফির-মুনাফিকের মত এরূপ বাজে
 চিন্তা-চেতনাকে মনে স্থান দিও না যে, ঘর থেকে বের না হলে মৃত্যু ঘটত না ও নিহত
 হত না।

২৪১. মুনাফিকরা যেহেতু প্রকাশ্যে মুসলিম নামধারী ছিল তাই মুসলিমগণকে
 নিজেদের ভাই বলে পরিচয় দিয়েছে। কিংবা এ কারণে যে, বংশ সূত্রে তারা ও মদীনার
 আনসারগণ পরস্পর ভাই ছিল আর যেহেতু এ উক্তি তারা কল্যাণ কামিতার ছদ্মাবরণে
 করেছিল তাই 'إخوان' (ভ্রাতৃবর্গ) শব্দ ব্যবহার করেছে।

২৪২. মুনাফিকদের অমূলক উক্তির জবাব : মুনাফিকদের অবান্তর উক্তি অনর্থক
 বাইরে গিয়ে মরেছে। যদি আমাদের কাছে নিজ ঘরে পড়ে থাকত, তবে কি নিহত হত
 বা মারা যেত না। তাদের এটা বলার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমগণের মনে এ অনুতাপ সৃষ্টি
 করা যে, সত্যিই আমরা চিন্তা ভাবনা না করেই বের হয়ে পড়েছিলাম এবং সমরানলে
 ঝাঁপ দিয়েছিলাম। যদরূপ এই পরিণতি। ঘরে বসে থাকলে এ বিপদের সম্মুখীন হত
 হত না। কিন্তু মুসলিমগণ এতটা কাঁচা ছিল না যে, তাদের প্রতারণা শিকার হবে।
 বরং এসব কথা দ্বারা উল্টো মুনাফিকদেরই মুখোশ খুলে যায়। কতক মুফাসসির
 -এর "ل" -কে পরিণামবোধক অর্থে ধরে এরূপ
 لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ

(১০৭) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

(১০৮) وَلَئِنْ مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۝

১৫৭. তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও বা মৃত্যুবরণ কর, ২৪৫ তবে তারা যা সঞ্চয় করে, তদপেক্ষা আল্লাহর ক্ষমাও অনুগ্রহ শ্রেষ্ঠতর।

১৫৮. এবং যদি তোমরা মারা যাও যা নিহত হও, তা হলে আল্লাহরই সামনে তোমরা সকলে একত্র হবে। ২৪৬

অর্থ করেছেন যে, মুনাফিকদের মন ও মুখে একথা এ জন্য ফুটিয়ে তোলা হয় যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে হামেশা এ অনুতাপ ও আফসোসের আগুনে দগ্ধমান রাখতে চান। আর সেই সাথে এ মনস্তাপেও যাতে পুড়তে থাকে যে, মুসলিমগণ আমাদের মত হল না এবং আমাদের কথায় কেউ কান দিল না। এভাবে 'لا تكونوا' -এর সাথেও 'ليجعل' -এর সম্পর্ক হতে পারে।

২৪৩. জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালা আল্লাহর হাতে : জীবন দান ও মৃত্যু ঘটান এ মহান আল্লাহরই কাজ। কত লোক জীবনভর সফরে থাকে ও যুদ্ধ করে কাটায়, কিন্তু মৃত্যু হয় নিজ বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে। আবার কত মানুষ গৃহকোণে পড়ে থাকতে অভ্যস্ত কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক এমন কোন কারণ দাঁড় করিয়ে দেন, যদ্বারা তাকে বাইরে যেতে হয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে বা নিহত হয়। বান্দার হস্তক্ষেপে এ জিনিস টলবার ও পরিবর্তিত হওয়ার নয়। হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) ইত্তিকালেরও সময় বলেছিলেন, আমার দেহে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও তরবারি বা বর্শার আঘাত হতে খালি নয়, কিন্তু আজ আমি একটা উটের মত (ঘরে পড়ে) মারা যাচ্ছি। 'فلائنا من عين الجبناء' -এ দেখে যদি কাপুরুষদের চোখ খুলত।

২৪৪. অর্থাৎ তিনি দেখেন মুনাফিক ও কাফিররা কোন পথে চলছে এবং মুসলিমগণ তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ হতে কতটুকু দূরে থাকে। তিনি প্রত্যেককে তার অবস্থা অনুযায়ী কর্মফল দিবেন।

২৪৫. অর্থাৎ তাঁরই পথে।

২৪৬. মরতে এক একদিন হবেই, বীরের মৃত্যুই শ্রেয় : মনে কর তোমরা সফর বা জিহাদে বের হলে না এবং আপাতত মৃত্যু হতে বেঁচে গেলে, কিন্তু এটা তো অবশ্যম্ভাবী যে, কোন না কোন সময়ে মারা যাবে বা নিহত হবেই। তারপর সকলকে মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতেই হবে। তখন জানতে পারবে, যে সকল ভাগ্যবান

(১০৭) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

১৫৯. আল্লাহরই অনুগ্রহে (হু রাসুল) আপনি তাদের জন্য কামল হৃদয় হয়েছেন। যদি আপনি রুঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার নিকট হতে সরে পড়ত। কাজেই, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের থেকে পরামর্শ নিন। তারপর আপনি যখন সে কাজের সংকল্প করুন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহর ভরসাকারীদের ভালবাসেন। ২৪৭

মহান আল্লাহর পথে সৎকাজে রত অবস্থায় মারা গেছেন বা নিহত হয়েছেন। তাঁর মহান আল্লাহর নিকট কী বিপুল অনুগ্রহ ও বখশীশ লাভ করবেন, যার সামনে তোমাদের যাবতীয় উপার্জন ও সঞ্চিত ধন-সম্পদ নিতান্তই তুচ্ছ। সারকথা, মুনাফিকদের কথাও যদি মেনে নেওয়া যায় যে, ঘর থেকে বের না হলে মারা যেত না, তবুও তো সেটা অপূরণীয় ক্ষতিই ছিল। কেননা, তখন তো সেই মহিমাম্বিত জীবন হতে বঞ্চিত থাকতে হত, যার জন্য এরূপ লাখো লাখো জীবন কুরবান করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, সেটা মরণ নয়; বরং অনন্ত জীবন।

فَنَافَى اللَّهِ كِي تَدْمِينَ بَقَا كَارَاز مَضْرَهِي * جَوَجِينَا هِي تَوَمَرْنِي كِي لِي تِيَار هُو جَاو

“মহান আল্লাহর জন্য বিলীন হওয়ার মাঝে লুক্কায়িত আছে স্থায়িত্বের রহস্য, যদি জীবনই লাভ করতে হয়, তবে মরণের জন্য প্রস্তুত হও।”

২৪৭. সমাজ সংস্কার ও ধর্ম প্রচারক হিসেবে নবী (সা.)-কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নির্দেশ এবং তাঁর মহান চরিত্র মাধুরী : মুসলিমগণকে তাদের ক্রটি সম্পর্কে সতর্কীকরণ ও তাদের ক্ষমা করে দেওয়ার পর উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, ভবিষ্যতে এ ধোঁকাবাজ সম্প্রদায়ের প্রতারণার শিকার হওয়া না। এ আয়াতে তাদের মার্জনার পূর্ণতা বিধান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যুদ্ধে তাদের পক্ষ হতে ভয়ানক ক্রটি ও গুরুতর অন্যায় হয়ে যাওয়ায় সম্ভবত প্রিয়নবী (সা.) অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন এবং ইচ্ছা করে থাকবেন যে, ভবিষ্যতে তাদের সাথে কোন বিষয়ে পরামর্শ করা হবে না। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা অত্যন্ত বিস্ময়কর বর্ণনামূলকভাবে তাদের পক্ষে সুপারিশ করেছেন। তার আগে নিজের পক্ষ হতে মার্জনার ঘোষণা প্রদান করেছেন। কেননা, মহান আল্লাহ তো জানেনই যে, প্রিয় নবী (সা.)-এর মনোবেদনা ও অসন্তোষ আপন প্রতিপালকের

(১৬০) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَسِنَّ الذِّى يَنْصُرْكُمْ
مِّنْ بَعْدِهِ ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

১৬০. আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউ তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না। আর যদি তোমাদের সাহায্য না করেন, তা হলে এমন কে আছে যে তারপর তোমাদের সাহায্য করতে পারে? মুসলিমগণের উচিত আল্লাহরই উপর নির্ভর করা। ২৪৮

উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তারপর ইরশাদ করেছেন- অর্থ৭- فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهُمْ- আপনার ও তাদের প্রতি মহান আল্লাহর কত বড় অনুগ্রহই যে, আপনাকে অসাধারণ সজ্জন ও কোমল-হৃদয় করা হয়েছে। অন্য কেউ হলে মহান আল্লাহই জানেন এরূপ সঙ্গীন পরিস্থিতিতে কী রূপ আচরণ করত। এ সব তো মহান আল্লাহরই মেহেরবাণী যে, আপনার মত মমতাশীল ও হৃদয়বান নবী তারা লাভ করেছে। ধরে নিন আল্লাহ না করুন আপনি যদি কঠোর চরিত্রের হতেন ও আপনার স্বভাব রুঢ় হত, তা হলে এসব লোক আপনার পাশ ঘিরে থাকতে পারত কি? তাদের থেকে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে আপনি কঠোরভাবে ধর-পাকড় করে বসতেন। ফলে লজ্জা ও ভয়ে তারা আপনার কাছেও ঘেঁষতে পারত না। এভাবে তারা প্রভূত কল্যাণ ও সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত থাকত এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি নস্যাৎ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে হৃদয়বান ও কোমল চরিত্রের বানিয়েছেন। আপনি সংশোধনের সাথে সাথে তাদের দোষ-ত্রুটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। কাজেই এ ত্রুটিও যতটুকু আপনার ব্যক্তি সত্তার সাথে সম্পৃক্ত তা ক্ষমা করে দিন। আর আল্লাহ পাক যদিও নিজের হুকুম ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবুও তাদের অধিক মনোরঞ্জন ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমার কাজেও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, যাতে করে এ ভাঙা হৃদয়গুলো আপনার সন্তুষ্টিও প্রসন্নতা লক্ষ্য করে সম্পূর্ণ প্রশান্ত ও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কেবল ক্ষমা করাই নয়; বরং ভবিষ্যতে তাদের থেকে রীতিমত পরামর্শও গ্রহণ করুন। পরামর্শের পর যখন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যায় এবং দৃঢ় সংকল্প হয়ে যায় তখন মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে কোনরূপ দ্বিধা-সংশয় ছাড়া তা কার্যকর করুন। যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ভালবাসেন এবং তাদের কাজ সাফল্যমণ্ডিত করেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'عزم' (আযম) কী? তিনি বললেন مشاورة اهل الرأي 'বিচক্ষণগণের সাথে পরামর্শ করা, তারপর তাদের অনুসরণ করা' (ইবন

(১৬১) وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُظَ وَمَنْ يَغْلُظْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

১৬১. কোন কিছু গোপন করা নবীর কাজ নয়। যে কেউ গোপন করবে, সে কিয়ামতের দিন আপন গোপনকৃত বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে। তারপর প্রত্যেকে যা অর্জন করেছে তা পুরোপুরি লাভ করবে আর তার প্রতি যুল্ম করা হবে না। ২৪৯

কাসীর)। 'মাজমা' 'উয-যাওয়াইদ' গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা যে বিষয় কিতাব ও সুন্নাহর মাঝে না পাব তাতে কী পন্থা অবলম্বন করব? তিনি বললেন, ফুকাহা ও বিবেকবান আবেদগণের সাথে পরামর্শ করবে। 'لا تمضوا فيه رأى خاصة' 'তাতে কোন ব্যক্তি বিশেষের রায় কার্যকর করবে না।

২৪৮. আল্লাহর উপর ভরসার যৌক্তিকতা : পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলা হয়েছিল মহান আল্লাহর উপর ভরসা করুন। এখানে বলা হয়েছে, ভরসার উপযুক্ত তো এমন সত্তাই হতে পারে, যিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও সকলের উপরে শক্তিমান। সকল মুসলিমের উচিত তাঁর সাহায্যের উপর নির্ভর করা। যেন মুসলিমগণের দ্রুতি-বিচ্যুতি স্বয়ং ক্ষমা করার ও স্বীয় নবীর দ্বারা ক্ষমা করিয়ে দেওয়ার পর তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যেন কারও কথায় না পড়, কেবল মহান আল্লাহর উপরই ভরসা রাখ। তাঁর সাহায্য হলে কোন শক্তি তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, যেমন বদরে প্রত্যক্ষ করেছে। বিশেষ কোন কারণে তিনি যদি সাহায্য না করেন, তবে আর কোন শক্তি তোমাদের সাহায্য করতে পারবে না। যেমন উহুদে তোমরা এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছ।

২৪৯. নবীগণের ভিতর ও বাইর সমান : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ত মুসলিমগণকে পরিপূর্ণভাবে প্রশান্ত-চিত্ত ও ভাবনা-মুক্ত করে দেওয়া, যাতে তাদের অন্তরে এ সন্দেহ না আসে যে, হয়ত রাসূলুল্লাহ (সা.) মুখে মুখে আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন, কিন্তু অন্তর রাগ রয়ে গেছে। অন্য কোন সময় এ রাগ প্রকাশ করবেন। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বাইরে এক, ভিতরে আরেক, এটা নবীর কাজ নয়। অথবা মুসলিমগণকে বোঝান উদ্দেশ্য যে, তোমরা মহান আল্লাহর পিয়ারা রাসূলের সম্মান ও আমানত রক্ষায় সদা যত্নবান থাকবে। তাঁর সম্পর্কে অন্তরে কোন বাজে চিন্তা আনবে না, যেমন (নাউযুবিল্লাহ) তিনি গণীমতের কোন মাল গোপন করে রেখে থাকবেন। এটা বলার কারণ এ হয়ে থাকবে যে, তীরন্দাজগণ গণীমতের জন্য অবস্থান ছেড়ে দৌড়েছিল

(১৬২) أَفَمِنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

(১৬৩) هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

১৬২. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত সে কি ওই ব্যক্তির সমান, যে আল্লাহর ক্রোধ উপার্জন করেছে এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম? কতই না নিকৃষ্ট স্থানে সে পৌঁছেছে। ২৫০
১৬৩. আল্লাহর নিকট মানুষের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তারা যা কিছু করেন তা আল্লাহই দেখেন। ২৫১

হযরত কি তাদেরকে হিসসা দিতেন না? নাকি কিছু গোপন করে রাখতেন? কোন কোন বর্ণনায় আছে, বদরের যুদ্ধে গণীমতের মাল হতে একটি চাদর বা তরবারি হারিয়ে গিয়েছিল। কেউ বলেছিল, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের জন্য রেখে দিয়ে থাকবেন (নাউযুবিল্লাহ) তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। মোদাকথা, মুসলিমগণকে বোঝান উদ্দেশ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যদি আপন কোমল চরিত্রের কারণে তোমাদের ক্রটি মার্জনা করে থাকেন, তবে তাঁর মহা মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষায় তোমাদের আরও বেশী সচেতন থাকা উচিত। কোন রকম শিথিল মনোভাব ও দুর্বল চিন্তা যেন মু'মিনগণের কাছেও ঘেঁষতে না পারে। অন্য দিকে যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাঁর মমতা ও কোমল চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উল্লেখ্য যুদ্ধ সংক্রান্ত মুসলিমগণের ভুল-ক্রটি মার্জনা করানো হয়, তাই সেই প্রসঙ্গে বদর যুদ্ধ সম্পর্কিত একটি ক্রটিও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি আপন নম্রতারশে সে দিকেও কোন ভ্রক্ষেপ না করেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ' غُلُول ' -এর প্রকৃত অর্থ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎ করা। কখনও সাধারণভাবে যে কোনও রকমের আত্মসাৎ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এমন কি অনেক সময় কোন জিনিস লুকিয়ে রাখার ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন ইবন মাসউদ (রা.) বলেন- ' غُلُومًا مِّصْحَفَكُمْ ' তোমাদের কুরআনের কপি লুকিয়ে রাখ।

২৫০. অর্থাৎ সবসময় মহান আল্লাহর আজ্ঞানুবর্তী থাকেন যেই নবী, এমন কি অন্যদেরও মহান আল্লাহর অনুগত বানানোর চেষ্টা করেন, তাঁর পক্ষে কি অপরের সাথে এমন আচরণ করা সম্ভব যা মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ ও জাহান্নামের উপযুক্ত? কখনও নয়।

(১৬৮) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

১৬৪. আল্লাহ মু'মিনগণের প্রতি অনুগ্রহ করলেন যে, তিনি তাদের মাঝে রাসূল পাঠালেন তাদেরই মধ্য হতে। ২৫২ তিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত পাঠ করেন, তাদেরকে (শিরক ইত্যাদি হতে) পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের বিষয় শিক্ষা দান করেন। আর তারা তো পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মাঝে ছিল। ২৫৩

২৫১. অর্থাৎ নবী ও অন্যান্য মানুষ এক সমান নয়। লোভ লালসা ইত্যাকার নীচ প্রকৃতির কাজ নবীগণের পক্ষ হতে কখনই হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা জানেন, কে কোন স্তরের। তিনি সকলের কাজ দেখেন। এরূপ নিম্ন প্রকৃতির লোককে কি তিনি নবুওয়্যাতের মহা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন? (নাউয়ুবিল্লাহ)

২৫২. নবী (সা.)-এর আগমণ মুসলিম জাতির জন্য মহা অনুগ্রহ : তাদের স্বজাতীয় ও আপন সম্প্রদায়ের মধ্য হতে একজনকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যার নিকট বসা, কথাবার্তা বলা, ভাষা বোঝা ও সর্বপ্রকার আলো ও বরকত লাভে ধন্য হওয়া অত্যন্ত সহজ। তাঁর চরিত্র, জীবন বৃত্তান্ত, আমানত ও বিশ্বাস, পবিত্রতা ও আল্লাহ ভীতি সম্পর্কে তারা ভাল রকম অবগত। আপন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর লোক হতে মু'জিয়া প্রকাশ হতে দেখলে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা সহজ হয়। মনে কর, কোন জিন্ন বা ফিরিশ্তাকে যদি রাসূল করে পাঠানো হত তবে মু'জিয়া দেখে একথা মনে করার অবকাশ ছিল যে, ইনি যেহেতু মানব জাতি হতে স্বতন্ত্র সৃষ্টি, তাই এ অলৌকিকতা তার বিশেষ আকৃতি-প্রকৃতিরও ফল হতে পারে। আমাদের পক্ষে এসব সম্ভব না হওয়া তার নবুওয়্যাতের প্রমাণ হতে পারে না। মোদাকথা, মু'মিনগণের জন্য মহান আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, তিনি এমন রাসূল পাঠিয়েছেন, যার দ্বারা অনায়াসে উপকৃত হওয়া যায়। তিনি অতি সম্মানিত ও উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মত সাধারণের সাথেও নেহায়েত নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে মিলে মিশে থাকেন। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

২৫৩. নবী রাসূলের মৌলিক দায়িত্ব : সূরা বাকারায় এ বিষয়বস্তুর দু'টি আয়াত গেছে। সারকথা, এর মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। ১. আয়াত পাঠ (মহান আল্লাহর আয়াত আবৃত্তি করে শোনানো) শ্রোতাবৃন্দ একই

(১৬০) أَوَلَمْ يَأْصَابِكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ۚ قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১৬৫. তা হলে কি যখন তোমাদের উপর এক বিপদ আসে, যার দ্বিগুন তোমরা তাদের ঘটিয়েছিলে, তখন তোমরা বল যে, এটা কোথেকে আসল? ২৫৪ তুমি বলে দাও এ বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তোমাদের নিজেদের পক্ষ হতে। ২৫৫ নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জিনিসের উপর শক্তিমান।

ভাষাভাষী হওয়ার কারণে তারা তার বাহ্য অর্থ বুঝে নিত এবং সে অনুসারে কাজ করত; ২. মানুষের আত্মিক পরিশোধন তথা আত্মার দোষ-ত্রুটি ও সর্বপ্রকার শিরক ও পাপাচার হতে তাদেরকে পবিত্র করা ও অন্তরসমূহকে মেজে-ঘসে শাণিত করা। এটা আয়াতের সাধারণ বিষয়বস্তু অনুযায়ী কাজ করার এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য আত্মিক শক্তি আরোপ ও প্রভাব বিস্তার দ্বারা সাধিত হয়; ৩. কিতাবের তা'লীম অর্থাৎ মহান আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বর্ণনা করা। এর প্রয়োজন দেখা দেয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। উদাহরণত পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বাক-রীতি দৃষ্টে সাহায্যে কিরাম কোন এক শব্দের এক অর্থ উপলব্ধি করলেন। ফলে তাদের মনে কোন প্রশ্ন দেখা দিল। এরূপ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) কিতাবুল্লাহর আসল মর্ম যা স্থানগত লক্ষণাদি দ্বারা স্থিরীকৃত থাকত তা বাতলে দিয়ে তাদের সন্দেহ নিরসন করে দিতেন। যেমন الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্ম দ্বারা কলুষিত করেনি। (৬ : ৮২) প্রভৃতি স্থানে হয়েছিল। ৪. হিকমতের তা'লীম অর্থাৎ গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেওয়া ও কুরআন মাজীদেবের সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও রহস্য এবং শরী'আতের নিগূঢ় তাৎপর্য ও কারণাদি সম্পর্কে অবহিত করা চাই তা স্পষ্টভাবে হোক বা ইঙ্গিতে। প্রিয়নবী (সা.) আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও সাহায্যে সেই পতিত সম্প্রদায়কে ইল্ম ও আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের এরূপ শীর্ষ চূড়ায় অধিষ্ঠিত করেন যারা শতশত বছর ধরে চরম মূর্খতা ও প্রকাশ্য বিভ্রান্তির অতল তলে নিমজ্জিত ছিল। তাঁর সামান্য কালের তালীম ও সাহচর্যের বদৌলতে তাঁরা সমগ্র বিশ্বের পথ-প্রদর্শক ও শিক্ষককে পরিণত হয়ে যায়। কাজেই তাদের উচিত এ মহা অনুগ্রহের মূল্যায়ন করা এবং ভুলেও কখনও এমন কাজ না করা যদ্বারা তিনি মনে আঘাত পান।

২৫৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিনদেরকে সান্ত্বনাঃ পূর্বে উহদের ঘটনা বিবৃত হয়ে আসছিল। মাঝখানে সে সম্পর্কিত ভুল-ত্রুটি মার্জনা করার কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং

(১৭৭) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقْيِ الْجَمْعِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১৬৬. যে দিন দুই বাহিনী মুখোমুখী হয়েছিল, সে দিন তোমাদের যা কিছু ঘটেছিল তা আল্লাহরই হুকুমে। আর এ জন্য যাতে আল্লাহ মু'মিনগণকে জানতে পারেন। ২৫৬

সে প্রসঙ্গে নবী করীম (সা.)-এর মহান চরিত্র মাধুরী ও তাঁর অধিকার তুলে ধরা হয়েছে। এবারে আবার উহুদের ঘটনার ফিরে যাওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে উহুদের যুদ্ধে যে কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তজ্জন্য বিশ্বয় প্রকাশ করে তোমরা কি এ কথা বল যে এ বিপদ কোথেকে আসল? আমরা তো ছিলাম মুসলিম মুজাহিদ মহান আল্লাহর পথে তাঁর দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বের হয়েছিলাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর মুবারক যবানে সাহায্য ও জয়ের ওয়াদাও করেছিলেন। তথাপি এ বিপদ আমাদের উপর কোথেকে কি ভাবে আপতিত হল? এরূপ বলার সময় চিন্তা করা উচিত যে, যে পরিমাণ কষ্ট তোমাদের স্বীকার করতে হয়েছে তার দ্বিগুন তোমাদের পক্ষ হতে তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছিল। উহুদ যুদ্ধে তোমাদের আনুমানিক সত্তর জন শহীদ হয়েছে। বদরে তাদের সত্তর জন নিহত হয়েছিল এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছিল। সে সত্তর জন তোমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন ছিল। ইচ্ছা করলেই তোমরা তাদের হত্যা করতে পারতে। উহুদেও প্রথমে তাদের বিশ জনের অধিক নিহত হয়েছিল। ক্ষণিকের জন্য তোমরা পরাস্ত হলেও বদরে তারা মারাত্মকভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল। উহুদেও তোমরা যখন অবিচলভাবে লড়াই করেছ তখন তারা পরাভূত হয়েছিল। শেষতক তারা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ অবস্থায় ন্যায্যত তোমাদের নিজ কষ্ট সম্পর্কে অভিযোগ করার এবং মর্মান্বিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

২৫৫. উহুদের যুদ্ধের সাময়িক বিপর্যয় মুসলিমদের নিজেদের কারণে : চিন্তা করলে দেখবে এ বিপদের কারণ তোমরা নিজেরাই। তোমরা আবেগের তোড়ে খোদ নবী (সা.) এবং বহু অভিজ্ঞ জনের রায় মাননি। নিজেদের পসন্দও ইচ্ছামত মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র রচনা করেছ। তারপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তোমাদের তীরন্দাজগণ তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছেড়ে শত্রুদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছে। এর এক বছর আগে যখন বদরের বন্দীদের ব্যাপারে তোমাদেরকে এ ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, হয় তাদেরকে হত্যা কর অথবা এ শর্তে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দাও যে ভবিষ্যতে তোমাদের থেকে সমসংখ্যক লোককে নিয়ে যাওয়া হবে। তোমরা মুক্তিপণকেই গ্রহণ করলে। কাজেই যখন সেই শর্তই পূরণ করা হল, তখন বিশ্বয় প্রকাশ কেন? এটা তো তোমরা নিজেদের পক্ষ হতেই কবুল করে নিয়েছিলে (বদরের বন্দীদের সম্পর্কিত পূর্ণ ঘটনা সূরা আনফালে আসবে)।

(১৬৭) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ ۖ قِتَالًا لَا تَبْعُنَكُمُ ۖ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ
أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۖ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝

১৬৭. এবং তিনি তাদের জানতে পারেন যারা ছিল মুনাফিক। ২৫৭ তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, এসো আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর কিংবা শত্রুকে প্রতিরোধ কর। তারা বলল, আমরা যদি যুদ্ধ জানতাম তা হলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকতাম। ২৫৮ সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরেরই বেশি নিকটবর্তী ছিল। ২৫৯ তারা নিজ মুখে বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। তারা যা কিছু গোপন করে আল্লাহ তা সম্যক অবগত। ২৬০

২৫৬. উহুদ যুদ্ধে সাময়িক বিপর্যয়ের মৌল উদ্দেশ্য : যাকে যখন ইচ্ছা বিজয়ী এবং যখন ইচ্ছা পরাজিত করে দেন। পরাজিত করার কারণ এ নয় যে, তখন তাকে জয়ী করতে সক্ষম ছিলেন না; বরং তার কারণ, তোমাদের স্বেচ্ছাজনিত কাজের দরুণ এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে সর্বাত্মক বিজয় দান কল্যাণজনক ছিল না। মোদাকথা, যা কিছু হয়েছে, তাঁর ইচ্ছা ও হুকুমেই হয়েছে এবং তোমরা নিজেরা ছিলে তার কারণ, আর তার উদ্দেশ্য ছিল এক দিকে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মু'মিনের ঈমান ও নিষ্ঠা এবং অন্যদিকে মুনাফিকের মুনাফিকী স্পষ্ট করে তোলা, যাতে খাঁটি ভেজাল ও কাঁচা-পাকার মাঝে কারও বিভ্রান্তি না থাকে।

২৫৭. উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মুনাফিকদের কাণ্ড : যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে মুনাফিক প্রধান আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই যখন তার তিনশ' লোক নিয়ে ফিরে যেতে শুরু করে তখন বলা হয়েছিল, এ যুদ্ধের মুহূর্তে কোথায় পালাচ্ছ? এসো, যদি ইসলামের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাক, তা হলে মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। অথবা অন্ততপক্ষে দুশমনের প্রতিরোধেই অংশ গ্রহণ কর। অর্থাৎ দলে শরীক থাক, যাতে শত্রুর উপর সংখ্যাধিক্যের প্রভাব পড়ে। কিংবা মহান আল্লাহর পথে দীনের খাতিরে যদি যুদ্ধ না কর তবে দেশাত্মবোধ ও স্বজাতীয় মর্যাদাবোধের কারণে বা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির হিফায়তের উদ্দেশ্যেই শত্রুর প্রতিরোধ কর। কেননা, শত্রু সফল হলে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে মু'মিন মুনাফিক বাছবিচার করবে না। সাধারণ মুসলিমগণের মত তোমরাও তখন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মোটকথা, তাদের মন-মানসিকতা অনুযায়ী সব রকমে তাদের বোঝান হয়, যাতে তাদের মনের কথা প্রকাশ হয়ে যায়।

(১৬৮) الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا
عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

১৬৮. তারা তো সেই সব লোক যারা নিজেরা বসে থাকে এবং তাদের
ভাইদেরকে বলে, তারা যদি আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হতো
না। ২৬১ তুমি বল, তা হলে তোমরা নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে
হটিয়ে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ২৬২

২৫৮. মুনাফিকদের আল্লাহ সাহায্যের উপর ভরসা ছিল না : যুদ্ধ হওয়ার
কোন আলামত দেখা যায় না অথবা প্রহসন মাত্র। যদি আমরা বুঝতাম, সত্যিই যুদ্ধ
হবে, তা হলে অবশ্যই তোমাদের সাথে যেতাম। যখন দেখব যুদ্ধ হয়, তখন শামিল
হয়ে যাব। অথবা এর অর্থ, এটা যদি কোন যুদ্ধ হত তা হলে সাথে থাকতাম, কিন্তু এ
টা কোন যুদ্ধ নাকি যে, এক দিকে তিন হাজারের সসস্ত্র বাহিনী, অন্য দিকে এক
হাজার লোক, তাও অস্ত্র-সস্ত্র বলতে কিছু নেই? এটা কোন যুদ্ধ নয়; বরং আত্মহত্যার
প্রয়াস। অথবা তারা 'لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا' দ্বারা বুঝিয়েছে যে, সাহেব! আমরা যদি সামরিক
রীতি-নীতিও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হতাম তা হলে আপনার সাথে থাকতাম। যেন
কটাক্ষ করল যে, আমাদের পরামর্শ তো শুনলেন না। অন্যদের রায়ই গ্রহণ করলেন।
প্রকারান্তরে এর দ্বারা আমাদেরকে রণ-কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ ঠাওরালেন এবং নিজেকে
পারদর্শী দেখালেন। কাজেই, আমাদেরকে কেন সাথে নিতে চান। এমন তরো মিথ্যা
ছলনার আশ্রয় নিয়ে তারা ফিরে গেল।

২৫৯. মুনাফিকরা মূলত কাফিরই ছিল : মুনাফিকরা অন্তরে কাফির ছিল, কিন্তু
মুখে ঈমানের প্রকাশ করত। এ মৌখিক ইসলামের ভিত্তিতেই তারা মুসলিমগণের
সাথে মিলে মিশে থাকত। সে দিন যুদ্ধের মূহুর্তে নবী করীম (সা.) ও মুসলিমগণকে
ছেড়ে চলে যাওয়ার এবং মিথ্যা বাহানা প্রদর্শনের পরিণামে তাদের মুনাফিকীর মুখোশ
সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়ে যায়। এখন প্রকাশ্যেও তারা ঈমানের তুলনায় কুফরের বেশি
নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং নিজেদের কাজ দ্বারা মুসলিমগণের ক্ষতি সাধন ও
কাফিরদের শক্তি বৃদ্ধি করল।

২৬০. অর্থাৎ মুখে তো 'لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَانَاكُمْ' বলে, আর অন্তরে যা আছে তা
প্রকাশ করে না। অন্তরে ছিল, খুব ভাল হর্ত, যদি মুসলিমগণ পরাস্ত ও লাঞ্ছিত হত।
আমরা আনন্দে বগল চাপড়াতাম।

২৬১. অর্থাৎ নিজেরা কাপুরুষের মত বসে রয়েছে, আর নিজেদের জ্ঞাতী ভাই
(মদীনার আনসারগণ)-কে বলে, আমাদের কথা শুনে ঘরে বসে থাকলে মারা
পড়ত না।

(১৬৯) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝

(১৭০) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۖ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(১৭১) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১৬৯. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত, তাঁরা আপন প্রতিপালকের নিকট পানাহাররত।

১৭০. আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত আর তাদের পিছন থেকে এখনও যারা তাদের নিকট পৌঁছেনি, তাদের পক্ষ হতে আনন্দ প্রকাশ করে, এ জন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

১৭১. তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহর নি‘আমত ও অনুগ্রহে এবং এ কারণে যে, আল্লাহ মু‘মিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। ২৬৩

২৬২. অর্থাৎ ঘরে বসে থাকলে যদি প্রাণে রক্ষা পাওয়া যায়, তা হলে দেখ মৃত্যুকে কী ভাবে ঘরে প্রবেশ হতে ঠেকিয়ে রাখতে পার। এখানে থাকার পরও যদি মৃত্যু পিছন না ছাড়ে, তা হলে বীরের মত রণক্ষেত্রে বসে সম্মানজনক মৃত্যু কেন বরণ করছ না ?

২৬৩. আল্লাহর রাহে নিহত ব্যক্তিদের পরজীবন চিত্র : ঘরে বসে থাকার দ্বারা মৃত্যুকে ঠেকানো যেতে পারে না; বরং এর দ্বারা মানুষ সেই মৃত্যু হতে বঞ্চিত থাকে, যাকে মৃত্যু না বলে অনন্ত জীবন বলা উচিত। শহীদগণ মৃত্যুর পর বিশেষ এক প্রকারের জীবন লাভ করে। যা অন্য সব মৃতদের নসীব হয় না। তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ নৈকট্য প্রাপ্ত এবং উচ্চতর মর্যাদা ও সম্মানজনক স্থানে অধিষ্ঠিত। জান্নাতের রিয়ক তাঁদের নিকট ইচ্ছামত পৌঁছতে থাকে। আমরা যেমন বিমানে বসে অল্পক্ষণের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা উড়ে চলে যাই, তেমনি শহীদদের আত্মা সবুজ পাখীর দেহের মাঝে প্রবেশ করে জান্নাতে পরিভ্রমণ করতে থাকে। যে সব সবুজ পাখীর আকৃতি-প্রকৃতি মহান আল্লাহই জানেন কী রূপ। সেখানকার জিনিস আমাদের কল্পনার

(১৭২) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

(১৭৩) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

১৭২. যারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মেনেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল ও মুত্তাকী তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।

১৭৩. যাদেরকে লোকে বলে, মক্কাবাসীরা তোমাদের মুকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, কাজেই তোমরা তাদের ভয় কর, তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা বলে আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং কত উত্তম কর্মবিধায়ক তিনি। ২৬৪

আওতায় কী করে আসবে? তখন শহীদগণ এ কারণে অত্যন্ত আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহে তাঁদেরকে শাহাদাত লাভের সৌভাগ্য দিয়েছেন, মহা নি'আমত সমূহ দ্বারা তাঁদের ভূষিত করেছেন এবং নিজ কৃপায় প্রতি মুহূর্তে অতিরিক্ত নি'আমতের ধারা জারি করে দিয়েছেন। শহীদগণের জন্য নবী-রাসূলগণের মুবারক যবানে যে সব অংগীকার করা হয়েছিল তা চাম্ফুস দেখে তাঁদের আনন্দের কোন সীমা থাকে না। তাঁরা তখন প্রত্যক্ষ করে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের শ্রম নিষ্ফল করেন না, বরং কল্পনাশীত প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আর তাঁরা যে নিজেদের অবস্থা দৃষ্টে আনন্দিত হন এতটুকুই নয় বরং তাঁদের সেই সব মুসলিম ভাইগণের কথা, চিন্তা করেও তাঁরা এক বিশেষ পুলকবোধ করেন, যাদেরকে তাঁরা মহান আল্লাহর রাহে জিহাদ ও অন্যান্য কল্যাণকার কাজে রত অবস্থায় রেখে এসেছেন। তাঁরা কল্পনা করে পুলকিত হন যে, তাঁরাও যদি আমাদের মত মহান আল্লাহর পথে মারা যান, কিংবা অন্ততপক্ষে ঈমান নিয়ে ইত্তিকাল করেন তা হলে নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী এরূপই আনন্দদায়ক ও নিরাপদ জীবন তাঁরা উপভোগ করবেন। ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাঁদের কোন ভয় থাকবে না এবং অতীতের ও কোন দুঃখ থাকবে না। নিরাপদ ও নিশ্চিত অবস্থায় তাঁরা সোজা মহান আল্লাহর রহমতের মাঝে দাখিল হয়ে যাবেন। কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে, উল্হদ বা বীরে মাউনার শহীদগণ মহান আল্লাহর নিকট পৌঁছে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে, আমাদের এ সুখ-শান্তির সংবাদ যদি আমাদের ভাইগণের নিকট পৌঁছত তা হলে তাঁরা এ জীবনের দিকে ধাবিত হত এবং জিহাদ হতে পলায়ন

করত না! আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি পৌঁছে দিব। তখন তিনি এ আয়াত নাযিল করেন এবং তাঁদের জানিয়ে দেন যে, আমি তোমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সংবাদ পৌঁছে দিয়েছি। ফলে তাঁরা আরও খুশী হন।

২৬৪. শানে-নুযূল ও অন্যান্য বিবরণ : আবু সুফিয়ান যখন উহুদ হতে মক্কা শরীফের ফিরে যায়, তখন পশ্চিমধ্যে সে চিন্তা করে যে, আমরা তো মহা ভুল করে ফেলেছি, পরাস্ত ও ক্ষত-বিক্ষত মুসলিমগণকে এমনিতেই ছেড়ে আসলাম। পরামর্শ হতে লাগল যে, মদীনায়ে প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে চিরতরে খতম করে আসি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এ সংবাদ জানতে পেরে ঘোষণা করলেন, গতকাল যারা আমাদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিল তারা আজ শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে প্রস্তুত হয়ে যাক। মুসলিম মুজাহিদগণ সদ্য আঘাত-প্রাপ্ত ও যথমে চুর হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে বের হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদেরকে নিয়ে 'হামরাউল-আসাদ' নামক স্থানে পৌঁছলেন (এটা মদীনা শরীফের আট মাইল দূরে অবস্থিত)। মুসলিমগণের এ পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ পেয়ে আবু সুফইয়ান প্রচণ্ড ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে পুনরায় মদীনা শরীফ আক্রমণের ইচ্ছা ত্যাগ করে মক্কা শরীফের দিকে পালায়। আবদুল কায়স গোত্রের একটি বাণিজ্য দল মদীনা শরীফের দিকে যাচ্ছিল। আবু সুফিয়ান তাদেরকে প্রচুর অর্থ দিল, যাতে তারা সেখানে পৌঁছে এমন খবর প্রচার করে দেয়, যা শুনে মুসলিমগণ তাদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। তারা মদীনা শরীফে পৌঁছে বলতে শুরু করল যে, মক্কা শরীফের অধিবাসীরা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনী ও বিপুল অস্ত্র-সস্ত্র সংগ্রহ করেছে। এ কথা শুনে মুসলিমগণের মনে ভীতির স্থলে ঈমানী উদ্দীপনা বেড়ে গেল। তাঁরা কাফির বাহিনীর অবস্থা শুনে বলতে লাগল, 'حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ' সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে এক আল্লাহ পাকই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সে পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত নাযিল হয়। কেউ বলেন, উহুদের যুদ্ধ শেষ হলে পরে আবু সুফইয়ান ঘোষণা করেছিল, আগামী বছর বদর প্রান্তরে আবার বোঝাপড়া হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কবুল করলেন। পরবর্তী বছর তিনি সকলকে নির্দেশ দিলেন, জিহাদের জন্য বের হও। আর কেউ না গেলে মহান আল্লাহর রাসূল একাই যাবেন। ও দিকে আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়ল। কিয়দূর অগ্রসর হওয়ার পর তার মনোবল টুটে গেল। অন্তরে ভীতির সঞ্চার হল। দুর্ভিক্ষের বাহানায় সে মক্কা শরীফে ফিরে যেতে মনস্থ করল, কিন্তু এমন পস্থা অবলম্বন করতে চাইল, যাতে দোষ পড়ে মুসলিমগণের উপর। এক ব্যক্তি মদীনা শরীফে যাচ্ছিল। তাকে অর্থ দিয়ে রাখি করাল যে, সে মদীনা শরীফে পৌঁছে এরূপ সংবাদ ছড়িয়ে দিবে, যা শুনে মুসলিমগণ ভয় পেয়ে যাবে এবং যুদ্ধে বের হতে বিরত হবে। সে মদীনা শরীফে গিয়ে বলতে লাগল, মক্কা শরীফের অতিবিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেছে।

(১৭৪) فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ ۖ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝

(১৭৫) إِنَّمَا ذُرِّيَّتُ الشَّيْطَانِ يَخَافُ أَوْلِيَاءَهُ ۖ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

১৭৪. তারপর মুসলিমগণ আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপাসহ ফিরে আসল। কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করল না। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করল। আর আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বড়। ২৬৫

১৭৫. এটা তো শয়তান, যে তার বন্ধুবর্গকে ভয় দেখায় কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। ২৬৬

তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বের হওয়া সমীচীন নয়। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণের মনে অবিচলতা দান করলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের জন্য মহান আল্লাহই যথেষ্ট। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ওয়াদা মারফিক বদরে পৌঁছে গেল। সেখানে বিশাল মেলা বসত। তাঁরা তিন দিন অবস্থান করে সেখানে ব্যবসা করলেন এবং বিপুল পরিমাণে লাভবান হয়ে মদীনা শরীফে ফিরে আসলেন। এ যুদ্ধকে বদরের ছোট যুদ্ধাভিযান বলা হয়। এতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের জন্য এ সুসংবাদ যে, তাঁরা উল্লে যখমী ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও এরূপ সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের সৎ সাহস ও প্রতুতির সংবাদ শুনে মুশরিকরা পথ থেকেই ফিরে যায়। ফলে মক্কা শরীফের অধিবাসীরা তাদের নাম দেয় 'জায়শুস-সাবীক' অর্থাৎ ছাতুখোর বাহিনী, যারা কেবল ছাতু খাওয়ার জন্যই গিয়েছিল এবং খাওয়া শেষ হলে পরে ফিরে এসেছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : 'لَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا' তাঁদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল ও মুত্তাকী এটা কেবল তাদের প্রশংসা করার ও মর্যাদা তুলে ধরার জন্যই বলা হয়েছে। নয়ত তাঁরা সবাই এরূপ ছিলেন।

২৬৫. অর্থাৎ মহান আল্লাহর অনুগ্রহ লক্ষণীয়, না কোন যুদ্ধ করতে হল, না কাঁটা ফুটল। মুফতে সাওয়াব কামাই হয়ে গেল। তাঁরা ব্যবসায় লাভবান হয়ে শত্রুর উপর প্রভাব সৃষ্টি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে সম্পূর্ণ নিরাপদে ঘরে ফিরে আসল।

(১৭৬) وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُ يُضْرُّوا اللَّهُ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

(১৭৭) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنُ يُضْرُّوا اللَّهُ شَيْئًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১৭৬. যারা কুফরীর দিকে ধাবিত হয় তারা যেন তোমাকে চিন্তায় না ফেলে। তারা আল্লাহর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান তাদেরকে আখিরাতের কোন হিস্যা না দিতে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। ২৬৭

১৭৭. যারা ঈমানের বদলে কুফর ক্রয় করেছে তারা আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। ২৬৮

বিশেষ জ্ঞাতব্য : বদরের ছোট যুদ্ধ-এর ন্যায় 'হামরাউল-আসাদ' অভিযানেও একটি ব্যবসায়ী দলের সাথে পণ্য বেচা-কেনা হয়েছিল এবং মুসলিমগণ বিপুল পরিমাণে লাভবান হয়েছিলেন। সম্ভবত 'وفضل' বলে এ বৈষয়িক লাভের কথাই বোঝান হয়েছে।

২৬৬. অর্থাৎ ওদিক থেকে এসে যে লোক ভীতিকর সংবাদ ছড়ায় সে স্বয়ং শয়তান অথবা শয়তানের প্ররোচনার শিকার। তার উদ্দেশ্য তোমাদের উপর নিজ চেলা-চামুন্ডার প্রভাব বিস্তার করে সন্ত্রস্ত করে তোলা। কাজেই তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, আর তা অবশ্যই হয়ে আছে, যার বাস্তব প্রমাণ ইতিমধ্যেই তোমরা দিয়েছ, তা হলে শয়তানদেরকে কখনই ভয় করো না। কেবল আমাকেই ভয় কর।

هرکه ترسید از حق و تقوی گزید * ترسید از وی جن و انس ویر که دید

“যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাকে জিন্ন, ইনসান তথা যে কেউ দেখে, সেই ভয় করে।”

২৬৭. মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড নিয়ে ভাবনার কিছু নেই : শয়তানের ধমকে মু'মিন ভয় পায় না, হাঁ, মুনাফিক তার কথা শুনে কুফরের দিকে ধাবিত হয়। আপনি ওসব অভিশপ্ত মুনাফিকদের কর্মকাণ্ডে চিন্তিত ও দুঃখিত হবেন না। ওরা মহান আল্লাহর দীন ও নবীর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না, কেবল নিজেদের সর্বনাশ করে চলেছে। তাদের সীমতিরিক্ত মুনাফিকীও শত্রুতাই বাতলে দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে সত্যিকারের সাফল্য হতে বঞ্চিত রাখবেন এবং কঠিন শাস্তিতে

(১৭৮) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمِلُّ لَهُمْ خَيْرٌ لَّا نَفْسِهِمْ إِنَّمَا
نُمِلُّ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

(১৭৯) مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ
مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ
رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ ۚ فَاٰمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تَوَمَّنُوا ۚ وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ
عَظِيمٌ ۝

১৭৮. কাফিররা যেন মনে না করে যে, আমি তাদের যে অবকাশ দিয়ে থাকি সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে এ জন্যই অবকাশ দেই যাতে তারা গুনাহে আরও বেশি অগ্রগামী হয়। তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি। ২৬৮

১৭৯. আল্লাহ মুসলিমগণকে সে অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার নয়, যে অবস্থায় তোমরা আছ, যাবৎ না অপবিত্রকে পবিত্র হতে পৃথক করে দেন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে, গায়ব সম্পর্কে অবহিত করার নন, তবে আল্লাহ আপন রাসূলগণের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে লন। ২৭০ কাজেই, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আর তোমরা যদি বিশ্বাস ও তাকওয়ার উপর থাক, তা হলে তোমাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান। ২৭১

নিপতিত করবেন। যাঁরা এরূপ হঠকারী ও ঘোর দুষ্ট তাদের সাথে এটাই মহান আল্লাহর শাস্ত নীতি। এদের চিন্তায় নিজেকে ব্যস্ত করে রাখার কোন প্রয়োজন নেই।

২৬৮. অর্থাৎ যারা ঈমানী স্বভাবকে পরিবর্তিত করে কুফর অবলম্বন করেছে, তাতে তারা ইয়াহুদী-নাসারা হোক বা মুশরিক ও মুনাফিক কিংবা অন্য কোন সম্প্রদায়ের হোক, তারা সকলে মিলেও মহান আল্লাহর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। হাঁ, তারা নিজ হাতে নিজ পায়ে কুড়াল মারছে। যার পরিণামে তাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২৬৯. কাফিরদের বৈষয়িক উন্নতি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবকাশ : অসম্ভব নয়, নিজেদের দীর্ঘ আয়ু সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য দেখে কাফিরদের মনে এ ধারণা জেগে থাকবে যে, এমনই যদি অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হতাম, তবে আমাদেরকে এত সুখ ও অবকাশ কেন দেওয়া হবে এবং এরূপ অবস্থায় কেন রেখে

(১৮০) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ أَلَّهُمْ
بَلْ هُوَ شَرُّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

১৮০. আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তাতে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন মনে না করে যে, এ কার্পণ্য তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য নেহায়েত মন্দ। যে সম্পদের মাঝে তারা কার্পণ্য করে কিয়ামতের দিন তা দ্বারা তাদের গলদেশে বেড়ী পরানো হবে। ২৭২ আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর অধিকারী। ২৭৩ আর তোমরা যা কর তা আল্লাহ জানেন। ২৭৪

দেওয়া হবে? কাজেই, তারা জেনে রাখুক, এ অবকাশ প্রদান তাদের পক্ষে কিছু ভাল কথা নয়। অবকাশ দেওয়ার ফল তো এটাই হবে যে যার জন্য গুনাহের বোঝা নিয়ে মৃত্যু নির্ধারিত, সে নিজ স্বাধীনতাও ইচ্ছা অনুযায়ী প্রাণভরে কামনা-বাসনার জাল বোন্বে ও রাশিরাশি পাপ সঞ্চয় করবে। তারা মনে করছে, আমরা খুব সম্মানে আছি, অথচ, অপমানকর শাস্তি তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এবার চিন্তা করুক, অবকাশ প্রদান কি তাদের জন্য ভাল হল, না মন্দ? আমরা কু-প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে মহান আল্লাহর আশ্রয় চাই।

২৭০. মু'মিনগণ বিপদে পড়ার অর্থ কিন্তু এ নয় যে তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্রঃ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অবকাশ দান যেমন কাফিরদের পক্ষে সমাদৃত হওয়ার প্রমাণ নয়, তেমনিভাবে নিষ্ঠাবান মু'মিনগণ যদি বিপদাপদ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, যেমনটি হয়েছে উহদের যুদ্ধে, তবে সেটা এ কথা প্রমাণ করে না যে, তাঁরা মহান আল্লাহর ক্রোধের পাত্র। আসল কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে এ গোলমালে অবস্থার উপরে রেখে দিতে চান না, যার উপর তারা অদ্যাবধি আছে। অর্থাৎ বহু কাফির ধোঁকা দেওয়ার অভিপ্রায়ে কালিমা পড়ে তাদের সাথে মিলেমিশে থাকত, যাদের বাহ্য অবস্থা দৃষ্টে মুনাফিক শব্দ ব্যবহার করা কঠিন ছিল, কাজেই এমন সব ঘটনা ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করা আবশ্যিক ছিল, যা খাঁটিকে ভেজাল হতে ও পবিত্রকে অপবিত্র হতে সুস্পষ্টরূপে আলাদা করে দেবে। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ যে, তিনি বিনা পরীক্ষায় মুনাফিকদের নামও কাম সম্পর্কে মুসলিমগণকে অবহিত করে দিতেন, কিন্তু তাঁর অপার প্রজ্ঞা ও হিকমতের চাহিদা অনুযায়ী সকলকে এরূপ অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা যথার্থ নয় বিধায় তিনি তাঁর রাসূলগণকে মনোনীত করে অদৃশ্যের নিশ্চিত জ্ঞান দান করেছেন। সারকথা, সর্ব সাধারণকে

সরাসরি কোন অদৃশ্য বিষয়ের অকাট্য জ্ঞান দান করা হয় না। নবীগণকে দেওয়া হয়, তবে তাও যতটুকু মহান আল্লাহর ইচ্ছা।

২৭১. অর্থাৎ নবীগণের সাথে আল্লাহ তা'আলা যে বিশেষ আচার-আচরণ করেন এবং পবিত্র-অপবিত্রতার মাঝে পার্থক্য করণের যে সাধারণ ও শাস্ত্র নীতি আল্লাহ তা'আলার রয়েছে তার মাঝে বেশী মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। তোমাদের কাজ কেবল এতটুকু যে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের কথায় বিশ্বাস রাখবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলবে। এটা যদি করতে পার, তা হলে সব কিছুই অর্জন করে নিলে।

২৭২. আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে ব্যয় না করে কার্পণ্যের ভয়াবহ পরিণতিঃ সূরার প্রথমে আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। মাঝখানে বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে উল্লেখ যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষ করে এখান থেকে আবার কিতাবীদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা হয়েছে। তাদের মধ্যে যেহেতু ইয়াহুদীদের আচর-আচরণই ছিল বেশী তুলে ধরা হয়েছে। তাদের মধ্যে যেহেতু ইয়াহুদীদের আচর-আচরণই ছিল বেশী ক্ষতিকারক ও কষ্টদায়ক এবং মুনাফিকদেরও অধিকাংশ ছিল তাদেরই লোক আর উপরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছিল যে, এবার মহান আল্লাহ পবিত্র অপবিত্রকে পৃথক করে দিবেন এবং এ পার্থক্য যেমন আত্মিক ও দৈহিক জিহাদের সময় ফুটে উঠত, তেমনি বৈষয়িক জিহাদকালেও খাঁটি-ভেজাল ও কাঁচা-পাকা আলাদাভাবে পরিষ্কৃত হয়ে উঠত। তাই বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা যেমন রণক্ষেত্র হতে পলায়ন করত, তেমনি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও জান বাঁচানোর চেষ্টা করত। কিন্তু যে ভাবে জিহাদ হতে পালিয়ে দুনিয়ায় কয়েক দিনের অবকাশ লাভ তাদের পক্ষে কিছু কল্যাণজনক নয়, তদ্রূপ কার্পণ্য করে রাশিরাশি ধন সঞ্চয় তাদের কোন উপকারে আসতে পারে না, মনে কর দুনিয়াতে হয়ত তাদের কোন বিপদ আসল না, কিন্তু কিয়ামতের দিন অবশ্যই সঞ্চিত ধন তাদের গলার বেড়িতে পরিণত হবে। এর দ্বারা মুসলিমগণকেও সতর্ক করা হল যে, তারা যেন যাকাত দান ও অন্যান্য জরুরী অর্থ ব্যয়ে মোটেই গড়িমসি না করে। নচেৎ যে ব্যক্তি কৃপণতা, লোভ-লালসা ইত্যাদি অসৎ গুণাবলীতে ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের নীতি অবলম্বন করবে, তারও উচিত নিজ অবস্থা অনুযায়ী অনুরূপ শাস্তির প্রতীক্ষায় থাকা। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, যাকাত অনাদায়কারীদের ধন-সম্পদ বিষাক্ত সাপের আকৃতিতে তাদের গলদেশে জড়িয়ে দেওয়া হবে। আমরা এ থেকে মহান আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

২৭৩. অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তোমরা মারা যাবে এবং সমস্ত ধন-বৈভব তারই অধিকারে থেকে যাবে, যার হাতে সত্যিকার অর্থে পূর্বেও ছিল। মানুষ নিজ ইখতিয়ারে দান করলে সাওয়াব পাবে।

(১৮১) لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ
سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ
الْحَرِيقِ ۝

১৮১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে আল্লাহ অভাবগ্রস্ত
এবং আমরা বিত্তবান। ২৭৫ কাজেই, আমি লিপিবদ্ধ করে রাখব
তাদের কথা এবং তারা যে অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করেছে
তাও। আর বলব, তোমরা প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি আন্বাদন
কর। ২৭৬

২৭৪. অর্থাৎ কার্পণ্য বা দান-খয়রাত যাই করবে এবং যে উদ্দেশ্যে করবে আল্লাহ
পাক সবই জানেন এবং সে অনুযায়ী প্রতিদান প্রদান করবেন।

২৭৫. ইয়াহুদীরা চরম কৃপণ এবং আল্লাহর আদেশ নিয়ে তাদের ঠাট্টা-
বিদ্রূপ : ইয়াহুদীরা চরম কার্পণ্যবশে যে অর্থ ব্যয় হতে বিরত থাকে তাই নয়; বরং
যখন মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করার আদেশ শোনে, তখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, এমনকি
আল্লাহ তা'আলার শানে অসৌজন্যমূলক উক্তি করতেও সঙ্কোচবোধ করে না। তাই,
যখন নাযিল হল- مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا - কে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ
দিবে? (২ : ২৪৫), তখন বলতে লাগল আল্লাহ আমাদের কাছে ঋণ চান। তা হলে
তো আল্লাহ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা ধনী বিত্তবান। অথচ একজন মোটাবুদ্ধির ও দুর্বল
মেধার লোকও বুঝতে সক্ষম যে, সৎকাজে অর্থ ব্যয়কে ঋণ শব্দে ব্যক্ত করার মাঝে
পরম দয়া ও মমতারই বহিঃপ্রকাশ ছিল। বলা বাহুল্য, আল্লাহ পাক তাঁর নিজের
দেওয়া ধন-সম্পদকে আমাদের দ্বারা আমাদেরই কল্যাণে এবং আমাদেরই অর্থ ব্যয়
দ্বারা তাঁর নিজের কোন লাভ নেই। আর অসম্ভবকে সম্ভব মনে করার পর্যায়ে যদি ধরেও
নেওয়া হয় যে, তাঁর নিজের লাভ আছে, তা সব জিনিসের প্রকৃত মালিক তো তিনিই,
কাজেই এ ব্যয়কে সত্যিকার অর্থে ঋণ কী করে বলা যেতে পারে? তিনি যে এ ব্যয়ের
উত্তম প্রতিদান নিজের দায়িত্বে আবশ্যিক করে নিয়েছেন এবং এটাকে ঋণ শব্দে ব্যক্ত
করে এ আবশ্যিক করে নিয়েছেন এবং এটাকে ঋণ শব্দে ব্যক্ত করে এ আবশ্যিকতাকে
অত্যন্ত পাকাপোক্ত ও সীল মোহর করে দিয়েছেন। এটা তাঁর পরম দয়া ও অনুগ্রহ
মাত্র। কিন্তু ইয়াহুদীরা নিজেদের বক্র দৃষ্টি ও কলুষ মানসিকতার কারণে এ অনুগ্রহ
স্বীকার করার পরিবর্তে উল্টো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল এবং আল্লাহ তা'আলার মহান
শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শনে লিপ্ত হল। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, তিনি
তোমাদের এসব কথাবার্তা শুনেছেন। এর যে বদলা তিনি দিবেন তার অপেক্ষায় থাক।

(১৮২) ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝
 (১৮৩) الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا آلَٰفَ نُؤْمِرَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا
 بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۖ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي
 قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

১৮২. তোমরা নিজ হাতে যা আগে পাঠিয়েছ এটা তাঁরই প্রতিদান। আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি যুল্ম করেন না। ২৭৭

১৮৩. যারা বলে আল্লাহ্ আমাদের বলে রেখেছেন, যেন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যাবৎ না সে আমাদের নিকট এমন কোন কুরবানী উপস্থিত করে, যাকে অগ্নি গ্রাস করবে। ২৭৮ বলে দাও, আমার পূর্বে তোমাদের নিকট অনেক রাসূল বহু নির্দশন নিয়ে এবং তোমরা যা বল তাও নিয়ে এসেছিল। তথাপি তোমরা তাদের কেন হত্যা করলে যদি তোমরা যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? ২৭৯

২৭৬. আল্লাহ্‌র নবীগণকে হত্যা করা পরিণতি জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি : সাধারণে নিয়ম অনুযায়ী তিনি তোমাদের এ অভিশপ্ত ও অপবিত্র উক্তিসমূহ তোমাদের পাপের রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিয়ে দেন, যেখানে তোমাদের সম্প্রদায়ের অন্যান্য অভিশাপগ্রস্ত ও কালিমাযুক্ত কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে, যেমন অন্যায়ভাবে নিষ্পাপ নবীগণের রক্তপাত ঘটানো। কেননা, এ অশোভন উক্তি যেমন আল্লাহ্‌ পাক সম্পর্কে তোমাদের জানাশোনার নিদর্শন, তেমনি সেই অশোভন কর্ম নবীগণের প্রতি তোমাদের সম্মান প্রদর্শনের নমুনা। যখন এ পূর্ণ তালিকা পেশ করা হবে, তখন বলা হবে, লও এবারে নিজেদের শয়তানীর মজা ভোগ কর। তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে যেভাবে মহান আল্লাহ্‌র দোস্তগণের হৃদয় জ্বালিয়েছিলে, তেমনি এখন শাস্তির অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হতে থাক।

২৭৭. আল্লাহ্‌ কারো উপর সামান্যতম যুল্ম করেন না : যা উপার্জন করেছিল তা সামনে হাযির। মহান আল্লাহ্‌র আদালতে বিন্দুমাত্র যুল্ম নেই ^{إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ} (আল্লাহ্‌ পাক অণু পরিমাণও যুল্ম করেন না (৪ : ৪০)। অসম্ভবকে সম্ভব মনে করার পর্যায়ে যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, যুল্ম করাও মহান আল্লাহ্‌র এক গুণ, তা হলে সেটা তো অন্যান্য গুণাবলীর মত পূর্ণাঙ্গই হত। সে ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌কে নাউযুবিল্লাহ্‌ যালিম মনে করা হলে আধিক্যবোধক বিশেষণ 'যালিম'ই ব্যবহার করতে

(১৮৬) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ
الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝

১৮৪. তারপর তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তবে তোমার পূর্বেও বহু রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছিল, যারা নিয়ে এসে ছিল বহু নিদর্শন, সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাব। ২৮০

হবে 'যালিম' শব্দ নয়। তাঁর এক বিন্দু যুল্ম ও পর্বত অপেক্ষা ক্ষুদ্র হতে পারে না। তাই 'যাল্লাম' শব্দ ব্যবহার করে সতর্ক করা হয়েছে যে তাঁর আদালত সম্পর্কে অতি সামান্য যুল্ম সাব্যস্ত করাও চূড়ান্ত পর্যায়ে যালীম সাব্যস্ত করারই নামান্তর; যালিমরা যা বলে আল্লাহ্ পাক তা চেয়ে বহু উর্ধ্বে।

২৭৮. ইয়াহুদীদের মিথ্যা ছলনা : কোন কোন রাসূল হতে এরূপ মু'জিয়া প্রকাশ পেয়েছিল, তাঁরা মহান আল্লাহর নামে কুরবানী বা অন্য কোন বস্তু পেশ করতেন তারপর আকাশ হতে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। এটা সে বস্তু কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিল। প্রচলিত বাইবেলে হযরত সুলায়মান (আ.) সম্পর্কে এরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহুদীরা বাহানা পেশ করত যে, আমাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যার থেকে এরূপ মু'জিয়া প্রকাশ না পাবে তার প্রতি যেন বিশ্বাস স্থাপন না করি। মূলে, এটা ছিল তাদের মিথ্যা ছলনা। এরূপ কোন নির্দেশ তাদের প্রতি না কখনও ছিল, না এখন আছে। সকল নবী সম্পর্কে এটা প্রমাণও করা যাবে না যে, তাঁদের প্রত্যেককে এরূপ মু'জিয়া দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী মু'জিয়া দান করেছেন। প্রত্যেককে একই রকম মু'জিয়া দেখাতে হবে এবং তবেই সত্যবাদী প্রমাণিত হবে এটা অনস্বীকার্য নয়।

২৭৯. অর্থাৎ যদি বাস্তবিকপক্ষে তোমরা নিজ দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাক এবং এ বিশেষ মু'জিয়া প্রদর্শনের উপর তোমাদের ঈমান আনয়ন নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তা হলে পূর্বকার যে সমস্ত নবী স্পষ্ট নিদর্শনাবলী এবং বিশেষভাবে মু'জিয়াও নিয়ে এসেছিলেন তোমরা তাঁদেরকে কেন হত্যা করেছিলে? তোমাদের পূর্বসূরীদের এই কর্ম, তার উপর তোমরাও সন্তুষ্ট এটা কি প্রমাণ করে না যে, এসব তোমাদের হঠকারিতা ও বাহানামাত্র; যে কোন নবী যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশেষ মু'জিয়া না দেখাবে, ততক্ষণ তার প্রতি ইমান আনব না ?

২৮০. রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এ অভিশপ্তদের বক্র স্বভাব ও হঠকারিতায় আপনি মর্মান্বিত হবেন না এবং অন্যান্য অবিশ্বাসীদেরও কোন পরওয়া করবেন না। আপনার পূর্বে ও বহু রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছিল, যারা স্পষ্ট

(১৮০) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْخُرُورِ ۝

(১৮১) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

১৮৫. প্রত্যেক আত্মাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং কিয়ামতের দিন তোমরা পুরোপুরি প্রতিদান লাভ করবে। ২৮১ তারপর যে, কাউকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে, সে সফলকাম। দুনিয়ার জীবন তো ছলনার বস্তু ব্যতীত আর কিছু নয়। ২৮২

১৮৬. নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে এবং অবশ্যই তোমরা পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের ও মুশরিকদের থেকে দেদার কটুত্তি শুনবে। আর তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয়ই এটা সংসাহসিকতাপূর্ণ কাজ। ২৮৩

নিদর্শনাবলী, ক্ষুদ্র কিতাব ও বড় বড় উজ্জ্বল গ্রন্থ নিয়েই এসেছিলেন। সত্যিকারের নবী-রাসূলকে অস্বীকার করা অবিশ্বাসীদের চিরায়ত অভ্যাস। আপনার সাথে এটা তাদের কোন নতুন আচরণ নয়।

২৮১. অর্থাৎ মৃত্যুর স্বাদ সকলকেই গ্রহণ করতে হবে। তারপর কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী এবং সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী স্ব-স্ব কাজের পুরোপুরি প্রতিদান লাভ করবে। পুরোপুরির অর্থ, সামান্য কিছু কিয়ামতের আগে ইহকালে বা কবরেও দেওয়া হতে পারে।

২৮২. অর্থাৎ দুনিয়ার অস্থায়ী বাহার ও বাহ্য রং-ঢং কেবল ধোঁকায় ফেলার বস্তু। এর শিকার হয়ে অধিকাংশ নির্বোধ আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। অথচ মানুষের প্রকৃত সাফল্য এখানে থেকে পরিণাম চিন্তা করা এবং এমন কাজ করতে থাকা যা আযাব হতে নিষ্কৃতি দিয়ে জান্নাতে পৌঁছে দিবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ আয়াত দ্বারা সেই সব অধ্যাত্মবাদীদের চিন্তা-ধারাও খণ্ডন হয়ে যায়, যারা দাবী করে, আমরা না জান্নাত চাই, না জাহান্নামকে ভয় করি। আয়াত

(১৮৭) وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ شُئًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ۝

১৮৭. আর আল্লাহ্ যখন কিতাবীদের থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা মানুষের নিকট তা বর্ণনা করবে এবং লুকিয়ে রাখবে না। তারপর তারা সে অঙ্গীকার নিজেদের পশ্চাৎ দিকে নিক্ষেপ করল এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য ক্রয় করল। তারা যা ক্রয় করে তা কতই না নিকৃষ্ট! ২৮৪

দ্বারা প্রতীয়মান হয়, জাহান্নাম হতে দূরে থাকা ও জান্নাতে প্রবেশ করাই আসল সফলতা। উচ্চতর কোন সাফল্য জান্নাতের বাইরে থেকে অর্জিত হতে পারে না। হাদীসে আছে **وَحَوْلُهَا نَدْنٌ** অর্থাৎ এরই যাচনা আমরা করি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সীমাহীন অনুগ্রহে আমাদেরকে সফলতা দান করুন।

২৮৩. এতদ্বারা মু'মিনগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতেও তোমাদেরকে জানমাল দ্বারা পরীক্ষা করা হবে। সর্বপ্রকার কুরবানী তোমাদের করতে হবে। নিহত হওয়া, আহত হওয়া, বন্দিদশা ভোগ করা, অসুস্থ হয়ে পড়া, ধন-সম্পদের ক্ষতি সাধন হওয়া, আত্মীয়-স্বজন হারানো ইত্যাদি নানা রকম বিপদ-আপদ আসবে। তা ছাড়া আহলে কিতাবও মুশরিকদের পক্ষ হতে হৃদয় জ্বালানো ও পীড়াদায়ক কর্তাবার্তাও শুনতে হবে। এ সব কিছুই প্রতিকার হচ্ছে ধৈর্য-স্থৈর্য ও তাকওয়ায় মাধ্যমে এসব পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পার, তবে এটা বড়ই সং সাহস ও দৃঢ় সংকল্পজনিত কাজ হবে, যার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : বুখারী শরীফের এক হাদীস দ্বারা বোঝা যায় এ আয়াত বদর যুদ্ধের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। যুদ্ধ করার বিধান দেওয়া হয়েছে এর পরে। তথাপি ধৈর্য ও তাকওয়ার বৈধতা যুদ্ধের নির্দেশ আসার পরও পর্যায় বিশেষে অবশিষ্ট আছে যা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়ে এসেছে। হাঁ, ধৈর্য ও ক্ষমা এবং ধর পাকড়াও কঠোরতার ক্ষেত্র সমূহকে চিনে লওয়া একান্ত জরুরী। কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা দ্বারা তা সহজেই জানা যেতে পারে। এ স্থলে এ আয়াতকে স্থাপিত করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এ হয়ে থাকবে যে, তোমরা ওই সব কাফির ও মুনাফিকের বে-আদবী ও দুব্যবহারে সীমাতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ো না। আরও বহু কিছু শুনতে হবে। এবং আর অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হবে। ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে তার মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাক। সেই সঙ্গে এ প্রবঞ্চনাময় পার্থিব জীবনের মোহে পড়ে এ কথা ভুলে যেওনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জান ও মাল উভয় দিক থেকে পরীক্ষা করবেন।

(১৮৮) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ
يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَقَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ০

১৮৮. তুমি মনে করো না যে, যারা নিজেদের কৃত কর্মের উপর আহলাদিত
হয় এবং যা করে না তার প্রশংসা কামনা করে, তুমি মনে করো না
তারা শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ২৮৫

২৮৪. আহলে কিতাবদের অংগীকার যা তারা রক্ষা করে নি ৪ কিতাবীদের
মধ্যে যারা বিদ্বান তাদের থেকে অংগীকার নেওয়া হয়েছিল যে, মহান আল্লাহর
কিতাবে যে সব বিধান ও সুসংবাদ আছে তা তারা মানুষের কাছে পরিস্কারভাবে বর্ণনা
করবে এবং কোন কথা গোপন করবে না বা হেরফের অর্থের বিকৃতি ঘটাবে না।
কিন্তু তারা বিন্দুমাত্র পাওয়া করল না। পার্থিব তুচ্ছ স্বার্থে সমস্ত ওয়াদা ও অংগীকার
ভেঙে মুচড়ে শরী'আতের বিধানাবলী পরিবর্তন এবং মহান আল্লাহর আয়াতের শাদিক
ও আর্থিক বিকৃত সাধন করল। যে বিষয় সকলের নিকট প্রকাশ করা অধিক জরুরী
ছিল অর্থাৎ শেষ নবী সম্পর্কিত সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী, সেটাই সবচে বেশি গোপন
করে রাখল। অর্থ-ব্যয়ে তারা যে পরিমাণ কার্পণ্য করত, তার চেয়ে অনেক বেশি
কার্পণ্য দেখাত তারা জ্ঞানের প্রচারে। এ কৃপণতার উদ্দেশ্য ও অর্থ ও ক্ষমতা এবং
পার্থিব বিষয় সামগ্রীর লালসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এস্থলে প্রচ্ছন্নভাবে মুসলিম
উলামায়ে কিরামকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়ার মুহুরতে ফেঁসে গিয়ে
তাদের মত করো না।

২৮৫. ইয়াহুদীরা নিজেদেরকে চতুর মনে করত ৪ ইয়াহুদীরা মিথ্যে মাসআলা
বর্ণনা করত, ঘুষ খেত এবং রাসূলে কারীম (সা.) সম্পর্কিত সুসংবাদাদি জেনেওনে
গোপন রাখত। তারপর এভাবে হর্ষবোধ করত যে, আমাদের চাতুর্য কেউ ধরতে পারে
না। আর তারা আশা করে যে, মানুষ আমাদের প্রশংসা করুক যে, বহুত বড় আলিম,
ধার্মিক ও সত্যের পূজারী। অন্যদিকে মুনাফিকদের অবস্থাও তাদের অনুরূপ ছিল।
যখন যুদ্ধের সময় আসত, ঘরে আত্মগোপন করে থাকত এবং নিজেদের সে কাজে এ
ভাবে আহলাদ বোধ করত যে, দেখ কেমনে জান বাঁচলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.)
যখন যুদ্ধ হতে ফিরে আসতেন, তখন যুদ্ধে যোগদান না করার পেছনে মিথ্যা অভ্যুহাত
খাড়া করত এবং আশা কত যে, তিনি যেন তাদের প্রশংসা করেন। এদের সকলকেই
জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এসব ছল-চাতুরী দুনিয়াও আখিরাতে মহান আল্লাহর
আযাব হতে মুক্তি দিতে পারবে না। প্রথমত এসব লোক ইহলোকেই লাঞ্চিত হয়।

(১৮৭) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝
(১৯.) اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِيْ
الْاَلْبَابِ ۝

১৮৯. আকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব আল্লাহরই এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। ২৮৬
১৯০. নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন এবং দিন ও রাতের আবর্তনের মাঝে বহু নিদর্শন রয়েছে ২৮৭ বুদ্ধিমানদের জন্য।

আর কোনও ক্রমে যদি এখান থেকে বেঁচেও যায়, কিন্তু সেখানে তো কোন কৌশল দ্বারাই নিষ্ফল লাভ করতে পারবে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : আয়াতে যদিও ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে মুসলিমগণকে সতর্ক করা হয়েছে যে, মন্দ কাজ করে আনন্দিত হয়ো না এবং ভাল করেও উল্লসিত হয়ো না। আর যেই ভাল কাজ করনি, তার জন্য প্রশংসার প্রত্যাশা করো না। এমন কি কাজ করার পরও প্রশংসা লাভের আশায় থেকো না।

২৮৬. আকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব যখন তাঁরই হাতে, তখন অপরাধীরা পালিয়ে কোথায় আশ্রয় নিবে ? যিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন তাঁর ইচ্ছা প্রয়োগ হতে কে বেরিয়ে যেতে পারে ?

২৮৭. এ সৃষ্টি জগতের মাঝেই আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বের নিদর্শন বিদ্যমান : বুদ্ধিমান লোক যখন আসমান ও যমীনের সৃষ্টি, এর বিস্ময়কর অবস্থা ও পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং দিবা-রাত্রের সুদৃঢ় ও সু-শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাঝে চিন্তা করে, তখন সে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, এ যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধানের ধারা নিশ্চয়ই এক সর্বশক্তিমান ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর সত্তার হাতের মাঝে যিনি তাঁর মহা ক্ষমতা ও ইচ্ছার দ্বারা প্রতিটি ছোট-বড় সৃষ্টির সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কারও সাধ্য নেই নিজ সীমারেখা ও কর্ম ক্ষেত্রের বাইরে পা রাখে। এ মহা বিশ্ব-যন্ত্রের একটি পার্স বা এ কারখানার একজন শ্রমিকও যদি সার্বভৌম ক্ষমতাধর মালিকের শক্তি ও ইচ্ছার বাইরে থাকত, তা হলে সামগ্রিক বিশ্বের এরূপ পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-শৃঙ্খলা কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারত না।

(১৭১) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ
فَقْنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

১৭১. যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে এবং আসমান
ও যমীনের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে। (বলে) হে আমাদের প্রতিপালক!
তুমি এসব বৃথা সৃষ্টি করনি। তুমি সকল দোষ হতে পবিত্র। কাজেই,
আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। ২৮৮

২৮৮. অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই মহান আল্লাহকে ভোলে না। তাদের মন ও মুখে
সর্বদা মহান আল্লাহর স্মরণধারা প্রবাহমান থাকে, যেমন পবিত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ
(সা.) সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, 'كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ'
তিনি সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর স্মরণ করতেন। সালাতও মহান আল্লাহর একটি উচ্চ
স্তরের স্মরণ। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পড়তে পারে না সে
বসে পড়বে এবং সে বসেও পড়তে সক্ষম নয়, সে শুয়ে পড়বে। কোন কোন বর্ণনায়
আছে, যে রাতে এ আয়াত নাযিল হয়, সে রাতে প্রিয় নবী (সা.) দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে
সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর স্মরণে কাঁদতে থাকেন।

২৮৯. আকাশ, পৃথিবী ও মহান আল্লাহর সৃষ্টিমালা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা।
যিক্র ও যিক্রের পর বলে, হে প্রতিপালক! এ মহা কর্মশালাকে তুমি অযথা সৃষ্টি
করনি। এ সৃষ্টি লক্ষ্যহীন নয়। নিশ্চয়ই এ বিরল ও বিস্ময়কর এবং প্রজ্ঞা ও নৈপুণ্যভরা
কার্যধারার পরিণতিতে কোন মহান ও বৃহত্তম লক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। যেন এখান থেকে
তাদের চিন্তার গতি আখিরাতের দিকে মোড় নিয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার বর্তমান
জীবনের শেষ পরিণতি। এ জন্যই পরে জাহান্নামের শাস্তি হতে নিরাপত্তা লাভের দু'আ
করা হয়েছে। মাঝখানে আল্লাহ তা'আলার মহিমাও পবিত্রতা ঘোষণা করে ইঙ্গিত করা
হয়েছে যে, যে সব নির্বোধ সৃষ্টির এ মুক্ত নিদর্শন দেখেও তোমাকে চিনতে পারে না বা
তোমার মর্যাদা খাটো করে দেখে, কিংবা বিশ্ব-জগতের এ মহা কারখানাকে লক্ষ্যহীন
ক্রীড়া মনে করে, তাদের যাবতীয় আগড়-বাগড় হতে তোমার দরবার পূত-পবিত্র। এ
আয়াত দ্বারা জানা গেল, আকাশ, পৃথিবী ও মহান আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিমালার মাঝে
সেই চিন্তা-ভাবনাই প্রশংসনীয় হতে পারে, যার ফল হয় মহান আল্লাহর স্মরণ ও
আখিরাতে মনোনিবেশ। বাকি যে সকল বস্তু-পূজারী এসব সৃষ্টির তার-তন্ত্রে সঁধিয়ে
পড়ে থাকে, স্রষ্টার সত্যিকার পরিচয় পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, তাদেরকে দুনিয়ার
মানুষ যত বড় গবেষক ও বিজ্ঞানীই বলুক না কেন, কুরআনের ভাষায় তারা আদৌ
বুদ্ধিমান নয়, বরং প্রথম শ্রেণীর মূর্খ ও নির্বোধ।

(১৯২) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

(১৯৩) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝

১৯২. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে, তাকে লাঞ্ছিত করে দিয়েছে ২৯০ আর পাপিষ্টদের তো কোন সাহায্যকারী নেই। ২৯১

১৯৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা শুনেছি এক আহ্বানকারী ঈমান আনার জন্য আহ্বান করছে যে, নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। ২৯২ কাজেই, আমরা ঈমান এনেছি। ২৯৩ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ মার্জনা কর এবং আমাদের দোষগুলি আমাদের থেকে দূর করে দাও আর সৎকর্মশীলগণের সাথে আমাদের মৃত্যু দিয়ো। ২৯৪

২৯০. যে ব্যক্তি যত বেশি সময় জাহান্নামে থাকবে, তাকে সেই পরিমাণে লাঞ্ছিত মনে করুন। এ হিসেবে স্থায়ী লাঞ্ছনা কেবল কাফিরদের জন্য। যে সব আয়াতে বলা হয়েছে মু'মিনগণের লাঞ্ছনা নেই তার দ্বারা স্থায়ী লাঞ্ছনাই বোঝানো হয়েছে।

২৯১. অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে চান, কেউ তাকে সাহায্য করে রক্ষা করতে পারে না। হাঁ, যাকে শুরুতেই কিংবা পরবর্তীতে ক্ষমা করে দেওয়া ইচ্ছা (যেমন মু'মিন গুনাহগার), তাদের জন্য সুপারিশকারীগণকে অনুমতি দেওয়া হবে, তারা যেন সুপারিশ করে তাদেরকে ক্ষমা করায়। সেটা আয়াতের পরিপন্থী নয়, বরং অন্যান্য আয়াতও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

২৯২. অর্থাৎ রাসূলে কারীম (সা.) যিনি সমুদ্র কণ্ঠে বিশ্ববাসীকে আহ্বান করেছেন, অথবা কুরআন মাজীদ, যার ডাক ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে।

২৯৩. পূর্বে বুদ্ধিবৃত্তিক ঈমানের কথা বলা হয়েছিল। এটা হল শ্রুতি নির্ভর ঈমান, যার মাঝে রাসূলে বিশ্বাস, কুরআনে বিশ্বাস সবই এসে গেছে।

২৯৪. অর্থাৎ আমাদের বড় বড় গুনাহ ক্ষমা করুন এবং ছোটগুলোর উপর আচরণ বিছিয়ে দিন। যখন তুলে নেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন সৎবান্দাগণের কাতারে शामिल করে দুনিয়া হতে তুলে নিবেন।

(১১৮) رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ۝

(১১৯) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرُوا أَنِّي بِبَعْضِكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

১১৪. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছ তা আমাদের দান কর এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্চিত করো না। ২৯৫ নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদার খেলাফ করো না। ২৯৬

১১৫. তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের দু'আ কবুল করলেন যে, আমি তোমাদের মধ্য হতে নর বা নারী কারও শ্রম বিনষ্ট করি না। তোমরা পরস্পরে এক। ২৯৭ তারপর যারা হিজরত করেছে, নিজ ঘর-বাড়ী হতে বহিস্কৃত হয়েছে, আমার পথে উৎপীড়িত হয়েছে এবং লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে, নিশ্চয়ই আমি তাদের থেকে তাদের দোষগুলি অপসারিত করব এবং তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। ২৯৮ এটাই আল্লাহর পক্ষ হতে প্রতিদান। আর আল্লাহর নিকট আছে উত্তম প্রতিদিন। ২৯৯

২৯৫. অর্থাৎ নবীগণের মুখে তাদেরকে বিশ্বাস করার ভিত্তিতে যে ওয়াদা আপনি করেছেন (যেমন দুনিয়ায় শেষ পর্যন্ত শত্রুদের উপর বিজয়ী ও সফল করা এবং আখিরাতে জান্নাত ও সন্তুষ্টিতে ভূষিত করা) তা আপনি এমনভাবে পূরণ করুন, যাতে কিয়ামতের দিন আমাদের সামান্য মাত্রও লজ্জিত হতে না হয়।

২৯৬. অর্থাৎ আপনার দরবারে তো ওয়াদা খেলাফীর সম্ভাবনা নেই। আমাদের পক্ষে সম্ভাবনা রয়েছে পাছে এমন কোন ভুল-ত্রুটি করে বসি, যে কারণে আপনার প্রতিশ্রুতি লাভের উপযুক্ততা হারাই। তাই নিবেদন যে, আপনি আমাদেরকে এমন কাজে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দিন, যা আপনার ওয়াদা লাভের উপযুক্ত হওয়ার জন্য অপরিহার্য।

২৯৭. সৎকর্মের মাপকাঠিতে নারী-পুরুষ সমান : কী পুরুষ, কী নারী, আমার দরবারে কারও মেহনত নিষ্ফল করা হয় না। যে কাজ করবে তার ফল অবশ্যই পাবে। এখানে শর্ত হলো কাজ করা, নেক কাজ করে একজন নারী নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী আখিরাতে সেই মর্যাদা লাভ করতে পারে, যা পারে একজন পুরুষ। তোমরা নর-নারী যখন একই মানব জাতির সদস্য, একই আদমের (আ.) সন্তান, একই ইসলামী যোগসূত্রে গাঁথা, একই সামষ্টিক জীবন ও সামাজিক আচার-আচরণের অংশীদার তখন কর্ম ও কর্মের ফলাফলেও নিজেদেরকে অভিন্ন মনে কর। বর্ণিত আছে, হযরত উম্মু সালামা (রা.) আরয করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা আল্লাহর কুরআনে কোথাও বিশেষভাবে আমাদের নারীদের হিজরত ইত্যাদি সৎ কাজগুলি উল্লেখ করা হয় না এ আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

২৯৮. আল্লাহর জন্য ছোট-বড় যা কিছুই করা হোক তার প্রতিদান অবশ্যই রয়েছে : কোন ব্যক্তিরই ছোট-বড় কোন কাজই যখন নিষ্ফল হয় না, তখন আল্লাহর সেই মহান ব্যক্তিবর্গের কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না, যারা কুফর ও অবাধ্যতা পরিহার করার সাথে সাথে কুফরের দেশও ত্যাগ করেছে, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন সকলকে বিদায় জানিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছে, কাফিররা তাদের উপর এমন নির্যাতন চালিয়েছে যদ্বারা তাদের পক্ষে নিজ বাড়ীতে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, দেশ ও ঘর-বাড়ী ত্যাগ করার পরও শত্রুরা তাদেরকে শান্তিতে নিঃশ্বাস নিতে দেয়নি, নানা রকমের উৎপীড়ন অব্যাহত রেখেছে আর এসব কিছু এ জন্যই হয়েছে যে, তারা আমার নাম লইত এবং আমার কালেমা পাঠ কর **يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَيَأْكُمُونَ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ** তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে কেবল এ জন্যই বহিস্কার করে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর' (৬০ : ১) **وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ** তারা কেবল এ জন্যই তাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল যে, তারা মহা পরাক্রমশালী প্রশংসনীয় আল্লাহে বিশ্বাস করত (৮৫ : ৮) এবং শেষ পর্যন্ত তারা আমার পথে লড়াই করে এবং লড়াই করতে করতে প্রাণ দিয়ে দেয়, এরাই সেই সে বান্দা, যাদের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। জান্নাত তাদের জন্য অপেক্ষমান।

২৯৯. অর্থাৎ উত্তম প্রতিদান তো মহান আল্লাহরই নিকট আছে। অন্য কোথাও তা লাভ হতে পারে না বা এ প্রতিদান অপেক্ষাও উত্তম প্রতিদান মহান আল্লাহর নিকট রয়েছে, আর তা তাঁর দীদার (মহান আল্লাহ আমাদেরকে ও সকল মু'মিনকে তা নসীব করুন)।

- (১৯৬) لَا يَغُزُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝
- (১৯৭) مَتَاءٌ قَلِيلٌ قَدْ أَفْلَحَ مَنَ أَوْفَىٰ بِهِمْ جَهَنَّمَ ۖ وَيُفْسِدُ الْبِهَادُ ۝
- (১৯৮) لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَزَاءٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزَلَ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلََّ بُرَارِ ۝
- (১৯৯) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ ۖ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ ۖ لَّمْ يَنْفَعِ الْإِنسَانَ إِلَّا إِلَهُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

১৯৬. নগরে কাফিরদের চলাফেরা যেন তোমাকে ধোঁকা না দেয় ।
১৯৭. এটা তুচ্ছ ভোগমাত্র । তারপর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তা নিতান্তই মন্দ ঠিকানা । ৩০০
১৯৮. কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য জান্নাত, যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত । তাতে তারা সর্বদা থাকবে । ৩০১ এটা আল্লাহর পক্ষ হতে আতিথ্য । ৩০২ আর আল্লাহর নিকট যা আছে, তা সৌভাগ্যবানগণের জন্য শ্রেয় ।
১৯৯. কিতাবীদের মধ্যে কতক লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর উপর এবং যা নাযিল হয়েছে তোমাদের প্রতি ও যা নাযিল হয়েছে তাদের প্রতি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহর সম্মুখে বিণয় প্রদর্শন করে, আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য খরীদ করে না । এদেরই জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে । ৩০৩ নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন । ৩০৪

৩০০. অর্থাৎ কাফিররা যে দিকে দিকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করে ও দর্প দেখিয়ে চলে তা দেখে মুসলিমগণের ধোঁকায় পড়া উচিত নয় । এটা ক্ষণিকের রং-ঢং । এক ব্যক্তিকে দু'দিন কোর্মা পোলাও খাওয়ানোর পর ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হয়, তবে সে কি সুখী জীবনের অধিকারী হল । সুখী জীবন তো সেটাই, যা সামান্য মেহনত ও কষ্টের বদলে অনন্তকালের জন্য উচ্চ পর্যায়ের সুখ-শান্তির উপকরণ জোগাড় করে লয় ।

৩০১. এবার এই আয়েশ ও সাফল্যের সাথে ওই ক্ষণকালীন রং-ঢংকে তুলনা করে দেখ যে এটা উত্তম না ওইট ৷

(২০০) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ০

২০০. হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, শত্রুর মুকাবিলায় সুদৃঢ় থাক ও লেগে থাক এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। ৩০৫

৩০২. আতিথ্য বলা হয়েছে এ জন্য যে, অতিথিকে নিজে পানাহারের কোন চিন্তা করতে হয় না। সম্মান ও যত্নের সাথে সব কিছু বসে বসে পেয়ে যায়।

৩০৩. পূর্বে সাধারণ মুত্তাকীগণের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। এবার কিতাবীদের মধ্যে যারা মুত্তাকী তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সকল কিতাবী মহান আল্লাহর প্রতি যথাযথভাবে ঈমান এনেছে, পাক কুরআনকে মেনে নিয়েছে এবং কুরআন মজীদে যেহেতু তাওরাত ও ইনজিলের সত্যতা প্রমাণ করে, তাই তাও স্বীকার করে নিয়েছে, তবে তাদের দুনিয়াদার ধর্মযাজক ও পুরোহিতরা যেভাবে মানে সেভাবে নয় যে, তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের খাতিরে মহান আল্লাহর আয়াতকে গোপন বা পরিবর্তিত করে ফেলে; বরং মহান আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবণত হয়ে তিনি যেভাবে কিতাব নাযিল করেছেন ঠিক সে ভাবেই আসল রঙে তা মনে নিয়েছে, কোন সুসংবাদ লুকায়ওনি এবং বিধানও পরিবর্তন করেনি। এরূপ পূত চরিত্র সত্যাশ্রয়ী কিতাবীদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। কুরআন-হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এরূপ কিতাবীগণ দ্বিগুন প্রতিদান লাভ করবে।

৩০৪. অর্থাৎ হিসাব-দিবস কিছু দূরে নয়। তা শীঘ্রই আসবে। যখন হিসাব শুরু হবে, তখন সমগ্র বিশ্বের হিসাব পাই পাই করে মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হবে।

৩০৫. সূরার উপসংহার ৪ উপসংহারে মু'মিনগণকে একটি নেহায়েত পূর্ণাঙ্গ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলতে গেলে এটা গোটা সূরার সারবস্তু। অর্থাৎ যদি সফলকাম হতে ও দুনিয়া-আখিরাতে লক্ষ্য বিন্দুতে পৌঁছতে চাও, তা হলে বিপদ-আপদ মেনে নিয়েও ইবাদত আনুগত্যে অটল থাক, অবাধ্যতা হতে বিরত থাক, শত্রুর মুকাবিলায় ধৈর্য ও দৃঢ়পদতা প্রদর্শন কর, ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের সীমারেখা রক্ষায় আত্মনিবেদিত থাক এবং যে দিক থেকে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা হয় সে দিকে সীলাঢালা প্রাচীরের ন্যায় বুক পেতে দাঁড়িয়ে থাক। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে لَهُمْ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

মুকাবিলার জন্য সথাসাধ্য শক্তিও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখ। এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে মহান আল্লাহ্ শত্রুকেও তোমাদের শত্রুকে (৮ : ৬০)। এবং তোমরা সদা-সর্বদা সব কাজে মহান আল্লাহকে ভয় করে চলো। এটা যদি করতে পার, তা হলে মনে করবে সাফল্যমন্ডিত হয়ে গেছ। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকামগণের অন্তর্ভুক্ত করুন। হাদীসে আছে, রাসূলে কারীম (সা.) যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে **إِنِّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ** হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াত দশটি পাঠ করতেন।

سُورَةُ النِّسَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا

الْأُخْيَاطَ بِالْأُخْيَاطِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ

أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَوبًا كَبِيرًا ۝

۱۴۶ آیتیں اور

۲۴ رکوع ہیں

সূরা নিসা

১৭৬ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অসীম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

১. হে মানুষ! তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং তারই থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনী আর তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা এক অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থী হও এবং সতর্ক থাক আত্মীয়বর্গ সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টিবান।

সূরা নিসা

১৭৬ আয়াত, মাদানী

অসীম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

১. হে মানুষ! তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং তারই থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনী আর তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন।^১ এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা এক অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থী হও এবং সতর্ক থাক আত্মীয়বর্গ সম্পর্কে।^২ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টিবান।^৩

১. মানব সৃষ্টির আদি কথা; বিস্তার ও দায়িত্ব : প্রথমত, হযরত আদম (আ.)-এর বাঁ পাজর হতে বিবি হাওয়াকে (আ.) বের করেন। তারপর তাদের দু'জন থেকে সমস্ত নর-নারীকে সৃষ্টি করেন ও দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেন। কাজেই, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-মানবকে একই আত্মা ও একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। বোঝান হয়েছে যে, তিনিই যখন তোমাদের সকলকে অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন এবং তারপর সকলকে স্থায়িত্ব দান করেছেন ও টিকিয়ে রেখেছেন, এখন তাঁকে ভয় করা ও তাঁর অনুগত থাকা সকলের অবশ্য কর্তব্য। এর দ্বারা দু'টি বিষয়ের ইঙ্গিত রয়ে গেল; এক. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকলের স্রষ্টা ও অস্তিত্বদাতা, দুই. সমস্ত মানুষের অস্তিত্বের কারণ-যার থেকে আল্লাহ তা'আলা সকলকে সৃষ্টি করেছেন-একই আত্মা অর্থাৎ মানবজাতির পিতা আদম আলাইহিসসলাম। বোঝা গেল, আমাদের আসল সম্পর্ক মহান আল্লাহরই সাথে বিদ্যমান। কেননা, পূর্ণাঙ্গ কারণ ও তাঁর কার্যের মধ্যে যে পরিমাণ সম্পর্ক, নৈকট্য, যোগসূত্র ও মুখাপেক্ষিতা থাকে তা অন্যত্র সম্ভব নয়। এরপরে সেই সম্পর্ক ও নৈকট্যের স্থান, যা মানব ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের মাঝে হয়ে থাকে। কেননা, তাদের অস্তিত্বের কারণ ও সৃষ্টির উৎস একই

জিনিস। এর দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, প্রথম আমাদের দায়িত্বে মহান আল্লাহর আনুগত্য অনিবার্য হওয়া চাই, যেহেতু তিনি আমাদের স্রষ্টা। তারপর সমগ্র সৃষ্টির মাঝে বিশেষভাবে নিজ জাতি অর্থাৎ বিশ্বমানবের সাথে আমাদের সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা উচিত। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের সৃষ্টির উৎস ও কারণ একই জিনিসকে স্থির করেছেন। কাজেই মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক ও নৈকট্য বিদ্যমান, তা অন্যদের মাঝে নেই। এ জন্যই শরী'আত ও বিবেকের দৃষ্টিতে মানুষের পারস্পরিক সদ্ভাব বজায় রাখা এত বেশী জরুরী এবং অসদ্ভাব এত বেশী নিন্দনীয় যতটা অন্যদের বেলায় নয়। কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও শরী'আতের বিধানে এর বিশদ বর্ণনা আছে। শায়খ সা'দী (র.) এ বিষয়টিই এভাবে ব্যক্ত করেন,

بنی ادم اعضائے يك ديكراند * چوبعضی زبعضی اكر كمترااند

چو عضوی بدرد او رد روزگار * دگر عضو هارا نماند قرار

'আদম সন্তান একে অন্যের অঙ্গ স্বরূপ, যদিও কতক কতক অপেক্ষা নিম্নমানের। এক অঙ্গ কোনদিন যদি যাতনায় ভোগে আর সব অঙ্গের তখন থাকে না স্থিরতা।'

আল্লাহ তা'আলা এস্থলে আপন সৃষ্টি নৈপুণ্য প্রকাশ করে নিজের আনুগত্যের আদেশ করেছেন এবং মানবজাতির মৌলিক একতার কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে চল। আয়াতের পরবর্তী অংশে এ ইশারাকে সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

২. আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা কর্তব্য : খালিক ও রব্ব অর্থাৎ অস্তিত্বদাতা ও রক্ষাকর্তা হওয়া ছাড়াও মহান আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর আনুগত্য হওয়ার আবশ্যিকতার আরও একটি কারণ, তোমরা তাঁর অসিলা দিয়ে একে অন্যের নিকট থেকে নিজ প্রাপ্য ও উপকার পেতে চাও, তাঁর নামে শপথ কর এবং তাতে প্রশান্তি লাভ কর। অর্থাৎ নিজেদের পারস্পরিক লেনদেন ও প্রয়োজনাদিতেও তাঁরই অসিলা অবলম্বন কর। বোঝা গেল, মহান আল্লাহর কাছে তোমাদের মুখাপেক্ষিতা কেবল অস্তিত্ব লাভ ও তা রক্ষার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জীবনের সকল কাজেই তোমরা তাঁর মুখাপেক্ষী। কাজেই, তাঁর আনুগত্য অবশ্যম্ভাবী হওয়া আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হল। তারপর তোমাদের প্রতি নির্দেশ যে, আত্মীয়তা রক্ষার ব্যাপারে সাবধান থাক। অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় কর এবং তাদের সাথে অসদাচরণ ও সম্পর্কচ্ছেদ করা হতে বেঁচে থাক। স্বজাতি তথা প্রত্যেক মানুষের সাথে সাধারণভাবে সদয় আচরণ করার নির্দেশ তো আয়াতের প্রথম অংশেই ছিল। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের যেহেতু অপেক্ষাকৃত বেশী ও বিশেষ ধরনের নৈকট্য ও ঐক্য রয়েছে। তাই তাদের সাথে অসদ্যবহার করতে বিশেষভাবে সাবধান করা হয়েছে। কারণ, তাদের অধিকার আর সব মানুষের চেয়ে বেশী।

হাদীসে কুদসীতে আছে-

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحْمَ وَسَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَتْهُ -

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, আমি আল্লাহ, আমি রহমান (দয়াময়)। আমি রিহম (আত্মীয়তা) সৃষ্টি করেছি এবং তার জন্য আমার নাম (রাহমানকে) বিদীর্ণ করেছি। কাজেই, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষা করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করব। আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করব।

অন্য হাদীসে আছে, خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْهُ قَاضَتْ الرَّحْمَ فَاخْذَتْ بِحَقْوِي الرَّحْمَنُ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ وَأَقْطَعَ مِنْ قَطْعِكَ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكَ -

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকূলকে সৃজন করলেন। যখন তা সমাপ্ত হল, রিহম (আত্মীয়তা) উঠে রাহমানের নিকট ফরিয়াদ করলো, তিনি বললেন, থাম। সে বলল, এটা তো সম্পর্কচ্ছেদ হতে আশ্রয় গ্রহণকারীর ঠাই। তিনি বললেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করব, যে তোমার সম্পর্ক বজায় রাখবে, আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাব।

আরেক হাদীসে আছে, الرَّحْمُ مَجْنَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مِنْ وَصْلِكَ وَصَلَتْهُ وَمِنْ قَطْعِكَ قَطَعَتْهُ আত্মীয়তা দয়াময় আল্লাহর উপচে পড়া দয়া। আল্লাহ বললেন, যে তোমাকে রক্ষা করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখব, আর যে তোমাকে ত্যাগ করবে আমিও তাকে ত্যাগ করব।

আরও এক হাদীসে আছে- الرَّحْمُ معلقة بالعَرْشِ تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله আত্মীয়তা আরশের সাথে লটকে আছে। সে বলছে, যে আমাকে রক্ষা করে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রাখুন। আর যে আমাকে ছিন্ন করে আল্লাহ তাকে ত্যাগ করুন।

এসব হাদীস উপরিউক্ত বক্তব্যের প্রমাণ বহন করে এবং আত্মীয়তার উল্লিখিত বিশেষত্ব ও গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। সারকথা, অস্তিত্বের উৎসস্থল এক হওয়ার দরুণ তো সমগ্র মানব জাতির অধিকার রক্ষায় যত্নবান থাকা ও সকলের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা অবশ্য কর্তব্য। তারপর কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সম্পর্কের কারণে যদি ঐক্য আরও বৃদ্ধি পায়, যেমন আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে, কিংবা কোন স্থলে প্রয়োজন যদি তীব্র হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ইয়াতীম, মিসকীন ইত্যাদি। তবে সে ক্ষেত্রে অধিকারে যদি তীব্র হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ইয়াতীম, মিসকীন ইত্যাদি। তবু সে ক্ষেত্রে অধিকারে নতুন মাত্রা যোগ হবে এবং তা আদায়ের গুরুত্বও বেড়ে যাবে। তদুপরি যখন আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নির্দেশ এসে গেল যে, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার রক্ষায় যত্নবান থাক, তখন বিষয়টির গুরুত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল। বস্তুত এ সূরায় এ সাধারণ ও বিশেষ সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিধানই বর্ণিত হয়েছে। যেন সে সব বিধান উপরিউক্ত মূলনীতিরই ব্যাখ্যা বিশেষ।

(২) وَأَتُوايَتْنِي أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

২. এবং ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও। মন্দকে ভালোর দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে গ্রাস করো না। এটা গুরুতর অন্যায়।^৪

৩. অর্থাৎ তোমাদের যাবতীয় অবস্থা ও কাজ সম্পর্কে অবগত। তাঁর হুকুম মেনে চললে সাওয়াব পাবে, অন্যথায় শাস্তির যোগ্য হবে। তিনি তোমাদের আত্মীয়-সম্পর্ক, তার স্তর এবং প্রতিটি স্তর অনুযায়ী যা কিছু অধিকার বর্তায় তাও সম্যক জানেন। কাজেই, এ সম্পর্কে তিনি যে আদেশ দান করেন তা ন্যায্য মনে করো এবং পালন করো।

৪. ইয়াতীম লালন-পালন ও তার সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ ৪ যে ইয়াতীম শিশুর পিতা মারা গিয়েছে, তার সম্পর্কে তার অভিভাবককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ইয়াতীম যখন বালিগ হবে, তখন তার অর্থ-সম্পত্তি যেন তাকে বুঝিয়ে দেয়। আর ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকালে তার ভাল ভাল জিনিসগুলো নিয়ে পরিবর্তে মন্দ ও নিম্নমানের জিনিস যেন তার মালামালের মধ্যে ঢুকিয়ে না দেয় এবং তার সম্পদ যেন নিজের সম্পদের সাথে মিশিয়ে না খায়। উদাহরণ স্বরূপ ওয়ালী বা অভিভাবকের জন্য তো এ অনুমতি আছে যে, নিজের ও ইয়াতীমের পানাহারের ব্যবস্থা যৌথভাবে করবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ইয়াতীমের কোন ক্ষতি না হয়। এমন যেন না হয় যে, একত্রীকরণের ছলে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করে নিজের আখের গোছানো হবে। কেননা, ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা গুরুতর পাপ। আত্মীয়তা সম্পর্কিত বিধানের মধ্যে ইয়াতীম বিষয়ক বিধানকে সম্ভবত এ কারণেই প্রথমে উল্লেখ করা হয়ে থাকবে যে, ইয়াতীম তার অসহায়ত্ব ও অক্ষমতার কারণে দয়া ও রক্ষণা-বেক্ষণের অতি বেশী মুখাপেক্ষী। গুরুত্বের কারণে তার সম্পদ পরিবর্তন ও একত্রীকরণের ক্ষতি হতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। সামনেও অনেকগুলি আয়াতে ইয়াতীমদের সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে, যদ্বারা উপযুক্ত গুরুত্ব আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর এ সমুদয় বিধান ও গুরুত্বারোপের সম্পর্ক সব রকমের ইয়াতীমের সাথে। যে সকল ইয়াতীমের সাথে আত্মীয়তা আছে তাদের ব্যাপারে এ গুরুত্ব আরও বলিষ্ঠ হবে এবং সেটাই আয়াতের শানে নুযূল ও পারস্পরিক যোগসূত্র। তা ছাড়া সেটা সামাজিক অবস্থা ও রীতি-নীতির সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা, ইয়াতীম শিশুর অভিভাবক অনেক ক্ষেত্রেই নিকটাত্মীয়ই হয়ে থাকে।

(৩) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

৩. তোমরা যদি আশংকা কর ইয়াতীম মেয়েদের ক্ষেত্রে ইনসাফ রক্ষা করতে পারবে না, তা হলে অপরাপর নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পসন্দ হয় তাদেরকে দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার করে বিবাহ কর।^৫ তারপর যদি আশংকা কর তাদের মাঝে ন্যায়রক্ষা করতে পারবে না, তবে একটাই বিবাহ কর অথবা ক্রীতদাসীতেই ক্ষান্ত থাক, যা তোমাদেরই সম্পত্তি।^৬ এতে আশা করা যায় তোমরা কোন একদিকে ঝুঁকে পড়বে না।^৭

৫. ইয়াতীম মেয়েদের অভিভাবকদের দায়িত্ব : সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে সকল ইয়াতীম মেয়ে অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হত এবং আত্মীয়তার কারণে তারা সে অভিভাবকের সম্পত্তি ও বাগানে শরীক থাকত তারা দু'টি অবস্থার সম্মুখীন হত। কখনও এরূপ মেয়ের রূপ ও সৌন্দর্য বা অর্থ-বৈভবে মুগ্ধ হয়ে ওলী নামমাত্র মোহরানা দিয়ে তাকে বিয়ে করত। কারণ, সে মেয়ের অধিকার নিয়ে কথা বলার মত কেউ তো থাকত না। আবার কখনও তার রূপ-গুণ তেমন না থাকলেও ওলী ভাবত, অন্য কেউ যদি তাকে বিয়ে করে তা হলে তার অর্থ-কড়ি তো আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং আমার সম্পদে অন্য লোক অংশীদার বনে যাবে। এ কারণে ওলী নিজেই তাকে বিয়ে করত। কিন্তু বিবাহিতার প্রতি তার কোন আগ্রহ থাকত না। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে ওলীদের প্রতি ইরশাদ হয়েছে, তোমরা যদি ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সদয় আচরণে ক্রটি ঘটান আশংকা কর, তবে তাদেরকে বিবাহ না করে বরং অন্য যে সব নারী পসন্দ হয় তাদের মধ্য হতে এক হতে চার পর্যন্ত শরী'আতের বিধি অনুযায়ী বিবাহ করে নাও। তা হলে ইয়াতীম মেয়েদেরও কোন ক্ষতি হবে না, যেহেতু তোমরা তাদের অধিকার রক্ষায় সতর্ক থাকবে। আর তোমরা নিজেরাও কোন পাপ ও গর্হিত কাজে জড়াবে না। জ্ঞাতব্য যে, স্বাধীন মুসলিমের জন্য উর্ধ্ব চার এবং গোলামের জন্য দুই বিবাহের অনুমতি আছে। হাদীসে একথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে এবং ইমামগণের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। সমগ্র উম্মাতের জন্য এটাই শরী'আতের নির্দেশ। এর অতিরিক্ত বিবাহ করার অনুমতি কেবল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এরই বৈশিষ্ট্য ও তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট।

(৬) وَ اتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۝

৪. আর স্ত্রীদেরকে হুস্টচিতে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও।^৮ তারপর তারা যদি খুশীমনে তা হতে কিছু তোমাদেরকে ছেড়ে দেয় তবে তা তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।^৯

বিশেষ জ্ঞাতব্য : হাদীসে ইয়াতীম মেয়েদের বিবাহের তৃতীয় একটি অবস্থা এরূপও বর্ণিত আছে যে, সৌন্দর্য বা উভয় দিক হতে যার প্রতি বিরাসক্তি থাকত, ওলী তাকে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দিত। বলা বাহুল্য, সে অবস্থার সাথে এ আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই।

৬. অর্থাৎ তোমাদের যদি এ আশংকা হয় যে, একাধিক স্ত্রীর সাথে ইনসাফ ও সমতাভিত্তিক আচরণ করতে পারবে না, তা হলে এক বিবাহেই সন্তুষ্ট থাক, অথবা এক হোক বা বেশী কেবল ক্রীতদাসীতেই ক্ষান্ত থাক। কিংবা একজন স্বাধীন স্ত্রীর সাথে এক বা একাধিক ক্রীতদাসীও রাখতে পার।

৭. অর্থাৎ কেবল এক বিবাহ করলে অথবা এক একাধিক ক্রীতদাসীতে সন্তুষ্ট থাকলে কিংবা এক বিবাহের সাথে এক বা বহু ক্রীতদাসী রাখলে আশা করা যায়, তোমরা অন্যায় ও অসঙ্গত আচরণ হতে মুক্ত থাকতে পারবে। কেননা, স্ত্রীদের যে অধিকার তা ক্রীতদাসীদের নেই যে, তাদের উভয়ের মাঝে সাম্য বজায় না রাখলে জবাবদেহী করতে হবে। ক্রীতদাসীর না মোহরানা আছে, না আচার-ব্যবহারের বিশেষ কোন সীমাবদ্ধতা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : যার একাধিক স্ত্রী আছে, তার জন্য পানাহার, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। রাত্রি যাপনে তাদের মাঝে পালা নির্ধারণ করে নিতে হবে। কোনরূপ পক্ষপাত করলে কিয়ামতের দিন সে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে উঠবে এবং এক পার্শ্ব হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলবে। কারও বিবাহে যদি একজন স্বাধীন নারী ও একজন ক্রীতদাসী থাকে, তা হলে ক্রীতদাসী স্ত্রীর পালা স্বাধীন স্ত্রীর অর্ধেক হবে। ক্রীতদাসী বিবাহাধীন না হয়ে কেবল নিজ মালিকানাধীন হলে তার ক্ষেত্রে পালার কোন অধিকার সংরক্ষিত নেই, বরং তা মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

৮. অর্থাৎ যাদেরকে বিবাহ কর, তাদের মোহরানা খুশী মনে সাগ্রহে আদায় করা তাদের পক্ষে তোমাদের নিকট দাবি করার কেউ থাকুক বা নাই থাকুক। এরূপ করলে ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিবাহ করায় কোন দোষ নেই। দোষ তো কেবল তখনই, যখন মোহরানা বা তাদের অন্য কোন অধিকার আদায়ে কোনরূপ অবহেলা কর।

(৫) وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

(৬) وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اَنْتُمْ مِنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّ بَدَارًا اَنْ يَّكْبُرُوْا ۚ وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَ مَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهَدُوْا عَلَيْهِمْ ۚ وَكُفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝

৫. তোমরা নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না নিজেদের সেই সম্পদ, যাকে আল্লাহ তোমাদের উপজীবিকা বানিয়েছেন। তা হতে তাদেরকে পানাহার করাতে থাক এবং তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত কথা বল।^{১০}
৬. তোমরা ইয়াতীমদের শুধরাতে থাক, যাবৎ না বিবাহের বয়সে উপনীত হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে যদি বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য কর, তবে তাদের সম্পদ তাদের কাছে ন্যস্ত কর।^{১১} তারা বড় হয়ে যাবে এ আশংকায় তাদের সম্পদ প্রয়োজনের বেশী ও প্রয়োজন দেখা দেওয়ার আগে ভোগ করো না।^{১২} যার প্রয়োজন নেই সে যেন ইয়াতীমের সম্পদ পরিহার করে চলে। এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন বিধি অনুযায়ী ভোগ করে।^{১৩} যখন তোমরা তাদের সম্পদ তাদের নিকট অর্পণ কর, তখন তার উপর সাক্ষী রাখ। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।^{১৪}

৯. অর্থাৎ স্ত্রী যদি তার মোহরানা হতে স্বেচ্ছায় কিয়দাংশ ক্ষমা করে দেয় বা গ্রহণ করার পর স্বামীকে দান করে দেয়, তবে স্বচ্ছন্দে সে তা ভোগ করতে পারে, তাতে কোন দোষ নেই। যে খাবার সুস্বাদু, সেই সাথে মনলোভা তাকে 'هنئى' এবং যা সহজে হজম হয়ে দেহের পুষ্টি জোগায় এবং স্বাস্থ্য ও শক্তি বৃদ্ধি করে তাকে 'مرى' বলা হয়।

১০. ইয়াতীমের ভাল-মন্দ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তার সম্পদ তত্ত্বাবধান করতে হবে : নির্বোধ শিশুদের হাতে তাদের সেই সম্পদ অর্পণ করো না, যাকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বানিয়েছেন। বরং তা পুরোপুরি হিফায়তে রাখ এবং যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখ। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ভালমন্দের জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ সে সম্পদ থেকে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কর এবং তাদেরকে বোঝাতে থাক যে, এসব সম্পদ তোমারই, আমরা তো তোমার ভালই চাই। যখন তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে, তখন এগুলো তোমাকেই বুঝিয়ে দেব।

(৭) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

৭. পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষেরও অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে তা অল্প হোক বা বিস্তর এক নির্ধারিত অংশ। ১৫

১১. অর্থাৎ ইয়াতীমদেরকে বালিগ হওয়া পর্যন্ত শুধরাতে ও পরীক্ষা করতে থাক। তারপর বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাদের মাঝে যদি নিজের লাভ-লোকসান বোঝার এবং অর্থ-সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবহারের যোগ্যতা দেখতে পাও, তবে তাদের সম্পদ তাদের নিকট হস্তান্তর কর। ইয়াতীমদেরকে শুধরানো ও পরীক্ষা করার উত্তম পদ্ধতি এটাই যে, তাকে দিয়ে অল্প মূল্যের মামুলি জিনিস বেচাকেনা করানো হবে। তাকে তার নিয়ম শিখিয়ে দিতে হবে। এর দ্বারা জানা গেল ওলীর অনুমতিক্রমে নাবালিগ যে বেচাকেনা করবে তা বৈধ। এটাই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাব। বালিগ হওয়ার পরও যদি তার বুদ্ধিশুদ্ধি না হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পঁচিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এর মাঝে তার সচেতনতা আসলে তার সম্পদ তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় পঁচিশ বছর পর সর্বাবস্থায় তার হাতে তা অর্পণ করতে হবে বোধশোধ আসুক আর নাই আসুক।

১২. অর্থাৎ ইয়াতীমের সম্পদ প্রয়োজনের বেশী ব্যয় করা নিষেধ, যেমন এক পয়সার স্থলে দু'পয়সা খরচ করে ফেলা। অনুরূপ পাছে বড় হয়ে সে তার সম্পদ আমার হাত থেকে নিয়ে নেবে, তাই তড়িঘড়ি করে তা ব্যয় করে ফেলি এটাও নিষিদ্ধ। সারকথা, ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ প্রয়োজনকালে প্রয়োজন মাফিকই ব্যয় করতে হবে।

১৩. অর্থাৎ ওলী ইয়াতীমের সম্পদ নিজ কাজে ব্যয় করবে না। হ্যাঁ, সে যদি অভাবী হয়, তবে নিজের শ্রম অনুযায়ী তার সম্পদ থেকে মাসোহারা নিয়ে নিবে। কিন্তু বিত্তবান হলে কিছুই লওয়া জায়য নয়।

১৪. ইয়াতীমের সম্পদ লেনদেন কালে সাক্ষী রাখা ও লিখে রাখা ৪ কোন শিশুর পিতা মারা গেলে কয়েকজন মুসলিম ডেকে তাদের সামনে সে ইয়াতীমের সম্পদের হিসাব লিখে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা উচিত। বয়ঃপ্রাপ্ত ও সচেতন হলে পরে উক্ত দলীল অনুযায়ী যাবতীয় সম্পদ তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। যা কিছু খরচ হয়েছে, তা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। আর এ হস্তান্তরের কাজ সাক্ষীদের সামনে সম্পন্ন করা প্রয়োজন, পাছে এ নিয়ে কখনও মতবিরোধ দেখা দিলে যাতে

(৮) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

৮. বন্টনকালে যখন আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম অসহায়েরা উপস্থিত হবে, তখন তাদেরকেও তা হতে কিছু খাইয়ে দিও এবং তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত কথা বলো। ১৬

সহজেই তার নিষ্পত্তি সম্ভব হয়। বস্তুত আল্লাহ তা'আলাই সব কিছুর হিফায়ত করার ও হিসাব বোঝার জন্য যথেষ্ট। তার কোন হিসাব-পত্র ও সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। তিনি কেবল তোমাদের সুবিধার জন্যই এ বিধান দিয়েছেন। জ্ঞাতব্য যে, ইয়াতীমের সম্পদ লেনদেনকালে সাক্ষী রাখা ও লেখাজোখা করা মুস্তাহাব।

১৫. ইয়াতীম অসহায়ের অধিকার সংরক্ষণ : হযরত রাসূলে কারীম (সা.)-এর পূর্বে রেওয়াজ ছিল যে, কন্যা সন্তান ছোট হোক, কি বড় তাকে মীরাসের অংশ দেওয়া হতো না। অনুরূপ নাবালিগ ছেলেকেও মীরাস হতে বঞ্চিত রাখা হতো। কেবল বালিগ ছেলেদেরকেই ওয়ারিস মনে করা হতো, যারা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাজে আসত। এর ফলে ইয়াতীম শিশুরা মীরাস থেকে কিছুই লাভ করত না। তাদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ। এর সারমর্ম এই যে, পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষ অর্থাৎ পুত্র সন্তান চাই শিশু হোক, চাই যুবক অংশ প্রাপ্ত হবে এবং নারীগণ অর্থাৎ ছোট-বড় কন্যা সন্তানদেরও পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে হিসসা প্রদান করা হবে। এ হিসসা শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত, যা দেওয়া অপরিহার্য, তা সম্পদ অল্প হোক বা বেশী। এতদ্বারা প্রাক-ইসলামী যুগের অন্যায় রেওয়াজের বিলুপ্তি সাধন করা হল এবং ইয়াতীম-অসহায়ের অধিকার সংরক্ষণ করে তাদের প্রতি অবিচারের দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হল।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ আয়াতের হক্‌দারদের হক্ ও তার স্থিরীকৃত হওয়ার বিষয়টি সংক্ষেপে বলে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী রুকু'তে ওয়ারিসদের অংশসমূহ বিশদ বর্ণিত হয়েছে।

১৬. ওয়ারিসী সম্পদ বন্টনকালে সদয় আচরণ : উত্তরাধিকার বন্টনকালে জাতী-গোষ্ঠীর লোকজন উপস্থিত হলে তাদের মধ্যে যারা মীরাসের হক্‌দার নয় বা যারা ইয়াতীম ও অসহায় তাদেরকে কিছু খাইয়ে বিদায় কর অথবা সম্পত্তি হতে অবস্থা অনুযায়ী তাদেরকেও কিছু দাও। এ আচরণ মুস্তাহাব। মীরাসের সম্পত্তি হতে কিছু খাওয়ানো বা দেওয়া যদি সম্ভব না হয়, যেমন হয় তা ইয়াতীমের সম্পদ এবং মৃত ব্যক্তি অসিয়তও করে যায়নি, তা হলে তাদেরকে যুক্তিসঙ্গত কথা বলে বিদায় কর

(৯) وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

(১০) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

৯. তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পেছনে ছেড়ে গেলে তারাও তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হত যে, আমাদের পরে তাদের অবস্থা এরূপই হবে। কাজেই তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সরল কথা বলে। ১৭
১০. যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে আগুনই ভর্তি করছে। শীঘ্রই তারা আগুনে প্রবেশ করবে। ১৮

অর্থাৎ নম্রতার সাথে ওয়র প্রদর্শন কর যে, এটা তো ইয়াতীমের সম্পত্তি; আর মৃত ব্যক্তি অসিয়তও করে যায়নি। কাজেই, আমরা অপারগ। সূরার প্রথমে ঘোষিত হয়েছে যে, আত্মীয়-স্বজনের প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে সদয় আচরণ ও সদ্যবহার লাভের অধিকারী। ইয়াতীম-মিসকীনও এর অন্তর্ভুক্ত। আর ইয়াতীম-অসহায় যদি আত্মীয়ও হয়, তবে তার অধিকার রক্ষায় অধিকতর যত্নবান থাকতে হবে। কাজেই মীরাস বন্টনকালে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে কিছু না কিছু দেওয়া উচিত। যদি কোন কারণে তারা ওয়ারিস না হয়, তবে যেন সদয় আচরণ হতে বঞ্চিত না থাকে।

১৭. এ নির্দেশ মূলত ইয়াতীমের ওলী ও ওসির জন্য। তবে পর্যায়ক্রমে অন্যদেরকেও এ দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এর সারমর্ম, প্রত্যেকেরই যেন ভয় থাকে, আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তান-সন্ততির প্রতি না জানি নির্দয় ও মন্দ আচরণ করা হয়। তেমনি তোমাদেরও উচিত ইয়াতীমদের সাথে সেইরূপ আচরণ করা, যেমনটি নিজ সন্তান-সন্ততির বেলা আশা কর। মহান আল্লাহকে ভয় কর এবং ইয়াতীমদের সাথে সরল ও সঙ্গত কথা বল, যদ্বারা তাদের মন না ভাঙে এবং ক্ষতি না হয়; বরং তাদের সংশোধন ও কল্যাণ সাধিত হয়।

১৮. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতের ভয়াবহ পরিণতি : পূর্বের অনেকগুলি আয়াতে ইয়াতীমদের সম্পদ সম্পর্কে নানা রকম সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের সম্পদে খিয়ানত করাকে গুরুতর পাপ সাব্যস্ত করা হয়েছিল। অবশেষে এবার ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদে খিয়ানত করলে তজ্জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী শুনিয়ে সে নির্দেশকে আরও জোরদার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে তার পেটে জাহান্নামের আগুন ঢোকায়। অর্থাৎ সে খাওয়ার পরিণতি হবে এরূপ। শেষ বাক্যে তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

(১১) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوَیْهَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوْهُ فَلِلْمِثَّةِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثَّةِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১১. আল্লাহ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর সমান।^{১৯} আর যদি তারা কেবল নারীই হয়-দু'য়ের অধিক, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের জন্য রয়েছে দুই-তৃতীয়াংশ। যদি একজন হয় তবে তার জন্য অর্ধাংশ।^{২০} মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার প্রত্যেকে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠমাংশ-যদি তার সন্তান-সন্ততি থাকে।^{২১} আর তার যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে এবং তার পিতামাতা তার উত্তরাধিকারী হয়, তবে তার মা পাবে এক তৃতীয়াংশ^{২২}। মৃত ব্যক্তির যদি কয়েক ভাই থাকে তবে তার মার জন্য এক ষষ্ঠাংশ।^{২৩} এ সবই সে যে অসিয়ত করে মারা গিয়েছে তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর।^{২৪} তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের বেশী উপকার করবে তা তোমরা জান না। এসব আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।^{২৫}

১৯. মীরাস বন্টন ৪ পূর্বে আত্মীয়-স্বজনকে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস বলা হয়েছিল এবং তাদের অংশ নির্ধারিত হওয়ার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছিল। এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজন এবং তাদের হিসসাসমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর পূর্ব হতেই ইয়াতীমদের সম্বন্ধে কঠোরতা উচ্চারিত হয়ে আসছিল, যদ্বারা একথাও জানা গেল যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ ইয়াতীম থাকলে তার অংশ দেওয়ার ক্ষেত্রে নেহায়েতই যত্নবান ও সতর্ক থাকা চাই। আরবদের প্রাচীন রেওয়াজ অনুযায়ী তাদেরকে মীরাস হতে বঞ্চিত করা জঘন্য পর্যায়ের যুলুম ও গুরুতর পাপ। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সর্বপ্রথম সন্তান-সন্ততির অংশ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, কোন মৃত ব্যক্তির আওলাদ যদি ছেলে-মেয়ে উভয়ই থাকে, তবে তাদের মীরাস বন্টনের নিয়ম হলো, এক ছেলে দুই মেয়ের সমান অংশ পাবে। উদাহরণ স্বরূপ এক

ছেলে ও দুই মেয়ে থাকলে অর্ধেক সম্পত্তি ছেলে এবং বাকি অর্ধেক দুই মেয়ে লাভ করবে। যদি এক ছেলে ও এক মেয়ে থাকে, তবে দুই তৃতীয়াংশ ছেলে এবং এক তৃতীয়াংশ মেয়ের হবে।

২০. কন্যা সন্তানের মীরাস : কোন ব্যক্তি যদি শুধু কন্যা রেখেই মারা যায়, কোন ছেলে সন্তান না থাকে, তবে কন্যা সন্তান দু'য়ের অধিক হলেও তারা সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশই লাভ করবে। যদি একজন হয় তবে সম্পত্তির অর্ধেক। জ্ঞাতব্য যে, **لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ** -এর মূলনীতি অনুযায়ী জানা হয়েছে এক কন্যা এক ছেলের সাথে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ লাভ করবে। এর দ্বারা একথা এমনিতেই বুঝে আসে যে, এক কন্যার সাথে আরেক কন্যা এক তৃতীয়াংশ লাভের আরও বেশী হক্কার কারণ, ছেলের অংশ কন্যার চেয়ে বেশী। সেই ছেলের কারণেই যখন তার অংশ এক তৃতীয়াংশ হতে হ্রাস পায় না, তখন অপর কন্যার কারণে তো কমার প্রশ্নই আসে না। যখন পূর্বের আয়াত দ্বারা দুই কন্যার হুকুম জানা হয়েছে, তখন এ আয়াতে দু'য়ের অধিকের হুকুম বলে দেওয়া হয়েছে, যাতে কারও মনে এ ধারণা না জন্মায় যে, দুই কন্যার অংশ যখন এক কন্যা অপেক্ষা বেশী তখন হয়ত তিন বা চার কন্যার অংশ দু'কন্যার অধিক হবে। আয়াত এ ধারণাকে সম্পূর্ণ রদ করে দিয়েছে; বরং কন্যা সন্তান যখন একের অধিক হবে, তখন তাদের সংখ্যা দুই বা দশ যাই হোক না কেন তারা দুই তৃতীয়াংশই লাভ করবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : সন্তানের উত্তরাধিকারী হওয়ার দু'টি অবস্থা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে; এক. ছেলে ও মেয়ে উভয় রকমের আওলাদ থাকা; দুই. কেবল কন্যা সন্তান থাকা-এর আবার দুই অবস্থা, কন্যা একজন হবে অথবা একাধিক। বাকি এক অবস্থা অনুক্ত রয়ে গেল। অর্থাৎ শুধু ছেলে সন্তান হলে তখন কী হবে? তখন হুকুম হলো, সমুদয় সম্পত্তিই পুত্র-সন্তান লাভ করবে তা সংখ্যায় একজন হোক বা একাধিক।

২১. এবারে পিতামাতার মীরাসের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে; প্রথম অবস্থার সারমর্ম, মৃত ব্যক্তির যদি ছেলেমেয়ে থাকে তবে পিতামাতার প্রত্যেকে সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে।

২২. দ্বিতীয় অবস্থা হলো, মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান-সন্ততি কিছু না থাকে, পিতামাতাই তার ওয়ারিস হয়, তবে মা সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে আর বাকি দুই তৃতীয়াংশ লাভ করবে পিতা।

২৩. তৃতীয় অবস্থা হলো মৃত ব্যক্তির যদি একাধিক ভাই থাকে, তা আপনই হোক আর বৈপিত্রের বা বৈমাত্রেয় এবং তার কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে, তবে তার মা সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ লাভ করবে আর বাকী সব পাবে তার পিতা। ভাই-বোনেরা কিছুই পাবে না। যদি শুধু এক ভাই এক বোন থাকে, তবে মার এক তৃতীয়াংশ ও পিতার দুই তৃতীয়াংশ, যেমন পূর্বোক্ত দুই অবস্থায় ছিল।

(১২) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ النُّسُءُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

১২. তোমাদের স্ত্রীগণ যে সম্পত্তি রেখে মারা যায় তার অর্ধেক তোমাদের, যদি তাদের সন্তান সন্ততি না থাকে। আর যদি তাদের কোন সন্তান থাকে তবে তোমরা তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ লাভ করবে, তারা যে অসিয়ত করে যায় তা আদায়ের বা ঋণ পরিশোধের পর।^{২৬} তোমরা যে সম্পদ রেখে মারা যাও, স্ত্রীগণ তার এক চতুর্থাংশ লাভ করবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের জন্য রয়েছে এক অষ্টাংশ, তোমরা যে অসিয়ত করে যাও তা আদায়ের অথবা ঋণ পরিশোধের পর।^{২৭} উত্তরাধিকার যেই ব্যক্তির, সে যদি পিতা ও ছেলে কিছুই রেখে না যায় বা সে নারী হয় এবং সে মৃত ব্যক্তির এক ভাই বা এক বোন থাকে তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। আর তারা তা থেকে বেশী হলে সকলে এক তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে^{২৮} যে অসিয়ত করা হয় তা আদায়ের এবং ঋণ পরিশোধের পর-যদি অন্যদের ক্ষতি করা না হয়।^{২৯} এটা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল।^{৩০}

২৪. মৃত ব্যক্তির সম্পদ তাঁর অসিয়ত ও ঋণ আদায়ের পর বণ্টিত হবে : ওয়ারিসদের যে সব হিসসা বর্ণিত হল, তা সমস্ত সম্পত্তি হতে মৃত ব্যক্তির অসিয়ত ও তার ঋণের পরিমাণ আলাদা করে ফেলার পর অবশিষ্ট অংশ হতেই তাদের মাঝে বন্টন করা হবে। অসিয়ত ও ঋণের পরিমাণ সম্পত্তি আলাদা করার পর যা বাকি থাকে সেটাই ওয়ারিসদের প্রাপ্য। অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ, ইত্যাদি হিসসা তা থেকেই নির্ণিত হবে, সমুদয় সম্পত্তি হতে নয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : মৃত ব্যক্তির সম্পদ সর্বপ্রথম তার দাফন-কাফনের কাজে ব্যয় করা হবে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা দিয়ে ঋণ শোধ করা হবে। তারপর যা বাকি থাকবে, তার এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত আদায়ে লাগানো হবে। এর পর যা বাকি থাকবে তা ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করা হবে।

২৫. এ আয়াতে দু'টি মীরাস বর্ণিত হয়েছে। সন্তান-সন্ততির ও পিতামাতার। এবার বলা হলো, কার দ্বারা কী পরিমাণ উপকৃত হতে পারবে তা যেহেতু তোমাদের জানা নেই, তাই এ বিষয়ে তোমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা যার জন্য যে পরিমাণ অংশ নির্ধারিত করেছেন তা মেনে চল। কেননা, সব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান আছে এবং তিনি প্রজ্ঞাবানও।

২৬. এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর মীরাস বর্ণনা করা হয়েছে। স্ত্রীর যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে। তবে স্বামীর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক লাভ করবে। যদি সন্তান-সন্ততি থাকে-তা এক ছেলে বা কন্যাই হোক না কেন এবং সেই স্বামীর ঔরসজাত বা অন্য কোন স্বামীর ঔরসজাতই হোক না কেন, তবে স্বামী তার সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ লাভ করবে। আর তা অসিয়ত ও ঋণ আদায়ের পর।

২৭. অনুরূপ স্বামীর কোন সন্তান না থাকে, তবে স্ত্রী তার সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি তার সন্তান তা সে স্ত্রীর গর্ভেই হোক বা অন্য স্ত্রীর, তবে স্ত্রী এক অষ্টাংশ লাভ করবে। এটা পাবে স্বামীর অসিয়ত ও ঋণ আদায়ের পর অবশিষ্ট সম্পদ হতে। সর্ব প্রকার সম্পত্তিই এর অন্তর্ভুক্ত, চাই নগদ টাকা হোক বা সোনা-রূপা, যন্ত্রপাতি হোক বা অলংকার, বাড়ি হোক বা ক্ষেত-খামার। স্ত্রীর মোহরানা মীরাসের বাইরে। তা ঋণের মধ্যে গণ্য হবে। এ মোট দুই অবস্থা হল, যেমন স্বামীর মীরাসেও এ দুই অবস্থাই ছিল।

২৮. ভাই-বোনের প্রকার ভেদ : এখানে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের মীরাস বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের মা এক। জেনে রাখা উচিত যে, পিতা ও ছেলের বর্তমানে ভাই ও বোন কিছুই পায় না। হাঁ, পিতা ও ছেলে যদি না থাকে, তবে ভাই ও বোন মীরাসের অধিকারী হয়। ভাই-বোন তিন রকমের হয়ে থাকে। আপন ভাইবোন-যাদের পিতামাতা অভিন্ন; তাদেরকে আয়নী (সাক্ষাত) ভাইবোন বলে। সৎ ভাইবোন, যাদের কেবল পিতা এক। তাদেরকে আল্লাতী (বৈমাত্রেয়) ভাইবোন বলে। সৎ ভাইবোন-যাদের শুধু মা এক; তাদেরকে 'আখাইয়াফী' (বৈপিত্রেয়) ভাইবোন বলে। এ আয়াতে শেষোক্ত প্রকারের মীরাস বর্ণিত হয়েছে। কাজেই বহু সাহাবীর কিরাআতে 'وَالْأَخُ أَوْ أُخْتٌ' -এর পর 'مِنَ الْأُمِّ' (মায়ের দিক হতে) শব্দও স্পষ্ট উল্লেখ আছে

এবং এর উপর সকলের ঐকমত্যও রয়েছে। আয়াতের মর্ম এই যে, মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী তার যদি মাতাপিতা, ছেলেমেয়ে কিছুই না থাকে এবং তার এক বৈপিত্র্যে ভাই বা বোন থাকে তবে সে ভাই বা বোন এক ষষ্ঠাংশ পাবে। এই পুরুষ ও নারী অর্থাৎ বৈপিত্র্যে ভাই বোনের অংশ সমান সমান, কম বেশী নয়। বাকি দুই রকমের ভাইবোন অর্থাৎ আয়নী ও আল্লাতী, এ উভয়ের হুকুম সন্তান-সন্ততি অনুরূপ-যদি মৃত ব্যক্তির পিতা ও সন্তান কিছুই না থাকে। এদের মধ্যে আবার আয়নীর অগ্রাধিকার। তার অবর্তমানে আল্লাতী। এ সূরার শেষে এ দু'য়ের মীরাস বর্ণিত হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : কালালাহ্-এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হল, অর্থাৎ যার পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি কিছুই নেই-এটা সর্বস্বীকৃতি। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.) দাদী ও পৌত্রী না থাকারও শর্ত করেন। তাঁর মতে পিতা ও পুত্রের যে হুকুম, দাদী ও পৌত্রীরও তাই। সাহাবায়ে কিরাম হতেই এ বিষয়ে একাধিক মত উলামার মাঝে চলে আসছে।

২৯. অর্থাৎ বৈপিত্র্যে ভাইবোন যদি একের বেশী হয় তবে তারা সকলে মিলে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ লাভ করবে। প্রথম অবস্থায় যে এক তৃতীয়াংশ দেওয়া হবে এটা অসিয়ত ও ঋণ আদায়ের পর অবশিষ্ট সম্পদ হতেই বন্টিত হবে। অসিয়তকে মীরাসের উপর অগ্রাধিকার তখনই দেওয়া হবে, যখন অন্যদের কোন ক্ষতি না হবে। ক্ষতি দুই অবস্থায় হতে পারে, এক. এক তৃতীয়াংশের বেশী সম্পদে অসিয়ত করা; দুই. যে ওয়ারিস মীরাসের অংশ পাবে তার জন্য কিছু অসিয়তও করে যাওয়া। এ উভয় অবস্থা অবৈধ। হাঁ, সকল ওয়ারিস যদি এটা মেনে নেয় তবে ভিন্ন কথা। অন্যথায় এটা বাতিল গণ্য হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ওয়ারিসদের পক্ষ হতে এ আশংকা ছিল যে, তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে মৃত ব্যক্তির অসিয়ত ও ঋণ আদায় না করে পুরোটাই নিজেরাই নিয়ে নেবে, তাই মীরাসের সাথে সাথে বারংবার ঋণ ও অসিয়ত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর অসিয়ত নিছক অনুগ্রহ ও ঐচ্ছিক দান বিশেষ। অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষ এর উপযুক্ত হয় না। ফলে সম্পদের অন্যায় ব্যবহারের সমূহ সম্ভাবনা ছিল, তাই সতর্কতামূলকভাবে প্রতিটি স্থানে অসিয়তকে ঋণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অসিয়তের স্থান ঋণের নীচে, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। তা ছাড়া অসিয়ত দাফন-কাফনের মত মৃত ব্যক্তির অধিকার, পক্ষান্তরে উত্তরাধিকার ও ঋণ অপরের অধিকার। এ হিসেবেও অসিয়তের স্থান ঋণের উপরে, যদিও অন্য দিক থেকে ঋণের অগ্রাধিকার রয়েছে। এখানে 'غَيْرُ مُضَارٍ' তথা অন্যের ক্ষতি না হওয়ার যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা পূর্ববর্তী সকল স্থানেও প্রযোজ্য।

(১৩) اِنَّكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১৩. এটা আল্লাহর সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তারা তাতে হামেশা থাকবে।

৩০. রুকু'র শুরু হতে এ পর্যন্ত মোট পাঁচটি মীরাসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে : ছেলে-মেয়ের, মাতা-পিতার, স্বামীর, স্ত্রীর ও বৈপিত্র্যে ভাই-বোনের। এ পাঁচটি মীরাসের বর্ণনা শেষে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, এটা মহান আল্লাহর হুকুম। এর অনুসরণ অপরিহার্য। কে আনুগত্য প্রকাশ করল আর কে করল না, কে মীরাস, অসিয়ত ও ঋণের ব্যাপারে ইনসাফ রক্ষা করে আর কে যুল্মের আশ্রয় নেয় ও ক্ষতিসাধন করে তা সবাই আল্লাহ পাক জানেন। যুল্ম ও বে-ইনসাফী শাস্তিতে বিলম্ব দেখে কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার সহনশীলতাও অতি পূর্ণাঙ্গ।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : মনে রাখা উচিত, 'যাবীল-ফুরুয' অর্থাৎ এ রুকু'তে যাদের বর্ণনা গেল, তারা ব্যতীত আরেক প্রকারের ওয়ারিস আছে, যাদেরকে 'আসাবা' বলা হয়। তাদের জন্য অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ, ইত্যাদি কোন অংশ নির্ধারিত নেই; বরং 'যাবীল-ফুরুযকে' অংশ দেওয়ার পর যা বেঁচে থাকে, তা তারা লাভ করবে। উদাহরণ স্বরূপ, কারও আসাবা আছে, কিন্তু যাবীল-ফুরুযের মধ্যে কেউ নেই, তখন তার সমুদয় সম্পত্তি আসাবা পাবে। যেখানে উভয়ই আছে, সেখানে যাবীল ফুরুযকে তাদের অংশ দেওয়ার পর সে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকবে, তা আসাবাকে দেওয়া হবে। কিছু বাকি না থাকলে তারা কিছুই পাবে না। আসাবা মূলে পুরুষ হয়ে থাকে, নারী নয় আর তার ও মৃত ব্যক্তির মাঝখানে কোন নারী থাকে না। এর চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরে ছেলে ও নাতি; দ্বিতীয় স্তরে বাপ ও দাদা; তৃতীয় স্তরে ভাই ও ভতিজা এবং চতুর্থ স্তরে চাচা ও চাচাত ভাই বা চাচাত ভতিজা। যদি একরূপ কয়েক ব্যক্তি থাকে তবে যে মৃত ব্যক্তির নিকটতম, তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যেমন নাতি অপেক্ষা ছেলে এবং ভতিজার চেয়ে ভাই অগ্রগণ্য। অনুরূপ সৎ অপেক্ষা সহদোরের অগ্রাধিকার। এ চার স্তর ব্যতীত সন্তান-সন্ততি ও ভাইদের বেলায় পুরুষের সাথে নারীও আসাবা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ছেলের সাথে মেয়ে এবং ভাইয়ের সাথে বোনও আসাবা হবে। এ আসাবা মৌলিক নয়; বরং প্রাসঙ্গিক। সন্তান ও ভাই ছাড়া অন্যত্র নারী আসাবা হবে না, যেমন চাচাত ভাই আসাবা, কিন্তু তার সাথে মিলে চাচাত বোন আসাবা হতে পারবে না।

(১৬) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

(১৭) وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝

১৪. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমারেখা লংঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। তাতে সে স্থায়ীভাবে থাকবে। তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব। ৩১

১৫. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ ব্যভিচার করলে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের থেকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখ, যাবৎ না মৃত্যু তাদেরকে তুলে লয় বা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পন্থা নির্ধারণ করেন। ৩২

বিশেষ জ্ঞাতব্য : উপরিউক্ত দুই প্রকার অর্থাৎ যাবীল-ফুরুয ও আসাবা ছাড়া ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ওয়ারিসের তৃতীয় একটি প্রকার হলো যাবীল-আরহাম অর্থাৎ এমন আত্মীয় যাদের ও মৃতব্যক্তির মাঝখানে নারীর মধ্যস্থতা আছে এবং তারা যাবীল-ফুরুয বা আসাবাও নয়, যেমন দৌহিত্র, নানা, ভাগ্নে, মামা, খালা, ফুফু ও তাদের সন্তান-সন্ততি। যখন কোন মৃতের যাবীল ফুরুয ও আসাবা কেউ থাকবে না, তখন তার মীরাস পাবে 'যাবীল-আরহাম'। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ফারায়েযের বই পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

৩১. অর্থাৎ ইয়াতীমের হক, অসিয়ত ও মীরাস বিষয়ক উপরিউক্ত বিধানসমূহ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত আইন ও নীতি। যে কেউ মহান আল্লাহর আইনের আনুগত্য করবে, যার মাঝে অসিয়ত ও মীরাসের বিধানও রয়েছে, তার জন্য রয়েছে জান্নাতের স্থায়ী নিবাস। আর যে তার অবাধ্যতা করবে এবং মহান আল্লাহর সীমারেখা হতে বাইরে চলে যাবে সে স্থায়ী লাঞ্ছনার সাথে জাহান্নামের শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে।

৩২. ইয়াতীম ও মীরাস সম্পর্কিত আলোচনা শেষে এবার আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কিত অন্যান্য বিধান বিবৃত হয়েছে। প্রথমে স্ত্রীদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে, যার সারমর্ম, নারীদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া ও উৎকৃষ্টতম পন্থায় শাসন করা অতীব

(১৬) وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمْ ۚ فَانْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

(১৭) اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ
قَرِيْبٍ ۚ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১৬. তোমাদের মধ্য হতে যে দু'জন এরূপ কাজ করবে, তাদেরকে শাস্তি দিও। ৩৩ তারপর তারা উভয়ে যদি তাওবা করে ও নিজেকে শোধন করে নেয়, তবে তোমরা তাদের চিন্তা ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী ও পরম করুণাময়। ৩৪

১৭. আল্লাহর অবশ্যই সেইসব লোকের তাওবা কবুল করবেন, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে তারপর সত্ত্বর তাওবা করে; এদেরকেই আল্লাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৩৫

জরুরী বিষয়। তাদের প্রতি কোন রকম যুল্ম ও উৎপীড়ন করা যাবে না। প্রাক-ইসলামী যুগে উভয় ক্ষেত্রে তাদের উপর ভীষণ বাড়াবাড়ি করা হতো। এ আয়াতে শাসন সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কারও স্ত্রী সম্পর্কে ব্যাভিচারের অভিযোগ পাওয়া যায়, তবে সে জন্য মুসলিমগণের মধ্যে হতে চারজন প্রাপ্তবয়স্ক, বোধশক্তি সম্পন্ন ও স্বাধীন সাক্ষী পেশ করতে হবে। তারা সাক্ষ্য দিলে সে স্ত্রীকে গৃহবন্দী করে রাখতে হবে। তার বাইরে যাতায়াত ও কারও সাথে দেখা-সাক্ষাত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। যাবত না সে মারা যায় কিংবা আল্লাহ পাক তার সম্পর্কে কোন নির্দেশ বা শাস্তি নাযিল করেন। এ সময় পর্যন্ত ব্যাভিচারিনী সম্পর্কে কোন শাস্তি নির্ধারিত করা হয়নি; বরং তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এর কিছুকাল পর সূরা নূরে তার শাস্তির বিধান দেওয়া হয় যে, অবিবাহিতা হলে একশ' বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতা হলে প্রস্তারঘাতে হত্যা।

৩৩. ব্যাভিচার ও সমকামিতার শাস্তি : একজন পুরুষ ও একজন নারী কিংবা দু'জনই পুরুষ, এভাবে দুই ব্যক্তি যদি ব্যাভিচার করে তবে এ স্থলে অস্পষ্টভাবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ হাতে, মুখে যা সমীচীন মনে হয়, তদ্বারা তাদেরকে দণ্ডিত ও সতর্কিত করা। বোঝা গেল, তখনও পর্যন্ত ব্যাভিচার ও সমকামিতার হুকুম এটাই ছিল যে, প্রশাসক বা কাযীর বিবেচনায় সতর্কীকরণ ও শিক্ষাদানের জন্য যতটুকু শাস্তি, নিন্দা ও প্রহার ইত্যাদি সমীচীন মনে হয়, ততটুকু সাজাই তাদেরকে দেওয়া হবে। তারপর প্রতিশ্রুতি অনুসারে যখন ব্যাভিচারের সুনির্দিষ্ট

(১৮) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالُ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۖ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

১৮. এরূপ লোকদের তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়, যারা অসৎকর্ম করে যেতে থাকে, অবশেষে যখন মৃত্যু সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন বলে ওঠে, আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের তাওবাও নয়, যারা কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তাদেরই জন্য কঠিন যন্ত্রনাদায়ক আমি শাস্তি প্রস্তুত করেছি। ৩৬

শাস্তি নাযিল হয়, তখন সমকামিতার জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দেওয়া হয়নি। কাজেই, এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মাঝে একাধিক মত রয়েছে যে, সমকামিতার শাস্তি কি ব্যভিচারের দণ্ডের অনুরূপ হবে, না কি এক্ষেত্রে পূর্বের হুকুমই বহাল আছে, না এর শাস্তি তরবারি দ্বারা শিরচ্ছেদ বা অন্য কোন পন্থায় হত্যা করা?

বিশেষ জ্ঞাতব্য : বহু আলিম এ আয়াতকে ব্যভিচারের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, কেউ এর দ্বারা সমকামিতা বুঝিয়েছেন এবং কারও মতে উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত।

৩৪. অর্থাৎ পরপর সে যদি ব্যভিচার হতে তাওবা করে এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজের কাজ-কর্ম সংশোধন করে নেয়, তবে তোমরা আর তাদের পেছনে পড়ো না। তাদেরকে তিরস্কার ও নিন্দার মাধ্যমে উত্থাপিত করা হতে নিবৃত্ত হও। আল্লাহ তা'আলা আপন বান্দার তাওবা কবুলকারী এবং তাদের প্রতি পরম দয়াবান। তোমাদেরও তেমনি আচরণ করা উচিত।

৩৫. অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তাওবা তো এমন ব্যাপার যে, আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা ব্যভিচার, সমকামিতা ইত্যাদি গুরুতর পাপও ক্ষমা করে দেন। যেমন পূর্বের আয়াত দ্বারা জানা যায়। তবে এ বিষয়ের প্রতিও অবশ্যই লক্ষ্য রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহে তাওবা কবুলের যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা মূলে সেইসব লোকের জন্যই নির্দিষ্ট, যারা অজ্ঞতা ও ভুলবশত কোন গুরুতর পাপ করে বসে, কিন্তু যখনই নিজে অন্যায় উপলব্ধি করতে পারে, অবিলম্বে অনুতপ্ত হয় ও তাওবা করে। এরূপ লোকের পাপ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই মার্জনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। তিনি জানেন কে অজ্ঞতাবশত পাপ করেছে এবং নিষ্ঠার সাথে তাওবা করেছে। তিনি প্রজ্ঞাময়ও বটে, যে তাওবা কবুল প্রজ্ঞার অনুযায়ী হয় তা তিনি কবুল করে নেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : অজ্ঞতা ও অবিলম্বে শর্ত দ্বারা বোঝা গেল, যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত গুনাহ করে এবং জেনে ফেলার পর সাথে সাথে তাওবা করে, তার

(১৭) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا
حِشَّةٌ مَبِينَةٌ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تُكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

১৯. হে মু'মিনগণ! নারীদেরকে যবরদস্তি উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় এবং তাদেরকে যা কিছু দিয়েছ তা হতে কিছু কব্জা করার নিমিত্ত তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখ না-যদি না তারা প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করে। ৩৭ আর তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদের অপসন্দ কর, তবে হতে পারে তোমরা কোন জিনিস অপসন্দ করবে, কিন্তু আল্লাহ তার মাঝে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। ৩৮

তাওবা ন্যায় ও প্রজ্ঞার চাহিদায় অবশ্যই কবুল হয়। পক্ষান্তরে, ব্যক্তি জেনেওনে সচেতনভাবে মহান আল্লাহর নাফরমানী করার ধৃষ্টতা দেখায় বা গুনাহ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পরও তাওবা করতে বিলম্ব করে ও পূর্বাবস্থায়ই বিদ্যমান থাকে, তার অপরাধ ন্যায়ত ক্ষমার যোগ্য নয়। কবুল করলে সেটা মহান আল্লাহর বিশেষ মেহেরবাণী যে, নিজ অনুগ্রহে তিনি এ দুই তাওবাকেও কবুল করে নেন। তবে যিম্মাদারী কেবল প্রথম অবস্থায় শেযোক্ত দুই অবস্থায় নয়।

৩৬. অর্থাৎ এমন সব লোকের তাওবাও কবুল হয় না যারা বরাবর গুনাহ করে চলে, নিবৃত্ত হয় না। অবশেষে যখন মৃত্যু এসে হাযির হয়, তখন বলতে শুরু করে, এখন আমি তাওবা করছি। এবং তাদের তাওবাও কবুল হয় না, যারা কুফরের উপর থেকেই মারা যায়। তারপর পরকালের আযাব দেখে তাওবা করে। এদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত। জেনে রাখা উচিত, তাওবা কবুল হওয়া, না হওয়া সংক্রান্ত এ আয়াত দু'টোর যে ব্যাখ্যা আমরা এখানে প্রদান করলাম, তা কতক সত্য সন্ধানী পূর্বসূরী উলামার গবেষণা অনুযায়ী নিষ্পন্ন। এর মাঝে এ সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে যে, এতে অজ্ঞতা ও অবিলম্বের শর্তকে বাহ্য অর্থেই বহাল রাখা হয়েছে। সেই সাথে 'عَلَى اللَّهِ' -এর অর্থও সহজেই মিলে গিয়েছে। তা ছাড়া এ ব্যাখ্যা দ্বারা এখানে তাওবা কবুল হওয়া না হওয়ার বিষয়টি ব্যক্ত করার যা উদ্দেশ্য তাও সুন্দরভাবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থাৎ যেন তিন প্রকারের তাওবা কবুল হয় না এবং তাওবা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে-যার মধ্যে কবুল হওয়ার ব্যাপারে পারস্পরিক পার্থক্য আছে, যাতে কেউ

তাওবার ভরসায় পাপাচার করতে সাহসী না হয়ে ওঠে। কিন্তু তাফসীরবেত্তাগণ সাধারণভাবে এসব আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে তাঁরা অজ্ঞতার বিষয়টিকে শর্ত হিসেবে গ্রহণ করেননি, বরং বাস্তব ভিত্তিক বিশেষণ হিসেবে নিয়েছেন। তাঁরা বলেন, গুনাহ সর্বদা অজ্ঞতাও নির্বুদ্ধিতার কারণে হয়ে থাকে। তাঁরা অবিলম্বে এর অর্থ করেন মৃত্যুর পূর্বে। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে যে পরিমাণই সময় হোক তা নিকটই। কেননা, দুনিয়ার জীবন অতি সামান্য। এ অবস্থায় ব্যাখ্যা হবে, তাওবা কবুল করা সম্পর্কিত মহান আল্লাহর ওয়াদা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা নির্বুদ্ধিতাও অপরিণামদর্শিতার কারণে গুনাহ করে বসে। তারপর মৃত্যু আসার পূর্বে তাওবা করে নেয়। আর যারা মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছে ও প্রাণ-সংহার সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে কিংবা যারা কুফরী অবস্থায় মারা গিয়েছে তাদের তাওবা কখনই কবুল হবে না। পূর্বের ব্যাখ্যায় তাওবার যে দুই অবস্থাকে মাঝামাঝি পর্যায়ে ফেলা হয়েছিল এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা প্রথম পর্যায় অর্থাৎ কবুল হওয়ার অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : যখন মৃত্যুর প্রত্যয় হয়ে যায় এবং পরজগত চোখের সামনে এসে পড়ে, তখন তাওবা করলে তা কবুল হয় না। পরজগত পরিদৃষ্ট হওয়ার পূর্বকার তাওবা অবশ্য কবুল হয়। হাঁ, এতটুকু পার্থক্য আছে যে, প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম অবস্থায় তাওবা কবুল হয় ইনসাফ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কবুল হওয়া নিছক আল্লাহর মেহেরবাণীতো, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

৩৭. নারীগণের অধিকার : পূর্বের আলোচনায় স্ত্রীদেরকে তাদের অসৎকর্মের দরুণ শাস্তি ও শাসনের হুকুম দেওয়ার পর এবার প্রাক-ইসলামী যুগে নারীদের উপর যে নানা রকমের যুলুম নির্যাতন চালানো হতো, তা রোধ করা হয়েছে। তাদের সে রকমারি নির্যাতনের একটা ছিল এই যে, কোন ব্যক্তি মারা গেল তার স্ত্রীকে সৎপুত্র বা তার ভাই কিংবা অন্য কোন ওয়ারিস নিজ অধিকারে নিয়ে নিত। ইচ্ছা হলে তাকে বিবাহ করত, অথবা বিবাহ ছাড়াই নিজ গৃহে রেখে দিত। কিংবা অন্য কারও কাছে বিবাহ দিয়ে মোহরানার সবটাই বা অংশ বিশেষ কব্জা করে নিত। কখনও জীবনভর তাকে বন্দীদশায় রেখে দিত। এবং তার সম্পত্তি ভোগ করত। সে সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ। সারমর্ম এই যে, কোন লোক মারা গেলে তার স্ত্রী সম্পূর্ণ স্বাধীন। মৃতের ভাই বা তার অন্য কোন ওয়ারিসের অধিকার নেই যে, যবরদস্তি তাকে নিজে বিবাহ করবে বা তার অন্যত্র বিবাহে বাধা দেবেন, যাতে সে স্বামীর সম্পত্তি হতে মীরাসের যে অংশ পেয়েছিল তা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। হাঁ, যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় তবে তাতে তাদের বাধা দেওয়া উচিত।

৩৮. স্ত্রীদের সাথে সদয় আচরণ : স্ত্রীদের সাথে কথাবার্তা ও আচার-আচরণে সদয় হও ও সচ্চরিত্রের পরিচয় দাও। প্রাক-ইসলামী যুগে যেরূপ লাঞ্ছনাকর ও কঠোর

(২০) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝

(২১) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

২০. তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থানে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে চাও এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা হতে কিছুও ফিরিয়ে নিও না। তোমরা কি অন্যায় ও প্রকাশ্য পাপ দ্বারা তা ফেরত নিতে চাও? ৩৯

২১. আর কি করেই বা তোমরা তা ফেরত নেবে, যেখানে তোমাদের একে অন্যের সাথে সংগত হয়েছে এবং সে স্ত্রীগণ তোমাদের থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে? ৪০

ব্যবহার তাদের সাথে করা হত তোমরা তা পরিহার কর। তারপর স্ত্রীর কোন স্বভাব-চরিত্র যদি তোমাদের মনঃপূত না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ কর, হতে পারে তার মাঝে কোন কল্যাণ নিহিত থাকবে। অসম্ভব নয় যে, কোন জিনিস তোমাদের পসন্দ নয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার মাঝে তোমাদের জন্য পার্থিব বা পরকালীন কোন বড় উপকারিতা নিহিত রেখে থাকবেন। কাজেই তোমাদের সহনশীলতার পরিচয় দেওয়া উচিত। উগ্রের সাথে উগ্রতা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

৩৯. স্ত্রীকে প্রদত্ত অর্থ সম্পদ ও মোহরানা ফিরিয়ে নেয়া জাযিয় নয় : ইসলাম পূর্বে আরও একটা রেওয়াজ ছিল যে, যখন কেউ প্রথম স্ত্রীকে বাদ দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাইত, তখন প্রথম স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করত এবং বিভিন্নভাবে তার উপর নির্যাতন ও কঠোরতা চালাত, যাতে সে বাধ্য হয়ে মোহরানা ফিরিয়ে দেয় এবং তার নতুন বিবাহের সুযোগ ঘটে, এ আয়াত তারই নিষেধজ্ঞায় নাযিল হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমরা যখন প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে নতুন স্ত্রী গ্রহণ করতে মনস্থ কর, আর পূর্বের স্ত্রীকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে থাক তখন তার নিকট হতে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি অপবাদ আরোপ ও প্রকাশ্য যুল্ম করে প্রথম স্ত্রীর থেকে সে অর্থ ফেরত নেবে? এটা কখনই জাযিয় নয়।

৪০. স্ত্রীকে পূর্ণ মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব : বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীতে যখন সাক্ষাত ও মিলন হয়ে যায়, তখন বিনিময়ে স্ত্রীকে পূর্ণ মোহরানা দিয়ে দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। এখন সেই মোহরানা সে কী রূপে ফেরত গ্রহণ করতে পারে? আর যদি

(২২) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

(২২) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ إِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذَلِكُمْ ابْنَاءُكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا ابْنَيْنِ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

২২. তোমরা বিবাহ করো না নারীদের মধ্য হতে যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমারে পিতৃবৃন্দ, তবে যা গত হয়েছে তা স্বতন্ত্র। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও ঘৃণ্য কাজ এবং নিকৃষ্ট পন্থা।^{৪১}
২৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনী,^{৪২} দুধ মা, দুধ বোন,^{৪৩} শাশুড়ী এবং যে স্ত্রীর সাথে তোমরা সংগত হয়েছ তাদের কন্যা যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে। যদি তোমরা তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাক তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্র করা- তবে পূর্বে যা হয়েছে তা ভিন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।^{৪৪}

মোহরানা আদায় না করে থাকে, তবে কী কারণে তা না দেবে? এখন স্ত্রী কর্তৃক স্বেচ্ছায় মাফ করা ছাড়া তা থেকে রেহাই পাওয়ার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। স্ত্রীগণ তো তোমাদের থেকে অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে নিয়েছে, যে কারণে এখন তারা তোমাদের অধিকারভুক্ত ও ব্যবহারাধীন এবং তোমরা তাদের দ্বারা পূর্ণ উপকৃতও হয়েছ, তা না হলে তাদের উপর তোমাদের হস্তার্পণের কিসের অধিকার ছিল? এখন এরূপ পূর্ণতাবিধান, পুরোপুরি করায়ত্ত্ব ও সর্বার্থসিদ্ধির পর তাদের মোহরানা ফেরত গ্রহণ বা আদায় না করার কী বৈধতা থাকতে পারে?

বিশেষ জ্ঞাতব্য : মনে রাখা উচিত, স্ত্রীর সাথে সংগত হলে যেমন পূর্ণ মোহরানা আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে যায়, তেমনি সংগত না হলেও যদি একান্ত

সাক্ষাত ঘটে থাকে, যা সংগত হওয়ার অনুকূল তবুও পূর্ণ মোহরানা আদায় ওয়াজিব হয়ে যাবে। হাঁ, যদি এরূপ একান্ত সাক্ষাতও না হয়ে থাকে, তবে সে অবস্থায় তালাক দিলে অর্ধেক মোহরানা আদায় করতে হবে।

৪১. সৎ মাকে বিবাহ করা হারাম : প্রাক-ইসলামী যুগের মানুষ সৎ মা সহ বৈবাহিক সম্পর্ক জায়িজ নয় এমন অনেককে বিবাহ করত, যে সম্পর্কে এই মাত্র আলোচনা হয়েছে। এ আয়াতে তা নিষেধ করে বলা হয়েছে, তোমাদের পিতা যে নারীকে বিবাহ করেছে, তোমরা তাকে বিবাহ করো না। এটা নির্লজ্জতা এবং মহান আল্লাহর ক্রোধ ও ঘৃণা উদ্বেককারী বিষয়। এটা নিতান্তই গর্হিত কাজ। সেকালেও বুদ্ধিমান লোকেরা একাজ ঘৃণা করত। এ বিবাহকে ঘৃণ্য বিবাহ (মাক্ত) নামে অভিহিত করা হতো। কাজেই, এরূপ বিবাহ যা হয়েছে তো হয়েছে, ভবিষ্যতে যেন আর না হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : পিতার বিবাহিতা স্ত্রীর যা বিধান, দাদা ও নানার বিবাহিতা পত্নীও তার অন্তর্ভুক্ত, তা সে দাদা ও নানা যত উপরেই হোক।

৪২. যে সব নারীকে বিবাহ করা হারাম : সৎ মার নিষিদ্ধতা বর্ণনা করার পর এবার যে সব নারীকে বিবাহ করা জায়িজ নয়, তাদের সকলের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এরূপ নারী কয়েক প্রকার। প্রথম সেই সব নারীর কথা বলা হয়েছে যারা যারা বংশীয় সম্বন্ধের কারণে হারাম। এদের সংখ্যা সাত জন। মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজী ও ভাগিনী। কারও জন্য এদের মধ্য হতে কাউকে বিবাহ করা জায়িজ নয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : দাদী, নানী যত উপরেই থাক, তারা মা-র হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। বোনের মাঝে সহোদর, বৈপিত্রেয়, বৈমাত্রৈয় সবই शामिल। ফুফুর মাঝে পিতা, দাদা এবং তাদের উপরের সহোদর, সৎ সব রকমের বোন এসে গেছে। অনুরূপ খালা বলতে মা, নানী, নানীর নানী সকলের তিনও রকমের বোনকে বোঝাবে। ভাতিজীর মধ্যেও তিনও প্রকার ভাইয়ের সন্তান এবং সন্তানের সন্তান দাখিল। আর ভাগিনীর মাঝেও তিনও প্রকার বোনের সন্তানও সন্তানের সন্তান দাখিল থাকবে।

৪৩. দুধ পানের কারণে যাদের বিবাহ করা হারাম : বংশ সম্বন্ধীয় বিবাহ নিষেধ নারীদের তালিকা দানের পর এবং দুধ সম্পর্কীয়ের মধ্যে যাদের বিবাহ করা হারাম তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। এরা দু'জন : মা ও বোন। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বংশের মাঝে যে সাত রকমের আত্মীয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে, দুধ পানের ক্ষেত্রেও তারা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ দুধ কন্যা, দুধ-ফুফু, দুধ খালা, ভাতিজী ও ভাগিনী সবই হারাম। এ বিধান হাদীসে বর্ণিত আছে।

(২৪) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ۖ
وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً مَوْلَا جَنَاحٍ عَلَيْكُمْ
فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

২৪. এবং সধবা নারীও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তবে তোমাদের হাত যার মালিক হয়ে গেছে তার কথা ভিন্ন। এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ।^{৪৫} এছাড়া আর সব নারী তোমাদের জন্য বৈধ যদি অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাও-কেবল মৌজ করার জন্য নয়।^{৪৬} তারপর সে নারীদের মধ্যে যাকে তোমরা সন্তোষ করেছ, তাকে তার স্থিরীকৃত মোহরানা দিয়ে দাও।^{৪৭} আর স্থিরীকরণের পর তোমরা উভয়ে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে যদি কিছু ঠিক করে নাও, তাতে কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।^{৪৮}

৪৪. বৈবাহিক কারণে যাদের বিবাহ করা হারাম : এবার মুসাহারা অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম তাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এটা দু'প্রকার। এক. যাদের সাথে চিরদিনের জন্য বৈবাহিক সম্বন্ধ হারাম। তারা হলো ক. স্ত্রীর মা, খ. স্ত্রীর কন্যা, যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে। যদি সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দেওয়া হয়, তবে তার কন্যাকে বিবাহ করা জাযিয়। গ. ছেলের বউ। এর মাঝে নাতিও দৌহিত্র-বধুও দাখিল। তাদের সাথে কখনই বিবাহ জাযিয় নয়। দুই. যাদের সঙ্গে চিরদিনের জন্য বৈবাহিক সম্বন্ধ নিষিদ্ধ নয়; বরং স্ত্রীর বর্তমান থাকা অবস্থায় তার সে আত্মীয়দের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকে। স্ত্রী তালাক হয়ে গেলে বা তার মৃত্যু হলে তাদেরকে বিবাহ করা জাযিয় হয়ে যাবে। এরা হলো, স্ত্রীর বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনী, স্ত্রীর বর্তমানে তাদের সাথে বিবাহ হতে পারে না। স্ত্রীর অবর্তমানে জাযিয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এখানে যে বলা হয়েছে ঔরসজাত ছেলের স্ত্রী, এর অর্থ বংশধর ছেলে বা নাতি, পালক ছেলে নয়- যাকে 'মুতাবান্না' বলা হয়। এর দ্বারা দুধ ছেলেকে বাদ দেওয়া হয়নি। 'إِلَّا مَا فَتَى سَلَفٌ' -এর অর্থ প্রাক-ইসলামী যুগে সে বিধান আসার আগে তোমরা যে দুই বোনকে একত্র বিবাহ করতে সেটা মাফ। 'فِي حُجُورِكُمْ' অর্থাৎ তোমরা যাদেরকে নিজ কোলে লালন-পালন কর তথা সন্তানতুল্য আচরণ কর এবং যেন সন্তানই মনে কর। বোঝান হচ্ছে যে, এর দ্বারা তাদেরকে বিবাহ করার

নিষিদ্ধতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর অর্থ এ নয় যে, তাদের নিষিদ্ধতার বিষয়টি কোলে পালনের শর্ত সাপেক্ষ।

৪৫. অপরের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্ত্রীকে বিবাহ করা জাযিয় নয় : যে সকল নারীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ নিষিদ্ধ তাদের বিবরণ দেওয়ার পর সধবা নারীর নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যে সকল নারী কারও বিবাহ বন্ধনে আছে, তাদের বিবাহ অন্য কারও সাথে জাযিয় হতে পারে না- যাবৎ না তালাক বা স্বামীর মৃত্যু দ্বারা তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে এবং তালাক বা মৃত্যুর ইদত সমাপ্ত হবে। তবে হা, কোন সধবা নারী যদি তোমাদের মালিকানায় এসে যায়, তবে সে উক্ত নিষিদ্ধতার ব্যতিক্রম। সে তোমাদের জন্য হালাল-যদিও তার স্বামী বর্তমান এবং তাদের বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন কাফির পুরুষের সাথে এক কাফির নারীর বিবাহ হয়েছে। তারপর মুসলিম বাহিনী দারুল হারবে যুদ্ধ করে সে নারীকে বন্দী করে দারুল ইসলামে নিয়ে এসেছে। এখন গণীমত বন্টনে সে নারী যার ভাগে পড়বে তার জন্য সে হালাল, যদিও তার স্বামী দারুল-হারাবে জীবিত এবং সে তাকে তালাকও দেয়নি। মুহাররামাতের (নিষিদ্ধ নারীদের) আলোচনা শেষ হওয়ার পর সতর্ক করা হয়েছে যে, এ হলো মহান আল্লাহর বিধান। এর আনুগত্য তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : কাফির রাষ্ট্র হতে ধৃত নারী হালাল হওয়ার জন্য শর্ত, তার এক রজস্রাব-কাল অতিক্রান্ত হতে হবে এবং সে পৌত্তলিক হবে না; বরং তাকে আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

৪৬. বৈধ নারীদের বিবাহের শর্তসমূহ : যে সব নারীর অবৈধতা বর্ণিত হল, তারা ব্যতীত সবই বৈধ। তবে সে জন্য চারটি শর্ত রয়েছে : এক. বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া অর্থাৎ উভয় পক্ষ হতে মুখে ইজাব কবুল হওয়া; দুই. বিনিময় বা মোহরানা দানে স্বীকৃত হওয়া; তিন. তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে এনে অধিকারভুক্ত রাখা উদ্দেশ্য হবে, কেবল মৌজ করা ও কাম চরিতার্থ করাই অভিপ্রায় হবে না. যেমন, ব্যভিচারে হয়ে থাকে। অর্থাৎ চিরদিনের জন্য যে তার স্ত্রী হয়ে যাবে-মুক্তি না দিলে মুক্ত হবে না। এর দ্বারা বোঝান হয়েছে যে, বিবাহে কোন মেয়াদ নির্ধারিত থাকবে না। কাজেই, এর দ্বারা মু'ত'আ'র অবৈধতা জানা গেল। এ বিষয়ে হক পন্থীগণের ঐকমত্য রয়েছে। চার. চতুর্থ শর্ত অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে যে, এটা গোপন প্রণয় হবে না। অর্থাৎ অন্তত দু'জন পুরুষ একজন পুরুষ ও দু'জন নারী এ বিবাহের সাক্ষী থাকতে হবে। সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হলে সেটা বৈধ হবে না; বরং ব্যভিচার সাব্যস্ত হবে।

৪৭. স্ত্রীদের মোহরানা : যে নারীকে বিবাহ করার পর কম-বেশি মেয়াদ পর্যন্ত স্বামী তার দ্বারা উপকৃত হয়, অন্তত একবার সম্মোগ বা নির্জন-মিলনের সুযোগই হয়,

(২৫) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مَنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ
 فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ مُحْصَنَاتٌ غَيْرُ
 مُسَفِّحَاتٍ ۖ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
 فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَدَتَ
 مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

২৫. তোমাদের মধ্যে কারও মুসলিম পত্নী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে
 তোমাদের নিজেদের সেই মুসলিম ক্রীতদাসীদের বিবাহ কর, যারা
 তোমাদের হাতের সম্পত্তি।^{৪৯} আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক
 অবগত। তোমরা পরস্পরে সমান,^{৫০} কাজেই তাদেরকে তাদের
 মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং তাদেরকে তাদের মোহরানা
 ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রদান করবে যারা হবে বিবাহ বন্ধনের অধীন,
 ব্যভিচারিণী নয় এবং গোপন অভিসারিকাও নয়।^{৫১} তারা যখন বিবাহ
 বন্ধনে এসে যাবে, তখন কোন অশ্লীল কাজ করলে তাদের উপর
 স্বাধীন স্ত্রীদের অর্ধেক শাস্তি আরোপিত হবে।^{৫২} এটা তোমাদের মধ্যে
 তার জন্য, যে দুর্বোঁগে পড়ার আশঙ্কা করে। বস্ত্রত ধৈর্যধারণ করাই
 তোমাদের জন্য শ্রেয়। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।^{৫৩}

তার পূর্ণ মোহরানা দেওয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব। স্ত্রী স্বেচ্ছায় ছেড়ে না দিলে কিছুতেই
 তো ক্ষমা হতে পারে না। হাঁ, বিবাহের পর বিলকূল কোন কাজেই যদি সে না আসে,
 তবে এমতাবস্থায় তালাক দিলে নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক দিতে হবে। মিলনের
 পূর্বে স্ত্রী যদি এমন কোন কাজ করে যদ্বারা বিবাহ ভেঙে যায়, তবে স্বামী মোহরানার
 দায় হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে, তাকে কিছুই দিতে হবে না।

৪৮. অর্থাৎ মোহরানা নির্ধারণ করার পর স্বামী-স্ত্রী মিলে যদি কোন কথায় রাজী
 হয়ে যায়, উদাহরণ, স্ত্রী স্বেচ্ছায় মোহরানা হতে কিয়দংশ কমিয়ে দিল বা স্বামী নিজের
 পক্ষ হতে নির্ধারিত মোহরানার বেশি দিল, তবে সে ক্ষমতা তাদের আছে। এতে কোন
 গুনাহ নেই। স্বামী নির্ধারিত মোহরানার কিছু কম দিলে বা স্ত্রী কিছু বেশি গ্রহণ করলে
 সেটা না জায়িজ হয়ে যাবে না। হাঁ, পারস্পরিক সম্মতি অবশ্যই চাই। শেষে বলা
 হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রয়োজন ও সর্বপ্রকার লাভ লোকসান সম্পর্কে

সম্যক অবগত। তিনি যে আদেশ করেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও কল্যাণকর হয়ে থাকে। তার অনুসরণে তোমাদের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ ও সাফল্য নিহিত। বিরোধিতায় শুধু ক্ষতি ও অকল্যাণ।

৪৯. অর্থাৎ স্বাধীন রমণী বিবাহ করা এবং তার মোহরানাও ব্যয়-ভার বহন করার ক্ষমতা যার নেই, তার জন্য উচিত নিজেদের মধ্য হতে কারও মুসলিম ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা। কারণ, তার মোহরানা কম এবং ব্যয়ভারও লঘু। মালিক যদি সে ক্রীতদাসীকে নিজের কাছেই রাখে, যেমন সাধারণত হয়ে থাকে, তবে স্বামীর ব্যয়ভার হতে মুক্ত থাকবে। আর যদি মালিক তাকে স্বামীর কাছে হস্তান্তর করে দেয় তবুও স্বাধীন স্ত্রী অপেক্ষা তার গ্রাসাচ্ছাদনে কমই খরচ হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : স্বাধীন রমণী বিবাহ করার সামর্থ্য থাকলে ইমাম শাফিঈ (র.) প্রমুখের মতে ক্রীতদাসী বিবাহ করা হারাম। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে মাকরুহ তানযিহী। অনুরূপ বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য অধিকাংশের মতে ক্রীতদাসীর মুসলিম হওয়া শর্ত। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে উত্তম। আহলে কিতাব ক্রীতদাসীকে বিবাহ করাও ইমাম আযম (র.)-এর মতে জাযিয়। হাঁ, কারও যদি স্বাধীন স্ত্রী থাকে, তবে তার জন্য ক্রীতদাসী বিবাহ করা সকলেরই মতে হারাম।

৫০. অর্থাৎ তোমাদের সকলেরই ঈমানের প্রকৃত অবস্থা পাক আল্লাহ জানেন। তোমাদের উচিত প্রকাশ্য অবস্থার উপর নির্ভর করা। এমন বহু ক্রীতদাসী আছে, যাদের ঈমান মহান আল্লাহর নিকট বহু স্বাধীন নারীর ঈমান অপেক্ষা উত্তম ও মূল্যবান। কাজেই, ঈমানের দিক থেকে ক্রীতদাসীকে বিবাহ করতে উন্মাসিকতা প্রদর্শন উচিত নয়। তোমরা পরস্পরে এক সমান। একই মূল হতে আগত। একই দীনের অনুসারী। এতদসত্ত্বেও ক্রীতদাসীকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করা এবং তাদের প্রতি ঘৃণাভাবকে দূর করা উদ্দেশ্য।

৫১. অর্থাৎ উপরিউক্ত বক্তব্য অনুসারে এখন তোমাদের উচিত মালিকের অনুমতিক্রমে ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা এবং বিধি অনুযায়ী মোহরানা আদায় করা। শর্ত তাদেরকে খুশী মনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে, ব্যভিচারিণী ও গোপন প্রণয়কারিণী হতে পারবে না। যাতে আদৌ মোহরানা ওয়াজিব হবে না। এতদ্বারা জানা গেল, ব্যভিচারে মোহরানা ওয়াজিব হয় না এবং বিবাহে সাক্ষী রাখা অপরিহার্য।

৫২. বিবাহিত পুরুষ মহিলা ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি : যেই স্বাধীন স্বামী বা স্ত্রী বিবাহ দ্বারা উপকৃত হয়েছে, অর্থাৎ পরস্পর সংগত হয়েছে, তারা যদি ব্যভিচার করে তবে তার শাস্তি তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। যদি তারা বিবাহিত না

(২৬) يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ

عَلَيْكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

(২৭) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ

تَسِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ۝

২৬. আল্লাহ্ চান তোমাদের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা করতে, তোমাদেরকে পূর্ববর্তীদের পথে পরিচালিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৫৪

২৭. আল্লাহ্ চান তোমাদের প্রতি মনোসংযোগ করতে আর যারা নিজেদের আনন্দ-স্বৃতিতে নিমগ্ন তারা চায় তোমরা পথ হতে বহু দূর সরে যাও। ৫৫

হয়ে থাকে; বরং তার পূর্বেই ব্যভিচার করে, তবে তাদের জন্য একশ' দোররার বিধান। ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর জন্য সর্বাবস্থায় পঞ্চাশটি দোররা এর বেশি নয়। তা বিবাহের আগে ব্যভিচার করুক বা তার পরে।

৫৩. অর্থাৎ ক্রীতদাসী বিবাহের পরামর্শ তোমাদের মধ্যে তারই জন্য, যে ব্যক্তি দুর্ভোগ অর্থাৎ ব্যভিচারে পতিত হওয়ার আশঙ্কা করে। যদি তোমরা ক্রীতদাসী বিবাহ না করে ধৈর্যধারণে সক্ষম হও, তো ঢের ভাল। কেননা, তখন তোমাদের সন্তান-সন্ততি স্বাধীন হবে। হাঁ, ধৈর্যধারণে যার সংশয় আছে তার পক্ষে কোন ক্রীতদাসীকে বিবাহ করে নেওয়াই উত্তম। যারা ধৈর্যশীল তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাপরায়ণ ও মেহেরবান।

৫৪. অর্থাৎ এসব বিধি-বিধান দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য এটাই যে, তোমরা যেন হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পার এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.) প্রমুখ নবীগণের পথ লাভ করতে পার। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। তিনি তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তাঁর প্রতিটি আদেশ ও প্রতিটি ব্যবস্থা তাৎপর্যপূর্ণ। কাজেই, তোমরা তাঁর আদেশ মেনে না চললে হিদায়াত হতে বঞ্চিত থাকবে, পূর্ববর্তীদের মধ্যেও যারা বিরুদ্ধচারী সাব্যস্ত হবে এবং আল্লাহুর মাগফিরাত ও রহমত হতে দূরে থাকবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ পর্যন্ত ব্যভিচার ও সমকামিতার অবৈধতা, তা থেকে তাওবা, নারীদের সম্পর্কে কতিপয় বিধান, যে সকল নারীর সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ তাদের বিবরণ, বিবাহে মোহরানা ইত্যাদি শর্তবলীর উল্লেখ এবং ব্যভিচারের অবৈধতা ও

(২৮) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ۝

(২৯) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

২৮. আল্লাহ তোমাদের ভার লাঘব করতে চান। মানুষকে তো দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। ৫৬

২৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না, তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যবসা করলে তা বৈধ। ৫৭ আর তোমরা নিজেদের মাঝে খুন-খারাবী করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। ৫৮

তার শাস্তির বর্ণনা ছিল। বহুবিধ কারণে এগুলো মেনে চলা তখনকার লোকদের জন্য কঠিন ছিল, তাই, এ আয়াতে এবং পরবর্তী দু' আয়াতেও উক্ত বিধান সমূহ পালন করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং তা লংঘন করতে জোরদারভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

৫৫. অর্থাৎ এতক্ষণ যে শর্তাবলীর কথা বলা হল, তা দ্বারা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করাই উদ্দেশ্য। তাই, তিনি সেগুলো পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা নিজেদের কু-প্রবৃত্তির মাঝে আত্মহারা তারা তো তোমাদের সরল পথ হতে সুদূর বিচ্যুতিই কামনা করে। অর্থাৎ তাদের মত তোমরাও নিজেদের কু-প্রবৃত্তির বশব্দ ও পথভ্রষ্ট হয়ে গেলেই তারা খুশী হয়। কাজেই, যা কর বুঝে শুনে কর।

৫৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুর্বল বানিয়েছেন। তিনি ভাল করে জানেন, তোমরা নিজেদের কু-প্রবৃত্তি ও লোভনীয় বস্তু হতে কতটুকু আত্মসংযম করতে পারবে। তাই, প্রতিটি বিধান মেনে চলা যাতে সহজ হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মানুষের পক্ষে যা কল্যাণকর তা সহজ হোক, কি কঠিন সর্বাবস্থায়ই তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নারী ও কাম-প্রবৃত্তি হতে আত্মসংবরণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল, তাই, এ চাহিদা পূরণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বৈধ পন্থা বাতলে দিয়েছেন। যৌন চাহিদা পূরণকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে শরী'আতে এমন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি যে, কাউকে হালাল ছেড়ে হারামে ধাবিত হতে হবে। এ আয়াতগুলোর সারমর্ম দাঁড়ালো যে, নারী সম্পর্কে আত্মাকে কামাসক্তি হতে সংযত রাখা এবং বর্ণিত শর্তাবলী মেনে চলা কিছু কঠিন কাজ নয়। পরন্তু এগুলো মেনে চলা নেহায়েত জরুরী এবং এর মাঝে প্রভূত কল্যাণ নিহিত।

(৩০) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

اللَّهِ يَسِيرًا ۝

(৩১) إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخِلَ

كَرِيمًا ۝

৩০. এবং যে কেউ সীমালংঘন করে ও অন্যায়ভাবে এ কাজ করবে, আমি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করব আর এটা আল্লাহর জন্য সহজ। ৫৯
৩১. পাপাচারের মধ্যে যেগুলো গুরুতর, তোমরা যদি তা পরিহার করে চল, তবে আমি তোমাদের লঘু পাপসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে দাখিল করব সম্মানজনক স্থানে। ৬০

৫৭. অর্থাৎ মিথ্যা বলে, ধোঁকা দিয়ে, চুরি করে ইত্যাকার অন্যায় কোন পন্থায় অন্যের সম্পদ ভোগ করা কিছুতেই জাযিয় নয়। হাঁ, যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে হয় তবে তাতে কোন দোষ নেই। তা ভোগ করতে পার। সারকথা, যে সম্পদ পরিহার করা কঠিন, তা বৈধ পন্থায় ভোগ করা নিষেধ নয়।

৫৮. অর্থাৎ নিজেরা একে অন্যকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অসীম দয়ালু, যদ্বারা অকারণে জানমালে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদের প্রতি এমন বিধি-বিধান অবতীর্ণ করেছেন, যার মাঝে তোমাদের শুধু সাফল্য ও কল্যাণই নিহিত।

৫৯. যুল্ম ও সীমালংঘনের পরিণতি ভয়াবহ : যে ব্যক্তি যুল্ম ও সীমালংঘন হতে নিবৃত্ত হবে না, অন্যায়ভাবে অন্যের জানমালের ক্ষতি করবে, তার ঠাই জাহান্নামে। এরূপ যালিমদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা মহান আল্লাহর পক্ষে কিছু কঠিন নয়; বরং খুবই সহজ। কেউ যেন এ কথা মনে না করে যে, আমরা তো মুসলিম, জাহান্নামে যাব কী করে? আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। ন্যায় ও ইনসাফ করতে তাঁকে কোন জিনিস বাধা দিতে পারে?

৬০. পাপের শাস্তি দান কিংবা ক্ষমা করে দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়। এ বিষয়ে মুতায়িলা সম্প্রদায়ের আকীদার খণ্ডন : পাপাচার ও আনুসংগিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং এ হুকুম পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল, কেউ অন্যায়ভাবে অন্যের জানমালের ক্ষতি করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, যদ্বারা জানা গিয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা বান্দার জন্য শাস্তির কারণ। এ আয়াতে পাপাচার হতে বিরত থাকতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং পাপাচার পরিহার করলে জান্নাত ও মাগফিরাতের

প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যাতে এটা উপলব্ধি করে প্রত্যেকেই পাপ কাজ হতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। সেই সাথে আরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, গুরুতর পাপ, যথা কারও অর্থ আত্মসাত করা, চুরি, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা ইত্যাদি হতে যে বেঁচে থাকবে, তার সেই সমুদয় লঘু পাপ মার্জনা করে দেওয়া হবে, যাতে সে উক্ত চুরি বা হত্যা ইত্যাদি গুরুপাপ সমাধার জন্য লিপ্ত হয়েছিল। এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় আলোচনার অবকাশ রাখে এবং তার মূল লক্ষ্য আয়াতের প্রকৃত ও উত্তম অর্থ জ্ঞাত হওয়া, যদ্বারা আর সব বিষয় উপলব্ধি করা সহজ হয়ে যাবে।

মু'তায়িলা ও তাদের সম মনা সম্প্রদায়গুলো ভাসা ভাসাভাবে এ আয়াতের অর্থ ধরে নিয়েছে যে কবীরা গুনাহ পরিহার করে চললে, অর্থাৎ একটিও না করলে জীবনভর যতই সগীরা গুনাহ করা হোক তা সবই ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যদি সগীরার সাথে যেমন করেই হোক দু'একটি কবীরাও যদি মিলে যায়, তবে ক্ষমার কোন উপায় নেই। অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

আহলে সন্নাত ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য হলো, “এ উভয় অবস্থায় ক্ষমা করা বা শাস্তি দেওয়া আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতিয়ারে।” প্রথম অবস্থায় শাস্তি দান ওয়াজিব হওয়ার ধারণা মু'তায়িলা সম্প্রদায়ের একটি বিভ্রম ও মূর্খতা মাত্র। এ আয়াতের বাহ্য শব্দ ও ভাসাভাসা অর্থ দ্বারা যে মু'তায়িলা মতের সমর্থন বোঝা যায়, তার উত্তর বিভিন্ন জনে বিভিন্ন রকম দিয়েছেন। কেউ বলেন, শর্তের অনুপস্থিতিতে শর্তযুক্ত বিষয়ের অনুপস্থিতি আবশ্যিক বিষয় কখনই নয়। কেউ বলেন, কাবীরা দ্বারা সর্ববৃহৎ গুনাহ অর্থাৎ শিরক বোঝান হয়েছে এবং বহুবচনে ‘কাবাইর’ বলে শিরকের প্রকারভেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই আরও কিছু বিষয় আলোচনাধীন এসে পড়ে। কিন্তু এসব কিছু বাদ দিয়ে আয়াতটির কেবল প্রামাণ্য ও উৎকৃষ্ট অর্থই তুলে ধরছি, যা কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত এবং শরঈ মূলনীতি ও সত্যসন্ধানী উলামায়ে কিরামের মতামতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। সরল বোধশক্তি ও ন্যায় নিষ্ঠার শর্তে সে অর্থ দ্বারা অর্ন্তবর্তী সব প্রশ্নের সমাধান আপনিই হয়ে যাবে এবং মু'তায়িলা সম্প্রদায়ের বিরোধিতা এমনিতেই নিস্প্রভ হয়ে তাদের চিন্তাহীনতা ও জ্ঞান-বুদ্ধির স্বল্পতা মজবুতভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে। তখন আর তাদেরকে রদ ও খন্ডন করার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজন হক্ পন্থীদের থাকবে না। কাজেই, লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ স্থলে বর্ণিত **كَابِرٌ** এবং সূরা নাজমের **الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ** (যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ হতে, ছোট-খাট অপরাধ করলেও) (৫৩ : ৩২) এই উভয় আয়াতের দাবী একই কেবল শাস্তিক কিছু পার্থক্য। কাজেই এক আয়াতের যে মর্ম নেওয়া হবে অন্যটিরও মর্ম তাই হবে। সূরা নাজমের

আয়াত সম্পর্কে বুখারী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزُّنَى إِذْ دُرِكَ ذَلِكَ لَا مُحَالَاةَ فَرَزَنِي الْعَيْنِ النَّظَرَ وَزَنَى اللِّسَانُ الْمَنْطِقَ وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَهَى وَالْفَرْجُ يَصْدُقُ ذَلِكَ وَيَكْذِبُهُ -

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে আবু হুরায়রা (রা.) যা বর্ণনা করেছেন ‘اللَّمَمِ’ (ছোট-খাট অপরাধ) এর সাথে তার চেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কিছু আমি দেখি না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা মানব সন্তানের যার জন্য যে ব্যভিচার লিখে রেখেছেন, তাকে তাতে লিপ্ত হতেই হবে। চোখের ব্যভিচার দৃষ্টিপাত, জিহ্বার ব্যভিচার উক্তি, মন কামনা-বাসনা করে এবং যৌনাঙ্গ তা সত্যে পরিণত করে বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

সত্যিকারের বোধশক্তি থাকলে এ হাদীস দ্বারা উভয় আয়াতের প্রকৃত ও সত্যিকারের মর্ম উপলব্ধি করা যায়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) ছিলেন ‘হিবরুল উম্মাহু’ (উম্মতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-সমুদ্র) ও ‘লিসানুল-কুরআন’ (কুরআনের ভাষ্যকার)। তাঁর বক্তব্য দ্বারা এটাও বোঝা গেল যে, ‘لَمَمٍ’ ও ‘سَيِّئَاتٍ’-এর অর্থ এর চেয়ে ভাল পাওয়া যায় নি। কাজেই, এ ব্যাখ্যার বিপরীতে আয়াত সম্পর্কে অন্য কোন বক্তব্য কী করে প্রাধান্য পেতে পারে? বিশেষত মু‘তায়িলা সম্প্রদায়ের অর্থহীন কথাবার্তাকে কী করে ভুল্লেখযোগ্য ও জবাব দেওয়ার উপযুক্ত মনে করা যেতে পারে? বাস্তবিকপক্ষে উল্লেখিত হাদীসের মর্ম ও ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর থেকে যে তত্ত্ব উদ্ভাবিত করেছেন তা এতই অনন্য সাধারণ ও গ্রহণযোগ্য গবেষণা, যদ্বারা উভয় আয়াতের বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে সপ্রমাণ হয়ে গিয়েছে এবং মু‘তায়িলা সম্প্রদায়ের অবান্তর কথাবার্তার অবকাশ ও হক্‌পন্থীদের পক্ষ হতে তার জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেছে। সেই সাথে প্রাসঙ্গিক ও অর্ন্তবর্তী মতামত ও মতবিরোধেরও অত্যন্ত সুন্দর সমাধান হয়ে গেছে। যা সমঝদার ব্যক্তিবর্গ একটু চিন্তা করলেই বুঝতে সক্ষম হবেন। বিষয়টি আরও পরিষ্কার চিন্তা করার জন্য আমরাও উল্লেখিত হাদীসের সারমর্ম তুলে ধরছি। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, সূরা নাজমের আয়াতে ব্যবহৃত ‘لَمَمٍ’-শব্দটি যার সম্পর্কে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার অর্থ নির্ণয়ে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা উত্তম কিছু আমার জানা নেই। হাদীসের সারকথা হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা‘আলা মানব সন্তানের জন্য ব্যভিচারের যে অংশ অবধারিত করেছেন তাকে তাতে লিপ্ত হতেই হবে। ব্যভিচার কার্যে চোখের অংশ দেখা, মুখের অংশ যৌন কথাবার্তা বলা, মনের অংশ কামাসক্ত হওয়া ও কামবাসনা পোষণ করা, কিন্তু ব্যভিচার ব্যর্থ

সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি যৌনাংগের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যৌনাংগ দ্বারা ব্যভিচার সংঘটিত হয়ে গেলে তখন চোখ, মুখ ও মন ব্যভিচারী সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে, সমস্ত উপকরণ ও প্রাথমিক কার্যাবলী হয়ে যাওয়ার পরও যদি যৌনাংগের কার্যটুকু সংঘটিত না হয়, বরং সে সময় তাওবা করা ও নিবৃত্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়, তা হলে ব্যভিচারের যাবতীয় প্রাথমিক কাজ, যা এমনিতে বৈধ ছিল, কেবল ব্যভিচারের প্রসঙ্গ হিসেবেই গুনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছিল তা সবই ক্ষমা যোগ্য যাবে, অর্থাৎ তাঁর ব্যভিচার সাব্যস্ত হওয়া বাতিল হয়ে যাবে এবং তার স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে ইবাদতে পরিণত হয়ে যাবে। কেননা, এমনিতে তো সেগুলো না পাপ ছিল, না ইবাদত; বরং বৈধ কর্ম ছিল। কেবল ব্যভিচারের কারণও পূর্বসূচনা বনতে যাচ্ছিল বলেই পাপ সাব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন ব্যভিচারের কারণ থাকল না, বরং আত্ম সংবরণের কারণে ব্যভিচারই অন্তর্নিহিত হয়ে গেল, তখন যে সব কারণাদিকে ব্যভিচারের অধীনে গণ্য করা এবং তাকে পাপ সাব্যস্ত করা সুস্পষ্ট ইনসাফ বিরুদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি চুরির অভিপ্রায়ে মসজিদে গেল। কিন্তু যেখানে যাওয়ার পর ঠিক চুরির মুহূর্তে তার বোধদয় ঘটল এবং সে তাওবা করে রাতভর আল্লাহর জন্য সালাত লিপ্ত থাকল। এভাবে তার যে যাত্রা চুরির কারণ রূপে পরিদৃষ্ট হচ্ছিল তা তাওবা ও সালাতের কারণে পরিণত হল। কাজেই, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস শুনে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বুঝে ফেললেন 'اللهم' সেই সমস্ত কাজকে বলে, যা মূলে গুনাহ নয়, তবে গুনাহের কারণ হয়ে গুনাহরূপে গণ্য হয়। কাজেই, আয়াতের ব্যাখ্যা হবে তারা গুরুতর ও প্রকাশ্য গুনাহ হতে বিরত থাকে, কিন্তু 'اللهم' -এ লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর গুরুতরও আসল পাপ সংঘটিত হওয়ার আগেই তারা নিজ অপরাধ হতে তাওবা করে ও নিবৃত্ত হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) যেমন সূরা নাজমের সংশ্লিষ্ট আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করেছেন, আমাদেরও উচিত তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী সূরা নিসার এ আয়াতের ও অনুরূপ মর্মই অবলীলায় বুঝে নেওয়া। তা হলে এরপর আর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সগীরা ও কবীরা গুনাহের নানা রকম ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আমাদের থাকবে না এবং মু'তায়িলা সম্প্রদায়ের উপস্থাপিত প্রমাণের জবাব নিয়েও আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। ছোট-খাট পাপ (سيئات) ক্ষমা করার কারণ এবং জান্নাতে প্রবেশের কারণও সহজেই মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে হবে। তা ছাড়া পাপ পরিহার করা (اجتناب) -এর অর্থ ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ ও ইনশাআল্লাহ চিন্তা করলে ঠিক উপলব্ধি করা যাবে। উপরিউক্ত হাদীস ও ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী উভয় আয়াতের সারমর্ম দাঁড়ায়, পাপাচারের মাঝে যেগুলোকে গুরুতর ও মূল লক্ষ্য মনে করা হয় সেগুলো যারা পরিহারও করে এবং তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে, তাদের

(৩২) وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

(৩৩) وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ
 فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

৩২. আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ে তোমাদের কতকের উপর কতককে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমরা তার লালসা করো না। ৬১ পুরুষ যা কামাই করে তাতে তার অংশ রয়েছে এবং নারী যা কামাই করে তাতে তার অংশ রয়েছে। তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ যাচনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানা। ৬২

৩৩. পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করেছি। যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়েছে তোমরা তাদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয়ই যাবতীয় বস্তু আল্লাহর সম্মুখে। ৬৩

সংবরণ প্রচেষ্টার কারণে সেই সব ছোট-খাট অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যা কোন গুরুতর পাপে লিপ্ত হওয়ার লালসায় তারা করেছিল এবং তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। ইরশাদ হয়েছে : وَالنَّفْسُ مِنَ الْهَوَىٰ فَانُ الْجَنَّةِ ۝ যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে জান্নাত হবে তার আবাস (৭৯ : ৪০-৪১) এর অর্থ এ নয় যে, ব্যভিচার সম্পর্কিত ছোট-খাট গুনাহগুলি মদ্যপান ইত্যাদি অপর কোন গুরুতর পাপ না করার কারণে মাফ হয়ে যাবে বা মদ্যপানের কারণে সেগুলির শাস্তি অপরিহার্য হয়ে যাবে।

৬১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে কারুর উপর যে সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব দান করেন, তার লালসা তোমরা করো না। কেননা, এটাও কারও জানমালে অকারণ হস্তক্ষেপের শামিল, এইমাত্র যার অবৈধতা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এর দ্বারা পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় এবং তা আল্লাহ তা'আলার হিকমতেরও পরিপন্থী। কতিপয় নারী প্রিয়নবী (সা.)-এর নিকট আরয করেছিল, এর কি হেতু যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র পুরুষদেরই সম্বোধন করেন এবং যা কিছু আদেশ-নিষেধ তা তাদেরকেই করেন, নারীদের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয় না। তাছাড়া মীরাসেও পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ অংশ দেওয়া হয়? এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে।

(৩৫) الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قُنِتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

৩৪. পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ববান, যেহেতু আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করে। ৬৪ কাজেই, যে সকল নারী পূণ্যবতী তারা অনুগত এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে যে ভাবে হিফায়ত করতে আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন সে ভাবে তারা হিফায়ত করে। ৬৫ আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, শয্যায় তাদেরকে পৃথক করে দাও এবং তাদেরকে প্রহার কর। ৬৬ তারপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের প্রতি অভিযোগ উত্থাপনের উপায় তালাশ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ। ৬৭

৬২. কাজের মাধ্যমে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রত্যাশী হতে হবে : পুরুষ ও নারীর জন্য অংশ নির্ধারিত আছে, যেমন তারা কাজ করে। সারমর্ম এই যে, প্রত্যেকের জন্যই তার কাজের পূর্ণ প্রতিদান রয়েছে। তাতে কখনই কোন কমতি করা হয় না যে, কারও অভিযোগ তোলার সুযোগ থাকবে। হাঁ, এটা অন্য কথা যে, তিনি নিজ কৃপা ও প্রজ্ঞা অনুসারে কাউকে বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে থাকেন। তার লোভ-লালসা ও অভিযোগ করার কোন যুক্তি নেই। তবে নিজের কাজের প্রতিদানে যদি বেশি সাওয়াবের আশা ও যাচনা কর, তবে তাতে দোষ নেই; বরং উত্তম। কাজেই, যে ব্যক্তি সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রত্যাশী তার উচিত কাজের মাধ্যমে তা সন্ধান করা, হিংসা-বিদ্বেষ ও শুধুই আশা-আকাংখার মাধ্যমে নয়। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। প্রত্যেকের মর্যাদা ও তার উপযুক্ততাও সম্যক জ্ঞাত। কাজেই তিনি প্রত্যেকের সাথে যথোপযুক্ত আচরণই করেন। কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলে তা তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। কাজেই, নিজের অজ্ঞতার কারণে তাঁর কাজে সংশয় সৃষ্টি উচিত নয়।

৬৩. অর্থাৎ হে মুসলিমগণ! তোমরা পুরুষ হও, কি নারী, প্রত্যেকের জন্য আমি ওয়ারিস নির্দিষ্ট করে রেখেছি। পিতামাতাও আত্মীয়-স্বজন যা রেখে যায়, তারা তার উত্তরাধিকারী হয়। এর থেকে কাউকে বঞ্চিত রাখেন নি। যাদের সঙ্গে তোমরা

অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ অবশ্যই দাও। আল্লাহ তা'আলা সব কিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তিনি জানেন, ওয়ারিসদের কার কি অংশ হওয়া উচিত এবং যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরই বা প্রাপ্য কতটুকু হওয়া উচিত। আমি জানি, কে আমার আদেশ পালন করে, কে অমান্য করে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অধিকাংশই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে একাকীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের আত্মীয়-স্বজন ও জাতী-গোষ্ঠী সব ছিল কাফির। তখন প্রিয় নবী (সা.) দু'জন মুসলিমকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তারা দু'জন একে অপরের ওয়ারিস হত। তারপর তাদের আত্মীয়-স্বজনও যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন এ আয়াত নাযিল হয় যে, মীরাস তো আত্মীয়-স্বজনেরই অধিকার। আর যাদের সাথে ভ্রাতৃ-বন্ধন হয়েছিল তারা মীরাস পাবে না বটে, কিন্তু জীবনভর তাদের সাথে সদ্যবহার করতে হবে এবং মৃত্যুকালে তাদের জন্য কিছু অসিয়ত করে গেলে উত্তম, তবে মীরাসে তাদের অংশ নেই।

৬৪. নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে : পূর্বের আয়াতে ঘোষিত হয়েছে যে, নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকারের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তাতে কোন বৈষম্য থাকলে নারীর অভিযোগ তোলার অবকাশ ছিল। এ আয়াতে নারী-পুরুষের মর্যাদার স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে যে, পুরুষের স্থান নারীর উপরে। স্তরভেদের কারণে বিধানের মাঝে যে পার্থক্য হবে, তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তব সম্মতই হবে। যুক্তির নিরিখে নারী-পুরুষ কিছুতেই তাতে সমান হতে পারে না। নারী সে আশা করলে তা নিতান্তই অবান্তর হবে। সারকথা, আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে নারীর কর্তা ও তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন। এর কারণ দু'টি। প্রথম কারণটি বড় ও মহান আল্লাহর দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা মূলেই পুরুষকে জ্ঞান ও কর্ম শক্তিতে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। বস্তুত এ দু'টি গুণই যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদার উৎস। হাদীসে এর ব্যাখ্যা বর্ণিত রয়েছে। দ্বিতীয় কারণ স্বোপার্জিত, আর তা এই যে, পুরুষ নারীর জন্য নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং মোহরানা, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে। কাজেই, নারীর উচিত পুরুষের আনুগত্য করে চলা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এক সাহাবিয়াহ স্বামীর অবাধ্যতা প্রকাশ করেছিলেন স্বামী রেগে গিয়ে তাকে একটি চড় কষিয়ে দেন। স্ত্রী গিয়ে পিতার কাছে অভিযোগ করলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বৃত্তান্ত জানান। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বামীর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বললেন। এমনই সময়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হল। তিনি বললেন, আমরা এক চেয়েছি, আল্লাহ চেয়েছেন অন্য। বস্তুত আল্লাহ যা চান তাই উত্তম। •

(৩৫) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

৩৫. তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ রয়েছে, তবে পুরুষের পক্ষ হতে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পক্ষ হতেও একজন বিচারক নিযুক্ত কর। ৬৮ তারা উভয়ে যদি তাদেরকে মিলিয়ে দিতে চায়, তবে আল্লাহ তাদের উভয়কে তাওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত। ৬৯

৬৫. অর্থাৎ যে সব নারী পূণ্যবতী তারা স্বামীর অনুগত হয়ে থাকে এবং মহান আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সন্তুষ্টি অনুসারে নিজের দেহমন ও স্বামীর সম্পদ হিফায়ত করে। নিজের দেহমন ও স্বামীর সম্পত্তিতে কোন রকম খিয়ানত করে না।

৬৬. স্ত্রীর দুর্ব্যবহার লক্ষ্য করলে স্বামীর করণীয় : কোন স্ত্রী স্বামীর সাথে দুর্ব্যবহার করলে তার প্রতিকাররূপে স্বামী প্রথমে তাকে মৌখিকভাবে বোঝাবে। না শুনলে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো, শয্যাপৃথক করে দেওয়া। তবে একই ঘরে। তাতেও না ফিরলে শেষ পর্যায়ে তাকে মারতেও পারবে। তবে লঘুভাবে, যাতে শরীরে চিহ্ন না পড়ে বা হাড় ভেঙে না যায়। প্রতিটি অন্যায়ের একটা মাত্রা আছে। সে অনুসারেই শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। আয়াতে যথাক্রমে এর তিনটি স্তর ঘোষিত হয়েছে। এর মধ্যে মারধর করা সর্বশেষ পর্যায়। ছোট-খাট ত্রুটির কারণে মারা যাবে না। হ্যাঁ, অন্যায় গুরুতর হলে মারতে দোষ নেই, কিন্তু যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে হাড় না ভাঙে বা এমন আঘাত না করা হয় যাতে দাগ বসে যায়।

৬৭. অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগণ যদি তোমাদের উপদেশ, শয্যা হতে পৃথকীকরণ ও মারধরের পর অবাধ্যতা ত্যাগ করে এবং অনুগত হয়ে চলে তবে তোমরাও ক্ষান্ত হও। এরপর আর তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িওনা এবং অহেতুক তাদের সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করো না। মহান আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদের সকলের উপর ক্ষমতাবান ও সকলের বিচারক। কাজেই, অযথা স্ত্রীদের প্রতি সন্দেহ পোষণ

(৩৬) وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا
فَخُورًا ۝

৩৬. এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, কাউকে তাঁর শরীক স্থির করো না।^{৭০} এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের হাতের সম্পত্তি অর্থাৎ গোলাম-বাদীর প্রতি সদ্যবহার করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাস্তিক, আত্মগর্বীকে পসন্দ করেন না।^{৭১}

করো না এবং ছোট-খাট ত্রুটির কারণে মারধর করে বসো না, প্রত্যেক অপরাধের একটা পর্যায় আছে। মারধর শেষ পর্যায়েই প্রযোজ্য।

৬৮. স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিরোধ মীমাংসার জন্য শালিস নিয়োগ : হে মুসলিমগণ! তোমাদের যদি আশঙ্কা হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও জিদ বিদ্যমান রয়েছে কাজেই তারা নিজেরা নিজেদের বিবাদ মীমাংসা করতে পারবে না, তাহলে তোমাদের উচিত স্বামীর আত্মীয়দের থেকে একজন এবং স্ত্রীর আত্মীয় হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করে দেওয়া এবং মীমাংসার জন্য তাদেরকে স্বামী-স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা। কেননা, আত্মীয়রা তাদের অবস্থা ভাল জেনে থাকবে এবং তাদের যাতে ভাল হয় সেই চেষ্টা করবে বলেও বেশী আশা করা যায়। তারা দু'জন গিয়ে অবস্থার খোঁজ-খবর নেবে এবং যার যে পরিমাণ অন্যায় দেখবে সে অনুযায়ী বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদেরকে মিলিয়ে দেবে।

৬৯. অর্থাৎ উভয় সালিশ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার ইচ্ছা করলে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সুদুদ্দেশ্য ও সৎচেষ্টার বদৌলতে তাদের মাঝে বনিবনাও করিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান ও খবর রাখেন। বিবাদ নিষ্পত্তি ও সদ্ভাব সৃষ্টির উপায়-উপকরণ ও নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত। কাজেই, স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করতে কোন কষ্ট হবে না।

৭০. অর্থাৎ মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আখিরাতে সাওয়াবের আশা রেখে সংকর্ষ ও ইবাদত কর। অহংকার ও লোক দেখানোর জন্য অর্থ ব্যয়ও এক পর্যায়ের শিরক, হোক না তা নিম্নস্তরের।

(৩৭) الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝

(৩৮) وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝

৩৭. যারা কৃপণতা করে, মানুষকেও কৃপণতা শেখায় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ হতে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা তারা গোপন করে। আমি কাফিরদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।^{৭২}

৩৮. যারা কেবল লোক দেখানোর জন্য নিজেদের অর্থ ব্যয় করে, এবং আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে ঈমান আনে না। আর শয়তান কারও সাথী হলে, সে কতোই না মন্দ সাথী!^{৭৩}

৭১. বিভিন্ন পর্যায়ের হক সমূহ : ইয়াতীম, নারী, ওয়ারিস ও স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও তাদের সাথে সদয় ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করার পর ঘোষিত হয়েছে যে, প্রত্যেকের হক পর্যায়ক্রমিক সম্পর্ক ও প্রয়োজনের মাত্রা অনুসারে আদায় কর। সবার উপরে মহান আল্লাহর হক। তারপর পিতামাতার। তারপর পর্যায়ক্রমে আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তদের। নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী বলতে আত্মীয়তার নৈকট্য ও দূরত্ব বোঝান হয়েছে কিংবা স্থানগত নৈকট্য ও দূরত্ব। প্রথম অবস্থায় অর্থ হবে, আত্মীয় প্রতিবেশীর অধিকার অনাত্মীয় প্রতিবেশী অপেক্ষা বেশী। দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থ হবে, নিকট প্রতিবেশীর অধিকার দূর প্রতিবেশীর অর্থাৎ যে দূরে বসবাস করে তার চেয়ে বেশী। সংগী-সাথী বলতে সফর সঙ্গী, সহকর্মী, সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র, মুরীদ সকলকেই বোঝায়। মুসাফিরের মাঝে মেহমান ও পথচারী উভয়ই शामिल। হাতের সম্পত্তি বলতে ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী ছাড়া গৃহপালিত পশু-পক্ষীকেও বোঝায়। শেষে বলা হয়েছে যার স্বভাবে দম্ভ ও আত্মগরিভা বিরাজ করে, যদরুণ কাউকেই নিজের সমতুল্য মনে করে না, সেই সাথে বিত্ত গৌরবে মত্ত ও ভোগ-বিলাসে আত্মহারা সে সব অধিকার আদায় করে না। তোমরা তাকে বর্জন করে চলো।

৭২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আত্মগর্বি দাষ্টিককে পসন্দ করেন না। যারা কার্পণ্য করে এবং মহান আল্লাহর দেওয়া সম্পদ ও জ্ঞান মানুষের কাছে গোপন রাখে, কারও কোন উপকার করে না, বরং কথায় ও কাজে অন্যকেও কৃপণতা করতে প্ররোচিত করে। আমি এসব কাফিরের জন্য অবমাননা কর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

(৩৭) وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝

৩৯. কী ক্ষতি ছিল তাদের যদি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে ঈমান আনত এবং আল্লাহ তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করত। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। ৭৪

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ আয়াত ইয়াহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যারা মহান আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ে নিজেরাও কার্পণ্য করত এবং মুসলিমগণকেও বিরত রাখতে চাইত। তাওরাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে যে সব আয়াত তাতে উল্লেখিত আছে তা গোপন করত। কাজেই, তাদেরকে পরিহার করে চলা মুসলিমগণের কর্তব্য।

৭৩. মহান আল্লাহর পথে ব্যয়ে কার্পণ্য এবং লোক দেখানো ব্যয় নিন্দনীয় : এ দাঙ্গিক আত্মগর্বী তারা, যারা লোক দেখানোর অভিপ্রায়ে নিজদের অর্থ ব্যয় করে। অর্থাৎ মহান আল্লাহর জন্য ব্যয় করতে তো নিজেরাও কৃপণতা করে এবং অন্যকেও করতে প্ররোচিত করে। কিন্তু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করে অকাতরে। না তাদের মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আছে, না কিয়ামত দিবসের উপর আছে যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাওয়াব অর্জন তাদের উদ্দেশ্য হবে। মহান আল্লাহর নিকট সমাদৃত ও পসন্দ হলো সেই সব হক্দারের হক আদায় করা, যাদের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাওয়াবের আশা রাখা। এর দ্বারা বোঝা গেল, মহান আল্লাহর পথে কার্পণ্য করা যেমন মন্দ, তেমনি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করাও নিন্দনীয়। এরূপ কাজ কেবল তারাই করতে পারে, যাদের বন্ধু শয়তান। সেই তাদেরকে এরূপ কাজে প্ররোচিত করে।

৭৪. অর্থাৎ এসব কাফির যদি কুফর না করে মহান আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করত এবং কার্পণ্য ও লোক দেখানোর দান-খয়রাত না করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে তাঁর পথে ব্যয় করত, তবে তাদের কোন ক্ষতি ছিল না; বরং লাভই ছিল। ক্ষতি তো সেই পন্থায় নিহিত যা তারা অবলম্বন করেছে। তারা কি করছে, কি অভিপ্রায়ে করছে তা আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। সে অনুযায়ীই তারা প্রতিফল পাবে। পূর্বের আয়াতে 'يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ' বলে অর্থ-সম্পদকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। এ আয়াতে বলা হয়েছে 'وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ' এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা অর্থ-সম্পদকে নিজের মনে করে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করছে, অথচ তাদের উচিত ছিল সেগুলোকে মহান আল্লাহর মনে করে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করা।

(৬০) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

(৬১) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝

(৬২) أَيُّومٍ يَزِيْرُ الْيَؤُودَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ كُتِبَ لَهُمْ لَا يَكْتُوبُونَ ۝

اللَّهُ حَدِيثًا ۝

৪০. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কারও প্রতি বিন্দুমাত্র যুলম করেন না। পূণ্য হলে তে তা দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ হতে দেন মহা প্রতিদান। ৭৫

৪১. যখন প্রত্যেক উম্মাত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব, তখন কী অবস্থা হবে? ৭৬

৪২. যারা কুফরী করেছিল রাসূলের অবাধ্যতা করেছিল, তারা সেদিন কামনা করবে, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত এবং তারা আল্লাহ্ হতে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না। ৭৭

৭৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কারও হক বিন্দু পরিমাণও নষ্ট করে না। কাজেই কাফিরদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা সম্পূর্ণ ইনসাফ ভিত্তিক এবং সেটা তাদের অপকর্মেরই উপযুক্ত বদলা। আর কেউ যদি অণু পরিমাণও সৎ কাজ করে, তবে চক্রবৃদ্ধি হারে তার প্রতিদান দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজের পক্ষ হতে তাদেরকে মহা অনুগ্রহে ভূষিত করবেন।

৭৬. আখিরাতে সাক্ষীদের উপস্থিতি : যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মাত ও প্রতিটি সম্প্রদায় হতে তাদের অবস্থা বর্ণনাকারী ও তাদের প্রকৃত কাজ কর্মের হালগতিক প্রকাশকারী সাক্ষীদের ডেকে আনব, তখন তাদের কী করুণ দশা হবে! এর দ্বারা প্রত্যেক উম্মাতের নবী ও প্রতি যুগের সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়েছে। তাঁরা অবাধ্যদের অবাধ্যতা ও বাধ্যগণের বাধ্যতা তুলে ধরবেন এবং প্রত্যেকের অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন এবং হে মুহাম্মাদ (সা.) আপনাকেও আপনার উম্মাতের অবস্থার বিবরণ দাতা ও সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবেন।

আর কাফিরদেরকে বোঝানো হলে অর্থ হবে, পূর্ববর্তী নবীগণ যেমন স্ব-স্ব উম্মাতের কাফির ও পাপিষ্টদের কুফর ও পাপাচার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন, তেমনি আপনিও হে মুহাম্মাদ! তাদের সকলের অন্যায়-অপকর্মের সাক্ষ্য দেবেন। পরিণতিতে তাদের দুর্ভোগ ও দুর্গতির একশেষ হবে।

৭৭. কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা : যেদিন প্রত্যেক উম্মাত হতে সাক্ষী উপস্থিত করা হবে সেদিন কাফির ও অবাধ্যরা আকাংখা করবে, হায়, আমাদেরকে যদি মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হত; আমাদেরকে যদি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হত! আজ যদি আমাদেরকে জীবিতই করা না হত এবং কোন রকমের হিসাব নিকাশের সম্মুখীন আমরা না হতাম! সেদিন তারা মহান আল্লাহর দরবারে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না। তাদের চুলচেরা হিসাব হবে। সূরার শুরু হতে মুসলিমগণকে আত্মীয়-স্বজন, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতির হক আদায়ের নির্দেশ, কারও অধিকার খর্ব ও জানমালের ক্ষতি সাধনে নিষেধ এবং পাপাচারের অনিষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। তারপর **وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا** -এর ঘোষণা দিয়ে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী ইত্যাদির সাথে সদয় আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সে প্রসঙ্গে অহংকার, আত্মগরিভা, কার্পণ্য ও লোক দেখানো ব্যয়ের মনোবৃত্তি হতে সাবধান করা হয়েছে। এগুলো এমন নৈতিক ক্রটি, যা অপরের অধিকার আদায় ও পর হিতৈষণায় বাধা প্রদান করে। তা ছাড়া এসব মনোভাব দান-খয়রাতকারী ও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও সদয় আচরণকারীদের মাঝে এমনিতেই এসে পড়ে। উপরিউক্ত আদেশ-নিষেধের পর এবার মুসলিমগণকে দ্ব্যর্থহীন সম্বোধনের মাধ্যমে সালাত সম্পর্কে দু'টি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সালাত সকল ইবাদতের মধ্যমণি, সব কিছুর উপরে। শরী'আতে এ সম্পর্কে যত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এর হুকুম আহুকাম ও নিয়মাবলী যত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, আর কোন ইবাদতের অত্থানি নয়। বর্ণিত বিষয় দু'টি সালাত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মনের কাছে সর্বাধিক কষ্টসাধ্য। সালাতের রুকনগুলির বিশুদ্ধতা ও সৌন্দর্যের জন্য এ দু'টি প্রাণবন্ত স্বরূপ।

এক. নেশাখস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটেও যেও না-যাবত না মুখে যা বল তা বুঝতেও পার। দুই. জানাবাত (রেতঃপাত জনিত অপবিত্রতা) অবস্থায়ও সালাতের দূরে থাক-যতক্ষণ না গোসল করে গোটা দেহ পাক-পবিত্র করে লও। কেননা, সালাতে দু'টি বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ক. একাগ্রতা ও বিণয়; খ. পাক-পবিত্রতা। সালাত-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে এ দু'টি বিষয় মনের কাছে বোঝাস্বরূপও বটে। নেশাখস্ততা বিণয় ও একাগ্রতার এবং জানাবাত পাক-পবিত্রতার পরিপন্থী। তাছাড়া নেশা যেহেতু নিদ্রা ও সংজ্ঞাহীনতার মত অযু ভংগের কারণ, তাই এটা পবিত্রতারও

(১৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لِمَسْتُمُ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

৪৩. হে মু'মিনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকট যেওনা, যতক্ষণ না তোমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হও যা বল এবং যখন গোসল জরুরী হয় তখনও নয়- যাবত না তোমরা গোসল করে লও^{৭৮} তবে পথ অতিক্রমকারী হলে সে কথা ভিন্ন। যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের মধ্যে কেউ শৌচস্থান হতে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীদের নিকট সংগত হও এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির ইচ্ছা কর। তারপর নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাতে তা বুলাও।^{৭৯} নিশ্চয়ই আল্লাহ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল।^{৮০}

পরিপন্থী। কাজেই আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা পূর্ণ গুরুত্ব ও প্রস্তুতি সহকারে সালাত আদায় কর। যাবতীয় প্রকাশ্য ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখ- যদিও মনের কাছে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষভাবে এস্থলে এ বিষয় দু'টির প্রতি গুরুত্ব প্রদানের মাঝে দু'টি উপকারিতা উপলব্ধি করা যায়। ক. পারস্পরিক অধিকার ও লেনদেন এবং জানমাল সম্পর্কিত উপরিউক্ত এতগুলো বিধান পালন করার সাথে সাথে কার্পণ্য, লোক-দেখানো মনোবৃত্তি এবং অহংকার ও আত্মগরিভা পরিহার করে চলা যেহেতু মনের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং শ্রোতাদের জন্য ভীতিকর, তাই এ গুরুত্বারোপ দ্বারা তার অবসান ঘটানো হলো। অর্থাৎ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় নিয়ম-কানুনসহ সালাত আদায় করলে যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করা সহজ হয়ে যাবে। কেননা, সালাতের কারণে সকল বিধান ও ইবাদতের প্রতি আগ্রহ এবং নিষিদ্ধ বিষয় ও পাপাচারের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়, যেমন অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং গবেষক উলামায়ে কিরাম ব্যক্ত করেছেন। খ. অসম্ভব নয় যে, উল্লিখিত এতগুলো বিধান শুনে অলস ও ভীরা প্রকৃতির লোক নিজেকে আপারগ মনে করে সাহস হারিয়ে বসবে এবং তার প্রভাব সালাতের মাঝেও প্রকাশ পাবে। যেহেতু সালাতের অনেক শর্ত-শরায়ত ও নিয়ম-কানুন রয়েছে এবং এটা সব সময়ই পালন করতে হয়। কাজেই সালাত সম্পর্কে গুরুত্বারোপ খুবই সময়োপযোগী হয়েছে।

সারকথা, যে ব্যক্তি সালাত কায়েমে যত্নবান থাকবে, তার জন্য অপরাপর জানমাল সংক্রান্ত বিধান পালনও সহজ হয়ে যাবে। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি অন্যান্য বিধানে অবহেলা করবে তার পক্ষে সালাত কায়েমে অবহেলা করাও অসম্ভব নয়।

৭৮. কতেক মৌলিক শিক্ষা : পূর্বের আয়াত সমূহে মুসলিমগণের প্রতি সম্বোধন ছিল **وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا** প্রসঙ্গক্রমে কাফিরদের নিন্দা করা হয়েছিল, যারা উল্লিখিত বিষয়সমূহের বিরুদ্ধাচরণ করত। তারপর আবার মুসলিমগণকে সালাত সম্পর্কে বিশেষ কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়। পূর্বের সাথে এর যোগসূত্র এভাবে যে, ইতিপূর্বে কাফির ও আহলে কিতাবের বিশেষ দু'টি দোষ উল্লেখ করা হয়েছিল। এক. মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা; দুই. নিজের অর্থ মহান আল্লাহর জন্য নয়; বরং লোক দেখানোর ও খ্যাতি অর্জনের জন্য ব্যয় করা। বলা বাহুল্য, প্রথম দোষের কারণ ছিল জ্ঞানের কমতি ও মূর্থতার আধিক্য এবং দ্বিতীয় দোষের কারণ ছিল কু-প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর অনুবর্তন। বোঝা গেল, বিভ্রান্তির বড় কারণ দু'টি। এক. অজ্ঞাতা, যদ্বারা হক-বাতিলের পার্থক্য বুঝে আসে না; দুই. কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ, যার ফলে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য জানা সত্ত্বেও সত্য অনুসারে কাজ করতে পারে না। কেননা, কু-প্রবৃত্তির কারণে ফিরিশ্তাসুলভ গুণ দুর্বল ও পাশবিক শক্তি প্রবল হয়ে যায়। যার পরিণাম হলো ফিরিশ্তা হতে দূরত্ব ও শয়তানের নৈকট্য, যা নানা রকম অপকারের উৎস। কাজেই আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণকে নেশাশস্ত অবস্থায় সালাত আদায়ে নিষেধ করলেন, যেহেতু এটা অজ্ঞতার অবস্থা। তারপর জানাবাত (রেতঃপাত জনিত অপবিত্রতা) অবস্থায়ও সালাত আদায়ে নিষেধ করেছেন, যেহেতু এটা ফিরিশ্তা হতে দূরত্ব ও শয়তানের নৈকট্যের অবস্থা। হাদীসে আছে, যেখানে জানাবাত যুক্ত লোক থাকে, সেখানে ফিরিশ্তা আসে না। আয়াতের অর্থ, হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কুফর ও লোক দেখানোর মনোবৃত্তির মন্দ জানতে পেরেছ এবং এর বিপরিত গুণের সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছ, তখন তার দ্বারা নেশা ও জানাবাতের অবস্থায় সালাত আদায়ের মন্দও অনুধাবন কর। কুফর ও লোক দেখানোর মনোবৃত্তি যে মূল হতে উদ্গত এরও উৎস তাই। কাজেই নেশাশস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যাওয়া উচিত নয়- যাবত না তোমাদের এতটুকু চেতনা ফিরে আসে যার দ্বারা মুখে উচ্চারিত কথা বুঝতে পার। অনুরূপ জানাবাত অবস্থায়ও সালাতের নিকটবর্তী হওয়া উচিত নয়- যতক্ষণ না গোসল করে নাও; বাকি সফর অবস্থার কথা ভিন্ন যা সামনে বর্ণিত হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ হলো সে সময়কার নির্দেশ, যখনও পর্যন্ত মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ হয় নি, হাঁ, নেশাশস্ত অবস্থায় সালাত আদায় নিষেধ হয়েছিল। বর্ণিত আছে, একদল সাহাবী এক দাওয়াতে একত্র হয়েছিলেন। তখনও মদপান নিষিদ্ধ না হওয়ায় তাঁরা

মদপান করেছিলেন। তারপর মাগরিব হলে তারা সালাত আদায়ে রত হন। ইমাম সাহেব সূরা কাফিরানে لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ -এর স্থলে পড়ে ফেললেন। অর্থ সম্পূর্ণ উল্টে গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এখন কারও যদি ঘুমের প্রবল চাপ বা অসুস্থতার কারণে এমন অবস্থা হয়ে যায় যে, সে কী বলে না বলে তার কোন খবর থাকে না, তবে এমতাবস্থায় সালাত জাযিয় হবে না। চেতনা ফিরে আসলে কাযা পড়ে নেবে।

৭৯. তায়াম্মুমের বিধান : গোসল না করা পর্যন্ত জানাবাত অবস্থায় সালাত আদায় না করার আদেশ তখনকার জন্য, যখন কোন ওয়র না থাকে। যদি এমন কোন ওয়র দেখা দেয়, যদ্বরূপ পানি ব্যবহারে অক্ষমতা দেখা দেয় এবং পবিত্রতা অর্জন করাও জরুরী হয়, তখন মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নিলেই যেথেষ্ট। পানি ব্যবহারে অপারগতার তিনটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ক. এমন রোগ-ব্যাধি, যাতে পানি ব্যবহার ক্ষতিকর; খ. সফরকালীন অবস্থা এবং পানি যতটুকু আছে তা দ্বারা অযু করলে পিপাসায় প্রাণান্তের আশংকা রয়েছে, কাছে ধারে পানি পাওয়া যাবে না; গ. পানি বিলকুল নেই-ই। এ পানি না থাকার অবস্থার সাথে পবিত্রতা জরুরী হওয়ার দু'টি অবস্থাও উল্লেখ করা হয়েছে। একটি এই যে, এক ব্যক্তি শৌচস্থান হতে এসেছে, তার অযুর প্রয়োজন। দ্বিতীয়টি এই যে, এক ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে সংগত হয়েছে; তার গোসলের প্রয়োজন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : তায়াম্মুমের পদ্ধতি হলো, প্রথমে পবিত্র মাটির উপর উভয় হাত স্থাপন করবে। তারপর সে হাত সমস্ত মুখে ভালভাবে বুলাবে। তারপর আবার উভয় হাত মাটিতে রেখে কনুই পর্যন্ত তা ভাল করে বুলাবে। মাটি স্বয়ং পবিত্র এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পানির মত অন্যকেও পবিত্র করে। যেমন চামড়ার মোজা, তলোয়ার, কাঁচ ইত্যাদি এবং যে নাপাক মাটিতে পড়ে মাটি হয়ে যায় তাও পাক হয়ে যায়। মুখমন্ডল ও হাতে মাটি বুলানোর দ্বারা বিণয়েরও প্রকাশ ঘটে, যা পাপ মোচনের অন্যতম উপায়। কাজেই মাটি যখন প্রকাশ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার অপবিত্রতা দূর করে, তখন ওয়রের ক্ষেত্রে তাকে পানির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া যেই সুবিধা ও সহজীকরণের উপর তায়াম্মুমের ভিত্তি তারও চাহিদা হলো। তায়াম্মুমের স্থলাভিষিক্ত এমন কোন বস্তুকে করা যা পানির চেয়ে বেশী সহজলভ্য হবে। বলা বাহুল্য, মাটিই সেই সে বস্তু। তা সর্বত্র বিদ্যমান। অধিকন্তু মাটি মানব অস্তিত্বের মূল উপাদান। নিজের মূলে প্রত্যাবর্তন পাপ ও যাবতীয় অপকার্য হতে আত্মরক্ষার জন্য সহায়ক। কাফিররাও কামনা করবে যদি কোন উপায়ে মাটিতে মিশে যেতে পারত, যেমন পূর্বেই আয়াতে বলা হয়েছে।

(৬৬) أَكُم تَرَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ

نَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۝

(৬৭) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝

৪৪. তুমি কি তাদের দেখনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে, তারা বিভ্রান্তি ক্রয় করে এবং কামনা করে, যাতে তোমরা পথ হারিয়ে যাও।

৪৫. আল্লাহ তোমাদের দুশমনদের ঢের জানেন। অভিভাবকরূপে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ৮১

৮০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজন কালে তায়াম্মুমের অনুমতি দিয়েছেন এবং মাটিকে পানির স্ত্রাভিষিক্ত করেছেন। কেননা, তিনি সহজকর্তা ও মোচনকারী এবং বান্দার অপরাধ মার্জনাকারী। তিনি আপন বান্দার লাভ ও সুখ-শান্তি চান। বোঝা যায়, নেশা অবস্থায় সালাতে যে আয়াতকে, যা পড়া হয়েছিল তাও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। ফলে এ উৎকর্ষ আর বাকি থাকল না যে, ভবিষ্যতে তো এ অবস্থায় সালাতে রত হব না, কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে তার কী হবে? হয়ত সে জন্য শাস্তি পেতে হবে।

৮১. ইয়াহুদীদের অপকার্য ও ধোঁকাবাজী : এ আয়াতগুলোতে ইয়াহুদীদের কিছু অপকার্য ও ধোঁকাবাজীর উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা তাদের বিভ্রান্তি ও কুফর সম্পর্কে খোদ তাদেরকে এবং সেই সাথে অন্যদেরকেও অবহিত করা উদ্দেশ্য। যাতে অন্যরা তাদের থেকে দূরে থাকে। কাজেই فَخُورًا (হতে) اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا পর্যন্ত ইয়াহুদীদের চরিত্রই বিধৃত হয়েছে। মাঝখানে প্রসঙ্গক্রমে নেশা ও জানাবাত অবস্থায় সালাত আদায় নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর পুনরায় তাদের দুর্বৃত্তি উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াহুদীরা কিতাবের কিছু অংশ লাভ করে। অর্থাৎ কিতাবের শব্দাবলী। যেই আমল ছিল মূল উদ্দেশ্য তা হতে তারা কিছুই পায়নি। তারা বিভ্রান্তি ক্রয়ে তৎপর। শেষ নবীর অবস্থা ও গুণাবলী পার্থিব হীন স্বার্থ তথা সম্মান ও উৎকোচের বিনিময়ে গোপন করত এবং জেনেগুনে অস্বীকার করত। তারা চাইত মুসলিমরাও পুনরায় দীন থেকে বিচ্যুত হোক। হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের ভাল করে চেনেন। তোমরা তেমন কিছুতেই জানতে পার না। তাই আল্লাহ পাক যা বলেন, তাকে নিশ্চিত জ্ঞান কর এবং তাদের পরিহার করে চল। আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ হতে

(৬১) مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَحْرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيْتَ بِالسِّنْتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ هَادُوا أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَاطْعْنَا وَاسْمِعْ وَانْظُرْنَا لَكَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ۚ وَ لَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৪৬. ইয়াহুদীদের মধ্যে কতক লোক কথাকে তার যথাস্থান হতে নাড়াচাড়া করে^{৮২} এবং বলে, আমরা শুনলাম, মানলাম না।^{৮৩} আর বলে, শোন তোমাকে না শোনানোর মত।^{৮৪} আরও নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য^{৮৫} করে বলে ‘রাইনা’।^{৮৬} যদি তারা বলত আমরা শুনলাম ও মানলাম এবং শোন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর, তবে তাদের পক্ষে উত্তম ও মঙ্গল হত। কিন্তু আল্লাহ তাদের কুফরীর কারণে তাদের প্রতি লা‘নত করেছেন। কাজেই তারা অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।^{৮৭}

বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট। কাজেই শত্রুদের পক্ষ হতে এ রকমের আশংকা করো না। দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।

৮২. অর্থাৎ ইয়াহুদীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তাওরাতে অবতীর্ণ মহান আল্লাহর বাণীকে যথাস্থান হতে রদবদল করে ফেলে, অর্থাৎ শাব্দিক ও অর্থগত বিকৃতি সাধন করে।

৮৩. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাদেরকে কোন হুকুম শোনাতেন, তখন তারা জবাবে বল, “আমরা শুনলাম” অর্থাৎ গ্রহণ করলাম, কিন্তু নিম্নস্বরে বলত, “মানলাম না।” অর্থাৎ আমরা শুধু কানে শুনেছি, অন্তরে মানিনি।

৮৪. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শানে ইয়াহুদীদের বেয়াদবী : ইয়াহুদীরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সম্বোধন করত তখন বলত, শোন, তোমাকে না শোনানোর মত। অর্থাৎ এমন কথা বলত, যার দু’টি অর্থ হয়। এক অর্থ হিসেবে দু’আর বা সম্মান হয়, অন্য অর্থ হিসেবে হয় বদদু’আ বা অসম্মান। তাই, এ বাক্য বাহ্যত দু’আই বটে। এর অর্থ, তুমি সর্বদা বিজয়ী ও সম্মানী থাক। কেউ তোমাকে যেন মন্দ ও খারাপ কিছু শোনাতে না পারে, কিন্তু অন্তরে ছিল, তুমি বধির হয়ে যাও।

৮৫. অর্থাৎ ইয়াহুদীরা হযরতের দরবারে আসলে বলত ‘রাইনা’। এরও দুই অর্থ। একটি ভাল, অপরটি মন্দ। সূরা বাকারায় যার ব্যাখ্যা বলে গেছে। ভাল অর্থ তো এই যে, আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন ও মমতাসীল হউন, যাতে তোমার কথা বুঝতে পারি

(৬৭) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْفِئَ وَجُوهًا فَزَرَّدَهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

৪৭. হে কিতাবধারীগণ! তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থকরূপে যে কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আন- তোমাদের মুখমন্ডলসমূহ বিকৃত করত তা পিছন দিকে উল্টিয়ে দেওয়ার পূর্বে অথবা শনিবার দিবস-সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে যেরূপ লা'নত করেছি তদ্রূপ তাদেরকে লা'নত করার পূর্বে। আর আল্লাহর আদেশ তো কার্যকর হয়েই থাকে। ৮৮

এবং কিছু জিজ্ঞাসার থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারি। মন্দ অর্থ, ইয়াহুদীদের ভাষায় এটা একটা অপমানজনক শব্দ। বা তারা দীর্ঘ মাত্রায় 'রাঈনা' বলত। অর্থ হত তুমি আমাদের রাখাল। এটা ছিল তাদের দুষ্ট চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। তারা জানত হযরত মুসা (আ.) ও অন্যান্য নবীগণ ছাগল চরানোর কাজ করেছেন।

৮৬. অর্থাৎ ইয়াহুদীরা এসব শব্দকে নিজেদের কথার সাথে এভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে বলত, যদ্বারা শ্রোতা ভাল অর্থই বুঝে নিত, খারাপ অর্থের দিকে খেয়ালই যেত না, কিন্তু তারা অন্তরে মন্দ অর্থ পোষণ করত। তারপর তারা দীন সম্পর্কে এ দোষ বের করত যে, এই লোক সত্যিকারের নবী হলে আমাদের প্রতারণা অবশ্যই বুঝে ফেলত, আল্লাহ তা'আলা তাদের সে ছল-চাতুরী উন্মোচন করে দিয়েছেন।

৮৭. ইয়াহুদীরা মূলত ভালমন্দের জ্ঞান শূণ্য : আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের তিনটি কথা নিন্দনীয় সাব্যস্ত হবার পর তাদেরকে তিরস্কার করে উপদেশ দিয়েছেন যে, তারা যদি 'عَصَيْنَا' (মানলাম না)-এর স্থলে 'أَطَعْنَا' (মানলাম), 'إِسْمَعِ غَيْرَ مُسْمِعٍ' (শোন, তোমাকে না শোনানোর মত)-এর স্থলে শুধু 'إِسْمَعِ' (শোন) এবং 'رَاعِنَا' (আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর) বলত তবে তাদের পক্ষে উত্তম হত এবং কথাও সরল ও সঠিক হত। সেই সঙ্গে ওসব শব্দ দ্বারা ছলনা করে অন্তরে যে খারাপ অর্থ গ্রহণ করত, তাদের সে সুযোগও হত না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে আপন রহমত ও হিদায়াত হতে বিতাড়িত করেছেন। তাই, তারা সরল ও কল্যাণকর কথা বুঝতে পারে না এবং ঈমানও আনে না। হাঁ, তাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক লোক তাদের এসব অপকার্য ও ছল-চাতুরী হতে দূরে ছিল। ফলে, তারা মহান আল্লাহর লা'নত হতে নিরাপদ থাকে। তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) ও তাঁর সাথীবর্গ।

(৬৮) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْبًا عَظِيمًا ۝

(৬৯) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর শরীক স্থির করে। এছাড়া যাবতীয় গুনাহ যা ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীক স্থির করল, সে মহা পাপ করল। ৮৯

৪৯. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ বলে। বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করেন। এবং তাদের প্রতি সূতা বরাবরও যুল্ম করা হবে না। ৯০

৮৮. পূর্বের আয়াত সমূহে ইয়াহুদীদের বিভ্রান্তি ও বিভিন্ন অপকীর্তি তুলে ধরার পর এবার তাদেরকে সম্বোধন করে ঈমান ও কুরআনে বিশ্বাসের আদেশ করা হয়েছে এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে, হে কিতাবীগণ! তোমরা কুরআনের প্রতি ঈমান আন, যার বিধান তাওরাতের সমর্থন ও প্রত্যায়ন করে। তোমরা ঈমান আন তার পূর্বে যে, আমি তোমাদের মুখমন্ডলের নিদর্শন চোখ, নাক ইত্যাদি মুছে ফেলব অর্থাৎ তোমাদের চেহারা বিকৃত করে ফেলব এবং তা পিঠের দিকে ঘুরিয়ে দেব। অর্থাৎ চেহারাকে একাকার করে পশ্চাদিকে এবং নিতম্বকে সম্মুখ দিকে ঘুরিয়ে দেব অথবা শনিবার দিবস-সংশ্লিষ্ট লোকদের মত তোমাদেরকে বিকৃত করে জন্তু বানিয়ে দেব। শনিবার দিন-সংশ্লিষ্ট লোকদের ঘটনা সূরা আ'রাফে আসবে।

৮৯. অর্থাৎ মুশরিকদের কখনই ক্ষমা করা হয় না; বরং তাদের শাস্তি স্থায়ী। হাঁ, শিরক ব্যতীত যে সব পাপ আছে, তা সগীরা হোক, কি কবীরা সবই ক্ষমাযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা যাকে ক্ষমা করতে চান তার সগীরা-কবীরা সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন। কখনও সামান্য শাস্তি দিয়ে, কখনও বিনা দণ্ডে। ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইয়াহুদীরা যেহেতু কুফর ও শিরকে লিপ্ত, তাই তারা যেন ক্ষমার আশা না রাখে।

৯০. অর্থাৎ ইয়াহুদীরা এত কিছু অপকীর্তি সত্ত্বেও নিজেদেরকে পাক-পবিত্র বলে বেড়ায়। এমনকি নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র বলে দাবী করে। যা নিতাস্তই অমূলক ও ভিত্তিহীন কথা। বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা পবিত্র ও সম্মানিত করেন। ইয়াহুদীদের বলার দ্বারা কিছুই হতে পারে না। আর এই মিথ্যা বড়াইকারীদের প্রতি বিন্দুমাত্র যুল্মও করা হবে না। অর্থাৎ তারা তাদের অন্তর্হীন শাস্তিতে নিঃপতিত থাকবে। অন্যায় শাস্তি তাদেরকে আদৌ দেওয়া হবে না।

- (৫০) أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهٖ إِثْمًا مُّبِينًا ۝
- (৫১) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۝
- (৫২) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝

৫০. দেখ, তারা কী ভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। প্রকাশ্য ও পাপ হিসেবে এটাই যথেষ্ট। ৯১
৫১. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ লাভ করেছে, তারা দেব-দেবী ও শয়তানকে মান্য করে এবং কাফিরদের বলে, মুসলিমদের চেয়ে এরাই বেশী সঠিক পথে আছে। ৯২
৫২. এরাই তারা যাদের প্রতি আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। আর যার প্রতি আল্লাহ্ লা'নত করেন, তুমি তার কোন সাহায্যকারী পাবে না। ৯৩

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ইয়াহুদীরা বাছুর পূজা করত এবং হযরত উযায়র (আ.)-কে মহান আল্লাহর ছেলে বলত। তারা যখন পূর্ববর্তী আয়াত **إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْغُرُ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ** গুনল, তখন বলতে লাগল, আমরা তো মুশরিক নই। আমরা মহান আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা ও নবীজাদা, নবুওয়্যাত আমাদের উত্তরাধিকার। তাদের এ বড়াই আল্লাহর পসন্দ হল না। তাই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

৯১. অর্থাৎ কী আশ্চর্য! তারা আল্লাহর প্রতি কী রূপ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে! কুফর ও শিরকে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে প্রচার করে এবং তাঁর নিকট সমাদৃত বলে দাবী করে। ঘোর পাপী হওয়ার জন্য এ জঘন্য অপবাদই যথেষ্ট।

৯২. ইয়াহুদীদের ইতর স্বভাব ও অপকীর্তি : এ আয়াতেও ইয়াহুদীদের ইতর স্বভাব ও অপকার্য তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি তাদের আক্রোশ ক্রমে বেড়েই চলল। অবশেষে তারা মক্কার মুশরিকদের সাথে মিলিত হল ও তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হল। এমন কি তাদের মনোরঞ্জনের লক্ষ্যে দেব-দেবীরও সম্মান করতে লাগল। তারা তাদের বলল, তোমাদের দীন মুসলিমগণের দীন অপেক্ষা উত্তম। এর কারণ কেবল এই হিংসা যে, নবুওয়্যাত ও ধর্মীয় নেতৃত্ব আমরা ছাড়া অন্যরা কেন লাভ করবে? এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অভিযুক্ত করছেন। এ আয়াতে তারই উল্লেখ।

- (৫৩) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝
 (৫৪) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا
 آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُمْ مَّلَكًا عَظِيمًا ۝
 (৫৫) فَبَيْنَهُمْ مِّنْ أَمَنٍ بِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۖ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝

৫৩. তা হলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ আছে, তা হলে তো তারা মানুষকে এক কপর্দকও দেবে না।^{৯৪}
 ৫৪. না কি তারা মানুষকে হিংসা করে আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দিয়েছেন তজ্জন্য। তা আমি তো ইব্রাহীমের খান্দানকে কিতাব ও জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য।^{৯৫}
 ৫৫. তারপর তাদের কতক তাতে বিশ্বাস করেছিল এবং কতক তা হতে দূরে সরে থেকে ছিল। জাহান্নামের আগুনই দগ্ধ করার জন্য যথেষ্ট।^{৯৬}

৯৩. অর্থাৎ এই যারা আহলে কিতাব হয়েও হীন ব্যক্তি স্বার্থের কারণে দেব-দেবীর সম্মান করল ও কুফরী তরীকাকে ইসলামী তরীকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে সাক্ষী দিল। তাদের প্রতি মহান আল্লাহর লা'নত। আল্লাহ যার প্রতি লা'নত করেন দুনিয়া ও আখিরাতে কেউ তার সাহায্য করতে পারে না। কাজেই সাহায্য লাভের আশায় তারা মক্কা শরীফের মুশরিকদের সাথে যে ঐক্য করল তা সম্পূর্ণই অর্থহীন। কে না জানে ইয়াহুদীদেরকে ইহজগতে অপারিসীম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। আখিরাতেও কঠিন শাস্তিতে তারা নিঃপতিত থাকবে।

৯৪. ইয়াহুদীদের ধারণা নবুওয়্যাত তাদের একচেটিয়া অধিকার : ইয়াহুদীরা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী মনে করত নবুওয়্যাত ও ধর্মীয় নেতৃত্ব আমাদের উত্তরাধিকার এবং আমাদেরই জন্য শোভন। তাই আরবী নবীর অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করত। তারা বলত, শেষ পর্যন্ত রাজত্ব আমাদেরই হাতে আসবে। মাঝখানে ক'দিনের জন্য অন্যদের হাতে গেলে কোন দোষ নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। বলা হয়েছে, রাজত্বে কি ইয়াহুদীদের কোন অংশ আছে কখনই নয়? তারা রাজ-ক্ষমতার মালিক হলে মানুষকে এক কপর্দকও দেবে না। অর্থাৎ তারা এত কৃপণ যে রাজকোষ হতে অভাবীদেরকে তিল বরাবার কিছু দেবে না।

(৫৬) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلْبًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ
بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝
(৫৭) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَنْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا
ظِلِيلٌ ۝

৫৬. নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, সত্বর আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। ৯৭ যখনই তাদের চামড়া দগ্নীভূত হবে, আমি তাদেরকে এর বদলে অন্য চামড়া দান করব, যাতে তারা শাস্তি আন্বাদন করতে থাকে। ৯৮ নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ৯৯
৫৭. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয়ই তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব উদ্যানে, যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। তাদের জন্য তাতে রয়েছে পবিত্র স্ত্রী। এবং আমি তাদেরকে দাখিল করব ঘন ছায়ায়। ১০০

৯৫. অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি মহান আল্লাহ অনুগ্রহ দেখে কি ইয়াহুদীরা হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছে? তা হলে সে তো তাদের চরম অর্বাচীনতা। কেননা, আমি ইব্রাহীমের বংশধরদের মাঝে কিতাব, জ্ঞান ও বিশাল রাজত্ব দান করেছি। এতদসত্ত্বেও ইয়াহুদীরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়্যাত ও সম্মানের প্রতি কী করে বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করতে পারে? তিনিও তো ইব্রাহীমেরই বংশধর।

৯৬. অর্থাৎ ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধরগণের মাঝে আল্লাহ তা'আলা হামেশাই সম্মান দিয়ে আসছেন। এখনও তা সেই বংশেই আছে। কাজেই অহেতুক হিংসায় যদি কেউ তা অস্বীকার করে, তবে তাকে দগ্নীভূত করার জন্য জাহান্নামের আগুনই যথেষ্ট।

৯৭. পূর্বের আয়াতে মু'মিন ও কাফিরের উল্লেখ ছিল। এবার একটি মূলনীতি হিসেবে সাধারণভাবে মু'মিন ও কাফিরদের প্রতিদান ও শাস্তি তুলে ধরা হয়েছে। যাতে ঈমানের প্রতি পূর্ণ উৎসাহ প্রদান ও কুফর হতে সতর্কীকরণ হয়ে যায়।

৯৮. অর্থাৎ কাফিরদের শাস্তি যাতে লাঘব না হতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের চামড়া দগ্নীভূত হতেই নতুন চামড়া বদলে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তারা অনন্তকাল সমান শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

(৫৮) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানতকে
তার হকদারের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন মানুষের মাঝে বিচার
নিষ্পত্তি কর, তখন ইনসাফের সাথে বিচার কর।^{১০১} আল্লাহ
তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্ব
দ্রষ্টা।^{১০২}

৯৯. অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী। কাফিরদেরকে
এরূপ শাস্তি দিতে তাঁর কোন বেগ পেতে হবে না। তিনি প্রজ্ঞাময়ও বটে। এরূপ
শাস্তিদান সম্পূর্ণই যুক্তিযুক্ত।

১০০. অর্থাৎ মু'মিন সর্বদা জান্নাতে থাকবে। তারা এমন স্ত্রী পাবে যারা রজস্রাব
ও অন্যান্য অশুচী হতে পাক-পবিত্র থাকবে। আর তাদেরকে ঘন ছায়াতলে প্রবেশ
করানো হবে। ফলে সূর্যের তাপ হতে নিরাপদ থাকবে।

১০১. ইয়াহুদীদের চরিত্র ছিল আমনতে খেয়ানত করা এবং বিচার নিষ্পত্তিতে
এক পক্ষ হতে ঘুষ খেয়ে তাদের তরফে অন্যায় ফয়সালা দেওয়া। এ আয়াতে
মুসলিমগণকে উভয় অপকার্যে বারণ করা হয়েছে। বর্ণিত আছে, মক্কা শরীফ বিজয়ের
দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) কা'বা ঘরের ভিতর প্রবেশ করতে চাইলেন। কিন্তু কা'বা ঘরের
চাবি রক্ষক উসমান ইব্ন তালহা চাবি দিতে অস্বীকার করলেন। হযরত আলী (রা.)
তার থেকে জোরপূর্বক তা নিয়ে আসলেন এবং কা'বার দরজা খুলে দিলেন। তিনি
কাজ সেরে যখন বের হয়ে আসলেন, তখন হযরত আব্বাস (রা.) আবেদন করলেন,
চাবি আমাকে দেওয়া হোক। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। কাজেই
কা'বার চাবি উসমান ইব্ন তালহা (রা.)-কেই দিয়ে দেওয়া হল।

১০২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে আমানত আদায় ও ন্যায় বিচারের
আদেশ করেছেন এর মাঝে তোমাদের শুধু উপকারই নিহিত। তিনি তোমাদের
প্রকাশ্য, গোপন এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত বিশেষ
কোন ক্ষেত্রে যদি তোমরা আমানত আদায় ও ন্যায় বিচারে উপকার লক্ষ্য না কর তবে
মহান আল্লাহর আদেশের বিপরীতে তার কোন গুরুত্ব নাই।

(৫৭) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

৫৭. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল ও তোমাদের মধ্যকার নেতৃবর্গের আনুগত্য কর। ১০৩ কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে তা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ন্যস্ত কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখ। ১০৪ এটাই উত্তম এবং এর পরিণতি খুবই ভাল। ১০৫

১০৩. পূর্বের আয়াতে শাসকদেরকে ন্যায় বিচারের আদেশ করা হয়েছিল। এবার অন্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন শাসকদের অনুগত হয়। বোঝা গেল, শাসকের আনুগত্য তখনই জরুরী হয়, যখন তারা সত্যশ্রয়ী হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ইসলামী শাসক, বাদশাহ, প্রাদেশিক গভর্নর, বিচারক, সেনাপতি তথা যে কোন পদস্থ ব্যক্তির আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত অপরিহার্য, যতক্ষণ তারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপরীত আদেশ না করবে। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-বিরোধী কোন আইন জারী করলে তা কস্মিনকালেও মানা যাবে না।

১০৪. মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালা মানা ফরয : তোমাদের ও নেতৃবন্দের মাঝে যদি এ নিয়ে মত বিরোধ হয় যে, নেতার এ আদেশ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের পক্ষে না বিপক্ষে। তা হলে মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতকে সামনে রেখে তার সমাধান কর এবং দেখ সে আদেশ প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম-অনুযায়ী, না তার বিরুদ্ধে। যখন কোন একটা সাব্যস্ত হয়ে যাবে, তখন সেটাকেই সর্ব-সম্মতিক্রমে স্বীকৃত ও শিরোধার্য মনে করতে হবে এবং সকল বিরোধের অবসান ঘটতে হবে- যদি তোমরা মহান আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে থাক। কেননা মহান আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে যার ঈমান আছে, সে অবশ্যই মতবিরোধের সময় মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের শরণাপন্ন হবে এবং তাঁর আদেশ লংঘনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে ভয় করবে। বোঝা গেল, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ উপেক্ষা করে সে মুসলিম নয়। কাজেই বিবদমান দুই মুসলিমের একজন যদি প্রস্তাব করে, চলো আমরা শরী'আতের শরণাপন্ন হই, অপরজন বলে আমি শরী'আত বুঝি না বা শরী'আত দিয়ে আমার কাজ নেই, তবে নিঃসন্দেহে তাকে কাফিরই বলা হবে।

(৬০) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يَرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۝ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝

৬০. তুমি কি তাদের দেখনি, যারা দাবী করে যে, তারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছে, তারা শয়তানের নিকট বিচার প্রার্থী হতে চায়, অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে সুদূর বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করতে। ১০৬

১০৫. অর্থাৎ পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও মত বিরোধকে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ছেড়ে দেওয়া এবং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা কল্যাণজনক কাজ। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করা বা নিজের মত অনুযায়ী ফয়সালা করার চেয়ে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শরণাপন্ন হওয়ার পরিণতি অনেক ভাল।

১০৬. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফয়সালা না মানার পরিণতি ৪ বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে ইয়াহুদীরা পক্ষপাত ও উৎকোচে অভ্যস্ত ছিল। এ কারণে, মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও কপট প্রকৃতির লোক নিজেদের মামলা-মুকদ্দমা ইয়াহুদী পণ্ডিতদের কাছে নিয়ে যাওয়া পসন্দ করত, যেহেতু তারা তাদের খাতির করত। এরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে বিচার প্রার্থী হয়ে আসাকে মোটেই পসন্দ করত না। কারণ, তিনি তো সত্যেরই পক্ষপাতিত্ব করবেন, কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়। একবার মদীনায় এই ইয়াহুদী ও এক কপট মুসলিমের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। ইয়াহুদীর দাবী ন্যায়সঙ্গত ছিল। কাজেই, সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে বিচার প্রার্থী হতে চাইল। মুনাফিক লোকটি বলল, তার চেয়ে কা'ব ইব্ন আশরাফের কাছে চল। কা'বা ছিল ইয়াহুদী পণ্ডিত ও তাদের নেতা। শেষ পর্যন্ত উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটে মুকদ্দমা নিয়ে হাযির হল। তিনি ইয়াহুদীর পক্ষে রায় দিলেন। তারা বের হয়ে আসলে পরে মুনাফিক লোকটি বলল, আচ্ছা চল উমরের কাছে যাই। তিনি যে ফয়সালা দিবেন সেটাই চূড়ান্ত। সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফয়সালায় খুশী হতে পারল না। হয়ত সে মনে করে থাকবে, আমি যেহেতু ইসলামের দাবীদার, তাই উমর (রা.) আমার পক্ষেই ফয়সালা দেবেন। হয়ত উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে মদীনায় বিচার-আচার করতেন। তারা দু'জন হয়ত উমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হল। তিনি যখন তাদের বক্তব্য শুনলেন এবং ইয়াহুদীর বিবরণ দ্বারা এটাও জানতে পারলেন যে, এ মুকদ্দমা হয়তের কাছে দায়ের হয়েছিল, তিনি ইয়াহুদীর পক্ষে রায় দিয়েছেন, তখন তিনি মুনাফিককে

(৬১) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ مَرَأَيْتَ
الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۝

(৬২) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۝

৬১. যখন তাদের বলা হল, এসো আল্লাহ্ যে বিধান নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন তুমি মুনাফিকদের দেখলে তোমার নিকট হতে দ্রুত সটকে পড়ছে। ১০৭
৬২. তখন কী অবস্থা হবে যখন তাদের কতৃকর্মের জন্য তাদের কোন মুসীবত হবে? তারপর তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে তোমার নিকট আসবে যে, আমাদের কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য ছিল না। ১০৮

হত্যা করলেন এবং বললেন, এমন বিচারকের রায়ও যে মানবে না, তার ফয়সালা এটাই। মুনাফিকের ওয়ারিশান হযরতের দরবারে হাযির হয়ে উমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে হত্যার দাবী তুলল। তারা শপথ করে বলল, উমর (রা.)-এর নিকট সে কেবল এ উদ্দেশ্যেই গিয়েছিল, যাতে তিনি তাদের দু'জনে মাঝে আপোস-রফা করে দেবেন। হযরতের ফয়সালা রদ করা তার কাম্য ছিল না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতে প্রকৃত সত্য তুলে ধরা হয়। তখনই হযরত উমর (রা.)-এর উপাধি হয় 'আল-ফারুক'।

১০৭. অর্থাৎ কোন বিবাদ সম্পর্কে যদি মুনাফিকদের বলা হয় যে, আল্লাহ্ যে বিধান নাযিল করেছেন সে দিকে এসো এবং তাঁর রাসূলের সম্মুখে মুকদ্দমা দায়ের কর, তা হলে বাহ্যত ইসলামের দাবীদার হওয়ার কারণে সাফ নিষেধ তো করতে পারে না, কিন্তু তাঁর সম্মুখে হাযির হওয়া ও মহান আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী চলা থেকে পাশ কাটিয়ে চলে। চেষ্টা করে যাতে কোন কৌশলে সেখানে উপস্থিত না হয়ে পারে এবং তাদের মন মত স্থানে গিয়ে বিচার প্রার্থী হতে পারে।

১০৮. অর্থাৎ এসব কিছু তো হল, কিন্তু এ সব মুনাফিক সেই সময় কী করবে, যখন তাদের উপর তাদের কতৃকর্মের শাস্তি নিঃপতিত হতে শুরু করবে? অর্থাৎ বিবাদ-নিষ্পত্তির ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র পিয়ারা রাসূলের নিকট না এসে তারা যে অন্যত্র পালিয়ে বেড়ায়, যখন এ কারণে তাদের উপর আযাব আসা শুরু হবে তখন এসব মুনাফিক এ ছাড়া আর কী করতে পারবে যে, রাসূলের খেদমতে এসে শপথ তাকসীরে উসমানী — ৫২

(৬৩) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝

(৬৪) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝

৬৩. এরাই তারা, যাদের মনের কথা আল্লাহ জানেন। কাজেই তুমি তাদের উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে উপদেশ দাও ও তাদের ব্যাপারে তাদের সাথে কাজের কথা বল।^{১০৯}

৬৪. আমি কোন রাসূল পাঠাইনি, এ উদ্দেশ্য ব্যতীত যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর অনুগত হবে। যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে, তখন যদি তারা তোমার নিকট আসত এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে অবশ্য তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল পরম দয়ালু পেত।^{১১০}

করতে থাকবে, আমরা তো হযরত উমরের (রা.) নিকট এ অভিপ্রায়েই গিয়েছিলাম যে, তিনি হযরত আমাদের মাঝে আপোস-রফা করে দেবেন। রাসূলের ফয়সালা উপেক্ষা করা ও প্রাণ বাঁচানো আমাদের আদৌ লক্ষ্য ছিল না।

১০৯. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের পূর্বের শপথ ও অজুহাতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন যে, মুনাফিকরা যা কিছু কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছে, তা বলতে দাও। তাদের মনের অবস্থা আল্লাহ পাক খুব জানেন। অর্থাৎ তাদের মিথ্যাচার ও কপটতা সবিশেষ জ্ঞাত। কাজেই আপনি ও মহান আল্লাহর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তাদের ক্রিয়া-কান্ড উপেক্ষা করে চলুন। তাদের কথাবার্তার কোন পরওয়া করবেন না। তবে তাদেরকে উপদেশ দান করা ও কাজের কথা বলে দিতে কখনই ত্রুটি করবেন না এবং তাদের হিদায়াত নসীব হবার ব্যাপারে নিরাশ হবেন না।

১১০. নবী ও রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য : আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের প্রতি যে রাসূলই প্রেরণ করেন, তা কেবল এজন্যই যে, মানুষ মহান আল্লাহর আদেশে তাঁর অনুগত হবে। কাজেই এদের তো কর্তব্য ছিল প্রথমেই রাসূলের নির্দেশ নির্দিষ্টায় সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া। যদি পাপ ও অন্যায় করার পরও তারা সতর্ক হয়ে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাদের মার্জনার জন্য দু'আ

(৬৫) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

(৬৬) وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيلًا ۝

৬৫. কাজেই শপথ আপনার প্রতিপালকের, তারা মু'মিন হতে পারবে না- যাবত না তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে আপনাকে ন্যায়-বিচারক মনে করবে, তারপর তাদের মনে আপনার ফয়সালা সম্বন্ধে কোন দ্বিধাবোধ না করবে ও তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবে। ১১১

৬৬. যদি তাদেরকে আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেদের প্রাণ নাশ কর অথবা আপন ঘর-বাড়ী ছেড়ে বের হয়ে পড়, তবে তারা এটা করত না- তাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া। তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়, তা যদি পালন করত, তবে অবশ্যই তাদের ভাল হত এবং দীনে অধিক স্থিরতাদায়ক হত। ১১২

করতেন, তা হলে আল্লাহ্ পাক তাদের তাওবা কবুল করে নিতেন, কিন্তু তারা তো এ গযব করল যে, প্রথমেই রাসূলের আদেশ হতে, যা কিনা মহান আল্লাহুরই আদেশ ছিল হটে গেল। তারপর তার শাস্তি যখন তাদের উপর নিপতিত হল, তখনও সতর্ক হয়ে তাওবা করল না বরং মিথ্যা শপথ ও মনগড়া অজুহাত প্রদর্শন করতে লাগল। এসব লোকের মাগফিরাত কী করে হতে পারে?

১১১. অর্থাৎ মুনাফিকরা কী অবান্তর চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত এবং তারা কী রূপ অর্থহীন ছল-চাতুরী দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি করার আকাংখী। তাদের ভাল করে জেনে রাখা উচিত, আমি শপথ করে বলছি, যাবত এরা হে রাসূল! নিজেদের ছোট-বড়, দৈহিক, বৈষয়িক যাবতীয় বিবাদ-বিসম্বাদে আপনাকেই এমন বিচারক ও ন্যায়কর্তা মনে না করবে যে, আপনার সিদ্ধান্তে তাদের মনে কোনরূপ অসন্তোষ ও দ্বিধা ঠাই পাবে না এবং আপনার প্রতিটি আদেশকে সর্বান্তঃকরণে মেনে না নেবে, তাবত এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না। এবার যা করার তা যেন চিন্তা-ভাবনা করেই করে।

(৬৭) وَإِذَا أَرَأَيْتَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۝

(৬৮) وَلَهْدَيْنُهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

(৬৯) وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝

৬৭. এবং তখন আমি অবশ্যই তাদেরকে নিজের পক্ষ হতে মহা প্রতিদান দিতাম

৬৮. এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করতাম।

৬৯. যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তাদের অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণগণের সাক্ষী। অতি উত্তম তাদের সাহচর্য।^{১১৩}

১১২. অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ তা'আলাই সকলের প্রাণের মালিক, সেহেতু তাঁর নির্দেশে তো কারও প্রাণ দানেও বিলম্ব করা উচিত নয়। কাজেই তিনি প্রাণ বিসর্জন বা দেশত্যাগের নির্দেশ দিলে যেমন বণী ইসরাঈলকে দিয়েছিলেন, তবে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক পাক্কা মু'মিন ছাড়া কেউ তা পালন করত না। এসব মুনাফিক এরূপ নির্দেশ কী করে পালন করবে। তাদের বোঝা উচিত, তাদেরকে আমি যে আদেশ দেই, তা কেবল তাদের মঙ্গল ও কল্যাণেরই জন্য। না তাদেরকে প্রাণনাশের আদেশ করা হয়েছে না দেশ ত্যাগের। তারা এসব সহজ বিধানাবলীই যদি মেনে বলে, তবে তাদের নিফাক ও কপটতা দূরীভূত হয়ে যাবে এবং তারা নিষ্ঠাবান মু'মিন হতে পারবে। কিন্তু আফসোস, তারা বোঝে না। বর্তমান অবস্থাকে তারা মূল্যায়ন করে না যে, সামান্য মেহনতেই তাদের দীন-দুনিয়া সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে।

১১৩. চার শ্রেণীর লোক উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ : নবী : যাঁর প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী আসে, তথা প্রকাশ্যে ফিরিশ্তা এসে মহান আল্লাহর বাণী পৌঁছান। সিদ্দীক : যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নবীর নিকট আগত বাণী ও বিধানকে সত্য বলে স্বীকার করে ও বিনা দলীলে তা মেনে নেয়। শহীদ : যে ব্যক্তি নবীর আদেশে জীবন-প্রাণ সবই অকাতরে বিলিয়ে দেন। সালিহ : সৎকর্মপরায়ণ সে ব্যক্তি যার জন্মই হয়েছে সৎ স্বভাবের উপর, যে নিজের দেহমনকে সর্ব প্রকার মন্দ কাজ হতে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে। এ চার শ্রেণীর লোক উম্মাতের অবশিষ্ট লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বাকি যে সব মু'মিন মর্যাদায় এদের সমান নয়, তারা যদি মহান আল্লাহ

(৭০) ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝

(৭১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جُمِيعًا ۝

৭০. এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ, জ্ঞানীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। ১১৪

৭১. হে মু'মিনগণ, তোমরা আত্মরক্ষার জন্য আত্মসংরক্ষণ কর এবং অভিযানে বের হও বিভিন্ন দলে কিংবা সকলে একত্রে। ১১৫

ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে চলে, তবে তাদেরকেও এঁদের মধ্যে शामिल করে নেওয়া হবে। এঁদের সাহচর্য খুবই সৌভাগ্য ও সম্মানের বিষয়। কেউ যেন এটাকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ আয়াতে ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, এতক্ষণ যে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা চলছিল তারা এ চার শ্রেণী সঙ্গ ও সাহচর্য হতে বঞ্চিত থাকবে।

১১৪. অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মান্যকারীদের জন্য নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহগণের সাহচর্য লাভ মহান আল্লাহর অতি বড় অনুগ্রহ ও তাঁর শুধুই মেহেরবানী তাঁর আনুগত্যের বিনিময় নয় আদৌ। মুনাফিকরা এর থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। জ্ঞান ও খোঁজ-খবর রাখার ব্যাপারে মহান আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মু'মিন ও মুনাফিক এবং প্রত্যেক অনুগত বান্দার আনুগত্যের মাত্রা ও তার প্রকৃত পাওনা এবং অনুগ্রহ লাভের পরিমাণ সবই বিস্তারিত জানেন। কাজেই, এসব বিষয় সুবিস্তৃত ও সুদীর্ঘ ভেবে কেউ যেন মহান আল্লাহর ওয়াদা পূরণের সম্ভাব্যতায় সংশয় না করে।

১১৫. নাযিলের প্রেক্ষিত ও আত্মরক্ষার উপায় : এখানে থেকে জিহাদের আলোচনা। পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহগণের সাহচর্য লাভে ধন্য হবে। মহান আল্লাহর বিধানাবলীর মধ্যে জিহাদের বিষয়টি যেহেতু অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য বিশেষত মুনাফিকদের জন্য, যাদের কথা উপরে এ যাবত আলোচিত হয়ে আসছে, তাই এর আদেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে যে কেউ নবী-সিদ্দীকগণের সঙ্গলাভের আশা না করে। বর্ণিত আছে, ইসলামের প্রথমভাগে বহু দুর্বল লোকও ইসলামী দাওয়াত কবুল করেছিল। তারপর যখন জিহাদের নির্দেশ আসে তাদের অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অনেকে তো কাফিরদের সাথে একাত্ম হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরোধিতা শুরু করে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। বলা হয়েছে, হে মুসলিমগণ! মুনাফিকদের অবস্থা তো তোমরা আগেই জেনেছ। এখন তোমাদের মঙ্গল এতেই যে,

(৭২) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطِئَنَّ ۖ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۝

(৭৩) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَّلِيَّتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

৭২. তোমাদের মধ্যে কতিপয় এমন রয়েছে, যারা অবশ্যই বিলম্ব করবে। ১১৬ তারপর তোমাদের কোন বিপদ হলে বলবে, আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে ছিলাম না। ১১৭

৭৩. আর আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের কোন অনুগ্রহ লাভ হলে তোমাদের ও তার মাঝে যেন কোন বন্ধুত্বই ছিল না এমন ধারায় বলবে, হায়, আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তা হলে প্রভূত সাফল্য অর্জন করতাম। ১১৮

তোমরা সর্বাঙ্গিকভাবে আত্মরক্ষা, নিজেদের খবরদারি ও সতর্কতার ব্যবস্থা গ্রহণ কর-তা অস্ত্র বলেই হোক কিংবা বুদ্ধির কৌশলে আসবার-উপকরণের মাধ্যমে। তোমরা শত্রুর মুকাবিলা ও তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বা একত্রে দলবদ্ধ হয়ে যেভাবে সুবিধা বের হয়ে পড়।

১১৬. অর্থাৎ হে মুসলিমগণ! তোমাদের দলে এমন কিছু লোকও ঢুকে পড়েছে যারা যুদ্ধে যোগদানে কালক্ষেপণ করে ও নিবৃত্ত থাকে। তারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন না করে বরং পার্থিব স্বার্থের ধাক্কায় থাকে। এর দ্বারা মুনাফিকদের বোঝান হয়েছে, যেমন আবদুল্লাহ ইবন উবাই ও তার সান্সপাঙ্গ। তারা প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করেছিল, কিন্তু সবকিছুতেই তাদের লক্ষ্য ছিল পার্থিব ফায়দা। মহান আল্লাহর আনুগত্যের কোন বালাই তাদের ছিল না।

১১৭. পূর্বে বলা হয়েছে যে, মুনাফিকরা যুদ্ধ যোগদানের কালক্ষেপণ করত এবং যারা যোগদান করত তাদের পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় তা পর্যবেক্ষণ করত। এবার বলা হয়েছে, যুদ্ধে যাওয়ার পর মুসলিমগণের কোন বিপদ ঘটলে, যেমন হতাহত হওয়া বা পরাজয় ঘটা, তা হলে মুনাফিকরা বেজায় খুশী হত এবং বলত, মহান আল্লাহর বড় মেহেরবানী আমরা যুদ্ধে তাদের সাথে ছিলাম না, নচেত আমাদের মঙ্গল ছিল না। আল্হামদুলিল্লাহ খুব বাঁচা গেল!

১১৮. অর্থাৎ আর মুসলিমগণের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ হয়, উদাহরণ স্বরূপ তারা জয় লাভ করল বা প্রচুর গণীমত হাতে আসল, তখন মুনাফিক বা অনুতাপের

(৭৫) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ
 مَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝
 (৭৬) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
 وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
 أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

৭৪. তারা যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যারা আখিরাতের বদলে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে। যে কেউ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, তারপর নিহত হয় বা জয় লাভ করে, আমি তাকে মহা প্রতিদান দিব।^{১১৯}
৭৫. কী হল তোমাদের যে, যুদ্ধ করছ না আল্লাহর পথে এবং সেইসব অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য, যারা বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ হতে আমাদের বের কর, এর অধিবাসী যালিম এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন অভিভাবক নিযুক্ত কর এবং তোমার পক্ষ হতে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর।^{১২০}

মরে যায় এবং শত্রুদের মত হিংসার আতিশয্যে বলতে থাকে, হায় আফসোস! আমি যদি মুসলিমগণের সাথে থাকতাম, তা হলে বড় সাফল্য লাভ হত, গণীমতের মাল হাতে আসত। অর্থাৎ মুনাফিকদের আফসোস কেবল নিজেদের বঞ্চনার কারণে নয়; তারও বেশী মুসলিমগণের সাফল্যের কারণে। এ হিংসাই তাদেরকে কুড়ে খায়।

১১৯. অর্থাৎ মুনাফিকরা যদি জিহাদ হতে বিরত থাকে, তো থাকুক না। পার্থিব জীবনের উত্থান-পতন ও সুখ-দুঃখ নিয়ে তারা ভাবনা করতে থাকুক। কিন্তু যারা আখিরাতের বদলে দুনিয়াকে পদাঘাত করেছে, তাদের উচিত মহান আল্লাহর পথে নিঃশঙ্ক মনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং পার্থিব জীবন ও তার ধন-দৌলতের দিকে ফিরেও না তাকান। তারা যেন বুঝে নেয় যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার মাঝে সর্বপ্রকার কল্যাণ নিহিত-তাতে জয়ী হোক বা পরাস্ত, অর্থ-সম্পদ হাতে আসুক কি নাই আসুক।

(৭৬) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

(৭৭) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ۚ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى ۚ وَلَا تَظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

৭৬. যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে আর যারা কাফির তারা শয়তানের পথে লড়াই করে। কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। শয়তানের চাতুরী অবশ্যই দুর্বল। ১২১

৭৭. তুমি তাদের দেখনি, যাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তোমরা নিজ হাত সংযত রাখ এবং সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও? ১২২ তারপর তাদের প্রতি যখন যুদ্ধের আদেশ হল, সহসা তাদের একটি দল মানুষকে ভয় করতে লাগল ঠিক আল্লাহকে ভয় করার মত, বা তারও বেশী ভয়। আর তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি যুদ্ধ কেন ফরয করেছ। কিছুকালের জন্য আমাদেরকে অবকাশ দিলে না কেন? ১২৩ বল, দুনিয়ার ভোগ সামান্য এবং মুত্তাকীর জন্য আখিরাতই উত্তম, সুতা বরাবর তোমাদের প্রতি যুল্ম করা হবে না। ১২৪

১২০. আল্লাহর পথে লড়াই-এর উদ্দেশ্য ৪ দুই কারণে কাফিরদের বিরুদ্ধে তোমাদের লড়াই করা উচিত। এক. মহান আল্লাহর দীনকে সমুচ্চ ও বিজয়ী করার লক্ষ্যে। দুই. যে সকল নির্যাতিত মুসলিম কাফিরদের হাতে অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য। মক্কা শরীফের বহু মুসলিম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হিজরত করতে না পারায় সেখানে থেকে গিয়েছিল। তাদের আত্মীয়-স্বজন তাদেরকে পুনরায় কাফির হয়ে যাওয়ার জন্য কষ্ট দিতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণকে বললেন যে, দুই কারণে কাফিরদের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ করা অপরিহার্য। আল্লাহর দীন যাতে বিজয়ী হয় এবং নির্যাতিত অসহায় মুসলিমগণ যাতে মক্কা শরীফের কাফিরদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়।

১২১. অর্থাৎ একথা যখন সুস্পষ্ট যে, মুসলিমগণ মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং কাফিররা শয়তানের পথে। এমতাবস্থায় মুসলিমগণের পক্ষে তো শয়তানের বন্ধু কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বিনা দ্বিধায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলাই তাদের সাহায্যকারী। তাদের কোন রকম ইতস্ততঃভাব থাকা উচিত নয়। মনে রেখ, শয়তানের কৌশল ও চাতুর্য নিতান্তই দুর্বল। মুসলিমগণের বিরুদ্ধে তা একেজো সাব্যস্ত হবে। এর দ্বারা মুসলিমগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করাও তাদের মনে সাহস জোগান উদ্দেশ্য। পরবর্তী আয়াতে এটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

১২২. মদীনা শরীফে হিজরত করার পূর্বে কাফিরা মুসলিমগণকে অমানুষিক কষ্ট দিত। নানা রকমে তাদের উপর নির্যাতন চালাত। মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে অভিযোগ করত এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি চাইত। তিনি নিষেধ করে বলতেন, এখনও পর্যন্ত আমাকে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং ধৈর্যধারণ ও ক্ষমা করার আদেশ আছে। তিনি বলতেন, তোমাদেরকে সালাত ও যাকাতের যে হুকুম করা হয়েছে তা পালন করে যেতে থাক। কেননা, মানুষ যতক্ষণ মহান আল্লাহর আনুগত্যে এবং মনের বিরুদ্ধে জিহাদ চালাতে এবং কায়ক্লেশে অভ্যস্ত না হয়, সেই সঙ্গে অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে না পারে, ততক্ষণ তার পক্ষে জিহাদ করা ও প্রাণ উৎসর্গ করা অতি কঠিন। মুসলিমগণ এটা কবুল করে নিয়েছিল।

১২৩. অর্থাৎ হিজরতের পর যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুসলিমগণের প্রতি আদেশ হল, তখন তো তাদের খুশী হওয়া উচিত ছিল যে, আমাদের আবেদন মঞ্জুর ও আশা পূরণ হয়েছে। কিন্তু কতিপয় অপরিপক্ক মুসলিম কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে এমন ভয় পেল, যেমন ভয় মহান আল্লাহর আযাবকেই করা উচিত, বা তারও বেশী। তারা আকাংখা প্রকাশ করতে লাগল যে, আরও কিছুকাল যদি জিহাদের আদেশ না আসত এবং আমরা জীবিত থাকতে পারতাম, সে কত ভাল ছিল!

১২৪. দুনিয়ার ভোগ বিলাস অতি তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী : যেহেতু পার্থিব জীবন ও দুনিয়াবী স্বার্থের লোভে জিহাদের বিধান তাদের জন্য কঠিন মনে হয়েছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তাদের বলে দাও, দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ বিলাস অত্যন্ত তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী। যারা মহান আল্লাহর নাফরমানী পরিহার করে চলে তাদের জন্য আখিরাতের প্রতিদানই উত্তম। কাজেই তোমাদের উচিত পার্থিব লাভের প্রতি লক্ষ্য না করে মহান আল্লাহর আনুগত্যে কোন ক্রটি হতে না দেওয়া এবং জিহাদে ভয় না পেয়ে এ বিশ্বাস রাখা যে, তোমাদের মেহনত ও শ্রমফল বিন্দুমাত্র নষ্ট হবে না। কাজেই, তোমরা হিম্মত ও আগ্রহের সাথে জিহাদে নিয়োজিত থাক।

(৭৮) إِنْ مَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ السَّوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بَرْوَجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ
حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ
عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
حَدِيثًا ۝

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, যদিও তোমরা সুরক্ষিত দুর্গে থাক। ১২৫ যদি তাদের কোন কল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে। আর কোন অকল্যাণ হলে বলে, এটা তোমার পক্ষ হতে। ১২৬ বল, আল্লাহর পক্ষ হতে। এসব লোকের হল কী যে, এরা একেবারেই যেন কোন কথা বোঝে না। ১২৭

১২৫. মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই নেই : তোমরা যত মজবুত ও সুরক্ষিত স্থানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে কিছুতেই ছাড়বে না। কেননা, প্রত্যেকের জন্যই মৃত্যু নির্দিষ্ট ও অবধারিত। যথাসময়ে তা আসবেই। তা তোমরা যেখানেই থাক। জিহাদে না গেলেও মৃত্যু হতে নিষ্কৃতি পাবে না। কাজেই, জিহাদ করতে দ্বিধাবিহীন হওয়া ও মৃত্যুকে ভয় পাওয়া এবং কাফিরদের সাথে লড়াই করতে হতোদ্যম হওয়া নেহায়েত নির্বুদ্ধিতা ও ইসলামে অপরিপক্ক হওয়ার পরিচায়ক।

১২৬. অর্থাৎ মুনাফিকদের আরও আশ্চর্য ব্যাপার শোন, যুদ্ধকৌশল যদি যথার্থ প্রমাণিত হয় এবং বিজয় লাভ ও গণীমত হস্তগত হয়, তবে বলে এটা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে, অর্থাৎ আকস্মিক ব্যাপার। তখন আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কৃতিত্ব স্বীকার করত না। আর কৌশল যদি অকৃতকার্য হত এবং পরাজয় ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হত, তা হলে তাঁর কৌশল সম্পর্কে অভিযোগ তুলত।

১২৭. ভালমন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ হতেই : আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, হে রাসূল! তাদেরকে জবাব দিন ভাল-মন্দ সবই মহান আল্লাহর পক্ষ হতেই আসে। মহান আল্লাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা ও স্রষ্টা। এতে অন্য কারও হাত নেই। নবীর কৌশলও মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এবং তাঁরই ইঙ্গিতে গৃহীত। তাঁর প্রতি তোমাদের অভিযোগ অমূলক ও নির্বুদ্ধিতা। তিনি তোমাদের ত্রুটির কারণে তোমাদের এভাবে পরীক্ষা করেন ও শোধরানোর সুযোগ দেন। এ ছিল মুনাফিকদের অভিযোগের সংক্ষিপ্ত উত্তর। পরবর্তী আয়াতে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

(৭৯) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝
(৮০) مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

৭৯. তোমার যা কিছু কল্যাণ হয় তা আল্লাহরই পক্ষ হতে আর যা কিছু অকল্যাণ তোমার হয়, তা তোমার নিজেরই পক্ষ হতে। ১২৮ আমি তোমাকে মানুষের নিকট রাসূলরূপে পাঠিয়েছি। প্রত্যক্ষদর্শীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। ১২৯
৮০. যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, তা আমি তোমাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি। ১৩০

১২৮. অর্থাৎ আসল কথা হলো, যাবতীয় ভাল-মন্দের স্রষ্টা মহান আল্লাহই। তবে বান্দার কর্তব্য মঙ্গল ও কল্যাণকে মহান আল্লাহর কৃপা ও অমঙ্গলকে নিজের কৃতকর্মের পরিণাম মনে করা। নবীর উপর অমঙ্গলের দায় চাপানোর মোটেই সমীচীন নয়। নবী (সা.)-এ সবার স্রষ্টাও নন, কারণও নন। বরং এ সবার স্রষ্টা এক আল্লাহ। আর কারণ খোদ তোমাদের কর্ম।

১২৯. আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে মুনাফিকদের অভিযোগ খণ্ডন করার পর বলছেন, আমি আপনাকে মানবজাতির নিকট রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। সবকিছু আমার জ্ঞাত। আমি প্রত্যেকেরই কাজের বদলা দেব। আপনি কারও অহেতুক অভিযোগ ও অস্বীকৃতির পরওয়া করবেন না। নিজের রিসালাতের দায়িত্ব পালনে রত থাকুন।

১৩০. আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রিসালাত সপ্রমাণ করার পর তাঁর সম্পর্কে এই নির্দেশ দেন যে ব্যক্তি আমার রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করবে, সে তো আমারই অনুগত। আর কেউ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে এমন সব ব্যক্তি সম্পর্কে কথা এই যে, হে রাসূল! আমি আপনাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি যে, আপনি যে করেই হোক তাদেরকে পাপ হতে বিরত রাখবেন। আমিই তাদেরকে দেখে নেব। আপনার কাজ শুধু বার্তা প্রচার। পরে শাস্তি বা পুরস্কার দেওয়ার কাজ একান্ত আমার।

(১১) وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

(১২) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝

৮১. তারা বলে, কবুল। তারপর যখন তোমার নিকট হতে বের হয়ে যায়, তখন রাতে তাদের একদল তার বিপরীত পরামর্শ করে, যা তোমাকে বলেছিল। তারা যা পরামর্শ করে, তা আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেন। কাজেই, তুমি তাদের উপেক্ষা কর ও আল্লাহর প্রতি ভরসা কর। কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট। ১৩১

৮২. তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না? তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও হত, তবে অবশ্যই তারা এতে বহু অসংগতি পেত। ১৩২

১৩১. এসব মুনাফিকের আরও ছল-চাতুরী শুনুন, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে তো বলে, আমরা আপনার আদেশ মেনে নিলাম। কিন্তু বাইরে গিয়ে এর বিপরীত পরামর্শ করে। অর্থাৎ আপনার নাফরমানী ও বিরোধিতা করার ষড়যন্ত্র করে। তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদের যাবতীয় পরামর্শ মহান আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। কাজেই, হে নবী! তাদের বিমূখ হওয়া বা অন্য কোন কিছুর পরওয়া আপনি করবেন না। নিজের সবকিছু মহান আল্লাহর উপর ন্যস্ত করুন। তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট।

১৩২. পবিত্র কুরআন যে মানব রচিত নয় তার সপক্ষে প্রমাণ ৪ পূর্বের আয়াত দ্বারা গরিষ্কৃত হয়ে ওঠেছে যে, মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহর পিয়ারা রাসূল, তাঁর আনুগত্য মহান আল্লাহরই আনুগত্য এবং তাঁর অবাধ্যতার কারণে মহান আল্লাহর শাস্তি অনিবার্য। কিন্তু মুনাফিক ও বিরুদ্ধবাদীদের বলার সুযোগ ছিল যে, মহান আল্লাহর সাক্ষ্য ও তাঁর বাণী গ্রহণে আমাদের কোনরূপ দ্বিধা-সংশয় কখনিকালেও নেই, বাকি এটা কী করে জানব যে, কুরআন তাঁরই বাণী, মানব রচিত নয়? আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছেন যে, এরা পাক কুরআনের প্রতি লক্ষ্য করে না, যদ্বারা জানা যেত যে, যদি তা মহান আল্লাহরই বাণী না হত, যেমন তোমরা ধারণা করছ, তা হলে কুরআনের জায়গায় জায়গায় অবশ্যই নানা রকম অসংগতি ও স্ববিরোধিতা চোখে পড়ত। মানুষ তো সর্বদা সেই অবস্থা অনুযায়ী কথা বলে, যা তার সামনে থাকে। অন্য

(৪৩) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَوْلَا فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৮৩. যখন তাদের নিকট নিরাপত্তা বা ভয়ের কোন সংবাদ পৌঁছায় তখন তা প্রচার করে দেয়।^{১৩৩} যদি তা রাসূল বা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তা অনুসন্ধান করতে পারত।^{১৩৪} যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী না হত, তবে কিছু সংখ্যক ছাড়া তোমরা অবশ্যই শয়তানের অনুসরণ করতে।^{১৩৫}

অবস্থার প্রতি লক্ষ্য থাকে না। রাগের সময় কৃপাযোগ্যদের প্রতি দৃষ্টি থাকে না আবার যখন অন্তর স্নেহাঙ্গ হয় তখন যারা দণ্ডযোগ্য তাদের কথা মনে থাকে না?। যখন পার্থিব জীবন সম্বন্ধে আলোচনা হয়, তখন আখিরাত বিস্তৃত হয় এবং যখন আখিরাতে মনোযোগী হয়, তখন দুনিয়া ভুলে যায়। যখন বেপরওয়া হয়, তখন যে সব বিষয় লক্ষণীয় তাও উপেক্ষা করে এবং যখন লক্ষ্য করে, তখন যেটা উপেক্ষণীয় সেটাও বাদ দেয় না। মোটকথা, তার এক অবস্থার কথা অন্য অবস্থার সাথে অসংগতিপূর্ণ মনে হবে। কিন্তু পবিত্র কুরআন যেহেতু সকল কথার বিচারেই স্রষ্টার বাণী, তাই এর প্রতিটি বিষয়ে আলোচনায় অপরাপর বিষয়ও দৃষ্টিতে থাকে। চিন্তা ও অনুধ্যান করলে উপলব্ধি করা যায়। পাক কুরআনে প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে প্রতিটি স্থানে একই ধারায় আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন, এখানে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা, যারা তীব্র নিন্দার উপযুক্ত ছিল। কাজেই এ স্থলেও তাদের উপর সেই পরিমাণই আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, যে পরিমাণ সমীচীন এবং যে আপত্তি তাদের একটি বিশেষ দলের প্রতি ছিল। তা ঠিক সেই দলের উপরই তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে তাদের মধ্যে কতিপয় লোক এমন করে। ক্রোধ ইত্যাদির কারণে কথা তার মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বা অন্য অবস্থার কথা হতে ভিন্নতর মনে হবে এমন নয়। তা ছাড়া আমরা সচরাচরই দেখি কোন লোক যখন দীর্ঘক্ষণ কথা বলে তখন তার আদ্যোপান্ত কথা এক রকম হয় না। কোন বাক্য অলংকারময়, কোন বাক্য নিরলংকার। কোন বাক্য শুদ্ধ কোনটা অশুদ্ধ। কোন বাক্য সত্য, কোনটা মিথ্যা আবার কোন বক্তব্য পরস্পর সংগতিপূর্ণ, কোন বক্তব্য সংগতিহীন। অথচ কুরআন এত বড় গ্রন্থ হয়েও এসব রকমের তারতম্য হতে পবিত্র। এটা মানবীয় শক্তির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে।

(১৮৬) فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِكَ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۝

৮৪. কাজেই, আপনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন। আপনি কেবল আপনার নিজেকে ব্যতীত কারুর জন্য দায়ী নন। আর মুসলিমগণকে উৎসাহিত করুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফিরদের লড়াই বন্ধ করে দিবেন। ১৩৬ আল্লাহ যুদ্ধে সুদৃঢ় এবং শান্তিদানে সুকঠিন। ১৩৭

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এর দ্বারা একথার প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে গেল যে, যে ব্যক্তি চিন্তা ও অনুধ্যানকে কাজে লাগায় না, তার মনে সংশয় ও অসংগতির ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সমঝদার ব্যক্তির ক্ষেত্রে এরূপ হবে না। দেখুন, আলোচ্য স্থানেই যে ব্যক্তি চিন্তা শক্তি কাজে লাগাবে না সে বলতে পারে, প্রথমে তো বলা হয়েছে- **فَلِكُلِّ مَا أَصَابَكَ** 'বল, সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে'। তারপর ইরশাদ হয়েছে- **مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ** তোমর যা কিছু অকল্যাণ ঘটে তা তোমার নিজেরই পক্ষ হতে। তা হলে তো এ আয়াতদ্বয়ে দ্বন্দ্ব হয়ে গেল।

১৩৩. অর্থাৎ মুনাফিক ও অবিবেচক মুসলিমগণের একটা দোষ হল যে, যখন কোন নিরাপত্তার খবর শোনে, যেমন কারও সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্ধি করতে মনস্থ করলেন বা মুসলিম বাহিনী জয় লাভ করল কিংবা যখন কোন ভীতিপ্রদ সংবাদ শোনে, যেমন কোথাও সৈন্যের সমাবেশ ঘটেছিল বা মুসলিম বাহিনীর পরাজয় সংবাদ এসেছে, তখন নির্বিচারে তা প্রচার করতে থাকে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিমগণকেই ক্ষতি ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। মুনাফিকরা ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে আর সরল মনের মু'মিনগণ বুদ্ধির অভাবে এরূপ করত।

১৩৪. অর্থাৎ কোথাও থেকে কোন সংবাদ আসলে প্রথমে তা নেতার এবং তার প্রতিনিধিদের গোচরে দেওয়া উচিত। তাঁরা অনুসন্ধান করে যখন তা বিশ্বাস করবেন, তখন তাঁদের নির্দেশ মত স্থানে তা বর্ণনা করবে এবং তাদের কথামত চলবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে এক গোত্রের নিকট যাকাত আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তারা তাকে স্বাগত জানানোর জন্য এগিয়ে আসল। তিনি ভাবলেন, তারা আমাকে হত্যা করতে আসছে। সেইক্ষণে তিনি মদীনা শরীফে ফিরে আসলেন এবং খবর ছড়িয়ে দিলেন, অমুক গোত্র মুরতাদ হয়ে গেছে। সারা শহরে একথা প্রচার হয়ে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ভুল প্রমাণ হল।

১৩৫. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের সংশোধন ও আত্মিক প্রতিপালনের জন্য যদি বিধান না পাঠাতেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজন মত পথ-নির্দেশ ও সতর্ক না করতেন,

(১৫) مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۝

৮৫. যে ব্যক্তি ভাল কাজে সুপারিশ করে, সেও তার এক অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজে সুপারিশ করে, তার উপরও তার দায়-ভাগ বর্তাবে।^{১৩৮} আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।^{১৩৯}

যেমন এ ক্ষেত্রে রাসূল ও নেতৃবর্গের শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তা হলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে; কেবল মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিশিষ্ট লোকই বাদ থাকত, যাদের বোধশক্তি ও ঈমান পরিপূর্ণ। এসব সতর্কীকরণকে মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ মনে করো এবং এর কৃতজ্ঞতা ও পূর্ণ অনুসরণ করো।

১৩৬. অর্থাৎ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে যদি উপরিউক্ত মুনাফিক ও কাঁচা বুদ্ধির মুসলিমগণ ভয় পায়, তবে কালবিলম্ব না করে, হে রাসূল! একা নিজের পক্ষ হতেই জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আল্লাহ্ পাক আপনার সাহায্যকারী। আর মুসলিমগণকেও উৎসাহিত করুন। যারা আপনার সঙ্গে যোগদান করবে না তাদের পরওয়া করবেন না। আশা করা যায়, মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন কাফিরদের লড়াই বন্ধ করে দেবেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি অবশ্যই জিহাদে যাব তা কেউ আমার সঙ্গে না থাকলেও। পরদিন জিহাদের উদ্দেশ্যে সত্তর জন মুজাহিদ নিয়ে তিনি 'বদরে সুগ্‌রা' গিয়ে উপনীত হলেন। আবু সুফিয়ানের সাথে উহ্দের ময়দানে যার ওয়াদা হয়েছিল। পূর্বের সূরায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আবু সুফিয়ান ও কুরায়শ কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন। কেউ মুকাবিলা করতে আসল না। ওয়াদা-খেলাপকারী হয়ে থাকল। আল্লাহ্ তা'আলা আপন অঙ্গীকার অনুযায়ী কাফিরদের লড়াই বন্ধ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সঙ্গীদেরসহ নিরাপদে মদীনা শরীফে ফিরে আসলেন।

১৩৭. অর্থাৎ কাফিরদের সাথে লড়াই করা অপেক্ষা মহান আল্লাহ্র লড়াই ও তাঁর শাস্তি কঠোরতর। কাজেই, যারা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং তাদের হাতে হতাহত হতে ভয় পায় তারা মহান আল্লাহ্র নারায়ী ও তাঁর শাস্তি কী করে সহ্য করবে?

১৩৮. সৎ কাজের সুপারিশে সাওয়াব এবং মন্দ কাজের তৎপরতায় গুণাহ অবশ্যই রয়েছে : কেউ যদি সৎ কাজে সুপারিশ ও চেষ্টা করে, যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর মুসলিমগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করণ এবং কেউ যদি অসৎ কাজে তৎপরতা

(১৭) وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝

৮৬. যখন তোমাদের দু'আ (সালাম) করা হয়, তখন তোমরাও তদপেক্ষা উত্তম দু'আ (সালাম) কর বা তাই উত্তরে বলে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর হিসাব গ্রহণকারী। ১৪০

চালায়, যেমন মুনাফিক ও কতিপয় হতোদ্যম মুসলিম জিহাদে ভীত হয়ে অপরকেও ভড়কানের চেষ্টা করেছিল, তা হলে প্রথম অবস্থায় সাওয়াবের এবং দ্বিতীয় অবস্থার গুনাহের অংশীদার হবে। এমনিভাবে কেউ যদি অভাবীর জন্য বিত্তবানের কাছে সুপারিশ করে এবং বিত্তবান তার সাহায্য করে, তবে সেও সে দানের সাওয়াব পাবে। আবার কেউ যদি কাফির ও দুর্বৃত্ত বা চোরের জন্য সুপারিশ করে এবং তারা ছাড়া পেয়ে আবার সেই অপকার্যে লিপ্ত হয়, তবে সেই অপকার্যে সেও অংশীদার গণ্য হবে।

১৩৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সক্ষম। তিনি সব কিছুর অংশ বন্টন করে থাকেন। কাজেই সৎ ও অসৎ কাজের হিসসা বন্টনে তার বেগ পাওয়ার কিছু নেই।

১৪০. সালাম প্রদান প্রকৃতপক্ষে দু'আ ও সুপারিশ : কোন মুসলিমকে সালাম করা বা দু'আ প্রদান করা প্রকৃতপক্ষে তার জন্য মহান আল্লাহর নিকট সুপারিশ করাই বটে। এ স্থলে মুসলিমগণের মাঝে প্রচলিত উত্তম সুপারিশের একটি বিশেষ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুসলিমগণ! তোমাদের যদি দু'আ বা সালাম দেওয়া হয়, তবে তোমাদের পক্ষে তার উত্তর দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। সে ক্ষেত্রে তোমরা হুবহু সে বাক্যই তাকে ফিরিয়ে দিতে পার, কিংবা তার চেয়ে উত্তম কিছু। যেমন কেউ বলল, আসসালামু আলাইকুম, জবাবে 'ওয়ালাইকুমুস সালাম' তো বলতেই হবে, আর বেশী সাওয়াবের আশা থাকলে সেই সঙ্গে 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' ও বল। যদি সালাম দাতা এ শব্দও যোগ করে থাকে, তবে তুমি 'ওয়া বারাকাতুহ' বাড়িয়ে দাও। মহান আল্লাহর আদালতে সব কিছুরই হিসাব হবে এবং তার প্রতিদানও দেওয়া হবে। সালাম ও সালামের জবাবও তার অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এর দ্বারা ভাল কাজে সুপারিশ করার জন্য পূর্ণরূপে উদ্বুদ্ধ করা হল এবং মন্দ কাজে সুপারিশ করার ক্ষতিও পরিস্ফুট হয়ে উঠল। কেননা, যে ব্যক্তি ভাল কাজে সুপারিশ করবে তাকে আল্লাহ তা'আলা সাওয়াব দিবেন। যার জন্য সুপারিশ করা হয় তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সুপারিশকারীর সাথে সদ্যবহার করে ও প্রত্যাশার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে মন্দ কাজে সুপারিশ করলে পাপ ও বঞ্চনা ছাড়া কিছুই নসীব হয় না।

(১৭) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لِيَجْزِيَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَمَنْ أَضْدَقُّ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝

(১৮) فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَاكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝

৮৭. আল্লাহ্ ব্যতীত বন্দেগীর উপযুক্ত কেউ নেই। নিশ্চয়ই তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্র করবেন এত কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ অপেক্ষা বেশী সত্যবাদী আর কে আছে? ১৪১

৮৮. কী হল তোমাদের যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে দুই দল হয়ে গেলে? আল্লাহ্ তো তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন! আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনকালেও তার জন্য কোন পথ পাবে না। ১৪২

১৪১. অর্থাৎ কিয়ামতের আগমন ও সাওয়াব-আযাবের অঙ্গীকার পূরণ একটি অবশ্যগ্ভাবী সত্য এ কোন ব্যত্যয় নেই। কাজেই একে হাল্কা মনে করো না।

১৪২. হিদায়াত ও গুমরাহী মহান আল্লাহরই হাতে : এর দ্বারা সেইসব মুনাফিককে বোঝান হয়েছে, যারা প্রকাশে ও ঈমান আনেনি; বরং ভিতর-বাহির সবই কুফরে আকীর্ণ ছিল। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও মুসলিমগণের সাথে প্রকাশ্যে ওঠাবসা করত ও বন্ধুসুলভ আচরণ করত। তাদের লক্ষ্য কোন সময় মুসলিম ফৌজের আক্রমণ হলে এই বাহানায় নিজেদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা। যখন মুসলিমগণ তাদের এ অভিপ্রেত উপলব্ধি করতে পারল এবং বুঝতে পারল যে, তাদের অন্তরে কোন ভালবাসা নেই, তখন কতিপয় মুসলিম বলল, এ দুষ্টমতিদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেওয়া উচিত, যাতে তারা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। কেউ বলল, বরং মেলামেশা অব্যাহত রাখ, হয়ত এ অসিলায় ঈমান আনবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। বলা হয় যে, হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা মহান আল্লাহরই হাতে। তোমরা কখনই এর ফিকির করো না। তাদের সাথে সকলে মিলে সেই ব্যবহারই করা উচিত, যা সামনে বর্ণিত হয়েছে। তোমরা তাদের ব্যাপারে দুই দল হয়ে পড়ো না।

(১৮৯) وَذُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

(১৯০) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ
صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوَكُمْ أَوْ يَقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ
فَلَقَاتِلُوكُمْ ۚ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ۖ فَمَا جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

৮৯. তারা চায় তোমরা যদি কাফির হয়ে যেতে, যেমন তারা কাফির হয়েছে,
তা হলে তোমরা সকলে সমান হয়ে যেতে। কাজেই তাদের কাউকে
বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না-যাবত না মহান আল্লাহর পথে হিজরত করে।
যদি তারা সম্মত না হয়, তবে তাদের পাকড়াও কর এবং যেখানে
তাদের পাও হত্যা কর। আর তাদের কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে
গ্রহণ করো না। ১৪৩

৯০. তবে তাদেরকে নয়, যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখে
যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। অথবা যারা তোমাদের নিকট
এমন অবস্থায় আসে যে, তাদের মন তোমাদের সাথে লড়াই করতে
বা তাদের সম্প্রদায়ের সাথেও যুদ্ধ করতে সংকুচিত। আল্লাহ ইচ্ছা
করলে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন, তখন অবশ্যই তারা
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। কাজেই তারা যদি তোমাদের থেকে
নির্লিপ্ত হয়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট সন্ধি
প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা
গ্রহণের পথ দেননি। ১৪৪

১৪৩. অর্থাৎ এসব মুনাফিক তো কুফরের উপর জমে বসে আছে। নিজেরা কি
ঈমান আনবে, তারা তো চায় তোমরাও তাদের মত কাফির হয়ে যাও এবং তাদের
সারিতে চলে আস। কাজেই, তোমাদের কর্তব্য, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান এনে
নিজেদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে তোমাদের কাছে চলে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত
তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং নিজেদের কাছে তাদের ঢুকতে দিও না।
তাদের কোন সাহায্য-সহযোগিতা করতে যেও না। তারা ঈমান ও হিজরত কবুল না

(৭১) سَتَجِدُونَ أَخْرِيْنَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا
رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيْهَا فَإِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ
وَيَكْفُوْا أَيْدِيَهُمْ فَاخْذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

৯১. এবার তোমরা অপর এক দলকে পাবে, যারা নিরাপদ থাকতে চাইবে, তোমাদের পক্ষ হতেও এবং তাদের সম্প্রদায়ের পক্ষ হতেও। যখনই তাদেরকে ফিতনা-ফাসাদের দিকে আকৃষ্ট করা হয়, তখনই তাতে ফিরে যায়। যদি তারা তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের নিকট সন্ধি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হাত সংযত না রাখে, তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে গ্রেপ্তার করবে এবং হত্যা করবে। আমি তো তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি। ১৪৫

করলে যেখানে পাও তাদেরকে বন্দী ও হত্যা কর। মোটকথা, সর্বাত্মকভাবে তাদের পরিহার কর, কোন প্রকার সম্পর্ক রেখ না।

১৪৪. যাদের সাথে যুদ্ধ করা সংগত নয় ৪ এই বাহ্য মেলামেশার কারণে তাদেরকে গ্রেপ্তারী ও হত্যাদণ্ড হতে নিষ্ফ্রতি দিও না। তবে দুই পন্থায় তারা বাঁচতে পারে। এক. তোমাদের সাথে যাদের সন্ধি হয়েছে, তাদের সাথে যদি তারাও চুক্তিবদ্ধ থাকে, তবে তারাও সে সন্ধির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। দুই. যারা যুদ্ধ করতে অপরাগ হয়ে তোমাদের নিকট সন্ধি প্রস্তাব করে এবং অঙ্গীকার করে যে, নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ হয়েও তোমাদেরও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না এবং তোমাদের সঙ্গে থেকেও নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়বে না। সাথে সাথে এ অঙ্গীকার রক্ষায় যত্নবানও থাকতে হবে। এদের সাথেও যুদ্ধ করো না। সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ করে নাও। তারা যে যুদ্ধ করতে ক্ষান্ত হয়েছে এটাকে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ মনে কর। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাদেরকে তোমাদের উপর বিজয়ী ও ক্ষমতাবানও করে দিতে পারতেন।

১৪৫. অর্থাৎ কতিপয় লোক এমনও আছে, যারা এ মর্মে তোমাদের সাথে অঙ্গীকারাক্ষ হয় যে, তোমাদের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করবে না, তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও নয়, যাতে তোমাদের ও নিজেদের সম্প্রদায়ের উভয়ের থেকেই নিরাপদ থাকে। কিন্তু তারা এ অঙ্গীকারে স্থির থাকে না। বরং যখন নিজেদের সম্প্রদায়কে শক্তিশালী দেখে, তখন তাদের পক্ষাবলম্বন করে। কাজেই, এদেরকে তোমরাও ক্ষমা করো না। তোমাদের হাতে তো স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের অঙ্গীকার ভেঙে ফেলেছে।

(১২) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
تُوبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

৯২. কোন মুসলিমকে হত্যা করা কোন মুসলিমের কাজ নয়, তবে ভুলবশত
হলে স্বতন্ত্র।^{১৪৬} আর কেউ ভুলবশত কোন মুসলিমকে হত্যা করলে
একটি মুসলিম গোলাম আযাদ করবে এবং তার পরিবারবর্গকে
রক্তপণ আদায় করবে, তবে তারা ক্ষমা করে দিলে ভিন্ন কথা। নিহত
ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয়, আর সে নিজে মুসলিম
হয় তবে একটি মুসলিম গোলাম আযাদ করবে। যদি সে এমন কোন
সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যাদের ও তোমাদের মাঝে চুক্তি রয়েছে, তবে তার
পরিবারবর্গকে রক্তপণ আদায় করবে এবং একটি মুসলিম গোলাম
আযাদ করবে। আর যার সে সামর্থ্য না থাকে সে একাধিক্রমে দু'মাস
রোযা রাখবে-আল্লাহর নিকট হতে পাপ মার্জনার জন্য এবং আল্লাহ
সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।^{১৪৭}

১৪৬. ভুলবশতঃ হত্যার বিধান : ভুলবশত হত্যা করলে তার বিধান কি, তা এ
স্থলে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কালেমা পাঠকারীকে হত্যা করা ঘোরতর পাপ।
ভুলবশত হলে সেটা অন্য কথা। তবে সে ক্ষেত্রে যে বিধান আরোপিত হয়, তা
নিম্নরূপ, প্রসঙ্গক্রমে মুজাহিদগণের ফযীলত, কুফরী রাষ্ট্র হতে ইসলামী রাষ্ট্রের হিজরত
করার গুরুত্ব এবং সফর ও ভয়ভীতিকালীন সালাত আদায়ের পদ্ধতিও বর্ণিত হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ভুলবশত কোন মুসলিমকে হত্যা করলে তার কয়েকটি অবস্থা
হতে পারে। যেমন, কোন মুসলিমকে শিকার মনে করে হত্যা করা; শিকারকে লক্ষ্য
করে তীর বা গুলি চালানো। কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোন মুসলিমদের দেহে বিদ্ধ
হওয়া; কাফিরদের মধ্যে বসবাসকারী কোন মুসলিমকে কাফির মনে করে হত্যা করা।
এখানে এ শেষোক্ত অবস্থাই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। মুসলিম মুজাহিদগণ অনেক ক্ষেত্রেই

এরূপ অবস্থায় সম্মুখীন হতেন। পূর্বে আয়াতের সাথেও এ অবস্থাই বেশী সঙ্গতিপূর্ণ, যদিও ভুলক্রমে করার বাকি অবস্থাগুলোর একই বিধান। সেগুলোও এর মধ্যে এসে গেছে।

১৪৭. এ আয়াতে ভুলবশত হত্যা করলে তার দুটি হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এক. এক মুসলিম গোলাম আযাদ করা এবং সে সঙ্গতি না থাকলে একাধিক্রমে দু'মাস রোযা রাখা। এটা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নিজ অপরাধের কাফ্যারা (প্রায়শ্চিত্ত।) দুই. নিহতের পরিবারবর্গকে রক্তপণ দেওয়া। এটা তাদের অধিকার। তারা ক্ষমা করলে ক্ষমা হতে পারে। কিন্তু কাফ্যারা কারও ক্ষমা করার দ্বারা ক্ষমা হয় না। এর মোট তিনটি অবস্থা হতে পারে। কেননা, ভুলে যে মুসলিমকে হত্যা করা হল, তার ওয়ারিশ মুসলিম হবে বা কাফির। কাফির হলে তার সাথে মৈত্রি বন্ধন থাকবে, কি থাকবে না। প্রথম দুই অবস্থায় নিহতের ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ দিতে হবে। দ্বিতীয় অবস্থায় রক্তপণ দিতে হবে। তৃতীয় অবস্থায় রক্তপণ দিতে হবে না। কাফ্যারা সর্বাবস্থায়ই দিতে হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : হানাফী মাযহাব অনুযায়ী রক্তপণ আনুমানিক দু' হাজার সাতশ' চল্লিশ টাকা' এ টাকা নিহতের পরিবারবর্গকে তিন বছরের মধ্যে দফায় দফায় আদায় করতে হবে। ভুলবশত হত্যা করলে নিহতের পরিবারবর্গকে যে রক্তপণ দেওয়া হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য, তাকে পরিভাষায় 'দিয়াত' বলা হয়। দিয়াতের পরিমাণ একশ' উট। যা তিন বছরে কিস্তি হিসেবে আদায় করতে হবে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হাদীস ও ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে দ্রষ্টব্য। ভুলবশত হত্যার দিয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যে ফয়সালা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসুদ (রা.) বর্ণনা করেছেন তার ভিত্তিতে হযরত ঈমাম আ'যম আবু হানীফা (র.) উটের সংখ্যা নিম্নরূপ স্থির করেছেন, ২০টি নর শাবক-যাদের এক বছর শেষ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে; ২০টি ঐ বয়সের মাদী বাচ্চা; ২০টি দুই বছরের বাচ্চা যাদের তৃতীয় বছর শুরু হয়েছে; ২০টি তিন বছরের বাচ্চা, যাদের চতুর্থ বছর শুরু হয়েছে; ২০টি পূর্ণ বয়স্ক উট, যাদের চার বছর শেষ হয়ে পঞ্চম বছর শুরু হয়েছে। সবকালে সর্বত্র উটের এ হিসাবই বলবত থাকবে, তবে এর মূল্য নির্ধারণ করা হবে স্থান-কাল অনুপাতে। কেননা, স্থান-কাল অনুযায়ী দ্রব্য মূল্যের ত্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

১. এটা সেকালের উটের মূল্য হিসেবে নির্ধারিত। বর্তমানে উটের প্রচলিত বাজার দর হিসেবেই দিয়াতের পরিমাণ নির্ধারিত হবে-অনুবাদক।

(৯৩) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝

(৯৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

৯৩. কেউ কোন মুসলিকে জ্ঞাতসারে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। তাতেই সে হামেশা থাকবে। আর আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করবেন। ১৪৮

৯৪. হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর তখন পরীক্ষা করে নিও এবং যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেয়, তাকে বলো না যে, তুমি মুসলিম নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ কামনা কর। আল্লাহর নিকট তো প্রচুর গনীমত রয়েছে। ১৪৯ ইতিপূর্বে তোমরাও তো এরূপই ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। কাজেই, তোমরা পরীক্ষা করে নাও। ১৫০ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত। ১৫১

১৪৮. যদি কোন মুসলিম অপর এক মুসলিমকে অজ্ঞাতসারে নয় বরং মুসলিম জেনেই হত্যা করে, তবে আখিরাতে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, লা'নত ও মহা শাস্তি। কাফ্যারা দ্বারা তার নিষ্কৃতি হবে না। তার পার্থিব সাজা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : উলামায় কিরামের মতে স্থায়ী জাহান্নাম সেই ব্যক্তির জন্য যে মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ মনে করে। কেননা, এর ফলে সে নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যায়। অথবা এ স্থলে স্থায়ী জাহান্নাম দ্বারা দীর্ঘ জাহান্নাম বাস বোঝান হয়েছে। এরূপ ব্যক্তি এ ধরনের শাস্তিরই উপযুক্ত। বাকি আল্লাহ সব কিছুর মালিক। তিনি যা ইচ্ছা করবেন।

১৪৯. হযরত রাসূলে কারীম (সা.) একদল মুজাহিদকে এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদে পাঠিয়েছিলেন। সে সম্প্রদায়ের একজন লোক মুসলিম ছিলেন। তিনি নিজের যাবতীয় ধন-সম্পদ নিয়ে তাদের থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। মুজাহিদগণকে দেখে

(৭০) لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

৯৫. বিনা ওযরে বসে থাকা মুসলিম এবং আল্লাহর পথে জানমাল নিয়ে জিহাদকারী মুসলিম সমান নয়। যারা জানমাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা বসে থাকে, তাদের উপর যারা লড়াই করে তাদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

তিনি সালাম দিলেন। কিন্তু তারা তাকেও কাফির মনে করলেন এবং ভাবলেন, জানমাল বাচানোর দায়ে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিয়েছে। কাজেই, তারা তাকে হত্যা করলেন এবং তার পশুপাল ও ধন-সম্পদ হস্তগত করলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে মুসলিমগণকে সাবধান ও তাকীদ করা হয়েছে যে, তোমরা যখন যুদ্ধাভিযানে যাও, তখন যাচাই-বাছাই করে কাজ করো। চিন্তা-ভাবনা না করে কোন পদক্ষেপ নিও না। কেউ তোমাদের সামনে নিজেকে মুসলিমরূপে প্রকাশ করলে, তার মুসলিম হওয়াকে কখনই অস্বীকার করো না। মহান আল্লাহর নিকট প্রচুর গণীমত আছে। এরূপ তুচ্ছ মালামালের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়।

১৫০. তোমরাও এরূপই ছিলে, অর্থাৎ ইসলামের আগে তোমরা পার্থিব স্বার্থে অন্যায় রক্তপাত করত। এখন তো তোমরা মুসলিম। কাজেই, তা আর করা উচিত নয়। বরং যার সম্পর্কে মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, তাকে হত্যা করতে যেও না। কিংবা অর্থ এই যে, ইতিপূর্বে ইসলামের সূচনা লগ্নে তোমরা কাফিরদের দেশেই বাস করত। তোমাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও স্বতন্ত্র আবাসভূমি ছিল না। তখন তোমাদের ইসলাম যেমন গ্রহণযোগ্য ছিল এবং তোমাদের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল, তেমনি তোমাদেরও উচিত সে রকম মুসলিমগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করা। কাউকে যাচাই না করে হত্যা করো না। চিন্তা-ভাবনাও সতর্কতার সাথে কাজ করা উচিত।

১৫১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রকাশ্য কাজ-কর্ম ও মনের অভিপ্রত সবই জানেন। কাজেই, যাকে হত্যা করবে কেবল মহান আল্লাহর আদেশ অনুযায়ীই

(১৬) دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝
 (১৭) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمًا لِّنَفْسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ
 قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَا
 جِرُوا فِيهَا ۖ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

৯৬. তা আল্লাহর পক্ষ হতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া। ১৫২ এবং আল্লাহ
 ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৫৩

৯৭. যারা নিজেদের অনিষ্ট সাধনে রত, তাদের প্রাণ গ্রহণের সময়
 ফিরিশ্তাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা
 দেশে অসহায় ছিলাম। ফিরিশ্তাগণ বলে, আল্লাহর যমীন কী এমন
 প্রশস্ত ছিল না, যেথায় তোমরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে? কাজেই এদের
 ঠিকানা জাহান্নাম। তারা কত নিকৃষ্ট স্থানে পৌঁছল।

হত্যা করবে। কোন ব্যক্তি স্বার্থের যেন এতে দখল না থাকে। কোন কাফির যদি
 নিজের জানমালের ভয়ে তোমাদের সম্মুখে ইসলাম প্রকাশ করে এবং ধোঁকা দিয়ে
 জানমাল রক্ষা করে নেয়, তবে আল্লাহ পাক তো সব জানেন। তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা
 পাবে না কিছুতেই। কিন্তু তোমরা তাকে কিছুই বলো না। এটা তোমাদের কাজ নয়।
 আমিই দেখব।

১৫২. উপরে না জেনেগুনে হত্যা করার কারণে মুসলমানগণকে ভৎসনা ও সাবধান
 করা হয়েছিল, যে কারণে সম্ভাবনা ছিল কেউ এর প্রতিক্রিয়ায় জিহাদই ছেড়ে দেবে।
 কেননা, যুদ্ধক্ষেত্রে মুজাহিদগণের সামনে এরূপ অবস্থা এসেই পড়ে। তাই, এ আয়াতে
 মুজাহিদগণের মর্যাদা তুলে ধরে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আয়াতের
 সারমর্ম, পঙ্গু, অন্ধ, রুগ্ন ও ওযর বিশিষ্টদের জন্য তো জিহাদ ফরয নয়। বাকি সব
 মুসলিমগণের মধ্যে যারা জিহাদ করে, তাদের বিরাট মর্যাদা। জিহাদ থেকে যারা
 বিরত, তারা সে মর্যাদা হতে বঞ্চিত, যদিও জিহাদ না করলেও তাঁরা জান্নাতী হবে,
 বটে। বোঝা গেল, জিহাদ ফরযে-কিয়াফা। ফরযে-আইন নয়। অর্থাৎ মুসলিমগণের
 মধ্যে প্রয়োজন মাফিক একদল লোক যদি জিহাদে লিপ্ত থাকে তবে বাকীদের কোন
 গুনাহ হবে না। নচেত সকলেই গুনাহগার হবে।

(৭৮) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝

(৭৯) فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

৯৮. তবে যে সকল নারী-পুরুষ ও শিশু অসহায়, কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও চেনে না।

৯৯. এদের জন্য আশা করা যায় যে, আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল। ১৫৪

১৫৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি জিহাদকারীদের জন্য প্রতিদান, ক্ষমা ও দয়ার যে অঙ্গীকার করেছেন তা অবশ্যই পূরণ করবেন। কিংবা, মুজাহিদগণের দ্বারা অজ্ঞাতসারে কোন মুসলিমের রক্তপাত ঘটলে তিনি তা ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই, এ আশংকায় জিহাদ ত্যাগ করো না।

১৫৪. দীন ও ঈমান বাঁচানোর জন্য হিজরত করা ফরয : এমন কিছু মুসলিমও আছে, যারা সত্যিকারভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাঁরা কাফির রাষ্ট্রে বসবাস করে এবং তাদের কাছে অসহায়। কাফিরদের ভয়ে তারা প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলতে পারে না। জিহাদের আদেশও তারা তামিল করতে সক্ষম হয় না। তাদের জন্য সে দেশ ত্যাগ করা ফরয। এ রুকু'তে তারই আলোচনা। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করে অর্থাৎ কাফিরদের সাথে মিলেমিশে বাস করে, আর হিজরত করে না, তাদের মৃত্যুকালে ফিরিশ্তাগণ জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোন্ দীনের অনুসারী ছিলে? তারা বলে, আমরা তো মুসলিমই ছিলাম, কিন্তু অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা হেতু দীনের কাজ-কর্ম করতে পারতাম না। ফিরিশ্তাগণ বলেন মহান আল্লাহর যমীন তো সুপ্রশস্ত ছিল। তোমরা তো অন্যত্র হিজরত করতে পারতে? বস্তুত এরূপ লোকদের আবাসস্থল জাহান্নাম। হ্যাঁ, যারা দুর্বল কিংবা নারী ও শিশু, না হিজরতের উপায় গ্রহণ করতে পারে, না তাদের হিজরতের পথ জানা আছে, তারা ক্ষমার যোগ্য।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এতদ্বারা জানা গেল, যে দেশে মুসলিমগণ খোলামেলা (নির্বিয়ে) বসবাস করতে পারে না, সেখান থেকে হিজরত করা ফরয। কেবল ওয়র বিশিষ্ট ও অসহায় ছাড়া আর কারুর জন্য সেখানে পড়ে থাকার অনুমতি নেই।

(১০০) وَمَنْ يَّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَبًا كَثِيرًا
وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝
(১০১) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ
عَدُوًّا مُبِينًا ۝

১০০. কেউ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করলে সে দুনিয়ায় তার পরিবর্তে বহু জায়গা ও প্রাচুর্য লাভ করবে। এবং কেউ আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ থেকে হিজরত করে বের হলে, তারপর তার মৃত্যু হলে তার সাওয়াব আল্লাহর নিকট স্থিরীকৃত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৫৫
১০১. তোমরা যখন দেশ বিদেশে সফর কর, তখন সালাত কিছু সংক্ষিপ্ত করলে তাতে কোন পাপ নেই-যদি আশংকা কর যে, কাফিররা তোমাদের উত্যক্ত করবে। নিশ্চয়ই কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১৫৬

১৫৫. হিজরতের উপকারিতা : এ আয়াতে হিজরতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর জন্য হিজরত করবে ও নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করবে, সে বসবাসের জন্য বহু জায়গা পাবে এবং তাঁর জীবন যাপন ও জীবিকা নির্বাহে সাহস লাভ হবে। কাজেই, কোথায় থাকবে, কী খাবে এ ভয়ে হিজরত থেকে বিরত থেকে না এবং আশংকাও করো না যে, পথিমধ্যে মৃত্যু হয়ে গেলে না এ দিকের থাকলাম, না ও দিকের হলো। কেননা, এ অবস্থায়ও হিজরতের পুরোপুরি সাওয়াব লাভ হবে। মৃত্যু তো তার নির্দিষ্ট সময়ই আসে, আগে আসতে পারে না।

১৫৬. সফর অবস্থায় সালাত : তোমরা যখন জিহাদ ইত্যাদির জন্য সফর কর এবং তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তথা কাফিরদের পক্ষ হতে এ আশংকা কর যে, সুযোগ পেলে তারা আক্রমণ করে বসবে। তা হলে সালাত সংক্ষিপ্ত কর। অর্থাৎ বাড়ী থাকাকালে যে সালাত চার রাক'আত পড়তে হয়, তা দু'রাক'আত পড়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : আমাদের দেশে তিন মনযিলের সফর হতে হবে। তার কমে 'কসর' জাযিয় নয়। কাফিরের উৎপীড়নের আশংকা সেই সময় ছিল, যখন এ আয়াত নাযিল হয়। সে আশংকা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ (সা.) যথারীতি কসর

(১০২) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَأْتَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلِيََا
خَذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنُ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ
آخَرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيََا خَذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ
عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ
كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخَذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُّهِينًا ۝

১০২. এবং তুমি যখন তাদের মাঝে উপস্থিত থাক, তারপর তাদের সঙ্গে সালাত কায়েম কর, তখন তাদের একদল যেন তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখে। তারা যখন সিজদা করে ফেলবে, তখন যেন তোমার নিকট হতে সরে যায় এবং অন্য দল যারা সালাত আদায় করেনি, তারা এসে যেন তোমার সাথে সালাত আদায় করে এবং নিজেদের আত্মরক্ষার সামগ্রী ও অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখে। কাফিরদের কামনা কোন ক্রমে তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও মাল সামগ্রী সম্বন্ধে অসতর্ক হয়ে পড়, যাতে তারা তোমাদের উপর আকস্মিক হামলা চালাতে পারে।^{১৫৭} তোমাদের যদি বৃষ্টিতে কষ্ট হয় বা তোমরা পীড়িত থাক, তবে অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রাখলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। তবে আত্মরক্ষার সামগ্রী সাথে রাখবে।^{১৫৮} আল্লাহ কাফিরদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।^{১৫৯}

আদায় করতে থাকেন, সাহাবায়ে কিরামকেও এরূপ করতে নির্দেশ দিতেন। এখন হামেশাই সফরে ‘কসরের’ নির্দেশ, তাতে উল্লিখিত ভয় থাকুক বা নাই থাকুক। এটা আল্লাহুর তা‘আলার বিশেষ অনুগ্রহ। কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা জরুরী, যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে।

১৫৭. শত্রু আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে সালাতের নিয়ম ৪ পূর্বে সফর অবস্থায় সালাত আদায়ের নিয়ম বলা হয়েছিল। এবার শত্রুর আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে সে অবস্থায় কী ভাবে সালাত আদায় করতে হবে তার বর্ণনা। কাফির বাহিনীর মুকাবিলায় প্রস্তুত থাকলে মুসলিম বাহিনী দু’ দলে বিভক্ত থাকবে। একদল

(১.২) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَرُغُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ
إِذَا اطْمَأَنَّنتُمْ فَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

১০৩. তারপর তোমরা যখন সালাত আদায় সমাপ্ত কর, তখন দাঁড়িয়ে বসে ও গুয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর। ১৬০ তারপর ভীতির অবসান হলে বিধিমত সালাত আদায় কর। নিশ্চয়ই মুসলিমগণের প্রতি সুনির্দিষ্ট সময়ে সালাত ফরয। ১৬১

ইমামের সাথে অর্ধেক সালাত আদায় করে শত্রুর সামনে গিয়ে অবস্থান নিবে। দ্বিতীয় দল এসে ইমামের সাথে অর্ধেক আদায় করবে। ইমাম সালাম ফেরানোর পর উভয় দল পৃথকভাবে অবশিষ্ট অর্ধেক আদায় করে নিবে। মাগরিবের সালাত হলে প্রথম দল দুই রাকাত এবং দ্বিতীয় দল এক রাকাত ইমামের সাথে আদায় করবে। এ অবস্থায় সালাতে চলাফেরা ক্ষমযোগ্য। তরবারি, বর্ম, ঢাল ইত্যাদিও সাথে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে শত্রু সৈন্য সুযোগ পেয়ে অতর্কিত আক্রমণ করে না বসে।

১৫৮. অর্থাৎ বৃষ্টি, অসুস্থতা বা দুর্বলতা হেতু যদি অস্ত্র বহণ করা মুশকিল হয়, তবে অস্ত্র খুলে রাখার অনুমতি আছে, তবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা রাখা চাই, অর্থাৎ বর্ম, ঢাল সাথে রাখবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : শত্রুর ভয়ে যদি উল্লিখিত পদ্ধতিতে সালাত আদায় করার মত সুযোগও না পাওয়া যায়, তবে জামা'আত স্থগিত রেখে প্রত্যেকে আলাদা সালাত আদায় করে নেবে। সাওয়ারী থেকে নামার সুযোগ না হলে সাওয়ার অবস্থায়ই ইশারায় আদায় করে নিবে। আর যদি সে সুযোগও না হয়, তবে কাযা করবে।

১৫৯ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী সুব্যবস্থা, সতর্কতা ও সুকৌশলের সাথে কাজ কর। মহান আল্লাহর অনুগ্রহের আশা রাখ। তিনি তোমাদের হাতে কাফিরদের লাঞ্ছিত করবেন। তাদেরকে ভয় করো না।

১৬০. সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করতে হবে : ভয়-ভীতি কালে সংকট ও উৎকর্ষার কারণে সালাতে কোন ত্রুটি হয়ে গেলে সালাত শেষে দাঁড়িয়ে, বসে ও গুয়ে সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর- এমন কি যখন যুদ্ধরত থাক, তখনও। কেননা, সময় সহ যাবতীয় শর্ত-শরায়ত রক্ষার বিষয়টি তো সালাতের সাথে সম্পৃক্ত, যদ্বারা সংকট ও উৎকর্ষা দেখা দেওয়ার অবকাশ ছিল। সালাতের অবস্থা ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় কোনরূপ শর্তের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই মহান আল্লাহর যিকর অনুমোদিত। কাজেই,

(১০৬) وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۚ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১০৪. শত্রুদলের পশ্চাদ্ধাবনে (তাড়িয়ে নিয়ে যেতে) হতোবল হয়ো না। তোমরা যদি যন্ত্রণা পাও, তবে তারাও তো যন্ত্রণা পায়, যেমন তোমরা পাও। অথচ আল্লাহর নিকট তোমরা যা আশা কর, তারা তা সে আশা করে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১০৬২

কোন অবস্থাতেই তাঁর যিক্র হতে গাফিল হয়ো না। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, কেবল সেই ব্যক্তিই ক্ষমাযোগ্য, যাঁর বিবেক-বুদ্ধি কোন কারণে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, অন্যথায় মহান আল্লাহর যিক্র না করার জন্য কারও ওয়রই গ্রহণযোগ্য নয়।

১০৫. ভীতির অবসান হলে যথাযথ নিয়মে সালাত আদায় করা ফরয ৪ যখন উপরিউক্ত ভয়ের অবসান ঘটবে এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও নিরাপদ হয়ে যাও, তখন যে সালাত আদায় করবে, তা ধীরস্থিরভাবে সকল নিয়ম-কানুন ও শর্ত-শরায়তে এবং আদব-কায়দা রক্ষা করেই আদায় করবে। যেই অতিরিক্ত নড়াচড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা ভীতি অবস্থায়ই প্রযোজ্য। নিশ্চয়ই সালাত তার সুনির্দিষ্ট ওয়াক্তেই ফরয। সফরে, ইকামতে, ভয়-ভীতিকালে ও শান্ত অবস্থায় সর্বদাই সেই নির্দিষ্ট সময়ই আদায় করতে হবে। ইচ্ছামত আদায় করা যাবে না। অথবা এর অর্থ, আল্লাহ তা'আলা সালাত সম্পর্কে পূর্ণ নীতিমালা স্থির করে দিয়েছেন। মুকীম অবস্থায় কী ভাবে আদায় করতে হবে, সফরে কী ভাবে এবং ভয়ভীতিকালে তার পদ্ধতি কী হবে এবং শান্ত অবস্থায় কী, সবই ঠিক করে দিয়েছেন। কাজেই সর্বাবস্থায় সে নীতির অনুসরণ করতে হবে।

১০৬. অর্থাৎ কাফিরদের অনুসন্ধান ও পশ্চাদ্ধাবনে, (তাড়িয়ে নিয়ে যেতো) সৎ সাহসের পরিচয় দাও, কোনরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করো না। তাদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে তোমরা যদি আহত ও যন্ত্রণাপ্রাপ্ত হয়ে থাক, তবে সে কষ্টে তো তারাও অংশীদার অর্থাৎ তারাও আহত নিহত হয়ে চলেছে। অথচ ভবিষ্যতে মহান আল্লাহর নিকট তোমাদের যে আশা আছে তার কিছুই তাদের নেই। অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার কাফিরদের উপর বিজয় ও আখিরাতে মহা প্রতিদান পাবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কল্যাণ ও প্রয়োজন সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তাঁর আদেশের মাঝে তোমাদের দীন দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ নিহিত। কাজেই, তাঁর আদেশ পালনকে সুবর্ণ সুযোগ ও অনুগ্রহ মনে কর।

(১০৫) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيْمًا ۝

১০৫. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করেছি যাতে আল্লাহ্
তোমাকে যে উপলক্ষি দান করেছেন, তার দ্বারা মানুষের মাঝে
সুবিচার করতে পার। তুমি বিশ্বাস ভংগকারীদের পক্ষে তর্ক করো
না। ১৬৩

১৬৩. নাযিলের থেকাপট ও এ সম্পর্কিত নির্দেশ ৪ মুনাফিক ও দুর্বল প্রকৃতির
মুসলিমগণের মধ্যে কেউ কোন পাপ ও অপরাধ করে ফেললে শাস্তি ও দুর্গাম হতে
বাঁচার জন্য নানা রকম ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর সামনে এসে
এমন ধারায় তা প্রকাশ করত, যাতে তিনি তাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ মনে করেন। পরন্তু,
কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করে তাকে অপরাধী বানানোর চেষ্টা
চালাত। একবার এ প্রকৃতির এক মুসলিম অপর এক মুসলিমের ঘরে সিঁধ কেটে এক
বস্তা আটা ও কিছু হাতিয়ার চুরি করে। ঘটনাক্রমে বস্তাটি ছিল ছিদ্রযুক্ত। চোরের বাড়ী
পর্যন্ত রাস্তায় আটা পড়তে পড়তে যায়। চোরা চালাকী করে মাল নিজ ঘরে না রেখে
রাতের মধ্যেই এক পরিচিত ইয়াহুদীর নিকট আমানত রাখে। সকাল বেলা গৃহকর্তা
আটার চিহ্ন ধরে চোরকে পাকড়াও করে। কিন্তু অনেক খুঁজেও বস্তার হদিস মিলল না,
এদিকে চোর তো হলফ করে বলতে লাগল আমি কিছুই জানি না। লক্ষ্য করে দেখা
গেল, আটার রেখা আরও সামনে এগিয়ে গেছে। মালিক সেই চিহ্ন অনুযায়ী
ইয়াহুদীকে গিয়ে ধরল। সে বস্তার কথা স্বীকার করল যে, তা আমার ঘরে আছে।
তবে তা তো গত রাতে অমুক ব্যক্তি আমার কাছে আমানত রেখে গিয়েছে। আমি
চোর নই। মালিক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে গিয়ে এ বৃত্তান্ত জানান। চোরের
জ্ঞাতী-গোষ্ঠী এক হয়ে গেল, যাতে তার অপরাধ প্রমাণ করা না যায় এবং
ইয়াহুদীকেই দোষী সাব্যস্ত করা যায়। তারা হযরতের কাছে হাযির হয়ে চোরের
নির্দোষিতা সম্পর্কে হলফ করে সাক্ষ্য দিল। অবস্থা দৃষ্টে ইয়াহুদীকেই প্রায় চোর ও
অপরাধী সাব্যস্ত করা হচ্ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা কয়েকখানা আয়াত
নাযিল করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) সহ সকলকে সতর্ক করে দেন যে, চোর ইয়াহুদী
নয়, বরং এই মুসলিম। ইয়াহুদী সম্পূর্ণ নির্দোষ ও সত্যবাদী। এসব আয়াতে
চিরদিনের জন্য এরূপ প্রবঞ্চকদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়। এ আয়াতের সারমর্ম এই
যে, হে রাসূল! আমি আপনার প্রতি আমার সত্য কিতাব এ উদ্দেশ্যেই নাযিল করেছি
যে, আমি আপনাকে যে জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছি, সে মোতাবেক নিষ্ঠাবান মু'মিন, অসৎ

(১০৬) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

(১০৭) وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ

خَوَانًا أَثِيمًا

(১০৮) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ

يَبَيِّتُونَ مَالًا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ০

১০৬. এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৬৪

১০৭. যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বাদ বিসম্বাদ করো না। আল্লাহ কোন প্রবঞ্চক পাপিষ্টকে পসন্দ করেন না।

১০৮. তারা মানুষের কাছে লজ্জাবোধ করে আর আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করেন না অথচ আল্লাহ যে কথা পসন্দ করেন না সে সম্বন্ধে যখন রাত্তিকালে পরামর্শ করে তখন তিনি তাদের সাথেই। তারা যা কিছু করে সবই আল্লাহর আয়ত্ত্বে। ১৬৫

মুসলিম ও কাফির নির্বিশেষে সকলের মাঝে সুবিচার করবেন, প্রবঞ্চকের কথায় বিশ্বাস ও তার পক্ষপাত কখনই করবেন না। কাজেই, তাদের শপথ ও সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করবেন না। অর্থাৎ প্রতারকদের পক্ষাবলম্বন করে ইয়াহুদীর সাথে বাদ বিসম্বাদ করবেন না।

১৬৪. অর্থাৎ খোঁজ খবর না নিয়ে কেবল বাহ্য অবস্থা দেখে প্রকৃত চোরকে নির্দোষ ও নির্দোষ ইয়াহুদীকে চোর মনে করাটা আপনার নিষ্পাপ হওয়া ও মহা মর্যাদার জন্য শোভনীয় নয়। এর থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এর দ্বারা সেই সকল সরলপ্রাণ সাহাবীগণকেও পূর্ণ সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যারা ইসলামী ও জাতীয় ভ্রাতৃত্বের কারণে চোরের প্রতি সুধারণা রেখে ইয়াহুদীকে চোর সাব্যস্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

১৬৫. পূর্বে আয়াতে প্রকৃত চোর ও তার জ্ঞাতী গোষ্ঠীর ছল চাতুরী উন্মোচিত করে দেওয়ায় সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সা.) নিখিল সৃষ্টি বিশেষত উম্মাতের প্রতি তাঁর যে অতলান্তিক স্নেহ মায়া ছিল তার আলোড়নে অপরাধীদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকবেন। তাই ইরশাদ হয়েছে : ওসব প্রবঞ্চকের পক্ষে মহান

(১.৭) هَانَتْمْ هَوْلَاءُ جَدَّاتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ۝
(১.১) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

১০৯. শোন সেই তোমরা তো পার্শ্ব জীবনে তাদের পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থিত করছ, তা কিয়ামতের দিনে কি কেউ তাদের পক্ষে আল্লাহর নিকটে যুক্তিতর্ক উপস্থিত করবে? কিংবা কে হবে তাদের কর্মবিধায়ক। ১৬৬

১১০. যদি কেউ কোন পাপকর্ম করে বা নিজের অনিষ্ট সাধন করে, তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে। ১৬৭

আল্লাহর দরবারে যুক্তিতর্ক করছেন কেন? ওদের আল্লাহ পাক পসন্দ করেন না। ওরা রাতে লোক চক্ষুর আড়ালে অবৈধ পরামর্শে বসে, অথচ মহান আল্লাহর কাছে লজ্জা পায় না, যিনি সদা-সর্বদা তাদের সঙ্গে এবং তাদের যাবতীয় কার্যাবলী তাঁর আয়ত্তে। আর যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নাও করে থাকেন, তবুও এ সম্ভাবনা তো অবশ্যই ছিল যে, তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বসবেন। যেমন, **يُجَادِلُنَا** - দেখুন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে এক জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে সে লুতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার নিকট যুক্তি তর্ক উপস্থিত করতে লাগল। ইব্রাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল-হৃদয়, সতত আল্লাহ পাক অভিমুখী (১১ : ৭৪, ৭৫)। কাজেই, এ সম্ভাবনার মুখবন্ধের জন্য আল্লাহ তা'আলা আগেভাগেই এ নির্দেশ দিয়ে তাদের জন্য সুপারিশ করতে নির্দেশ করে দিয়েছেন।

১৬৬. এখানে চোর ও তার গোত্রের সেইসব লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে, যারা তার পক্ষপাতিত্ব করেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই জানেন। এ অন্যায় পক্ষপাত দ্বারা কিয়ামতের দিন চোরের কোন উপকার লাভ হতে পারে না।

১৬৭. 'سُوءٌ' ও 'ظَلَمٌ' দ্বারা ছোট ও বড় পাপ বোঝান হয়েছে। অথবা 'سُوءٌ' হলো সেই পাপ, যদ্বারা অন্যকে ব্যথা দেওয়া হয়। যেমন কারও উপর অপবাদ আরোপ। আর যে পাপের অনিষ্ট নিজের উপরই বর্তায় তা **يُظْلِمُ**। বলা হয়েছে, পাপকর্ম যেমনই হোক তাঁর প্রতিশোধক হলো তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা। তাওবা করলে

(১১১) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا ۝

(১১২) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا

مُبِينًا ۝

১১১. কেউ কোন পাপ কাজ করলে সে তা নিজেরই বিরুদ্ধে করে এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১৬৮

১১২. কেউ কোন দোষ বা পাপ করে, তারপর কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা মাথায় নেয়। ১৬৯

আল্লাহ্ সব গুনাহই ক্ষমা করে দেন। কেউ জেনেগুনে ছল চাতুরী করে কোন দোষীকে নির্দোষ প্রমাণ করলে বা ভুলে দোষীকে নির্দোষ মনে করলে তাতে তার অপরাধ মোটেই লাঘব হয় না। হ্যাঁ, তাওবা করলে ক্ষমা হতে পারে। এর দ্বারা চোর এবং যারা জ্ঞাত সারে বা না জেনে তার পক্ষপাতিত্ব করেছিল, তাদের সকলকেই তাওবা ও ইস্তিগফারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে এ কথার প্রতিও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, এখনও যদি কেউ নিজ অবস্থানে অটল থাকে এবং তাওবা না করে তবে সে মহান আল্লাহ্র রহমত ও ক্ষমা হতে বঞ্চিত থাকবে।

১৬৮. অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পাপ কাজ করবে তার পরিণতি খোদ তাকেই ভোগ করতে হবে। তাকেই তার শাস্তি দেওয়া হবে অন্যকে নয়। কেননা, এরূপ তো সেই করতে পারে যে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবগত নয় বা যার হিতাহিত জ্ঞান নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কোনরূপ অতিশয়োক্তি ছাড়াই সর্বজ্ঞ ও পরম প্রজ্ঞাময়। তাঁর আদালতে এরূপ ঘটনার অবকাশ কোথায়? কাজেই, নিজে চুরি করে ইয়াহুদীর উপর অপবাদ চাপালে কী লাভ হবে?

১৬৯. অর্থাৎ কেউ ছোট-বড় যে কোনও পাপ করে কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর চাপালে তার উপর তো দু'টি পাপ বর্তাল। একটি মিথ্যা অপবাদ আরেকটি সেই আসল পাপ। সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে নিজে চুরি করে ইয়াহুদীর মাথায় দোষ চাপানোর দ্বারা বিপদ আরও বেড়ে গেল, লাভ হল না কিছুই। আরও জানা গেল পাপ ছোট হোক কি বড় তাওবা ছাড়া তার কোন প্রতিশোধক নেই।

(১১৩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۖ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

(১১৪) لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

১১৩. তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে তাদের একদল লোক তো তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে মনঃস্থির করেই ফেলেছিল। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বড়।^{১৭০}

১১৪. তাদের অধিকাংশ পরামর্শই ভাল নয় তবে যে ব্যক্তি সাদাকা, সৎকাজ কিংবা মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার আদেশ দেয় আর আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের আশায় কেউ এ কাজ করলে আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করব।^{১৭১}

১৭০. রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিজের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ ৪ এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সম্বোধন করে উক্ত প্রতারণাদের ছল-চাতুরী প্রকাশ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মহা মর্যাদা ও নিষ্পাপ হওয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। আরও দেখানো হয়েছে যে সকল গুণ ও যোগ্যতার মধ্যমণি যেই জ্ঞান, যে ক্ষেত্রেও তিনি সবার উপরে। তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ অনন্ত, যা আমাদের ব্যঞ্জনা ও বোধশক্তির উর্ধ্বে। সেই সাথে এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে এবং কথাবার্তা ও সাক্ষ্য সবুত দেখেও তা সত্য মনে করেই রাসূলুল্লাহ (সা.) চোরকে নির্দোষ ভেবেছিলেন। সত্যকে পাশ কাটানো বা সত্যকে রাখ-ঢাক দেওয়ার মনোবৃত্তি এর কারণ ছিল না আদৌ। আর এতটুকুতে কোন দোষও ছিল না; বরং এমন হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। অবশেষে মহান আল্লাহ রাসূল আ'লামীনের অনুগ্রহে যখন সত্য প্রকাশ

(১১৫) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

১১৫. যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ পরিষ্কার হওয়ার পরও এবং মু'মিনগণের পথ হতে ভিন্ন পথের অনুসরণ করে, আমি তাকে সে দিকেই ফিরিয়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। সে বড় নিকৃষ্ট স্থানেই পৌঁছল। ১৭২

হল তখন আর কোন সংশয় বাকি থাকল না। এ সমুদয় কথার উদ্দেশ্যে এই যে ভবিষ্যতে যাতে এসব প্রতারক প্রিয়নবী (সা.)-কে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা আর না করে এবং তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে যায়। সেই সাথে তিনি যেন নিজের মর্যাদা ও পবিত্রতা অনুসারে চিন্তা-ভাবনা ও সতর্কতার সাথে কাজ করেন।

১৭১. রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর সাথে কান কথার দরকার নেই ৪ মুনাফিক ও কূট চরিত্ররা মানুষের কাছে নিজেদের নামদাম ফলানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কানেকানে কথা বলত। এ ছাড়া মজলিসে বসে নিজেরা অনর্থক বিষয়ে কানাকানি করত। কারও ছিদ্রাশ্বেষণ, কারও দোষচর্চা, কারও সম্পর্কে ফালতু অভিযোগ ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকত। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, যারা পরস্পরে কানেকানে পরামর্শ করে তাদের বেশীর ভাগ পরামর্শই কোন কল্যাণ থাকে না। অকপট ও সত্যকথা গোপন করার দরকার পড়ে না। গুণ্ডালোচনায় কোন না কোন প্রতারণা থাকে। হাঁ, যদি গোপনই করতে হয় তবে দান খয়রাতের কথা গোপন কর যাতে গ্রহীতা লজ্জিত না হয় বা কোন অজ্ঞজনকে শোধরানো তাকে সঠিক কথা বোঝান ও সহীহ মাসআলা শেখানোর বিষয়টি গোপনে লোকজনের আড়ালে সম্পন্ন কর, যাতে তার অসম্মান না হয়, কিংবা দুই ব্যক্তির মাঝে বিবাদ ঘটলে যদি উত্তেজিত ব্যক্তি মীমাংসায় আসতে না চায় তবে তাকে গোপনে বোঝাও, প্রয়োজনে বানিয়ে কথা বলারও অনুমতি আছে। শেষে বলা হয়েছে, কেউ এসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বাসনায় করলে তাকে মহা পুরস্কার ভূষিত করা হবে। অর্থাৎ এরূপ কাজ লোক দেখানোর মনোবৃত্তি বা কোন পার্থিব স্বার্থে যেন না হয়।

১৭২. অর্থাৎ কারও কাছে হক কথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যদি সে রাসূলের আদেশ অমান্য করে এবং মুসলিমদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে তবে তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। যেমন উপরিউক্ত চোর করেছিল। সে নিজের অপরাধ স্বীকার ও তাওবা না করে বরং হাত কাটা যাওয়ার ভয়ে মক্কা শরীফে পালিয়েছিল এবং মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়েছিল।

(১১৬) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে তাঁর শরীক করে। এ ছাড়া আর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। ১৭৩ আর যে আল্লাহর শরীক স্থির করে সে সুদূর পথ ভ্রষ্টতায় নিঃপতিত হয়। ১৭৪

বিশেষ জ্ঞাতব্য : মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ আলোচ্য আয়াত থেকে এ মাসআলাও উদ্ভাবন করেছেন যে উম্মাতের ইজ্মা (সর্ববাদীসম্মত রায়) কে অস্বীকারকারী জাহান্নামী। অর্থাৎ ইজ্মা মানা ফরয। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর হাত মুসলিমগণের জামা'আতের উপর। যে দল ছুট হয় সে জাহান্নামে পতিত হয়।

১৭৩. শিরকের নীচে যে কোনও গুনাহ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন। কিন্তু শিরক কখনই ক্ষমা হবে না। মুশরিকদের জন্য শাস্তিই অবধারিত। কাজেই চুরি করা ও অপবাদ আরোপ করা যদিও কবীরা গুনাহ ছিল তবুও সম্ভাবনা ছিল আল্লাহ স্বীয় কৃপায় সে চোরকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু সে যখন রাসূলের আদেশ থেকে গা ঢাকা দিয়ে মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিলিত হল, তখন তার ক্ষমাপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে গেল।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এর দ্বারা জানা গেল মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা করাই কেবল শিরক নয় বরং মহান আল্লাহর আদেশের বিপরীতে অন্য কারও আদেশ পসন্দ করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১৭৪. শিরক মানুষকে চরম গুমরাহীতে ফেলে দেয় : সুদূর পথভ্রষ্টতায় পতিত হওয়ার কারণ সে তো মহান আল্লাহ হতেই প্রকাশ্যে বিমূখ হয়ে তাঁর বিপরীতে অন্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে এবং শয়তানের বশংবদ হয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রহমত সব কিছু হতেই সে বেপরওয়া হয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহ হতে যে এত দূরে সে মহান আল্লাহর মাগফিরাত ও ক্ষমার উপযুক্ত কী করে হতে পারে? বরং এমনতরো লোককে ক্ষমা করা অযৌক্তিক ও ন্যায়বিরুদ্ধ সাব্যস্ত হওয়া উচিত। এ কারণেই এরূপ লোকদেরকে ক্ষমাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে একজন মুসলিম যতবড় পাপীই হোক তার দোষ যেহেতু কর্মের মাঝেই সীমাবদ্ধ আকীদা বিশ্বাস সম্পর্ক ও আশাবাদ সবই যথারীতি বহাল আছে, তাই আজ হোক কাল হোক তার মাগফিরাত অবশ্যই হবে। মহান আল্লাহর যখন ইচ্ছা হবে তখন ক্ষমা করবেন।

(১১৭) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِىَ إِلَّا زَنْكَاءٌ ۖ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا
(১১৮) لَعَنَهُ اللّٰهُمَّ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

১১৭. আল্লাহকে ছেড়ে তারা কেবল দেবীদেরই ডাকে। তারা তো শুধু উদ্ধত শয়তানকেই আহ্বান করে।

১১৮. যার প্রতি আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। ১৭৫ আর সে বলল, আমি তোমার বান্দাদের মধ্যে নির্ধারিত অংশকে অবশ্যই নিয়ে নেব। ১৭৬

১৭৫. মহান আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে উপাস্য বানানো চরম মূর্খতা : মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে উপাস্য বানিয়েছে তারা তো এমন সব দেবী, নারীর নামে যাদের নাম উয্যা, মানাত, নাইলা ইত্যাদি। আর সত্যিকার অর্থে তারা তো মহান আল্লাহর অভিশপ্ত উদ্ধত শয়তানেরই উপাসনা করে। সেই তো তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে এরূপ বানিয়েছে। মূর্তিপূজা তো শয়তানেরই আনুগত্য ও তাকে খুশী করার নামান্তর। এর দ্বারা মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা ও তাদের ঘোরমূর্খতা তুলে ধরাই উদ্দেশ্য। দেখুন প্রথমত মহান আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ -এর চেয়ে বড় পথভ্রষ্টতা আর কী হতে পারে? পরন্তু উপাস্য বানাল তো কাকে বানাল? পাথরের মূর্তিকে, যার মাঝে কোনরূপ অনুভূতি ও নড়াচড়ার শক্তি পর্যন্ত নেই। নারীর নামে তাদের নামকরণ করল। আর এ সবই করল সেই শয়তানের প্ররোচনায় যে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক অভিশপ্ত, তাঁর রহমত হতে বিতাড়িত। এই পথ ভ্রষ্টতারও কি কোন দৃষ্টান্ত আছে? চূড়ান্ত পর্যায়ে আহাম্মকের পক্ষেও কি এটা গ্রহণ করা সম্ভব?

১৭৬. শয়তানের ওয়াদা : আদমকে সিজ্দা না করার কারণে শয়তান যখন অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয় তখনই সে বলেছিল আমি তো ধ্বংস হয়েছিই তোমার বান্দা আদম সন্তানদের বড় একটি অংশকেও আমার পথে টেনে আনব। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে আমার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাব। যেমন সূরা হিজর, বণী ইসরাঈল প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা বোঝান হয়েছে যে শয়তান অভিশপ্ত ও স্পর্ধিত হওয়া ছাড়াও শয়তান প্রথম দিন হতেই সমগ্র মানবজাতির শত্রু ও অহিতকামী। সে তা দ্ব্যর্থহীন ভাষার প্রকাশও করেছে। কাজেই এ ধারণা করারও অবকাশ থাকল না যে শয়তান যদিও সব রকমে দুষ্টমতি ও ভ্রষ্ট কিন্তু তবুও বিশেষ কাউকে কোন হিতকর কথা বলতেও তো পারে। বস্তুত সে আদি শত্রু। বণী আদমকে যা কিছু বলবে তা অনিষ্ট সাধন ও ধ্বংস করার মনোবৃত্তি নিয়েই বলবে। এরূপ ভ্রষ্ট ও অশুভার্থী জনের আনুগত্য করা কত বড় মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। নির্ধারিত অংশ নেওয়ার এক অর্থ এটাও

(১১৭) وَلَا ضِلَّةَ لَهُمْ وَلَا مَنِيَّةَ لَهُمْ وَلَا مَرْتَبَ لَهُمْ فَلْيَبْتَكَنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَ
لَا مَرْتَبَ لَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ۝
(১১৮) يَعِدُّهُمْ وَيُمَيِّتُهُمْ ۖ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝

১১৯. এবং আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব তাদেরকে মিথ্যা আশা দেব এবং তাদেরকে পশুর কর্ণচ্ছেদ করতে শেখাব এবং তাদেরকে শেখাব আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর আকার আকৃতি বিকৃত করতে। ১৭৭ আর কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তো প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিঃপতিত হল।

১২০. সে তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও অলীক আশা দেয়। শয়তান তাদের যা কিছু আশা দেয় তা ছলনা মাত্র।

যে, তোমার বান্দারা আমার জন্য অর্থ-সম্পদের একটা অংশ ধার্য্য করবে, যেমন এক শ্রেণীর লোকদের দেবী প্রভৃতি গায়রুল্লাহর নামে নযর নিয়ায দিয়ে থাকে।

১৭৭. অর্থাৎ যারা আমার ভাগে আসবে আমি তাদেরকে সত্য পথ হতে বিচ্যুত করব এবং তাদেরকে পার্থিব জীবন ও ইহলৌকিক স্বার্থ চরিতার্থ হওয়ার এবং হিসাব নিকাশ ও পরকালীন বিষয়াদি না ঘটানোর আশা দেব। তাদেরকে জীব-জন্তুর কান ফুঁড়ে, দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করার এবং মহান আল্লাহর সৃজিত আকার-আকৃতি ও তাঁর স্থিরীকৃত বিধানকে বিকৃত করার তা'লীম দেব।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : কাফিরদের রেওয়ায ছিল তারা উট-ছাগলের বাচ্চাকে কান ফুঁড়ে বা কানে কোন চিহ্ন লাগিয়ে দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিত। এ ছাড়া আকৃতি পরিবর্তন অর্থাৎ খোঁজা করা, সুঁই দ্বারা দেহে তিলক চিহ্ন বা কোন চিত্র অঙ্কন করা, শিশুদের মাথায় কারও নামে টিকি রাখা ইত্যাদি নানা রকম রীতি তাদের মাঝে চালু ছিল। এসব পরিহার করে চলা মুসলিমগণের জন্য একান্ত কর্তব্য। দাঁড়ি মুগুনোও এ আকৃতি পরিবর্তনের মধ্যে পড়ে। মহান আল্লাহর যে কোন বিধানে পরিবর্তন সাধন ঘোরতর অন্যায়। তিনি যা হালাল করেছেন, তাকে হারাম বা তিনি যা হারাম করেছেন তাকে হালাল করলে ইসলাম থেকে খারিজ হতে হয়। যারা এসব কাজে লিপ্ত তারা যেন নিশ্চিত জানে যে তারা শয়তানের সেই নির্ধারিত অংশের অন্তর্ভুক্ত, যার কথা উপরে বলা হয়েছে।

(১২১) أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۝

(১২২) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝

(১২৩) لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ

بِهِ ۖ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

১২১. এদেরই ঠিকানা জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে পলায়নের কোন জায়গা পাবে না। ১৭৮

১২২. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহমান। তারা তাতে হামেশা থাকবে। এ হলো আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ অপেক্ষা সত্যবাদী আর কে আছে? ১৭৯

১২৩. তোমাদের আশা ভরসায়ও কোন কাজ হবে না এবং কিতাবীদের আশা ভরসায়ও নয়। যে ব্যক্তি যেমন কাজ করবে সে তার শাস্তি পাবে। সে আল্লাহ ব্যতীত নিজের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

১৭৮. অর্থাৎ শয়তানের ইতর স্বভাব ও দুষ্ট মনোবৃত্তি এবং তার চিরায়ত শত্রুতা সম্পর্কে যখন অবগত হলে তখন যে কেউ তার প্রকৃত মা'বুদ হতে বিমুখ হয়ে শয়তানের আনুগত্য করবে সে যে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাতে আর সন্দেহ কী? তার যাবতীয় ওয়াদা ও আশা ছলনা মাত্র। কাজেই, তার অনুসারীদের পরিণাম তো এটাই যে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তা থেকে নিষ্কৃতির কোন উপায় থাকবে না।

১৭৯. অর্থাৎ যারা শয়তানের অনিষ্ট হতে নিরাপদ আছে মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং সৎকাজে লিপ্ত থাকে তারা চিরদিন পরম মুখের বেহেশতে থাকবে। এ হলো মহান আল্লাহর ওয়াদা। তাঁর চেয়ে সত্য কথা আর কারও হতে পারে না। এমন সত্য ওয়াদা ছেড়ে শয়তানের মিথ্যা আশ্বাসে ভরসা করা কত বড় বিভ্রান্তি। এর দ্বারা যে কী পরিমাণ ক্ষতির বোঝা মাথায় তোলা হয়।

(১২৪) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝
 (১২৫) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝

১২৪. আর যে কেউ ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করবে, তা পুরুষ হোক বা নারী, তারা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের হক নষ্ট করা হবে না তিল বরাবর। ১৮০

১২৫. তার চেয়ে উত্তম দীন কার হতে পারে যে, সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর আদেশে আত্ম সম্পর্গ করেছে এবং সে একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের দীন অনুসরণ করেছে? এবং আল্লাহ ইব্রাহীমকে একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। ১৮১

১৮০. আহলে কিতাবের দুরাশা : কিতাবধারী তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ধারণা ছিল, তারা মহান আল্লাহর খাস বান্দা। যে সব পাপের কারণে অন্যরা ধৃত হবে, তাদেরকে সে সব কারণে ধর-পাকড় করা হবে না। আমাদের নবী বিশেষ সুপারিশে আমাদেরকে বাঁচিয়ে নেবেন। একদল অজ্ঞ মুসলিমও নিজেদের ব্যাপারে এরূপ ধারণা রাখে। আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে মুক্তি ও পুরস্কার কারও আশা ও ধারণার উপর নির্ভর করে না। মন্দ কাজ যেই করবে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। মহান আল্লাহ যাকে পাকড়াও করবেন তার আযাবের সময় কারও সাহায্য কাজে লাগবে না। আল্লাহ পাক মুক্তি দিলেই মুক্তি লাভ হতে পারে। দুনিয়ার বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধির প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে। যে কেউ ভাল কাজ করবে শর্ত হলো ঈমান থাকতে হবে সে জান্নাতবাসী হবে এবং নিজের সৎকাজে পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে যার কথা শাস্তি ও পুরস্কারের সম্পর্ক কর্মের সাথে, কারও আশা-আকাংখায় কিছু হয় না। কাজেই মিথ্যা আশায় পদাঘাত হান, সৎ কাজে হিম্মত কর।

১৮১. হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর একান্ত বন্ধু : ইতিপূর্বে জানা হয়েছে। মহান আল্লাহর নিকট কর্মই গ্রহণযোগ্য মিথ্যা আশায় কোন ফল হয় না। কিতাবী ও অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের জন্য এটাই অমোঘ বিধান। এর দ্বারা ইসলাম পন্থী তথা সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ও প্রশংসার প্রতিও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত হয়ে গেছে। সেই সাথে আহলে কিতাবের অসৎবৃত্তি ও নিন্দার প্রতিও। এবার খোলাখুলি বলা হচ্ছে ধার্মিকতার ক্ষেত্রে যারা মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সম্মুখে মস্তক স্থাপন করে সৎ কাজে

(১২৬) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا
 (১২৭) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۚ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
 فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تَوْثُونَهُنَّ ۚ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ
 أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضَعْفَيْنِ مِنَ الْوِلْدَانِ ۚ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ
 ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝

১২৬. যা কিছু আকাশ মণ্ডলে এবং যা-কিছু যমীনে আছে সবই আল্লাহর এবং সব কিছুই আল্লাহর আয়ত্তাধীন। ১৮২

১২৭. তারা নারীদের বিবাহ সম্বন্ধে তোমার কাছে অবকাশ চায়। বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে অনুমতি দিচ্ছেন আর তোমাদেরকে কুরআনে যা শোনান হয় তা। কাজেই হুকুম রয়েছে সেই ইয়াতীম নারীদের সম্বন্ধে যাদের নির্ধারিত প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে চাও। আর হুকুম রয়েছে অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে। এবং ইয়াতীমদের প্রতি যেন সুবিচারে কায়েম থাক। ১৮৩ যে-কোন ভাল কাজ তোমরা কর না কেন, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। ১৮৪

কায়মানে নিমগ্ন থাকে এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দীনকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে তাদের মুকাবিলা কে করতে পারে? হযরত ইব্রাহীম (আ.) একান্তভাবে মহান আল্লাহরই জন্য আত্মনিবেদিত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, উক্ত গুণত্রয় পরিপূর্ণরূপে কেবল মহান সাহাবীগণের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল- আহলে কিতাবের মধ্যে নয়। কাজেই আহলে কিতাবের পূর্বোক্ত আশা-আকাংখা সম্পূর্ণ অবান্তর ও বাতিল প্রমাণিত হয়।

১৮২. অর্থাৎ আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবাই মহান আল্লাহর বান্দা তাঁর মাখলুক ও অধিকারভূক্ত এবং তাঁরই আয়ত্তাধীন। তিনি নিজ রহমত ও হিকমত অনুযায়ী যার সঙ্গে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করেন। কারও প্রতি তাঁর কোন মুখাপেক্ষিতা নেই। বন্ধু গ্রহণ দ্বারা কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে এবং জগতের যাবতীয় কার্য ভাল হোক, কি মন্দ তার শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে যেন সন্দিহান না হয়।

১৮৩. ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারলে তাদের বিয়ে করা না : এ সূরার শুরুতে ইয়াতীমের হক আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছিল কোন ইয়াতীম মেয়ের ওলী (চাচাত ভাই বা একরূপ কেউ) যদি মনে করে আমি তার হক পুরোপুরি আদায় করতে পারব না, তবে সে নিজে তাকে বিবাহ না করে; অন্যের সাথে যেন বিবাহ দিয়ে দেয় এবং নিজে তার অভিভাবক হিসেবে থেকে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমগণ একরূপ মেয়েদের বিবাহ করা ছেড়েই দিয়েছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে একরূপ মেয়েদের পক্ষে এটাই উত্তম যে, অভিভাবক নিজেই তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে নেবে। সে যেমন তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে অন্যরা তা রাখবে না। তাই এক পর্যায়ে মুসলিমগণ প্রিয়নবী (সা.)-এর নিকট তাদেরকে বিবাহ করার অনুমতি চাইল। তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং অনুমতি দেওয়া হয়। বলা হয়েছে যে, পূর্বে যে নিষেধ করা হয়েছিল সে তো কেবল সেই অবস্থায় যখন তোমরা তাদের হক পুরোপুরি আদায় করতে পারবে না। ইয়াতীমের হক আদায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু ইয়াতীমের সাথে সদাচরণ ও তার মঙ্গলের জন্য যদি একরূপ বিবাহ করা হয়, তবে তার পূর্ণ অনুমতি আছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : প্রাক-ইসলামী আরবে নারী, শিশু ও ইয়াতীমদেরকে বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হত। তাদেরকে মীরাসও দেওয়া হতো না। বলা হতো যারা শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে পারবে মীরাস তাদেরই প্রাপ্য। ইয়াতীম মেয়েদেরকে তাদের ওলীগণই বিবাহ করত এবং মোহরানা ও ভরণ-পোষণে ঠকাত। তাদের ধন-সম্পদও অন্যায় ব্যবহার করত। সূরার শুরুতে এ সব বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে। এস্থলে কয়েক রুকু আগে হতেই যে বিষয়টি চলে আসছে তার সারমর্ম এই যে, কেবল মহান আল্লাহর আদেশই অবশ্য পালনীয় বিষয়, তার বিপরীতে কারও যুক্তি, মনগড়া আইন, ব্যক্তি বিশেষের আদেশ, মিথ্যা আশ্বাস, আন্দাজ-অনুমান ইত্যাদি কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মহান আল্লাহর হুকুমের সামনে অন্য কারও কথা শোনা এবং মহান আল্লাহর আদেশ ছেড়ে তা মান্য করা প্রকাশ্য কুফর ও পথভ্রষ্টতা। এ বিষয়টিকে নানা বর্ণনামূলক ও কঠোর গুরুত্বারোপের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এবার পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর বরাতে নারী ও ইয়াতীম মেয়েদের সম্বন্ধে আরও কিছু মাসআলা বর্ণনা করা হয় যাতে উল্লিখিত সতর্কীকরণ ও গুরুত্বারোপের পর নারীদের অধিকার আদায়ে কোন কোন সমস্যা বাকী না থাকে। বর্ণিত আছে, নারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মীরাসের আদেশ ঘোষণা করলেন, তখন কতিপয় আরব নেতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে বিস্ময় প্রকাশ করল যে, আমরা শুনেছি, আপনি বোন ও কন্যাকে মীরাস দেওয়ান অথচ মীরাস তো কেবল তাদেরই প্রাপ্য যারা শত্রুর সাথে লড়াইতে পারে ও গণীমত অর্জনে সক্ষম হয়। তিনি বললেন, মহান আল্লাহর আদেশ এটাই যে তাদের

(১২৮) وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

১২৮. কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহারের বা উপেক্ষা করার আশংকা করে তবে, তারা নিজেদের মধ্যে আপস করে নিলে কোন পাপ নেই। আর আপস অতি উত্তম। ১৮৫ হৃদয়ের সম্মুখে লালসা বিদ্যমান। ১৮৬ তোমরা যদি সৎকর্ম ও তাকওয়া অবলম্বন কর তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন। ১৮৭

মীরাস দেওয়া হবে। আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত হয়েছে যে, وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ, দ্বারা মহান সাহাবীগণকে বোঝান হয়েছে। যারা বিবাহ মোহরানা ও ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে অধীনস্থদের অধিকার বিন্দুমাত্র খর্ব করতেন না। মহান আল্লাহ আদেশের সম্মুখে কোন প্রকার ব্যক্তি স্বার্থ ও সামাজিক রসম- রেওয়াজের পরওয়া করতেন না। তারাই মহান আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ তো ছার, তার সম্ভাবনা হতেও দূরে থাকতেন। যা করতেন সাফ অনুমতি গ্রহণের পরই করতেন।

১৮৪. অর্থাৎ তোমাদের খুঁটি-নাটি যাবতীয় সৎকাজের সম্যক খবর মহান আল্লাহর কাছে। ইয়াতীম ও নারীদের ব্যাপারে যা কিছু ভাল কাজ করবে তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে।

১৮৫. স্বামী-স্ত্রীতে মিটমাট খুবই উত্তম বিষয় : কোন পত্নী যদি দেখে স্বামীর মন তার থেকে উঠে গেছে এবং সে জন্য নিজের মোহরানা ও ভরণ-পোষণ কিছুটা হ্রাস করে দিয়ে তাকে প্রসন্ন ও নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে নেয় তবে এরূপ মিটমাটের কারণে কারও কোন পাপ হবে না। স্বামী স্ত্রীতে মিটমাট ও বনিবনাও খুবই উত্তম বিষয়। হাঁ, স্ত্রীকে অকারণে যন্ত্রণা দেওয়া বা বিনানুমতিতে তার অর্থ- সম্পদে হস্তক্ষেপ করা গুনাহের কাজ।

১৮৬. অর্থাৎ নিজের স্বার্থ, অর্থ লালসা ও কার্পণ্য মানুষের মজ্জাগত বিষয়। কাজেই অবস্থা দৃষ্টে স্ত্রী যদি স্বামীর কিছু আর্থিক উপকার করে তবে সে খুশী হয়ে যাবে।

১৮৭. অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে যদি ভাল আচরণ কর এবং দুর্ব্যবহার ও বিবাদ-বিসম্বাদ পরিহার কর, তবে মহান আল্লাহ তো তোমাদের সব খবরাখবর রাখেন। এ পূণ্যের সাওয়াব অবশ্যই দেবেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ অবস্থায় মন উঠে যাওয়া ও নাখোশ হওয়ার মত কোন ব্যাপার ঘটাবে না, ফলে প্রসন্ন করার জন্য নিজের অধিকার হ্রাসেরও প্রয়োজন পড়বে না।

(১২৯) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۖ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
(১৩০) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝
(১৩১) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۝

১২৯. তোমরা যতই আশা কর না কেন স্ত্রীদের প্রতি সমতা রক্ষা কখনই করতে পারবে না। তাই বলে বিলকূল বিমুখও হয়ো না যে, এক স্ত্রীকে সম্পূর্ণ ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে। ১৮৮ যদি তোমরা সংশোধন করতে থাক এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৮৯

১৩০. আর তারা যদি পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ স্বীয় প্রাচুর্য দ্বারা প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করে দেবেন। এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাবান। ১৯০

১৩১. যা কিছু আকাশমণ্ডলে ও যা কিছু যমীনে আছে তা আল্লাহরই। আমি পূর্ববর্তী কিতাবধারীদেরকে ও তোমাদেরকে আদেশ করেছি যে, আল্লাহকে ভয় কর। যদি না মান, তবে যা কিছু আকাশমণ্ডলে ও যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা তো আল্লাহরই। আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসাজনক।

১৮৮. অর্থাৎ স্ত্রী একাধিক থাকলে মনের ভালবাসা ও অন্যান্য আচার-আচরণে সমতা রক্ষা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে এরূপ বৈষম্যও করো না যে, একজনের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে গেলে এবং অন্যজনকে মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখলে- না সুখ-শান্তিতে রাখছ, না ত্যাগ করছ যে, অন্যত্র তার বিবাহ হবে।

১৮৯. অর্থাৎ যদি সংশোধন ও সম্প্রীতিমূলক আচরণ কর এবং যুল্ম ও অধিকার খর্ব করা হতে যথাসম্ভব বেঁচে থাক, তবে এরপর কিছু হয়ে গেলে তা মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

১৯০. অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী যদি বিচ্ছেদকেই পসন্দ করে নেয় এবং তালাকই স্থির হয়ে যায়, তবে কোন অসুবিধা নেই, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের কর্ম-বিধায়ক ও সকলের

(১৩২) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝
 (১৩৩) اِنْ يَّشَا يَنْزِلْ بِكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاۤتِ بِاٰخِرِيْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى
 ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۝

১৩২. যা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহর। কর্মবিধায়ক রূপে আল্লাহই যথেষ্ট। ১৯১

১৩৩. তিনি চাইলে তোমাদেরকে অপসারিত করে হে মানুষ! অন্য সম্প্রদায়কে আনতে পারেন। এটা করার ক্ষমতা আল্লাহর আছে। ১৯২

প্রয়োজন সমাধাকারী। এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, স্ত্রীকে আরামে রাখবে, কোন প্রকার কষ্ট দেবে না। আর তা না পারলে তালাক দেওয়াই সমীচীন।

১৯১. সব কিছুর মালিক আল্লাহ এবং তিনিই কর্মবিধায়ক : উৎসাহ দান ও সতর্কীকরণ ছিল ইতিপূর্বের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। অর্থাৎ মহান আল্লাহর আদেশ মান্য করা ও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ পরিহার করা সকলের জন্যই অবশ্য কর্তব্য। তাঁর আদেশের বর্তমানে অন্য কারও কথায় কর্ণপাত করা আদৌ জায়য নয়। মাঝখানে ইয়াতীম ও নারী সম্পর্কিত কতিপয় বিধান উদ্ধৃত হয়েছে। কারণ এ ক্ষেত্রে তখন সমানে অন্যায়-অনাচার চলছিল। এখন আবার সেই উদ্ধৃত ও সতর্কীকরণ করা হচ্ছে। এ আয়াতদ্বয়ের সারমর্ম এই যে, তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে আদেশ গুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর অবাধ্যতা প্রকাশ করো না। কেউ যদি তাঁর আদেশ অমান্য করে, তবে জেনে রাখুক মহান আল্লাহ সব কিছুর মালিক। কারও কোন পরওয়া তাঁর নেই। অর্থাৎ সে নিজেরই ক্ষতি করবে মহান আল্লাহর কিছু ক্ষতি হবে না। যদি আনুগত্য প্রকাশ কর, তবুও মনে রেখ, তিনি সব কিছুর অধিকর্তা। তোমাদের যাবতীয় কার্য সমাধা করতে পারেন। আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর এ পূত-মংগলবাণী তিনবার বর্ণিত হয়েছে। প্রথমবারের উদ্দেশ্যে প্রাচুর্য ও বৈভব। অর্থাৎ তাঁর কোন কিছুর অভাব নেই। দ্বিতীয়বারের উদ্দেশ্যে পরওয়ানীনতা ও অগ্রাহ্যবোধ। অর্থাৎ তোমরা অবিশ্বাসী হয়ে গেলে তাতে তাঁর কোন কিছুর পরওয়া নেই। তৃতীয়বার অনুকম্পা ও কার্য-সম্পাদনার প্রকাশ উদ্দেশ্যে, তবে তজ্জন্য তাকওয়া অবলম্বন শর্ত।

১৯২. অর্থাৎ তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিতে এবং তদন্থলে অনুগত ও বাধ্য এক জাতিকে সৃষ্টি করতে তিনি পূর্ণ সক্ষম। এর দ্বারাও মহান আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতা ও পরওয়ানীনতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে এবং অবাধ্যদের প্রতি চরম হুঁশিয়ারীও ব্যক্ত হয়েছে।

(১৩৫) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ سَبِيْعًا بَصِيْرًا ۝

(১৩৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

১৩৪. কেউ দুনিয়ার প্রতিদান চাইলে আল্লাহর নিকট তো দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিদান রয়েছেই।^{১৯৩} এবং আল্লাহ সব কিছু দেখেন, শোনেন।^{১৯৪}

১৩৫. হে মু'মিনগণ! তোমরা ইনসাফে অধিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর পক্ষে সাক্ষ্য দাও, যদিও তাতে তোমাদের নিজেদের পিতামাতার কিংবা আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতি হয়।^{১৯৫} যদি কেউ বিভ্রান বা অভাবগ্রস্ত হয় তবে তার শুভাকাংখী আল্লাহ তোমাদের চেয়ে বেশী। কাজেই তোমরা ইনসাফের ক্ষেত্রে মনের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।^{১৯৬} আর তোমরা যদি জিহ্বা বিকৃত কর বা পাশ কাটাও তবে আল্লাহ তো তোমাদের সব কাজ সম্পর্কে অবগত।^{১৯৭}

১৯৩. অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করলে তোমাদেরকে দুনিয়া-আখিরাতও উভয় দিবেন। কাজেই, কেবল দুনিয়ার পেছনে পড়া ও আখিরাত থেকে বঞ্চিত হওয়া নিতান্তই মূর্থতা।

১৯৪. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কাজ দেখেন ও সব কথা শোনেন। তোমরা যা চাইবে তাই পাবে।

১৯৫. অর্থাৎ সাক্ষ্য সততা ও মহান আল্লাহর আদেশ অনুসারেই দেওয়া উচিত। যদিও তাতে তোমাদের বিশেষ প্রিয়জনের ক্ষতি হয়ে যায়, যা সত্য তাই প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। পার্থিব স্বার্থের খাতিরে আখিরাতের ক্ষতি কুড়িও না।

১৯৬. সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও সততা রক্ষা করা ফরয : সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের মনের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। যেমন বিভ্রানের পক্ষপাত করে বা অভাবগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সত্য গোপন করা। যা সত্য তাই বল। তাদের প্রতি আল্লাহ তোমাদের চেয়ে বেশী সহানুভূতিশীল এবং তিনি তাদের হিতাহিত সম্বন্ধে অবগত। তার কোন কিছুর কমতি নেই।

(১৩৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

(১৩৭) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۝

১৩৬. হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর। আর সেই কিতাবের প্রতিও যা তিনি তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন এবং সেই কিতাবের প্রতিও যা পূর্বে নাযিল করেছিলেন। কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও কিয়ামত দিবসকে অবিশ্বাস করলে সে তো সুদূর বিভ্রান্তিতে নিঃপতিত হল। ১৩৬

১৩৭. যারা নিশ্চয় মুসলিম হয়েছে, তারপর কাফির হয়েছে, আবার মুসলিম হয়েছে, আবার কাফির হয়েছে তারপর কুফরীতে অগ্রসর হতে থেকেছে, আল্লাহ তাদের কখনই ক্ষমা করবার নন এবং তাদেরকে পথ দেখাবার নন। ১৩৭

১৩৭. জিহ্বা বিকৃত করার অর্থ সত্য বললেও জিহ্বা চাপিয়ে ও কথা পেঁচিয়ে বলা, যাতে শ্রোতা সন্দেহে পড়ে যায়। অর্থাৎ স্পষ্ট না বলা। পাশ কাটানোর অর্থ সব কথা না বলা এবং গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য ছেড়ে যাওয়া। এ উভয় অবস্থায় মিথ্যা বলা না হলেও সত্য প্রকাশ না করার দরুণ গুনাহ হবে। সাক্ষ্য সত্যও দিতে হবে এবং স্পষ্ট ও পূর্ণও।

১৩৮. অর্থাৎ যে ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ প্রত্যয়ী হতে হবে। কোনও একটি নির্দেশও অস্বীকার করলে সে মুসলিম হতে পারে না। কেবল বাহ্য ও মৌখিক কথার কোন মূল্য নেই।

১৩৯. মুনাফিকদের মুক্তির পথ নেই : কেবল প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করল, কিন্তু অন্তরে দোদুল্যমান এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন ছাড়াই মারা গেল, তার মুক্তির কোন পথ নেই। সে কাফির। বাইরে ইসলাম যাহির করলে কোন কাজ হবে না। এর দ্বারা মুনাফিকদের কথা বোঝান হয়েছে। কেউ বলেন, এ আয়াত ইয়াহুদীদের সম্পর্কে

(১৩৮) بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

(১৩৯) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَيْبَتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝

(১৪০) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝

১৩৮. মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ শোনাও যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি।

১৩৯. যারা মু'মিনদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়, সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই নিকট। ২০০

১৪০. এবং কুরআনে তোমাদের প্রতি আদেশ অবতীর্ণ করেছেন যে, তোমরা যখন শোন আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তাদের সাথে বসো না যাবত না তারা অন্য কথায় মশগুল হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদের মত গণ্য হবে। আল্লাহ্ কাফির ও মুনাফিকদেরকে জাহান্নামে একই স্থানে একত্র করবেন। ২০১।

অবতীর্ণ। তারা প্রথমে ঈমান এনেছিল। তারপর বাছুর পূজা করে কাফির হয়ে যায়। আবার তাওবা করে মু'মিন হয়। সবশেষে ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার করে কাফির হয়ে যায়। আরও পরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অবিশ্বাস করে সে কুফরীতে অগ্রগামী হতে থাকে।

২০০. অর্থাৎ মুনাফিকরা মুসলিমগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, তারা মনে করে কাফিরদের সাথে ওঠাবসা করলে আমরা দুনিয়ায় সম্মানিত হব। এটা বিলকূল মিথ্যে। সম্মান ও মর্যাদা সব আল্লাহরই হাতে। যে তাঁর আনুগত্য করবে সে ইচ্ছত পাবে। সারকথা, ওরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে লাঞ্ছিত থাকবে।

২০১. যে সব মজলিসে পবিত্র কুরআন নিয়ে তামাশা করা হয় তাতে সংশ্লিষ্ট থাকা যাবে না ৪ হে মুসলিমগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে কুরআন মাজীদে

(১৫১) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝

১৪১. সেই সব মুনাফিক, যারা তোমাদের (অমঙ্গল) প্রতীক্ষায় থাকে। আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের জয় হলে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর নসীব কাফিরদের (অনুকূল) হলে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের পরিবৃত করে রেখেছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মুসলিমগণ থেকে রক্ষা করিনি? ২০২ আল্লাহুই কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন এবং আল্লাহ মুসলিমগণের উপর কাফিরদের জয় লাভের কোন পথ রাখবেন না। ২০৩

পূর্বেই নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে মজলিসে কুরআন নিয়ে তামাশা করা হয় ও তার প্রতি অবিশ্বাস জ্ঞাপন করা হয় সেখানে কিছুতেই বসবে না। নতুবা তোমাদেরকেও তাদের অনুরূপ মনে করা হবে। হাঁ, যখন তারা অন্য কথায় লিপ্ত হবে, তখন বসতে মানা নেই। মুনাফিকদের মজলিসসমূহে মহান আল্লাহর বিধানাবলীতে অবিশ্বাস জ্ঞাপন ও কুরআন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। পূর্বেই আদেশ দেওয়া হয়েছে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে নিম্নের আয়াতের প্রতি-
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ (৬ : ৬৮)।
সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়বে। (৬ : ৬৮)।
এ আয়াত পূর্বে নাযিল হয়েছিল।

২০২. অর্থাৎ এ সব মুনাফিক তো সেই লোক, যারা হামেশা তোমাদের তাঁকে থাকে। তোমরা জয়ী হলে বলে, আমরা কি তোমাদের সাথী নই? গণীমতের মালে আমাদেরও শরীক রাখ, আবার রণক্ষেত্রে কাফিরদের নসীবে কিছু ঘটলে অর্থাৎ তারা জয়ী হলে তাদের কাছে গিয়ে বলে, আমরা কি তোমাদের ঘিরে রেখেছিলাম না? আমরা তোমাদের হিফায়ত করি নি? আমরা মুসলিমগণের আঘাত হতে তোমাদের রক্ষা করি নি? কাজেই লুণ্ঠিত দ্রব্য আমাদেরও অংশ দাও।

(১৪২) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ

(১৪৩) مَذْبُذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ، وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝

১৪২. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই তাদের বেথেয়াল করবেন। ২০৪ যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন নির্লিপ্ত মনে দাঁড়ায় কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং তারা আল্লাহকে স্মরণ করে না, তবে খুবই সামান্য। ২০৫

১৪৩. তারা উভয়ের মাঝখানে দোদুল্যমান না এদের দিকে, না ওদের দিকে। এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে না। ২০৬

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এতদ্বারা জানা গেল, সত্য দীনের অনুসারী হয়ে পথভ্রষ্টদের সাথে বনিবনাও রাখাও মুনাফিকী কাজ।

২০৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জান্নাত ও তাদের মাঝে বিচার মীমাংসা করে দেবেন। তোমাদেরকে জান্নাত দেবেন এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। দুনিয়ায় তাদের পক্ষে যা সম্ভব করে দেখুক। মু'মিনগণকে নির্মূল করা তাদের পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না, যেটা তাদের পরম বাঞ্ছনা।

২০৪. মুনাফিকরা মূলত ধান্দাবাজ : মুনাফিরা ভিতরে কাফির, বাইরে মুসলিম, যাতে উভয় পক্ষের অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকতে এবং উভয় তরফ হতে মজা লুটতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই ছল-চাতুরীর শাস্তি দিলেন যে, তাদের (ইতরামী) সব ও গোপন অপকর্ম তাঁর নবীর কাছে প্রকাশ করে দিয়ে তাদেরকে এমনভাবে লাঞ্চিত করলেন যে, তারা আস্তাঁকুড়ের পাতায় পর্যবসিত হল। তাদের সব প্রতারণা মুসলিমগণের কাছে ফাঁস হয়ে গেল। তাদেরকে আখিরাতে যে শাস্তি দেওয়া হবে তাও প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে যা পরবর্তীতে বর্ণিত হচ্ছে। সারকথা, তাদের প্রতারণা অন্যের তো কিছুই হল না, পরন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে এমনভাবে প্রতারিত করলেন যে, তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সব বরবাদ গেল।

২০৫. অর্থাৎ যেই সালাত একটি অবশ্য পালনীয় খালিস ইবাদত, যা আদায়ে জানমালে কোনরূপ ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা নেই, মুনাফিকরা তাতেও চৌর্যবৃত্তি করে। নিতান্ত ঠেকে গেলে লোক দেখানোর জন্যও ধোঁকা দেওয়ার অভিপ্রায়ে আদায় করে

(১৪৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
 الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۚ
 (১৪৫) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۚ
 (১৪৬) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَ
 وَلَّيَكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ

১৪৪. হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের মাথায় আল্লাহর স্পষ্ট অভিযোগ বহন করতে চাও?

১৪৫. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্ব-নিম্নস্তরে থাকবে। তুমি কখনও তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না। ২০৭

১৪৬. তবে যারা তাওবা করেছে নিজেদেরকে সংশোধন করেছে, আল্লাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আজ্ঞানুবর্তী হয়েছে, তারাই মু'মিনগণের সাথে। শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে মহা প্রতিদান দেবেন। ২০৮

নেয়, যাতে তাদের কুফরী কেউ টের না পায় এবং সকলে তাদেরকে মুসলিম মনে করেন নেয়। এদের দ্বারা আর কিসের আশা করা যায় এবং কী ভাবেই বা এরা মুসলিম হতে পারে?

২০৬. মুনাফিকরা মানসিক দ্বন্ধের শিকার : মুনাফিকরা তো দোদুল্যমানতা ও মানসিক দ্বন্ধের শিকার। না ইসলাম দ্বারা নিশ্চিত হতে পারছে, না কুফরীতে নিরুদ্বেগ। ভীষণ দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত। কখনও এদিকে এগোয় কখনও ওদিকে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, মুক্তিপথ সে কোথায় পাবে?

২০৭. মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন মুনাফিকী : মুসলিমগণকে ছেড়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা মুনাফিকীর প্রমাণ, যেমন মুনাফিকরা করত, কাজেই, হে মুসলিমগণ! তোমরা কখনও এরূপ করো না। নচেৎ, তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট অভিযোগ ও চূড়ান্ত প্রমাণ খাড়া হয়ে যাবে। ফলে তোমরাও মুনাফিক সাব্যস্ত হবে। মুনাফিকদের জন্য জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তর নির্দিষ্ট। কেউ তাদের

(১৬৭) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۝

(১৬৮) لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝

১৪৭. তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্ কী করবেন যদি তোমরা সত্যকে স্বীকার কর এবং ঈমান আন? আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ। ২০৯

১৪৮. কারও দোষের কথা প্রকাশ করাকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন না। তবে যার উপর যুল্ম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২১০

সাহায্যও করতে পারবে না যে, সে স্তর থেকে বের করে আনবে বা শাস্তি কিছুটা লাঘব করাবে। কাজেই, এরূপ কাজ থেকে মুসলিমগণের দূরে থাকা উচিত।

২০৮. মুনাফিকদের বাঁচার উপায় : যেই মুনাফিক সে তার মুনাফিকী হতে তাওবা করবে, নিজের কাজ-কর্ম সংশোধন করবে, মহান আল্লাহ্র প্রিয় দীনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে, মহান আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করবে এবং লোক দেখানো মনোবৃত্তি ও অন্যান্য চারিত্রিক দোষ হতে দীনকে পাক-পবিত্র রাখবে সে খাঁটি মু'মিন দুনিয়া ও আখিরাতে সে মু'মিনগণের সঙ্গে থাকবে। ঈমানদারগণের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান। যারা মুনাফিকী হতে তাওবা করবে তারাও সে প্রতিদানে শরীক থাকবে।

২০৯. আল্লাহ্ তা'আলা সৎকাজের মূল্যায়ন করেন : তিনি বান্দাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত। কাজেই, যে ব্যক্তি তাঁর আদেশও নিষেধকে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করেও সেগুলোকে মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ মনে করে এবং তাতে বিশ্বাস রাখে, পরম দয়ালু ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ্ এরূপ ব্যক্তিকে কেন শাস্তি দিতে যাবেন। অর্থাৎ তাকে কস্মিনকালেও শাস্তি দিবেন না। তিনি তো উদ্ধত অহংকারীকেই শাস্তি দিয়ে থাকেন।

২১০. কারও দোষ প্রচার করা উচিত নয় : কারও পার্শ্ব বা ধর্মীয় কোন দোষ জানতে পারলে তা প্রচার করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকের কথা শোনে ও সকলের কাজ-কর্মের খবর রাখেন। তিনি প্রত্যেককে তার কার্যানুপাতে প্রতিদান দিবেন। এরূপ দোষচর্চাকেই গীবত বলে। তবে কেউ নির্যাতিত হলে তার জন্য এ অনুমতি আছে যে, সে যালিমের যুলুমের কথা মানুষকে জানিয়ে দেবে। এরূপ আরও কিছু ক্ষেত্রে 'গীবত' করা বৈধ। সম্ভবত এ স্থলে এ নির্দেশের উদ্দেশ্য এই যে,

(১৪৯) إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا

قَدِيرًا ۝

(১৫০) إِنْ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ

وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۖ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا

بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

(১৫১) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝

১৪৯. তোমরা কোন সৎকাজ প্রকাশ্যে করলে বা তা গোপন করলে কিংবা কোন দোষ ক্ষমা করলে আল্লাহ ও তো ক্ষমাশীল, শক্তিমান। ২১১

১৫০. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করতে চায় ও বলে, আমরা কতককে মানি, কতককে মানি না। আর তারা এর মধ্যবর্তী কোন পথ সৃষ্টি করতে চায়।

১৫১. এরাই প্রকৃত কাফির, আমি কাফিরদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। ২১২

মুসলিমগণ যেন কোন মুনাফিকের নাম প্রকাশ না করে এবং খোলাখুলিভাবে তার বদনাম না করে। তাতে সে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। বরং তাকে নির্দিষ্ট না করে সাধারণভাবে উপদেশ দেবে। এভাবে হয়ত সে হিদায়াত পাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাই করতেন। তিনি কারও নাম প্রকাশ করতেন না।

২১১. এ আয়াতে নির্যাতিতকে উদ্ধৃদ্ধ করা হয়েছে যে, সে যেন ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা পরাক্রান্ত ও শক্তিমান হয়েও যখন অপরাধীকে ক্ষমা করেন, তখন অধীনস্থ ও দুর্বল বান্দার তো বিনাবাক্যে অন্যের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা উচিত। সারকথা, যুলুমের জন্য যালিমের প্রতিশোধ নেওয়া জারিয়, তবে ধৈর্য ধরে ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুনাফিকদেরকে সংশোধন করতে চাইলে তাদের উৎপীড়ন ও অপকার্যে ধৈর্যধারণ কর এবং গোপনে সদয়ভাবে তাদেরকে বোঝাও। প্রকাশ্যে তিরস্কারও নিন্দা পরিহার কর। তাদেরকে প্রকাশ্য শত্রু বানিও না।

২১২. ইয়াহুদীরাও জঘন্য মুনাফিক : এখান থেকে ইয়াহুদীদের সম্পর্কে আলোচনা। ইয়াহুদীদের চরিত্রে মুনাফিকী ও কপটতা ছিল অতিমাত্রায়। রাসূলে কারীম (সা.) -এর কালে যারা মুনাফিক ছিল তারা হয় ইয়াহুদী ছিল, অথবা তাদের

(১৫২) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

(১৫৩) يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنِزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ يَدِهِمَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ۖ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝

১৫২. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে এবং তাদের মধ্যে কাউকে পৃথক করে না, তাদেরকে শীঘ্রই তাদের প্রতিদান দিবেন। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২১৩

১৫৩. আহলে কিতাব তোমার কাছে আবেদন করে, তুমি যেন তাদের প্রতি আসমান হতে কিতাব নাযিল করিয়ে আন। তারা তো মূসার কাছে আরও বড় জিনিস চেয়েছিল। তারা বলেছিল, আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ দেখাও। কাজেই, তাদের পাপের কারণে তাদের উপর বজ্রপাত হল। তারপর তাদের নিকট বহু নিদর্শন আসার পরও তারা বাছুর বানিয়ে নিল। আমি তাও ক্ষমা করলাম। ২১৪ এবং আমি মূসাকে প্রকাশ্য ক্ষমতা দান করলাম। ২১৫

সাথে যারা সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলত ও তাদের পরামর্শ মানত এমন সব লোক। তাই কুরআন মাজীদের অধিকাংশ একই স্থানে উভয় দলের উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস ও রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে অর্থাৎ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, কিন্তু তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে না, আবার কতক রাসূলকে মানে, কতককে অস্বীকার করে, মোটকথা ইসলাম ও কুফরের মাঝখানে নিজেদের জন্য একটি নতুন ধর্মমত উদ্ভাবন করে তারাই প্রকৃত কাফির, তাদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তখনই গ্রহণযোগ্য যখন সমকালীন নবীর প্রতিও ঈমান আনা হয় ও তাঁর আদেশ পালন করা হয়। নবীকে অস্বীকার করে মহান আল্লাহকে মানা অর্থহীন। তাঁর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। বরং কোন একজন নবীকে অস্বীকার করা মহান আল্লাহ ও আর সব নবীকে অস্বীকার করার নামান্তর। ইয়াহুদীরা যখন রাসূলে করীম (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান করল তখন

(১৫৬) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

১৫৪. আমি তাদের অংগীকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে তুর পাহাড়কে তাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছিলাম। ২১৬ এবং আমি বলেছিলাম, সিজ্দার অবস্থায় দ্বারে প্রবেশ কর। ২১৭ এবং তাদেরকে বলেছিলাম, শনিবারে সীমা-লংঘন করো না। আমি তাদের থেকে দৃঢ় অংগীকার নিয়েছিলাম। ২১৮

তারা আল্লাহকে এবং আর সব নবীকে প্রত্যাখ্যানকারী বলে সাব্যস্ত হল এবং ঘোর কাফির হিসেবে গণ্য হল।

২১৩. অর্থাৎ যারা কোন একজন নবীকেও আলাদা করে না, বরং আল্লাহ ও তাঁর সমস্ত নবীর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে মহা প্রতিদান দান করবেন। এর দ্বারা মুসলিমগণকে বোঝান হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) সহ সকল নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখে।

২১৪. শানে নুযূল ও ইয়াহুদীদের হঠকারিতা : কয়েকজন ইয়াহুদী নেতা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে বলল, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে আসমান থেকে একখানি লিখিত কিতাব একই সাথে নিয়ে আসুন। যেমন হযরত মূসা (আ.) এনেছিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। আলোচ্য রুকূর সমস্ত অভিযোগ আপত্তি তাদেরই জবাবে উত্থাপিত। তারপর প্রকৃত উত্তর দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, হে মুহাম্মাদ! ইয়াহুদীরা যে আপনার কাছে হঠকারিতামূলকভাবে এরূপ কিতাব দাবী করছে, তাদের এই উদ্ধত্যে বিশ্বাসের কিছু নেই। এটা নতুন কিছু নয়। তাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের নবী মূসা (আ.)-এর কাছে এর চেয়েও মারাত্মক বিষয়ের দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, আমরা প্রকাশ্যে মহান আল্লাহকে দেখতে চাই, তুমি দেখাও, নচেৎ আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। পরিণামে তাদের উপর বজ্রপাত হয় এবং সকলে মারা যায়। তারপর মূসা (আ.)-এর দু'আয় আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাদের জীবিত করেন। এতবড় নিদর্শন দেখার পরও তারা কী করল দেখ, একটা বাছুরের পূজা শুরু করে দিল। মহান আল্লাহ তাও ক্ষমা করে দেন। সূরা বাকারায় কিছুটা বিস্তারিত এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

২১৫. তাঁর সে ক্ষমতা এই যে, তিনি বাছুরটাকে যবেহ করে আগুনে নিক্ষেপ করলেন। তারপর তার ছাই-ভস্ম সাগরের উপরের বাতাসে ছড়িয়ে দিলেন। তাছাড়া সত্তর হাজার বাছুর-পূজারীকে কতল করা হয়েছিল।

(১০৫) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ
حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ
إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৫৫. তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয় তাদের অংগীকার ভংগ, আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা এবং তাদের এই উক্তি কারণে যে, আমাদের অন্তরে আবরণ আছে। বস্তুত আল্লাহ তাদের কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন। কাজেই তারা ঈমান আনে না, তবে সামান্য সংখ্যক। ২১৯

২১৬. অর্থাৎ ইয়াহুদীরা যখন বলল, তাওরাতের বিধানাবলী কঠিন। আমরা এটা মানি না। তখন তুর পাহাড়কে উৎপাটিত করে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং তাদেরকে বলা হয় তাওরাতের বিধানাবলী কবুল কর ও শক্ত করে ধর, নচেৎ এই পাহাড়ের তলায় তোমাদের চাপা দেওয়া হবে।

২১৭. ইয়াহুদীদের প্রতি আদেশ হয়েছিল, সিজ্দা করে মাথা ঝুঁকিয়ে নগরে প্রবেশ কর। তারা সিজ্দার পরিবর্তে পাছা ঘেঁষে ঘেঁষে ঢুকতে লাগল। এভাবে তারা নগরে পৌঁছাতেই প্লেগ-আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দুপুরের মধ্যেই প্রায় সত্তর হাজার খতম হয়ে যায়।

২১৮. ইয়াহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা : ইয়াহুদীদের জন্য শনিবারে মাছ শিকার নিষিদ্ধ ছিল। অন্যান্য দিন অপেক্ষা এদিনই বেশি মাছ দেখা যেত। তারা এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল যে, নদীর তীরে একটি হাউয তৈরি করল। শনিবার সে হাউযে নদীর থেকে মাছ আসলে তারা মুখ বন্ধ করে দিত। পরদিন তারা তা শিকার করত। এই দুষ্টবুদ্ধি ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মহান আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বানরে পরিণত করেন, যা সমস্ত জীব জন্তুর মধ্যে নিকৃষ্টতর ও মূল্যহীন।

২১৯. ইয়াহুদীদের অংগীকার ভঙ্গ করণ : ইয়াহুদীরা সে অংগীকার ভংগ করলে পরে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠোরতর শাস্তি প্রদান করেন। কারণ স্বরূপ দেখানো হয়েছে, তাদের এই অংগীকার ভংগ মহান আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান, অন্যায়ভাবে নবীগণের রক্তপাত, এবং তাদের এই উক্তি যে, আমাদের অন্তর আবরণের ভেতর। রাসূলে করীম (সা.) ইয়াহুদীদেরকে সুপথে ডাকলে তারা বলতে থাকে, আমাদের অন্তর আচ্ছাদনের ভেতর। তোমার কথা সেখান পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলছেন, ব্যাপার তারা যা বলছে তা নয়, আসলে কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে মহান আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন। কাজেই, ঈমান তাদের নসীবে

(১৫৬) وَ بِكَفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝

(১৫৭) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝

(১৫৮) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

১৫৬. এবং তাদের কুফর ও মারইয়ামের প্রতি গুরুতর অপবাদ আরোপের কারণে।

১৫৭. এবং তাদের এই কথার কারণে যে, আমরা হত্যা করেছি মারইয়াম তনয় ইসাকে, যে আল্লাহর রাসূল ছিল। ২২০ অথচ তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলেও চড়ায়নি। আসলে তাদের সম্মুখে সেইরূপ আকৃতি দেখা দিয়েছিল। তার সম্পর্কে যারা নানা রকম কথা বলে, তারা এ স্থলে সংশয়ে নিঃপতিত। এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, কেবল আন্দাজ অনুমানের উপর চলছে। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।

১৫৮. বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। ২২১

নেই। হাঁ, কিছু লোক এর ব্যতিক্রম আছে, যেমন আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা.) ও তাঁর সঙ্গীগণ।

২২০. অর্থাৎ তাদের শাস্তির আরও কারণ হলো, তারা হযরত ইসা (আ.)-কে অস্বীকার করে কুফরীর বৃদ্ধি সাধন করেছিল, হযরত মারইয়ামের প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করেছিল এবং এই দণ্ডোক্তিতে লিপ্ত ছিল যে, আমরা মহান আল্লাহর রাসূল মারইয়ামের ছেলে ইসাকে হত্যা করেছি। এ সমস্ত কারণে তাদের উপর আযাব ও মুসীবত নাযিল হয়।

২২১. ইয়াহুদীরা হযরত ইসা (আ.)-কে হত্যা করেছিল কি? ৪ আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন যে, ইয়াহুদীরা ইসা (আ.)-কে হত্যাও করেনি, শূলেও চড়ায়নি। এ সম্পর্কে তারা নানা রকম কথা বলছে তা শুধুই অনুমান নির্ভর। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিভ্রমে ফেলেছেন। প্রকৃত জ্ঞান তাদের কারুরই নেই। আসলে আল্লাহ তাঁকে আসমানে তুলে নিয়েছেন। তিনি তো সব কিছুই করতে

(১৫৭) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝

(১৬০) فَيُظْلِمُ مَنْ الظَّالِمِينَ هَادُوا وَحَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۝

১৫৯. আহলে কিতাবের মধ্যে যত দল আছে তারা ঈসার প্রতি অবশ্যই তার মৃত্যুর আগে ঈমান আনবে এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। ২২২

১৬০. ইয়াহুদীদের পাপের কারণে আমি তাদের জন্য এমন বহু উৎকৃষ্ট বস্তু হারাম করেছি, যা তাদের জন্য হালাল ছিল। এবং এই কারণে যে, তারা অনেককে আল্লাহর পথে বাধা দিত।

সক্ষম এবং তাঁর সব কাজই তাৎপর্যপূর্ণ। ঘটনা হয়েছিল এই যে, ইয়াহুদীরা যখন হযরত মাসীহ (আ.)-কে হত্যা করার সংকল্পে এগিয়ে আসল, তখন তাদের একজন লোক সবার আগে কক্ষে প্রবেশ করল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মাসীহকে (আ.) আকাশে তুলে নিলেন এবং সেই ব্যক্তির চেহারাকে অবিকল মাসীহ (আ.)-এর আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দিলেন। দলের অন্যান্য লোক ভিতরে ঢুকে তাকেই মাসীহ (আ.) মনে করল এবং হত্যা করল। পরে যখন খেয়াল হল তখন বলতে লাগল, আরে এর চেহারা তো মাসীহ সদৃশ, কিন্তু বাকী শরীর তো আমাদের সংগীর মত মনে হচ্ছে। কেউ বলল, এ যদি মাসীহ (আঃ) হয়ে থাকে, তবে আমাদের সাথে কই গেল? আবার আমাদের লোকটি হয়ে থাকলে মাসীহ (আঃ) কোথায়? এ ভাবে আন্দাজ-অনুমান করে এক একজন এক এক ধরনের কথা বলতে লাগল। প্রকৃত ঘটনা কারুরই জানা ছিল না। সত্য তো এই যে, হযরত ঈসা (আ.) আদৌ নিহত হননি; বরং আল্লাহ তাঁকে আকাশে তুলে নিয়েছেন এবং ইয়াহুদীদেরকে বিভ্রমে ফেলে দিয়েছেন।

২২২. কিয়ামতে হযরত ঈসা (আ.) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন : হযরত ঈসা (আ.) এখনও আসমানে জীবিতাবস্থায় আছেন। দাজ্জালের আবির্ভাবের পর তিনি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। তখন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা ঈমান আনবে যে, নিশ্চয়ই ঈসা (আ.) জীবিত, তাঁর মৃত্যু হয়নি। কিয়ামত দিবসে হযরত ঈসা (আ.) তাদের কাজ-কর্ম ও অবস্থা প্রকাশ করে দেবেন যে, ইয়াহুদীরা আমাকে অস্বীকার করেছিল ও আমার শত্রুতা করেছিল। আর খৃষ্টানগণ আমাকে আল্লাহর ছেলে সাব্যস্ত করেছিল।

(১৬১) وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

(১৬২) لَكِن الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ

إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ

الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

১৬১. এবং তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তাদের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণে। তাদের মধ্যে যারা কাফির আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। ২২৩

১৬২. তবে তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক ও মু'মিন তারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমার পূর্বে তা বিশ্বাস করে এবং সাবাস তাদের, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে। এদেরকেই আমি মহা পুরস্কার দেব। ২২৪

২২৩. এ যাবত ইয়াহুদীদের এবং পরের এমন কতগুলো জঘন্য অপরাধ তুলে ধরা হয়েছিল, যদ্বারা তাদের চরম ঔদ্ধত্য ও পাপ কার্যে সীমাহীন ধৃষ্টতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এবার বলা হয়েছে যে, সে কারণেই আমি তাদের উপর শরী'আত ও আরোপ করি অতি কঠিন, যাতে তাদের দর্প চূর্ণ হয়। কাজেই, এ প্রশ্ন আর বাকী থাকল না যে, উৎকৃষ্ট বস্তুর নিষিদ্ধতা তা তাওরাত প্রদত্ত হয়েছিল, অথচ হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধাচরণ ও মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ তাওরাত নাযিলের পরের ঘটনা। তো শাস্তি কি অপরাধের আগে হয়ে গেল না? এই গোটা রুকুটির সারমর্ম এই যে, কিতাবীগণ হযরত মূসা (আ.)-এর আমল হতেই উপর্যুপরি অপকার্য, অবাধ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নবীগণের সাথে শত্রুতা করে আসছে। এখন যদি হে মুহাম্মাদ (সা.) তারা হঠকারিতামূলকভাবে তোমার কাছ তাওরাতের মত একই সাথে অবতীর্ণ কোন কিতাব দাবী করে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআনকে নিয়ে তৃপ্ত না হয়, তবে এই অবিমূশ্যকারী নালায়েকদের পক্ষে এটা অভিনব কিছু নয়। তাদের এমত অশিষ্ট আচরণে অবাক ও হযরান হয়ো না। তাদের ছোট-বড় ও আগে-পরের কোন আচার-আচরণ আমার অবিদিত নয়। আমিও দুনিয়ায় তাদের প্রতি কঠিন শরী'আত আরোপ করেছি আর আখিরাতে তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(১৬৩) إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ؕ وَاتَّخَذْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

১৬৩. আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, ২২৫ যেমন ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি। ২২৬ আর ওহী প্রেরণ করেছিলাম ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি এবং দাউদকে যাবুর দিয়েছিলাম।

২২৪. বণী ইসরাঈলগণ সবাই এক ধরনের ছিল না : বণী ইসরাঈলে যাদের জ্ঞান পরিপক্ব, যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা.) ও তাঁর সঙ্গীগণ এবং যারা ঈমানদার, তাঁরা কুরআন, তাওরাত, ইন্জিল সবই বিশ্বাস করে। আর যারা সালাত কায়েম রাখে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে তাঁদের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি তাদেরকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করব। পক্ষান্তরে যারা প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত, তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

২২৫. শানে নুযূল ও আহলে কিতাবের অযৌক্তিক দাবী : কিতাবীরা, মক্কা শরীফের মুশরিকরা তথা সমস্ত কাফির কুরআন মাজীদের সত্যতা সম্পর্কে নানা রকম অবান্তর সন্দেহ সৃষ্টি করত। যেমন এ ক্ষেত্রে তারা দাবী তুলেছিল, তাওরাত গ্রন্থ গোটাই একসাথে নাযিল হয়েছিল, তুমিও তেমনি আস্ত একখানি কিতাব আসমান হতে নামিয়ে আন, তবেই আমরা তোমাকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করব। আসল কথা হচ্ছে 'خوئے بدرا بهانه بسیار' 'স্বভাব যার মন্দ, হাজারও তার অজুহাত'। আল্লাহ তা'আলা এ স্থলে কয়েকখানা আয়াত নাযিল করে কুরআনের সত্যতা ও ওহীর মর্যাদা পরিস্ফুট করে তুলেছেন এবং কাফিরদের অবান্তর সব সংশয় সন্দেহ খণ্ডন করে দিয়েছেন। সেই সাথে সাধারণভাবে যে কোন ওহীর এবং বিশেষভাবে কুরআন মাজীদের অনুসরণকে জরুরী বিষয় হিসেবে ব্যক্ত করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর আদেশ মেনে চলা সকলের জন্যই ফরয। এ ক্ষেত্রে কারও কোন অজুহাত চলতে পারে না। কেউ তা গ্রহণ করতে দ্বিধা-সংকোচ করলে বা অস্বীকার করলে সে পথভ্রষ্ট ও বে-দীন। তারপর প্রকৃত জবাব দেওয়া হচ্ছে।

২২৬. ওহী প্রত্যাখান মূলত কুফরী : এ দ্বারা জানা গেল যে, ওহী একান্তই মহান আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর বার্তা, যা নবীগণের নিকট প্রেরিত হয়। পূর্ববর্তী

(১৬৮) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ تَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
 وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝

১৬৮. এবং আমি এমন বহু রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত ইতঃপূর্বে তোমাকে শুনিয়েছি, এবং আরও বহু রাসূল, যাদের বৃত্তান্ত তোমাকে শুনাইনি। আর আল্লাহ্ মূসার সাথে সাক্ষাত কথপোকথন করেছেন। ২২৭

নবীগণের প্রতি যেমন মহান আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, তেমনি ওহীই মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেন। সেগুলো যে বিশ্বাস করে এটাকেও তার বিশ্বাস করা উচিত। এটাকে প্রত্যাখ্যান করে সে যেন প্রকারান্তরে সেগুলোর প্রত্যাখ্যানকারী হল। হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরবর্তীদের সাথে তুলনা করার কারণ এই হয়ে থাকবে যে, হযরত আদম (আ.)-এর সময় হতে যে ওহী নাযিলের ধারা শুরু হয়, সেটা ছিল ওহীর সম্পূর্ণ প্রাথমিক অবস্থা। হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত তার পূর্ণতাবিধান হয়। অর্থাৎ প্রথম অবস্থা ছিল নিছক শিক্ষাপর্ব। হযরত নূহ (আ.)-এর আমলে তা পরিপূর্ণ হয়ে যেন পরীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল, যাতে অনুগতদেরকে পুরস্কৃত এবং অবাধ্যদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কাজেই, মহামর্যাদাবান আশ্বিয়ায়ে কিরামের ধারাও হযরত নূহ (আ.) হতেই শুরু হয়। ওহীর সাথে অবাধ্যাচরণকারীদেরকে সর্বপ্রথম শাস্তি দেওয়াও তাঁর আমল হতেই আরম্ভ হয়। সারকথা, পূর্বে মহান আল্লাহর আদেশ ও আশ্বিয়ায়ে কিরামের বিরুদ্ধাচরণ কারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হত না। বরং তাদেরকে ক্ষমাযোগ্য মনে করে অবকাশ দেওয়া হত এবং বোঝানোরই চেষ্টা চালান হত। হযরত নূহ (আ.)-এর আমলে যখন ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ করল, মহান আল্লাহর আদেশ পালনের ব্যাপারে মানুষের কোনরূপ অস্পষ্টতা থাকল না, তখন থেকে অবাধ্যদের উপর শাস্তি নাযিল করা শুরু হয়। সর্বপ্রথম তাঁর যমানায় মহা প্লাবণ হয়। তারপর হযরত হূদ (আ.), সালিহ (আ.), শূ'আইব (আ.) প্রমুখ আশ্বিয়ায়ে কিরামের আমলে কাফিরদের উপর বিভিন্ন রকমের শাস্তি আসে। প্রিয়নবী (সা.)-এর ওহীকে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের ওহীর সাথে তুলনা করে কিতাবী ও মক্কা শরীফের মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাঁর ওহীকে মানবে না, যে মহা শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে।

২২৭. ওহী বিভিন্ন প্রকার তাতে ঈমান রাখা ফরয : হযরত নূহ (আ.)-এর পর যে সকল নবী-রাসূল আগমন করেন, তাঁদের কথা (النبيين - শব্দ দ্বারা) অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার পর তাঁদের মধ্যে যারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ও সুবিখ্যাত তাঁদের তাকসীম

(১৬৫) رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

১৬৫. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রাসূল পাঠিয়েছি, যাতে রাসূলগণের পর
আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ বাকী না থাকে। আল্লাহ
পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। ২২৮

কথা বিশেষভাবে নামোল্লেখ সহ বর্ণিত হয়েছে, যদ্বারা সম্পষ্টভাবে জানা গেল যে,
রাসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তা ঠিক সেই সকল ওহীর মত
সত্য ও তা স্বীকার করে নেওয়া সেই সব ওহীর মতই জরুরী, যা মহা মর্যাদাবান ও
সুপ্রসিদ্ধ নবীগণের প্রতি নাযিল হয়েছিল। আরও জানা গেল নবীগণের প্রতি যে ওহী
আসে তা কখনও ফিরিশ্তাগণ নিয়ে আসেন, কখনও তাদেরকে লিখিত কিতাবই
দেওয়া হয়; আবার কখনও কোনরূপ মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ তা'আলা সরাসরিই নবীর
সাথে কথা বলেন। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই তা যেহেতু মহান আল্লাহরই হুকুম, অন্য কারও
নয়, তাই বান্দাদের প্রতি তাঁর আনুগত্য একই রকম ফরয, তা বান্দাদের নিকট
পৌঁছার পদ্ধতি লৈখিক হোক বা মৌখিক কিংবা হোক বার্তা আকারে। কাজেই,
ইয়াহুদীরা যে বলে, তুমি আসমান হতে তাওরাতের মত একই সাথে গোটা একখানি
কিতাব আনতে পারলে তোমাকে বিশ্বাস করব, নচেৎ নয়, এটা কত বড় ঈমানহীনতা
ও নির্বুদ্ধিতা! ওহী যখন মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং তা অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি
বিভিন্ন, তখন যে কোনও পদ্ধতিতেই নাযিল হোক না কেন তা মানতে দ্বিধা-সংশয়
করা বা তা প্রত্যাখ্যান করা কিংবা একথা বলা যে, অমুক পদ্ধতিতে আসলে মানব,
নয়ত নয়, এটা প্রকাশ্য কুফরী ও সুম্পষ্ট আহমকী।

২২৮. নবী ও রাসূল পাঠানোর কারণ : মু'মিনগণকে সুসংবাদ দান এবং
কাফিরদেরকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তা'আলা একের পর এক নবী-রাসূল
পাঠিয়েছেন, যাতে কিয়ামতের দিন কেউ এই অজুহাত দেখাতে না পারে যে, তুমি কি
সে খুশী, কিসে নারাজ তা আমরা জানতাম না। জানলে অবশ্যই সে অনুসারে
চলতাম। কাজেই, আল্লাহ তা'আলা যখন নবীগণকে মুজিয়াসহ পাঠালেন এবং তাঁরা
সত্যের পথ দেখালেন, তখন আর কারও সত্য দীন কবুল না করার কোন অজুহাত
শোনা যেতে পারে না। বরং সব রকমের অজুহাত-অভিযোগ নিঃশেষ হয়ে যায়। এটা
আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও ব্যবস্থাপনা। বরং তিনি যবরদস্তি করলেই বা কে বাধা
দিতে পারে? কিন্তু তিনি তা পসন্দ করেন না।

(১৬৬) لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَكُ الْمَكِينُ

يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

(১৬৭) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا

بَعِيدًا ۝

(১৬৮) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ

طَرِيقًا ۝

(১৬৯) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا ۝

১৬৬. কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন তার তিনি সাক্ষী যে, তিনি তা নাযিল করেছেন, স্বজ্ঞানে এবং ফিরিশ্তারাও সাক্ষী। সত্য প্রকাশকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ২২৯
১৬৭. যারা কুফরী অবলম্বন করেও আল্লাহর পথে বাধা দেয় তারা সুদূর বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়।
১৬৮. যারা কুফরী অবলম্বন করেও সত্যকে চাপা দেয় তাদেরকে আল্লাহ কখনও ক্ষমা করবার নন এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করবার নন।
১৬৯. তবে জাহান্নামের পথ, যাতে তারা চিরদিন থাকবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ। ২৩০

২২৯. ওহী অভিনব কিছু নয় : প্রত্যেক নবীর কাছেই ওহী আসত। এটা কোন অভিনব বিষয় নয়। সক্রলের নিকটই পরিচিত। তবে এই কুরআনের মাঝে আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ জ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন। তিনি এ সত্য প্রকাশ করবেন। হাঁ, জ্ঞানীজন জানে যে জ্ঞান-বিদ্যা এবং তত্ত্ব ও তথ্য কুরআন দ্বারা অর্জিত হয়েছে এবং বরাবর অর্জিত হতে থাকবে, তা আর কোন কিতাব দ্বারা অর্জিত হয়নি। অনুরূপ মহানবী (সা.)-এর দ্বারা যে পরিমাণ মানুষ হিদায়াত পেয়েছে, আর কারও দ্বারা তা পায়নি।

২৩০. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণই হলো হিদায়াত : কুরআন মাজীদ ও নবী (সা.)-এর সমর্থন ও প্রত্যায়নের পর বলা হয়েছে, এখন যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে

(১৭০) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ۖ وَإِنْ تُكَفِّرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

১৭০. হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য-সঠিক বিষয় নিয়ে রাসূল এসেছে। কাজেই, স্বীকার করে নাও, তোমাদের মঙ্গল হবে। আর যদি অস্বীকার কর তবে যা কিছু আকাশ মণ্ডলেও যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা তো আল্লাহরই। ২৩১

প্রত্যাখ্যান করে, তাওরাতে তাঁর যে গুণাবলী ও বিবরণ দেওয়া আছে তা গোপন করে এবং মানুষের কাছে অবান্তর কথাবার্তা প্রকাশ করত তাদেরকেও সত্য দীন হতে ফিরিয়ে রাখে এদের ভাগ্যে না মাগফিরাত আছে, না হিদায়াত। এর দ্বারা প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, হিদায়াত রাসূলে কারীম (সা.)-এর অনুসরণের মাঝেই সীমাবদ্ধ। তাঁর বিরুদ্ধাচরণের নাম পথভ্রষ্টতা গুমরাহী। এভাবে ইয়াহুদীদের প্রতি চরম ধিক্কার হয়ে গেল এবং তাদের ভিত্তিহীন সব ধারণাও বাতিল প্রমাণিত হল।

২৩১. মহানবী (সা.) ও তাঁর কিতাবের প্রত্যাশন এবং তার বিরুদ্ধবাদী তথা কিতাবীদের মত খণ্ডন ও তার পথভ্রষ্টতা প্রমাণ করার পর এবার সাধারণভাবে সকল মানুষকে ডাক দিয়ে বলা হয়েছে, হে মানব-মণ্ডলী! তোমাদের নিকট সত্য দীন ও সত্য কিতাব নিয়ে আমার রাসূল এসে গেছেন। এখন তাঁর আনুগত্য করার মাঝেই তোমাদের কল্যাণ। আর যদি তাঁকে অস্বীকার কর, তবে জেনে রেখ, আসমান-যমীনের সমুদয় বস্তু তাঁরই। তোমাদের যাবতীয় অবস্থা ও কাজ-কর্ম সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফ। সব-কিছুর পুরো হিসাব-নিকাশ হবে এবং তার সমুচিত বদলাও দেওয়া হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ আয়াত দ্বারাও স্পষ্ট বোঝা গেল নবীর উপর যে ওহী নাযিল হয়, তা মানা ফরয এবং অস্বীকার করা কুফর।

২৩২. নবী ও রাসূলগণকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা ফরয এবং দ্বিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ সরাসরি কুফরী : কিতাবীগণ তাদের নবী-রাসূলের প্রশংসায় অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করত ও মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। তাদেরকে মহান আল্লাহ বলেছেন, দীনী বিষয় বাড়া-বাড়ি করো না। যার প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস আছে, তার প্রশংসা করতে গিয়ে সীমালংঘন করা উচিত নয়। যতটুকু সত্য ও প্রমাণিত তার বেশি বলা অনুচিত। আল্লাহ তা'আলার মহিমামণ্ডিত সত্তা সম্পর্কেও কেবল তাই বল, যা সত্য ও প্রমাণিত।

(১৭১) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
 إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ
 فَآمِنُوا بِاللَّهِ رُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ۖ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ
 حَدُّ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَى
 بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

১৭১. হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি
 করো না এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য সঠিক কথা ছাড়া বলো না।
 নিশ্চয়ই মারইয়াম তনয় ঈসা মাসীহ্ মহান আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর
 বাণী। যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তার পক্ষ
 হতে রুহ। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণকে মেনে নাও। এবং বলো না
 আল্লাহ্ তিন। এ কথা ত্যাগ কর, তাতে তোমাদের কল্যাণ হবে।
 আল্লাহ্ তো একমাত্র মা'বুদ। সন্তান হওয়া তাঁর জন্য শোভনীয়
 নয়। ২৩২ আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। কর্ম
 বিধায়করূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট। ২৩৩

নিজেদের পক্ষ হতে কিছু বলো না। তোমরা এই কী সর্বনাশা কথা বলছ যে, যেই
 ঈসা মহান আল্লাহ্‌র রাসূল ও মহান আল্লাহ্‌র হুকুমে সৃষ্ট, তাঁকে ওহীর বিপরীতে মহান
 আল্লাহ্‌র ছেলে সাব্যস্ত করছ ও তিন আল্লাহ্‌র প্রবক্তা হয়ে গেছ? এক আল্লাহ্ তো
 মহান স্বয়ং, দ্বিতীয় ঈসা এবং তৃতীয় মারইয়াম। তোমরা এসব থেকে নিবৃত্ত হও।
 মহান আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। কেউ তাঁর ছেলেও হতে পারে
 না। তাঁর সত্তা এসব হতে পূত পবিত্র। এসব বিভ্রান্তির উৎস হলো তোমাদের ওহী
 বিমূখিতা। তোমরা যদি ওহীর অনুসরণ করতে তা হলে মহান আল্লাহ্‌র ছেলে সাব্যস্ত
 করতে না এবং তিন আল্লাহ্‌র প্রবক্তা হয়ে প্রকাশ্য মুশরিক হতে না। পরন্তু, এখন
 আবার নবী শ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও কিতাব তথা শ্রেষ্ঠ কুরআনকে
 প্রত্যাখ্যান করে ডবল কাফির হতে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : কিতাবীদের এক শ্রেণী তো হযরত ঈসা (আ.)-কে রাসূল
 বলেই স্বীকার করেনি, অধিকন্তু তাঁকে হত্যা করা পসন্দ করেছে। তাদের সম্পর্কে পূর্বে
 আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় তাঁকে মহান আল্লাহ্‌র পুত্র স্থির করেছে। উভয় শ্রেণীই
 কাফির। তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ ছিল ওহী থেকে সরে দাঁড়ানো। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে
 গেল যে, মুক্তি ওহীর অনুসরণেই মাঝে সীমাবদ্ধ।

(১৭২) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۖ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝

১৭২. মাসীহ আল্লাহর বান্দা হওয়াতে লজ্জাবোধ করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফিরিশ্তাগণও নয়। ২৩৪ আল্লাহর বন্দেগীতে যারা লজ্জাবোধ করবে ও অহংকার করবে, তাদের সকলকে তিনি নিজের কাছে একত্র করবেন।

২৩৩. যিনি আসমান ও যমীনের সবকিছুর মালিক তাঁর স্ত্রী ও ছেলের প্রয়োজন কি? ৪ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে নীচ হতে উপর পর্যন্ত যা- কিছু সবই তাঁর সৃষ্টি, তাঁর মালিকানাধীন ও তাঁর বান্দা। এমতাবস্থায় কে তাঁর শরীক বা ছেলে হবে এবং কী ভাবে হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা সকল কাজের ব্যবস্থা করেন এবং সকলের কর্ম-বিধানের জন্য তিনিই যথেষ্ট। অন্য কারও প্রয়োজন নেই। কাজেই বল, শরীক বা ছেলের প্রয়োজন থাকতে পারে? সারকথা, না কোন মাখলূকের মাঝে তাঁর শরীক হওয়ার যোগ্যতা আছে, না তাঁর সত্তার মাঝে শরীকের কোন অবকাশ বা প্রয়োজন আছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি ঈমান ও বুদ্ধি উভয় থেকেই সম্পূর্ণ বঞ্চিত তার পক্ষেই কোন সৃষ্টিকে মহান আল্লাহর শরীক বা ছেলে স্থির করা সম্ভব।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : উপরের আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল, যে ব্যক্তি কাউকে আল্লাহ তা'আলার ছেলে বা শরীক বলে বিশ্বাস করে সে আসলে বস্তু নিচয়কে মহান আল্লাহর একক সৃষ্টি এবং আল্লাহ তা'আলাকে যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা বলে স্বীকার করে না। সে আল্লাহ তা'আলাকে সকলের প্রয়োজন সমাধা ও কর্ম-বিধানের জন্য যথেষ্ট মনে করে না। যেন সে মহান আল্লাহকে উলূহিয়াত থেকে বের করে সৃষ্টি ও সম্ভাব্য-অস্তিত্বমালার মাঝে ঢুকিয়ে দিল। এভাবেই سُبْحَانَهُ يَكُونُ أَنْ لَهُ وَلَدٌ -এর মাঝে যেই অপবিত্রতার প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ অপবিত্রতা প্রকৃত ও রূপক উভয় প্রকার সন্তানের মধ্যেই যেহেতু সমান উপস্থিত, তাই ভাল করে বোঝা গেল, তাঁর পবিত্র সত্তা হতে সন্তানের জন্ম হওয়া থেকে যেমন তিনি পবিত্র তেমনি এর থেকেও পবিত্র যে, স্বীয় মাখলূকের মধ্য হতে কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করবেন।

২৩৪. মহান আল্লাহর বান্দা হওয়াই উচ্চমর্যাদা ও সম্মানের বিষয় : মহান আল্লাহর বান্দা হওয়া, তাঁর ইবাদত করা ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা উচ্চ পর্যায়ের সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। হযরত মাসীহ (আ.) ও ঘনিষ্ঠ ফিরিশ্তাদের কাছে

(১৭৩) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم

مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفَوْا وَاسْتَكَبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا

يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

(১৭৪) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ

تُورًا مُبِينًا ۝

১৭৩. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তিনি তাদেরকে তাদের পুরস্কার পুরোপুরি দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দিবেন। পক্ষান্তরে, যারা লজ্জাবোধ করেছে ও অহংকার করেছে, তাদেরকে শাস্তি দিবেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন অভিভাবক পাবে না এবং সাহায্যকারীও নয়। ২৩৫

১৭৪. হে মানব মন্ডলী! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণ এসে গেছে এবং আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সমুজ্জ্বল জ্যোতি। ২৩৬

এ নি‘আমতের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা জেনে নাও। তাঁরা কি এটাকে হেয় জ্ঞান করবে, না করতে পারে? হাঁ, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও বন্দেগী করা লজ্জার বিষয়ই বটে, যেমন, খৃষ্টান সম্প্রদায় হযরত মাসীহ (আ.)-কে মহান আল্লাহর ছেলে ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে। মুশরিকরা ফিরিশ্তাদেরকে মহান আল্লাহর কন্যা মেনে নিয়ে তাদের ও দেব-দেবীর উপাসনা করেছে। বস্তুত এদের জন্য রয়েছে অনন্ত শাস্তি ও লাঞ্ছনা।

২৩৫. মহান আল্লাহর বন্দেগীতে উন্মাসিকতার ভয়াবহ পরিণতি : যেসব ব্যক্তি আল্লাহর বন্দেগীতে উন্মাসিকতা দেখাবে ও অহংকার করবে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। একদিন সকলকেই মহান আল্লাহর নিকট সমবেত হতে হবে। তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে মহান আল্লাহর বন্দেগী করেছে, তারা তাদের কাজের পরিপূর্ণ পুরস্কার লাভ করবে। বরং মহান আল্লাহর অনুগ্রহে পাওনা অপেক্ষাও বেশি বড় বড় নি‘আমত তাদের দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উন্মাসিকতা প্রদর্শন করেছে ও অহংকার দেখিয়েছে তারা মহা শাস্তিতে নিঃপতিত হবে। তাদের কোন শুভার্থী ও সাহায্যকারী থাকবে না। মহান আল্লাহর শরীক বানিয়ে যাদের উপাসনা করেছিল,

(১৭৫) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ
نُضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ۝

(১৭৬) اَيَسْتَفْتُونَكَ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۚ إِن مَّرُوءُ هَلَاكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ
لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً
رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن
تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

১৭৫. সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাকে সুদৃঢ়ভাবে
ধারণ করেছে, তাদেরকে তিনি স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মাঝে প্রবেশ
করাবেন এবং তাদেরকে পৌঁছাবেন তাঁর দিকের সরল পথে।

১৭৬. তারা তোমার নিকট বিধান জানতে চায়। বল, আল্লাহ তোমাদেরকে
কালার বিধান জানাচ্ছেন। ২৩৭ যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং
তার কোন ছেলে না থাকে, এক বোন থাকে, তা হলে তার পরিত্যক্ত
সম্পত্তির অর্ধেক সে পাবে। ২৩৮ এবং সেই ভাই তার ওয়ারিশ হবে,
যদি বোনের কোন ছেলে না থাকে। ২৩৯ আবার বোন যদি দুই জন
হয়, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ তারা পাবে। ২৪০
এরূপ স্বজন যদি কয়েকজন থাকে কতক পুরুষ ও কতক নারী, তবে
এক পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান। ২৪১ আল্লাহ তোমাদের জন্য
স্পষ্ট বর্ণনা করছেন, পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাও ২৪২ এবং
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে অবহিত। ২৪৩

যদরূপ এই শাস্তি, সেই তারাও কোন কাজে আসবে না। কাজেই, খৃষ্টান সম্প্রদায়
ভাল করে বুঝে নিক যে, এ উভয় অবস্থার কোনটি তাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং
হযরত মাসীহ (আ.)-এর যথার্থ মর্যাদা কী?

২৩৬. মহানবী (সা.) ও পবিত্র কুরআন ৪ পূর্বে মহান আল্লাহর ওহী বিশেষত
কুরআন মজীদে মর্যাদা ও তার সত্যতার বিবরণ এবং তার অনুসরণ ও আনুগত্যের

গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে খৃষ্টান সম্প্রদায় যে হযরত মাসীহ (আ.)-কে মহান আল্লাহ ও তাঁর ছেলে বলে বিশ্বাস করে, তার উল্লেখপূর্বক প্রমাণ করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত আকীদা। অবশেষে এবার আবার সেই আসল ও জরুরী বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, হে মানুষ! তোমাদের নিকট বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ অর্থাৎ আখেরী নবী মুস্তাফা (সা.) যাঁর মুজিয়াসমূহ ও ক্ষুরধার বক্তব্য ও যুক্তি বিরোধীদের মতবাদকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে ও সমুজ্জ্বল জ্যোতি পৌঁছে গেছে, যা হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ কুরআন মাজীদ। এখন আর কোন দ্বিধা ও চিন্তার অবকাশ নেই। যে কেউ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, এই পবিত্র কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, সে মহান আল্লাহর রহমত ও কৃপায় প্রবেশ করবে এবং সরাসরি তাঁর নিকট পৌঁছে যাবে। পক্ষান্তরে, যে এর বিপরীত করবে তার পথভ্রষ্টতা ও দুর্ভোগ যে কতখানি তা এর দ্বারাই অনুমান করে নিন।

২৩৭. কালালার বিধান : সূরার শুরুতে মীরাসের আয়াতে কালালার মীরাস বর্ণিত হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে এ আয়াত নাযিল হয়। 'কালালা' অর্থ দুর্বল, অসহায়। এ স্থলে বোঝান হয়েছে, যার পিতা ও সন্তান-সন্ততি নেই, যেমন পূর্বেও বলা হয়েছে। পিতা ও আওলাদই আসল ওয়ারিস। এ ওয়ারিস যার নেই তার আপন ভাই-বোনকে সন্তান-সন্ততির পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। আপন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে বৈমাত্রের ভাই-বোন এ মর্যাদা পাবে। এক বোন হলে অর্ধেক, দুই বোন হলে দুই তৃতীয়াংশ এবং ভাই-বোন উভয় থাকলে ভাই দুই ভাগ, বোন এক ভাগ পাবে। যদি শুধু ভাই থাকে, বোন না থাকে, তবে সে বোনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, অর্থাৎ তার কোন অংশ নির্ধারিত নেই। কারণ সে আসাবা যেমন আয়াতে এসব অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বাকি থাকল বৈপিত্রের ভাইবোন। সূরার শুরুতে তাদের মীরাস বর্ণিত হয়েছে। তাদের অংশ নির্ধারিত আছে।

২৩৮. অর্থাৎ কোন পুরুষ যদি এক বোন রেখে মারা যায়, পিতা ও সন্তান কিছুই না থাকে তবে সে বোন সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

২৩৯. যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ কোন মহিলা তার আপন বা বৈমাত্রের ভাই রেখে মারা গেল, তখন সে ভাই-ই বোনের সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী, যেহেতু সে 'আসাবা'। তার কোন ছেলে সন্তান থাকলে ভাই কিছুই পাবে না। কন্যা থাকলে তার মীরাসের পর যা অবশিষ্ট থাকবে ভাই তার অধিকারী হবে। মৃত ব্যক্তি যদি বৈপিত্রের ভাই বা বোন রেখে যায়, তবে তার জন্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ নির্ধারিত, যেমন সূরার শুরুতে গেছে।

২৪০. বোনের সংখ্যা দু'য়ের বেশি হলেও তারা দুই তৃতীয়াংশই পাবে।

২৪১. কতক পুরুষ ও কতক নারী অর্থাৎ ভাইবোন উভয়ই যদি রেখে যায়, তবে ভাই দুই ভাগ ও বোন এক ভাগ পাবে, যেমন সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

২৪২. আল্লাহর নির্দেশ না মানার পরিণতি পথভ্রষ্টতা ৪ মহান আল্লাহ্ পরম দয়ালু ও কৃপাময়। কেবল বান্দার হিদায়াতের জন্য এবং তাকে পথভ্রষ্টতা হতে বাঁচানোর লক্ষ্যে বিশদভাবে সঠিক বিধান বর্ণনা করেন। যেমন এ স্থলে কালার মীরাস বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁর নিজের কোন স্বার্থ নেই। তিনি তো অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। কাজেই, যে ব্যক্তি এই অনুগ্রহের মূল্যায়ণ করবে না, বরং তাঁর আদেশ পাশ কাটিয়ে চলবে, তার দুর্ভাগ্যের কী কোন পরিসীমা আছে? বোঝা গেল, যাবতীয় বিধান মেনে চলা বান্দার জন্য অপরিহার্য। যদি কোন মামুলী ও খুঁটিনাটি বিষয়ে ও মহান আল্লাহর আদেশ থেকে সরে দাঁড়ায় তবে পথভ্রষ্টতা অনিবার্য। এখন যারা তাঁর পবিত্র সত্তা ও তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম অমান্য করে এবং নিজের খেয়াল খুশী ও বুদ্ধি-বিবেচনাকেই গুরু মেনে চলে, তাদের পথভ্রষ্টতা ও হীনতা যে কোন পর্যায়ে তা এর দ্বারাই অনুমান করে নিন।

২৪৩. ইতিপূর্বে জানা গেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দার হিদায়াতকে পসন্দ করেন। এবার তিনি বলছেন, তিনি সব কিছু সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত। বোঝান হলো, দীনী বিষয়াদি সম্পর্কে যা কিছু প্রয়োজন জিজ্ঞেস করে নাও। এতদ্বারা বোঝা যায় কালার সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম যে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রচ্ছন্নভাবে তার প্রশংসা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এরূপ প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আরও বোঝা যায় আল্লাহ্ পাক সব কিছু জানেন, তোমরা জান না। তোমরা তো এতটুকু বলতে পার না যে, কালার ও অন্যান্য অবস্থায় যার যে অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তার প্রকৃত কারণ কী? এমত মানুষের বিবেক-বুদ্ধি কী করে এর উপযুক্ত হতে পারে যে, তার উপর নির্ভর করে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে ওহীর বিরুদ্ধাচরণ করার দুঃসাহস দেখাবে? যারা নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আত্মীয়-স্বজনের স্তরভেদ নির্ণয় করার মত যোগ্যত। রাখে না তারা মহান আল্লাহর। এক অদ্বিতীয়, অনুপম, অতুলনীয় সত্তা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে তিনি নিজে কিছু বলে না দিলে কি-ই বা বুঝতে পারে?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ৪ এ স্থলে কালার বিধান ও তার শানে নুযূল বর্ণনা করার দ্বারা কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করা যায়, ক. পূর্বে যেমন **وَأَنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَافِي السَّمَوَاتِ** আয়াতটির বক্তব্য এবং তার পরে **وَمَافِي الْأَرْضِ** অবস্থা তুলে ধরা হয়েছিল, তদ্রূপ **فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ** ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণের অবস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে ওহী হতে পশ্চাতপসরণকারীদের পথভ্রষ্টতা ও মন্দ স্বভাব এবং ওহীর অনুসরণ-কারীগণের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়।

খ. এরই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা এই, কিতাব তো এই জঘন্যতম কাণ্ড করে বসে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার পূতপবিত্র সত্তার জন্য সন্তান ও শরীক সাব্যস্ত করার মত গুরুতর বিষয়কে নিজেদের ঈমান বানিয়ে নিয়েছে এবং মহান আল্লাহর ওহীর খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণ করেছে; পক্ষান্তরে, মহানবী (সা.)-এর অবস্থা এই যে, ঈমান ও ইবাদতের মৌলিক বিষয়গুলো তো বটেই এমন কি মীরাস বিবাহ ইত্যাদি খুঁটিনাটি ও শাখাগত বিষয়েও তারা ওহীর সন্ধান ও প্রতীক্ষায় থাকেন। সর্ব বিষয়ে তাঁরা রাসূলে করীম (সা.)-এর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক ও রুচি মজীকে সিদ্ধান্ত দাতা মনে করে না। একবারে যদি ভাল করে বুঝে না আসে তবে পুনর্বার এসে নবীর (সা.) খেদমতে হাযির হয় এবং মাসয়ালা জিজ্ঞেস করে নেয়। 'بين تفاوت راه كجاست تابكجا' দেখানও পথের পার্থক্য কোথা হতে কোথা পর্যন্ত।

মহানবী (সা.) ও ওহীর হুকুম ছাড়া নিজের পক্ষ হতে কোন আদেশ দিতেন না। কোন বিষয়ে ওহীর আদেশ সামনে না থাকলে ওহী নাযিলের অপেক্ষা করতেন। ওহী আসলে সে অনুযায়ী ফয়সালা দিতেন।

এতদ্বারা পরিষ্কার জানা গেল এক পবিত্র সত্তা ছাড়া সিদ্ধান্ত দাতা আর কেউ নয়। বহু আয়াতেই 'ان الحكم الا لله' 'আদেশ দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই' প্রভৃতি পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন বাক্য রয়েছে। বাকি যা কিছু সবই মাধ্যম। তাদের দ্বারা অন্যের কাছে মহান আল্লাহর আদেশ পৌঁছান হয়। হাঁ, এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, কোন্ মাধ্যম নিকটতম, কোন্টা দূরের। যেমন রাষ্ট্রীয় আইন প্রচারের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও পদস্থ আমলা-কর্মকর্তা হতে নিম্নস্তরের কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই মাধ্যম বিশেষ, কিন্তু তাদের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে।

কোনও বিষয়ে মহান আল্লাহর ওহীকে ছেড়ে কোন গোমরাহ যদি অন্য কারও কথা শোনে ও মানে তবে তার চেয়ে ঘোর পথভ্রষ্টতা আর কী হতে পারে?

آنانکه زرونے توبجائے نگر آند * کوته نظر آندچه کوته نظر آند

‘তোমার চেহারা ছেড়ে যারা অন্য দিকে তাকায়

বাঁকা চোখ তাদের, ভীষণ বাঁকা চোখ।’

তাছাড়া এ আলোচনার মাঝে এদিকে ও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সম্পূর্ণ কিতাব একইবারে অবতীর্ণ হয়ে যাওয়ার মাঝে, যেমন কিতাবীরা দাবী করছে, সেই সৌন্দর্য নেই, যা প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী বারবার নাযিল হওয়ার মাঝে রয়েছে। কেননা, এ অবস্থায় প্রত্যেকের জন্য তার প্রয়োজন হিসেবে জিজ্ঞেস করার সুযোগ থাকে এবং ওহী মারফত সে তার জবাব পেতে পারে। যেমন আলোচ্য স্থান সহ কুরআন মাজীদে

আরও বহুস্থানে তাই হয়েছে। এ পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ হওয়া ছাড়াও এর সাথে এমন একটি গৌরবজনক বিষয় জড়িত রয়েছে, যার আর কোন উম্মাতের ভাগ্যে ঘটেনি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্মরণীয় হওয়ার সম্মান ও তাঁর সম্বোধন লাভের মহা মর্যাদা। আল্লাহ তা'আলা মহা অনুগ্রহশীল। যেই সাহাবীর শুভার্থে বা যার প্রশ্নের জবাবে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে সে সাহাবীর জন্য সেটা একটা পরম মর্যাদার বিষয় বলেই গণ্য হয়ে থাকে। কোন বিষয়ে মতবিরোধের ক্ষেত্রে যার সমর্থনে ওহী নাযিল হয়েছে তাঁর মাহাত্ম্য ও সুনাম কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। কাজেই, কালিলা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের উল্লেখ করে সাধারণভাবে এরূপ সর্বপ্রকার প্রশ্নোত্তরের প্রতিই ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত এই ইঙ্গিতের লক্ষ্যেই প্রশ্নের কথা সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রশ্ন কালিলা সম্পর্কে। এর দৃষ্টান্ত কুরআন মাজীদে আর কোথাও নেই, সেই সাথে উত্তরকেও স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে। (মহান আল্লাহ ভাল জানেন, তিনিই সঠিক পথ প্রদর্শক)।

মোদাকথা, ওহী যাবতীয় বিধানের উৎসমূল। এরই অনুসরণের উপর হিদায়াত নির্ভরশীল। কুফর ও বিভ্রান্তি এরই বিরোধীতা করার মাঝে সীমাবদ্ধ। এই বিরুদ্ধাচরণই ছিল মহানবী (সা.)-এর সময়ে ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক, ও অপরাপর সমস্ত পথভ্রষ্টদলগুলোর গোমরাহীর মূল কারণ। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র কিতাবের বহু জায়গায় ওহীর অনুসরণ করার সুফল এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করার কুফল তুলে ধরেছেন। বিশেষত এ স্থলে তো পুরো দু'টো রুকু এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেই অবতীর্ণ করেছেন। এবং তাও বিশদভাবে, উপমা-ইঙ্গিতের সাথে। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম বুখারী (র.) তাঁর হাদীস গ্রন্থে **الوحي الى رسول الله** (রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ওহীর সূচনা কি ভাবে হয়েছিল?) **أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ** (আয়াতটিকেও শিরোনামটির ভেতর **أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ** শিরোনামের অংশরূপে উল্লেখ করেছেন এবং এই রুকুদ্বয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। যেন অর্থ দাঁড়াল এ আয়াত হতে ওহী বিষয়ক আয়াত সমূহের শেষ পর্যন্ত (সবগুলি আয়াত আমার এ শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত)। আল্লাহই ভাল জানেন।

سُورَةُ الْمَائِدَةِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٥٠

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ۚ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا
نَعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ
الصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمَةٌ إِنَّ اللَّهَ
يُحْكُمُ مَا يَرِيدُ ٥١

أَيَّانَهَا ١٢٠

رُكُوعَاتُهَا ١٤

সূরা মায়িদা

মাদানী, ১২০ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অসীম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হে মু'মিনগণ! অংগীকারসমূহ পূর্ণ কর।
তোমাদেরকে পরবর্তীতে যা শোনানো
হবে তা ছাড়া সব চতুষ্পদ জন্তু
তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।
তবে ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে
বৈধ মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ
আদেশ করেন যা চান

সূরা মায়িদা

১২০ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অসীম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

১. হে মু'মিনগণ! অংগীকারসমূহ পূর্ণ কর।^১ তোমাদেরকে পরবর্তীতে যা শোনানো হবে তা ছাড়া^২ সব চতুষ্পদ জন্তু^৩ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তবে ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করো না।^৪ নিশ্চয় আল্লাহ আদেশ করেন যা চান।^৫

১. অংগীকার পূরণের তাৎপর্য ৪ শরী'আতে গৃহীত ঈমান দুই জিনিসের নাম- ক. বিশুদ্ধ প্রতিশ্রুতি এবং খ. আনুগত্য ও স্বীকার। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যাবতীয় আদেশ নিষেধকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করা এবং তার স্বীকার ও গ্রহণ করার জন্য নিষ্ঠার সাথে মাথা নুইয়ে দেওয়া। এ আনুগত্যের দিকটি লক্ষ্য করলে ঈমান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় আদেশ- নিষেধ ও বিধান মেনে চলার ও সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য আদায় করার একটি দৃঢ় অংগীকারেরই নাম। আল্লাহ তা'আলার নিরংকুশ প্রতিপালন রাবুরিয়্যাত সম্পর্কে 'أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ' (আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?) বলে যে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল, মানব মজ্জায় আজও যার সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান, তারই যেন সবিস্তার নবায়ণ এ শরঈ ঈমান। তারপর শরী'আতে গৃহীত এ ঈমানে যে সংক্ষিপ্ত অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি ছিল সমগ্র কুরআন ও সুন্নাহতে তারই বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ঈমানের দাবী করার অর্থ, বান্দা যাবতীয় বিধানের ক্ষেত্রে এ অংগীকার করছে যে, সে সর্বাত্মকভাবে আপন প্রতিপালকের অনুগত থাকবে, তা সে বিধানের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সাথে হোক, কি বান্দার সাথে, দৈহিক প্রতিপালনের সাথে হোক বা আত্মিক পরিশোধনের সাথে, পার্থিব কল্যাণের সাথে হোক বা পরকালীন সফলতার সাথে, ব্যক্তি জীবনের সাথে হোক, কি সামষ্টিক জীবনের সাথে এবং যুদ্ধের সাথে হোক কি

সক্ষির সাথে। রাসূলে করীম (সা.) ইসলাম, জিহাদ, আনুগত্য বা অন্যান্য উত্তম গুণাবলী ও কল্যাণমূলক কার্যাবলী সম্পর্কে বাই'আত আকারে সাহাবায়ে কিরাম হতে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন, তা এ ঈমানী অঙ্গীকারের একটি মূর্ত রূপ ছিল। ঈমানকে কেন্দ্র করে বা আল্লাহু তা'আলার নিরংকুশ শক্তি ও পরাক্রম সম্পর্কে বিগুহ জ্ঞান এবং তাঁর ন্যায়বিচার শাস্তির স্বরূপ ও অঙ্গীকার সমূহের সত্যতা সম্বন্ধে পূর্ণ প্রতীতিও বান্দার লাভ হয়ে যায়। এর দাবী হলো সে ওয়াদা খেলাফী ও বিশ্বাসঘাতকতার ধ্বংসাত্মক পরিণতিকে ভয় করত নিজের যাবতীয় ওয়াদা- অঙ্গীকার, তা মহান আল্লাহুর সাথে হোক আর মানুষের সাথে কিংবা খোদ নিজের সাথে, এভাবে পূরণ করবে, যাতে পরম প্রতিপালকের আনুগত্যে বিন্দুমাত্র অবহেলা দেখা না দেয়। এ আলোচনা দ্বারা 'عقود' সম্পর্কে তাফসীরবেত্তাগণের থেকে নানা রকমের যে বাখ্যা বর্ণিত আছে; সেগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতি স্থাপিত হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে আয়াতে মু'মিন শব্দে সম্বোধন করার মাঝে যে বাড়তি রস নিহিত রয়েছে তারও আশ্বাদন হয়ে যায়।

২. সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে (নিসা : ১৬০) **فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ** (অর্থঃ যুলুম ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ইয়াহুদীদের প্রতি কতক উৎকৃষ্ট ও হালাল জিনিস হারাম করে দেওয়া হয়েছিল। সূরা আন'আমে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে। এ উম্মাতকে প্রতিশ্রুতি রক্ষার আদেশ দানের সাথে সাথে সে জিনিসগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অর্থঃ উট, গরু, ছাগল, ভেড়া এবং এ জাতীয় সমস্ত গৃহপালিত ও বন্য পশু, যেমন হরিণ, বুনো গরু ইত্যাদিও তোমাদের জন্য সর্বাবস্থায় বৈধ করা হয়েছে। কেবল সেই সকল পশু বা সেই সব অবস্থা ব্যতিক্রম, যে সম্পর্কে তোমাদের দৈহিক, আত্মিক বা নৈতিক উৎকর্ষতা বিধানের লক্ষ্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে- তা কুরআন মাজীদেই হোক বা নবী করীম (স.)-এর পবিত্র বাণীতে।

৩. ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম ৪ সম্ভবত এর দ্বারা সেই সব জিনিস বোঝানো হয়েছে, যা এ রুকু'রই তৃতীয় আয়াতে অর্থঃ **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ** হতে **ذَلِكُمْ فَسِقٌ** পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

৪. ইহরাম অবস্থায় কেবল স্থলের জীবন শিকার করা নিষেধ, জলজ প্রাণী শিকারের অনুমতি আছে। ইহরাম অবস্থায় সম্মান রক্ষার যখন এতটা গুরুত্ব যে, এ অবস্থায় শিকার করা নিষেধ, তখন হারাম শরীফের সম্মান রক্ষার গুরুত্ব যে আরও কত বেশী হবে, তা বলাই বাহুল্য। কাজেই, ইহরাম অবস্থা হোক আর নাই হোক সর্বাবস্থায় হারাম শরীফে প্রাণী শিকার করা হারাম, যেমন **لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ** দ্বারা বোঝা যায়।

(২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

২. হে মু'মিনগণ! তোমরা বৈধ মনে করো না আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে, ৬ না সম্মানিত মাসসমূহকে, ৭ না কা'বার জন্য উৎসর্গিত পশুকে, না কা'বায় প্রেরিত গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশুকে, ৮ এবং না সম্মানিত গৃহাভিমুখে যাত্রাকারীদেরকে, যারা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ আশা করে। ৯ যখন তোমরা ইহরামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। ১০ যারা তোমাদেরকে সম্মানিত গৃহে প্রবেশে বাধা দিত, তাদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের সীমালংঘনের কারণ না হয়। ১১ তোমরা সৎ- কাজ ও তাক্ওয়ায় পরস্পরকে সাহায্য কর, পাপ কাজ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। ১২ আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি কঠোর। ১৩

৫. হুকুম দানের সার্বভৌম মালিক আল্লাহ ৪ যেই মহান আল্লাহ সমগ্র মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আপন প্রজ্ঞা অনুযায়ী তাদের মাঝে স্তর বিন্যাস করেছেন, প্রত্যেক স্তরের মাঝে তার যোগ্যতা অনুসারে পৃথক বৈশিষ্ট্য ও শক্তি নিহিত রেখেছেন এবং জীবন মৃত্যুর বিচিত্র ধরণ-ধারণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, নিশ্চয়ই সেই মহান আল্লাহরই এ ইখতিয়ার আছে যে, তিনি নিজ অপার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং নিরংকুশ শক্তি অনুযায়ী সৃষ্টি নিচয়ের যাকে যার জন্য এবং যে অবস্থায় ইচ্ছা হালাল বা হারাম করবেন। তাঁর কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অধিকার কারও নেই, لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ তাঁর কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অধিকার কারও নেই, কিন্তু সকলেরই কাজের কৈফিয়ত চাওয়ার ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে।

৬. অর্থাৎ যে সকল জিনিসকে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও মাবুদ হওয়ার বিশেষ নিদর্শনরূপে স্থির করা হয়েছে, তার অমর্যাদা করো না। পবিত্র হারাম, বাইতুল্লাহ, জামারাত, সাফা-মারওয়া, কুরবানীর জন্য প্রেরিত পশু, সকল মসজিদ, সমস্ত আসমানী কিতাব এবং দীনের যাবতীয় বিধান এর অন্তর্ভুক্ত। এ সব নিদর্শনের মধ্যে যে গুলো বিশেষভাবে হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত। সম্মুখে তন্মধ্যে কতিপয়ের উল্লেখ করা

হয়েছে, যেমন পূর্বের আয়াতেও ইহরাম অবস্থার বিশেষ কিছু বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. বছরের মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত : সম্মানিত মাস চারটি যেমন ইরশাদ হয়েছে **أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ** তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ (৯ঃ৩৬)। যুল কাদা, যুল হিজ্জা; মুহাররাম ও রজব। এর সম্মান রক্ষার অর্থ এ সময় অনান্য মাস অপেক্ষা বেশী সৎকাজ ও তাকওয়া অবলম্বন করা এবং অন্যায় অপকার্য হতে বিরত থাকার চেষ্টা করা। বিশেষত হাজীদেরকে কষ্ট ক্লেশ দিয়ে হজ্জ আদায়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা। এসব কাজ বছরের সব মাসেই জরুরী। তবে এ মাসগুলোতে এর প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাকি এ সময়ে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান করা যাবে কিনা এ সম্পর্কে অধিকাংশ উলামার এবং ইব্ন জারীরের বর্ণনা মতে তো সর্বাবাদীসম্মত রায় হলো এ মাসগুলোতে তা নিষিদ্ধ নয়। সূরা তাওবায় ইনশা আল্লাহু এ সম্পর্কে বিস্তারিত আসবে।

৮. **قِلَادَةٌ** - শব্দটি **قِلَادَةٌ** -এর বহুবচন। অর্থ হার বা পট্টা, যা কুরবানীর জন্য প্রেরিত পশুর গলায় চিহ্ন স্বরূপ বেঁধে দেওয়া হত, যাতে কুরবানীর পশুরূপে সবাই চিনতে পারে এবং তার ক্ষতিসাধন হতে বিরত থাকে। সেই সাথে যারা দেখবে তাদের মনে অনুরূপ কার্যের আশ্রয় সৃষ্টি করাও এর উদ্দেশ্যে। কুরআন মাজীদ এ সবার সম্মান ও মর্যাদা বহাল রেখেছে এবং হাদী (কুরবানীর জন্য প্রেরিত পশু) বা তার চিহ্নাদির অবমাননা নিষিদ্ধ করেছে।

৯. আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারীদের সম্মান করতে হবে : দৃশ্যত এটা মুসলিমগণের বৈশিষ্ট্য। কাজেই কোন নিষ্ঠাবান মুসলিম হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হলে তাঁকে সম্মান কর। তাঁর পথে বাধার সৃষ্টি করো না। মুশরিকরাও নিজেদের ধারণা মতে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় বাইতুল্লাহর হজ্জ আদায় করতে আসত। সে হিসেবে এ আয়াতের ব্যাপকতায় তারাও যদি शामिल হয়ে থাকে তবে বলতে হবে এটা ইসলামের প্রথম দিক্কার কথা। পরবর্তীকালে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا** মুশরিকরা তো অপবিত্র; কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে (৯ঃ ২৮)।

১০. অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় যে শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইহরাম খোলার পর তা রহিত হয়ে যাবে।

১১. কোন অবস্থাতেই সীমালংঘন করা যাবে না : পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে সকল নিদর্শনকে সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছেন হিজরী ৬ সালে মক্কার

(৩) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا
مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, ^{১৪} রক্ত, ^{১৫} শূকরের গোশত, যে পশুর উপর আল্লাহ ব্যতীত অপরের নাম উচ্চারিত হয়েছে, শ্বাসরোধে বা আঘাতে বা পতনে কিংবা শিঙের আঘাতে মৃত জন্তু এবং যাকে হিংস্র পশু ভক্ষণ করেছে। তবে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছ তা ব্যতীত। এবং যে পশু কোন বেদীর উপর যবেহ করা হয় ^{১৬} তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ-বন্টন করা হারাম। ^{১৭} এসব পাপকার্য। আজ কাফিরগণ তোমাদের দীনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর। ^{১৮} আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণ করলাম ^{১৯} এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম ^{২০} এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীনরূপে মনোনীত করলাম। ^{২১} তবে কেউ ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে গেলে অথচ সে গুনাহের প্রতি ঝোঁকা নয় তবে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ^{২২}

মুশরিকরা যে সব গুলোর অমর্যাদা করেছিল। যুল ক'দাহ মাসে প্রায় দেড় হাজার সাহাবীসহ প্রিয়নবী (সা.) উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ হতে রওয়ানা হন। তাঁরা হুদাইবিয়া পর্যন্ত পৌঁছলে মুশরিকরা তাঁদেরকে এ ধর্মীয় কার্য পালনে বাধা দেয়। তাঁরা ইহুরামের অবস্থা পবিত্র কা'বার মর্যাদা, পবিত্র মাস কুরবাণীর পশু ও তার বিশেষ চিহ্ন (কিলাদা) কোন কিছুর প্রতিই ভ্রক্ষেপ করেনি। মহান আল্লাহর নির্দেশনাবলীর এ অবমাননা ও দীনী কার্য সম্পাদনে বাধা দানের কারণে এরূপ যালিম ও বর্বর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলিমগণ যে পরিমাণই ক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রদর্শন করত তা ন্যায়সঙ্গত ছিল এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় উত্তাপিত হয়ে যে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণের অবকাশ ছিল। কিন্তু ইসলামের ভালবাসা ও শত্রুতা উভয়ই ন্যায় নীতিতে পরিমিত।

কুরআন মাজীদ এরূপ যালিম ও স্বৈচ্ছাচারী সম্প্রদায়ের মুকাবিলার ক্ষেত্রেও নিজ আবেগ উত্তেজনা সংযত রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। ভালবাসা ও শত্রুতার আতিশয্যে মানুষ সাধারণত সীমালংঘন করে বসে। তাই বলা হয়েছে শত্রুতা যতই প্রচণ্ডতর হোক তার কারণে তোমরা যেন সীমালংঘন না করে ফেল। এবং ন্যায়-নীতি বিসর্জন না দাও।

১২. প্রতিশোধ স্পৃহায় কেউ যদি সীমালংঘন করে বসে তবে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা হলো তাকে কোন প্রকারেই সহযোগিতা না করা; বরং সকলে মিলে ন্যায় ও তাকওয়া প্রদর্শন করবে এবং যারা অন্যায় ও অপকার্য করবে তাদেরকে বাধা প্রদান করবে।

১৩. অর্থাৎ মহান আল্লাহর ভীতিই ন্যায়পরায়ণতা, সততা তথা যাবতীয় উত্তম গুণের মূল। মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে সৎকাজে সহযোগিতা ও অসৎকার্যে অসহযোগিতা না করলে সর্বগ্রাসী শাস্তির আশংকা আছে।

১৪. যে সব বস্তু খাওয়া হারাম : এ আয়াতে যে সব বস্তু খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে তন্মধ্যে সর্বপ্রথম 'مَيْتَةً' - অর্থাৎ মৃত জন্তু। যে সব প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য যবেহু করা অপরিহার্য তা যবেহু ব্যতিরেকেই যদি মারা যায় তবে তার রক্ত ইত্যাদি গোশ্বতের সাথে মিশে যায়। যার বিষ ও দূষিত উপাদানসমূহে নানা রকম দৈহিক ও আত্মিক ক্ষতিসাধন হয় (ইবন কাসীর)। সম্ভবত এ কারণের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই মৃত জন্তুর পরেই রক্তের অবৈধতা বর্ণিত হয়েছে। তারপর পশু পক্ষীর মধ্যে বিশেষ এক প্রকার পশু (শূকর) নিষিদ্ধ বর্ণিত হয়েছে, যার চরম নির্লজ্জতা ও অপবিত্রতা ভক্ষণের কথা সকলেরই জানা। সম্ভবত এ কারণেই শরী'আত রক্তের মত একেও 'নাজিসুল-আইন' (যার গোটা সত্তাই অপবিত্র) সাব্যস্ত করেছে। এই তিনটি নিষিদ্ধ বস্তু এমন যার মজ্জায় দূষিত উপাদান ও পংকিলতা নিহিত।

তারপর আরেক প্রকার নিষিদ্ধ প্রাণীর উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ ওই সকল জন্তু যা সত্তাগতভাবে হালাল ও উত্তম কিন্তু সেগুলোকে প্রকৃত মালিক ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। নিয়্যাতের দোষ ও বিশ্বাসের পংকিলতা হেতু সেগুলো খাওয়াও হারাম। কোন প্রাণীর প্রাণ কেবল সেই মালিক ও স্রষ্টার আদেশ ও নামেই উৎসর্গ করা যেতে পারে যার আদেশ ও ইচ্ছায় তাঁর জীবন-মৃত্যু ঘটে থাকে। শ্বাসরোধ ইত্যাদিতে মৃত অর্থাৎ যবেহু বিহীন পশু মৃত জন্তুর শামিল। যে কারণে وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّضْبِ - কে-এর সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাক ইসলামী যুগে এ সব জন্তু খাওয়ার রীতি ছিল। তাই এতটা বিস্তারিতভাবে এগুলো বর্ণিত হয়েছে।

১৫. অর্থাৎ প্রবাহিত রক্ত যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে نَمَامَشْفُوحًا (আনআম : ১৪৫)

১৬. ইতিপূর্বে কুরবানীর পশুর আদব ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছিল। অর্থাৎ যে পশু মহান আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর সর্বপ্রথম ইবাদতখানার নয়রানা রূপে যবেহ করা হয় তার বিপরীতে সেই পশুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাকে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে বা মহান আল্লাহর ঘর ছাড়া অন্য কোন স্থানের সম্মানার্থে যবেহ করা হয় (মুযিহুল কুরআন)। দ্বিতীয় অবস্থায়ও প্রকৃতপক্ষে গাইরুল্লাহর নামেই নয়র করা হয়ে থাকে যদি যবেহ কালে মুখে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার' উচ্চারণ করা হয়। এ আলোচনা দ্বারা **مَا ذُبِحَ عَلَىٰ وَ مَا أَهْلٌ بِهِ لَبِغٍ لِلَّهِ** -এর পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে (ইবন কাসীর)।

১৭. 'আযলাম'-এর ব্যাখ্যা ৪ কোন কোন তাফসীরবেত্তা 'أَزْلَامٌ' -অর্থ করেছেন বন্টন করার তীর, যা প্রাক ইসলামী যুগে গোশত ইত্যাদি বন্টনে ব্যবহৃত হত। এটা জুয়ারই একটি পদ্ধতি। যেমন আজকাল চিরকুট ফেলার নিয়ম আছে। কিন্তু হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর (র.) প্রমুখ গবেষক উলামার হতে 'أَزْلَامٌ' -এর বিশুদ্ধ অর্থ এগুলো সেই তীর মক্কা শরীফের মুশরিকরা কোন বিষয়ে দ্বিধাসংশয় দেখা দিলে তখন গদ্বারা ফয়সালা গ্রহণ করত। এ সব তীর কা'বা ঘরের ভেতর কুরায়শদের সর্বপ্রধান দেবী 'হবল'-এর নিকট রক্ষিত থাকত। তার কোনটায় লেখা ছিল 'أَمَرَنِي رَبِّي' (আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ করেছেন) কোনটায় 'نَهَانِي رَبِّي' (আমার প্রতিপালক আমাকে নিষেধ করেছেন)। এমনভাবে এক একটা তীরে তারা আন্দাজ-অনুমান করে এক একটা কথা লিখে রেখেছিল। যখন কোন বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ত তখন সেখান থেকে একটা তীর তুলে নিত। সে তীরে যদি লেখা থাকত 'أَمَرَنِي رَبِّي' তবে সে কাজ করত এবং তার বিপরীত হলে বিরত থাকত। এ যেন দেবীর নিকট থেকে এক রকমের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণের নামান্তর ছিল। এ কুসংস্কারের ভিত্তি ছিল নিরৈক মূর্খতা, শিরক, কল্পনা পূজা ও মহান আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপের উপর। তাই, কুরআন মাজীদ একাধিক স্থানে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'نُصِبٌ' -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হিসেবে 'أَزْلَامٌ' -এর উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর ইত্যাদি নিকৃষ্টতর ও অপবিত্র বস্তুর নিষেধাজ্ঞার সাথে এটাকে সম্পৃক্ত করে ঘোষণা করা হয়েছে যে এর আভ্যন্তরীণ ও বিশ্বাসগত অপবিত্রতা ও পংকিলতা ওগুলো হতে কম নয়। যেমন অন্য এক আয়াতে এর সাথে 'رَجَسٌ' শব্দের ব্যবহার দ্বারা একথা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৮. ইসলাম শাস্ত্র দীন ও শরী'আত ৪ এ আয়াত সেই সময় নাযিল হয়, যখন জীবনের সর্বক্ষেত্র এবং জ্ঞান ও হিদায়াতের প্রতিটি অধ্যায় সম্পর্কে মৌলিক নীতিমালা এমনভাবে দৃঢ় ও তার শাখাগত বিষয়াদির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও এত বিশদ ও ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল যে, ইসলামের অনুসারীদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তাফসীরে উসমানী-৬২

শরঈ কানুন ছাড়া অন্য কোন কানুনের প্রতি ভ্রক্ষেপ করার কোন প্রয়োজন বাকি ছিল না। নবী করীম (সা.)-এর প্রশিক্ষণের বদৌলতে হাজার হাজার আল্লাহ ভক্ত আত্মত্যাগী পথ প্রদর্শক ও শিক্ষাদাতার একটি আয়মুশশান জামা'আত কায়েম হয়ে গিয়েছিল। যাঁদেরকে কুরআনী শিক্ষার বাস্তব আদর্শ বলা যেতে পারত। মক্কা শরীফও বিজিত হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে মহান আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার পূর্ণ করে চলছিলেন, যারা চরম ঘৃণ্য বস্তু ও মৃত জন্তু আহার করত, সেই জাতি বস্তুগত ও আত্মিক পবিত্রতার স্বাদ আস্বাদনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেছিল মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সম্মান ও মর্যাদা মানব মনে বন্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। অবান্তর ধারণা ও কল্পনা এবং মূর্তি পূজার বেদী ও দেবতার তীর বাণ সবার উচ্ছেদ সাধন হয়ে গিয়েছিল। আরব উপদ্বীপের তরফ থেকে শয়তানকে এ ব্যাপারে চিরতরে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছিল যে সেখানে আর কখনও তার পূজা-পার্বন হবে না। এ অবস্থায়ই ঘোষিত হয় **الْيَوْمَ يَنْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي** অর্থাৎ আজ কাফিরগণ এ ব্যাপারে আশাহত হয়ে গিয়েছে যে তোমাদেরকে তোমাদের সরল সুপ্রতিষ্ঠিত দীন হতে বিচ্যুত করে দেবী, জুয়ার তীর ইত্যাদির দিকে ফিরিয়ে নিতে বা সত্য দীনকে পরাভূত করার আশায় বুক বাঁধতে কিংবা দীনী বিধানে কোন রকম পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন সাধনের প্রয়াস নিতে সক্ষম হবে না। আজ তোমরা পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ দীন পেয়ে গেছ, যাতে ভবিষ্যতে কোন রকমের পরিমার্জন ও সংশোধনের অবকাশ নেই। তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ পূর্ণ হয়ে গেছে তোমাদের থেকে তা হত হয়ে যাওয়ার আর কোন আশংকা নেই। আল্লাহ তা'আলা স্থায়ীভাবে এ দীন-ইসলামকেই তোমাদের জন্য পসন্দ করে নিয়েছেন। কাজেই এ দীনকে রহিতকারী কোন কিছু আসার কোনই সম্ভাবনা নেই। এ অবস্থায় তোমাদের কাফিরদেরকে ভয় করার কোন হেতু থাকতে পারে না। তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে সেই প্রকৃত অনুগ্রহকারী ও মহান দয়াময়ের অসত্ত্বটিকে হামেশা ভয় করতে থাক তোমাদের সর্বপ্রকার সাফল্য ও কৃতকার্যতা যাঁর হাতে। যেন **'فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي'**-এর মাঝে ইঙ্গিত করে দেওয়া হল যে যত দিন মুসলিম জাতি মহান আল্লাহকে ভয় করবে যতদিন তাদের মাঝে তাকওয়া পরহেযগারী থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কাফিরদের পক্ষ হতে তাদের কোন ভয় নেই।

১৯. ইসলাম পরিপূর্ণ দীন-জীবন ব্যবস্থা ৪ এর সংবাদ ও ঘটনাবলীতে পূর্ণ সততা বর্ণনায় পরিপূর্ণ প্রভাব এবং বিধানে পুরোপুরি ভারসাম্যতা বিদ্যমান। যে সব বিষয় পূর্ববর্তী কিতাব ও অন্যান্য আসমানী ধর্মে সীমিত ও অপূর্ণ ছিল, এ সরল ও সুপ্রতিষ্ঠিত দীন দ্বারা তার পূর্ণতা বিধান করে দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীস তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা বা কারণের ভিত্তিতে (কিয়াস দ্বারা) যে সমস্ত বিধান দিয়েছে তার

(১৬) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَ فَنِّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَاكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَاثْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

৪. তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তাদের জন্য কী বস্তু হালাল? বল তোমাদের জন্য হালাল পবিত্র বস্তু। ২৩ এবং শিকারী জন্তু যাদেরকে তোমরা শিকারের প্রতি ধাবিত হওয়ার জন্য শিক্ষা দান করেছ। তাদেরকে তোমরা শিক্ষা দাও-আল্লাহ তোমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তদনুযায়ী। কাজেই, তারা তোমাদের জন্য যা ধরে আনে তা হতে খাও এবং তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর ২৪ এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী। ২৫

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ তো সর্বদাই চলতে থাকবে। কিন্তু রদ-বদলের কোনরূপ সুযোগ তাতে রাখা হয়নি।

২০. তাঁর সব চেয়ে বড় অনুগ্রহ তো এই যে, তিনি ইসলামের মত পরিপূর্ণ ও স্থায়ী কানুন এবং সর্বশেষ নবী হেনে রাসূল তোমাদেরকে দান করেছেন, তদুপরি আনুগত্য ও আনুগত্যে স্থিতিশীলতার তৌফীক দিয়েছেন, তোমাদের জন্য রুহানী খাদ্য ও পার্থিব নি‘আমত রাজির দস্তুরখান বিছিয়ে দিয়েছেন। এবং কুরআনের হিফাযত, ইসলামের বিজয় ও বিশ্ব বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

২১. অর্থাৎ এই পরিপূর্ণ ও বিশ্বজনীন দীনের পর এখন অন্য কোন দীনের অপেক্ষায় থাকা চরম নিবুদ্ধিতা। ইসলাম যা আত্মসমর্পন ও আনুগত্যের অপর নাম তা ছাড়া মহান আল্লাহর কাছে সমাদৃত হওয়ার ও নাজাত লাভের আর কোন মাধ্যম নেই।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ -এ আয়াত নাযিল করা ও আল্লাহ তা‘আলার মহা নি‘আমত রাজির একটি অন্যতম নি‘আমত। এর কারণেই কতিপয় ইয়াহুদী হযরত উমর (রা.)-এর কাছে আরয করেছিল, হে আমীরুল মু‘মিনীন! যদি এ আয়াত আমাদের প্রতি নাযিল করা হত তবে আমরা এর অবতরণ দিবসকে উৎসব রূপে গ্রহণ করতাম। হযরত উমর (রা.) বললেন তোমরা জান না, এ আয়াত যে দিন আমাদের উপর অবতীর্ণ হয় সে দিন মুসলিমগণের দুই ঈদের সমন্বয় ঘটেছিল। এ আয়াত হিজরী ১০ সনে বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে আরাফাত দিবসে জুমু‘আর দিন আসরের সময় নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উটনীর চারপাশে এক লাখ চব্বিশ হাজার পূণ্যবান মুত্তাকীর বিশাল সমাবেশে আরাফাতের ময়দান সমাকীর্ণ ছিলেন। এরপরে প্রিয় নবী (সা.) ইহধামে প্রায় তিন মাস অবস্থান করেন।

২২. অর্থাৎ হালাল-হারামের কানুন তো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এতে আর কোন রদবদল হতে পারে না। তবে যে ব্যক্তি অনাহারে নিরুপায় অবস্থায় পৌঁছে যায় এবং বাধ্য হয়ে হারাম বস্তু হতে কিছু পানাহার করে প্রাণ বাঁচায়। আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহ ও কৃপায় এরূপ অভাজনকে ক্ষমা করে দেবেন, তবে শর্ত হলো যে পানাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং উদ্দেশ্য আনন্দ স্মৃতি করা না হতে হবে 'غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ' অর্থাৎ যে বস্তু হারামই আছে তবে তা পানাহার করে প্রাণ রক্ষাকারী মহান আল্লাহর কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হবে না। এটাও অনুগ্রহ পূর্ণতা বিধানের একটা অংশ।

২৩. পূর্বের আয়াতে বহু হারাম জিনিসের ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে, যদ্বারা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে তা হলে হালাল জিনিস কি কি? তার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, হালালের সীমারেখা তো সুবিস্তৃত। দৈহিক বা দীনী দিক থেকে ক্ষতিকারক কয়েকটি জিনিস ছাড়া দুনিয়ার তাবৎ পাক পবিত্র বস্তুই হালাল। শিকারী জন্তুর শিকার সম্পর্কে কেউ কেউ বিশেষভাবে প্রশ্ন করেছিল বলে আয়াতের পরবর্তী অংশে যে সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

২৪. শিকার ও শিকারী জন্তুর বিধান : শিকারী কুকুর, বাজ পাখী ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা জীব কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে হালাল। যথা ১. শিকারী জানোয়ার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া; ২. তাকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়া ৩. শরী'আতে স্বীকৃত পন্থায় তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। যথা কুকুরকে শেখানো হবে যে, সে শিকার ধরে নিজে খাবে না; বাজকে তা'লীম দেওয়া হবে যে তাকে ডাকা মাত্র চলে আসবে এমন কি তখন শিকারের পেছনে ধাবমান থাকলেও। কুকুর যদি শিকার ধরে নিজেই খায় কিংবা বাজ পাখীকে ডাকা হলে যদি না আসে তা হলে বুঝতে হবে সে যখন কথা শুনছে না তখন শিকারও তার জন্য নয়; বরং নিজের জন্যই ধরেছে। এ কথাই হযরত শাহ সাহেব (র.) এভাবে লেখেন, সে যখন মানুষের চরিত্র শিখল তখন যেন মানুষই যবেহ করল; ৪. ছাড়ার সময় মহান আল্লাহর নাম নেওয়া অর্থাৎ বিস্মিল্লাহ বলে ছাড়া। কুরআনের ভাষায়ই এ শর্ত চতুষ্ঠয় ব্যক্ত হয়ে গেছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পঞ্চম আরও একটি শর্ত হলো শিকারী জীব কর্তৃক শিকারকে যথমও করতে হবে, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়ে যায়। 'جَوَارِحُ' শব্দটির মূল ধাতু 'جَرَحَ' (যখম করা) দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উল্লিখিত শর্ত সমূহের মধ্যে একটি অনুপস্থিত থাকলে শিকারী প্রাণীর শিকার করা জীব হারাম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সে জীব যদি মারা না গিয়ে থাকে এবং তাকে যবেহ করে নেওয়া হয়, তবে হালাল। যেহেতু ইরশাদ হয়েছে 'مَا أَكَلَ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ' (যাকে হিংস্র পশু ভক্ষণ করেছে [তাও হারাম]) তবে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছ।

(৫) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

৫. আজ তোমাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল হয়ে গেল।^{২৬} কিতাবীদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল^{২৭} এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল।^{২৮} আর তোমাদের জন্য হালাল মুসলিম সচ্চরিতা নারী^{২৯} ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে হতে সচ্চরিতা নারী।^{৩০} যখন তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান করবে তাদেরকে বন্ধনে আনয়নের জন্য;^{৩১} মৌজ করার জন্য নয় এবং গোপন প্রণয়ের জন্যও নয়।^{৩২} আর যে কেউ ঈমান প্রত্যাখানকারী হল তার শ্রম বৃথা গেল এবং আখিরাতে তো সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।^{৩৩}

২৫. অর্থাৎ সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে পবিত্র বস্তুর ব্যবহার ও শিকার ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে শরী'আতের সীমারেখা লংঘন না হয়ে যায়। সাধারণত মানুষ পার্থিব স্বাদ-আহলাদে নিবিষ্ট হয়ে এবং শিকার ইত্যাদি কাজে মগ্ন হয়ে মহান আল্লাহ ও আখিরাতে ভুলে বসে। তাই সতর্ক করার প্রয়োজন ছিল যে, মহান আল্লাহকে ভুলো না। মনে রেখ, হিসাবের দিন বেশী দূরে নয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহরাশি ও সে অনুপাতে তোমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তোমাদের প্রিয় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব অবশ্যই গ্রহণ করা হবে।

২৬. অর্থাৎ আজ যেমন তোমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ দীন দেওয়া হয়েছে। তেমনি তোমাদের জন্য দুনিয়ার সমস্ত পবিত্র বস্তুও স্থায়ীভাবে হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যা কখনও রহিত হবার নয়।

২৭. এস্থলে খাদ্য দ্রব্য দ্বারা যবেহ করা বস্তু বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ কোন ইয়াহুদী বা খৃষ্টান, যদি সে ইসলাম হতে মুরতাদ হয়ে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ না করে থাকে তবে সে কোন হালাল প্রাণী যবেহ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম না নিলে মুসলিমগণের জন্য তা খাওয়া হালাল। মুরতাদের বিধান স্বতন্ত্র।

২৮. এটা কেবল কথার পিঠে কথা হিসেবে বলা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে আছে 'لَا يَأْكُلُ طَعَامُكَ إِلَّا تَقَى' (তোমার খাদ্য যেন মুত্তাকী ছাড়া কারও পেটে না যায়)। এ আয়াত দ্বারা বোঝান হয়েছে যে, তার অর্থ যারা মুত্তাকী নয় তাদের জন্য তোমাদের খাদ্য হারাম তা নয়। মুসলিমগণের জন্য যখন কাফির আহলে কিতাবের যবেহু করা খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তখন একজন মুসলিমের যবেহু করা অন্যদের জন্য কী করে হারাম হতে পারে?

২৯. সচ্চরিত্রা হওয়ার শর্ত সম্ভবত উৎসাহ প্রদানের জন্য অর্থাৎ একজন মুসলিমের জন্য বিবাহকালে প্রথম দৃষ্টি স্ত্রীর চরিত্র ও পবিত্রতার প্রতিই দেওয়া উচিত। এর অর্থ এ নয় যে, সচ্চরিত্রা ভিন্ন অন্য কাউকে বিবাহ করা শুদ্ধ নয়।

৩০. আহলে কিতাব নারী ও মুশরিক নারীকে বিবাহে বিধান : এ স্থলে আহলে কিতাবের একটি বিশেষ হুকুমের সাথে আরও একটি বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কিতাবী নারীকে বিবাহ করা শরী'আতে জাযিয়। মুশরিক নারীকে জাযিয় নয়। ইরশাদ হয়েছে 'وَلَا تَتَكَوَّنُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ' (তোমরা মুশরিক নারী বিবাহ করো না-যাবত না তারা ঈমান আনে' (বাকারাহ : ২২১)। তবে মনে রাখতে হবে, এ কালের খৃস্টান অধিকাংশই নামমাত্র খৃস্টান, না তাদের কোন আসমানী কিতাবে বিশ্বাস আছে, না তারা কোন ধর্ম, এমন কি মহান আল্লাহ্ ঈমান রাখে। তাদের জন্য আহলে কিতাব আখ্যা প্রযোজ্য নয়। কাজেই তাদের যবেহু ও নারী সম্পর্কে আহলে কিতাবের উপরিউক্ত বিধান চলবে না। আরও লক্ষণীয় যে, কোন বস্তু হালাল হওয়ার অর্থ হলো তার মধ্যে এমনিতে কোন অবৈধ হওয়ার কারণ নেই, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে হালার বস্তুতে লিপ্ত হলে অনেকগুলি হারামের মাঝে লিপ্ত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে, এমন কি কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে এরূপ হালার বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি নেই। বর্তমান কালে ইয়াহুদী-নাসারার সাথে পানাহার, অহেতুক ওঠাবসা, তাদের নারীদের ফাঁদে পা দেওয়া ইত্যাকার বিষয়গুলো যে, বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, তা কারও অবিদিত নয়। কাজেই অকল্যাণ ও ধর্মহীনতার কারণে ও উপকরণ হতে বেঁচে থাকাই কর্তব্য।

৩১. অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আনয়নের জন্য। ইঙ্গিত করা হল বিবাহ দৃশ্যত একটি বন্ধন। কিন্তু এ বন্ধন সে মুক্তি ও স্বেচ্ছাচারিতা হতে শতগুণ শ্রেয়, যার দাবিতে মানবাকৃতির পশু শ্রেণী বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করতে চায়।

৩২. বিবাহের মূল লক্ষ্য চরিত্র রক্ষা : পূর্বে যেমন নারীর চারিত্রিক পবিত্রতার কথা বলা হয়েছিল তেমনি এস্থলে পুরুষকে চারিত্রিক পরিশুদ্ধি বজায় রাখতে আদেশ করা হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে الطَّيِّبَاتُ لَطِيبَاتٍ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ 'সচ্চরিত্রা নারী

(৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

৬. হে মু'মিনগণ! ৩৪ যখন তোমরা সালাতের জন্য ওঠ, ৩৫ তখন নিজ মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নাও এবং নিজ মাথা মাস্হ কর ৩৬ আর পা টাখনু পর্যন্ত। ৩৭ তোমরা যদি রোজপাতজনিত অপবিত্র হও, তবে উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে নাও। ৩৮ আর তোমরা অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসলে কিংবা তোমরা স্ত্রীর নিকট সংগত হলে তারপর পানি না পেলে পবিত্র মাটির ইচ্ছা কর এবং তদ্বারা নিজ মুখমণ্ডল ও হাত মাস্হ কর। ৩৯ আল্লাহ তোমাদের প্রতি সংকীর্ণতা আরোপ করতে চান না। ৪০ কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে ৪১ এবং তোমাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। ৪২

সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য (নূরঃ২৬)। এ দ্বারা আরও জানা গেল মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে বিবাহের লক্ষ্য অমূল্য চরিত্রকে রক্ষা করা এবং বিবাহের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করা- কাম প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় সুখা চরিতার্থ করা নয়।

৩৩. কিতাবী নারীদেরকে যে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত স্ত্রীর হৃদয়ে আল্লাহু ভীরু মু'মিনের সত্যতা অঙ্কুরিত করে তোলা। এমন যেন না হয় যে কিতাবী স্ত্রীতে মজে গিয়ে উল্টো নিজের ঈমানই বিসর্জন দিয়ে বসবে এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় বরবাদ করে ফেলবে। কাফির নারীকে বিবাহ করার মাঝে যেহেতু এ বিপদের সমুহ সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, তাই সঙ্গত কারণে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে- وَمَنْ يُكْفَرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ যে ব্যক্তি ঈমান প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া হয়েছে- এটা হচ্ছে আমার ধারণা। হযরত শাহ সাহেব করবে তার শ্রম নস্যাৎ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আমার ধারণা। হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, আহলে কিতাবকে অন্যান্য কাফির হতে দু'টি বিধানে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আর এটা কেবল পার্থিব জীবনেই সীমাবদ্ধ। আখিরাতে সব কাফিরই এক দশা হবে। ভাল কাজ করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩৪. অযূর তাৎপর্য : উম্মতে মুহাম্মাদীকে যে মহা অনুগ্রহরাজিতে ভূষিত করা হল তা শোণামাত্র একজন ভদ্র ও সত্যনিষ্ঠ মু'মিনের অন্তর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও আনুগত্য প্রকাশের প্রেরণায় সমাকীর্ণ হয়ে উঠবে। মজ্জাগতভাবেই তাঁর ইচ্ছা জাগবে সেই প্রকৃত ও মহান অনুগ্রহ দাতার সমুন্নত দরবারে হাত বেঁধে বিণয় বিগলিত শির ঝুঁকিয়ে দিতে নিজের অনুগ্রহীত সুলভ কৃপা স্বীকার এবং চরম বন্দেগী ও গোলামীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে। তাই ইরশাদ হয়েছে, যখন আমার দরবারে হাযিরা দেওয়ার ইচ্ছা করবে তথা সালাত আদায়ার্থে উঠবে, তখন পাক-পবিত্র হয়ে আসবে। অযূর আয়াতের আগের আয়াতে দুনিয়ার ভোগ সামগ্রী ও স্বভাবতই পসন্দনীয় যে সব বস্তুরাজি দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ উত্তম খাদ্য সামগ্রী ও সচ্চরিত্রা নারী) তা এক পর্যায়ে মানুষকে ফিরিশ্তাসুলভ গুণাবলী হতে দূরে সরিয়ে পাশবিক গুণাবলীর নিকটবর্তী করে দেয়। অযূ ও গোসলের সমস্ত কারণ সেইসব উপভোগেরই অনিবার্য সৃষ্টি। কাজেই তোমাদের মনোলোভা বস্তুসমূহ হতে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যখন আমার দিকে আমার ইচ্ছা করবে তখন প্রথম পাশবিকতার প্রভাবাদি ও পানাহার ইত্যাদি হতে সৃষ্ট মলিনতা হতে পবিত্র হয়ে নাও। এ পবিত্রতা অযূ ও গোসল দ্বারা অর্জিত হয়। অযূ দ্বারা মু'মিনের দেহই যে পাক-সাফ হয় তাই নয়; বরং যথা নিয়মে অযূ করলে তার পানির ফোটার সাথে গুনাহও ঝরে যায়।

৩৫. নামাযের জন্য অযূ অপরিহার্য : ঘুম থেকে জাগ বা পার্থিব কাজ কর্ম ছেড়ে সালাত আদায়ার্থে ওঠ। প্রথমে অযূ করে লও। তবে অযূ করা জরুরী তখনই, যখন প্রথম থেকে অযূ না থাকে। আয়াতের শেষে এসব বিধানের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে- **وَلَكِنْ لِّيُطَهِّرَكُمْ** তবে তিনি তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে চান।' এর দ্বারা জানা গেল যে আল্লাহু তা'আলা তাঁর দরবারে স্থান দেওয়ার জন্যই হাত মুখ ইত্যাদি ধোওয়াকে আবশ্যিক করেছেন। যদি এ পবিত্রতা পূর্ব থেকেই অর্জিত থাকে এবং তা ভংগের কোন কারণ না পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে পবিত্রকে পুনরায় পবিত্র করার প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে পবিত্রতাজর্নকে আবশ্যিক করা হলে উম্মাত অসুবিধায় পড়ে যেত। ইরশাদ হয়েছে **مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ حَرَجٌ** 'আল্লাহু তা'আলা তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না।' হ্যাঁ অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতা, জ্যোতির্ময়তা এবং উদ্যম অর্জনের জন্য তাজা অযূ করা হলে সেটা মুস্তাহাব। সম্ভবত এ জন্যই **إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا** - আয়াতের অঙ্গ বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যদ্বারা প্রত্যেকবার সালাত আদায়ে যাওয়ার সময় নতুন অযূ করার প্রতি উৎসাহ পাওয়া যায়।

৩৬. অর্থাৎ ভিজা হাত মাথায় মুছে নাও। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনে 'নাসিয়া' (মাথার অগ্রভাগ) তথা মাথার এক চতুর্থাংশ পরিমাণের কম মাস্‌হের প্রমাণ পাওয়া যায় না। হানাফী মাযহাবে এই পরিমাণ মাস্‌হ ফরয।

৩৭. বিদগ্ধ অনুবাদক 'পা'-এর পর 'কে' (ك) শব্দ যোগ না করে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, 'أَرْجَاكُمْ'-এর সংযোগ সেই সব অংগের সাথে যা ধোওয়া ফরয। অর্থাৎ হাত, মুখ যেমন ধোওয়া জরুরী, টাখনু পর্যন্ত পায়ের হুকুমও তাই। মাথার মত মাস্হ করলে হবে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্ববাদীসম্মত মত এবং বহু সংখ্যক বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত যে, পায়ে মোজা না থাকলে পা ধোওয়া ফরয। হাঁ, ফিক্‌হী গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে মোজার উপর মুকীমের জন্য একদিন এক রাত এবং মোসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত মাস্হ করার অনুমতি আছে।

৩৮. অর্থাৎ জানাবাত (রেতঃপাতজনিত অপবিত্রতা) হতে পবিত্র হওয়ার জন্য কেবল অঙ্গ চতুষ্টয় পাক করাই যথেষ্ট নয়। গোটা দেহের যতদূর অক্লেশে সম্ভব পানি পৌছানে জরুরী। এজন্যই হানাফী মাযহাবে গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ফরয। কিন্তু অযূতে জরুরী নয়; বরং সুন্নাত।

৩৯. অর্থাৎ অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হলে বা সফরে প্রয়োজন মত পানি না পাওয়া গেলে কিংবা উদাহরণত কেউ পেশাব-পায়খানা করে আসার পর অযূর প্রয়োজন হল বা জানাবাতের কারণে গোসল জরুরী হয়ে পড়ল, এমতাবস্থায় পানি না পাওয়া গেলে বা পানির ব্যবহারে অক্ষমতা দেখা দিলে অযূ গোসলের স্থানে তায়াম্মুম করে নেবে। অযূ ও গোসল উভয়ের জন্য তায়াম্মুমে কোন পার্থক্য নেই। কেননা, তায়াম্মুমের বিধান দেওয়ার যে উদ্দেশ্য তা উভয় অবস্থায় একই রকম পাওয়া যায়। তায়াম্মুমের তাৎপর্য ও মাসাইল এবং এ আয়াতের ব্যাখ্যা সূরা নিসার সপ্ত রুকু'তে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : বিদগ্ধ অনুবাদক 'لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ'-এর যে অর্থ করেছেন অর্থাৎ 'স্ত্রীর নিকট গমন' তা দ্বারা পরিভাষায় জানাবাতের অবস্থাকেই বোঝান হয়। এ তরজমা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) ও আবু মূসা আশ'আরী (রা.)-এর তাফসীরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যার মৌন সমর্থন হযরত ইব্ন মাসউদ (রা.)-ও করেছেন (বুখারী)। হযরত অনুবাদক (র.)-এর তরজমা 'ইচ্ছা কর' বলে ইঙ্গিত করেছেন, আভিধানিকভাবে মূলত 'তায়াম্মুম'- শব্দের অর্থ 'ইচ্ছা করা।' এই আভিধানিক অর্থ দৃষ্টে পারিভাষিক তায়াম্মুমেও ইচ্ছা তথা নিয়্যাত করাকে উলামায়ে কিরাম জরুরী বলেছেন।

৪০. অযূ ও তায়াম্মুমের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য : এ জন্যই অপবিত্রতার যে সব কারণ সচরাচর ঘটে থাকে যে ক্ষেত্রে গোটা দেহ ধোওয়াকে জরুরী করা হয়নি। কেবল সেই অঙ্গ চতুষ্টয় অর্থাৎ হাত, মুখ, মাথা ও পা-কেই ধোওয়া জরুরী করা হয়েছে। সেগুলো গোলা রাখার সভ্য জগতে দোষনীয় নয়। যাতে পবিত্রতা অর্জনে তাফসীরে উল্লিখিত

কোন অসুবিধা ও কষ্ট দেখা না দেয়। হাঁ, গুরুতর অপবিত্রতা অর্থাৎ জানাবাতের অবস্থা কদাপিই ঘটে থাকে এবং এ অবস্থায় ব্যক্তি সত্তাকে ফিরিশ্তা সুলভ বৈশিষ্ট্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলিষ্ঠ ধরনের সতর্কীকরণের প্রয়োজন ছিল। তাই এ অপবিত্রতা দূরীকরণের জন্য সারা শরীর ধোওয়াকে ফরয করা হয়েছে। তবে সে ক্ষেত্রেও অসুস্থতা সফর ইত্যাদি অবস্থায় কিছুটা অবকাশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমত পানির স্থলে মাটিকে পবিত্রতাজর্জনের উপকরণ করা হয়েছে। তারপর অযূর অংগসমূহ হতে অর্ধেক তুলে এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, যে মাথায় পূর্বেই মাসহ করার মত একটি সহজ বিধান ছিল, তাকে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে। আর পা কেও সম্ভবত এ কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে যে, তা সাধারণত মাটিতে বা মাটির কাছাকাছি থাকে। অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ অপেক্ষা তাতে ধূলো-বালি বেশী লেগে থাকে। এমতাবস্থায় তাতে মাটিযুক্ত হাত বুলানো বলতে গেলে অর্থহীন। বাকি থাকল শুধু দুই অংগ; মুখ ও হাত। ব্যস, এ দুই অংগে মাসহ করলেই অযূ ও গোসল উভয়ের তায়াম্মুম হয়ে যায়।

৪১. কেননা তিনি নিজে পবিত্র। তাই পবিত্রতা ভালবাসেন।

৪২. 'যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর'-এর তাৎপর্য ৪ পূর্বের রুকূতে যে মহা নিআমতরাজির উল্লেখ করা হয়েছিল তা শুনে বান্দার মনে আলোড়ন জেগে উঠল সেই সত্যিকার অনুগ্রহ দাতার বন্দেগী করার জন্য পত্রপাঠে দাঁড়িয়ে যাবে। তাই, আল্লাহ পাক শিখিয়ে দিলেন তাঁর দরবারে হাযিরা দিতে হলে কী ভাবে পাক-পবিত্র হয়ে দিতে হবে। এ শিক্ষা দানও একটা নি'আমত হল। আর পানি ও মাটির ব্যবহার দ্বারা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা সাধন করা আরও এক নি'আমত। বান্দা এখনও পর্যন্ত পূর্বেকার নি'আমতের শুকর আদায় করতে পারেনি, কেবল আদায়ের ইচ্ছা করেছিল মাত্র। এরই মধ্যে নতুন নি'আমত এসে গেল। তাই ইরশাদ হয়েছে **لَكُمْ تَشْكُرُونَ** অর্থাৎ আগের ওই সব নি'আমত স্মরণ করার পূর্বে এ নতুন নিআমতরাজির, যা অযূর বিধান প্রসঙ্গে প্রদত্ত হল, শোকর আদায় করা উচিত। সম্ভবত এ '**لَكُمْ تَشْكُرُونَ**' থেকেই হযরত বিলাল (রা.) তাহিয়াতুল অযূর সন্ধান পেয়েছেন। এ মধ্যবর্তী নি'আমতের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন করার পর পূর্বের আয়াতে বর্ণিত সেই মহা অনুগ্রহ ও নি'আমতরাজিকে পুনরায় সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে বান্দা নিজ প্রতিপালকের দরবারে দণ্ডায়মান হতে ইচ্ছা করেছিল। তাই ইরশাদ হয়েছে ... **وَإِذْكُرُوا اللَّهَ نِعْمَةً عَلَيْكُمْ** তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর নি'আমতের কথা স্মরণ কর।

(৭) **وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ۖ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝**

৭. এবং তোমরা স্মরণ কর নিজেদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি যা তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলেন যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও মানলাম।^{৪৩} এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহ অন্তর সমূহের কথা সম্যক জানেন।^{৪৪}

৪৩. সম্ভবত এটা সেই অঙ্গীকার যা সূরা বাকারায় মু'মিনগণের মুখে উচ্চারণ করানো হয়েছিল **وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَتَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ** - এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মানলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন (বাকারাঃ ২৮৫)। সাহাবায়ে কিরাম যখন রাসূলে কারীম (স.)- এর পবিত্র হাতে বাই'আত করতেন তখনও তাঁরা এ স্বীকারোক্তি করতেন যে, আমরা নিজেদের সাধ্যমত আপনার প্রতিটি কথা শুনব ও মানব-তা আমাদের স্বভাব ও পসন্দ মারফিক হোক বা নাই হোক। এ তো ছিল সাধারণ অঙ্গীকার। তারপর ইসলামের কতিপয় রুকন বা অবস্থা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবেও অঙ্গীকার নেওয়া হত। সূরার শুরুতে **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** (অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর) বলা হয়েছিল। মাঝখানে অনেকগুলি অনুগ্রহ ও নি'আমতের উল্লেখ করা হয়েছে, যদ্বারা অঙ্গীকার পূরণের প্রতি অতিরিক্ত উৎসাহ সঞ্চার হয়। তারপর আবার সেই আসল সবক স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪৪. আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার চরম লজ্জা ও ভদ্রতার দাবী : নিজের মহান অনুগ্রহকারীর সামনে একজন শরীফ ও লজ্জাশীল লোকের গর্দান ঝুঁকে পড়াই স্বাভাবিক। লজ্জা ও ভদ্রতা এবং ভবিষ্যতে অতিরিক্ত অনুগ্রহ লাভের বাসনা এটাই দাবি করে যে, বান্দা তার প্রকৃত অনুগ্রহ দাতার সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে, বিশেষত যেখানে মুখে আনুগত্য ও বশ্যতার দৃষ্ট অঙ্গীকারও করা হয়েছে। সম্ভাবনা ছিল, বান্দা মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ দেখে ধোঁকায় পড়ে যাবে। ফলে তাঁর নি'আমতরাজির যথাযথ কদর এবং নিজ কথা ও প্রতিজ্ঞার কোন তোয়াক্কা করবে না। তাই বলা হয়েছে ' **اتَّقُوا اللَّهَ** ' অর্থাৎ মহান আল্লাহকে সর্বদা ভয় কর। তিনি মুহূর্তের মধ্যে তোমাদের থেকে যাবতীয় নি'আমত কেড়ে নিতে এবং অকৃতজ্ঞতা ও ওয়াদা খেলাফীর শাস্তি প্রদানের জন্য কঠোরভাবে পাকড়াও করতে পারেন। মোদাকথা লজ্জা, ভদ্রতা আশা ও ভয়-এর প্রত্যেকটির চাহিদা হলো আমরা যেন তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে পূর্ণ প্রস্তুত থাকি। তিনি **عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** অন্তর্যামী।

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا، إَعِدِ لُوَاثِهِمْ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

৮. হে মু'মিনগণ! আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাক্ষ্য প্রদানে দাঁড়িয়ে যাও।^{৪৫}
কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষবশত কখনই ন্যায় বিসর্জন দিও না।^{৪৬}
ইনসাফ কর, এটাই তাকওয়ার বেশী নিকটবর্তী^{৪৭} এবং আল্লাহকে ভয়
করে চল। তোমরা যা কর তা আল্লাহ সম্যক অবগত।^{৪৮}

আমরা যা কিছু করব সে ক্ষেত্রে তিনি আমাদের নিষ্ঠা ও কপটতা, লোক দেখানো মনোবৃত্তি ও মনের আনুগত্য সবই জানেন। কেবল মুখে 'سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا' (শুনলাম ও মানলাম) বলে বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আনুষ্ঠানিক ও বাহ্য চমক দেখিয়ে আমরা তাঁকে ধোঁকা দিতে পারব না।

৪৫. 'আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাক্ষ্য প্রদানের' মর্মকথা ৪ এর আগের আয়াতে মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ রাজি ও নিজেদের ওয়াদা অংগীকার স্বরণ করতে আদেশ করা হয়েছিল। এখানে বলা হয়েছে, কেবল মুখে স্বরণ করা নয় বরং কার্যকর পন্থায় তার প্রমাণ দিতে হবে। এ আয়াতে এরই প্রতি সজাগ করা হয়েছে যে, তোমরা যদি মহান আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহ ও নিজেদের ওয়াদা-অংগীকার বিস্মৃত না হয়ে থাক তবে তোমাদের কর্তব্য সেই সত্যিকার অনুগ্রহকারীর হক আদায় ও নিজেদের প্রতিজ্ঞা সত্যে পরিণত করার নিমিত্ত সদা-সর্বদা কোমর বেঁধে থাকা এবং নি'আমতের প্রকৃত মালিক মহান পরওয়ারদিগারের পক্ষ হতে কোন আদেশ আসামাত্র তা তা'মীল করার জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া। সেই সাথে মহান আল্লাহর হকের সঙ্গে মাখলূকের হক আদায়েও পূর্ণ যত্নবান থাকা। 'قَوَّامِينَ لِلَّهِ' -এর মাঝে হকুল্লাহ এবং 'شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ' -এর মাঝে হকুল-ইবাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পঞ্চম পারার শেষেও এ রকমের এক আয়াত আছে। শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, সেখানে 'بِالْقِسْطِ' -কে 'لِلَّهِ' -এর আগে আনা হয়েছে। তার কারণ সম্ভবত এই যে, সেখানে বহু দূর হতে হকুল ইবাদের আলোচনা চলে আসছিল, আর এ স্থলে প্রথম থেকেই হকুল্লাহর উপর বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ হিসেবে সেখানে بِالْقِسْطِ -কে এবং এস্থলে لِلَّهِ -কে প্রথমে আনা স্থানোপযোগী হয়েছে, তা ছাড়া এখানে বিদ্বিষ্ট শত্রুর সাথে আচরণের কথা বলা হয়েছে। তাই ইনসাফের কথা স্বরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ছিল আর সূরা নিসায় রয়েছে পসন্দনীয় বস্তুর উল্লেখ। তাই সেখানে সবচে প্রিয়তমের তথা মহান আল্লাহর কথা স্বরণ করানো হয়েছে।

(৭) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। ৪৯

৪৬. 'عدل' অর্থ কারও সাথে কোনরূপ বাড়াবাড়ি বা শৈথিল্য ব্যতিরেকে এমন আচরণ করা, যার সে উপযুক্ত। ন্যায় ও ইনসারফের নিক্তি এমন সমান ও সঠিক হওয়া চাই, যাতে পরম ভালবাসা ও চরম শত্রুতা বশেও তার এক পাল্লা ঝুঁকে না পড়ে।

৪৭. তাকওয়া'র মর্ম ও অর্জনের উপায় : যে সব জিনিস শরী'আতে নিষিদ্ধ বা কোন প্রকারে ক্ষতিকারক তা পরিহার করে চলার দ্বারা মানব মনে যে এক জ্যোতির্ময় অবস্থা বলিয়ান হয়ে উঠে তার নাম 'তাকওয়া'। তাকওয়া অর্জন করার বহু নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উপায় উপকরণ আছে। যাবতীয় সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্রকে তাকওয়া হাশিলের মাধ্যম ও উপকরণ রূপে গণ্য করা যায়। তবে আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'আদল' ও 'কিস্ত' অর্থাৎ দোস্ত ও দুশমনের প্রতি সমান ইনসারফ করা এবং ন্যায়ের ক্ষেত্রে ভালবাসা ও শত্রুতার ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া- এ মহত গুণই তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ ও নিকটতম মাধ্যম সমূহের অন্যতম। এজন্যই বলা হয়েছে 'هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى' -এ আদল (ন্যায়পরায়ণতা), যার নির্দেশ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাকওয়া'র অতি নিকটবর্তী। এর চর্চা দ্বারা খুব দ্রুত তাকওয়া'র অবস্থা অর্জিত হয়।

৪৮. আদল ও ইনসারফ মুত্তাকীর সবচে বড় গুণ : যেই আদল ও ইনসারফকে কোন রকমের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা ব্যাহত করতে না পারে এবং যা অবলম্বন করলে মানুষের জন্য মুত্তাকী হওয়া সহজ হয়ে যায়, তা অর্জনের একমাত্র মাধ্যম মহান আল্লাহর ভয় ও তাঁর শাস্তির চিন্তা। -এর বিষয়বস্তুকে পুণঃপুণ স্মরণ করার দ্বারা এই ভীতি জাগরিত হয়। যখন কোন মু'মিনের অন্তরে এই বিশ্বাস জাগ্রত থাকবে যে, আমার কোন প্রকাশ্য ও গোপন কাজ মহান আল্লাহর অগোচরে থাকে না। তখন মহান আল্লাহর ভীতিতে তার অন্তর প্রকম্পিত হতে থাকবে, যার ফলশ্রুতিতে সে সব ব্যাপারে ন্যায় ও ইনসারফের পথ অবলম্বন করবে এবং আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য গোলামের মত প্রস্তুত থাকবে। এর ফলে সে যে প্রতিদান লাভ করবে তা সামনের وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৪৯. মানবিক দুর্বলতাবশত তাদের যে সব ত্রুটি-বিদ্রুত হয়ে যায় তা ক্ষমা করে দেব এতটুকুই নয়; বরং তাদেরকে মহা প্রতিদান ও পুরস্কারও দান করব।

(১০) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝
 (১১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ مُّانٌ يَّبْسُطُوا
 إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

১০. আর যারা কুফর করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তারা জাহান্নামবাসী। ৫০
১১. হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন লোকেরা তোমাদের উপর হাত চালাতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের থেকে তাদের হাত নিবৃত্ত করে দেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো। আর মু'মিনগণ যেন আল্লাহরই উপর নির্ভর করে। ৫১

৫০. এর দ্বারা পূর্ববর্তী দলের বিপরীতে সেই দলের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা কুরআন মাজীদের এমন সব সুস্পষ্ট বক্তব্য ও নিদর্শনকে অস্বীকার করে, সত্য পথের সঠিক সন্ধান দেওয়ার জন্য যা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে।

৫১. কোন অবস্থাতেই তাকওয়া ও ইনসাফের পথ পরিহার করা যাবে না। সাধারণ অনুগ্রহরাজি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর এবার কিছু বিশেষ নি'আমত স্মরণ করানো হয়েছে। মক্কা শরীফের কুরাইশ ও তাদের মিত্রবর্গ রাসূলে কারীম (সা.)-কে উৎপীড়ন ও ইসলামের মূলোৎপাটন করার অভিপ্রায়ে কী পরিমাণে হাত পা ছুঁড়েছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে তাদের কোন চেষ্টাই সফল হয়নি। এ মহা অনুগ্রহের শিক্ষা এটাই হওয়া উচিত যে, মুসলিমগণ বিজয়ী ও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও নিজ দুশমনকে সর্বপ্রকার যুল্ম ও অবিচার হতে নিরাপদ রাখবে এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় ন্যায়ের রজ্জু কিছুতেই হাতছাড়া করবে না, যেমন পূর্বে আয়াতসমূহে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারও প্রশ্ন জাগতে পারে, এমন চরম শত্রুর সাথে এরূপ সদাচরণের তা'লীম আবার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল সাব্যস্ত হবে না তো? কেননা, এরূপ নম্র আচরণ দেখে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে কপট ও দুষ্টমতিদের স্পর্ধা বেড়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে। وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَىٰ - মু'মিনের সবচেয়ে বড় রাজনীতি তাকওয়া ইখতিয়ার করা ও মহান আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। তাকওয়া বা মহান আল্লাহকে ভয় করার অর্থ প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁর সাথে নিজের সম্পর্ক পরিষ্কার রাখা এবং তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকার

(১২) وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءَ ۖ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ ثَوْرَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

১২. আল্লাহ্ বণী ইসরাঈলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। ৫২ আর আমি তাদের মাঝে বারজন নেতা মনোনীত করি। ৫৩ এবং আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। ৫৪ তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাদেরকে সাহায্য কর ৫৫ এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ ৫৬ দাও ৫৭, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপরাশি দূরীভূত করব এবং তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। ৫৮ তারপর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আবারো কাফির হয়ে যায়, তবে সে তো সরল পথ হারাল। ৫৯

রক্ষায় যত্নবান থাকা। এ ভাবে বললে, কারও পক্ষ হতে কোনরূপ ক্ষতির আশংকা নেই। আমাদের শিক্ষার জন্য পরবর্তী আয়াতে এমন এক জাতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে, যারা মহান আল্লাহ্র ভয়কে উপেক্ষা করে বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয়েছিল। ফলে তাদের কী নিদারুণ পরিণতি না ঘটেছে।

৫২. অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ উম্মাতে মুহাম্মাদীর কোন বৈশিষ্ট্য নয়; পূর্বকার উম্মাত হতেও গ্রহণ করা হয়েছিল।

৫৩. হযরত মূসা (আ.) বণী ইসরাঈলের বারগোত্র হতে বারজন প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন। তাফসীরবেত্তাগণ তাওরাতের বরাতে তাদের নামও উল্লেখ করেছেন। তাদের দায়িত্ব ছিল নিজ নিজ গোত্রকে অঙ্গীকার পূরণে তাকিদ করা ও তাদের অবস্থার তত্ত্বাবধানে করা। কৌতুহলের ব্যাপার, হিজরতের পূর্বে আকাবার রজনীতে মদীনা শরীফের আনসারগণ যখন রাসূলে কারীম (সা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন তখন তাদের মধ্যেও দ্বাদশ প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছিল। এ বারজনই আপন সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে মহানবী (সা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী (সা.)-এ উম্মাতের সম্পর্কে যে

খলীফাগণের ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তাদের সংখ্যাও বনী ইসরাঈলের উক্ত প্রতিনিধিবর্গ সমতন। তাকসীরবেত্তাগণ তাওরাত হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাইল (আ.)-কে বলেছিলেন, আমি তোমার বংশধরগণের মধ্যে বারজন নেতা নী করব। সম্ভবত এর দ্বারা সেই দ্বাদশ খলীফার কথাই বোঝান হয়েছে, যার উল্লেখ জাবির ইবন সামুরার হাদীসে করা হয়েছে।

৫৪. এ সম্বোধন হয়ত বার নেতাকে করা হয়েছে, তখন অর্থ হবে, তোমরা নিজ দায়িত্ব পালন কর, আমার সাহায্য ও অনুগ্রহ তোমাদের সাথে রয়েছে; অথবা নবী বনী ইসরাঈলকেই বলা হয়েছে, আমি তোমাদের সাথে। অর্থাৎ তোমরা কখনই আমাকে তোমাদের থেকে দূরে মনে করো না। তোমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে যা-কি করবে তা সদা-সর্বত্র আমি দেখছি। কাজেই, যা করবে সাবধানে করবে।

৫৫. অর্থাৎ হযরত মুসা (আ.)-এর পর যত রাসূলই আসবেন তোমরা তাদের বিশ্বাস করবে, তাদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করবে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করবে। প্রাণ দিয়েও এবং অর্থ-সম্পদ দিয়েও।

৫৬. মহান আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার তাৎপর্য : আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার অর্থ, তাঁর দীন ও তাঁর নবীর সাহায্যে অর্থ ব্যয় করা। ঋণদাতার আশা থাকে, তার টাকার তার হাতে ফিরে আসবে। গ্রহীতাও ঋণ পরিশোধকে নিজ দায়িত্ব মনে করে। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহরই দেওয়া জিনিস থেকে যা তাঁর পথে ব্যয় করা হবে তা কখনও হারিয়ে যাবে না, কিংবা হ্রাসও পাবে না। আল্লাহ তা'আলা কোন চাপের মুখে নয়; বরং নিছক নিজের অনুগ্রহ বশেই এটা নিজ দায়িত্বে জরুরী করে নিয়েছেন যে, সে জিনিস বিরাট প্রবৃদ্ধির সাথে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন।

৫৭. উত্তম ঋণ দেওয়ার অর্থ নিষ্ঠার সাথে দেওয়া এবং নিজের প্রিয়, পসন্দনীয় ও পাক-পবিত্র সম্পদ হতে দেওয়া।

৫৮. অর্থাৎ পূণ্য যখন বেশী পরিমাণে হয়, তখন তা অপূণ্যকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। মানুষ মহান আল্লাহর অংগীকার পূরণে প্রস্তুত থাকলে আল্লাহ তা'আলা তার দুর্বলতা দূর করে স্বীয় সন্তুষ্টি ও নৈকট্যে স্থানে আশ্রয় দান করেন।

৫৯. বনী ইসরাঈল কোন কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করেনি! এরূপ দ্ব্যর্থহীন ও সুদৃঢ় অংগীকারের পরও যারা নিজেদেরকে মহান আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দা হিসেবে প্রমাণ না দিয়ে বরং বিশ্বাসঘাতকতা করতে লেগে পড়ে, বিশ্বাস করে, তারা সাফল্য ও মুক্তির সরল পথ হারিয়ে ফেলেছে। বলা যায় না, তারা ধ্বংসের কোন গহবরে নিপতিত হবে। এ স্থলে, যে সব বিষয়ে বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সালাত আদায়, যাকাত প্রদান, নবীগণের প্রতি

(১৩) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآ
يْنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ۝

১৩. কাজেই, তাদের অঙ্গীকার ভংগের কারণে আমি তাদের উপর লা'নত
করি^{৬০} এবং তাদের অন্তর পাষণ করে দেই। তারা কথাকে যথাস্থান
হতে ঘুরিয়ে দেয়^{৬১} এবং তাদেরকে যে উপদেশ করা হয়েছিল তদ্বারা
উপকৃত হতে ভুলে যায়।^{৬২} তুমি হামেশাই তাদের এক একটা
প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত হতে থাকবে।^{৬৩} তবে তাদের মধ্যে স্বল্প
সংখ্যক এর ব্যতিক্রম।^{৬৪} কাজেই তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও
তাদেরকে উপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে
ভালবাসেন।^{৬৫}

ঈমান আনায়ন এবং জানমাল দিয়ে তাদের সাহায্য করা। এর মধ্যে প্রথমটি দৈহিক
ইবাদত, দ্বিতীয়টি বৈষয়িক, তৃতীয়টি আত্মিক ও মৌখিক আর চতুর্থটি প্রকৃতপক্ষে
তৃতীয়টিরই নৈতিক সম্পূরক। এগুলোর উল্লেখ দ্বারা যেন ইঙ্গিত করে দেওয়া হল,
জান-মাল, দেহ-মন প্রতিটি বিষয় দ্বারা মহান আল্লাহর আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ
দাও। কিন্তু বণী ইসরাঈল বেছেবেছে প্রতিটির বিপরীত আচরণ করল। কোন কথা ও
অঙ্গীকারে স্থির থাকল না। এ বিশ্বাস হ্রাসের যে পরিণাম তাদের ভোগ করতে হয়, তা
সামনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৬০. 'লা'নত'-এর অর্থ তাড়িয়ে দেওয়া ও দূরীভূত করা। অর্থাৎ অঙ্গীকার ভংগ
ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আমি তাদেরকে নিজ রহমত হতে দূরে ছুঁড়ে ফেলেছি
এবং তাদের অন্তর পাষণ করে দিয়েছি। 'فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ' শব্দ দ্বারা স্পষ্ট করে
দেওয়া হয়েছে যে, তাদের অভিশপ্ত ও পাষণ প্রাণ হওয়ার কারণ অঙ্গীকার ভংগ ও
বিশ্বাসঘাতকতা। সেটা খোদ তাদেই কাজ। কারণের উপর কার্যের স্থাপন যেহেতু
মহান আল্লাহরই কাজ, তাই 'جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً'-এর সম্বন্ধ স্থাপন তাঁরই সাথে
করা হয়েছে।

৬১. অর্থাৎ মহান আল্লাহর বাণীতে রদবদল করে। কখনও শব্দে, কখনও অর্থে
এবং কখনও তিলাওয়াতে। কুরআন-হাদীসে তাদের রদবদলের এ সবগুলো পদ্ধতি
তফসীরে উসমানী — ৬৪

বর্ণিত হয়েছে, আজকাল পাশ্চাত্যের খৃষ্টানরাও এ কথা কোনও না কোন পর্যায়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

৬২. বনী ইসরাঈল শেষ নবীর সহযোগিতা করল না : উচিত তো ছিল তাদের কিতাবে শেষ নবীর সহযোগিতা ও অন্যান্য দীনী জরুরী বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা কার্যে পরিণত করা। কিন্তু নিজেদের অবহেলা ও দুষ্টবুদ্ধির বশবর্তিতায় সে সব তারা ভুলে বসে, এমন কি উপদেশের সে জরুরী অংশই তারা বিলুপ্ত করে দেয়। এখনও শেষ নবীর মুখে তাদেরকে যে উপদেশ ও উপকারী কথা শোনানো হয়, তা তাদের অন্তরে কোন রেখাপাত করে না। হাফিয় ইব্ন রজব হাম্বলী (র.) লেখেন, বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাদের মধ্যে দু'টি জিনিস এসে যায়, অভিশাপ ও হৃদয়ের কাঠিন্য। আর এ দু'য়ের ফল হল, যথাক্রমে মহান আল্লাহর বাণীতে রদবদল এবং উপদেশ দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ না করা। অর্থাৎ লানতের কারণে তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। ফলে তারা অত্যন্ত ধৃষ্টতা ভরে আসমানী কিতাবসমূহে বিকৃতি সাধন করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অপরদিকে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণামে যখন তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, তখন আর তাদের মধ্যে উপদেশ গ্রহণ ও সত্য স্বীকার করে নেওয়ার যোগ্যতা থাকল না। এভাবে তারা জ্ঞান ও কর্ম উভয়বিধ শক্তি হারিয়ে ফেলল।

৬৩. অর্থাৎ তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ফেরেববাজীর ধারা আজও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। এ কারণেই আপনি সর্বদা তাদের কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত হয়ে চলেছেন।

৬৪. অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা.) ও তাঁর সাথীবৃন্দ, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৬৫. অর্থাৎ এটাই যখন তাদের চিরায়ত স্বভাব, তখন আর তাদের প্রতিটি খুঁটিনাটি তৎপরতার পেছনে পড়ার ও প্রতিটি বিশ্বাসঘাতকতা ফাঁস করে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তাদেরকে উপেক্ষা করুন ও ক্ষমা করে দিন। তাদের মন্দ আচরণের বদলা উত্তম আচরণ ও সদয় ব্যবহার দ্বারা প্রদান করুন। হয়তবা এর দ্বারা তারা কিছুটা প্রভাবিত হবে। হযরত কাতাদা (রা.) প্রমুখ বলেন, এ আয়াত ... فَاتْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ... আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, যুদ্ধের আদেশ দ্বারা এটা অনিবার্য হয়ে যায় না যে, এরূপ সম্প্রদায়ের সাথে কখনও কোন অবস্থাতেই ক্ষমা ও উপেক্ষা এবং মনোজয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না।

(১৬) وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِمْ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

১৪. আর যারা নিজেদেরকে 'নাসারা' বলে, ৬৬ আমি তাদের থেকেও তাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম। তারপর তাদেরকে যে নসীহত করা হয়েছিল তদ্বারা উপকৃত হতে তারা ভুলে যায়। ৬৭ ফলে আমি কিয়ামত ৬৮ পর্যন্ত তাদের নিজেদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ লাগিয়ে দেই। ৬৯ এবং অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে অবহিত করবেন, যা কিছু তারা করত। ৭০

৬৬. 'নাসারা' শব্দের ব্যাখ্যা ৪ নাসারা (نصارى) -এর মূল হয়ত নাসর (نصر), যার অর্থ সাহায্য করা অথবা নাসিরা (ناصرة) যা শাম দেশের (সিরিয়ার) অন্তর্গত একটি জনপদের নাম, যেখানে হযরত মাসীহ (আ.) বাস করতেন। এ কারণেই তাঁকে 'মাসীহ নাসিরী' বলা হয়। যারা নিজেদের নাসারা বলত, তারা যেন দাবী করত, আমরা মহান আল্লাহর সত্য দীন ও নবীর সাহায্যকারী এবং মাসীহ নাসিরী (আ.)-এর অনুসারী। এ মৌলিক দাবী ও আখ্যাগত দর্প সত্ত্বেও দীনের ব্যাপারে তারা যে নীতি অবলম্বন করেছিল, তা সামনে বর্ণিত হয়েছে।

৬৭. অর্থাৎ ইয়াহুদীদের মত তাদের থেকেও অংগীকার নেওয়া হয়। কিন্তু তারাও অংগীকার লংঘন ও বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্বসূরীদের চেয়ে কিছু কম করেনি। তারাও সেই সব অমূল্য উপদেশ দ্বারা একটুও উপকৃত হয়নি, যার উপর ছিল তাদের মুক্তি সাফল্যের ভিত্তি; বরং তাদের ধর্মের সারবত্তা সেই উপদেশগুলোকেই তারা বাইবেল থেকে চিরতরে মুছে ফেলে।

৬৮. আসমানী সবক বিলুপ্ত করা ও বিস্মৃত হওয়ার পরিণাম ৪ নাসারাদের নিজেদের মধ্যে বা ইয়াহুদী ও নাসারার মধ্যে স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেল। আসমানী সবক বিলুপ্ত করা ও বিস্মৃত হওয়ার যে অপরিহার্য পরিণাম দেখা দেওয়ার ছিল, তা ঠিকই দেখা দিল। অর্থাৎ ওহীর আসল জ্যোতিই যখন তাদের মাঝে থাকল না, তখন তারা আন্দাজ-অনুমান ও কু-প্রবৃত্তির অন্ধকারে একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ শুরু করে দিল। ধর্ম থাকল না, কিন্তু ধর্মীয় বিবাদ রয়ে গেল। অসংখ্য দল-উপদল গজিয়ে উঠল। তারা অন্ধকারে একে অন্যের সাথে লড়াই করতে লাগল। এই দলীয় সংঘাত শেষ পর্যন্ত মারাত্মক শত্রুতা ও ভয়াবহ বিদ্বেষে পর্যবসিত হল। কোনই সন্দেহ নেই আজ মুসলিম উম্মাহর মাঝেও অনেক মতভেদ ও বিভক্তি এবং ধর্মীয় সংঘাত বিদ্যমান

(১৫) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝

১৫. হে আহলে কিতাব! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসে গেছে, যে কিতাবের মধ্য হতে তোমরা যা গোপন করতে তার বহু বিষয় প্রকাশ করে এবং অনেক বিষয় উপেক্ষা করে।^{৭১} নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে এসে গেছে নূর (আলো) ও বর্ণনাদাতা কিতাব।

রয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে যেহেতু মহান আল্লাহর ওহী বর্তমান ও শরী'আতী কানুনও আল-হামদুলিল্লাহ যথাযথভাবে সংরক্ষিত সেহেতু বহু মতভেদ সত্ত্বেও উম্মাহর একটি বৃহত্তম দল হামেশাই সত্য ও সদাকাতে কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত আছে ও থাকবে। পক্ষান্তরে, ইয়াহুদী-নাসারার মতভেদ কিংবা প্রটেস্ট্যান্ট-ক্যাথলিক ইত্যাদি দলগুলো নিজেদের মধ্যকার সংঘাতে কোন দলই সত্যের রাজপথে না আজ প্রতিষ্ঠিত আছে, না কিয়ামত পর্যন্ত কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কেননা, তারা তাদের সীমালংঘন ও ভ্রান্ত কর্মপন্থা দ্বারা ওহীর আলোকধারা দূরীভূত করে ফেলেছিল, অথচ সে আলো ব্যতিরেকে কোন মানুষ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর আইন-কানুন সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান করতে পারে না। এখন তারা যতদিন সেই বিকৃত বাইবেলের আঁচল আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এ কুটিল চক্রবাক ও ভিত্তিহীন মত-মতান্তর এবং দলগত হিংসা বিদ্বেষের ঘোর অন্ধকার হতে বের হয়ে সত্যের পথ দেখতে পাওয়া ও স্থায়ী মুক্তির রাজপথে চলতে পারা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। বাকি, যারা আজ নামমাত্র ধর্ম, বিশেষ খৃষ্টান ধর্মের ধ্বজাধারী, মাসীহ শব্দ বা বর্তমান বাইবেলকে যারা নিছক রাজনৈতিক প্রয়োজনেই ব্যবহার করছে, সেই সব নাসারার কথা এ আয়াতে বলা হয়নি। আর যদি ধরে নেওয়া হয়, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের পারস্পরিক শত্রুতা, একের বিরুদ্ধে অন্যের গোপন ষড়যন্ত্র, এমন কি প্রকাশ্য রগোন্মাদনার কথা ওয়াকিফহাল মহলের অজানা নয়।

৬৯. অর্থাৎ যতদিন তারা থাকবে, মতভেদ ও হিংসা-বিদ্বেষও হামেশা চলবে। এ স্থলে 'কিয়ামত পর্যন্ত' শব্দের ব্যবহার ঠিক সেই রকম, যেমন আমরা বলে থাকি, অমুক লোক কিয়ামত পর্যন্ত তার অভ্যাস ছাড়বে না। এর অর্থ এ নয় যে, সে কিয়ামত পর্যন্ত বাঁচবে এবং তার অভ্যাস চালিয়ে যাবে। বরং এর অর্থ, সে কিয়ামত পর্যন্ত বাঁচলেও অভ্যাস ছাড়তে পারবে না। অনুরূপ এ স্থলে 'إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ' শব্দের

(১৬) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

(১৭) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১৬. যদ্বারা আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন, যারা তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাদের স্বীয় নির্দেশে অন্ধকার হতে আলোতে বের করে আনেন আর তাদের পরিচালিত করেন সরল পথে। ৭২

১৭. নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়ে গেছে যারা বলে, আল্লাহ তো ওই মারইয়াম তনয় মাসীহুই। ৭৩ বলে দাও, আল্লাহ যদি মারইয়াম তনয় মাসীহুকে, তার মাকে এবং পৃথিবীবাসী সকলকে ধ্বংস করে দিতে চান, তবে তার সামনে কার কী করার সাধ্য আছে? ৭৪ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের অন্তবর্তী সব কিছুর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। ৭৫ এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৭৬

ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, ইয়াহুদী-নাসারার অস্তিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, যেমন সাম্প্রতিককালের কোন কোন পথভ্রষ্ট তাদের তাফসীরে এরূপ লিখে দিয়েছে।

৭০. অর্থাৎ আখিরাতে পরিপূর্ণভাবে এবং দুনিয়াতেও কোন কোন ঘটনার মাধ্যমে তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম জানতে পারবে।

৭১. এ সবার সম্বোধন ইয়াহুদী-নাসারার প্রতি। অর্থাৎ এতটা রদবদলের পরও যার আগমণী বার্তা কোন না কোন পর্যায়ে তোমাদের কিতাবে আছে, সেই আখেরী নবী এসে গেছেন। তাঁর মুখে আল্লাহ তা'আলা আপন কালাম নাযিল করেছেন। হযরত মাসীহ (আ.) যে সব বিষয়ে অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন তিনি তার পূর্ণতা বিধান করেছেন। তাওরাত ও ইনজীলের যে সব কথা তোমরা গোপন করতে এবং যা রদবদল করে প্রচার করতে, তন্মধ্যে যা কিছু জরুরী তা এই মহানবী (সা.) প্রকাশ করেন এবং যে সব বিষয়েও কোন প্রয়োজন নেই তা উপেক্ষা করেন।

৭২. সম্ভবত 'নূর' দ্বারা খোদ রাসূলে কারীম (সা.)-কে এবং 'কিতাবুম-মুবীন' দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা যে মহান আল্লাহর

ওহীকে বিলুপ্ত করে আন্দাজ-অনুমান ও খেয়াল-খুশীর অন্ধকার ও পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে গভীর খাদে পড়ে রয়েছে, বর্তমান অবস্থা যা থেকে বের হয়ে আসা কিয়ামত পর্যন্ত কখনই সম্ভব নয়, তাদেরকে বলে দিন, মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় 'আলো' এসেছেন তোমরা চিরমুক্তির সঠিক পথে যদি চলতে চাও, তবে এ আলোতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ কর। শান্তির মুক্ত পথ পেয়ে যাবে এবং অন্ধকার হতে বের হয়ে আলোর ধারায় স্বচ্ছন্দে চলতে পারবে। আর যার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে পথ চলছে তাঁরই সাহায্যে অনায়াসে সরল পথ অতিক্রম করতে পারবে।

৭৩. খৃষ্টানদের নির্ভেজাল কুফরী বিশ্বাস : আল্লাহ 'মাসীহ' ছাড়া আর কেউ নয়। বলা হয়ে থাকে. এটা খৃষ্টানদের মধ্যে 'ইয়াকুবিয়া' সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। তাদের মতে, মহান আল্লাহ মাসীহ (আ.)-এর কায়া ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)। অথবা আয়াতের মর্ম এই যে, খৃষ্টান সম্প্রদায় যখন 'মাসীহ' সম্পর্কে উলূহিয়াতের (মা'বুদ হবার) আকীদা পোষণ করে আবার সেই সাথে মুখে তাওহীদেরও শ্লোগান দেয় যে, আল্লাহ একই, তখন এ উভয় বিশ্বাসের অনিবার্য ফল দাঁড়ায়, তাদের মতে আল্লাহ মাসীহ ছাড়া কেউ নয়। যে অর্থই নেওয়া হোক, এ বিশ্বাস নির্জলা কুফর। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

৭৪. মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে তাঁর মত মনে করার অসারতা : ধরে নাও যদি সর্বশক্তিমান ও মহা পরাক্রান্ত আল্লাহ মাসীহ (আ.) মারইয়াম (আ.) এবং আগে-পরের সমস্ত জগদ্বাসীকে একত্র করে একই মুহূর্তে ধ্বংস করে দিতে চান, তবে তোমরাই বল, কে তাঁর হাত ধরে রাখতে পারে? অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যতের সমুদয় মানুষকেও যদি একত্র করে দেওয়ার হয় এবং মহান আল্লাহ এক নিমিষে সকলকে ধ্বংস করতে চান, তা হলে সকলের সম্মিলিত শক্তি ও এক আল্লাহর ইচ্ছাকে ক্ষণিকের জন্যও মূলতবি করতে সক্ষম হবে না। কেননা, সৃষ্টিজীবের শক্তি আল্লাহর দেওয়া এবং তাও সীমিত, অথচ আল্লাহ পাক সকল শক্তির আধার এবং তাঁর শক্তি অসীম। তাঁর শক্তির সম্মুখে সৃষ্টিমালার শক্তি নিতান্তই অসহায়। যাদেরকে রদ করে এ বক্তব্য রাখা হয়েছে, খোদ তারাও একথা স্বীকার করে; বরং খোদ-মাসীহ ইবন মারইয়ামও যাকে তারা আল্লাহ সাব্যস্ত করছে, একথা স্বীকার করতেন। কাজেই, মারকাসের ইনজীলে হযরত মাসীহ (আ.)-এর এ উক্তি বিদ্যমান যে, "হে পিতঃ! সব কিছু তোমার শক্তির অধীন। তুমি আমা হতে এ (মুত্বার) পেয়ালা হটিয়ে দাও-আমি যে ভাবে চাই সে ভাবে নয়; বরং যে ভাবে তোমার ইচ্ছা।" কাজেই যেই মাসীহকে তোমরা আল্লাহ বল এবং তার যে জননী তোমাদের বিশ্বাস মতে আল্লাহর মা হল, তারা দু'জনও গোটা বিশ্ববাসীর সাথে মিলে মহান আল্লাহর ইচ্ছার সম্মুখে অসহায় প্রমাণিত হল। এবার নিজেরাই চিন্তা কর মাসীহ বা তাঁর মা কিংবা অন্য অন্য মাখলুক সম্পর্কে উলূহিয়াতের

(১৮) وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُ خَلْقٍ ۖ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

১৮. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। ৭৭ বল, তা হলে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে শাস্তি দেন কেন? ৭৮ বরং তোমরাও তার সৃষ্টির মধ্যে এক মানুষ। ৭৯ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। ৮০ আকাশ মণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্ভুক্ত সব কিছুর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন। ৮১

(মা'বুদ হবার) দাবী করাটা কত বড় ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা হবে। আয়াতের এ ব্যাখ্যা আমরা 'هَلَاكُ' (ধ্বংস)-কে মৃত্যু অর্থে গ্রহণ করেছি, তবে 'جَمِيعًا' -শব্দটির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করে দিয়েছি। শব্দটির যে অর্থ আমরা উল্লেখ করেছি তা আরবী ভাষাবিদদের বক্তব্যের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। তবে এটাও সম্ভব যে, এ আয়াতে 'هَلَاكُ' -কে মৃত্যু অর্থে নেয়া হবে না, যেমন আল্লামা রাগিব ইস্ফাহানী (র.) বলেন, অনেক সময় 'هَلَاكُ' -এর অর্থ হয় কোন বস্তু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিত হয়ে যাওয়া, যেমন-كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ মহান আল্লাহর সত্তা ব্যতিরেকে সব কিছুই অস্তিত্বহীন হয়ে থাকে। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি হযরত মাসীহ, তাঁর মা এবং বিশ্বের সকলকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিত করে দিতে চান, তা হলে কে আছে যে তার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে?

اوست سلطان هرچه خواهد آن کند * عالمی رادر دمی فیران کند

'তিনিই মহারাজ, যা ইচ্ছা তাই করেন। সারা বিশ্বকে এক মুহুর্তে ধ্বংস করতে পারেন।'

হযরত শাহ সাহেব (রা.) লেখেন, আল্লাহ তা'আলা মাঝে মধ্যে নবীগণের সম্পর্কে এমন কথা বলেন, যাতে উম্মাত তাদেরকে বান্দাহ হবার সীমারেখা হতে উপরে তুলে না নেয়। নয়ত মহান আল্লাহর নিকট তাদের যে মর্যাদা ও সমাদর সে দৃষ্টিতে তাঁরা এরূপ সম্ভাষণের বহু উর্ধ্বে।

৭৫. যা চান এবং যে ভাবে চান, যেমন মাসীহকে বিনা বাপে, হাওয়াকে বিনা মায়ে এবং হযরত আদমকে মা-বাপ উভয় ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেছেন।

৭৬. তাঁর সামনে কারও বাহুবল চলে না। পূণ্যবান ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গও সেখানে অসহায়।

৭৭. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মিথ্যা দাবী, তারা আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়জন : সম্ভবত তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান এই জন্য বলে যে, তাদের বাইবেলে আল্লাহ ইসরাঈল (ইয়াকুব [আ.]) -কে নিজের পুত্র এবং নিজেকে তার পিতা বলে উল্লেখ করেছেন। এদিকে খৃষ্টান সম্প্রদায় হযরত মাসীহ (আ.)-কে 'আল্লাহ পুত্র' বলে বিশ্বাস করে থাকে। এভাবে ইসরাঈলের বংশধর এবং মাসীহের উম্মাত হওয়ার কারণেই খুব সম্ভব তারা নিজেদের সম্পর্কে 'ابناء الله' (আল্লাহর সন্তান) শব্দ ব্যবহার করেছে। এটাও সম্ভব যে, সন্তান বলে আল্লাহর খাস বান্দা ও প্রিয়পাত্র বোঝাচ্ছে, যেন প্রিয়পাত্র হিসেবে সন্তানতুল্য। এ হিসেবে 'احباء' -এর মর্ম 'ابناء' -এর অনুরূপ।

৭৮. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র নয় : সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ছেলে হওয়া কোন সৃষ্টির পক্ষে যেহেতু অসম্ভব ও সুস্পষ্টরূপে বাতিল এবং তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়া সম্ভব, যেমন ইরশাদ হয়েছে- 'يحبهم ويحبونه' তিনি তাদের ভালবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসে' (মায়িদাঃ রুকু' ৮), সেহেতু এ বাক্যে প্রথমে প্রিয়পাত্র হওয়ার দাবীকেই রদ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সম্প্রদায় প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও জঘন্য রকম পাপাচারের দরুন ইহজগতেও নানাভাবে লাঞ্ছনা ও শাস্তিতে নিঃপতিত এবং আখিরাতেও স্থায়ী শাস্তির উপযুক্ততা তাদের রয়েছে, যা যুক্তির নিরিখে প্রমাণিত ও কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, তাদের মত পাপিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্পর্কে ও বিবেকবান লোক কি মুহর্তের জন্যও এ ধারণা রাখতে পারে যে, তারা মহান আল্লাহর প্রিয় ও আপনজন হবে? মহান আল্লাহর সাথে কারও রক্তের সম্পর্ক তো নেই, তার ভালবাসাও কেবল আনুগত্য ও সৎকর্ম দ্বারাই লাভ করা যেতে পারে। কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির উপযুক্ত এরূপ ঘোর অপরাধীদের তো লজ্জা করা উচিত যে, কী করে তারা نَحْنُ اَبْنَاءُ الله -এর দাবী করে? হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলে তার ঔরসজাতই ছিল, انه ليس من اهلك انه عمل -অর্থাৎ তার সম্পর্কেও আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন- 'غَيْرُ صَالِحٍ' সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে তো অসৎকর্মশীল' (হুদ : রুকু' ৪)।

৭৯. মানুষ আল্লাহর ছেলে হয় কি করে? : 'بَشَرٌ' -এর প্রকৃত আভিধানিক অর্থ চামড়ার উপরিভাগ। সামান্য সাদৃশ্যের কারণে মানুষকেও 'بَشَرٌ' বলা হয়। এস্থলে শব্দটি চয়ন করার রহস্য এ হয়ে থাকবে যে, তোমাদেরকে মহান আল্লাহর ছেলে তো দূরের কথা শরীফ ও বিশিষ্ট মনুষ্যও বলা যায় না। কেবল চামড়া ও আকার-আকৃতির দিকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহর সৃষ্ট মা'মুলী আদমীই বলা যেতে পারে, যাদের সৃজনও সেই সাধারণ পদ্ধতিতেই সাধিত হয়েছে, যেভাবে অপরাপর মানুষের হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহর ছেলে হওয়ার পর দাবী কোথেকে আবিষ্কার করলে?

৮০. কেননা তিনিই জানেন কে ক্ষমার যোগ্য এবং কাকে শাস্তি দেওয়া চাই।

(১৭) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ
أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১৭. হে আহলে কিতাব! তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসে গেছে রাসূলগণের আগমন বন্ধ হবার মুহর্তে যে তোমাদের নিকট খুলে বর্ণনা করে, ৮২ পাছে তোমরা কখনও বলতে পার যে আমাদের নিকট তো কোন সুসংবাদবাহী বা সতর্ককারী আসেনি। কাজেই তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গেছে ৮৩ এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৮৪

৮১. তা হলে তিনি আপন করুণা ও প্রজ্ঞাবশে কাউকে ক্ষমা করতে চাইলে বা ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে শাস্তি দিতে চাইলে তাতে কে বাধ সাধতে পারে। কোন অপরাধীদের পক্ষে তার সাম্রাজ্য যমীন ও আসমান হতে বের যাওয়া বা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে কোথাও পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করা সম্ভবই নয়।

৮২. অর্থাৎ আমাদের আদেশ-নিষেধ অত্যন্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে খুলে খুলে বর্ণনা করেন। এ রুকু'র শুরুতে বণী ইসরাঈলের (ইয়াহুদী-নাসারার) নানা রকম অপকার্য ও নির্বুদ্ধিতা তুলে ধরে অবশেষে বলা হয়েছে, এখন তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসে গেছেন, যিনি তোমাদের অন্যায়-অপকার্য তুলে ধরে তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে যেতে চান। তারপর জানিয়ে দেওয়া হয় হিদায়াতের এ আলো অর্জন দু'টো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এক. আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিহার- 'لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ' হতে এ পর্যন্ত এরই বর্ণনা ছিল; দুই. সকল নবীর সেরা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন, যিনি পূর্ববর্তী সকল নবীর গুণাবলীর ধারক এবং সর্ববৃহৎ ও সর্বশেষ শরী'আতের ব্যাখ্যাতা। আলোচ্য আয়াত 'يَا أَهْلَ الْكِتَابِ' এর মাঝে এ বিষয়েরই বর্ণনা।

৮৩. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী কে? ৪ হযরত মাসীহ (আ.)-এরপর প্রায় ছয়শ' বছর পর্যন্ত আশিয়ায়ে কিরামের আগমন-ধারা বন্ধ ছিল। দু' একটি জায়গা বাদ দিলে সমগ্র বিশ্ব অজ্ঞানতা, আখিরাত সম্পর্কে উদাসীনতা ও জীবন ভোগের স্বেচ্ছাচারিতায় নিমজ্জিত ছিল। হিদায়াতের আলোকবর্তিকা নিভে গিয়েছিল। অন্যায়-অনাচার, নৈরাজ্য ও ধর্মহীনতার ঘনঘটা আকাশ-বলয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এ পরিস্থিতি

(২০) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ
فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ۖ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝

২০. আর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর।^{৮৫} তিনি তোমাদের মাঝে নবী সৃষ্টি করেছেন^{৮৬} এবং তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়েছেন^{৮৭} আর তোমাদেরকে দান করেছেন যা বিশ্বে আর কাউকে দান করেননি।^{৮৮}

নিখিল বিশ্বের সংশোধন ও সংস্কার সাধণার্থে আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ দিশারী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী সায্যিদুল মুরসালীন (সা.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি অজ্ঞদেরকে সাফল্য ও মুক্তির পথ দেখান, উদাসীনদেরকে নিজ সতর্কবাণী দ্বারা জাগ্রত করেন এবং হতদ্যমদেরকে সুসংবাদ শুনিয়া উদ্দীপিত করে তোলেন। এভাবে সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর মহান আল্লাহর প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে গেল-তা কেউ মানুক আর নাই মানুক।

৮৪. অর্থাৎ তোমরা যদি এ মহানবীর কথা না মান, তবে মহান আল্লাহর সে শক্তি আছে যে, তিনি অপর কোন জাতির উত্থান ঘটাবেন, যারা তাঁর পয়গাম পুরোপুরি কবুল করবে ও নবীর সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করবে। মহান আল্লাহর কাজ, তোমাদের উপর কিছু নির্ভরশীল নয়।

৮৫. বণী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ নিয়ামতের বর্ণনা ৪ তাফসীর মুখিহুল কুরআনে আছে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) জন্মভূমি ত্যাগ করে মহান আল্লাহর পথে বের হয়ে পড়েন এবং শামদেশে (সিরিয়ায়) এসে বসবাস শুরু করেন। দীর্ঘকাল যাবত তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি। সহসা আল্লাহ তা'আলা তাকে সুংবাদ দিলেন, পৃথিবীতে তোমার বংশধরগণের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটবে। আমি তাদেরকে শামদেশের কর্তৃত্ব দেব এবং তাদেরকে নবুওয়াত, দীন, কিতাব ও রাজত্বের অধিকারী করব। হযরত মূসা (আ.)-এর সময় এ ওয়াদা পূর্ণ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বণী ইসরাঈলকে ফির'আওনের দাসত্ব হতে মুক্তি দান করেন এবং ফির'আওনকে ডুবিয়ে মারেন। তিনি তাদেরকে আদেশ করেন, তোমরা আমালিকা সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করে শাম দেশ জয় করে নাও। তারপর সে দেশ তোমাদেরই হবে। হযরত মূসা (আ.) বণী ইসরাঈল বারগোত্র হতে বার জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন এবং বললেন, তোমরা শামে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি জেনে আস। তারা এসে সে দেশের গুণগান

করল এবং সেই সাথে সেখানকার অধিবাসী আমালিকা সম্প্রদায়ের শক্তিমত্তার কথাও প্রকাশ করল। হযরত মূসা (আ.) বললেন, তোমরা বণী ইসরাঈলের কাছে সে দেশের সমৃদ্ধি বর্ণনা করো, কিন্তু আমালিকা সম্প্রদায়ের শক্তিমত্তার কথা ব্যক্ত করো না। তাদের মধ্যে দু'জন হযরত মূসা (আ.)-এর আদেশ পালন করে। বাকি দশজন অমান্য করে। বণী ইসরাঈল সব শুনে হীনমন্যতা দেখাতে লাগল। তারা চাইল আবার মিসরে ফিরে যাবে। এ ভুলের মাশুলে শাম বিজয়ে তাদের চল্লিশ বছর বিলম্ব ঘটল। এ দীর্ঘ সময় তারা মরুভূমিতে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে কাটাল। ইতোমধ্যে তাদের সে প্রজন্মের সকলেই মারা গেল। কেবল উপযুক্ত দুই প্রতিনিধি তখনও বেঁচে ছিলেন। তাঁরা হযরত মূসা (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত হলেন এবং তাঁদের হাতেই সিরিয়া বিজিত হল।

৮৬. অর্থাৎ তোমাদের উর্ধ্বতন পুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আ.) হতে আজ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে হযরত ইসমাইল (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়া'কুব (আ.), ইউসুফ (আ.) এবং খোদ হযরত মূসা (আ.) হারুন (আ.) সহ কত নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের পরেও দীর্ঘদিন যাবত সে ধারা তোমাদের মধ্যে অব্যাহত থাকে।

৮৭. অর্থাৎ ফির'আওনী সম্প্রদায়ের লাঞ্ছনাকর গোলামী হতে মুক্তি দিয়ে তোমাদেরকে তাদের ধন-সম্পত্তির অধিকারী করেছেন। এর আগে তোমাদেরই সম্প্রদায় হতে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মিসরের ধন-ভাণ্ডার ও রাজ-ক্ষমতায় কী রকমভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আবার পরবর্তীতেও হযরত সুলায়মান (আ.) প্রমুখ নবী ও বাদশাহের জন্ম দেওয়া হয়। মোদাকথা, দীন-দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম নি'আমতে তোমাদেরকে ভূষিত করা হয়। কেননা, দীনী পদমর্যাদাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ পদ হলো নবুওয়্যাত এবং পার্থিব মর্যাদার শীর্ষস্থানে রয়েছে স্বাধীনতা ও রাজত্ব। এ দু'টোই তোমাদেরকে দান করা হয়েছে।

৮৮. অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে যখন এ কথা বলা হয়, তখন সমগ্র বিশ্বে বণী ইসরাঈলের উপরই মহান আল্লাহর নি'আমতরাশি সবচাইতে বেশী বর্ষিত হয়। এস্থলে 'أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ' দ্বারা সাধারণভাবে সর্বকাল বোঝান হলে তা সঠিক হবে না। কেননা মুহাম্মাদী উম্মাত সম্পর্কে খোদ কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, 'وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا' 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটেছে' (৩ : ১১০)। আরও বলা হয়েছে, 'شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ' 'এভাবেই আমি তোমাদেরকে বার্নিয়েছি মধ্যপন্থী জাতি, যাতে তোমরা মানব-জাতির জন্য সাক্ষী হতে পার' (২ : ১৪৩)।

(২১) يَقُومِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خُسِرِينَ ۝

(২২) قَالُوا يٰمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا لَنُذْخِلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخْلُونَ ۝

(২৩) قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَآتِكُمْ غَلَبُونَ ۖ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

২১. হে সম্প্রদায়! তোমরা প্রবেশ কর পবিত্র ভূমিতে, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন^{৮৯} এবং তোমরা পশ্চাদদিকে ফিরে যেও না। তা হলে তোমরা ক্ষতিতে নিপতিত হবে।^{৯০}

২২. তারা বলল, হে মূসা! সেখানে একটি পরাক্রান্ত সম্প্রদায় রয়েছে।^{৯১} তারা সেখান থেকে বের না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করব না। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবে আমরা অবশ্যই প্রবেশ করব।^{৯২}

২৩. ভীক লোকদের মধ্যে দুই ব্যক্তি, যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল, বলল, তোমরা তাদের মুকাবিলা করে^{৯৩} দরজায় ঢুকে পড়। তোমরা যখন ঢুকে পড়বে, তখন নিশ্চয় তোমরাই জয়ী হবে।^{৯৪} এবং আল্লাহর উপর নির্ভর কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক।^{৯৫}

৮৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে ওয়াদা করেছিলেন, আমি তোমার বংশধরকে এ দেশের অধিকারী করব। তার সে ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। যাদের হাতে তা পূর্ণ হবে, তারা বড়ই ভাগ্যবান।

৯০. অর্থাৎ মহান আল্লাহর পথে জিহাদের কাপুরুষতা প্রদর্শন করে গোলামীর জীবনে ফিরে যেও না।

৯১. অর্থাৎ বিশালাকৃতির, প্রচণ্ড শক্তিশালী ও ভয়ানক।

৯২. অর্থাৎ আমাদের মুকাবিলা করার শক্তি নেই। হাঁ, হাত-পা না নেড়ে প্রবৃত্ত জিনিস খেতে রাজি। আপনি অলৌকিক ক্ষমতা বলে তাদের বের করে দিন।

৯৩. তারা দু'জন ছিলেন হযরত ইউশা' ইবন নূন ও কালিব ইবন ইউফান্না। তাঁরা মহান আল্লাহকে ভয় করতেন। তাই আমালিকা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কোন ভয় তাঁদের মনে ছিল না।

(২৪) قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ
فَقَاتِلْ إِنَّا هَهُنَا قُعْدُونَ ۝

(২৫) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ۝

২৪. তারা বলল, হে মূসা! তারা যাবত সেখানে থাকবে আমরা কস্মিনকালেও সেখানে প্রবেশ করব না। কাজেই তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং তোমরা উভয়ে যুদ্ধ কর। আমরা তো এখানেই উববিষ্ট।^{৯৬}

২৫. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ইখতিয়ারে আমার নিজ প্রাণ ও আমার ভাই ছাড়া আর কিছু নেই।^{৯৭} কাজেই আমাদের মধ্যে ও অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য সাধন করে দাও।

هرکه ترسید از حق و تقوی گزید * ترسید از وی جن و انس و هر که دید

‘যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাকে মানব-দানব যে কেউ দেখে, সেই ভয় করে।’

৯৪. অর্থাৎ হিম্মত করে নগরের ফটক পর্যন্ত তো চল। তা হলে আল্লাহ পাক তোমাদের জয়ী করবেন। আল্লাহ পাক তো তারই সাহায্য করেন যে নিজেও তার সাহায্য করে।

৯৫. ‘তাওয়াক্কুল’-এর মর্ম ৪ বৈধ আসবাব-উপকরণ পরিহার করা ‘তাওয়াক্কুল’ নয়। তাওয়াক্কুল অর্থ, কোনও ভাল কাজের লক্ষ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা-চরিত্র করা, তারপর তা ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করা; নিজ প্রচেষ্টায় দর্পিত না হওয়া। বৈধ আসবাব-উপকরণ ছেড়ে দিয়ে বসে বসে আশার জালবোনা, কোন আল্লাহ নির্ভরতা নয়; বরং আত্মহনন।

৯৬. এ সেই জাতির উক্তি, যারা দাবি করে ‘نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ’ ‘আমরা, মহান আল্লাহর সন্তান ও তার প্রিয়জন’। বস্তুত তাদের উপর্যুপরি অবাধ্যতা ও চিরায়ত হঠকারিতা দৃষ্টে এরূপ উক্তি অস্বাভাবিক কিছু নয়।

৯৭. হযরত মূসা (আ.) ভীষণ মর্মান্বিত হয়ে এ দু’আ করেছিলেন। তিনি গোটা সম্প্রদায়ের সীমালংঘন ও কাপুরুষতাসূলভ অবাধ্যতা প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিলেন। ভাই হারুন (আ.)-ও একজন নবী ছিলেন। তাই দু’আয়ও নিজের ও হারুনের ছাড়া আর কারও উল্লেখ করলেন না। ইউশা ও কালিবও তাদের অধীনে এসে গেছে।

(২৭) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

২৬. তিনি বললেন, তবে নিশ্চয়ই সে দেশ তাদের জন্য চল্লিশ বছর নিষিদ্ধ রইল। তারা দেশে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। কাজেই, তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না। ৯৮

৯৮. মূসা (আ.)-এর দু'আ আল্লাহ কবুল করলেন ৪ পৃথকীকরণের দু'আ বাহ্যত তো কবুল হল না, তবে আভ্যন্তরীণভাবে তাদের মাঝে পার্থক্য সাধিত হয়ে গেছে। কেননা, তারা সকলে মহান আল্লাহর শাস্তিতে নিপতিত হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াত। অথচ, হযরত মূসা ও হারুন (আ.) পরম নিশ্চিত্তে ও প্রশান্ত চিত্তে নিজেদের পদমর্যাদা গত দায়িত্ব দাওয়াত ও সংশোধনকার্যে নিমগ্ন ছিলেন। যেন কোন জনপদে মহামারী ছড়িয়ে পড়ল। অগণিত লোক তাতে আক্রান্ত হল। আর সে ভীড়ের মাঝে দু'চারজন সুস্থ ও দৃঢ়চেতা লোক তাদের সেবায়ত্ত্ব ও চিকিৎসা দিতে নিয়োজিত থাকল।

‘فَاَفْرُقْ بَيْنَنَا’-এর তরজমা ‘পার্থক্য সাধন করে দাও’-এর স্থলে ‘ফয়সালা করে দাও’ করা হলে উপরিউক্তি ব্যাখ্যা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, কিতাবীদেরকে এসব ঘটনা শুনিয়ে বোঝান হয়েছে যে, তোমাদের পূর্বপুরুষগণ যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গ ত্যাগ করেছিল ও জিহাদ হতে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি যদি তোমরাও শেষ নবী (সা.)-এর সহযোগিতা পরিহার কর তবে এ নি‘আমত অন্যদের হাতে চলে যাবে। বস্তুত তাই হল। ক্ষণিকের জন্য এই গোটা রুকুটিকে সামনে রেখে উম্মাতে মুহাম্মাদীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। তাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা এমন সব করুণাধারা বর্ষিত হয়েছে, যা পূর্বে আর করেও উপর হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কারও উপর হবে না। তাদের জন্য সর্বশেষ নবী (সা.)-কে স্থায়ী শরী‘আত দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে এমনসব আলিম-উলামা ও ইমামগণের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা নবী না হয়েও অত্যন্ত সুচারুরূপে দীনের প্রচার-প্রসারের কাজ আন্জাম দিয়ে চলেছেন। নবী করীম (সা.)-এর পর এমন সব খলীফা উম্মাতের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যাঁরা সমগ্র বিশ্বকে নৈতিকতা ও রাজনীতি ইত্যাদির মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। এ উম্মাতকেও জিহাদের আদেশ করা হয়েছে, তবে আমালিকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়; বরং ভূ-পৃষ্ঠের তাবত স্বৈরাচারের মুকাবিলায়। কেবল শামদেশ জয় করার আদেশ নয়; উদয়াচল হতে অস্তাচল পর্যন্ত সর্বত্র মহান আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার ও সর্বপ্রকার ফিতনার

মূলোৎপাটনের যুগান্তকরী ফরমান। বনী ইসরাঈলের সাথে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ভূমির ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু এ উম্মাতের সাথে তাঁর অঙ্গীকার :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا -

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম কর আল্লাহ তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেনই। (সূরা নূর : ৫৫)।

হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে জিহাদ থেকে বিমুখ হতে নিষেধ করেছিলেন। তা এ উম্মাতের প্রতিও আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হয়েছে- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ** - 'হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে তখন তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না' (সূরা আনফাল : ১৫) শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গীগণ আমালিকার ভয়ে ভীত হয়ে এ পর্যন্ত বলে ফেলেছিল যে- **'إِذْ هَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ'** - 'তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর আমরা এখানেই বসে থাকব।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গীগণ বললেন, মহান আল্লাহর কসম। আপনি যদি সাগর-তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে আদেশ করেন, তবে আমরা তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্যে একজনও দূরে সরে থাকবে না। আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের পক্ষ হতে আপনাকে সেই জিনিস দেখাবেন, যদ্বারা আপনার চোখ জুড়াবে। আমরা আমাদের নবীয়ে পাকের সঙ্গে থেকে তাঁর ডানে-বামে, সামনে-পেছনে সব দিকে জিহাদ করব। মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা তারা নই, যারা মূসা (আ.)-কে বলে দিয়েছিল **إِذْ هَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ** এরই ফলশ্রুতিতে বনী ইসরাঈল যত কাল জয় লাভে বঞ্চিত হয়ে তীহ মরুভূমীতে ঘুরে বেড়ায়, তার অনেক কম সময়ে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সঙ্গীগণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য হিদায়াতের ঝাণ্ডা উড়াতে সক্ষম হন- **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ** - 'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তো তাঁরই জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে' (সূরা বায়্যিনা : ৮)।

(২৭) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝

২৭. এবং তাদেরকে আদমের দুই ছেলের বাস্তব অবস্থা শোনাও।^{৯৯} যখন তারা উভয়ে পেশ করল কিছু নয়রানা এবং একজনেরটি গৃহীত হল আর দ্বিতীয় জনেরটি গৃহীত হল না।^{১০০} সে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করব।^{১০১} সে বলল, আল্লাহ তো মুত্তাকীদের থেকেই কবুল করেন।^{১০২}

৯৯. হাবীল ও কাবীলের ঘটনা ও আনুসংগিক তাৎপর্য ৪ আদমের (আ.) ঔরসজাত ছেলে হাবীল ও কাবীলের ঘটনা তাদেরকে শোনাও। কেননা, সে ঘটনায় মহান আল্লাহর কাছে এক ভাইয়ের সমাদর ও তার তাকওয়া পরহেযগারীর কারণে তার প্রতি অপর ভাইয়ের হিংসা-বিদ্বেষ এবং শেষ পর্যন্ত তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার উল্লেখ আছে। সেই সঙ্গে অন্যায় রক্তপাতের কী পরিণাম তাও সে ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। পূর্বের রুকু'তে বলা হয়েছিল, বণী ইসরাঈলকে যখন অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ করা হয়, তখন তারা ভীত-প্রস্তু হয়ে পালাতে শুরু করে। এবার হাবীল ও কাবীলের ঘটনাটি মূলত এ বিষয়ের ভূমিকা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, মুত্তাকী ও মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হত্যা করা একটি জঘন্যতম অপরাধ। তাদেরকে তা থেকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সাবধান ও নিষেধ করা হয়েছিল। তথাপি তাদেরকে সর্বদাই সে কাজে কী রূপ কৃতসংকল্প ও তৎপর লক্ষ্য করা যায়। তারা পূর্বেও বহু নবীকে হত্যা করেছে। আজও মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় নবীর বিরুদ্ধে কেবল হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কী রকম জঘন্য চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। যেন যালিম ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতে আত্মরক্ষা করা, অপর দিকে নিষ্পাপ ও নিরপরাধ বান্দাদের প্রাণনাশ ও গ্রেপ্তারের চক্রান্ত করা তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এর উপর আবার তারা দাবি করে আমরা মহান আল্লাহর ছেলেও তাঁর প্রিয়জন। এ বক্তব্য অনুযায়ী কাবীল ও হাবীলের কাহিনী এবং সে প্রসঙ্গে ^۱عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ ^۲مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ ^۳أَن يَكُونُوا لِي رَوَاقِدَ نَارٍ ^۴فِي الْأَرْضِ ^۵لَمُشْرَفُونَ ^۶আয়াত-আয়াতে উল্লেখ প্রকৃতপক্ষে সেই বিষয়বস্তুর ভূমিকা স্বরূপ, যা পরবর্তী ^۷وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ^۸ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُشْرِفُونَ ^۹আয়াত-এর মাঝে ব্যক্ত হয়েছে।

১০০. হাবীলের কুরবানী গৃহীত হল ৪ হযরত আদম (আ.) নিয়ম অনুযায়ী তাঁর যে কন্যাকে হাবীলের সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কাবীল তাকে নিজের জন্য দাবী

(২৮) لَيْنٌ بَسَطْتَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ
لَا أَقْتُلُكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝

২৮. তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার উপর হাত চালাও, তবে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার উপর হাত চালাব না। ১০৩
আমি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। ১০৪

করে বসে। শেষ পর্যন্ত আদম (আ.)-এর নির্দেশে উভয়ে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ করল। যার কুরবানী কবুল হবে কন্যা তারই হবে। সম্ভবত হযরত আদম (আ.)-এর বিশ্বাস ছিল হাবীলেরই কুরবানী গৃহীত হবে। কাজেই তাই হল। আকাশ থেকে আগুন নেমে আসল এবং হাবীলের কুরবানী গ্রাস করল। সে কালে এটাই ছিল কুরবানী গৃহীত হওয়ার লক্ষণ।

১০১. কাবীল তা দেখে হিংসা ও আক্রোশে জ্বলতে লাগল এবং মহান আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার উপায় অবলম্বনের পরিবর্তে বরং আক্রোশ বশে ভাইকে হত্যার হুমকি দিতে লাগল।

১০২. অর্থাৎ হাবীল বলল, এতে আমার কী অপরাধ? আল্লাহর কাছে কারও জোর-জবরদস্তি নাই। সেখানে তাক্ওয়াই কাজে লাগে। আমার নজরানা কবুল হওয়ার কারণ তো তাক্ওয়া। তুমিও যদি তা অবলম্বন করতে, তোমার প্রতি তো আল্লাহর কোন জিদ ছিল না।

১০৩. হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, কেউ যদি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তবে তার জন্য সে যালিমকে হত্যা করার অনুমতি আছে। তবে ধৈর্যধারণ করলে শাহাদাতের মর্যাদা। আর এটা সে আক্রমণকারী মুসলিম হলে তখনকার কথা। পক্ষান্তরে যেখানে প্রতিশোধ ও প্রতিরোধের মাঝে শারঈ কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সেখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা জায়য নয়, যেমন কাফির ও বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা। ইরশাদ হয়েছে : وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ৷ আর যারা কখনও বিদ্রোহের সম্মুখীন হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (সূরা শূরা)

১০৪. অর্থাৎ তোমার ভয়ে নয়; বরং মহান আল্লাহকে ভয় করে আমি তোমাকে অনুরোধ করি শরী'আতের সীমারেখা অনুযায়ী যতক্ষণ সম্ভব তুমি ভাইয়ের রক্তে হাত রঞ্জিত করো না। আইউব সুখতিয়ানী (র.) বলতেন, উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি এ আয়াতের নির্দেশ পালন করে দেখিয়েছেন, তিনি তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) (ইব্ন কাসীর)। তিনি আপন শিরশ্ছেদ হতে দিয়েছেন, তবু নিজ ইচ্ছার কোন একজন মুসলিমের আংগুলও কাটা যেতে দেননি।

(২৭) اِنِّى اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْا بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ
وَذٰلِكَ جَزَاُ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(৩০) فَطَوَّعْتُ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتَلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

২৯. আমি চাই তুমি আমার পাপ ও তোমার নিজের পাপ বহন করে
নাও। ১০৫ তারপর জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই
যালিমদের শাস্তি। ১০৬

৩০. তারপর তার আত্মা তাকে তার ভ্রাতৃহননে উদ্বুদ্ধ করল। ১০৭ ফলে সে
তাকে হত্যা করল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হয়ে গেল। ১০৮

১০৫. হত্যাকারীর উপর নিহতের পাপ চাপিয়ে দেয়া হবে : নিজের অন্যান্য
পাপের সাথে আমাকে হত্যা করার পাপও অর্জন করে নাও। ইব্ন জারীর (র.)
মুফাস্সিরগণের ঐকমত্য বর্ণনা করেন যে, এটাই 'بِاِثْمِىْ'-এর অর্থ। আর যারা
বলেন, কিয়ামতের দিন মাযলুমের গুনাহের বোঝা যালিমের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া
হবে, তাদের সে বক্তব্যও এক পর্যায়ে সঠিক। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে সেটা এ
আয়াতের ব্যাখ্যা নয়। এবার হাবীলের বক্তব্যের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, তুমি যদি
আমাকে হত্যা করার গুনাহ নিজ মাথায় চাপানোর সিদ্ধান্ত করে থাক তবে আমিও
সিদ্ধান্ত করেছি আত্মরক্ষার কোন উপায় অবলম্বন করব না। যাতে করে আইনের উর্ধ্বে
উচ্চতর আদর্শ বর্জনের অভিযোগও আমার উপর না বর্তায়।

১০৬. অর্থাৎ জীবনভর তুমি যে পাপরাশি কামাই করেছ, তা তোমার ঠিকই
থাকুক, সেই সাথে আমার রক্তপাতের গুনাহও তোমার মাথায় চাপুক। অধিকতর
নির্যাতিত হওয়ার কারণে আমি পাপ মুক্ত হয়ে যাই। (মুযিহুল-কুরআন)।

১০৭. সম্ভবত প্রথম দিকে তার কিছুটা দ্বিধা ছিল, কিন্তু কুপ্রবৃত্তি তাকে উপর্যুপরি
প্ররোচনা দিয়ে তাকে বদ্ধপরিকর করে তোলে। অধিকাংশ গুনাহের ক্ষেত্রেই প্রথম
দিকে এরূপ অবস্থা হয়ে থাক।

১০৮. হত্যাকারীর পরিণতি : পার্থিব ক্ষতি তো এই যে, যার দ্বারা তার বাহুল্য
বৃদ্ধি পেত এমন একজন শক্তিমান ভাইকে সে হারাল এবং শেষ পর্যন্ত নিজে উম্মাদ
হয়ে মারা গেল। হাদীসে আছে, যুল্ম ও আত্মীয়তা ছেদন এমন দু'টি পাপ, যার শাস্তি
আখিরাতের আগে ইহজগতেই ভোগ করতে হয়। আর পরকালীন ক্ষতি এই যে
দুনিয়ায় যুল্ম আত্মীয়তা বিচ্ছেদ, ইচ্ছাকৃত হত্যা ও নিরাপত্তাহীনতার দুয়ার খুলে
দেওয়ার কারণে একেত সে এসব গুনাহের শাস্তির উপযুক্ত হল, দ্বিতীয়ত ভবিষ্যতেও এ

(৩১) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَهُ أَخِيهِ ۖ قَالَ يُوزِلْتِى الْعِجْرُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَهُ أَخِي ۖ فَاصْبِرْ مِنَ الدَّامِنِينَ ۝

(৩২) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝

৩১. তারপর আল্লাহ্ একটি কাক পাঠালেন, যেটি সে তার ভাইয়ের লাশ কী ভাবে গোপন করবে তা দেখানোর জন্য মাটি খনন করছিল। সে বলল, হায় আফসোস! আমি এই কাকটির সমতুল্যও হতে পারলাম না, যাতে আমি আমার ভাইয়ের লাশ লুকাতে পারি।^{১০৯} কাজেই সে অনুতাপ করতে লাগল।^{১১০}
৩২. এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিলাম যে,^{১১১} প্রাণের বদলে প্রাণ বা দেশে ফিৎনা-ফাসাদ বিস্তার করার কারণ ব্যতিরেকে^{১১২} কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, তবে সে যেন হত্যা করল সমস্ত মানুষকে আর যে ব্যক্তি কোন একটি প্রাণ রক্ষা করল সে যেন প্রাণ রক্ষা করল সমস্ত মানুষের।^{১১৩} আমার রাসূলগণ তো তাদের নিকট প্রকাশ্য আদেশ আনয়ন করেছে।^{১১৪} তারপর তাদের মধ্যে বহু লোক তথাপি দেশে সীমালংঘন করে।^{১১৫}

প্রকারের যত পাপাচার দুনিয়ায় সংঘটিত হবে, প্রথম উদ্ভাবক হিসেবে সে তার সবগুলোতে অংশীদার থাকবে, যেমন হাদীসে স্পষ্ট আছে।

১০৯. লাশ মাটিতে দাফনের প্রচলন ৪ এর আগে আর কোন মানুষের মৃত্যু হয়নি। তাই হত্যা করার পর সে বুঝতে পারল না লাশ কী করবে? অবশেষে সে দেখল, একটি কাক মাটি খুঁড়ে বা অন্য একটি মরা কাককে মাটি সরিয়ে তাতে লুকাচ্ছে। তখন তার কিছুটা হুঁশ হল যে, আমিও তো ভাইয়ের লাশ দাফন করে ফেলতে পারি। সেই সঙ্গে অনুতাপও হল যে, বিবেক-বুদ্ধি ও ভ্রাতৃত্ববোধে আমি এ তুচ্ছ প্রাণীটি অপেক্ষাও অধম হয়ে গেলাম? সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা একটি মামূলী প্রাণী দ্বারা এ জন্যই তাকে সচেতন করেছেন যে, সে নিজ পাশবিকতা ও নিবুদ্ধিতার

জন্য ক্ষণিক লজ্জিত হোক। পশুপক্ষীর মধ্যে কাকের একটা বৈশিষ্ট্য, সে নিজ ভাইয়ের লাশ মুক্ত স্থানে পরিত্যক্ত দেখলে প্রচণ্ড হৈ চৈ বাধিয়ে দেয়।

১১০. অনুতাপ তো কেবল সেটাই কাজে আসে যার সাথে পাপের ক্ষমা প্রার্থনা, বিণয় ও নম্রতা এবং প্রতিবিধানের ফিকির থাকে। এ স্থলে তার মনঃস্তাপ মহান আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে ছিল না; রবং এর কারণ ছিল নিজের দুরবস্থা, যার সম্মুখীন সে হত্যা করার পর হয়েছিল।

১১১. অর্থাৎ অন্যায় হত্যাকাণ্ডের মাঝে যে ইহজাগতিক ও পারলৌকিক ক্ষতি রয়েছে এবং যে অশুভ পরিণতি তা বয়ে আনে, তার দরুন এমনি কি খোদ ঘাতকও অনেক সময় নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতাপদগ্ধ হতে থাকে। এ কারণেই আমি বণী ইসরাঈলকে এ বিধান দেই যে।

১১২. দেশে ফাসাদ সৃষ্টি বহু রকমে হতে পারে। যেমন সত্য পন্থীদেরকে সত্য দীনে বাধা প্রদান, নবীগণের অবমাননা কিংবা নাউযুবিল্লাহ মুরতাদ হয়ে গিয়ে নিজ অস্তিত্ব দ্বারা অন্যকে মুরতাদ হতে প্ররোচিত করা ইত্যাদি।

১১৩. কাবীলের দ্বারাই হত্যার দ্বার উন্মুক্ত হল : কাবীল কর্তৃক হাবীলকে হত্যা করাই ছিল ভূ-পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম গুরুতর পাপ। এরপরই নরহত্যার ধারা চালু হয়ে যায়। এ কারণেই তাওরাতে বলা হয়েছে, 'একজনকে খুন করে যেন সকলকেই খুন করল।' অর্থাৎ একজনের অন্যায় নরহত্যার কারণে অন্যরাও এ অপরাধের সাহস পেয়ে যায়। এ হিসেবে যে ব্যক্তি প্রথমে কাউকে হত্যা করে নিরাপত্তাহীনতার ভিত্তি স্থাপন করে, সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করার ও নিরাপত্তাহীনতার দুয়ার খুলে দেয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনও একজনকে বাঁচিয়ে রাখে, অর্থাৎ যালিম ঘাতকের হাত থেকে রক্ষা করে সে যেন তার এ কাজ দ্বারা সমগ্র মানব সমাজকে রক্ষা করার ও নিরাপদ করার আহ্বান জানায়।

১১৪. অনুবাদক (র.) بِالْبَيِّنَات অর্থ করেছেন প্রকাশ্য আদেশ। এমনও হতে পারে যে, এর দ্বারা এই সকল উন্মুক্ত নির্দর্শন বোঝান হয়েছে, যদ্বারা কোন নবীর পক্ষে এ তাসদীক হয়ে যায় যে, তিনি মহান আল্লাহর পক্ষে হতে প্রেরিত।

১১৫. আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে শান্তি ভংগ করাই হলো সীমালংঘন : বণী ইসরাঈলের বহু লোক এরূপ সুস্পষ্ট নির্দর্শনাদি ও দ্ব্যর্থহীন আদেশাবলী শুনেও নিজেদের যুলুম নির্যাতন ও সীমালংঘন হতে নিবৃত্ত হয়নি। নিষ্পাপ নবীগণকে হত্যা করা ও নিজেদের মধ্যে খুন-খারাবী করা তাদের চিরায়ত স্বভাব। আজও তারা শেষ নবী (সা.)-কে (নাউযুবিল্লাহ) হত্যা বা উৎপীড়ন করার এবং মুসলিমগণকে হেনস্থা করার জন্য সর্বতোভাবে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। তারা এতটুকুও

(৩৩) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

৩৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়^{১১৬} তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে^{১১৭} কিংবা দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে।^{১১৮} এটা তাদের লাঞ্ছনা পার্থিব জীবনে, আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।^{১১৯}

উপলব্ধি করে না যে, তাওরাতের বিধান অনুসারে যে কোনও একজন লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করাটা এতবড় অপরাধ যে, ঘাতক বিশ্বের সমগ্র মানুষের হত্যাকারীরূপে গণ্য হয়ে যায়, তখন বিশ্ব-মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে পরিপূর্ণ, সর্বাপেক্ষা সমাদৃত ও পবিত্র মানব সমাজকে হত্যা ও উৎপীড়ন করা, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও লড়াই করতে বন্ধপরিকর হওয়া মহান আল্লাহর নিকট কত বড় জঘন্য অপরাধ বলে সাব্যস্ত হবে। মহান আল্লাহর দূতগণের সঙ্গে যুদ্ধ করা তো খোদ মহান আল্লাহরই সাথে যুদ্ধ করার নামান্তর? সম্ভবত এ কারণেই পরবর্তী আয়াতে সেইসব লোকের ইহ ও পরকালীন শাস্তি তুলে ধরা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাক ও নবী (সা.) বিরুদ্ধে লড়াই করে বা পৃথিবীতে নানা রকম অশান্তি বিস্তার 'সীমালংঘনকারী' সাব্যস্ত হয়।

১১৬. 'দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়'-এর মর্ম : অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এস্থলে অশান্তি, সৃষ্টি দ্বারা ডাকাতি ও লুট-তরাজ করা বুঝিয়েছেন। তবে আয়াতের শব্দকে ব্যাপকার্থে রেখে দিলে বিষয়বস্তু অধিকতর প্রশস্ত হয়ে যায়। বিশুদ্ধ হাদীসে আয়াতের যে শানে নুযূল বর্ণিত হয়েছে, তারও চাহিদা হলো শব্দকে ব্যাপকার্থে গ্রহণ করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অথবা দেশে অশান্তি বিস্তার করা'-এ দু'টো এমনই ব্যাপক কথা যে, কাফিরদের আক্রমণ, ধর্মদ্রোহিতা, লুট-তরাজ, ডাকাতি, অন্যায়ভাবে জানমালের ক্ষতিসাধন, অপরাধী কার্যক্রমের ঘড়যন্ত্র, বিভ্রান্তির প্রোপাগান্ডা ইত্যাদি সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এর প্রত্যেকটিই এমন অপরাধ যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিবার্যভাবে সম্মুখে বর্ণিত শাস্তি চতুষ্ঠয়ের যে-কোন একটির উপযুক্ত হয়ে যায়।

(৩৪) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ০

(৩৫) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي
سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ০

৩৪. তবে তোমাদের আয়ত্ত্বাধীনে আসার আগেই যারা তাওবা করে নেয়,
তাদের কথা স্বতন্ত্র। জেনে রেখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১২০

৩৫. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল এবং সন্ধান কর তাঁর
পর্যন্ত (পৌঁছার) অসীল। ১২১ আর তাঁর পথে জিহাদ কর, যাতে
তোমরা সাফল্যমন্ডিত হতে পার। ১২২

১১৭. অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা।

১১৮. অর্থাৎ তাকে অন্যত্র নিয়ে বন্দী করে রাখা। এটাই ইমাম আবু হানীফা
(র.)-এর মত।

১১৯. ডাকাতদের চারটি অবস্থা হতে পারে : ১. কেবল হত্যা করেছে,
লুট-তরাজ করেনি; ২. হত্যা ও লুট উভয়ই করেছে; ৩. মালামাল লুট করেছে,
খুন-খারাবী করেনি; ৪. কোনটিই করতে পারেনি, তার আগেই ধরা পড়ে গেছে। এ
চারও অবস্থায় চার প্রকারের শাস্তি আবর্তিত হয়, যা ধারাবাহিকভাবে সামনে বর্ণিত
হয়েছে।

১২০. শরীআত-বিধারিত বিশেষ শাস্তি (হদ্দ) ও মহান আল্লাহর হুকুম রূপে যে
সাজার কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে, তা ধরা পড়ার আগে তাওবা করলে মাফ হয়ে যায়।
তবে বান্দার হুকুম মাফ হয় না। কারও অর্থ আত্মসাৎ করলে তার জরিমানা দিতে হবে।
কাউকে হত্যা করে থাকলে কিসাস গ্রহণ করা হবে। হ্যাঁ, সম্পদের মালিক ও নিহত
ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারে। এ শাস্তি ছাড়া অন্যান্য শাস্তি
(হদ্দ) যথা ব্যভিচারের শাস্তি, মদ পানের শাস্তি ও কোন নিরপরাধের উপর
ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের শাস্তি তাওবা দ্বারা মাওকুফ হয় না।

১২১. 'অসীলা' শব্দের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য : হযরত ইবন আব্বাস, মুজাহিদ,
আবু ওয়াইল, হাসান প্রমুখ মনীষী وَسِيلَةً - অর্থ করেছেন 'নৈকট্য'। কাজেই ওয়াসীলা
সন্ধান করার অর্থ হবে তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য তালিশ করা। হযরত কাতাদা (র.)-এর
ব্যাখ্যা করেন, 'تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه' 'তাঁর আনুগত্য ও তাঁর সন্তোষজনক

(৩৬) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

৩৬. যে সব লোক কাফির তাদের যদি দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার সমুদয় এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, যাতে কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে মুক্তির বদলে তা প্রদান করতে পারে, তবুও তাদের থেকে তা গৃহীত হবে না। এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। ১২৩

কাজ দ্বারা তাঁর নৈকট্য অর্জন কর। জনৈক কবি বলেন,

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا * وعاد التصافى بيننا والوسائل

নিদ্দুকেরা যখনই অমনোযোগী হয় আমরা ফিরে যাই আমাদের পারস্পরিক সান্নিধ্যে; পুনরাবর্তিত হয় আমাদের আবেগ-অনুরাগ আর মিলন-সন্ধি-সংগ।

এতেও 'ওয়াসীলা' দ্বারা নৈকট্য ও সান্নিধ্যই বোঝান হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে 'ওয়াসীলা' জান্নাতের একটি শীর্ষস্থানের নাম, যা দুনিয়ার কোনও এক বান্দা লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা আযানের পর মহান আল্লাহর কাছে আমার জন্য সেই স্থান প্রার্থনা কর। বস্তুত সে স্থানের নামও 'ওয়াসীলা' এ জন্যই রাখা হয়েছে, জান্নাতের আর সব স্থান থেকে সে স্থানটিই আরশের বেশী নিকটবর্তী এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের স্তরসমূহের মধ্যে সেটিই সর্বোচ্চে অবস্থিত।

মোদাকথা, প্রথমে বলা হয়েছে, তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করে চল, তবে এটা সে জাতিয় ভয় নয়, যেমন মানুষ সাপ, বিছু, বাঘ সিংহ ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীকে ভয় করে এবং তার থেকে দূরে পালায়; বরং এ ভয় যে পাছে তাঁর সন্তুষ্টি ও রহমতের ছায়া হতে দূরে সরে না পড়। এজন্যই 'اتَّقُوا اللَّهَ' -এর পর 'وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ' বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর অসন্তুষ্টি ও দূরত্বকে ভয় করে নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা কর। বলা বাহুল্য, আমরা কোন বস্তুর নৈকট্য কেবল তখনই লাভ করতে পারি, যখন মধ্যবর্তী সেইপথ অতিক্রম করতে সক্ষম হই, যে পথে চলে তার কাছে পৌছা যায়। এরই কথা বলা হয়েছে 'وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ' তাঁর পথে জিহাদ কর অর্থাৎ তার পথে চলতে পূর্ণ চেষ্টারত থাক। 'لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ' যাতে তোমরা তাঁর নৈকট্য লাভে কৃতকার্য হও।

১২২. পূর্ববর্তী রুকু-র শেষ দিকে যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে ফিৎনা-ফাসাদ বিস্তার করে, তাদের ইহলৌকিক ও পরকালীন শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য রুকুতে মুসলিমগণ সে সব শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, যখন হতভাগা লোকে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

(৩৭) يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

(৩৮) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَارًا ۝

مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

৩৭. তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা থেকে বের হওয়ার নয় এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি। ১২৪

৩৮. চোর ও চোরনী, কেটে দাও তাদের হাত, ১২৫ তারা যা কামাই করেছে তার শাস্তি স্বরূপ। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড। ১২৬ এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। ১২৭

করে, তখন তোমরা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষে লড়াই কর। তারা দেশে অশান্তি বিস্তার করলে তোমরা নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠার ফিকির কর।

১২৩. আল্লাহর শাস্তি হতে নিষ্কৃতির উপায় ৪ পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল, মানুষ আল্লাহ্ ভীতি, তাঁর নৈকট্য লাভ ও তাঁর পথে জিহাদ দ্বারাই সফলতা লাভের আশা করতে পারে। এ আয়াতে সাবধান করা হয়েছে যে, যারা মহান আল্লাহ্ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়েছে, তারা আখিরাতে যদি ভূ-পৃষ্ঠের সমুদয় অর্থ-সম্পদ, বরং তার সমপরিমাণ আরও ব্যয় করে ফেলে এবং মুক্তিপণ দিয়ে মহান আল্লাহর শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পেতে চায়, তবে সেটা সম্ভব হবে না। মোদাকথা, তথাকার মুক্তি ও সাফল্য তাকওয়া, ওয়াসীলা সন্ধান ও আল্লাহর পথে জিহাদ দ্বারা অর্জিত হয়, উৎকোচ ও মুক্তিপণ দ্বারা নয়।

১২৪. বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত অনেক গুনাহগার মু'মিন কিছুকাল জাহান্নামে থাকার পর মুক্তি পাবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এ আয়াত সে সব হাদীসের বিরোধী নয়। কেননা, এস্থলে আয়াতের গুরু থেকে কাফিরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। মু'মিনগণের সম্পর্কে এ আয়াতে একটি হরফও নেই।

১২৫. অর্থাৎ প্রথমবার চুরি করলে ডান হাত কব্জি থেকে কেটে দাও। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিক্‌হী গ্রন্থাবলীতে দ্রষ্টব্য। পূর্বের রুকূতে ডাকাতি ইত্যাদি দুষ্কর্মের শাস্তি বর্ণিত হয়েছিল। মাঝখানে বিশেষ সম্পর্ক দৃষ্টে, যা আমরা উল্লেখ করে এসেছি, মু'মিনগণ কতিপয় জরুরী উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে আবার সেই পূর্বকার বিষয়বস্তুরই অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে ডাকাতির শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছিল আর এ আয়াতে চুরির সাজা।

(৩৯) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৩৯. অনন্তর যুল্মের পর যে তাওবা করে ও সংশোধন হয়ে যায়, তার তাওবা আল্লাহ্ কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১২৮

১২৬. চোরের শাস্তি ও উহার যৌক্তিকতা : চোরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা চোরাই মালের বদলে নয়। বরং তার চুরিকার্যের দণ্ড। যাতে সে নিজে এবং অন্যান্য লোক সতর্ক হয়ে যায়। সন্দেহ নেই, যেখানেই এ দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়, সেখানে দু'চার জনের শাস্তির পরই চুরির দুয়ারই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। আজ তথাকথিত সভ্যতার দাবিদারগণ এরকম শাস্তিকে বর্বরতা আখ্যায়িত করে থাকে। কিন্তু চুরিকার্য যদি তাদের নিকট কোন সভ্য কর্ম না হয়ে থাকে, তবে নিশ্চিত বলা যায়, তাদের কোন সভ্য দণ্ডবিধি এ অসভ্য কর্ম তৎপরতার অবসান ঘটাতে সক্ষম হতে পারে না। কোন লঘু অমানবিকতার অবলম্বনে যদি বহু সংখ্যক চোরকে সভ্য করে তোলা যায়, তবে সভ্যতার ধ্বজাধারীদের তো এ ভেবে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যে, বর্বরতা দ্বারা তাদের সভ্যতার মিশনে সাহায্য লাভ হয়। কিছু সংখ্যক নামধারী তাফসীরবেত্তাও চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে হস্তশ্ছেদনের এ শাস্তিকে চুরির সর্বশেষ শাস্তি সাব্যস্ত করত। তার আগে লঘু শাস্তি আরোপের অধিকার খোদ শরী'আতের পক্ষ হতে লাভ করা যায়। কিন্তু মুশকিল হলো, না কুরআন মাজীদে চুরি কর্মের জন্য এর চেয়ে কোন লঘু শাস্তি কোথাও পাওয়া যায়, না নবুওয়াতী যুগ বা সাহাবায়ে কিরামের আমলে তার কোন দৃষ্টান্তের হদীস মিলে। কোন লোক কি এ দাবী করতে পারে যে, এ সুদীর্ঘকালে যত চোর ধরা পড়েছে তাদের একজনও প্রাথমিক পর্যায়ের চোর ছিল না, যার উপর অন্তত বৈধতা বর্ণনার জন্য হলেও হস্তশ্ছেদন অপেক্ষা লঘুতর কোন প্রাথমিক শাস্তি আরোপ করা যেত? অতীতে কোন এক ধর্মদ্রোহী চুরির এ দণ্ড সম্পর্কে এরূপ কথাও বলেছিল যে, শরী'আত যেখানে এক হাতের দিয়াত নির্ধারণ করেছে পাঁচশ' দীনার, সেখানে এরূপ মূল্যবান হাতকে পাঁচ-দশ টাকা চুরির অপরাধে কী করে কাটা যেতে পারে? 'انها لما كانت امينة كانت تمينة فلما' জনৈক প্রাজ্ঞ-অভিজ্ঞ জবাবে কী সুন্দর বলেছেন 'হাত যখন বিশ্বস্ত ছিল, তখন তার ঠিকই মূল্য ছিল, কিন্তু সে যখন বিশ্বাসঘাতকতা করল, তখন মূল্যও হারিয়ে ফেলল।'

১২৭. তিনি যেহেতু মহা পরাক্রান্ত, তাই তাঁর যে কোনও প্রকার আইন জারি করে দেওয়ার অধিকার আছে, কারও কিছু তাতে বলার থাকবে না, কিন্তু তিনি তাফসীরে উসমানী-৬৭

(৬০) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(৬১) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ ۚ وَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۚ سَنُعَذِّبُكَ لِكُذِّبِ سَمْعُكَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ ۖ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يَحْرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۚ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

৪০. তুমি কি জান না আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই? তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ১২৯

৪১. হে রাসূল! যারা মুখে বলে ‘আমরা মুসলিম’ কিন্তু তাদের অন্তর মুসলিম নয় ও যারা ইয়াহুদী^{১৩০} তাদের মধ্যে যারা কুফরের মাঝে দ্রুত পতিত হয়^{১৩১} তাদের জন্য দুঃখ করো না। তারা মিথ্যা বলার জন্য গোয়েন্দাবৃত্তি করে। তারা অন্য দলের গুপ্তচর, যারা তোমার নিকট আসেনি।^{১৩২} তারা কথাকে যথাস্থান হতে পরিবর্তন করে।^{১৩৩} তারা বলে, তোমরা এ আদেশ পেলে গ্রহণ করো, আর যদি এটা না পাও তবে প্রত্যাখ্যান করো।^{১৩৪} আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছেন, তুমি তার জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পার না।^{১৩৫} এরাই সেই লোক যাদের অন্তর আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি।^{১৩৬} দুনিয়ায় তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।

প্রজ্ঞাময়ও বটে, তাই আপন অপার ক্ষমতা বলে অযৌক্তিক কোন আইন জারী করে দেবেন সে অবকাশও নেই। তা ছাড়া দুর্বল অসহায় বান্দার জানমাল রক্ষার কোন ব্যবস্থা যদি তিনি করতে না পারেন, তবে সেটা তাঁর মর্যাদা ও ক্ষমতারও পরিপন্থী হবে। অন্যদিকে চোর-ডাকাতকে এমনিতেই ছেড়ে দিলে সে হবে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার খেলাফ।

১২৮. অর্থাৎ সঠিকভাবে তাওবা করলে আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের শাস্তি তুলে দিবেন, যার তুলনায় পার্থিব শাস্তি নিতান্তই তুচ্ছ। তাওবা সঠিক হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে, চোরাই মাল যথার্থ মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। আসল মাল না থাকলে তার ভর্তুকি দিতে হবে অথবা মাফ করিয়ে নিতে হবে। সেই সঙ্গে কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত এবং ভবিষ্যতে সতর্ক থাকার অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে।

১২৯. সত্যিকারের সার্বভৌমত্ব ও রাজত্ব যখন তাঁরই, তখন তাঁরই এ অধিকার থাকবে যে, যাকে সমীচীন মনে করেন, ক্ষমা করে দিবেন আর যাকে ইচ্ছা ইনসাফভিত্তিক শাস্তি দান করবেন। কেবল শাস্তিদান ও ক্ষমা করার নিরংকুশ ইখতিয়ারই যে তাঁর আছে তাই নয়; বরং তাঁর সে ইখতিয়ার আরোপের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষমতাও নেই কারও। কেননা, সব কিছুর উপর পূর্ণ শক্তি তাঁর রয়েছে।

১৩০. ব্যভিচারের শাস্তি ৪ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে চুরি-ডাকাতির শাস্তি বর্ণিত হয়েছিল। এবার এমন কতক সম্প্রদায়ের অবস্থা শোনানো হয়েছে, যারা মহান আল্লাহর আইনে বিকৃতি সাধন করে। নিজেদেরকে মহাশাস্তির উপযুক্ত করে ফেলে। ইমাম বাগাবী (র.) তাদের নিম্নোক্ত ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন। খায়বারের এক ইয়াহুদী নারী ও পুরুষ ব্যভিচার করেছিল। তারা বিবাহিত ছিল। তাওরাতে এ অপরাধের শাস্তি ছিল রাজম (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা)। কিন্তু তাদের বংশীয় অভিজাত্য এ শাস্তি আরোপে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা পরামর্শ করল, ইয়াসরিবে আগত ওই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ (সা.))-এর কিতাবে ব্যভিচারীর জন্য রাজমের বিধান নেই, দোররা মারতে বলা হয়েছে। কাজেই তাঁর কাছে বনু কুরাইযার কয়েক ব্যক্তিকে পাঠানো হোক। তারা তাঁর প্রতিবেশী এবং তাঁর সাথে তাদের মৈত্রী চুক্তিও আছে। তারা গিয়ে তাঁর মতামত জেনে আসুক। কাজেই তাঁরা একদল লোককে তাঁর মতামত জেনে আসার জন্য পাঠাল যে, তাঁর কাছে ব্যভিচারীর শাস্তি কী? তিনি যদি দোররা মারতে আদেশ করেন, তবে কবুল করে নিতে আর রাজমের বিধান দিলে প্রত্যাখ্যান করতে বলল। তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা কি আমার ফয়সালা মেনে নেবে? তারা সম্মতি প্রকাশ করল। তখন হযরত জিব্রাইল (আ.) মহান আল্লাহর পক্ষ হতে রাজমের বিধান নিয়ে আসলেন। কিন্তু তারা কথা রক্ষা করল না। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ফাদাকের বাসিন্দা ইবন সুরিয়া তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা সকলে বলল, আজ ভূ-পৃষ্ঠে মূসা (আ.)-এর শরী'আত সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ আর কেউ নেই। তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন এবং অত্যন্ত কঠিন হলফ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাওরাতে এ অপরাধের কী শাস্তি দেওয়া হয়েছে?

বলা বাহুল্য অন্যান্য ইয়াহুদী এ বিধান গোপন করে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়, যার আচ্ছাদন হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা.)-এর মাধ্যমে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। তথাপি তাদের নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ইবন সুরিয়া যে কারণেই হোক স্বীকার করল যে, নিশ্চয়ই তাওরাতে এর দন্ড রাজমই বর্ণিত হয়েছে। তারপর সে সব রহস্য প্রকাশ করে দিল যে, কী ভাবে ইয়াহুদীরা রাজমের বিধান উঠিয়ে দিয়ে তদস্থলে ব্যভিচারীকে কশাঘাত, মুখে কালিলেপন ও তাকে গাধার পিঠে উল্টামুখো করে বসিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করানোর শাস্তি স্থির করে নিয়েছে। মোদাকথা রাসূলুল্লাহ (সা.) উপযুক্ত ব্যভিচারী পুরুষ ও স্ত্রীলোকটির উপর রাজমের শাস্তি জারি করলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! তোমার আইনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল। আজ আমিই প্রথম ব্যক্তি যে সে আইনকে পুনরুজ্জীবিত করল।

১৩১. অর্থাৎ মুনাফিক সম্প্রদায় ও ইয়াহুদী গোত্র বনু কুরাইয়া।

১৩২. 'سَمَاعُونَ' -এর অর্থ অত্যধিক শ্রবণকারী, যে অপরের কথা শোনার জন্য কান পেতে রাখে। অনেক সময় এর দ্বারা গোয়েন্দাগিরিও বোঝান হয়। আবার কখনও অধিক গ্রহণকারীও বোঝান হয়, যেমন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَفِدَهُ' -এর মাঝে শোনা অর্থ গ্রহণ করাই বোঝান হয়েছে। অনুবাদক (র.) এস্থলে প্রথম অর্থ অবলম্বন করেছেন। কিন্তু ইবন জারীর (র.), প্রমুখ বিশেষজ্ঞ এটাকে দ্বিতীয় অর্থে নিয়েছেন। সে হিসেবে 'سَمَاعُونَ' -অর্থ মিথ্যা ও অসত্যকে অত্যধিক গ্রহণ ও মান্যকারী। 'لِقَوْمٍ آخَرِينَ' - অর্থাৎ যারা নিজেরা তোমার কাছে না এসে এদেরকে পাঠিয়েছে সেই দ্বিতীয় দলের কথা এরা খুব বেশী মানে।

১৩৩. অর্থাৎ মহান আল্লাহর বিধানে বিকৃতি সাধন করে অথবা এক জায়গার কথা অন্য জায়গায় লাগিয়ে দেয়।

১৩৪. অর্থাৎ দোহরা মারার আদেশ পেলে গ্রহণ করবে, অন্যথায় করবে না। যেন মহান আল্লাহর শরী'আতকে তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অধীন বানাতে চায়।

১৩৫. মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন জিনিসই অস্তিত্ব লাভ করে না। হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা, কল্যাণ ও অকল্যাণ কোন কিছুই মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া অস্তিত্ব প্রাপ্ত হতে পারে না। এটা এমনই এক মূলনীতি যা অস্বীকার করা স্বীকার করা অপেক্ষা ঢের শক্ত। মনে করুন, এক ব্যক্তি চুরি করতে ইচ্ছা করেছে, কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা সে চুরি না করুক। এখন সে যদি নিজ ইচ্ছা চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে মহান আল্লাহ তার মুকাবিলায় 'নাউযুবিল্লাহ' দুর্বল। পক্ষান্তরে বান্দার ইচ্ছার উপর মহান আল্লাহর ইচ্ছা প্রবল থাকলে দুনিয়ায় কোন মনের অস্তিত্ব না থাকা উচিত। আবার মহান আল্লাহ যদি ভাল ও মন্দ কোনওটিরই ইচ্ছা না

করেন, তবে তাতে মহান আল্লাহর বেকারত্ব, ঔদাসিন্য ও নির্বুদ্ধিতা সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার দোষ ত্রুটি হতে পবিত্র। এসব দিকে চিন্তা করার পর শেষ পর্যন্ত এটাই মানতে হবে যে, কোন জিনিসই তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। বিষয়টি নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কিত আলোচনাও অত্যন্ত দীর্ঘ। এ ধরনের মাসআলাসমূহ সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করে; এ টীকার সাথে সংযোজিত করে দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের রয়েছে।

১৩৬. যাদের অন্তর আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি তারা কারা এবং কেন : প্রথমে ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, যাতে বিশেষভাবে কয়েকটি কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা সর্বদা মিথ্যা ও ভ্রান্তির দিকে আকৃষ্ট হওয়া, সত্যপন্থীদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা, কুটিল চরিত্র ও দুষ্টমতিদের সহযোগিতা করা, হিদায়াতের বাণীকে বিকৃতাকারে পেশ করা এবং নিজের ইচ্ছা ও মর্জির বিরুদ্ধে কোন সত্য কথাকে গ্রহণ না করা। যে জাতির মাঝে এসব চরিত্র পাওয়া যাবে তাকে সেই রুগ্ন ব্যক্তির সাথে তুলনা করতে পারেন, যে না ওষুধ পথ্য ব্যবহার করবে, না ক্ষতিকর দ্রব্যাদি পরিহার করে চলবে। সর্বদা ডাক্তার-চিকিৎসককে ঠাট্টা-উপহাস করাই তার কাজ। কেউ সুপরামর্শ দিলে তাকে গালাগাল গুনতে হবে। ব্যবস্থা পত্র ছিড়ে ফেলা বা তাতে রদবদল করা তার স্বভাব। সেই সঙ্গে তার অংগীকার, সে ওষুধ তার রুচি-মর্জির পরিপন্থী হবে তা কস্মিনকালেও ব্যবহার করবে না। এমতাবস্থায় কোন ডাক্তার বা হেকীম, তা যদি তার পিতাও হয়, যদি চিকিৎসা করা ছেড়ে দিয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, এরূপ রোগীকে তার স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতার পরিণাম ভোগ করতে দেওয়া হোক, তবে কি সেটা চিকিৎসকের নির্দয়তা বা অবহেলা সাব্যস্ত হবে, না কি তাকে খোদ রোগীর আত্মহত্যা মনে করা হবে? এমতাবস্থায় সে রোগী যদি মারা যায় তবে এ বলে চিকিৎসককে অভিযুক্ত করা যাবে না যে, সে চিকিৎসা করে তা সুস্থ করতে চায়নি কেন? বরং রোগীর উপরই অভিযোগ আসবে যে, সে নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংস করেছে এবং চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টায় চিকিৎসককে বাধাগ্রস্ত করেছে। ঠিক এভাবেই এস্থলে ইয়াহুদীদের দুষ্কর্ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতার উল্লেখ পূর্বক যে বলা হল **مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ** (আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান) এবং **أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهَرِ قُلُوبُهُمْ** (এরাই তারা যাদের অন্তর আল্লাহ পাক পবিত্র করতে চাননি) এর অর্থ এটাই যে, তাদের অযোগ্যতা ও অপকার্যের কারণে মহান আল্লাহ তাদের উপর থেকে আপন কৃপা দৃষ্টি তুলে নিয়েছেন। এরপর আর তাদের সুপথে আসার ও পবিত্রতা ধারণ করবার কোন সম্ভাবনাই নেই। **وَلَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ** (কাজেই আপনি তাদের চিন্তায় নিজেকে কষ্ট দিবেন না। ইরশাদ হয়েছে **وَلَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ** (যারা কুফরের দিকে ধাবিত হয় তাদে জন্য দুঃখ করবেন না)। যদি প্রশ্ন করা

(১২) اَسْمَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

৪২. তারা মিথ্যা বলার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করে, তারা প্রচণ্ড হারাম-খোর।
কাজেই তারা তোমার নিকট আসলে তুমি তাদের মাঝে ফয়সালা করে
দাও অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কর। ১৩৭ তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা
কর, তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি
ফয়সালা কর, তবে তাদের মাঝে ফয়সালা কর ইনসাফ সহকারে।
নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন। ১৩৮

হয়, মহান আল্লাহর তো এ ক্ষমতাও আছে যে, তাদের যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম
যবরদস্তিমূলক দমন করে দিয়ে তাদেরকে বাধ্য করে দিতেন, যাতে স্বেচ্ছাচারিতা
করতেই না পারে। তা আমরাও স্বীকার করি মহান আল্লাহর অপার শক্তির সামনে
এটা কোন কঠিন কাজ নয়। ইরশাদ হয়েছে 'لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ' (সূরা
জমীয়া 'তোমার প্রতিপালক চাইলে পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই ঈমান আনত' (সূরা
ইউনুস : ৯৯), কিন্তু দুনিয়ার সামগ্রিক নীতিই রাখা হয়েছে, কাউকে ভাল-মন্দ কোন
কাজে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য করা হবে না। যদি কেবল ভাল কাজে সকলকে বাধ্য করে
দেওয়া হত, তবে বিশ্ব-সৃষ্টির লক্ষ্যই পূর্ণ হত না এবং আল্লাহ তা'আলার বহু গুণ এমন
রয়ে যেত, যা প্রকাশের কোন স্থান পাওয়া যেত না, যেমন ক্ষমা, সহনশীলতা, শান্তি
দান, প্রবল পরাক্রম, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, বিচার দিবসের একচ্ছত্র মালিকানা ইত্যাদি। অথচ
বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ছিল তাঁর সমস্ত গুণাবলীকে প্রকাশ করা। যে কোন ধর্ম বা যে
কোন মানুষ, যে মহান আল্লাহকে স্বাধীন ও নিরংকুশ কর্তা মনে করে, সে শেষতক
বিশ্ব-সৃষ্টির এছাড়া দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য দেখাতে পারবে না। 'لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا' (তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কর্মে কে উত্তম (মূলক)। এর চেয়ে বেশী
আলোচনার সুযোগ এখানে নেই; বরং এতটুকুও আমাদের মূল বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত।

১৩৭. ইবন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা (রা.) প্রমুখ তাফসীরবেত্তা হতে বর্ণিত
আছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য এ ইখতিয়ার ছিল ইসলামের প্রথম দিকে। তারপর
ইসলাম যখন শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন ইরশাদ হয় 'وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا
' শরী'আতের কানুন অনুযায়ী তাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করুন'। পাশ কাটিয়ে
চলা ও উপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

(৬৩) وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝

(৬৪) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ

أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ

اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ اللَّهَ لَا تَشْتَرُوا بِهَا

يَتًى ثَمَنًا قَلِيلًا ۝ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْكَاذِبُونَ ۝

৪৩. আর তারা কী ভাবে তোমাকে বিচারক বানায়, অথচ তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে, যাতে আল্লাহর আইন বিদ্যমান। তারপর তারা তা থেকে পশ্চাদমুখী হয়। তারা কখনই বিশ্বাসী নয়। ১৩৯

৪৪. আমি তাওরাত নাযিল করেছি। তাতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। ১৪০ তদ্বারা আজ্ঞানুবর্তী নবীগণ ইয়াহুদীদের নির্দেশ দান করত, আর নির্দেশ দান করত আল্লাহুওয়ালা ও জ্ঞানীগণ, ১৪১ এ কারণে যে, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তারা তার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল। ১৪২ কাজেই মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর, আর আমার আয়তসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য খরীদ করো না। ১৪৩ আর যে কেউ আল্লাহু যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী বিধান দেবে না সে সব লোকই কাফির। ১৪৪

১৩৮. কুরআন মাজীদ বারংবার এ বিষয়ে জোর দিয়েছে যে, একজন লোক যতই দুষ্ট ও যালিম হোক না কেন, তার ক্ষেত্রেও তোমার ন্যায়ের আচল যেন বে-ইনসারফীর ছিটাফোঁটা দ্বারা কালিমা লিপ্ত না হতে পারে। এটাই একমাত্র নীতি যদ্বারা আসমান-যমীনের শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকতে পারে।

১৩৯. অর্থাৎ আশ্চর্যের বিষয় তারা আপনাকে বিচারক বানায় অথচ যেই তাওরাতকে আসমানী কিতাব বলে বিশ্বাস করে তার ফয়সালায় রাযি হয় না! বাস্তবিকপক্ষে তাদের ঈমান নেই কোনটির উপরই, না পাক কুরআনের উপর, না তাওরাতের উপর। সামনের রুকূতে তাওরাত ও ইনজীলের প্রশংসাপূর্বক সতর্ক করা হয়েছে যে, তা এত উত্তম ও হিদায়াতপূর্ণ কিতাব হওয়া সত্ত্বেও এ অপদার্থরা তার

মূল্যায়ন করেনি। উপরন্তু তারা তাকে এমনভাবেই নষ্ট করে ফেলে যে, আজ আসল কিতাবের কোন হদীসই পাওয়া যায় না। অবশেষে, আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহে সর্বশেষে সেই কিতাব নাযিল করলেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মূল বক্তব্যের সংরক্ষক ও সমর্থক। এর স্থায়ী হিফায়তের দায়িত্ব প্রেরণকারী নিজ যিম্মায় রেখে দিয়েছেন। সকল প্রশংসা তাঁরই।

১৪০. অর্থাৎ মহান আল্লাহর সান্নিধ্য-সন্ধানীদের জন্য পথ-প্রদর্শন ও সংশয়-সন্দেহের অন্ধকারে নিঃপতিতদের জন্য আলোর কাজ দেয়।

১৪১. অর্থাৎ তাওরাতে এমন মহা মূল্যবান কর্মসূচী ও হিদায়াতের আইন ছিল যে, বহু নবী-রাসূল, আওলিয়া ও উলামায়ে কিরাম একাধারে সে অনুসারেই নির্দেশ দান ও বিবাদ নিষ্পত্তি করতে থাকেন।

১৪২. অর্থাৎ তাদেরকে তাওরাত সংরক্ষণের যিম্মাদার বানানো হয়েছিল। কুরআন মাজীদে মত 'إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ' আমিই তার সংরক্ষণকারী-এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। কাজেই, উলামায়ে কিরাম ও পণ্ডিতগণ যতদিন নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, ততদিন তাওরাত সংরক্ষিত ও অনুসৃত ছিল। শেষ পর্যন্ত দুনিয়াদার ধর্ম যাজকদের হাতে তা বিকৃত হয়ে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

১৪৩. অর্থাৎ মানুষের ভয় ও পার্থিব লালসায় আসমানী কিতাবে রদবদল করো না ও তার বিধান ও সংবাদসমূহ গোপন রেখো না। মহান আল্লাহর শাস্তি ও প্রতিশোধকে ভয় কর। তাওরাতের মাহাত্ম ও জনপ্রিয়তা তুলে ধরার পর এ বক্তব্য হয়ত সেই সব ইয়াহুদী ধর্মযাজক ও নেতৃবর্গকে লক্ষ্য করে রাখা হয়েছে, যারা কুরআন নাযিলের সময় বর্তমান ছিল। কেননা, তারা রাজমের বিধান প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তারা নবী করীম (সা.) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ গোপন করত ও তার অর্থের নানা রকম অপব্যাখ্যা করত। মাঝখানে মুসলিম উম্মাহকে নসীহত করা হয়েছে, তোমরা অপরাপর জাতির মত কারও ভয়ে বা অর্থ ও মর্যাদার লোভে পড়ে নিজেদের আসমানী কিতাবকে নষ্ট করো না। কাজেই, মহান আল্লাহর প্রশংসা এ উম্মাত তাদের কিতাবের একটি হরফও লাপাত্তা করেনি। তারা আজ অবধি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর বিকৃতি সাধন ও রদবদলের প্রচেষ্টা হতে তাকে রক্ষা করে এসেছে এবং সর্বদাই করে যাবে। (ইনশা আল্লাহ)।

১৪৪. 'مَا أَنزَلَ اللَّهُ' (আল্লাহ যা নাযিল করেছেন) মুতাবিক বিধান না দেওয়ার অর্থ খুব সম্ভব কিতাবে ঘোষিত নির্দেশের অস্তিত্বই অস্বীকার করে দেওয়া এবং তদনুসারে নিজের ইচ্ছানুসারে অন্য বিধান প্রণয়ন করে নেওয়া। যেমন ইয়াহুদীরা রাজমের বিধান সম্পর্কে করেছিল। তো এরূপ লোকের কাফির হওয়ার মাঝে কী সন্দেহ থাকতে

(৬৫) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۖ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَا
صٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

৪৫. আমি সে কিতাবে তাদের প্রতি এ বিধান দেই যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। ১৪৫ তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে সে গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যাবে। ১৪৬ আর যে কেউ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিধান দেয় না সেইসব লোকই তো যালিম। ১৪৭

পারে? পক্ষান্তরে, এর অর্থ যদি হয় আল্লাহর দেওয়া বিধানের সত্যতা বিশ্বাস করার পর কার্যত তার পরিপন্থী ফয়সালা দান, তা হলে 'কাফির' অর্থ হবে কর্মগত কাফির। অর্থাৎ তার কর্মগত অবস্থা কাফিরদের মত।

১৪৫. কিসাসের এ বিধান ছিল মূসা (আ.)-এর শরী'আতে। উসূল শাস্ত্রের বহু আলেম স্পষ্ট বলেছেন, কুরআন মাজীদ বা নবী করীম (সা.) পূর্ববর্তী শরী'আতসমূহের কোন বিধান বর্ণনা করে থাকলে তা এ উম্মাতের জন্যও অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত হবে। যদি না রাসূলুল্লাহ (সা.) কোথাও তার কোনরূপ নিন্দা বা সংশোধন করে থাকেন। অর্থাৎ বিনা রদ ও প্রত্যাখ্যানে তা শোনানো মূলত গ্রহণ করে নেওয়ারই প্রমাণ বহন করে।

১৪৬. অর্থাৎ আঘাতের বদলা মার্জনা করে দেওয়ার দ্বারা আহত ব্যক্তির পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। বহু হাদীসে একথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। কতক মুফাস্সির এ আয়াতকে আঘাতকারীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অর্থাৎ আহত ব্যক্তি যদি আঘাতকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে তার পাপমোচন হয়ে যাবে। তবে প্রথম ব্যাখ্যাই বেশী গ্রহণযোগ্য।

১৪৭. কিসাসের মাঝে সমতার বিধান ৪ ইয়াহুদীরা কিসাসের বিধানও ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মনগড়া আইন চালু করে নিয়েছিল। বনু কুরাইয়াও বনু নাযীর দু'টি ইয়াহুদী গোত্র। বনু নাযীর ছিল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। তারা বনু কুরাইয়ার কাছ থেকে পূর্ণ দিয়াত উসূল করে নিত। আবার যখন তাদের দিয়াত দেওয়ার প্রশ্ন আসত, তখন অর্ধেক দিয়াত দিয়েই ক্ষান্ত হত। বনু কুরাইয়া নিজেদের দুর্বলতার কারণে এ তাকসীরে উসমনি-৬৮

(৫৬) وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۖ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

৪৬. আর আমি তাদের পরবর্তীকালে তাদের পদচিহ্ন ধরে ইসা ইবন মারইয়ামকে^{১৪৮} পাঠাই তার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থকরূপে। আর আমি তাকে দান করি হিদায়াত ও আলো সম্বলিত ইন্জীল, যা ছিল তার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থক এবং পথ-প্রদর্শক ও মুত্তাকীগণের জন্য উপদেশ।^{১৪৯}

আইন মেনে নিয়েছিল। এভাবে একবার বনু কুরাইযার হাতে বনু নাযীর গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তির প্রাণনাশ ঘটে। তারা পূর্ব নিয়ম অনুযায়ী তাদের কাছে পূর্ণ দিয়াত তলব করল। বনু কুরাইযা জবাব দিল, সে কাল গত হয়েছে। তোমাদের শক্তিমত্তার কারণে একদিন আমরা এ বৈষম্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন মদীনায় মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন ঘটেছে। এখন সর্বত্র তার জয়-জয়কার। তোমাদের থেকে যে দিয়াত আমরা পাই, তার দ্বিগুন তোমাদেরকে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ তারা বোঝাতে চেয়েছিল, মুহাম্মাদ (সা.)-এর বর্তমানে কোন শক্তিমান দুর্বলকে পিষে মারবে বা দাবিয়ে রাখবে এটা অসম্ভব। কারণ, সকলের বিশ্বাস ছিল, তিনি শক্তিমান ও দুর্বল-উভয়ের প্রতি সমান ইনসাফ করেন এবং সবলের যুল্মের বিরুদ্ধে দুর্বলের সহযোগিতা করেন। শেষতক এ মামলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদালতে উত্থাপিত হয়। ন্যায় ও ইনসাফের এ পতাকা রক্ষক সম্পর্কে বনু কুরাইযা যে ধারণা প্রকাশ করেছিল তা যথার্থ প্রমাণিত হল। কিসাসের বিধানের পর 'وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ' আয়াতে এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাজমের মত কিসাসকে যেহেতু তারা শরী'আতের বিধান বলে সরাসরি অস্বীকার করেনি, বরং নিজেদেরকে পরামর্শক্রমে শরী'আতের পরিপন্থী একটা আইন চালু করে নিয়েছিল, তাই তাদের এ ন্যায়-নীতির বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসগত হয়নি; বরং কেবল কর্মগত পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল। এর ন্য এ স্থলে 'كَافِرُونَ' -এর স্থলে 'ظَالِمُونَ' বলা হয়েছে। অর্থাৎ সবলের কাছ থেকে কম এবং দুর্বলের কাছ থেকে বেশী দিয়ত গ্রহণ সুস্পষ্ট যুল্ম।

১৪৮. অর্থাৎ তাদের পদাঙ্কও অনুসরণ করত।

১৪৯. অর্থাৎ হযরত ইসা (আ.) খোদ নিজের মুখেও তাওরাতের তাসদীক করতেন এবং তাঁকে দেওয়া কিতাব ইন্জীলও তাওরাতের সমর্থন করতেন। হিদায়াত ও আলো হিসেবে ইন্জীলের ধরণ-ধারণ তাওরাতেরই অনুরূপ। বিধানের দিক থেকে

(৬৭) وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

(৬৮) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

৪৭. ইনজীল অবলম্বনকারীরা যেন আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী বিধান দান করে। আর যে কেউ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিধান দেয় না সেইসব লোকই অবাধ্য। ১৫০
৪৮. আমি তোমার নিকট পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও তার বিষয়বস্তুর সাক্ষীরূপে সত্য কিতাব নাযিল করেছি। ১৫১ কাজেই আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী তুমি তাদের মাঝে ফয়সালা কর। ১৫২ এবং তোমার নিকট যে সরল পথ এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না। ১৫৩ তোমাদের প্রত্যেককে আমি এক বিধান ও পথ দিয়েছি। ১৫৪ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে একই দীনের অনুসারী করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে দেওয়া নিজ বিধান দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। ১৫৫ কাজেই, তোমরা কল্যাণ লাভে প্রতিযোগিতা কর। ১৫৬ আল্লাহরই নিকট তোমাদের সকলকে পৌঁছতে হবে। অনন্তর যে বিষয়ে তোমাদের মতভেদ ছিল তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন। ১৫৭

এর ... لَأَحَلُّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ... উভয়ের মধ্যে সামান্যই পার্থক্য ছিল। যেমন তাওরাতের তাসদীক করার পরিপন্থী নয়। মাঝে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ পার্থক্য তাওরাতের তাসদীক করার পরিপন্থী নয়। যেমন আজ আমরা কুরআনকে বিশ্বাস ও কেবল তারই বিধানকে স্বীকার করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত আসমানী কিতাব সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করি যে তা সব মহান আল্লাহরই পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

১৫০. ইনজীল নাযিল হওয়ার সময় যে সব খৃষ্টান বর্তমান ছিল হয়ত তাদেরকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা এস্থলে বর্ণিত হয়েছে। অথবা কুরআন নাযিলের সময় যে সকল খৃষ্টান উপস্থিত ছিল, তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ইনজীলে যা কিছু নাযিল করেছেন, অবিকল সে অনুযায়ীই যেন তারা বিধান দেয়। অর্থাৎ আখেরী যমানার নবী ও পবিত্র ফারকালীত সম্পর্কে ইনজীলে হযরত মাসীহ (আ.)-এর ভাষায় যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা যেন গোপন করার বা তার অবান্তর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা না করে। সেই মহান দিশারী ও শ্রেষ্ঠ সংস্কারক সম্পর্কে মাসীহ (আ.) বলে গেছেন, 'সে আত্মা এসে তোমাদেরকে সত্যতার সমস্ত পথ জানিয়ে দেবেন' তাঁরই অস্বীকৃতিতে বন্ধপরিহার হয়ে নিজের স্থায়ী ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া আল্লাহ তা'আলার চরম অবাধ্যতা ছাড়া আর কী হতে পারে? তা পবিত্র মাসীহ (আ.) ও তাঁর প্রতিপালকের আনুগত্য করার কী এটাই অর্থ?

১৫১. **মেহিম** -এর একাধিক অর্থ বর্ণিত হয়েছে, যথা বিশ্বস্ত, বিজয়ী, ফয়সালাদাতা, রক্ষক ও সাক্ষী। এর প্রতিটি অর্থ হিসেবে কুরআন করীমে যে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের 'মুহাইমিন' তা সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলার যে আমানত তাওরাত, ইনজীল প্রভৃতি গ্রন্থে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, তা আরও অতিরিক্ত বিষয়ের সাথে কুরআন মাজীদে সংরক্ষিত আছে, যাতে কোন প্রকার খেয়ানত ঘটেনি। কিছু কিছু শাখাগত বিষয় সেই কাল বা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, সেগুলোকে কুরআন রহিত করে দিয়েছে। তার যে সব বিষয়বস্তু অপূর্ণ ছিল কুরআন তার পূর্ণতা বিধান করেছে এবং যে অংশ সে সময়ের দৃষ্টিতে গুরুত্বহীন ছিল তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে।

১৫২. শানে নুযূল : ইয়াহুদীদের মধ্যে নিজেদের ক্ষণিক দ্বন্ধের সৃষ্টি হয়েছিল। এক দিকে ছিল তাদের বড় বড় পণ্ডিত ও নেতৃবর্গ। তারা রাসূলে করীম (সা.)-এর দরবারে এসে বিবাদ-নিষ্পত্তির আবেদন জানাল। তারা এও বলল যে, আপনি জানেন ইয়াহুদী জাতির অধিকাংশ আমাদের অধীন ও অনুগত। আপনি আমাদের পক্ষে ফয়সালা দিলে আমরা মুসলিম হয়ে যাব এবং তার ফলশ্রুতিতে গোটা ইয়াহুদী জাতি ইসলাম গ্রহণ করে নেবে। মহানবী (সা.) এই উৎকোচমূলক ইসলাম গ্রহণ কবুল করলেন না। তিনি তাদের খেয়াল-খুশী মেনে নিতে সাফ অস্বীকৃতি জানানলেন। তাঁরই পেক্ষাপটে এ আয়াত নাযিল হয় (ইব্ন কাসীর)।

১৫৩. পূর্ববর্তী টীকায় আমরা এ আয়াতের যে শানে নুযূল লিখেছি, তদ্বারা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, প্রিয় নবী (সা.) তাদের খেয়াল খুশী মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার আগে নয়, বরং পরেই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। কাজেই, বলতে হবে এ আয়াত তাঁর স্থিতিশীলতার সমর্থন ও ভবিষ্যতেও নিষ্পাপের মর্যাদায় স্থিরপদ

থাকতে অনুপ্রাণিত করার জন্য নাযিল হয়েছে। যারা এ প্রকার আয়াতকে নবী করীম (সা.)-এর নিষ্পাপগুণের বিরুদ্ধে মনে করে, তারা নিতান্তই ত্রুটিপূর্ণ উপলব্ধির অধিকারী। এক তো, কাউকে কোন কাজে নিষেধ করলে সেটা এ কথার প্রমাণ বহন করে না যে, সে ব্যক্তি উক্ত কাজ করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়, আশ্বিয়ায়ে কিরাম যে নিষ্পাপ তার অর্থ মহান আল্লাহুর অবাধ্যতা তাঁদের দ্বারা ঘটতেই পারে না। অর্থাৎ কোন কাজ সম্পর্কে একথা জানার পর যে, সে কাজ মহান আল্লাহুর পসন্দ নয়, তাঁরা কখনই তাতে লিপ্ত হতে পারেন না। কখনও ভুলে বা ইজাতিহাদ ও রায় নির্ধারণগত ত্রুটিবসে উত্তমের স্থলে অধম গ্রহণ করলে বা অপ্রিয়কে প্রিয় জেনে করে ফেললে, সেটা নিষ্পাপের পরিপন্থী নয়। পরিভাষায় এর নাম 'যাল্লাৎ' অর্থাৎ ফসকে যাওয়া। যেমন হযরত আদম (আ.) ও অপরাপর কতক নবীর ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়। এ রহস্য উপলব্ধি করতে পারলে **وَلَا تَتَّبِعْ أَفْهَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ** (সূরা মায়িদাহ্ : ৪৮), **وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يُفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ** (সূরা মায়িদাহ্ : ৪৯) প্রভৃতি আয়াত সমূহের মর্ম উপলব্ধি করতে কোনরূপ জটিলতা থাকবে না। কেননা, এসব আয়াতে কেবল এ বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে যে, আপনি ওইসব অভিশপ্তদের বাক চাতুর্যে প্রভাবিত হবেন না এবং এমন কোন রায় গ্রহণ করবেন না যদ্বারা অনিচ্ছাজনিতভাবে হলেও তাদের খেয়াল খুশীর দৃশ্যতা অনুবর্তন হয়ে যায়। উদাহরণত আলোচ্য আয়াত যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, ইয়াহুদীরা কী-রূপ প্রতারণামূলক একটা প্রস্তাব মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে পেশ করেছিল যে, তাদের মত অনুযায়ী রায় প্রদান করলে সমস্ত ইয়াহুদী মুসলিম হয়ে যাবে। তারা জানত, তাঁর কাছে ইহজগতে ইসলামের চেয়ে বেশি আর কোন জিনিস নেই। এরূপ ক্ষেত্রে পর্বত প্রমাণ স্থিরপদ ব্যক্তির পক্ষেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেওয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, তাদের তুচ্ছ একটা ইচ্ছা পূরণ করলে যখন এত বড় দীনী স্বার্থসিদ্ধি হয়, তখন দোষ কী? এরূপ বিপজ্জনক ও পিচ্ছিল স্থানে রাসূলে করীম (সা.)-কে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, দেখুন ভুলেও যেন এমন কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে বসেন, যা আপনার সমুচ্চ মর্যাদার পরিপন্থী। মহানবী (সা.)-এর অসাধারণ তাকওয়া ও অভাবিত বিচক্ষণতা তো আয়াত নাযিলের আগেই তাদের ছল-চাতুরী প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু ধরে নিন যদি এরূপ নাও হত, তথাপি আয়াতের বক্তব্য বিষয়, যা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, মহানবী (সা.)-এর নিষ্পাপ গুণের পরিপন্থী ছিল না।

১৫৪. আসমানী শরীআতের পার্থক্য উম্মাতের গ্রহণ ও অনুসরণের বিচারে হয়ে থাকে : আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জাতিকে তাদের অবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী পৃথক পৃথক আইন ও কর্মসূচী দিয়েছেন। যেই সব মূলনীতিও সামগ্রিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের উপর স্থায়ী মুক্তি নির্ভর করে সে ক্ষেত্রে যদিও সকল নবী-রাসূল ও আসমানী ধর্ম এক

(৬৭) وَأَنَّ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْ
هُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِ
يْدُ اللَّهُ أَنْ يَصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
لَفَاسِقُونَ ۝

৪৯. আর আদেশ করলেন যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, যে অনুযায়ী
তাদের মাঝে বিধান দাও। তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না
এবং তাদের থেকে সতর্ক থাক, যাতে তোমাকে এমন কোন বিধান
থেকে বিচ্যুত করে না বসে যা আল্লাহ্ তোমার উপর নাযিল
করেছেন।^{১৫৮} তারপর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্
তো তাদেরকে তাদের কতক পাপের শাস্তি দিতেই চান^{১৫৯} আর
মানুষের মধ্যে অনেকেই অবাধ্য।^{১৬০}

ও অভিন্ন এবং একে অন্যের সমর্থক, তথাপি শাখাগত বিষয়ে প্রত্যেক জাতিকে তার
পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বিশেষ যোগ্যতার বিচারে স্বতন্ত্র বিধান ও দিক নির্দেশনা দেওয়া
হয়েছে। এ আয়াতে সেই শাখাগত পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত। সহীহ বুখারীর একটি
হাদীসে সমস্ত নবীকে বৈমাত্রের ভাই বলা হয়েছে। তারই মর্ম এটাই যে, সকলের
মৌলিক বিষয়গুলি অভিন্ন, কিন্তু শাখাগত বিষয়ে পার্থক্য আছে। সন্তানের জন্মদানে
পিতা কর্তা ও সঞ্চারক এবং মা গ্রাহিকা ও সঞ্চারণস্থল হয়ে থাকে। এর দ্বারা অত্যন্ত
সূক্ষ্ম ইঙ্গিত হয়ে গেল যে, আসমানী শরী'আত সমূহের পার্থক্য উম্মাত সমূহের গ্রহণ
ও অনুসরণের যোগ্যতা বিচারে হয়ে থাকে, এর দ্বারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ইঙ্গিত হয়ে গেল
যে, আসমানী শরী'আত সমূহের পার্থক্য উম্মাত সমূহের গ্রহণ ও অনুসরণের যোগ্যতা
বিচারে হয়ে থাকে, নচেৎ তার উৎসস্থলে কোন ব্যবধান ও পার্থক্য নেই। সকল
শরী'আত ও আসমানী ধর্মগুলোর উৎসস্থল একই মহান আল্লাহর সত্তা ও তাঁর অনাদি
জ্ঞান।

১৫৫. তোমাদের মধ্যে কে মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব, সর্বব্যাপী জ্ঞান ও
অপার কর্মকৌশলে প্রত্যয়ী হয়ে প্রতিটি নতুন বিধানকে সত্য ও সঠিক জেনে স্বেচ্ছায়
কবুল করে নেয় এবং একজন বাধ্য গোলামের ন্যায় প্রতিটি নতুন আদেশের সম্মুখে
মাথা নোয়াতে প্রস্তুত থাকে।

১৫৬. অর্থাৎ শরী'আত সমূহের পারস্পরিক পার্থক্য দেখে অযথা প্রশ্ন ও কূটিল
তর্কে লিপ্ত হয়ে সময় নষ্ট করো না। মহান আল্লাহর সান্নিধ্য সন্ধানীদের উচিত কাজের
মাঝে নিজ পারঙ্গমতা প্রদর্শন করা এবং আসমানী শরী'আত যে সব আকীদা-বিশ্বাস
নৈতিকতা ও কর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছে তার জন্য তৎপর থাকা।

(৫০) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ

يُوقِنُونَ ۝

(৫১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

৫০. তবে তারা কি কুফর অবস্থার বিধান কামনা করে? বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য আল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে? ১৬১

৫১. হে মু'মিনগণ! ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু বানিও না। ১৬২ তারা নিজেরা একে অন্যের বন্ধু। ১৬৩ তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। ১৬৪ আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। ১৬৫

১৫৭. কাজেই পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রেখে পূণ্য ও কল্যাণ লাভে সচেষ্ট থাক। মতভেদ সমূহের রহস্য সেখানেই উন্মোচিত হবে।

১৫৮. দুনিয়ার মানুষ যতই সমালোচনা করুক নিজেদের কলহ বিবাদে মহান আল্লাহ্র দেওয়া বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করুন। কে কী বলে তার পরোয়া করবেন না।

১৫৯. পূর্ণ শাস্তি তো কিয়ামতেই পাবে, সামান্য কিছু শাস্তি ইহজগতেও দেওয়া হবে, যাতে অপরাধী নিজেরা সতর্ক হয়ে যায়।

১৬০. অর্থাৎ তাদের আপত্তি ও উপেক্ষার কারণে আপনি বেশি দুঃখিত হবেন না। وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ ۚ সব সময়েই দুনিয়ার অনুগতদের সংখ্যাই কম থাকে। (সূরা ইউসুফ ১০৩) আপনি যতই চাননা কেন অধিকাংশ লোক মু'মিন হওয়ার নয়। (সূরা ইউসুফ ১০৩)।

১৬১. অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহ্র বাদশাহী, অপার করুণা ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বাস রাখে, তাঁদের নিকট দুনিয়ায় আল্লাহ্র আদেশের বিপরীতে আর কারও আদেশ ভুল্লেপযোগ্য নয়। তথাপি কি এরা মহান আল্লাহ্র বিধানাবলীর জ্যোতি এসে যাওয়ার পরও কল্পনা, কু-প্রবৃত্তি ও কুফরের অন্ধকার অভিমুখী হওয়াই পসন্দ করে?

১৬২. 'আউলিয়া' শব্দের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য ৪ 'اولياء' - শব্দটি 'ولى' -র বহুবচন, যার অর্থ বন্ধু, আত্মীয়, সাহায্যকারী ইত্যাদি। ইয়াহুদী ও নাসারা, বরং সূরা নিসার বর্ণনা অনুযায়ী কোন কাফিরের সাথেই মুসলিমগণ বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করবেন না। এ স্থলে লক্ষণীয় যে, বন্ধুত্ব, ভদ্রতা, সদ্যবহার, সন্ধি, ন্যায় ও ইনসাক ইত্যাদি সব আলাদা আলাদা বিষয়। মুসলিমগণ ভাল মনে করলে বৈধ পন্থায় যে কোন কাফিরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। ইরশাদ হয়েছে **وَأَنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ** তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে ও আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবেন' (সূরা আনফাল : ৬১)। ন্যায় ও ইনসাকের নির্দেশ মু'মিন কাফির প্রতিটি মানুষের সাথেই সমান, যেমন পূর্বের আয়াতসমূহ দ্বারা জানা গেছে। ভদ্রতা, সদাচরণ বা সমাদর ইত্যাদি কেবল মুসলিমগণের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রকাশ করে না, এমন কাফিরদের সাথেই প্রযোজ্য। যেমন সূরা মুমতাহানায় স্পষ্ট আছে। বাকি 'مَوَالِئ' - অর্থাৎ বন্ধুত্বসুলভ নির্ভরতাও ভ্রাতৃত্বমূলক সাহায্য-সহযোগিতা জাতীয় সম্পর্ক কোন কাফিরের সাথে হতে পারে না। তাদের সাথে এটা করার অধিকার কোন মুসলিমের নেই, তবে বাহ্যিক ধরণ-ধারণে বন্ধুত্ব মনে হয়, এরূপ সম্পর্ক যা **الْأَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةٌ** -এর অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলাম ও মুসলিমগণের সামগ্রিক অবস্থার উপর কোন প্রভাব ফেলে না, এরূপ সাধারণ সাহায্য সহযোগিতার অনুমতি আছে। খুলাফায়ে রাশেদীনের কারও কারও পক্ষ হতে এ ক্ষেত্রে যে অসাধারণ কড়াকড়ির কথা বর্ণিত আছে, তাকে ক্ষতির চোরাপথ বন্ধকরণ ও অধিক সতর্কামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

১৬৩. অর্থাৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়িকতা ও আভ্যন্তরীণ হিংসা-বিদ্বেষ সত্ত্বেও তারা এক অপরের সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক রাখে। ইয়াহুদী ইয়াহুদীর এবং খৃষ্টান খৃষ্টানের মিত্র। মুসলিম জাতিকে মুকাবিলায় সমস্ত কাফির একে অপরের মিত্র ও সহযোগী। **الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ** সব কাফির একই জাতি।

১৬৪. ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার যৌক্তিকতা : এ আয়াতগুলো মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইয়াহুদীদের সাথে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। তার ধারণা ছিল মুসলিমগণের কোন বিপর্যয় ঘটলে ও রাসূলে কারীম (সা.)-এর দল পরাস্ত হলে তখন ইয়াহুদীদের সাথে এ বন্ধুত্ব কাজে আসবে। সামনের আয়াতে এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বস্তুত ইয়াহুদীদের সাথে মুনাফিকদের বন্ধুত্বের মূল কারণ ছিল এই যে, ইয়াহুদীরা মুসলিম জাতির প্রতিপক্ষ ও ইসলাম ধর্মের নিকৃষ্টতম দূশমন ছিল। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি ইয়াহুদী-নাসারা বা অন্য কোন কাফির সম্প্রদায়ের সাথে এই হেতু বন্ধুত্ব স্থাপন করে যে, তারা ইসলামের শত্রু, তার কুফরের মাঝে কী সন্দেহ থাকতে পারে? মুনাফিকদের

(৫২) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۖ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نُذَمِينَ ۝

৫২. কাজেই, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তুমি দেখবে, তারা দ্রুত তাদের সাথে গিয়ে মেলে। তারা বলে, আমাদের ভয় হয় কালচক্র আমাদের আক্রান্ত করে না বসে। ১৬৬ কাজেই, শীঘ্রই আল্লাহ্ হয়ত জয়, কিংবা নিজের পক্ষ হতে কোন আদেশ প্রকাশ করবেন, ফলে তারা নিজেদের মনের গোপন কথার জন্য অনুতাপ করতে থাকবে। ১৬৭

মধ্যে আরও কিছু লোক ছিল যারা উহদের যুদ্ধে রণ-পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখে বলতে শুরু করেছিল, এবার আমরা অমুক ইয়াহুদী বা অমুক খৃষ্টানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করব এবং প্রয়োজন দেখা দিলে তাদেরই ধর্ম গ্রহণ করে নেব। এসব সুযোগ সন্ধানী লোকদের সম্পর্কেও 'وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ'-এর বাহ্য অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রযোজ্য। বাকি যে সকল মুসলিম এ ধরনের অভিপ্রায় মুক্ত হয়ে ইয়াহুদী-নাসারার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে, তাদের ব্যাপারেও যেহেতু সম্ভাবনা ছিল যে কাফিরদের সাথে অতিরিক্ত মেলামেশার দ্বারা পর্যায়ক্রমের তাদেরই ধর্মাবলম্বী হয়ে যাবে কিংবা অন্ততপক্ষে কুফরী নিদর্শনাদি ও শিরকী রুসম-রেওয়াজের ব্যাপারে শিথিল মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়বে, তাই তাদের উপরও 'فَاِنَّهُ مِنْهُمْ'-এর বক্তব্য প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন হাদীসে-এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলা হয়েছে- الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 'যে যাকে ভালবাসে, সে তারই সঙ্গে।'

১৬৫. অর্থাৎ যে সব লোক ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিজের উপর এবং অপরাপর মুসলিমগণের উপর যুলুম করে এবং মুসলিম জাতির পরাজয় ও পরাধীনতার জন্য অপেক্ষমান থাকে, এরূপ হতভাগা, বিদেষপ্রবণ ও প্রতারক সম্প্রদায় যে কোন দিন হিদায়াতের পথে আসবে, সে আশা করা যায় না।

১৬৬. এরা সেই সব লোক যাদের অন্তরে সন্দেহ ও মুনাফিকীর ব্যাধি শিকড় গেড়ে বসেছে, না আছে যাদের মহান আল্লাহর ওয়াদার প্রতি কোন আস্থা এবং না মুসলিমগণের সত্যতায় বিন্দুমাত্র বিশ্বাস। এ জন্যই তারা দৌড়ে গিয়ে কাফিরদের কোলে আশ্রয় নিতে চায়, যাতে তাদের স্বাপ্নিক বিজয়কালে জয়ের ফলাফল ভোগ করতে পারে এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী যে বিপদাপদ ও কালচক্রে মুসলিমগণ তَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ছিল তা থেকে নিজেরা নিরাপদ থাকতে পারে। তাদের অন্তরে تَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ-এর এই অর্থই লুকায়িত ছিল। কিন্তু, এই تَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ

(৫৩) اَوَيَقُولُ الَّذِينَ اٰمَنُوْا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اٰقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۭ حَبِطَتْ اَعْيَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

(৫৪) يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہٗ ۭ اِذْلٰٓئِةٌ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٌ عَلٰی الْكٰفِرِيْنَ ذِيْجَاہِدُوْنَ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَاۤ اِیْمٍ ۭ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

৫৩. আর মুসলিমগণ বলে, এরাই কি সেই লোক, যারা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করত যে, আমরা তোমাদেরই সঙ্গে। তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেল। অনন্তর তারা রয়ে গেল ক্ষতিগ্রস্ত।

৫৪. হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ নিজ দীন হতে ফিরে গেলে, তা আল্লাহ্ পাক শীঘ্রই এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটাবেন যাদের আল্লাহ্ পাক শীঘ্রই এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটাবেন যাদের তিনি ভালবাসেন এবং তারাও তাকে ভালবাসে, যারা মুসলিমগণের প্রতি কোমল প্রাণ এবং কাফিরদের প্রতি অতি কঠোর। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং কারও কোন নিন্দার ভয় করে না। ১৬৮ এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। ১৬৯

কথাটিই যখন নবী করীম (সা.)-ও নিষ্ঠাবান মুসলিমগণের সম্মুখে তারা ইয়াহুদীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার কারণরূপে ব্যক্ত করত, তখন তারা কালচক্রের এ অর্থ করত যে, ইয়াহুদীরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমরা তাদের থেকে ঋণ নেই। কখনও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কোন বিপদ দেখা দিলে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে তারা আমাদের কাজে আসবে। সামনে এসব ধারণারই জবাব দেওয়া হয়েছে।

১৬৭. মুনাফিকদের নিষ্ফল বন্ধুত্ব : সে দিন নিকটেই, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে (সা.) তাঁর মীমাংসাকারী বিজয় দান করবেন এবং সমগ্র আরবের স্বীকৃত কেন্দ্র মক্কা শরীফেও তাঁকে বিজয়ীরূপে প্রবেশ করাবেন, কিংবা এ ছাড়া তিনি নিজ কুদরত ও প্রজ্ঞা দ্বারা অন্য কোন বিষয় প্রকাশ করবেন, যা দেখে এই মুনাফিকদের যাবতীয় ভ্রান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটবে এবং তারা উপলব্ধি করতে পারবে, ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে তার পরিণতি ইহলোকে লাঞ্ছনা এবং পরকালে মর্মভুদ শাস্তি ছাড়া আর কিছুই হয় না। লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের এই পরিণাম ফল যখন

তাদের সামনে আসবে, তখন আফসোস ও মনস্তাপই হবে সার, তা ছাড়া উপকার লাভ হবে না কিছুই। 'الآن قد ندمت وما ينفع الندم' এক্ষণে অনুতপ্ত হয়েছে, এ অনুতাপ কী কাজে আসবে! কাজেই, তাই হয়েছিল, ইসলামের দিগ্বিজয় ও মক্কা শরীফ ইত্যাদির বিজয়াভিযান দেখে ইসলামের তাবত শত্রু হিম্মত হারিয়ে ফেলে। বহু ইয়াহুদীর মুন্ডুপাত করা হয়। অনেককে নির্বাসিত করা হয়, এভাবে মুনাফিকদের সব আশা-আকাংখা মুসলিমগণের সাফল্য-বানে ভেসে যায়। তারা মুসলিমগণের কাছে সুস্পষ্টভাবে মিথ্যুক প্রমাণিত হয়। ইয়াহুদীদের বন্ধুত্ব নিষ্ফল সাব্যস্ত হয়। পার্থিব ক্ষতি ও আখিরাতের স্থায়ী দুর্ভোগের বেড়ি গলায় পরে নেয়। সামনের আয়াতে এ বিষয়ই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

১৬৮. ইসলামের স্থায়িত্ব ও হিফায়ত সম্পর্কে অভাবণীয় ভবিষ্যদ্বাণী : পূর্বের আয়াতগুলোতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছিল। অসম্ভব নয় কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের পরিণামে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করে বসত, যেমন وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ নেহায়েত দৃঢ়তা ও দ্ব্যর্থহীনতার সাথে জানিয়ে দিয়েছে, ইসলাম থেকে ফিরে গিয়ে এসব লোক নিজেদের ক্ষতি করবে, ইসলামের কিছু ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা ধর্মত্যাগীদের পরিবর্তে বা তাদের মুকাবিলায় এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটাবেন, যাঁদের অন্তরে থাকবে মহান আল্লাহর প্রেম আর মহান আল্লাহ ও তাঁদের ভালবাসবেন। তাঁরা মুসলিমগণের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল ও শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর ও অনমনীয় হবে। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণী ও সাহায্যক্রমে প্রতি যুগেই এ ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হয়ে আসছে। ধর্মদ্রোহিতার সব চেয়ে ভয়াবহ ফিতনা দেখা দিয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত কালে। কয়েক রকমের মুরতাদ ইসলামের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর ঈমানী হিম্মত, অসাধারণ দূরদর্শিতা এবং নিষ্ঠাবান মুসলিমগণের আত্মত্যাগী ও প্রেমিকসুলভ খেদমত সে আগুনকে নিভিয়ে দেন এবং সমগ্র আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে নতুনভাবে ঈমান ও ইখলাসের পথে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। আজও আমরা দেখতে পাই, যখনই কিছু সংখ্যক মূর্থ ও স্বার্থান্বেষী লোক ইসলামের গন্ডি থেকে বের হতে শুরু করে, তখন তাদের চেয়ে বেশি সংখ্যক এবং তাদের তুলনায় শিক্ষিত অমুসলিমকে ইসলাম তার মজাগত আকর্ষণী শক্তি দ্বারা নিজের দিকে টেনে আনে। আর মুরতাদদের মুন্ডুপাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন একদল বিশ্বস্ত ও ত্যাগী মুসলিমকে দাঁড় করিয়ে দেন, যারা মহান আল্লাহর পথে কারও তিরস্কার ও গালমন্দের বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না।

(৫৫) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝

(৫৬) أَوْ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝

৫৫. তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ, যারা সালাতে প্রতিষ্ঠিত, যাকাত দেয় এবং তারা বিণয়াবনত।^{১৭০}

৫৬. কেউ আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, তা আল্লাহর দলই তো সকলের উপর বিজয়ী থাকে।^{১৭১}

১৬৯. মানুষের সবচে বড় সৌভাগ্য এবং তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার এক শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ তো এটাই যে, ফিৎনা-ফাসাদের সময় সে নিজে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং অন্যকে ধ্বংস হতে রক্ষা করার ফিকির করবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে বান্দাকে ইচ্ছা এই মহা সৌভাগ্য ও শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ থেকে একটি হিসসা দান করেন। তাঁর অনুগ্রহ অসীম। তিনিই ভাল জানেন, কোন্ বান্দা তা লাভের যোগ্য।

১৭০. পূর্বের আয়াতসমূহে ইয়াহুদ-নাসারার সাথে বন্ধুত্ব করতে মুসলিমগণকে নিষেধ করা হয়েছিল। সে হুকুম শোনামাত্রই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, তা হলে মুসলিমগণের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও হৃদয়তাপূর্ণ আচার-আচরণ কাদের সঙ্গে হবে? এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রকৃত বন্ধু মহান আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা.) এবং নিষ্ঠাবান মু'মিনগণ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

১৭১. মুসলিমের সংখ্যালঘুতা ও বাহ্য সম্বলহীনতার প্রতি দৃষ্টি দিও না। কাফিরদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং মু'মিনগণের স্বল্পতা দৃষ্টে দুর্বলমনা, অথচ প্রকাশ্যে মুসলিম, এরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষে সংশয়-দোলায় টলায়মান হয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে মুষ্টিমেয় মুসলিমের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার দ্বারা জয়লাভ তো দূরের কথা কাফিরদের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা তো অসম্ভব ব্যাপার। এদের সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে, মুসলিমের সংখ্যালঘুতা ও বাহ্য সম্বলহীনতার প্রতি দৃষ্টি দিও না। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল ও খাঁটি মু'মিনগণ যে দিকে থাকবে সে পাল্লাই সর্বদা ভারী থাকবে। এ আয়াত বিশেষভাবে হযরত উবাদা ইব্নুস সামিত (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে অবতীর্ণ। বনু কায়নুকা নামক ইয়াহুদী গোত্রের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তিনি মহান আল্লাহ ও রাসূলের বন্ধুত্ব এবং মু'মিনগণের সখ্যতার সম্মুখে সে সম্পর্ক চিরতরে খতম করে ফেলেছিলেন।

(৫৭) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُ
وًا وَ لَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
(৫৮) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَ لَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَعْقِلُونَ ۝

৫৭. হে মু'মিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে হাঁসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তু সাব্যস্ত করে, তাদেরকে এবং কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।^{১৭২} এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।^{১৭৩}

৫৮. তোমরা যখন সালাতের জন্য ডাক তখন তারা তাকে হাঁসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তু সাব্যস্ত করে। এটা হেতু যে, তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।^{১৭৪}

১৭২. এখানে কাফির দ্বারা মুশরিকদের বোঝানো হয়েছে, যেমন عطف দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৭৩. ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকরা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করত : পূর্বের আয়াতগুলোতে মুসলিমগণকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এক বিশেষ বাক্ ভংগীতে সে নিষেধাজ্ঞাকেই জোরদার করা হয়েছে এবং সে বন্ধুত্বের প্রতি ঘৃণা জন্মানোর চেষ্টা করা হয়েছে। একজন মুসলিমের দৃষ্টিতে তার নিজ দীন অপেক্ষা সম্মানী ও মূল্যবান আর কিছু হতে পারে না। তাই তাকে বলা হয়েছে, ইয়াহুদী-নাসারা ও মুশরিকরা তোমাদের দীন নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে। তাদের মধ্যে যারা চুপ চাপ তারাও এসব অপকার্য দেখে নিন্দা প্রকাশ করে না; বরং, তাদের মধ্যে যারা খুশী হয়। কাফিরদের এ সব বালখিল্য সূলভ ও ন্যাকারজনক তৎপরতার কথা জেনেও কোন একজন মুসলিম, যার অন্তরে বিন্দুমাত্র আল্লাহ্ ভীতি ও নামমাত্র ঈমানী চেতনা আছে, তাদের সাথে এক মূহুর্তের জন্যও বন্ধুত্ব স্থাপন করতেও বন্ধুত্বসূলভ আচার-আচরণ বজায় রাখতে প্রস্তুত থাকতে পারে কি? তাদের কুফর ও হঠকারিতা এবং ইসলাম বিদ্বেষের বিষয়টি যদি বাদও রাখা যায়, তবুও সরল-সঠিক দীনের সাথে তাদের ঠাট্টা-উপহাস তাদের সাথে সম্পর্ক পরিহারের একটি বড় কারণ হতে পারে, আর এতদসঙ্গে অন্যান্য কারণ তো রয়েছেই।

১৭৪. আযান নিয়েও ছিল ইয়াহুদী, নাসার ও মুশরিকদের গাত্রদাহ : তোমরা আযান দিলে তাদের গাত্রদাহ হয় এবং তারা ঠাট্টা-মস্কারা শুরু করে দেয়। এটা তাদের

(৫৭) قُلْ يَٰأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقُضُونَ مِثَاقَ ٱلْآبِءِ أَمْ نَٰبِٱللَّهِ وَمَآ
أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ ۖ وَٱنَّ أَكْثَرَكُمۡ فَسِقُونَ ۝

৫৯. বলে দাও, হে আহলে কিতাব! আমাদের প্রতি তোমাদের আক্রোশ কি এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি মহান আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে ও যা আমাদের পূর্বে নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং এই কারণে যে তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান? ১৭৫

চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আযানের শব্দাবলীর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার মহিমা ও মাহাত্ম্যের প্রকাশ, তাওহীদের ঘোষণা, নবী করীম (সা.)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য, যিনি সাবেক সকল নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী, সর্বপ্রকার ইবাদতের সমন্বিতরূপ যেই সালাত এবং যা চূড়ান্ত পর্যায়ের বন্দেগীর নিদর্শন, তার প্রতি আহ্বান এবং দো-জাহানের সাফল্য ও পরম কামিয়াবী অর্জনের বলিষ্ঠ ডাক। এর মধ্যে এমন কী আছে, যা হাঁসি-ঠাট্টার উপযুক্ত? এরূপ পূণ্য ও সত্য-ন্যায়ের আওয়াজকে উপহাস করা কেবল তারই কাজ হতে পারে, যার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধি-বিবেক হতে শূণ্য এবং ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করার মত জ্ঞান যার বিলকুল নেই। রিওয়াযাতে আছে মদীনাতে জৈনিক খৃষ্টান ছিল, যে যখন আযানের 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি শুনত, তখন বলত 'قد حرق الكاذب' মিথ্যুক জ্বলে গেল বা জ্বলে যাক। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য যা হোক, প্রকৃতপক্ষে, তার নিজের অবস্থার সঙ্গে উক্তিটি বেজায় সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কেননা, সে দুর্মুখ ছিল মিথ্যুক। ইসলামের ক্রমবিস্তার দেখে সে নিয়ত দক্ষিভূত হচ্ছিল। অকস্মাৎ একদিন একটি মেয়ে আগুন নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে। সে সপরিবারে ঘুমে অচেতন ছিল। মেয়েটির হাত থেকে তার অগোচরে ক্ষণিক অঙ্গার পড়ে যায় এবং তাতেই লোকজনসহ গোটা ঘর জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ দেখিয়ে দিলেন, মিথ্যাবাদী কি ভাবে দোষখের আগুনের পূর্বে এই দুনিয়ার আগুনেই দগ্ধ হয়। আযান নিয়ে উপহাস সম্পর্কে বিশুদ্ধ সূত্রে আরও একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) হুনায়ন জয় করে ফিরছিলেন। পথে হযরত বিলাল (রা.) আযান দেন। কয়েকটি কিশোর তা নিয়ে ঠাট্টা জুড়ে দিল এবং আযানের শব্দগুলো সুর মিলিয়ে উচ্চারণ করতে লাগল। তাদের মধ্যে একজনের নাম আবু মাহযূরা। রাসূলুল্লাহ (সা.) সকলকে ডেকে পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত ফল দাঁড়াল এই যে, আল্লাহ তা'আলা আবু মাহযূরার অন্তরে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে মক্কার মুয়াযযিন নিযুক্ত করলেন। এভাবে মহান আল্লাহর কুদরতে নকল আসলে পরিণত হল।

(৬০) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝

৬০. বল, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব, আল্লাহর নিকট এদের মধ্যে কার পরিণাম নিকৃষ্টতম? সে তো ওই ব্যক্তি যার প্রতি আল্লাহ্ লা'নত করেছেন এবং যার প্রতি তিনি গযব অবতীর্ণ করেছেন, যাদের মধ্যে কতককে বানিয়ে দিয়েছেন বানর, কতককে শুকর আর যারা শয়তানের বন্দেগী করে। তারাই মর্যাদায় নিকৃষ্টতম এবং সরল পথ হতে তারা বহু দূরে। ১৭৬

১৭৫. আযান নিয়ে বিদ্রূপকারীরা ছিল মূলত নির্বোধ ও নাফরমান : কোন কাজের নিন্দা বা উপহাস দু'কারণে হতে পারে। হয়ত সে কাজই উপহাসযোগ্য অথবা কর্তা নিজে উপহাসের পাত্র। পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, আযান এমন কোন কাজ নয়, যার উপহাস কেবল তরল প্রকৃতির বা নির্বোধ শ্রেণীর লোক ছাড়া আর কেউ করতে পারে। আর আয়াতে আযান দাতার মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্নের ঢংয়ে সচেতন করা হয়েছে যে, বিদ্রূপকারীরা, যারা ভাগ্যক্রমে আহলে কিতাব ও শরী'আত সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দাবী করে, সামান্য একটু চিন্তা করে ইনসাফের সাথে বলুক, মুসলিমগণের প্রতি তাদের এত আক্রোশ কেন? তারা কি আমাদের এমন কোন দোষ-ত্রুটি দেখতে পায়, যা প্রকৃতই ঠাট্টাযোগ্য? অবশ্য এটা স্বতন্ত্র কথা যে, আমরা এক ও লা-শারীক আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখি, তাঁর অবতীর্ণ সমস্ত আসমানী কিতাব ও তাঁর পাঠানো সকল নবী-রাসূলের প্রতি নিষ্ঠার সাথে ঈমান রাখি। এর বিপরীতে ঠাট্টাকারীদের অবস্থা হলো, তারা না মহান আল্লাহর প্রকৃত ও খাঁটি তাওহীদের উপর কয়েম আছে, না সকল নবী-রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এবার তোমরাই ইনসাফের সাথে বল যারা চরম পর্যায়ের নাফরমান মহান আল্লাহর অনুগত বান্দাদের সম্পর্কে টু শব্দটি করার এবং তাদের নিন্দা-উপহাস করার অধিকার তাদের কোথায় আছে?

১৭৬. আযান নিয়ে ঠাট্টা-মস্কারাকারীরাই নিকৃষ্ট সৃষ্টি ও পথভ্রষ্ট : মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা এবং যে কোনকালে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, খাঁটি মনে তাতে বিশ্বাস রাখাই যদি তোমাদের দৃষ্টিতে মুসলিমগণের সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ ও বড় দোষ হয়ে থাকে, আর সে কারণেই তোমরা তাদেরকে নিন্দা উপহাসের পাত্র বানিয়ে থাক, তবে এসো, আমি তোমাদেরকে এমন এক দল লোকের সংবাদ জানাই, যারা নিজ অন্যায়-অনাচার ও

(৬১) وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝

(৬২) وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۖ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

৬১. আর তারা যখন তোমাদের নিকট আসে, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কাফির অবস্থায়ই এসেছিল আর কাফির অবস্থায়ই বের হয়ে গিয়েছে। তারা যা লুকায়ে রেখেছিল তা আল্লাহ ভাল জানেন। ১৭৭

৬২. তুমি তাদের অনেককেই দেখবে পাপ, যুল্ম ও হারাম ভক্ষণের প্রতি ধাবিত হয়। তারা যা করে তা নিতান্তই মন্দ। ১৭৮

অপবিত্রতার কারণে নিকৃষ্টতম সৃষ্টিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত ও গযবের নিদর্শন অদ্যাবধি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত। ধোঁকাবাজী, অশ্লীলতা ও লোভ-লালসার শাস্তি স্বরূপ তাদের মধ্যে অনেককে বানর ও শূকরে পরিণত করা হয়। আর যারা মহান আল্লাহর বন্দেগী পরিহার করে শয়তানের দাসত্ব অবলম্বন করেছে, ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে সেই নিকৃষ্টতম সৃষ্টি ও পথহারা সম্প্রদায়ই প্রকৃত অর্থে তোমাদের গালমন্দ ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের উপযুক্ত হতে পারে। বলা বাহুল্য, তোমরা নিজেরাই সেই লোক।

১৭৭. নির্ভেজাল কপট ও বিধর্মী ব্যতীত কেউ ইসলাম ও আযান নিয়ে বিদ্রূপ করতে পারে না ৪ উল্লিখিত বিদ্রূপকারীদের মধ্যে এখানে বিশেষ এক শ্রেণীর অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, যারা পেছনে ইসলামের নিন্দা ও মুসলিমগণকে উপহাস করত, কিন্তু নবী করীম (সা.) বা খাঁটি মুসলিমগণের সামনে এলে কপটভাবে নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিত। অথচ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত এক মুহূর্তও ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। কখনও নবী করীম (সা.)-এর ওয়ায-নসীহত ও তাদের মাঝে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি। তারা কি মুখে ইসলাম ও ঈমান শব্দ উচ্চারণ করে মহান আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারবে? যেই মহান আল্লাহ দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুর জ্ঞাতা এবং মনের সকল গোপন কথা ও লুকায়িত রহস্য সম্পর্কে অবগত, তাঁর সম্পর্কে যদি তাদের এই ধারণা হয়ে থাকে যে, কেবল শান্দিক ঈমান দ্বারাই তাঁকে খুশী করে নেবে, তবে এর চেয়ে বেশি আর কোন কাজ ঠাট্টাযোগ্য হতে পারে? এ আয়াত থেকে যেন ইয়াহুদ নাসারার সেই সব বিদ্রূপাত্মক কাজ-কর্মের বর্ণনা শুরু হল, যেগুলো জ্ঞাত

(৬৩) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَآكُلِهِمُ السُّحْتَ
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

৬৩. তাদের দরবেশ ও আলিমগণ তাদেরকে কেন পাপের কথা বলতেও হারাম খেতে নিষেধ করে না? তারা যা করে তা নিতান্তই মন্দ কাজ! ১৭৯

হওয়ার পর মুসলিমগণকে ব্যঙ্গ করার পরিবর্তে বরং তাদের নিজেদেরই নিজেদের ব্যঙ্গ করা উচিত। পরবর্তী আয়াতসমূহেও এ বিষয়েরই অবশিষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

১৭৮. সম্ভবত 'إِثْمٌ' - দ্বারা আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ও 'عُدْوَانٌ' - দ্বারা সংক্রামক গুনাহ বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ তাদের তো অবস্থা হলো, তারা অতি আত্মহের সাথে সর্বপ্রকার পাপকর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তা সে পাপের ক্রিয়া নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক কিংবা অন্যের মধ্যেও সংক্রমিত হোক, যাদের নৈতিক অধঃপতন এতটা নীচে এবং অবৈধাহার যাদের মজ্জাগত, তাদের নিকৃষ্টতায় কারো সন্দেহ থাকতে পারে? এ তো ছিল তাদের সাধারণের অবস্থা, সামনে তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবস্থা তুলে ধরে হয়েছে।

১৭৯. আলিম ও দরবেশ শ্রেণীর গাফলতির কারণে জনগণ বিপদের সম্মুখীন হয় : আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে চান, তখন তাদের আম-জনসাধারণ পাপাচারে নিমজ্জিত হয় এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির অর্থাৎ দরবেশ ও আলিম শ্রেণী বোবা শয়তান বনে যায়, এ অবস্থাই হয়েছিল বণী ইসরাঈলের। সাধারণ লোক পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম ও শেষ্ঠত্ব এবং তাঁর বিধান ভুলে গিয়েছিল। মাশায়েখ ও আলিম নামে যারা পরিচিত ছিল তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ নিষেধ করার দায়িত্ব ছেড়ে গিয়েছিল। কারণ, পার্থিব লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তি-পরবশতায় তারা আওয়ামকেও ছাড়ায়ে গিয়েছিল। মাখলূকের ভয় বা দুনিয়ার লালসা তাদের হক কথা বলার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই নীরব দর্শন ও টিলেমির কারণেই পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, তাই উম্মাতে মুহাম্মদীকে কুরআন-হাদীসের বহু স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন সময়ই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের এই গুরু দায়িত্ব আদায়ে যেন গাফলতি না হয়, তা যে কোন ব্যক্তিরই বিরুদ্ধে যাক না কেন।

٦٤) وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۖ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۖ بَلْ يَدُ اللَّهِ مَبْسُوطَةٌ ۖ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۖ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

৬৪. ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত রুদ্ধ। ১৮০ বস্তুত তাদেরই হাত রুদ্ধ হয়ে যাবে ১৮১ এবং এ উক্তির কারণে তাদের প্রতি লা'নত; বরং তাঁর উভয় হাত মুক্ত, ১৮২ যে ভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন, ১৮৩ তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার নিকট যা অবতীর্ণ হয় তদ্বারা তাদের অনেকেরই অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধি পায়। ১৮৪ আমি কিয়ামত পর্যন্তের জন্য তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিলাম। ১৮৫ যখনই তারা যুদ্ধের জন্য আগুন জ্বালায়, আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন। আর তারা দেশে ফিৎনা-ফাসাদ বিস্তার করে বেড়ায়। আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না। ১৮৬

১৮০. মহান আল্লাহ সম্পর্কে আহলে কিতাবের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি এবং এর পরিণতি : নবী করীম (সা.)-এর আবির্ভাবকালে অন্যায়-অনাচার, কুফর, অবাধ্যতা, ব্যভিচার, অবৈধাহার ইত্যাদি দুষ্কৃতির আবিলতায় আহলে কিতাবের অন্তর এতটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে ধৃষ্টতা প্রদর্শনেও তারা দ্বিধা করত না। তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা একজন মামুলী মানুষের স্তরে নেমে এসেছিল। তাঁর শানে তারা অবলীলায় এমন সব উক্তি আরোপ করত, যা শুনলে যে কারও শরীর শিউরে উঠবে। কখনও বলত, 'إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ' আল্লাহ অভাবগস্ত, আমরা অভাবমুক্ত। কখনও তাদের মুখ থেকে বের হত 'يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ' 'আল্লাহর হাত রুদ্ধ।' এরও অর্থ ওটাই যে 'إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ' দ্বারা তারা বোঝাত, অর্থাৎ আল্লাহ পাক অভাবগস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁর ভান্ডারে আর কিছু নেই (নাউযবিল্লাহ), অথবা 'غُلَّتْ يَدُ' দ্বারা কার্পণ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ অভাবী তো নন, তবে আজকাল ব্যয়কুণ্ঠ হয়ে গেছেন (নাউযবিল্লাহ)। যে অর্থই গ্রহণ করা হোক, এ কুফরী বাক্যের উদ্দেশ্য, কুফর ও অবাধ্যতার শাস্তিতে আল্লাহ তা'আলা যখন এ অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের উপর লাঞ্ছনা, দুর্ভোগ ও অভাব-অভিযোগ চাপিয়ে দিলেন, তখন যেখানে তাদের উচিত ছিল নিজেদের অন্যায়-অনাচার উপলব্ধি করা ও সে জন্য অনুতপ্ত হওয়া,

সেখানে উল্টা আল্লাহ তা'আলার শানে গোস্তাখী শুরু করে দিল। তাদের মনে এ ধারণা জেগে থাকবে যে, আমরা নবীগণের বংশধর, বরং মহান আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র ছিলাম। আর এখন এই কী শুরু হয়ে গেল, পৃথিবীতে ইসরাঈলের বংশধরগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করছে, এ দিকে বিশ্ববিজয়, ওদিকে আসমানী বরকতধারা তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা ইসরাঈলের বংশধর। আল্লাহ পাক ছিল আমাদের, আমরা তাঁর। আজ আমরা লাঞ্চিত ও সর্বশান্ত হয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমরা তো আজও সেই ইসরাঈলের বংশধর এবং তাঁর সন্তান ও প্রিয়পাত্রই আছি, যেমন আগে ছিলাম। তথাপি কেন এ অবস্থা? সম্ভবত আমরা যে মহান আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়জন (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর ভান্ডারে অভাব দেখা দিয়েছে কিংবা তিনি ব্যয়কুণ্ঠ হয়ে গেছেন। নির্বোধেরা এতটুকু বুঝল না যে, মহান আল্লাহর ভান্ডার অসীম-অফুরান। তাঁর গুণাবলী অপরিবর্তনীয় ও অপরিসীম। যদি (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর ভান্ডার নিঃশেষ হয়ে যেত কিংবা সৃষ্টির প্রতিপালন ও কল্যাণ সাধন হতে তিনি হাত গুটিয়ে নিতেন, তা হলে নিখিল বিশ্বের চিরায়ত নিয়ম-শৃঙ্খলা কী করে প্রতিষ্ঠিত থাকত? আখেরী নবী ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের যে ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও উত্থান তোমরা চাক্ষুস দেখছ, তখন এটা কার হাতের অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হত? অতএব তোমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, তাঁর হাত রুদ্ধ হয়নি। অবশ্য ধৃষ্টতা ও অপকর্মের অশুভ পরিণামে আল্লাহ তা'আলার যে লা'নত ও অভিশাপ তোমাদের উপর পতিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর সুপ্রশস্ত যমীনকে সংকীর্ণ করে তুলেছে। ভবিষ্যতে তা আরও বেশি সংকীর্ণ হয়ে উঠবে। নিজেদের দুরবস্থাকে মহান আল্লাহর দুর্দিনের ফল বলে বিবেচনা করা তোমাদের চরম অপোগন্ডতা।

১৮১. এটা দু'আর আকারে ভবিষ্যদ্বাণী কিংবা তাদের বাস্তব অবস্থার চিত্রাংকন। বাস্তবিক পক্ষেই কার্পণ্য ও হীনমন্যতা তাদের হাত সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

১৮২. মহান আল্লাহর সত্তা তাঁর শানের মুতাবিক : আল্লাহ তা'আলার জন্য যেখানে হাত, পা, চোখ ইত্যাদি শব্দাবলী আরোপ করা হয়েছে, তদ্বারা ভুলেও এ ধারণা করা উচিত নয় যে, (নাউযুবিল্লাহ) তিনি মানুষের মত অংগ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার সত্তা, অস্তিত্ব, জীবন, জ্ঞান ইত্যাদি যেমন কোন দৃষ্টান্ত, তুলনা ও স্বরূপ সম্পর্কে যেমন এর বেশী কিছুই বলা যায় না

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم * وزهر چه گفته اند شنیدیم و خو انده ایم

منزل تمام گشت و بیایان رسید عمر * ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم

“হে ওই সত্তা, যিনি ধারণা, অনুমান, কল্পনা ও অনুভূতির উর্ধ্বে। যে যা কিছু বলেছে, যা শুনেছি ও পড়েছি সব কিছুরই উর্ধ্বে যিনি। সফরের মন্থিল শেষ হয়ে

গেল, জীবন পৌঁছে গেছে অন্তিমে, আমরা তোমার প্রথম গুণেই রয়ে গেছি এখনও স্বপ্নচারী।”

আলোচ্য শব্দ ও বিশেষগুলোকেও অনুরূপ মনে করতে হবে। সারকথা আল্লাহ তা‘আলার সত্তা যেমন নিরূপম, তেমনি তাঁর শ্রবণ, দর্শন, হাত ইত্যাদি গুণাবলীর অর্থও তাঁর মহান সত্তা ও শানের মুতাবিক এবং আমাদের ধারণা ও ক্ষমতা-বলয় এবং বর্ণনা শক্তির আয়ত্ব বহির্ভূত। **لَيْشَ كَمَثَلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ**। তাঁর মত নেই কোন বস্তু, তিনি শ্রবণকারী, দ্রষ্টা। হযরত শাহ আবদুল কাদির (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দুই হাতের অর্থ করেছেন দক্ষিণা ও দন্ডের হাত। অর্থাৎ আজকাল ব্যাখ্যায় দুই হাতের অর্থ করেছেন দক্ষিণা ও দন্ডের হাত। অর্থাৎ আজকাল মহান আল্লাহর দক্ষিণার হাত উম্মাতে মুহাম্মদীর উপর এবং দন্ডের হাত বণী ইসরাঈলের উপর উন্মুক্ত, যেমন সম্মুখের আয়াত সমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৮৩. পার্থিব কল্যাণ ও অকল্যাণ পরীক্ষা এবং অবকাশ : কখনও কারো প্রতি, কী পরিমাণ ব্যয় করা দরকার তা তিনিই ভাল জানেন। তিনি কখনও অনুগত বান্দাকে পরীক্ষা বা সংশোধন করার উদ্দেশ্যে অভাব-অনটনেও ফেলেন, কখনও আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ পরকালীন নি‘আমতের আগে পার্থিব কল্যাণের দুয়ারও খুলে দেন। এর বিপরীতে একজন অপরাধী পাপিষ্ঠের উপর অনেক সময় আখিরাতে শাস্তির পূর্বে পার্থিব দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদ নিঃপতিত করা হয় আবার কখনও প্রাচুর্য সুখ-স্বাস্থ্য দিয়ে অতিরিক্ত অবকাশ দেওয়া হয়, যাতে সে মহান আল্লাহর উপর্যুপরি অনুগ্রহ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নিজ অন্যায়-অপরাধের উপর কিছুটা অনুতপ্ত হয় অথবা নিজ দুর্ভাগ্যের পাল্লা ভাল রকমে বোঝাই করে চরম শাস্তির উপযুক্ত হয়। এই বিভিন্ন রকমের অবস্থা ও উদ্দেশ্য এবং রকমারি রহস্যের বর্তমানে কে সমাদৃত আর কে বিতাড়িত সে ফয়সালা আল্লাহ কর্তৃক অবহিতকরণ কিংবা বাইরের অবস্থা ও লক্ষণের ভিত্তিতে সাধিত হতে পারে। যেমন এ চোরের হাত কাটা হল, আবার ডাক্তার এক রোগীর হাত কেটে দিল। আমার বাইরের লক্ষণ ও অবস্থা দেখে উভয়ের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, একজনের হাত কাটা হয়েছে শাস্তি স্বরূপ এবং অন্য জনের চিকিৎসা ও অনুকম্পা স্বরূপ।

১৮৪. তাদের ধৃষ্টতার জবাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কুরআনের সে প্রজ্ঞাজনোচিত জবাবে যে সব হঠকারি ও নির্বোধদের মন সন্তুষ্ট হবে না, বরং মহান আল্লাহর কালাম গুনে তাদের দুষ্টামি ও অবাধ্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে। উপাদেয় খাবার কারণে পাকস্থলীতে পৌঁছে যদি স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, তবে সেটা কি খাদ্যের দোষ না রুগীর স্বাস্থ্যগত ত্রুটি ?

(৬৫) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ
جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝

(৬৬) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۖ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ ۝

৬৫. কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত ও ভয় করত, তবে আমি তাদের থেকে তাদের দোষ মোচন করতাম এবং তাদেরকে প্রবেশ করাতাম প্রাচুর্যের উদ্যানে।^{১৮৭}
৬৬. তারা যদি তাওরাত, ইন্জিল এবং তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে,^{১৮৮} তা প্রতিষ্ঠিত রাখত, তবে তারা তাদের উপর ও পায়ের নীচ হতে আহার করত।^{১৮৯} তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সরল পথে আছে।^{১৯০} আর তাদের বহু সংখ্যকই মন্দ কাজে লিপ্ত।

১৮৫. নিকটে যদিও বিশেষভাবে ইয়াহুদীদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছিল, কিন্তু **الْقَيْنَا بَيْنَهُمْ** দ্বারা সম্ভবত ইয়াহুদী ও তাদের অনুরূপ সকলকেই বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ ইয়াহুদী-খৃষ্টান সমস্ত কিতাবীদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, যেমন এ সূরায়ই ইতঃপূর্বে গেছে এবং সামনের আয়াতেও সকল কিতাবীকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ স্থলে বলা হয়েছে যে, তাদের দুষ্কর্ম ও অবাধ্যতা যতই বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে ততই ইসলাম ও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকবে এবং যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে প্রস্তুত হবে। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে, যা কখনও মিটবার নয়। কাজেই, ইসলামী ঐক্যের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক প্রস্তুতি কোন কাজে আসেনি।

১৮৬. এতদ্বারা জানা গেল, মুসলিম জাতির মধ্যে যতদিন সংহতি ও সম্প্রীতি বজায় থাকবে এবং যতদিন তারা পূণ্য ও সত্যের পথে কর্মতৎপর থেকে ফিতনা-ফাসাদ হতে বেঁচে থাকতে যত্নবান থাকবে, যেমন সাহাবীগণ ছিলেন, ততদিন তাদের বিরুদ্ধে কিতাবীদের সর্ব প্রকার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ প্রমাণিত হবে।

১৮৭. অর্থাৎ এরূপ জঘন্য অপরাধ ও অপতৎপরতা সত্ত্বেও আজও যদি কিতাবীগণ তাদের নীতি ত্যাগ করে তাওবা করত এবং নবী করীম (সা.) ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনেও তাকওয়া অবলম্বন করে, তবে তাওবার দরজা তো বন্ধ

(৬৭) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

৬৭. হে রাসূল! আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন। আর যদি এমন না করেন তবে আপনি তাঁর বার্তা মোটেই পৌঁছালেন না। আল্লাহ্ আপনার মানুস থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। ১৯১

হয়ে যায়নি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার অনুগ্রহে তাদেরকে ইহ ও পরকালীন উভয় প্রকার নি'আমতে পরিপূর্ণ করে দেবেন। যতবড় অপরাধীই হোক, সে যদি তাওবা করে আসে তবে মহান আল্লাহর রহমত তাকে নিরাশ করে না।

১৮৮. পবিত্র কুরআন ও আখেরী নবীকে মানাই হলো তাওরাত ও ইনজিলকে মানা : তাওরাত ও ইনজিলের পর যে কুরআন মজীদ তাদেরকে সতর্ক ও হিদায়াত করার জন্য নাযিল হয়েছে, তাকে যদি প্রতিষ্ঠিত করত। কেননা এর স্বীকৃতি ব্যতিরেকে সত্যিকার অর্থে তাওরাত ও ইনজিলকেও কায়েম করা সম্ভব নয়। বরং তাওরাত ও ইনজিল এবং সমস্ত আসমানী কিতাবেরই প্রতিষ্ঠাকরণের অর্থ এখন এটাই হতে পারে যে, সে সব গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে কুরআন মজীদ ও আখেরী নবীকে প্রেরণ করা হয়েছে তাঁকে কবুল করে নেওয়া হবে। তাওরাত ও ইনজিলকে প্রতিষ্ঠা করার বরাত দিয়ে যেন সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যদি কুরআনকে কবুল করে না নেয়, তবে তার অর্থ হবে এটাই যে, তারা তাদের নিজেদের কিতাবও প্রত্যাখ্যান করেছে।

১৮৯. অর্থাৎ তা হলে সমস্ত আসমানী ও ভূমিজ সম্পদ দ্বারা তাদেরকে উপকৃত করা হত এবং লাঞ্ছনা, দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব অনটনের যে শাস্তি তাদের উপর তাদের অন্যায় অবাধ্যতার কারণে আরোপ করা হয়েছিল তা তুলে নেওয়া হত।

১৯০. এরা হলো সেই মুষ্টিমেয় লোক, যারা সৃষ্টিগত সৌভাগ্যের ফলে সরল ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ অবলম্বন করে নেয় ও সত্যের আহবানে 'লাক্বায়েকা' বলে সাড়া দেয়। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা.), হাবশা রাজ নাজ্জাসী (রা.) প্রমুখ।

১৯১. ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত আহলে কিতাবের ধর্মীয় জীবন অন্তসার শূণ্য : পূর্বের আয়াতসমূহে কিতাবীদের কুফর অন্যায় ও অপতৎপরতার উল্লেখ করে তাওরাত, ইনজিল, কুরআন তথা সমস্ত আসমানী কিতাবকে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। সামনে " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ " বলে কিতাবীদের সমাবেশে এই

ঘোষণা প্রদানের ইচ্ছা রয়েছে যে এই প্রতিষ্ঠাকরণ ব্যতিরেকে তোমাদের ধর্মীয় জীবন সম্পূর্ণ অন্তসার শূণ্য ও ফাঁকি ছাড়া কিছু নয়। আলোচ্য **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ** আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সেই উদাত্ত নির্ঘোষের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার উপর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা কিছু নাযিল করা হয় বিশেষত এই রকমের মীমাংসক ঘোষণা, তা নির্ভয়ে ও নির্দিধায় প্রচার আপনার ত্রুটি হয়ে গেছে, তবে বোঝা যাবে মহান রাসূল হিসেবে রিসালাত ও বার্তাবহনের যে মহান দায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত হয়েছে তার হক আপনি কিছুই আদায় করলেন না। তাবলীগ ও প্রচারকার্যের গুরু দায়িত্ব পালনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্থিরপদ রাখার জন্য এর চেয়ে বলিষ্ঠ ও ক্রিয়াশীল ভাষা আর কিছু হতে পারে না। তিনি বিশ-বাইশ বছর পর্যন্ত যে বে-নযীর দৃঢ়সংকল্প, প্রাণান্তর চেষ্টা, অবিরাম কষ্ট এবং ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে তাবলীগ ও রিসালাতের দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন সেটা একথার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ ছিল যে, তাঁর নিকট নিজ পদমর্যাদাগত দায়িত্ব তাবলীগ ও রিসালাতের গুরুত্ব ছিল দুনিয়ার সব কিছু হতে বেশি। তীব্র দায়িত্ববোধ ও তাবলীগী জিহাদকে লক্ষ্য রেখে দায়িত্ব পালনে আরও স্থির-অবিচল হতে গুরুত্বারোপ করার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিয়াশীল ভাষা এটাই হতে পারত যে, প্রিয় নবী (সা.)-কে **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ** বলে সম্বোধন করা হবে এবং শুধু এতটুকু বলে দেওয়া হবে যে, তাবলীগের কাজে যদি মামুলী কোন ত্রুটি হয়, যদিও সেটা অসম্ভব ব্যাপার, তা হলে মনে করবেন, আপনি নিজ পদমর্যাদাগত দায়িত্ব আদায়ে কামিয়াব হতে পারলেন না। ত্যাগ-তিতীক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মহান আল্লাহর সামনে রিসালাতের দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ করা। কাজেই, কোনও একটি বার্তা প্রচারেও তিনি বিন্দুমাত্র অবহেলা করবেন এটা কস্মিনকালেও সম্ভব ছিল না। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সাধারণত কয়েকটি কারণে মানুষের তাবলীগী দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়ে যায়। ক. হয়ত নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ উপলব্ধি ও চেতনা তাঁর নেই; খ. অথবা মানুষের ব্যাপক বিরোধীতার কারণে ভীষণভাবে ক্ষতিগস্ত হওয়ার কিংবা অন্ততপক্ষে পার্থিব স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে; গ. অথবা লোকের ব্যাপক অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে তাবলীগ ও দাওয়াত ফলপ্রসূ হওয়ার ব্যাপারে হতাশা দেখা দিয়েছে। যেমন পূর্বের আয়াত সমূহে কিতাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে **وَاللَّهُ يَعَصِيكَ مَنْ لَّيْهَدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ** হতে **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ** এর মাঝে দ্বিতীয় কারণের এবং **النَّاسِ** তৃতীয় কারণের জবাব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপনি নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। আল্লাহ তা'আলাই আপনার জানমাল ও ইয়্যত সম্মান রক্ষা করবেন। বিশ্বের

(৬৮) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۖ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

(৬৯) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

৬৮. বলুন হে আহলে কিতাব! যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইন্জিল এবং তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তা কায়েম করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোন পথে নও।^{১৯২} আর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয় তাতে তাদের বহু সংখ্যকের অবাধ্যতাও কুফরই বৃদ্ধি পাবে। কাজেই, আপনি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না।^{১৯৩}

৬৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী, সাবী ও নাসারা তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।^{১৯৪}

সমস্ত শত্রুর সম্মিলিত শক্তিকেও আপনার মোকাবিলায় সফলকাম হতে দেবেন না। তবে হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা মহান আল্লাহর হাতে। যে সম্প্রদায় কুফর ও অবাধ্যতা থাকতেই বদ্ধপরিকর, তারা সরল পথে না আসলে দুঃখ করবেন না এবং হতাশ হয়ে নিজ দায়িত্ব পালনও ত্যাগ করবেন না। মহানবী (সা.) আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ ও আসমানী আইন অনুসারে ছোট-বড় প্রতিটি বিষয় উম্মাতের নিকট পৌঁছিয়ে গেছেন। মানব জাতির সাধারণ বিশিষ্ট সর্বস্তরের লোকের জন্য যে কথা যার উপযুক্ত ও যার যোগ্যতা মুতাবিক ছিল তা বিনা হ্রাস-বৃদ্ধিতে নির্ভিক চিত্তে পৌঁছে দিয়ে বান্দার উপর মহান আল্লাহর প্রমাণ পূর্ণ করে দিয়েছেন। ওফাতের প্রায় তিন মাস আগে বিদায় হজ্জের সময় প্রায় সোয়া লক্ষ নিবেদিত প্রাণ দীন ইসলাম প্রচারে উৎসাহী সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে তিনি ঘোষণা করেন 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেক, আমি (তোমার আমানত) পৌঁছে দিয়েছি।'

১৯২. অর্থাৎ সমস্ত আসমানী কিতাব, যার সর্বশেষ এবং সকলের সাক্ষী ও সমর্থক কুরআন মাজীদ। পূর্বের রুকূতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা চলে গেছে।

১৯৩. অর্থাৎ এ দুঃখ ও চিন্তায় পড়ে হতোদ্যম হবেন না। স্থিরচিত্তে নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

১৯৪. সফলকাম, নিরাপদ ও সম্মানিত হওয়ার মাপকাঠি ঈমান ও সৎকর্ম। যারা মুসলিম নামে পরিচিত কিংবা ইয়াহুদী, খৃষ্টান, সাবী (বা অন্য কিছু, দৃষ্টান্ত স্বরূপ

কয়েকটি প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে) তাদের মধ্যে কেউ এ নামের বদৌলতে বা বংশ বর্ণ, পেশা, দেশ ইত্যাদি অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রকৃত সাফল্য ও স্থায়ী কামিয়াবী লাভ করতে পারে না। সফলকাম, নিরাপদ ও সম্মানিত হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি ঈমান ও সৎকর্ম। যারা নিজেদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বা সফলকাম হওয়ার দাবী করে, তারা যেন এ মাপকাঠিতে নিজেদের পরখ করে দেখে। যদি দাবী সঠিক প্রমাণ হয়, তবে নির্ভয় ও নিংকোচে তারা কামিয়াব। অন্যথায় প্রতি লহমায় যেন নিজেদেরকে মহান আল্লাহর গযব ও ক্রোধের নীচে মনে করে।

পূর্বের আয়াত সমূহে বিশেষভাবে কিতাবীদের লক্ষ্য করে সত্যের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এ আয়াতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির সম্মুখে এমন অভাবিত, যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায্যানুগ কানুন পেশ করা হয়েছে যা নিরীক্ষণ করার পর ইসলামের সত্যতা ও সার্বজনীনতা সম্পর্কে সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী মানুষের কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না। একজন লোক যাবত না আল্লাহ তা'আলার সত্তা, তাঁর একত্ব, পরিপূর্ণ গুণাবলী, শক্তি ও ক্ষমতার নিদর্শনাদি, বিধান, প্রতিনিধি ও দূতবৃন্দের প্রতি এবং কর্মফল দিবসের প্রতি ঈমান আনবে, সেই সাথে সৎকর্ম অবলম্বন করবে, তাবৎ কোন সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধি কি একথা স্বীকার করতে পারে যে, সে স্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অনন্ত আনন্দের অধিকারী হবে? এসব কিছুই 'إِيمَانُ بِاللَّهِ' (মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান) এর অন্তর্ভুক্ত। মনে করুন, এক ব্যক্তি নবুওয়াতের সমুজ্জ্বল প্রমাণাদি সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট নবীর অবমাননা করে (নবীর নবুওয়াত দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করাই তাঁর অবমাননা), তবে কোন সরকারের দূতকে এবং তাঁর দৌত্যপদের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন প্রমাণকে অস্বীকার করলে সেটা কি সেই সরকারের অবমাননা ও অস্বীকৃতি নয়? এমনিভাবেই যে ব্যক্তি কোন সত্য নবীকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করলে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার সেই সব সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নিদর্শণাবলী ও দলীল প্রমাণকেই অস্বীকার করে যা তিনি নবুওয়াতের প্রত্যয়গার্থে নাযিল করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছে فَانَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَاتِ اللَّهِ يَجْحَتُونَ তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমা-লংঘনকারীগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে (আন'আম : ৩৩)। মহান আল্লাহর আয়াত ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করার পরও কি মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এর দাবী সত্য হতে পারে? কুরআন মাজীদ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান ও সৎকর্ম এ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম দ্বারা যে বিস্তারিত বিষয়বস্তুর প্রতি এ স্থলে ইঙ্গিত করেছে, তার বিবরণ অন্যান্য জায়গায় প্রদত্ত হয়েছে। সাবীঈন সম্পর্কে আমার নিকট অধিকতর বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী মত এই যে, এরা ছিল ইরাকের একটি সম্প্রদায়। তাদের অধিকাংশ ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা গ্রীক দার্শনিক ও তাকসীয়ে উসমানী — ৭১

(৭০) لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا كُلًّا
جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۝

(৭১) وَحَسِبُوا إِلَّا تَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ
عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

৭০. আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম^{১৯৫} এবং তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম রাসূল। যখনই কোন রাসূল তাদের নিকট এমন বিধান নিয়ে এসেছে যা তাদের মনঃপূত নয়, তারা অনেককে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছে এবং অনেককে করত হত্যা।^{১৯৬}
৭১. এবং তারা মনে করেছে কোন দুর্ভোগ হবে না। পরিণামে তারা অন্ধ ও বধীর হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন, আবারও তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক অন্ধ ও বধীর হয়ে যায়।^{১৯৭} আল্লাহ দেখেন তারা যা কিছু করে।^{১৯৮}

প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী হতে সংগৃহীত ছিল। আত্মা সম্পর্কে তারা অত্যধিক বাড়াবাড়ি করত বরং তারা তাদের পূজা অর্চনাও করত। তাদের ধারণা ছিল অশরীরী আত্মা, নভোমন্ডলীয় পরিচালকবৃন্দ প্রভৃতির সাহায্যক্রমেই আমরা রাক্বুল আরবাব (বড় প্রতিপালক)-এর নিকট পৌঁছুতে পারি। কাজেই কঠিন সাধনা ও ইন্দ্রিয় দমনের মাধ্যমে আত্মাকে দেহের বাঁধন হতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করে রুহানী জগতের সাথে আমাদের যোগসূত্র স্থাপিত করা উচিত। তবেই রুহ সমূহের সত্ত্বষ্টি ও সহযোগীতায় আমরা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারব। তখন আর নবী-রাসূলের অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন থাকবে না। নক্ষত্রমালার পরিচালক আত্মাসমূহ ও অন্যান্য আত্মাদের সত্ত্বষ্টি রাখার জন্য তারা তাদের প্রতিমা রচনা করত এবং তাদের উদ্দেশ্যে নামায, রোযা, কোরবানী ইত্যাদি পেশ করত। মোদাকথা, সাবীঈন ছিল হানীফদের একটি প্রতিপক্ষ দল। তাদের প্রধান আঘাতের লক্ষ্যবস্তু ছিল নবুওয়াত ও নবুওয়াতের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আবির্ভাবকালে নমরূদের সম্প্রদায় সাবীঈন-আকীদার অনুসারী ছিল, যাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহীম (আ.) প্রাণপণ লড়াই করেন।

১৯৫. পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল, মহান আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি ঈমান ও সৎকর্ম। এখানে প্রমাণ করা হয়েছে ইয়াহুদীরা এ মাপকাঠিতে কতটুকু পড়ে।

৭২. নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়ে গেছে যারা বলে, আল্লাহ তো ওই মারইয়াম-তনয় মাসীহই। অথচ মাসীহ বলেছিল, হে বণী ইসরাঈল! তোমার আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীক স্থির করেছে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন আর তার ঠিকানা জাহান্নাম এবং পাপিষ্ঠদের কোন সাহায্যকারী নেই।^{১৯৯}

১৯৭. অর্থাৎ তারা পরিপক্ক অংগীকার ভংগ করে মহান আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাঁর দূতবর্গের মধ্যে কাউকে মিথ্যুক বলে এবং কাউকে হত্যা করে। এ ছিল তাদের মহান আল্লাহু ঈমান ও সৎকর্মের অবস্থা। আখিরাতে তাদের বিশ্বাস কী পরিমাণ ছিল তার পরিমাপ এর দ্বারাই করা যায় যে এতবড় জঘন্য যুলুম, বিদ্রোহাত্মক অপরাধ করার পরও তারা পরম নিশ্চিন্তে বসে থাকে। যেন এ পাপের বিদ্রোহাত্মক অপরাধ করার পরও তারা পরম নিশ্চিন্তে বসে থাকে। যেন এ পাপের কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। যুলুম ও বিদ্রোহীদের কোন অশুভ পরিণাম যেন তাদের সামনেই আসবে না। এরূপ ধারণা করেই তারা মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও তাঁর বাণী হতে তারা সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধীর হয়ে যায় এবং যা না করার ছিল তা করে যেতে থাকে। এমনকি কতক নবীকে হত্যা পর্যন্ত করে কতককে করে বন্দী। শেষ পর্যন্ত আল্লাহু তা'আলা তাদের উপর বুখতে নাস্‌সার বাদশাহকে কর্তৃত্ব দান করেন। দীর্ঘদিন পর পারস্যের এক বাদশাহ তাদেরকে বুখতে নাস্‌সারের বন্দীত্ব ও লাঞ্ছনা হতে উদ্ধার করে বাবিল হতে বায়তুল মুকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। তখন তারা তাওবা করে এবং আত্মসংশোধনে মনোযোগী হয়। মহান আল্লাহু তাদের তাওবা কবুল করেন। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই পুরাতন পাপের পুনরাবৃত্তি শুরু করে দেয় এবং বিলকুল অন্ধ ও বধীর হয়ে হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহুইয়া (আ.)-কে হত্যা করার ধৃষ্টতা দেখায় আর হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার পরিকল্পনা নেয়।

(৭৩) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَمَثٍ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَلَاثَةً وَمِمَّا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(৭৪) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

৭৩. নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়ে গেছে যারা বলে, আল্লাহ তিনজনের মধ্যে একজন^{২০০} অথচ এক মা'বুদ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তারা যা বলে তা থেকে যদি বিরত না হয় তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে বদ্ধমূল তাদেরকে মর্মভুদ শাস্তি স্পর্শ করবে।

৭৪. কেন তারা আল্লাহর নিকট তাওবা করে না ও তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।^{২০১}

১৯৮. অর্থাৎ তারা মহান আল্লাহর গযব সম্পর্কে অন্ধ হলেও মহান আল্লাহ তাদের সব অপতৎপরতা ঠিকই দেখেন এবং তার শাস্তি ও উম্মাতে মুহাম্মাদীর হাতে তাদেরকে দেওয়ান।

১৯৯. এখান থেকে খৃষ্টানদের মহান আল্লাহ বিশ্বাসের অবস্থা তুলে ধরা হয় যে সত্যতার উপরিউক্ত মানদণ্ডে তারা কতটুকু খাঁটি? মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসের অবস্থা তো এই যে, তারা বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী, সুষ্ঠু স্বভাবের পরিপন্থী এবং খোদ মাসীহ (আ.)-এর সুস্পষ্ট উক্তিরও বিরুদ্ধে মাসীহ ইব্ন মারইয়মাকে মা'বুদ স্থির করে নিয়েছে। 'একের তিন ও তিনের এক' তো কথার ভোজভাজি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে মাসীহ (আ.)-এর উলূহিয়াত (আল্লাহ হওয়া) প্রমাণ করার উপরই সর্বশক্তি ব্যয় করা হয়ে থাকে। অথচ খোদ মাসীহ (আ.) প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র রব এবং তিনি অপরাপর সৃষ্টির মতই মহান আল্লাহর প্রতিপালিত এক সৃষ্টি। তাঁর উম্মাত যেই শিরকে লিপ্ত হয়ে ছিল তার সর্বনাশা দিক্টি তিনি কত সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন। তবুও এ অন্ধত্বের হুঁশ হয় না।

২০০. অর্থাৎ হযরত মাসীহ (আ.), রহুল-কুদস ও আল্লাহ অথবা মাসীহ, মারইয়াম ও আল্লাহ এই তিনও জন খোদা (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ এই ত্রয়ের একজন অংশীদার মাত্র। তিন মিলেই এক খোদা এবং সেই একজন তিনের মাঝে বিভক্ত। এটাই খৃষ্টান জগতের সাধারণ বিশ্বাস। এটি যুক্তিহীন ও বাস্তব-বিরোধী বিশ্বাসকে তারা আজব গোলমালে ও প্যাচালো ভাষায় প্রকাশ করে থাকে। বিষয়টি যখন কারওই বুঝে আসে না তখন বলে দেয় এটা মানব বুদ্ধির উর্ধ্বে এক পরম রহস্য। আসল কথা 'মহাকাল যাকে নষ্ট করেছে আতরওয়ালা তাকে কখনও ঠিক করতে পারে না।

(৭৫) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۚ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ۚ أَنْظِرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ
ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ۝

৭৫. মারইয়াম তনয় মাসীহ একজন রাসূল বৈ ত নয়! তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। ২০২ তার মা একজন ওলী। ২০৩ তারা উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করত। লক্ষ্য কর আমি কি ভাবে তাদের জন্য দলীল প্রমাণ বর্ণনা করি। দেখ তবু তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে। ২০৪

২০১. এটা সেই গাফুরুর রাহীমেরই শান যে এরূপ বিদ্রোহীও উদ্ধত অপরাধীও যখন অনুতপ্ত হয়ে আত্ম-সংশোধনের সংকল্পে তাঁর দরবারে হাযির হয়ে যায় তখন এক মুহূর্তের ভেতর জীবন ভোরের অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

২০২. অর্থাৎ মাসীহ (আ.) ও তো সেই পবিত্র ও নিষ্পাপ জামা'আতেরই একজন সদস্য। তাঁকে খোদা সাব্যস্ত করা তোমাদের মূর্খতার পরিচায়ক।

২০৩. প্রায় সমগ্র উম্মাত এ ব্যাপারে একমত যে, নারীদের মধ্যে কাউকে নবুওয়াত দেওয়া হয়নি। এ পদ পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট। ইরশাদ হয়েছে وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى তোমার পূর্বে জনপদবাসীদের মধ্যে কেবল পুরুষগণকেই প্রত্যাদেশসহ প্রেরণ করেছিলাম (সূরা ইউসূফ : ১০৯)। কুমারী মারইয়ামও একজন ওলীই ছিলেন, নবী নন।

২০৪. মাসীহ (আ.) খোদা না হওয়ার জাজ্জল্য প্রমাণ : চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয়, যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী, সে পৃথিবীর প্রায় সব জিনিসেরই মুখাপেক্ষী। মাটি, পানি, আলো, বাতাস, জীব-জন্তু, এমন কি ময়লা-আবর্জনা হতেও সে বেনিয়াজ হতে পারে না। খাদ্যবস্তু উদরস্থ ও হজম হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করে দেখুন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার কতগুলো জিনিসের প্রয়োজন পড়ে। তারপর পানাহারান্তে যে ক্রিয়া ও ফলাফলের সৃষ্টি হয়, সে ধারাও কতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। ঠেকাও মুখাপেক্ষীতার এ সুদূর প্রসারী ধারার প্রতি লক্ষ্য করে আমরা মাসীহ (আ.)-এর উলূহিয়াতের ধারণাকে অবরোহ পদ্ধতিতে এভাবে খন্ডন করতে পারি যে, মাসীহ ও মারইয়াম (আ.) পানাহারের প্রয়োজন হতে মুক্ত ছিলেন না, যা চাক্সস দর্শনও সন্দেহাতীত ভাবে অসংখ্য বর্ণনাসূত্রে প্রমাণিত। আর যে ব্যক্তি পানাহারের প্রয়োজন হতে মুক্ত নয় যে দুনিয়ার কোনও বস্তু হতেই মুখাপেক্ষীহীন হতে পারে না। এবার তোমরাই বল, যে সত্তা অপরাপর মানুষের মতই আপনাকে রক্ষার জন্য পার্থিব আসবাব-উপকরণ হতে মুখাপেক্ষীহীন নয়, সে খোদা হয় কী করে? এটা এমনই শক্তিশালী ও জাজ্জল্যমান

(৭৬) قُلْ اتَّعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

(৭৭) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ ۝

৭৬. বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন সব বস্তুর বন্দেগী কর, যারা তোমাদের কল্যাণেরও ক্ষমতা রাখে না এবং অকল্যাণেরও না। আর আল্লাহই তো শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞাত। ২০৫

৭৭. বল, হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দীনী বিষয়ে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। ২০৬ এবং তোমরা সেই সম্প্রদায়ের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা পূর্বেই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং পথভ্রষ্ট করেছে বহু জনকে আর বিচ্যুত হয়ে গেছে সরল পথ হতে। ২০৭

প্রমাণ, যা জ্ঞানী-অজ্ঞ নিर्वিশেষে সকলেই সমান উপলব্ধি করতে পারে। অর্থাৎ পানাহার করাটা উলূহিয়াতের পরিপন্থী, যদিও পানাহার না করাটা উলূহিয়াতের প্রমাণ নয়, তা না হলে সব ফিরিশ্তা খোদা হয়ে যাবে। নাউযুবিল্লাহ।

২০৫. দ্বিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ-এর অসারতা : মাসীহ (আ.)-কে যখন খোদা বলবে, তখন তাকে মা'বুদও বলতে হবে অনিবার্যভাবে। অথচ মা'বুদ তো কেবল সেই সত্তাই হতে পারে, যিনি মঙ্গল-অমঙ্গলের একচ্ছত্র অধিপতি। কেননা, ইবাদত চরম বিণয় প্রকাশের নাম। এটা তাঁরই সামনে হতে পারে যিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী, সেই সাথে সকলের সব কিছু শোনে ও জানেন। এর দ্বারা ত্রিত্ববাদ সহ সর্বপ্রকার শিরকী আকীদা বিশ্বাস খন্ডন হয়ে যায়।

২০৬. আকীদার বাড়াবাড়ি তো এই যে, একজন মনুষ্য-জাতককে খোদা বানিয়ে দিল। আর কর্মগত বাড়াবাড়ি হলো, তাদের তথাকথিত রুহবানিয়াত। ইরশাদ হয়েছে وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ তাদের জন্য বিধেয় করিনি (হাদীদ : ২৭)। ইয়াহুদীদের যে দোষ-ত্রুটি বর্ণিত হয়েছিল, তদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়ার পূজায় নিমজ্জিত থাকার কারণে তাদের

(৭৮) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির হয়েছে তারা দাউদ ও ঈসা ইবন মারইয়ামের জবানীতে অভিশপ্ত হয়েছে। এটা এই হেতু যে, তারা ছিল অবাধ্য এবং তারা সীমালংঘন করেছিল। ২০৮

কাছে দীন ও দীনদারদের কোন কদর ছিল না। এমন কি আশ্বিয়া আলাইহিযুস সালামকে অবমাননা ও হত্যা ইত্যাদি করা পর্যন্ত তাদের বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এর বিপরীতে খৃষ্টান সম্প্রদায় নবীগণের মর্যাদা দানে এতটা বাড়াবাড়ি করে যে, তাদের কতককে খোদা বা খোদার ছেলে পর্যন্ত সাব্যস্ত করে বসে এবং দুনিয়া বর্জনের বাড়াবাড়িতে সন্যাসবাদ অবলম্বন করে নেয়।

২০৭. অর্থাৎ মূল ইন্জিল প্রভৃতি আসমানী কিতাবে এই শিরকী আকীদার কোন অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তীকালে গ্রীক পৌত্তলিকদের অনুসরণে সেন্ট পল এ বিশ্বাসের উদ্ভাবন করে এবং সকলে তা স্বীকার করে নেয় ও অন্তরে তা বদ্ধমূল করে তোলে। এরূপ অন্ধ অনুসরণ দ্বারা মুক্তির আশা করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

২০৮. কি কারণে তারা এমন লা'ন্তে পড়ল : এমনিতে তো সমস্ত আসমানী কিতাবেই কাফিরদের প্রতি লা'নত করা হয়েছে। কিন্তু বনী ইসরাঈলের কাফিররা যখন কুফর ও অবাধ্যতার সীমা ছাড়িয়ে গেল, না কোন অপরাধী কোন প্রকারেই অন্যায় অনাচার হতে নিবৃত্ত হচ্ছিল, না নিরপরাধ ব্যক্তি অপরাধীকে কোনরূপ বাধা প্রদান করছিল; বরং সকলেই দুধ-চিনির মত একত্রে মিলে-মিশে একাকার হয়ে বসবাস করছিল, অন্যায় অশ্লীলতায় নিমজ্জিত ব্যক্তিদের প্রতিকারও কোনরূপ ঘৃণা বা ভুকুঞ্চন পর্যন্ত প্রকাশ পাচ্ছিল না, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.) ও মাসীহ (আ.)-এর জবানীতে তাদের প্রতি লা'নত করেন। অন্যায়-অনাচারে তাদের আত্মপর্থা যেমন সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তেমনি এই মহা মর্যাদাবান নবীদ্বয়ের মাধ্যমে কৃত লা'নতও তাদের জন্য অসাধারণরূপে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছিল। সম্ভবত এই লা'নতেরই ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে অনেককে আকৃতি-প্রকৃতিতে বানর ও শূকরে পরিণত করা হয়। তাদের অভ্যন্তরীণ সে বিকৃতির পরিসর তো এতই সুদূর প্রসারী হয় যে, তাদের মধ্যে বহু লোক আজ মুসলিমগণের বিরোধিতায় মক্কা শরীফের সেই সব মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, যারা ঘোর মূর্তিপূজারী এবং নবুওয়াত ইত্যাদি বিষয়ে চরম মূর্খ, অথচ মুসলিমগণ সমস্ত আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী এবং সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এ সব কিতাবী যদি আল্লাহ, নবী ও ওহীর প্রতি সত্যিই

(৭৭) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
(৮০) تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ۝

৭৯. তারা একে অন্যকে বাধা প্রদান করত না সেই সব মন্দ কাজে, যা তারা করে যাচ্ছিল। ২০৯ তারা যা করত না তা কতই না মন্দ!
৮০. তুমি দেখছ তাদের বহু লোক কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। ২১০ তারা নিজেদের জন্য কতই না মন্দ পাথেয় প্রেরণ করেছে! তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহর গযব পতিত হয়েছে এবং তারা আযাবে হবে স্থায়ী। ২১১

ঈমান থাকত, তবে যে জাতি এ সমুদয়কে পূর্ণাঙ্গভাবে মানে তাদের বিরুদ্ধে মূর্তিপূজারীদের সাথে যোগসাজস করা কি কস্মিনকালেও সম্ভব ছিল। এই চেতনাহীনতা, রুচি বৈকল্য এবং আল্লাহ ওয়ালাদের ছেড়ে প্রতিমা পূজারীদের সাথে বন্ধুত্ব মূলত সেই লা'নত ও অভিশাপেরই কুফল। যা তাদেরকে মহান আল্লাহর মহা অনুগ্রহ হতে শত যোজন দূরে নিষ্ক্ষেপ করেছে। পূর্বের আয়াত সমূহে তাদের বিগত কুফরী কর্ম ও অন্যায়-অপরাধের উল্লেখ পূর্বক দীনের প্রতি খেদ এবং পথভ্রষ্টতার অন্ধ অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, যাতে তারা এখনও নিজেদের অভিশপ্ত তৎপরতা হতে তাওবা করে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার চেষ্টা করে। এ রূকূতে তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করে বলা হয়েছে, হযরত দাউদ (আ.)-ও মাসীহ (আ.)-এর জবানীতে কৃত লা'নতের ক্রিয়া অদ্যাবধি চলছে। আল্লাহ ওয়ালার প্রতি আক্রোশ ও ঘৃণা এবং মূর্খ মুশরিকদের সাথে হৃদ্যতা এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মহান আল্লাহর লা'নতের কারণে তাদের অন্তর সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। এখনও যদি তারা নিজেদের অবস্থা সংশোধন না করেও সত্যের পথ অবলম্বন করে না নেয়, তবে তারা সেই সে কঠিন লা'নতের উপযুক্ত হয়ে যাবে, যা আল্লাহ তা'আলা নবীকূল শিরোমনি হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জবানীতে তাদের উপর বর্ষণ করবেন।

২০৯. ' لَا يَتَنَاهَوْنَ ' -এর দুটি অর্থ হতে পারে। ক. বিরত হতো না (রুহুল-মা'আনী) খ. একে অন্যকে বাধা দিতো না। এটাই প্রসিদ্ধ। যখন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে পাপাচার ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায় এবং বাধা দেওয়ার কেউ থাকে না তখন সর্বগ্রাসী শান্তির আশঙ্কা থাকে।

(৮১) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ۝

(৮২) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

৮১. তারা যদি আল্লাহর নবী এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস রাখত তবে তারা কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। ২১২ কিন্তু তাদের মধ্যে বহু লোক না-ফরমান। ২১৩
৮২. তুমি আর সব মানুষ অপেক্ষা ইয়াহুদী ও মুশরিকাদেরই মুসলিমদের ঘোর দুশমনরূপে পাবে। আর ভালবাসায় তুমি মুসলিমদের সর্বাধিক নিকটতম পাবে তাদেরকে, যারা বলে আমরা নাসারা। এটা এই হেতু যে, তাদের মধ্যে আছে আলিম ও দরবেশ এবং এই হেতু যে, তারা অহংকার করে না।

২১০. কাফির বলতে মুশরিকদের বোঝান হয়েছে। এ আয়াতগুলোর সম্পর্ক মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে। তারা মক্কা শরীফের মুশরিকদের সাথে যোজসাজশ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পায়তারা করেছিল।

২১১. অর্থাৎ তারা মৃত্যুর আগে আখিরাতের জন্য যে কর্ম-সম্পদ প্রেরণ করছে, তা এমন যা তাদেরকে আল্লাহর গণ্য ও স্থায়ী আযাবের উপযুক্ত করে তোলে।

২১২. النَّبِيُّ -দ্বারা কতক তাফসীরবেত্তা হযরত মূসা (আ.)-কে এবং আর কতিপয়ে হযরত নবী করীম (সা.)-কে বুঝিয়েছেন। অর্থ এই যে, ওই সব ইয়াহুদীর যদি বাস্তবিকই হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যতা ও শিক্ষামালায় বিশ্বাস থাকত, তবে হযরত মূসা (আ.) যার আগমণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, সেই আখেরী নবীর বিরুদ্ধে তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করতো না, অথবা তারা যদি নবী করীম (সা.)-এর প্রতি নিষ্ঠাবান বিশ্বাস স্থাপন করতো তবে ইসলামের মুশমনদের সাথে যোগসাজশ করার মত অপতৎপরতা তাদের দ্বারা সংঘটিত হত না। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হিসেবে আয়াতের সম্পর্ক ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের সাথে।

২১৩. মহান আল্লাহর এবং তাদের নিজেদের স্বীকৃত নবীর অবাধ্যতা করতে করতে এই অবস্থা হয়ে গেছে যে, এখন তারা তাওহীদ পন্থীদের উপর মুশরিকদের

(১৩) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

(১৪) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنظْمُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝

(১৫) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْبِحْسَنِ ۝

(১৬) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

৮৩. তারা যখন রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা শোনে, তখন তুমি দেখবে তারা যে সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছে তজ্জন্য তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত হয়। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই তুমি সাক্ষ্য দানকারীগণের মাঝে আমাদের লিখে নাও।

৮৪. আর কী হয়েছে আমাদের যে, আমরা আল্লাহর এবং যে সত্য আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে তার প্রতি ঈমান আনব না? অথচ আমরা আশা করি আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎকর্ম পরায়ণগণের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

৮৫. অনন্তর তাদের এ কথার জন্য আল্লাহ তাদেরকে বিনিময় দিয়েছেন বেহেশত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। তারা তাতেই চিরদিন থাকবে। আর এটাই সৎকর্মপরায়ণগণের পুরস্কার।

৮৬. আর যারা অবিশ্বাসী হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই জাহান্নামবাসী। ২১৪

প্রাধান্য দেয়। আফসোস! আজ আমরা বহু নামধারী মুসলিমগণের অবস্থাও দেখছি তারা মুসলিম ও কাফিরদের মুকাবিলার সময় কাফিরদেরকে বন্ধু মনে করে এবং তাদেরই সমর্থন ও সহযোগিতা করে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মনের অপকৃষ্টতা এবং কর্মের আবিলতা হতে রক্ষা করুন।

২১৪. ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমনীতে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে মুশরিক ও ইয়াহুদীরা ৪ এ আয়াত সমূহে ঘোষিত হয়েছে যে, কেবল ইসলাম ও মুসলিমগণের

প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষই ছিল মুশরিকদের সাথে ইয়াহুদীদের বন্ধুত্বের কারণ। নবী করীম (সা.)-যে সব জাতির বেশি মুখোমুখি হয়েছিলেন তাদের মধ্যে যথাক্রমে ইয়াহুদী ও মুশরিক। এ সম্প্রদায় দু'টিই ইসলাম ও মুসলিম জাতির ঘোর শত্রু ছিল। মক্কা শরীফের মুশরিকের যুল্ নির্যাতনের কথা তো সূর্যালোকের মত সুস্পষ্ট। কিন্তু অভিশপ্ত ইয়াহুদীরাও এমন কোন ইতর কর্ম নেই যা করেনি। অতর্কিত পাথর নিক্ষেপ করে তারা প্রিয় নবী (সা.)-কে শহীদ করতে উদ্যত হয়েছে, তাঁর খাবারে বিষ মিশিয়েছে, যাদু-টোনা করেছে, মোটকথা তারা উপর্যুপরি ক্রোধ ও অভিশাপ কুড়াতে থেকেছে। এর বিপরীতে খৃষ্টান সম্প্রদায় যদিও কুফরে লিপ্ত ছিল এবং ইসলামের নামে তাদের অন্তর্দাহ হত ও মুসলিমগণের উত্থান ছিল তাদের চোখে কাটাতুল্য, তথাপি, সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তাদের উপরোক্ত সম্প্রদায় দু'টি অপেক্ষা বেশি ছিল। ইসলাম ও মুসলিমগণের ভালবাসার প্রতি তাদের অন্তর অপেক্ষাকৃত শীঘ্র আকৃষ্ট হত। এর কারণ, তখনও পর্যন্ত অন্যান্য জাতি অপেক্ষা খৃষ্টানদের মাঝে দীনী জ্ঞানের চর্চা বেশী ছিল। নিজ তরীকা অনুসারে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও সন্যাসীসূলভ জীবন যাপনকারীদের সংখ্যা তাদের মধ্যে তখনও বেশ ছিল। বিণয় ও কোমলমতিত্ব ছিল তাদের বিশেষ গুণ। এসব বৈশিষ্ট্য কোন জাতির মাঝে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকলে তার অনিবার্য ফলশ্রুতি এটাই হওয়া উচিত যে, তাদের মাঝে সত্য গ্রহণ ও সাধারণত তিনটি জিনিসই বাধা হয়ে দাঁড়ায়; অজ্ঞানতা, পার্থিব জীবনে আসক্তি কিংবা হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি। খৃষ্টান সম্প্রদায়ে 'কিস্‌সীসীন' (পাদ্রী) শ্রেণীর কারণে অজ্ঞানতা তুলনামূলক কম ছিল, 'রুহ্বান' (সংসার-বিরাগী যাজক)-দের প্রচেষ্টায় বিষয়াসক্তি হ্রাস পেত এবং কোমলমতিত্ব ও বিণয় স্বভাবের কারণে হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি তীব্র হয়ে উঠতে পারত না। কাজেই, রোমান কাইজার, মিসরের মুকাওকিস ও আবিসিনিয়ার নাজ্জাসীর কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রিসালাত-বার্তা পৌঁছলে তাঁরা যে আচরণ করেছিলেন সেটাই এর সাক্ষ্য বহন করে যে, তখন অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা খৃষ্টানদের মাঝে সত্য গ্রহণ ও মুসলিম-প্রীতির যোগ্যতা বেশি ছিল। মক্কা শরীফের মুশরিকদের যুল্ম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদল সাহাবী যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং মুশরিকরা সেখানেও সম্রাট নাজ্জাসীর দরবারে প্রোপাগান্ডা চালাতে কসূর করেনি। একদিন সম্রাট মুসলিমগণকে ডেকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কেও তাদের আকীদা জানতে চান। হযরত জা'ফর (রা.) সূরা মারইয়ামের কয়েকটি আয়াত তিলওয়াত করে নিজ আকীদা-বিশ্বাসের দ্ব্যর্থহীন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সম্রাট তাতে খুবই অভিভূত হয়ে পড়েন এবং তিনি স্বীকার করেন যে, কুরআনে হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে আকীদা বিশ্বাস যা ব্যক্ত করা হয়েছে তাই সঠিক ও বাস্তব সম্মত। তিনি পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী স্বীকার

(১৭) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .

(১৮) كُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ .

৮৭. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে উপাদেয় বস্তুসমূহ হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করো না এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের পসন্দ করেন না।

৮৮. এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু দান করেছেন তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহ্কে ভয় করে চল, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। ২১৫

করে নেন যে, রাসূলে কারীম (সা.)-ই সর্বশেষ নবী। কাহিনী অনেক দীর্ঘ। শেষ পর্যন্ত হিজরতের কয়েক বছর পর সত্তর জন খৃষ্টান নও মুসলিম সম্বলিত একটি প্রতিনিধিদলকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। এসব লোক মদীনায় পৌঁছে কুরআন মাজীদে শ্রবণাস্বাদন দ্বারা ভীষণ প্রভাবিত হন। মহান আল্লাহর কালাম শুনে তাদের ক্রন্দন আর বাঁধ মানে না। তাদের চোখে ছিল অশ্রুধারা, মুখে رَبَّنَا 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরই অবস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরদ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সকল খৃষ্টানের অবস্থা তুলে ধরা হয়নি এবং এ কথা জানানো হয়নি যে, সর্বকালে খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও মুশরিকদের সাথে ইসলাম ও মুসলিম জাতির সম্পর্ক অনুরূপই থাকবে। আজ যারা নিজেদের খৃষ্টবাদী বলে পরিচয় দেয় তাদের মধ্যে সেই রকম পাদ্রী, পুরোহিত ও বিগীত স্বভাবের কতজন আছে? এমন কতজন পাওয়া যাবে, কুরআনের বাণী শুনে যাদের চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে? ... ذَلِكَ بَأْنُ مِنْهُمْ قَيْسِيْن -এর মাঝে বন্ধুত্বের যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছিল, তাই যখন নিরুদ্দেশ তখন তার কার্য অর্থাৎ বন্ধুত্ব বজায় থাকে কী করে? মোট কথা, নবী যুগের খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও মুশরিকদের যে বৈশিষ্ট্য আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে তা যখন যেখানে যতটুকু পাওয়া যাবে, সেই অনুযায়ীই তাদের সাথে ইসলাম ও মুসলিম জাতির বন্ধুত্ব বর্তাবে।

২১৫. মুসলিমের জীবন ভারসাম্যপূর্ণ যেমন ইসলামের আইন-কানুনও ৪ সূরার শুরুতে অঙ্গীকার পূরণে গুরুত্বারোপের পর হালাল হারাম সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। সে প্রসঙ্গে বিশেষ সম্পর্কক্রমে, যা সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহে আমরা উল্লেখ করেছি, অন্যান্য উপকারী বিষয়বস্তুর আলোচনা এসে যায়। 'الشئ بالشئ يذكر' 'কথায় কথা

আসে'। সে সব প্রাসঙ্গিক আলোচনা শেষ করে এ পারার প্রথম রুকু হতে আবার মূল আলোচ্য বিষয়ে পুনরাবর্তন করা হয়েছে। কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো, পূর্ববর্তী রুকুতে যে বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে, তার সাথেও বক্ষ্যমান রুকুর আলোচনা পুরোপুরিভাবে সম্পৃক্ত। পূর্ববর্তী রুকুতে ইয়াহুদী-নাসারার যে সব দোষ তুলে ধরা হয়েছিল, বোদ্ধাদের কাছে তার সারকথা ছিল দু'টি বিষয়। অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক মোহ ও ভোগাসক্তি এবং অবৈধ পন্থায় অর্থোপার্জনের পরিণতিতে ইয়াহুদীরা দীনের ব্যাপারে অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি করে শেষ পর্যন্ত বৈরাগ্যের স্তরে গিয়ে উপনীত হয়। তাদের সে বৈরাগ্য, যাকে সত্যিকার অর্থে দীনদারী বা আধ্যাত্মিকতার বদহজমী বলা উচিত, নিঃসন্দেহে নিয়্যাত ও মূল লক্ষ্যের বিচারে এক পর্যায়ে প্রশংসনীয় হতে পারত, যে কারণে **ذَلِكَ بَأْنٌ مِنْهُمْ قَيْسِيْنٌ وَرَهْبَانًا** -কে এক রকম প্রশংসার দৃষ্টিতেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ রকম বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস ছিল সেই মহান লক্ষ্য ও কুদরতী কানূনের পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ, যা বিশ্ব-স্রষ্টা জগত সৃষ্টির মাঝে নিহিত রেখেছিলেন কাজেই, যে বিশ্বজনীন ধর্ম স্থায়ীভাবে সমগ্র মানব জাতির উভয় জাগতিক সাফল্য এবং জীবন ও মরণোত্তর পর্বের বিনির্মাণের যিচ্ছাদার হয়ে এসেছে তার জন্য এরূপ ভিত্তিহীন ও স্বকপোলকল্পিত উপাসনা রীতির কঠোর সমালোচনা একান্ত জরুরী ছিল। মানবতার উন্নতির প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে কুরআন মাজীদ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে যেমন সার্বজনীন, ভারসাম্যমান ও স্বভাবজাত শিক্ষা প্রদান করেছে, আর কোন আসমানী কিতাব আজ পর্যন্ত তেমনটি পেশ করতে পারেনি। এ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণকে স্পষ্টভাবে বারণ করে দিয়েছেন যে, সে যেন কোন হালাল ও উপাদেয় খাবারকে বিশ্বাস বা কার্যতভাবে নিজের উপর হারাম সাব্যস্ত না করে। এতটুকু নয়, বরং তাদেরকে মহান আল্লাহর সৃজিত হালাল ও উপাদেয় নি'আমতরাজি উপভোগ করতে উৎসাহিত করেছে, তবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'টি শর্তের সাথে। (ক) সীমালংঘন করা যাবে না; (খ) তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতি অবলম্বন করে চলতে হবে। সীমালংঘনের দু'টি অর্থ হতে পারে। হালাল বস্তুর সাথে হারাম বস্তুর মত আচরণ করা এবং খৃষ্টানদের মত বৈরাগ্যে লিপ্ত হয়ে পড়া কিংবা উপাদেয় ও সুস্বাদু বস্তুর উপভোগে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া। এমন কি ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে ইয়াহুদীদের মত পার্থিব জীবনকেই লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেওয়া। মোদাকথা, বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্যের মাঝখানে একটা ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করা উচিত। না পার্থিব ভোগ-বিলাসে ডুবে যাওয়ার অনুমতি আছে, আর না বৈরাগ্যের পন্থাবলম্বনে বৈধ ও উপাদেয় বস্তু পরিত্যাগের অবকাশ। বৈরাগ্যের বিশেষণ আমরা এ কারণে যোগ করেছি যে, অনেক সময় দৈহিক বা আত্মিক পরিশোধনের লক্ষ্য সাময়িকভাবে কোন কোন বৈধবস্তু পরিত্যাগ করতে হয়। এটা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া

(১৭৭) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَاةُ رَأَى أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

৮৯. তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে ধরেন না, ২১৬ কিন্তু, তোমরা যে শপথ দৃঢ়রূপে সংঘটিত কর তজ্জন্য তিনি তোমাদেরকে ধরেন। কাজেই, এর কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরণের আহাৰ্য দান যা তোমরা নিজ পরিজনদের খেতে দাও। ২১৭ অথবা দশজন দরিদ্রকে বস্ত্র দান ২১৮ কিংবা একজন গোলাম আযাদ করা। ২১৯ এবং যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন রোযা রাখা। ২২০ এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, যখন তোমরা শপথ করে বস। এবং নিজেদের শপথ রক্ষা কর। ২২১ এ ভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধান বিবৃত করেন, যাতে তোমরা কৃজ্ঞতা স্বীকার কর। ২২২

মুসলিমগণ তাকওয়া অবলম্বনের জন্য আদিষ্ট। তাকওয়া অর্থ মহান আল্লাহকে ভয় করে নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ পরিহার করে চলা। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনেক সময় কোন কোন বৈধ বস্তুর ব্যবহার মানুষকে হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ বৈধ বিষয়গুলো শপথ ও প্রতিজ্ঞা কিংবা ইবাদতরূপে নয়, বরং সতর্কতামূলকভাবে কেউ যদি বৈধত্বের বিশ্বাস অটুট রেখে কোন কোন সময় কার্যত পরিহার করে তবে সেটা বৈরাগ্য নয়, বরং তাকওয়ারূপে গণ্য হবে। হাদীসে আছে لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ إِنْ يَكُونُ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذْرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ তাবত মুত্তাকীর স্তরে পৌঁছতে পারবে না, যাবত না সে অসুবিধাজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ার ভয়ে এমন বিষয় ও পরিহার করে চলবে যাতে মূলত কোন অসুবিধা নেই (তিরমিযী)। মোদাকথা, সীমালংঘন পরিহার ও তাকওয়া অবলম্বনের শর্ত বজায় রেখে যে কোন প্রকার উপাদেয় বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ মু'মিনের রয়েছে। তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতির দুয়ার উন্মুক্ত।

২১৬. অর্থাৎ ইজজীবনে তার কোন কাফ্ফারা নেই, যেমন যু'ন আকিদা (ভবিষ্যতের কোন কাজ করা না করার ইচ্ছাকৃত শপথ) এর ক্ষেত্রে কাফ্ফারা আছে। 'لغو' তথা নিরর্থক শপথের ব্যাখ্যা দ্বিতীয় পারার শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে। উপরে

(৭০) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

৯০. হে মু'মিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা ও পাশা ২২৩ সবই অপবিত্র, শয়তানের কাজ। কাজেই এগুলো পরিহার কর, যাতে তোমরা মুক্তি পাস। ২২৪

বৈধ বস্তু নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে আলোচনা ছিল। শপথও যেহেতু নিষিদ্ধ করণের একটি পদ্ধতি। তাই এ স্থলে শপথের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে।

২১৭. অর্থাৎ শপথ ভাঙার পর এর কাফ্যারা দেওয়া হবে। আহায্য দানের ক্ষেত্রে এ ইখতিয়ার আছে যে, ইচ্ছা করলে দশজন দরিদ্রকে বাড়ীতে বসিয়েও খাওয়াতে পারে, আর ইচ্ছা করলে ফিতরা-র সমপরিমাণ খাদ্য দ্রব্য বা তার মূল্য এক একজন দরিদ্রের মাঝে বন্টন করতে পারে।

২১৮. শরীরের অধিকাংশ ঢেকে যায়-এ পরিমাণ বস্ত্র, যেমন এক জোড়া জামা-পায়জামা বা লুথীগ ও চাদর।

২১৯. একজন গোলাম আযাদ করা। এতে মু'মিন হওয়ার শর্ত নেই।

২২০. অর্থাৎ একাধারে তিন দিন রোযা রাখবে। সামর্থ্য না থাকার অর্থ নেসাবের মালিক না হওয়া (রুহুল-মা'আনী)।

২২১. শপথ রক্ষার অর্থ নিষ্প্রয়োজনে কথায় কথায় শপথ না করা। এ অভ্যাস ভাল নয়। আর শপথ করে ফেললে যথাসাধ্য তা পূর্ণ করা কর্তব্য। কোন কারণে ভেঙে ফেললে কাফ্যারা আদায় জরুরী। এসবগুলো শপথ রক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

২২২. এটা কতবড় অনুগ্রহ যে, আমরা উপাদেয় বস্তু পরিহার করতে চাইলে। তিনি তা নিষেধ করে দিয়েছেন। আবার কেউ ভুলে শপথের মাধ্যমে কোন উত্তম বস্তু নিজের উপর নিষিদ্ধ করে ফেললে শপথ রক্ষার সাথে তা হালাল করার পন্থাও বাতলে দিয়েছেন।

২২৩. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ -এর ব্যাখ্যা এ সূরারই শুরুতে
তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

২২৪. মদ পানের নিষেধাজ্ঞা ৪ মদ সম্পর্কে এ আয়াতের পূর্বে কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল। সর্বপ্রথম নাযিল হয় يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ لَّوْكَ أَنْتُمْ وَأَنْتُمْ لَكُمْ نَفْعٌ فِيهِمَا
করে। বলুন, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু

(১১) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْرِ وَالْيُسْرِ وَيَصْذَكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝

৯১. শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে মহান আল্লাহর যিক্র ও সালাত হতে ফিরিয়ে রাখতেই চায়। কাজেই তোমরা কি নিবৃত্ত হবে? ২২৫

এর পাপ উপকার অপেক্ষা বেশি (বাকারা : ২১৯) এ আয়াতে মদ হারাম হওয়ার প্রতি যদিও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু মদ্যপান ত্যাগ করার সরাসরি আদেশ যেহেতু ছিল না, তাই হযরত উমর (রা.) বললেন, **اللهم بين لنا بينا شافيا** 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য বিষয়টি পুরোপুরি বর্ণনা করুন। তখন দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয় **بَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا** 'হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না (নিসা : ৪৩)। এ আয়াতেও মদ পানের কোন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই, যদিও নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সালাত আদায় নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য এটা এ কথার ইঙ্গিত করছিল যে, শীঘ্রই মদ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আরবে মদ পানের রেওয়াজ চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। এটা সহসা ছেড়ে দেওয়া তাদের অবস্থানুযায়ী সহজসাধ্য ছিল না। তাই, অত্যন্ত প্রজ্ঞাজনোচিতভাবে পর্যায়ক্রমে প্রথমে তাদের অন্তরে এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আস্তে আস্তে নিষেধাজ্ঞার বিধানটি তাদের জন্য অনায়াসসাধ্য করে তোলা হয়েছে। কাজেই, হযরত উমর (রা.) দ্বিতীয় আয়াতটি শুনেও পূর্বের মত বললেন, **اللهم بين لنا بينا شافيا** অবশেষে সূরা মায়িদার বক্ষ্যমান আয়াতসমূহ নাযিল হয়। এতে স্পষ্টভাবে প্রতিমা পূজার মত এ ঘৃণ্য বস্তু ও পরিহার করতে আদেশ করা হয়েছে। হযরত উমর (রা.) আয়াত সমূহের শেষ অংশ **فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ** (তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?) শোনামাত্রই চিৎকার করে উঠলেন, **إنتهينا** (আমরা নিবৃত্ত হলাম, নিবৃত্ত হলাম)। তখন প্রত্যেকে মদের মটকা ভেঙে ফেলল। গুঁড়িখানা ধ্বংস করে দিল। মদীনার অলিগলিতে পানির মত মদের ঢল বয়ে গেল। সমগ্র আরব এ ঘৃণ্য পানীয় পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহর মা'রেফাত এবং নববী আনুগত্য ও মহব্বতের শরাবান তাহরা পানে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সমস্ত অনিষ্টের উৎসমূল এ মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর জিহাদ এমনই ফলপ্রসূ হল যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহর কুদরত দেখুন আল-কুরআন এতদিন পূর্বে এত কঠোরভাবে যে বস্তু নিষিদ্ধ করেছিল, এতদিন পর সবচে বড় মদ্যপ দেশ আমেরিকা ইত্যাদি বৃহৎ শক্তিবর্গ তার ক্ষতিকারিতা ও অনিষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছে। আল্লাহরই সকল প্রশংসা।

(৭২) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ
عَلِمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

(৭৩) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا
مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

৯২. এবং তোমরা আল্লাহর আদেশ মান ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান আর সাবধান হয়ে চল, যদি তোমরা বিমূখ হও, তবে জেনে রেখ আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া। ২২৬
৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা পূর্বে যা আহার করেছে তজ্জন্য তাদের কোন পাপ নেই, যদি তারা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে যায় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারপর ভয় করে চলে ও ঈমান রাখে, তারপর ভয় করে চলে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন। ২২৭

২২৫. মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার কারণ ৪ মদ পানের কারণে বুদ্ধি-বিবেক আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে অনেক সময় মদখোর উন্মাদ হয়ে যায় এবং তখন নিজেরাই বিবাদ কলহ শুরু করে দেয়। এমন কি কখনও নেশার ঘোর কেটে যাওয়ার পরও সে দ্বন্ধের রেশ বাকি থেকে যায়। পরিণামে স্থায়ী শত্রুতার সূত্রপাত ঘটে। জুয়ারও এ একই অবস্থা, বরং কিছু বেশীই। হারজিতের কারণে তাতে প্রচণ্ড মারামারি ও অনর্থের সৃষ্টি হয়ে যায়। এভাবে শয়তান তার দূরভিসন্ধি চরিতার্থ করার দারুন সুযোগ পেয়ে যায়। এ তো ছিল বাহ্য ক্ষতির দিক। আর এর অভ্যন্তরীণ ক্ষতি এই যে, মানুষ এসবে লিপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদত-বন্দেগী হতে বিলকুল গাফিল হয়ে পড়ে। চাম্বুস দর্শন ও অভিজ্ঞতা এর সাক্ষী। দাবা খেলোয়াড়দেরকেই দেখুন না, সালাত আদায় আর কি, পানাহার ও ঘর-বাড়ীও কোন খবর থাকে না। এসব বস্তু যখন এত কিছু বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ ক্ষতির উৎস তখন একজন মুসলিম কী এসব পরিহার না করে পারে?

২২৬. কোন জিনিসের উপকার ক্ষতি যদি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে নাও পার, তবুও মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অবশ্যই তা'মীল কর। আইন অমান্য কখনই করো না। অন্যথায় আমার নবী তো মহান আল্লাহর বিধানাবলী স্পষ্টভাবে

তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেনই, অমান্য করার পরিণাম কী হবে তা নিজেরাই চিন্তা করে দেখ।

২২৭. শানে নুযূল ও দার্শনিক পর্যালোচনা ৪ বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, মদ হারাম করার আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহুর রাসূল! যারা নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার আগে মদ পান করেছেন এবং সে অবস্থায়ই ইত্তিকাল করেছেন তাদের কী অবস্থা হবে? উহদের যুদ্ধে কোন কোন সাহাবী মদপান করার পর শরীক হয়েছিলেন এবং পেটে মদ থাকা অবস্থায়ই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের সে প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত সমূহ নাযিল হয়। শাদ্দিক ব্যাপকতা এবং অপরাপর বর্ণনা দৃষ্টে এ আয়াতসমূহের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, যে ব্যক্তি ঈমান ও সৎকর্মের অধিকারী, তা সে জীবিত হোক কি মৃত তারা কোন বস্তু বৈধ থাকা অবস্থায় পানাহার করলে তাতে দোষ নেই। বিশেষত তারা যখন জীবনের সর্বাবস্থায় তাকওয়া ও ঈমানের গুণে বিভূষিত থাকে এবং এ গুণে পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাভ করতে থাকে এমন কি ঈমান ও তাকওয়ার স্তরসমূহ অতিক্রম করতে করতে এক সময় ইহসান-এর স্তরে গিয়ে উপনীত হয়। একজন মু'মিনের পক্ষে ইহসান হলো রুহানী উৎকর্ষের সর্বশেষ মনযিল। সেখানে পৌঁছলে আল্লাহু পাক তাঁর সাথে বিশেষ ভালবাসা স্থাপন করেন। হাদীসে জিব্রীল নামক প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে 'الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه' ইহসান হলো তুমি এভাবে মহান আল্লাহুর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। কাজেই, যে পবিত্রতাত্মা সাহাবীগণ ঈমান ও তাকওয়ার উপর জীবন যাপন ও ইহসানের স্তরে উন্নতি লাভ করার পর মহান আল্লাহুর রাহে শহীদ হয়ে গেছেন, তাঁদের সম্পর্কে এরূপ শোবা-সন্দেহের প্রশ্ন দেওয়ার কোনই সুযোগ নেই যে, তারা এমন এক বস্তু ব্যবহার করা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, যা এখন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞগণ লেখেন, তাকওয়া তথা দীনী দিক থেকে ক্ষতিকারক বিষয় সমূহ হতে বেঁচে থাকার কয়েকটি স্তর আছে। আবার ঈমান ও প্রত্যয়ের স্তর সমূহেও শক্তি ও দুর্বলতার দৃষ্টিতে পার্থক্য রয়েছে। অভিজ্ঞতা ও কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা দ্বারা প্রমাণিত যে, মানুষ মহান আল্লাহুর যিক্র, ফিক্র সৎকর্ম ও মহান আল্লাহুর পথে জিহাদের মাঝে যে পরিমাণ উৎকর্ষতা লাভ করে সে অনুপাতেই মহান আল্লাহুর ভয় ও তাঁর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি দ্বারা তার অন্তর সমাকীর্ণ এবং তার ঈমান ও প্রত্যয়ে দৃঢ়তা লাভ হতে থাকে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও তাকওয়ার পুনরাবৃত্তি দ্বারা মহান আল্লাহুর পথে অভিযাত্রার শেষ মনযিল 'ইহসান' ও তার ফলাফলের কথাও জ্ঞাপন করা হয়েছে। যে সকল সাহাবী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাদের সম্পর্কে একটি সাধারণ মূলনীতি বর্ণনাপূর্বক এমন ভাষায় জবাব দেওয়া হয়েছে, যদ্বারা তাদের ফযীলত ও মর্যাদার প্রতি সূক্ষ্ম ইশারাও হয়ে গেছে। হাদীসের ভান্ডার অনুসন্ধান করলে

দেখা যায় দু'টি জায়গাই এমন আছে যেখানে সাহাবায়ে কিরাম এই প্রকারের প্রশ্ন করেছিলেন। তার একটি তো এই মদপানের নিষেধাজ্ঞা। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলেন তাঁরা কিব্লা পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁরা বলেছিলেন, হে রাসূল! যারা কিব্লা পরিবর্তনের আদেশ নাযিল হওয়ার আগেই ইত্তিকাল করেছেন কা'বামুখী হয়ে এক ওয়াক্ত সালাতও আদায় করতে পারেনি তাদের সালাত সমূহের কী অবস্থা হবে? জবাবে নাযিল হয়েছে **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُفٌ رَحِيمٌ** আল্লাহ তোমাদের ঈমান ব্যর্থ করার নন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়াদ্র, পরম দয়ালু' (বাকারা : ১৪৩) চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এই দুটি বিষয়ই এমন ছিল যে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে অত্যন্ত পরিস্কার কিছু লক্ষণ ও ইশারা ইঙ্গিত বর্তমান ছিল, যার প্রতি লক্ষ্য করে সাহাবায়ে কিরাম প্রতিটি মুহূর্তে সুস্পষ্ট নির্দেশ নাযিল হওয়ার জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। মদ সম্পর্কে আমরা ক্ষণিক পূর্বে এরূপ কতিপয় রিওয়াযাত উদ্ধৃত করে এসেছি যদ্বারা আমাদের এ দাবী সম্পর্কে প্রয়োজনেরও বেশি প্রমাণ মেলে। কিব্লা পরিবর্তন সম্পর্কে দ্বিতীয় পারার শুরুতে একটি আয়াত হচ্ছে **قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا** আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি। কাজেই, আপনাকে এমন কিব্লার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা আপনি পসন্দ করেন (বাকারা : ১৪৪)। এ আয়াতে জানা যায়, প্রিয় নবী (সা.) নিরন্তর প্রতীক্ষামান ছিলেন কখন কিব্লা পরিবর্তনের আদেশ আসবে। বলাবাহুল্য, এরূপ স্পষ্ট অবস্থা সাহাবায়ে কিরামের অজানা থাকতে পারে না। তাই তো দেখি যখন এক ব্যক্তি কোন এক মহল্লার মসজিদে গিয়ে কিব্লা পরিবর্তনের আদেশ ঘোষণা করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই একটি মাত্র লোকের সংবাদের ভিত্তিতে সমস্ত মুসুল্লী বাইতুল মুকাদাস যে কিব্লা, তা তাদের অকাট্যভাবে জানা ছিল, ব্যক্তি বিশেষ সংবাদ যেহেতু সন্দেহযুক্ত (ظنى) হয় তাই তা অকাট্য বিষয়ের রহিতকারী হতে পারে না। তাই উসূল শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের সংবাদ যেহেতু সত্যতার বহুবিধ লক্ষণ দ্বারা আকীর্ণ ছিল, তাই তাকে অকাট্য মনে করা হয়েছে। কাজেই যে সব লক্ষণ অকাট্যভাবে জ্ঞাপন করছিল যে, মদের নিষিদ্ধতাও কিব্লা পরিবর্তন সম্পর্কিত আদেশ আজ হোক, কাল হোক অবশ্যই নাযিল হবে, তা যেন এক হিসেবে আদেশ নাযিল হওয়ার আগেই সাহাবায়ে কিরামকে মহান আল্লাহর মর্যাদা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে অবহিত করা হয়েছিল। কাজেই, এ দু'টি বিষয়ে আদেশ নাযিল হওয়ার আগের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তাতে বিস্ময়বোধের কিছু নেই, বিশেষত মদের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত **وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا** (এর পাপ এর উপকার অপেক্ষা গুরুতর) ইত্যাদির মাঝে বর্তমান ছিল।

(৯৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

৯৪. হে মু'মিনগণ! তোমাদের হাত ও তোমাদের বর্শা যে শিকার স্পর্শ করে তদ্বরা আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, ২২৮ যাতে আল্লাহ জানতে পারেন কে তাঁকে না দেখে ভয় করে। ২২৯ কাজেই, যে কেউ এরপর সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

২২৮. ইহরাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য ৪ পূর্বের রুকূতে উক্ত বস্তু নিষিদ্ধকরণ ও সীমালংঘন হতে বিরত থাকার আদেশ দানের পর এমন কতিপয় বস্তু পরিহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা স্থায়ীভাবে হারাম। এ রুকূতে স্থায়ীভাবে হারাম নয় এমন কিছু জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এগুলোর নিষিদ্ধতা বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে সীমিত, যেমন ইহরাম অবস্থায় শিকার করা। বলা হয়েছে, মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগত বান্দাদের জন্য এটা শিকার করা। বলা হয়েছে, মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগত বান্দাদের জন্য এটা একটা পরীক্ষা যে, ইহরাম অবস্থায় যখন শিকার জন্তু তার সামনে থাকে এবং অতি সহজেই সে তা ধরতে বা মারতে পারে, তখন এমন কে আছে, যে আল্লাহকে না দেখেই ভয় করে ও তাঁর আদেশ পালনে রত হয় এবং সীমালংঘন তথা আদেশ অমান্য করা শাস্তিকে প্রচণ্ড ভয় করে। 'আসহাবুস-সাব্ত' (শনিবার সংশ্লিষ্ট জাতি)-এর ঘটনা সূরা বাকারায় বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শুধু শনিবারে মাছ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তারা প্রতারণাও ছল চাতুরীর সাথে সে আদেশ লংঘন করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর চরম লাঞ্ছনাকর শাস্তি নাযিল করেন। অনুরূপভাবে ইহরাম অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মদীরও ক্ষানিকটা পরীক্ষা গ্রহণ করলেন। হুদাইবিয়ায় যখন এ আদেশ নাযিল হয়, তখন ধারে কাছেই বিপুল পরিমাণ শিকার জন্তু ছিল। ইচ্ছা করলেই হাতে ধরা বা শরবিদ্ধ করা যেত। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীগণ প্রমাণ করে দেখালেন মহান আল্লাহর পরীক্ষায় দুনিয়ার আর কোন জাতি তাদের সমান কৃতকার্য হতে পারেনি।

২২৯. 'لِيَعْلَمَ اللَّهُ' শব্দ দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তা হলে মহান আল্লাহর জ্ঞানও কি এমন যা এক সময় ছিল না পরে অর্জিত হয়েছে? এর নিরসণকল্পে দ্বিতীয় পারার শুরুতে 'إِنَّا لَنَعْلَمُ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ' -এর টীকায় যে আলোচনা করা হয়েছে তা দ্রষ্টব্য।

(৯৫) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بِلِغَةِ
الْكُتُبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ
هُ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
الْإِنْتِقَامِ ۝

৯৫. হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা ইহরামে থাক তখন কোনও শিকার বধ
করো না। ২৩০ তোমাদের মধ্যে কেউ জেনেশুনে তা বধ করলে ২৩১ তার
বিনিময় হলো, সে যা বধ করেছে তার অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যা
নির্ণয় করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক এভাবে যে সে
বদলী জন্তুকে নজরানারূপে কা'বা পর্যন্ত পৌঁছানো হবে। অথবা তার
উপর কাফ্ফারা আরোপিত হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান কিংবা সমসংখ্যক
রোযা। যাতে যে আপন কৃতকর্মের সাজা ভোগ করে। ২৩২ যা কিছু হয়ে
গেছে তা আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। ২৩৩ আর কেউ পুনরাবৃত্তি
করলে আল্লাহ তার প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত প্রতিশোধ
গ্রহণকারী। ২৩৪

২৩০. এ সম্পর্কিত কতিপয় বিধান সূরা মায়িদার শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।

২৩১. জেনেশুনে বধ করার অর্থ নিজের ইহরাম অবস্থা এবং এ অবস্থায় শিকারের
নিষেধাজ্ঞা মনে থাকা সত্ত্বেও শিকার করা। এস্থলে শুধু জেনেশুনে শিকার করলে
তখনকার বিধান বলা হয়েছে যে তার সে কাজের বিনিময় দিতে হবে, আর আল্লাহ
পাক যে শাস্তি দান করবেন, যে তো স্বতন্ত্র রয়েছেই, যেমন ইরশাদ হয়েছে وَمَنْ عَادَ
فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ 'কেউ পুনরাবৃত্তি করলে আল্লাহ পাক তাকে শাস্তি দিবেন'। আর যদি
কেউ ভুলবশত শিকার করে, তবে তারও বদলা একই, তবে আল্লাহ পাক তার শাস্তি
মওকুফ করবেন।

২৩২. ইহরাম অবস্থায় শিকারের মাসআলা ৪ হানাফী মাযহাবে মাসআলা হলো,
ইহরাম অবস্থায় কেউ শিকার জন্তু ধরলে তা ছেড়ে দেওয়া ওয়াযিব। মেরে ফেললে
দু'জন বিবেচক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং সে মূল্যের
গুরু, হাগল, উট ইত্যাদি কোন পশু কিনে কা'বার নিকট অর্থাৎ হারাম এলাকার
ভিতরে নিয়ে যবেহ করতে হবে। তার গোশত নিজে খাওয়া যাবে না। সে মূল্যের

(৯৬) أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

(৯৭) جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

৯৬. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাবার হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও মুসাফিরদের উপকারার্থে। এবং তোমরা যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাক ততক্ষণ তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হারাম করা হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নিকট তোমরা একত্র হবে। ২৩৫

৯৭. আল্লাহ্ সম্মানিত গৃহ কা'বাকে মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠার উপায় বানিয়েছেন এবং পবিত্র মাসসমূহ, কা'বার নযরানা স্বরূপ কুরবাণীর পশু ও গলায় মালা পরিহিত অবস্থায় কা'বার উদ্দেশ্যে বাহিত পশুকেও। ২৩৬ এটা এই হেতু যে, তোমরা যেন জানতে পার, আল্লাহ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই জানেন। এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত। ২৩৭

খাদ্যশস্য কিনে দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করলেও চলবে কিংবা যতজন দরিদ্রের মাঝে তা বন্টন করা যেত সে পরিমাণ রোযাও রাখা যেতে পারে।

২৩৩. অর্থাৎ আদেশ নাযিলের আগে বা প্রাক-ইসলামী যুগে কেউ এ কাজ করে থাকলে তজ্জন্য আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, অথচ ইসলামের আগেও আরবগণ ইহরাম অবস্থায় শিকার কার্যকে অন্যায় মনে করত, যে হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ অযৌক্তিক ছিল না যে, তোমাদের ধারণায় যে কাজ অপরাধ ছিল তা করলে কেন?

২৩৪. অর্থাৎ কোন অপরাধী তাঁর হাত থেকে পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং ইনসাফ ও সামগ্রিক কল্যাণ দৃষ্টে যে অপরাধ শাস্তিযোগ্য আল্লাহ্ পাক তা ক্ষমাও করবেন না।

২৩৫. হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, ইহরাম অবস্থায় সমুদ্রের শিকার অর্থাৎ মাছ হালাল আর সমুদ্রের খাবার অর্থাৎ যে মাছ পানি থেকে আলাদা হয়ে মরে গেছে,

সে শিকার করেনি তাও হালাল। আল্লাহু তা'আলা বলেছেন, তোমাদের উপকারার্থে এ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পাছে কেউ মনে করে বসে এটা হজ্জের বদৌলতে হালাল হয়েছে, তাই যোগ করে দিয়েছেন অপরাপর মুসাফিরদের জন্যও। মাছ পুকুরে থাকলেও তা সমুদ্রেরই শিকার বলে গণ্য। এ তো ইহুরাম অবস্থায় শিকারের বিধান জানা গেল। ইহুরাম অবস্থায় লক্ষ্য থাকে মক্কা মুকাররমা। এ নগরী ও এর আশেপাশে সর্বদাই শিকার জন্তু বধ নিষিদ্ধ, এমন কি তাকে তাড়ানো বা ভড়কানোও।

২৩৬. পবিত্র কা'বার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য : কা'বা শরীফ ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় দিক থেকেই মানুষের প্রতিষ্ঠার উপায়। হজ্জ ও উমরা এমন দু'টি ইবাদত যা সরাসরি কা'বার সাথে সম্পৃক্ত। সালাতের জন্যও কা'বার দিকে মুখ করা শর্ত। এভাবে কা'বা মানুষের ধর্মীয় বিষয়াদি প্রতিষ্ঠার উপায় হল। তারপর হজ্জ ইত্যাদির মওসুমে সমগ্র বিশ্বের লাখ লাখ মুসলিম যখন সেখানে সমবেত হয়, তখন নানারকম ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক, চারিত্রিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। আল্লাহু তা'আলা যে স্থানকে 'حرم امن' 'নিরাপদ ও পবিত্র স্থান' বানিয়েছেন। ফলে মানুষই নয়, বরং পশু-পক্ষী পর্যন্ত সেখানে নিরাপত্তা লাভ করে। প্রাক-ইসলামী যুগে, যখন রক্তপাত ও হানাহানি একটা মা'মুলী বিষয় ছিল, তখনও একজন মানুষ সেখানে তার পিতার ঘাতককে পর্যন্ত কিছু বলতে পারত না। বৈষয়িক দিক থেকে মানুষ এটা দেখে বিশ্বয় বিমূঢ় হয়ে যায় যে, এ তরুলতাহীণ প্রান্তরে কোথেকে এত বিপুল পরিমাণ পানাহার সামগ্রী ও উৎকৃষ্টমানের ফল-মূলের সমাহার ঘটে। এসব কিছুই 'قِيَامًا لِلنَّاسِ' -এর ফলশ্রুতি। সব চেয়ে বড় কথা হলো মহান আল্লাহুর জ্ঞানে পূর্বেই এটা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে, বিশ্ব মানবতার জন্য সার্বজনীন ও স্থায়ী হিদায়াতের ফলুধারা এখান থেকেই উৎসারিত হবে এবং মানব জাতির মহান সংস্কারক দোজাহানের সরদার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহু (সা.)-এর বাসভূমি হওয়ার মহা মর্যাদা বিশ্ব জগতের মধ্যে কেবল এস্থানের পবিত্র মাটিই লাভ করবে। এসব দিকে লক্ষ্য করেও কা'বাকে 'قِيَامًا لِلنَّاسِ' বলা যেতে পারে। কেননা, কা'বা বিশ্ব মানবতার জন্য নৈতিক পরিশোধন, আধ্যাত্মিক পূর্ণতা বিধান ও হিদায়াতের জ্ঞান রশ্মির কেন্দ্রবিন্দু। কোন জিনিসেরই প্রতিষ্ঠাতার কেন্দ্রবিন্দু ছাড়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া বিদগ্ধ সত্য-সম্বাদীদের মতে 'قِيَامًا لِلنَّاسِ' -এর অর্থ এই যে, কা'বা শরীফের অস্তিত্বই নিখিল বিশ্বের প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার ওয়াসিলা। যতদিন কা'বাগৃহ ও তার মর্যাদা রক্ষাকারীদের অস্তিত্ব থাকবে নিখিল বিশ্বও ততদিন থাকবে অস্তিত্বমান, যে দিন বিশ্বজগতকে ধ্বংস করাই হবে মহান আল্লাহুর ইচ্ছা, সে দিন এই 'বাইতুল্লাহু' নামক পবিত্র স্থানকেই সর্বাঙ্গে তুলে নেওয়া হবে, যেমন জগত-সৃজনের সূচনাও হয়েছিল এ গৃহের নির্মাণ দ্বারা। ইরশাদ হয়েছে إِنِّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ বুখারী মক্কা শরীফে অবস্থিত গৃহকেই মানুষের জন্য সর্বপ্রথম স্থাপিত করা হয়।' বুখারী শরীফের হাদীসে আছে (যুস- সাবীকাতাইন নামক) এক কৃষ্ণাঙ্গ কা'বা গৃহের পাথর

(৭৮) اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ০

৯৮. জেনে রাখ, আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২৩৮

একটি একটি করে উৎপাটিত করবে। বিশ্ব-জগতকে যতদিন বিদ্যমান রাখা মহান আল্লাহর কাম্য হবে, ততদিন যত বড় শক্তিধরই হোক, কারও পক্ষে কা'বাকে ধ্বংস করার মত কদর্য অভিপ্রেত চরিতার্থ করা সম্ভব হবে না। 'আসহাবে ফীল' বা হস্তিবাহিনীর ঘটনা কে না শুনেছে? তারপরও প্রত্যেক যুগে কত জাতি ও কত ব্যক্তি এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং করে চলেছে, কিন্তু এটা মহান আল্লাহর সংরক্ষণ ও ইসলামের সত্যতার এক বিস্ময়কর নিদর্শন যে, বাহ্য কোন উপকরণ ও ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও তাদের কেউ সে ইবলিসী দূরভিসন্ধীতে সফলকাম হতে পারেনি এবং হতেও পারবে না। হাঁ, কা'বার ইমারত ধ্বংস করার পথে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না, তখন মনে করতে হবে বিশ্ব-বিনাশের ফরমানও এসে গেছে। দুনিয়ার সরকারগুলোও নিজ রাজধানী ও রাজ প্রাসাদ রক্ষা করার জন্য হাজার হাজার সৈন্য কোরবাণী দেয়, কিন্তু সরকার নিজেই যদি কখনও রাজ প্রাসাদ সংস্কার বা স্থানান্তর করতে চায় তখন সাধারণ শ্রমিক দ্বারাই তা ভেঙে ফেলার কার্যসাধন করা হয়। সম্ভবত, ইমাম বুখারী (র.) এ জন্যই **باب جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس** এর অনুষ্টেদে 'যুস্ সাবীকাতাইন'-এর হাদীস উদ্ধৃত করে **قيام للناس**-এর ওই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন, যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি (আমাদের উস্তাদ ও এই তরজমাকারী হযরত শায়খুল-হিন্দ (র.) বুখারী শরীফের দরসে এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন)। মোদাকথা, আলোচ্য আয়াতে ইহরামকারীর বিধান বর্ণনা করার পর কা'বা শরীফের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য তুলে ধরা উদ্দেশ্য। তারপর কা'বা ও ইহরামের সামঞ্জস্যে নিষিদ্ধ মাস, হাদই ও কালাইদের কথাও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, এ সূরাই শুরুতে **غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ**-এর সাথে **لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدًى وَلَا الْقُلُودَ** কেও যোগ করে দেওয়া হয়েছিল।

২৩৭. অর্থাৎ কা'বা ইত্যাদিকে 'قيام للناس' করার মাঝে যেই পার্থিব ও ধর্মীয় কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে এবং আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিবিরুদ্ধ যেই মহা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা, এ কথার প্রকাশ্য দলীল যে, আসমান ও যমীনে কোন বস্তুই আল্লাহ তা'আলার অসীম জ্ঞানের বাইরে থাকতে পারে না।

২৩৮. অর্থাৎ ইহরাম অবস্থা বা কা'বা ইত্যাদির মর্যাদা সম্পর্কে যে সব বিধান দেওয়া হল, তোমরা যদি স্বেচ্ছায় তার বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে মনে রাখবে মহান

(৯৯) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝
 (১০০) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
 يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
 (১০১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ
 وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ ۚ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۚ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

৯৯. রাসুলের দায়িত্ব পৌছানো বৈ নয়। আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ্যে
 কর এবং যা গোপনে কর। ২৩৯
১০০. বল, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয় যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে
 মুগ্ধ করে। কাজেই আল্লাহকে ভয় করে চল, হে বুদ্ধিমানেরা! যাতে
 তোমরা মুক্তি লাভ কর। ২৪০
১০১. হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না যা তোমাদের
 নিকট প্রকাশ করা হলে তোমাদের মন্দ লাগবে। কুরআন নাযিল
 করার প্রাক্কালে তোমরা যদি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর তবে তোমাদের
 কাছে তা প্রকাশ করা হবে। ২৪১ আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। ২৪২
 আল্লাহ তো ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল।

আল্লাহুর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। আর ভুলে কোন দ্রুতি হয়ে গেলে যদি কাফফারা
 ইত্যাদি দ্বারা তার প্রতিবিধান করে নাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি মহান ক্ষমাশীল ও পরম
 দয়ালু।

২৩৯. মহানবী (সা.) মহান আল্লাহুর বিধান ও বাণী মানুষের নিকট পৌছে দিয়ে
 নিজ দায়িত্ব আদায় করেছেন। ফলে বান্দার উপর মহান আল্লাহুর প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে
 গেছে। এখন তোমরা প্রকাশ্যে গোপনে যেমন কাজই করবে, তা মহান আল্লাহুর
 সামনে। হিসাব-নিকাশকালে তিনি তার বিন্দুটি পর্যন্ত তোমাদের সামনে উপস্থিত
 করবেন।

২৪০. এ রুকু'র পূর্বের রুকু'তে বলা হয়েছিল, উত্তম ও হালাল বস্তুকে হারাম
 সাব্যস্ত করো না; বরং বিধিসম্মতভাবে তা ভোগ কর। সে বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ করার পর
 মদ প্রভৃতি অপবিত্র ও ঘৃণ্য বস্তুর নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করা হয়। সে প্রসঙ্গেই ইহরামেরত
 ব্যক্তির শিকারকে হারাম করা হয়েছে। অর্থাৎ মদ, মৃত জন্তু ইত্যাদি যেমন ঘৃণ্য বস্তু,

ইহুরামরত ব্যক্তির শিকারকেও তদ্রূপ মনে কর। ইহুরামের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করার পর এবার সতর্ক করা হয়েছে যে, ভাল ও মন্দ বস্তু কখনও এক সমান হতে পারে না। অল্প বস্তু যদি ভাল ও হালাল হয়, তা বিস্তর মন্দ ও হারাম বস্তু অপেক্ষা উত্তম। বুদ্ধিমানের উচিত হামেশা উত্তম ও হালাল বস্তু গ্রহণ করা; ঘৃণ্য ও হারাম বস্তু যত বেশী ও মনমুগ্ধকরই হোক না কেন তার দিকে ভ্রক্ষেপও না করা।

২৪১. শরীয়াতের বিধানে যা স্পষ্ট নয় সে সম্পর্কে অনর্থক প্রশ্ন করো না :
পূর্বে রুকু'র সারকথা ছিল দীনী বিধানে বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য হতে বাধা দেওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ পাক যে পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন তা নিজের উপর হারাম সাব্যস্ত করো না। আর যেসব বস্তু ঘৃণ্য ও হারাম, তা হারাম স্থায়ীভাবেই হোক, কিংবা বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ সময়ে, তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক। এ আয়াত সমূহে সতর্ক করা হয়েছে যে, শরী'আত যা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেনি, সে সম্পর্কে অনর্থক ও নিষ্প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করো না। বৈধাবৈধ করণ সম্পর্কে বিধানদাতার স্পষ্ট উক্তি যেমন হিদায়াত ও ব্যুৎপত্তির ওয়াসীলা, তেমনি তার নিরবতাও রহমত ও সুবিধার মাধ্যম। আল্লাহুর তা'আলা তাঁর অপার জ্ঞান ও প্রজ্ঞাক্রমে যে বস্তু বৈধ বা অবৈধ করেছেন তা চিরদিনের জন্য বৈধ বা অবৈধ হয়ে গেছে আর যে বিষয়ে নীরব থেকেছেন তার মাঝে সুযোগ ও প্রশস্ততা রয়ে গেছে। মুজতাহিদ উলামায়ে কিরাম তাতে ইজতিহাদ করার সুযোগ পেয়েছেন। আমরা তা করা, না করার ব্যাপারে আযাদ রয়ে গেছি। এখন যদি এরূপ বিষয়ে অনর্থক খোঁড়াখুঁড়ি ও প্রশ্নোত্তরের দরজা খুলে দেওয়া হয়, আর এদিকে কুরআন মাজীদও অবতরণমান এবং বিধান প্রদানের দ্বারও উন্মোচিত, তা হলে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে প্রশ্নের উত্তরে এমন কোন বিধান নাযিল করা হবে যারপর যদরূপ তোমাদের এ স্বাধীনতা এবং ইজতিহাদের সুযোগ আর থাকবে না। তখন যে জিনিস নিজেরা চেয়ে এনেছ, তা যদি পালন করতে না পার, তবে লজ্জার শেষ থাকবে না। মহান আল্লাহুর চিরায়ত নীতি এরূপই প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিষয়ে যখন অতিরিক্ত প্রশ্ন ও খোঁড়াখুঁড়ি করা হয় এবং অর্থহীন সম্ভাবনা ও ফাঁক-ফোকড় বের করা হয়, তখন ওদিক থেকে কঠোরতাও বৃদ্ধি পায়। কেননা, এরূপ প্রশ্নমালা দ্বারা এটাই ফুটে ওঠে যে, প্রশ্নকর্তাদের নিজেদের উপর আস্থা আছে যে বিধানই দেওয়া হবে, তা পালনের জন্য তারা সর্বতোভাবে প্রস্তুত। বান্দার নিজ দূর্বলতা ও মুখাপেক্ষিতা দৃষ্টে এরূপ দাবী কখনই সমীচীন নয়। তথাপি এ দাবীর কারণে সে এর উপযুক্ত হয়ে যায় যে, উপর থেকে বিধানে কিছুটা কঠোরতা আরোপ করা হবে এবং সে নিজেকে যতটা যোগ্য জাহির করবে সে অনুযায়ী পরীক্ষাও ততটা কঠিন করে দেওয়া হবে। কাজেই গরু যবেহু সংক্রান্ত বণী ইসরাঈলের ঘটনায় এমনই হয়েছিল। হাদীসে আছে, নবী

(১.২) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۝

১০২. তোমাদের পূর্বে এক সম্প্রদায় এমন বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল, অনন্তর তারা তদ্বারা প্রত্যাখ্যানকারী হয়ে যায়। ২৪৩

করীম (সা.) ইরশাদ করেন, হে মানুষ! মহান আল্লাহ্ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূল! প্রতি বছর? তিনি বললেন: আমি 'হা' বললে, প্রতি বছরই ফরয হয়ে যেত, কিন্তু তখন তোমাদের পক্ষে আদায় করা সম্ভব হতো না। আমি যে বিষয়ে তোমাদের স্বাধীন ছেড়ে দেই, তোমরাও যে বিষয়ে আমাকে ছেড়ে দাও। আরেক হাদীসে, ইরশাদ করেন মুসলিমগণের মধ্যে সেই ব্যক্তি বড়ই অপরাধী যার প্রশ্নের কারণে এমন জিনিস হারাম হয়ে যায়, যা পূর্বে হারাম ছিল না। মোদাকথা, এ আয়াত শরঈ বিধানাবলী সম্পর্কে এরূপ অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক জিজ্ঞাসাপত্রের দ্বার রুদ্ধ করে। বাকি যে সব হাদীসে আছে, কতিপয় লোক নবী করীম (সা.)-এর কাছে খুঁটিনাটি বিষয়ে অর্থহীন প্রশ্ন করত এবং তাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করা হয়, সে সব হাদীস আমাদের বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। আমরা **أَشْيَاءَ** -এর 'اشياء' -শব্দকে ব্যাপক মনে করি, যা বিধি-বিধান ও ঘটনাবলী উভয়কেই শামিল করে। অনুরূপ **تَسْؤَلُكُمْ** 'মন্দ লাগা-এটাও ব্যাপক অর্থ সম্বলিত। অর্থ হবে এই যে, বিধি-বিধান ও ঘটনাবলী কোনও বিষয়েই তোমরা অনর্থক প্রশ্ন করবে না। কেননা, অসম্ভব নয় যে জবাব দেওয়া হবে, তা তোমাদের ভাল লাগবে না। যেমন কোন কঠিন বিধান আসল, কিংবা কোন শর্ত বৃদ্ধি করা হল, অথবা এমন কোন ঘটনা প্রকাশ পেল যদ্বারা তোমাদের সম্মান নষ্ট হল কিংবা অন্ততপক্ষে সে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের কারণে তোমাদেরকে তিরস্কার করা হল। এসবই **تَسْؤَلُكُمْ** -এর অন্তর্ভুক্ত। বাকি প্রয়োজনীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা বা কোন প্রমাণভিত্তিক সন্দেহ নিরসণার্থে প্রশ্ন করা দোষণীয় নয়।

২৪২. এর অর্থ হয়ত এই যে, আল্লাহ্ পাক সে সব বিষয়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি যখন যে বিষয়ে কোন বিধান দেননি, তখন মানুষ সে সম্পর্কে স্বাধীন। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে কোন ধরপাকড় করবেন না। উসূলে ফিকহের কোন কোন ইমাম এরই থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, সব কিছু মূলত বৈধ। অথবা এর অর্থ তোমরা পূর্বে এরূপ অর্থহীন যত প্রশ্ন করেছ তা আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে সতর্ক থেক।

২৪৩. সহীহ হাদীসে আছে পূর্বকার জাতিসমূহ অতিরিক্ত প্রশ্ন ও নবীগণের সঙ্গে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে।

(১.৩) مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ
وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

১০৩. আল্লাহ কোন বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হামী নির্দিষ্ট করেননি, কিন্তু কাফিররা আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশেরই কাণ্ডজ্ঞান নেই। ২৪৪

২৪৪. বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হামী ৪ এগুলো সব প্রাক-ইসলামী যুগের রসম-রেওয়াজ ও নিদর্শনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত জিনিস। এর ব্যাখ্যায় তাফসীর বেত্তাগণের যথেষ্ট মতভেদ। এর প্রত্যেকটি শব্দের ব্যবহার বিভিন্ন অবস্থার উপরও হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা সহীহ বুখারী হতে শুধু হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায্যাব (রা.)-এর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি।

বাহীরা ৪ ওই পশু-যার দুধ তারা প্রতিমাদের নামে উৎসর্গ করত, নিজেরা ব্যবহার করত না।

সাইবা ৪ যে পশু প্রতিমাদের নামে আমাদের কালের ষাঁড়ের মত ছেড়ে দেওয়া হত।

ওয়াসীলা ৪ ওই উটনী, যা অনবরত মাদী বাচ্ছা প্রসব করে। মাঝখানে একটিও নর শাবকের জন্ম দেয় না। একেও তারা প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত।

হামী ৪ এমন নর উট যা সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় সংগম করেছে। একেও তারা দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিত।

এক তো এগুলো ছিল শিরকের নিদর্শন। সেই সঙ্গে যেই পশুর গোশত বা দুধ কিংবা যাকে সাওয়ারী ইত্যাদির কাজে লাগানো আল্লাহর পাক বৈধ করেছেন তার বৈধাবৈধের বিষয়ে নিজেদের পক্ষ হতে শর্তারোপ করা যেন নিজেদেরকে বিধানদাতার সমপর্যায়ভুক্ত জ্ঞান করারই নামান্তর। এর উপরও বড় যুল্মের কথা ছিল এই যে, নিজেদের এই অংশীবাদীমূলক রসম-রেওয়াজকে তারা মহান আল্লাহর সত্ত্বাষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করত। এরই জবাব দেওয়া হয়েছে যে, এসব কুসংস্কার কখনই আল্লাহ তা'আলা স্থির করেননি। তাদের পূর্ব পুরুষেরা মহান আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করেছিল। সেটাকেই অধিকাংশ কাণ্ডজ্ঞানহীন আম-লোকে কবুল করে নেয়। মোটকথা, এস্থলে সতর্ক করা হয়েছে যে, নিষ্প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে শরঈ বিধানকে কঠিন করে তোলা যেমন গুরুতর অপরাধ, তার চেয়ে শতগুণ বড় অপরাধ বিধানদাতার আদেশ ব্যতিরেকে কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীমত কোন জিনিসের বৈধাবৈধ নিরূপণ করা।

(১.৫) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

(১.৫) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۖ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

১০৪. আর তাদের যখন বলা হয় তোমরা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তা তাদের বাপ-দাদারা কিছু না জানলেও এবং তারা সঠিক পথ না পেলেও কি তারা এরূপ করবে? ২৪৫

১০৫. হে মু'মিনগণ! তোমাদের কর্তব্য আপন প্রাণের চিন্তা করা। তোমরা সুপথে থাকলে যারা প্রথলষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ২৪৬ তোমাদের সকলকে আল্লাহরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তারপর তিনি তোমাদের অবহিত করবেন যা কিছু তোমরা করতে। ২৪৭

২৪৫. অজ্ঞ লোকদের সবচে বড় দলীল এটাই হয়ে থাকে যে, যে কাজ বাপ-দাদার আমল হতে চলে আসছে তার বিপরীত কী রূপে করা যায়? তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ, নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতার কারণে যদি ধ্বংস গহবরে গিয়ে পতিত হয়, তবু কি তোমরা তাদেরই পথে চলবে? হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, বাপের সম্পর্কে যদি জানা থাকে সে হক পন্থী ও ইল্মের অধিকারী ছিল, তবে তার পথ অনুসরণ করবে, অন্যথায় সেটা পরিত্যাজ্য। অর্থাৎ কারও অন্ধ অনুসরণ তা যেমনই হোক এটা কখনই জাযিয নয়।

২৪৬. অর্থাৎ এত কিছু উপদেশ আদেশ সত্ত্বেও কাফিররা যদি অংশীবাদীমূলক রসম-রেওয়াজ এবং বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুকরণ হতে নিবৃত্ত না হয়, তবে তোমরা বেশী দুঃখ করো না। কারও পথভ্রষ্টতা দ্বারা তোমাদের কিছু ক্ষতি হবে না, যদি তোমরা সরল পথে থাক। সরল পথ তো এটাই যে, মানুষ ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করবে, নিজে মন্দ কাজ হতে বিরত থাকবে অন্যকেও বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তবু যদি তারা বিরত না হয় তাতে তার কোন ক্ষতি নেই। আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা বোঝা নিতান্তই ভুল যে, এক ব্যক্তি যদি নিজের নামায রোযা ঠিক রাখে, তবে 'আম্র বিল-মা'রুফ' না করলেও কোন ক্ষতি নেই। 'امتداد' (সরল পথে

(১.৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَيْنِ مِمَّنْ غَيْرُكُمْ إِنِ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُن بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةً ۗ اللَّهُ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْإِثْمَيْنِ ۝

১০৬. হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে কারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অসিয়্যতকালে তোমাদের মাঝে সাক্ষী হবে তোমাদের মধ্য হতে^{২৪৮} নির্ভরযোগ্য দুই ব্যক্তি^{২৪৯} অথবা তোমাদের ছাড়া অন্যদের থেকে^{২৫০} দুই ব্যক্তি, যদি তোমরা দেশে সফররত থাক এবং সে অবস্থায় তোমাদের উপর মৃত্যু বিপদ উপনীত হয়। তোমরা তাদের দু'জনকে সালাতের পর^{২৫১} দাঁড় করাবে। তোমরা যদি সন্দেহ কর, তারা আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে, আমরা কসমের বদলে অর্থ গ্রহণ করি না- যদিও কারও সাথে আমাদের আত্মীয়তা থাকে এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করি না। অন্যথায় আমরা অবশ্যই পাপিষ্ট।^{২৫২}

থাকা) শব্দের মাঝে সৎকাজের আদেশসহ যাবতীয় দায়িত্ব কর্তব্য শামিল। এ আয়াতে বক্তব্যের লক্ষ্য যদিও বাহ্যত মুসলিমগণের দিকে, কিন্তু এর দ্বারা সে সব কাফিরদেরও সতর্ক করা উদ্দেশ্য যারা বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণে বদ্ধপরিকর। অর্থাৎ তোমাদের বাপ-দাদা যদি সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে থাকে, তবে জেনেগুনে তাদের অনুসরণে তোমরা কেন নিজেদের ধ্বংস করছ? তাদের ছেড়ে দিয়ে তোমরা নিজেদের পরিণাম চিন্তা কর। লাভ-লোকসান বুঝতে চেষ্টা কর। বাপ-দাদা যদি পথভ্রষ্ট এবং তাদের সন্তানবর্গ তাদের বিপরীতে সৎপথপ্রাপ্ত হয় তবে পূর্বপুরুষের এ বিরোধিতা তাদের জন্য মোটেই ক্ষতিকারক হবে না। কোন অবস্থাতেই বাপ দাদার পথের বাইরে পা রাখা যাবে না, রাখলে নাক কাটা যাবে এটা একটা অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা। বুদ্ধিমানের উচিত নিজ পরিণাম চিন্তা করা। পূর্ব-পরের সকলেই যখন মহান আল্লাহর সামনে একত্র হবে তখন প্রত্যেকেই নিজ কর্ম ও পরিণতি দেখতে পাবে।

২৪৭. অর্থাৎ যে পথভ্রষ্ট ও যে পথপ্রাপ্ত সকলেরই ভাল-মন্দ কর্ম ও তার ফলাফল সামনে উপস্থিত করা হবে।

(১০৭) فَإِنْ عَذَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّٰ إِثْمًا فَأَخْرَجَ يَقُومُونَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَٰئِينَ فَيَقْسِمُونَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِلَّا إِذَا لَيْنَ الظَّالِمِينَ ۝

১০৭. যদি জানা যায় তারা উভয়ে সত্য কথা গোপন করেছে তবে তাদের জায়গায় যাদের হক গোপন করা হয়েছে তাদের মধ্য হতে মৃত ব্যক্তির সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ দুই ব্যক্তি দাঁড়াবে। ২৫৩ তারা মহান আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে, পূর্ববর্তীদের সাক্ষ্য অপেক্ষা আমাদের সাক্ষ্য বেশী সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি, নচেত আমরা নিঃসন্দেহে যালিম। ২৫৪

২৪৮. অর্থাৎ এটা উত্তম। বাকি যদি দু'জন না হয় বা নির্ভরযোগ্য না হয়, তবু 'ওসী' বানানো যেতে পারে। এস্থলে সাক্ষী দ্বারা 'ওসী' বোঝান হয়েছে। তার স্বীকারজ্ঞি ও বক্তব্য দানকে সাক্ষ্য বলা হয়েছে।

২৪৯. অর্থাৎ মুসলিমগণের মধ্য হতে।

২৫০. অর্থাৎ অমুসলিমগণের মধ্য হতে।

২৫১. অর্থাৎ সালাতুল আসরের পর। এটা লোক সমাবেশ ও দু'আ কবুলের সময়। হয়ত ভয়ে মিথ্যা শপথ হতে বিরত থাকবে। অথবা যে কোন সালাতান্তে কিংবা ওসীর ধর্মানুযায়ী সালাতের পর।

২৫২. অর্থাৎ মহান আল্লাহর সামনে যখন সকলকেই যেতে হবে তখন আগেই সব কাজ ঠিকঠাক করে নাও। তারই মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো জরুরী বিষয়ে ওসিয়্যত ও তদুসংশ্লিষ্ট কাজ কর্ম। আলোচ্য আয়াতসমূহে ওসিয়্যতের উৎকৃষ্টতম তরীকা বাতলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুকালে যদি কাউকে নিজের অর্থ-সম্পত্তির দায়িত্ব দিয়ে যায়, তবে দু'জন মুসলিমকে সাক্ষী রেখে যাওয়া ভাল। যদি মুসলিম না পাওয়া যায় যেমন সফর ইত্যাদি অবস্থায় এমন হয়ে পড়ে, তা হলে দু'জন কাফিরকেই 'ওসী' বানাবে। তারপর তাদের সম্পর্কে যদি ওয়ারিসদের সন্দেহ হয় যে, তারা কোন সম্পত্তি গোপন করেছে কিন্তু তারা তাদের দাবীর পক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে পারছে না, তখন তারা দু'জনে শপথ করে বলবে, আমরা কিছু গোপন করিনি এবং কোন স্বার্থ বা আত্মীয়তার কারণে আমরা মিথ্যা বলতে পানি না; বললে গুনাহগার হব।

২৫৩. একজন হলেও দোষ নেই।

(১০৮) ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تَرُدَّ اَيْمَانُۙ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْۤا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

১০৮. এতে আশা করা যায় তারা যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তারা ভয় করবে যে, আমাদের শপথ তাদের শপথের পর উল্টে যাবে। ২৫৫ এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও শুনে রাখ; আল্লাহ না-ফরমানদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন না। ২৫৬

২৫৪. অর্থাৎ কোন আলামত ও লক্ষণ দ্বারা যদি জানা যায় ওসীদের শপথ মিথ্যা এবং শরী'আত সম্মত সাক্ষ্য দ্বারা তারা নিজেদের সত্যতা প্রমাণ করতে সমর্থ না হয়, তবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে এই মর্মে শপথ করানো হবে যে, ওসীদের দাবীর যথার্থতা সম্পর্কে তাদের কিছু জানা নেই এবং তাদের সাক্ষ্য ওসীদের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

এ আয়াত সমূহের শানে নুযূল এই যে, বুদাইল নামক এক মুসলিম তামীম ও আদী নামক দু'জন খৃষ্টানের সাথে বাণিজ্য ব্যাপদেশে সিরিয়া যায়। সেখানে পৌঁছার পর বুদাইল অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে তার অর্থ সম্পত্তির একটি তালিকা লিখে মালামালের মধ্যে রেখে দেয়। সঙ্গীদ্বয়কে সে এর কিছুই অবগত করেনি। রোগ যখন তীব্রাকার ধারণ করে তখন সে সঙ্গীদ্বয়কে বলল, আমার যাবতীয় মালামাল ওয়ারিসদের কাছে পৌঁছে দিও। তারা সে মতে সব মাল এনে ওয়ারিসদের নিকট হস্তান্তর করল। কিন্তু সোনার কারুকাজ করা একটি রূপার পেয়ালা তারা সরিয়ে রাখল। মালামালের মধ্যে ওয়ারিসরা উপরুক্ত তালিকাটি পেয়ে গেল। তারা ওসীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করল, মৃত ব্যক্তি কি তার কোন মাল বিক্রয় করেছে কিংবা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে চিকিৎসা ইত্যাদিতে কিছু ব্যয় হয়ে গেছে কি? তারা নেতিবাচক উত্তর দিল। শেষ পর্যন্ত রাসূলে করীম (র.)-এর নিকট মামলা রুজু হল। ওয়ারিসদের কিছু সাক্ষী প্রমাণ না থাকায় খৃষ্টানদ্বয় হতে এই মর্মে শপথ নেওয়া হল যে, তারা মৃত ব্যক্তির মালামালে কোন প্রকার খিয়ানত করেনি এবং তারা কোন কিছু লুকোয়নি। শপথের ভিত্তিতে তাদের পক্ষেই রায় দেওয়া হল। কিছুদিন পর তথ্য পাওয়া গেল তারা মক্কা শরীফের জনৈক স্বর্ণকারের কাছে পেয়ালাটি বিক্রয় করে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলল, আমরা মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে এটি কিনে নিয়েছিলাম, কিন্তু সে সম্পর্কে কোন সাক্ষী না থাকায় প্রথমে আমরা এর উল্লেখ করিনি-পাছে আমাদের মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হয়। ওয়ারিসরা পুনরায় নবী করীম (সা.)-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করল। এবার পূর্বাবস্থার বিপরীতে ওসীদ্বয় ক্রয় সম্পর্কে বাদী এবং ওয়ারিসগণ

(১.৯) يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِئِنَّكَ أَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

১০৯. যে দিন আল্লাহ রাসূলগণকে একত্র করবেন তারপর বলবেন, তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? ২৫৭ তারা বলবে, আমাদের জানা নেই, ২৫৮ তুমিই তো অদৃশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞাতা।

বিবাদী হল। সাক্ষী না থাকায় মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতম দু'জন ওয়ারিস শপথ করল যে, পেয়ালাটি মৃত ব্যক্তির মালিকানায় ছিল। খৃস্টান দু'জন মিথ্যা শপথ করেছে। কাজেই যে মূল্যে তারা পেয়ালাটি বিক্রয় করেছিল, অর্থাৎ এক হাজার দিরহাম, তা ওয়ারিসদের পরিশোধ করা হল।

২৫৫. অর্থাৎ ওয়ারিসদের সন্দেহ হলে শপথ নেওয়ার বিধান রয়েছে। যাতে শপথের ভয়ে প্রথমেই মিথ্যা বলতে ক্ষান্ত হয়। তারপর তাদের কথা মিথ্যা প্রকাশ পেলে ওয়ারিসগণ শপথ করবে। এটাও এই জন্য যে, তারা যাতে শপথের মাঝে প্রতারণা না করতে পারে। কারণ, তাদের ভয় থাকবে যে, আমাদের শপথ উল্টিয়ে দেওয়া হতে পারে। (মুযিহুল কুরআন)।

২৫৬. আল্লাহর না-ফরমানী যে করে শেষ পর্যন্ত সে লজ্জিতই হয়, সত্যিকারের সাফল্যের মুখ দর্শন সে করতে পারে না।

২৫৭. হাশরের মাঠে সমস্ত উম্মাতের সামনে নবীগণকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা দুনিয়ায় যখন এদের সামনে সত্যের বাণী নিয়ে গিয়েছিলে তখন তারা কী জবাব দিয়েছিল এবং আল্লাহর ডাকে কি রকম সাড়া দিয়েছিল? পূর্বের রুকূতে বলা হয়েছিল, আল্লাহর কাছে যাওয়ার আগে ওসিয়্যত ইত্যাদির মাধ্যমে এখানকার ব্যবস্থাপনা ঠিক করে নিও। এবার বলা হয়েছে পরলোকের জবাবদেহীর জন্য প্রস্তুত থাক।

২৫৮. 'লা-ইল্‌মা লানা' এর ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য : হাশরের ভয়াল দিনে যখন মহা প্রতাপশালী আল্লাহর চরম রূদ্ররূপের প্রকাশ ঘটবে, বড় বড় ব্যক্তিদেরও যখন হুঁশ থাকবে না এবং উচ্চস্তরের নবীগণের মুখে শুধু ধ্বনিত হবে, হায় আমার কী হবে! হায় আমার কী হবে!! তখন প্রচণ্ড ভয় ও ত্রাসে আল্লাহ তা'আলার প্রশ্নের জবাবে 'لَا عِلْمَ لَنَا' 'আমরা কিছু জানি না' ছাড়া আর কিছু বলতে পারবে না। অবশেষে নবী করীম

(১১০) إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ مَرَّ إِذْ أَيْدَتْكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِأِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِأِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

১১০. যখন আল্লাহ বলবেন, ২৫৯ হে মারইয়াম তনয় ইসা! স্মরণ কর তোমার প্রতি ও তোমার মায়ের প্রতি আমার অনুগ্রহের কথা, ২৬০ যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্য করি, তুমি কোলে থাকা অবস্থায় ও অধিক বয়সকালে মানুষের সাথে কথা বলতে। আর আমি যখন তোমাকে শিক্ষা দান করি কিতাব, রহস্য কথা, তাওরাত ও ইন্জীল। এবং যখন তুমি কর্দম দ্বারা প্রাণীর আকৃতি তৈরী করতে, তারপর আমার নির্দেশে তাতে ফুক দিতে, ফলে আমার হুকুমে তা হয়ে যেত উড়ন্ত পাখী। এবং তুমি আমার হুকুমে জন্মান্ন ও কুষ্ঠরুগীকে ভাল করে দিতে। এবং যখন আমার নির্দেশে তুমি মৃতদেরকে বের করে আনতে। ২৬১ এবং যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে নিবৃত্ত করি, যখন তুমি তাদের নিকট নিদর্শনাবলী নিয়ে আস এবং তাদের মধ্যে যারা কাফির তারা বলতে শুরু করে এটা প্রকাশ্য যাদু বৈ-তো নয়। ২৬২

(সা.)-এর ওয়াসীলায় যখন সকলের প্রতি মহান আল্লাহর রহমত ও কৃপা দৃষ্টি হবে, তখন কিছু বলার হিম্মত হবে। হাসান (র.) মুজাহিদ (র.) প্রমুখ হতে এরূপই বর্ণিত আছে। কিন্তু হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর মতে 'لَا عِلْمَ لَنَا'-এর অর্থ হে আল্লাহ! তোমার পরিপূর্ণ সর্বব্যাপী জ্ঞানের সামনে আমাদের কিছুই জানা নেই। এটা যেন মহান আল্লাহর সঙ্গে আদব ও বিনয়াক্তক জবাব। ইব্ন জুরাইজের (র.) মতে এর অর্থ, আমরা জানি না আমাদের পেছনে তারা কি না কি করেছে। আমরা তো কেবল সেই সব কাজ ও অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারি যেগুলো আমাদের সামনে প্রকাশ্যে হত। পশ্চাতের ও গোপনীয় অবস্থাসমূহের জ্ঞান একমাত্র 'আল্লামুল-গুযুব' (অদৃশ্যের জ্ঞাতা)-ই রাখেন। সামনের রুকূতে হযরত মাসীহ (আ.)-এর জবানীতে যে উত্তর বর্ণনা

করা হয়েছে وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا তদ্বারা শেষোক্ত অর্থই সমর্থিত হয়। সহীহ হাদীসে আছে, হাউযে কাওসারের তীরে প্রিয় নবী (সা.) যখন কতক লোক সম্পর্কে বলবেন, لَا تَذِرُنِي مَا أَحْدَثُوا بِغَدِكَ, -এরা আমার দলের। তখন জবাব দেওয়া হবে, هُوَ لَاءِ أَصْحَابِي -তুমি জান না, তোমার পরে এরা কি সব কাণ্ড করেছে।

২৫৯. সম্ভবত এ গোটা রুকুই পরবর্তী রুকুর ভূমিকা স্বরূপ। অনুগ্রহরাজি স্মরণ করিয়ে দিয়ে সামনের রুকুতে বর্ণিত প্রশ্নটি করা হবে।

২৬০. প্রথম, সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ করা এক হিসেবে মায়ের প্রতিও অনুগ্রহ বটে। দ্বিতীয়, যালিমরা হযরত মারইয়াম সিদ্দীকার উপর যে অপবাদ আরোপ করত, তা হতে তাঁর পূত-পবিত্রতা সম্পর্কে ঈসা (আ.)-কে প্রকাশ্য দলীল বানিয়ে দেন। তাছাড়া মাসীহ (আ.)-তাঁর জন্মের আগে ও পরে হযরত মারইয়ামকে বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী দেখানো হয়, যা তার মনোবল ও আত্মিক প্রশান্তির কারণ হয়। এসব অনুগ্রহ সরাসরি তাঁরই উপর ছিল।

২৬১. ঈসা ইব্ন মারইয়ামের কতিপয় স্পষ্ট মুজিয়া ৪ কোলে বসে তিনি যে কথা বলেন, তার বিবরণ সূরা মারইয়ামে আসবে إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ 'আমি আল্লাহর বান্দা তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন আশ্চর্যের বিষয় খৃস্টানরা হযরত মাসীহ (আ.)-এর 'শৈশবকালীন কথা বলা' সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেনি। অবশ্য এটা উল্লেখ করেছে যে, তিনি বার বছর বয়সে ইয়াহুদীদের সামনে এমন বিজ্ঞ জনোচিত দলীল প্রমাণ পেশ করেন, যা শুনে পণ্ডিতবর্গ নিরুত্তর ও বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যায় এবং শ্লোতাগণ উল্লাসে বাহু বাহু করে ওঠে!

এমনিতে তো আশ্বিয়ায়ে কিরামের সকলেই বরং অনেক মু'মিন সাধারণও আপন আপন অবস্থা অনুযায়ী 'রুহুল-কুদস'-দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হন। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-এর অস্তিত্বতই তো হয়েছিল জিব্রাঈলের ফুক দ্বারা, যদ্বারণ বিশেষ ধরনের প্রকৃতিগত সম্বন্ধ ও সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নবীগণের কতককে কতকের উপর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দান প্রসঙ্গে এর উল্লেখ করা হয়েছে-

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ
وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ - (البقرة)

'রুহের জগতে' 'রুহুল-কুদস'-এর দৃষ্টান্ত বস্তুজগতে বিদ্যুত শক্তির কেন্দ্র সদৃশ মনে করতে পারেন। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্ধারিত পরিচালক নিয়ম অনুসারে যখন বিদ্যুত

চালু করে এবং যে সব বস্তুতে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সংযোগ দেয় তখন মুহূর্তের মধ্যে নিস্তর্র ও থেমে থাকা মেশিনগুলো তীব্র শক্তিতে ঘুরতে থাকে। কোন রোগীর উপর বিদ্যুৎ ক্রিয়া করা হলে তার অবশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও নিখর শিরাগুলো বিদ্যুৎস্পর্শের সাথে সাথে নড়াচড়া শুরু করে দেয় ও তৎপর হয়ে ওঠে। অনেক সময় বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে যাওয়া রোগীর কণ্ঠনালীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হলে বাকশক্তি ফিরে আসে। এমন কি অনেক চরমপন্থী ডাক্তার তো এ পর্যন্ত দাবী করে বসেছে যে, বৈদ্যুতিক শক্তি আরোপ দ্বারা সব রকমের রোগই ভাল করা যেতে পারে (ফারীদ ওয়াজদী, দায়িরাতুল মা'আরিফ)। যখন এ মা'মুলী বস্তু জাগতিক বিদ্যুতেরই এ অবস্থা, তখন চিন্তা করে দেখুন রুহানী জগতের সেই বিদ্যুৎ, যার কেন্দ্র হচ্ছে 'রুহুল-কুদ্স', তাঁর কী পরিমাণ শক্তি থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা রুহুল কুদ্সের সাথে হযরত ঈসা (আ.)-এর মহান সত্তার সম্বন্ধ এমনই এক বিশেষ ধরনের ও বিশেষ নিয়মে স্থাপিত করেছেন, যার বর্হিপ্রকাশ ঘটেছে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ্য বিজয়, জিতেদ্রিয়তা ও জীবনের বিশেষ বিশেষ লক্ষণরূপে। তাঁর 'রুহুল্লাহ' উপাধি, শৈশব, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের একই রকম কথপোকথন, মহান আল্লাহর হুকুমে জীবন সঞ্চারের উপযুক্ত মাটির কায়া তৈরী ও তাতে মহান আল্লাহর হুকুমে জীবাত্মার ফুৎকার, হতাশ ব্যাধিগ্রস্থদেরকে আল্লাহর হুকুমে কোন রকম প্রাকৃতিক আসবাব-উপকরণ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নির্দোষ করে তোলা-এমন কি মৃত লাশের মাঝে মহান আল্লাহর হুকুমের পুনর্বীর আত্মা প্রত্যনয়ন, বণী ইসরাঈলের ঘৃণ্য যড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁর আকাশে উত্তোলন এবং এত সুদীর্ঘ আয়ুর কোন প্রতিক্রিয়া তাঁর পবিত্র জীবনে দেখা না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো সেই বিশেষ সম্পর্ক হতেই সৃষ্ট, যা আল্লাহ তা'আলা বিশেষ ধরণ ও বিশেষ নিয়মে তাঁর ও রুহুল-কুদ্সের মাঝে স্থাপিত করেছেন। প্রত্যেক নবীর সাথেই আল্লাহর তা'আলা কিছু স্বতন্ত্র আচার-আচরণ হয়ে থাকে। তার কারণ ও রহস্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান সেই 'আল্লামুল-গুযুব ই' রাখেন। উলামায়ে কিরামের পরিভাষায় সেই স্বতন্ত্র আচার-আচরণ সমূহই 'শাখাগত শ্রেষ্ঠত্ব' (فضائل جزئية) নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এর দ্বারা কারও সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। উলূহিয়াত (মাবূ'দ হওয়া) প্রমাণ হওয়া তো দূরের কথা।

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ -এর মাঝে 'خلق' শব্দটি কেবল বাহ্য আকার-আকৃতি দৃষ্টেই ব্যবহৃত হয়েছে। নচেৎ প্রকৃত অর্থে খালিক (স্রষ্টা) সেই সত্তা ছাড়া আর কেউ নয়, যিনি 'أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ' শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিতম সুন্দরতম কর্তা। এ কারণেই এস্থলে 'بِأِذْنِي' 'আমার হুকুমে' শব্দটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরা আলে ইমরানে হযরত মাসীহ (আ.)-এর জবানীতে এর পুনরাবৃত্তি করানো হয়েছে। যা হোক এ স্থলে এবং সূরা আলে ইমরানে যে সব অলৌকিক বিষয়কে হযরত মাসীহ (আ.)-এর সাথে

(১১১) وَإِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ اٰمِنُوْا بِرِسُوْلِيْ ۖ قَالُوْا اٰمَنَّا وَاَشْهَدُ
بِاٰثِنَا مُسْلِمُوْنَ ۝

(১১২) اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنْزِلَ
عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(১১৩) قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمِئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا
وَكَوْنُ عَلَیْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

১১১. আর আমি যখন হাওয়ারীদের অন্তরে এই প্রত্যাদেশ করি যে, আমার প্রতি ও আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন, তখন তারা বলে ওঠে, আমরা ঈমান আনলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক আমরা আজ্ঞানুবর্তী।

১১২. যখন হাওয়ারীগণ বলল, হে মারইয়াম তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আকাশ থেকে^{২৬৩} আমাদের প্রতি খাদ্য ভরতি খাঞ্চা অবতীর্ণ করতে পারেন?^{২৬৪} সে বলল, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।^{২৬৫}

১১৩. তারা বলল, আমরা চাই তা হতে আহার করতে এবং যাতে আমাদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায় ও আমরা জানতে পারি যে, তুমি আমাদের সাথে সত্য বলেছ আর আমরা এর উপর সাক্ষী থাকি।^{২৬৬}

সম্পৃক্ত করা হয়েছে, সেগুলোর অস্বীকার বা অপব্যাখ্যা কেবল সেই ধর্মদ্রোহীই করতে পারে, যে মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে নিজ বুদ্ধি ও যুক্তির অধীন মনে করে। বাকি যারা মহান আল্লাহর 'কুদরতী কানুন' শিরোনামের ছত্রচ্ছায়ায় মু'জিয়া ও অলৌকিক ঘটনাবলীকে অস্বীকার করতে চায়, আমি স্বতন্ত্র এক রচনায় তাদের জবাব দিয়েছি। তা পাঠ করলে ইনশা আল্লাহ সব রকমের সংশয়-সন্দেহের নিরসন হবে।

২৬২. অর্থাৎ তারা মু'জিয়া ও অস্বাভাবিক কাজগুলোকে যাদু আখ্যায়িত করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মাসীহকে (আ.) হত্যা করতে মনস্থ করল। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাঁকে আসমানে তুলে নিলেন। এভাবে তিনি ইয়াহুদীদেরকে তাদের ঘৃণ্য অভিপ্রায়ে সফলকাম হওয়া থেকে বিরত রাখতেন।

২৬৩. 'করতে পারেন' এ জন্য বলেছে, তারা জানত না মাসীহ (আ.)-এর খাতিরে ও তাঁর দু'আয় আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য 'অস্বাভাবিক ঘটনা' হিসেবে এরূপ করবেন কি না।

(১১৮) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

১১৮. মারইয়াম তনয় ঈসা বলল, হে আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে একটি ভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ কর, যাতে সে দিনটি আমাদের পূর্বের ও পরবর্তীদের জন্য ঈদ হয়ে থাকে^{২৬৭} এবং তোমার পক্ষ হতে একটি নিদর্শন।^{২৬৮} এবং আমাদেরকে রিযিক দান কর। তুমিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।^{২৬৯}

২৬৪. অর্থাৎ আসমানের দিক হতে বিনা মেহনতে খাদ্য এসে পৌঁছবে। তা জান্নাতেরই খাঞ্চা হতে হবে এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

২৬৫. অর্থাৎ এরূপ অসাধারণ বিষয় যাচনা করে মহান আল্লাহকে পরীক্ষা করা মু'মিন বান্দার পক্ষে শোভনীয় নয়। তা তাঁর পক্ষ হতে যতই অনুগ্রহ প্রকাশ পাক না কেন। রুযীর সন্ধান সেই মাধ্যমাবলম্বনেই করা উচিত যা তিনি রুযী উপার্জনের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বান্দা যখন মহান আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং তাঁরই উপর ঈমান ও নির্ভর রাখবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করবেন যার কল্পণাও তার ছিল না। وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَنَزَّلْنَا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ যিনি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য পথ করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা হতে রিযিক দান করেন যা সে ভাবতেও পারে না' (সূরা তালাক)।

২৬৬. অর্থাৎ পরীক্ষা করার জন্য নয়; বরং বরকতের আশায় যাচনা করছি, যাতে গায়ব থেকে বিনা মেহনতে রুযী আসতে থাকে এবং আমরা প্রশান্ত চিত্ত ও একাগ্রতার সাথে ইবাদতে লিপ্ত থাকতে পারি। আর আপনি জান্নাতের নি'আমত ইত্যাদি সম্পর্কে যে সব গায়বী সংবাদ দান করেন, একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দেখে সে সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ প্রত্যয় লাভ হয়। সেই সঙ্গে চাম্বুস সাক্ষীরূপে আমরা তার সাক্ষ্য প্রদান করতে পারি, যাতে হামেশা এ মু'জিয়া প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে। কতক তাফসীরবেত্তা উদ্ধৃত করেছেন, হযরত মাসীহ (আ.) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তোমরা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে ত্রিশ দিন রোযা রেখে, যাই প্রার্থনা করবে মঞ্জুর হবে। হাওয়ারীগণ রোযা রাখল এবং খাঞ্চা প্রার্থনা করল। এটাই 'وَنَعْلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا'-এর অর্থ মহান আল্লাহই ভাল জানেন।

(১১৫) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝

(১১৬) وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ۖ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنۢ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِيٓ ۖ بِحَقِّ ۖ إِن كُنتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۖ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

১১৫. আল্লাহ্ বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি খাঞ্চা নাযিল করব। তারপর তোমাদের মধ্যে কেউ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যা বিশ্বের আর কাউকে দেব না। ২৭০

১১৬. আর যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে মারইয়াম তনয় ঈসা! তুমিই কি মানুষকে বলেছ যে, আমাকে ও আমার মা'কে আল্লাহ্ ব্যতীত দুই মা'বৃদরূপে গ্রহণ কর? ২৭১ সে বলবে, তুমি পবিত্র! যার অধিকার আমার নেই এমন কথা বলা আমার শোভনীয় নয়। আমি যদি বলেই থাকি, তবে তুমি তো তা অবশ্যই জেনে ফেলেছ। আমার মনে যা আছে তুমি জান, কিন্তু তোমার কাছে যা আছে আমি জানি না। নিশ্চয়ই অদৃশ্য বিষয়সমূহের তুমিই জ্ঞাত। ২৭২

২৬৭. অর্থাৎ যেদিন আকাশ থেকে খাদ্য-ভরতি খাঞ্চা অবতীর্ণ হবে। সেদিন আমাদের আগের পরের সকলের জন্যই ঈদ হয়ে থাকবে। আমরা হামেশা জাতীয় পর্ব হিসেবে তা উদ্‌যাপন করব। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'تَكُونُ لَنَا عِيدًا'-এর-বক্তব্যটি ঠিক ওই রকমের যেমন أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا جَاءُوكُم بِآيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ আয়াতটি সম্পর্কে বুখারী
انکم تقرنون ایه لو نزلت তারা বলেছিল
শরীফেইয়াহুদীদের এ উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলেছিল
তোমরা এমন একটি আয়াত পাঠ কর, যেটি আমাদের সম্পর্কে
নাযিল হলে আমরা তাকে ঈদরূপে গ্রহণ করতাম। উক্ত আয়াতকে ঈদ বানানোর অর্থ
যেমন আয়াত নাযিলের দিনকে ঈদ বানানো (অন্যান্য রিওয়াতে যা স্পষ্টরূপে আছে)।

মায়িদাহ (খাঞ্চা) কে ঈদ বানানোর অর্থও তেমনি বুঝে নিতে পারেন। বলা হয়, সে খাঞ্চা রবিবার দিন অবতীর্ণ হয়েছিল, যা খৃষ্টানদের কাছে মুসলিমগণের জুমু'আ বারের মত সাপ্তাহিক ঈদ।

২৬৮. অর্থাৎ আপনার কুদরত এবং আমার নবুওয়াত ও সত্যতার নিদর্শন হয়ে থাকবে।

২৬৯. অর্থাৎ বিনা কষ্ট ও পরিশ্রমে রিযিক দান করুন। আপনার কাছে তো কোন কিছুই কমতি নেই এবং কঠিনও নয় কিছুই।

২৭০. অস্বাভাবিক পন্থায় কিছু যাচনা করা উচিত নয় : নি'আমত যখন অসাধারণ ও অভিনব হবে, তখন তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের গুরুত্বও সাধারণ অপেক্ষা বেশীই হবে বৈ কি! আবার অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও হবে অসাধারণ ও ভিন্দধর্মী। 'মুযিহুল কুরআনে' আছে, কেউ বলেন, সে খাঞ্চা চল্লিশ দিন পর্যন্ত নাযিল হয়েছিল। তারপর তাদের কতিপয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অর্থাৎ কেবল দরিদ্র ও অভাবীদেরকেই খেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু বিত্তবান ও সুখিরাও খেতে শুরু করে। পরিণামে প্রায় আশি জন লোক শূকর ও বানর হয়ে যায়। পূর্বে এ শাস্তি ইয়াহুদীদের দেওয়া হয়েছিল। পরে আর কেউ ভোগ করেনি। কেউ বলেন, খাঞ্চা নাযিল হয়নি বরং সতর্কবাণী শুনে তারা ভয় পেয়ে যায়, পুনরায় আর প্রার্থনা করেনি। কিন্তু নবীর দু'আ বৃথা যেতে পারে না এবং পবিত্র কুরআনে তার উদ্ধৃতিও তাৎপর্যহীন নয়। এ দু'আর ফলেই সম্ভবত ঈসা (আ.)-এর উম্মাত সর্বদা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভোগ করে আসছে। আর তাদের মধ্যে যে, কেউ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে অর্থাৎ একাগ্র মনে ইবাদতে নিবিষ্ট হবে না; বরং পাপ কর্মে অর্থ ব্যয় করবে, আখিরাতে সে সর্বাধিক শাস্তি ভোগ করবে। এতে মুসলিমগণের জন্য শিক্ষা হলো যে, অস্বাভাবিক পন্থায় কিছু যাচনা করবে না, কেননা তার কৃতজ্ঞতা আদায় অত্যন্ত কঠিন। বরং বাহ্য আসবাব-উপকরণ নিয়ে পরিতুষ্ট থাকবে। এটাই উত্তম। এ ঘটনা দ্বারাও প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ তা'আলার সামনে কারও সাহায্য-সহযোগিতা কাজে আসে না।

২৭১. নবীগণ কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত করা হবেন : পূর্বের রুকু' মূলত এ রুকু'র ভূমিকা স্বরূপ ছিল। সে রুকু'র প্রথমে **يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ** বলে সতর্ক করা হয়েছিল যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত নবী-রাসূলকে তাদের উম্মাতবর্গের সম্মুখের প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তারপর তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। যাকে কোটি কোটি মানুষ মহান আল্লাহর মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। তাঁর কাছে বিশেষভাবে এ ভ্রান্ত বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, কিন্তু

(১১৭) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَّا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

১১৭. আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি, তবে আপনি আমাকে যা আদেশ করেছেন তাই, অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। ২৭৩ আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম ততদিন আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, কিন্তু আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন। তখন কেবল আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আপনি তো সর্ববিষয়ে অবগত। ২৭৪

তার আগে তাঁকে সেই সব মহা অনুগ্রহ ও বিশেষ নি‘আমত স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে রকমের যেমন الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ আয়াতটি সম্পর্কে বুখারী শরীফে যা তাঁর নিজের ও তাঁর মায়ের প্রতি বর্ণিত হয়েছিল। তারপর ইরশাদ হবে أَنْتَ قُلْتُ يَا تَارَ نِجَهِرٍ وَ تَارَ مَائِةٍ بِرَبِّكَ هَكَذَا هُوَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ তুমিই কি মানুষকে বলেছিলে যে, আমাকে ও আমার মাকেও আল্লাহ ভিন্ন দু’জন মাবুদরূপে স্বীকার করে নাও? হযরত মাসীহ (আ.) এ প্রশ্নে শিউরে উঠবেন। তিনি যা আরয করবেন সামনে বর্ণিত হয়েছে। শেষে ইরশাদ হবে هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ دِينَهُمْ এটা সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্য উপকার দেবে। ‘এটা’ বলে সেই দিনকে বোঝান হয়েছে যে দিন সম্পর্কে বলা হয়েছে يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ মোটকথা, এসব কিয়ামত দিবসের ঘটনা, যা সুনিশ্চিত ঘটবে বলে কুরআন-হাদীসে অতীত ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে।

২৭২. অর্থাৎ আমি এরূপ ঘৃণ্য উক্তি কী রূপে করতে পারতাম! আপনার সত্তা এর থেকে পবিত্র যে, উলূহিয়াত ইত্যাদিতে কাউকে আপনার শরীক স্থির করা হবে। আপনি যাকে নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন সে কোন্ অন্যায় কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারে না। কাজেই আপনার পবিত্রতা ও আমার নিষ্পাপ অবস্থা-এ উভয়ের চাহিদা হলো, আমি কখনও এরূপ ঘৃণ্য কথা বলতে পারি না। সব দলীল প্রমাণ বাদ দিয়ে শেষ কথা হলো, আপনার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বাইরে তো কোন কিছু থাকতে পারে না। যদি বাস্তবিকই আমি এরূপ বলতাম, তবে আপনার তো জানার কথা। আপনি স্বয়ং জানেন আমি গোপনে বা প্রকাশ্যে এরূপ কোন কথা বলিনি। এমন

(১১৮) إِنَّ تَعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝

১১৮. আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা আর
যদি তাদের ক্ষমা করেন, তা হলে আপনি তো পরাক্রান্ত
প্রজ্ঞাময়। ২৭৫

কি আমার অন্তরে এরূপ পুতিগন্ধময় বিষয়ের বুদ্ধিও কখনও জাগেনি। আপনার কাছে
আমার বা অন্য কারও মনের কল্পনা, ধারণা কোন কিছুই গোপন নয়।

২৭৩. আমি আপনার নির্দেশ হতে এক চুলও বিচ্যুত হইনি, আমার উলূহিয়াতের
তা'লীম আমি কি করে তাদের দিতে পারি? বরং আমি তো তাদেরকে আপনারই
বন্দেগীর প্রতি ডেকেছি এবং সুস্পষ্টরূপে বলে দিয়েছি যে, আমার ও তোমাদের
সকলেরই প্রতিপালক সেই এক আল্লাহ, যিনি একাই ইবাদতের উপযুক্ত। আধুনিক
বাইবেলেও এ বিষয় সম্পর্কে বহু সুস্পষ্ট নির্দেশনা মওজুদ রয়েছে।

২৭৪. আমি যে কূলমাখলুককে কেবল আপনার তাওহীদ ও বন্দেগীর প্রতি
দাওয়াত দিয়েছি তাই নয়, যতদিন তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর রেখেছি ও
তত্ত্বাবধানরত থেকেছি, যাতে কেউ ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও অমূলক ধ্যান-ধারণার
উদ্ভব ঘটিয়ে না বসে। হাঁ, তাদের মাঝে আমার অবস্থানের যে মেয়াদ আপনার অনাদি
জ্ঞানে স্থিরীকৃত ছিল, তা পূর্ণ করার পর আপনি যখন আমাকে তাদের মাঝ থেকে
তুলে লইবেন। (যেমন 'التوفى'-এর মূলধাতু ও 'مادت فيهم'-এর শর্তারোপ ধারা
প্রতীয়মান হয়), তারপর তো শুধু আপনিই তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর
রাখতে পারতেন ও তাদের তত্ত্বাবধান করতে পারতেন। আমি তাদের সম্পর্কে কিছুই
বলতে সক্ষম নই।

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ হযরত মাসীহ (আ.)-এর মৃত্যু বা আকাশে উত্তোলন সম্পর্কিত
আলোচনা সূরা আলে ইমরানের 'إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ' -এর টীকায় দ্রষ্টব্য।
হযরত অনুবাদক (র.) এ স্থলে 'فلما توفيتني' -এর যে তরজমা করেছেন (আপনি
আমাকে তুলে নিলেন) সাধারণ ব্যবহার অনুযায়ী তদ্বারা 'মৃত্যু' ও আকাশে উত্তোলন

(১১৭) قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

(১২০) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১১৯. আল্লাহ বললেন, এটা সেই দিন, যে দিন সত্যপরায়ণদের কাজে আসবে তাদের সত্যতা। ২৭৬ তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। তাতে তারা হামেশা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই মহাসাফল্য। ২৭৭

১২০. আকাশমন্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। ২৭৮

উভয়ই বোঝানো যেতে পারে। যেন ইঙ্গিত করে দিলেন, 'توفى' - শব্দের জন্য মৃত্যু বাধ্যবাধক নয় এবং বক্ষমান বিষয় বস্তুতে মৃত্যু থাকার বিশেষ ধরনের 'توفى' - এরও কোন দখল নেই। হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন কতক লোক সম্পর্কে আমি ঠিক সেই রকমই বলব, যেমন সৎ বান্দা ঈসা (আ.) বলেছেন- 'وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ' এসব উপমা দ্বারা এ ফল বার করা আরবী ভাষা সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার পরিচায়ক যে, প্রিয় নবী (সা.) ও হযরত মাসীহ (আ.)-এর 'توفى' সর্বতোভাবে একই রকমের হতে হবে। মক্কা শরীফের মুশরিকরা (যাতু আনমাত নামক) এক বৃক্ষে অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হে রাসূল! আমাদের জন্যও 'যাতু আনমাত' নির্দিষ্ট করে দিন, 'هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ' যেমন তাদের আছে। তিনি বললেন, 'هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ' এটা তো ঠিক সেই রকম হল, যেমন মূসার সম্প্রদায় দরখাস্ত করেছিল, আমাদের জন্যও ওই রকম মা'বুদ নির্ধারণ করে দাও, যেমন ওই প্রতিমা পূজারীদের আছে। এ উপমা শুনে কি কোন মুসলিম ধারণা করতে পারে কি যে, (নাউযবিল্লাহ) সাহাবায়ে কিরাম মূর্তিপূজার আবেদন করেছিলেন? এ রকম উপমা দ্বারা

কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ভাষ্য এবং উম্মাতের ইজমা'র পরিপন্থী আকীদা-বিশ্বাসের পক্ষে দলীল প্রদান করা কেবল সেই দলভুক্তদেরই কাজ হতে পারে যাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- **فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ** যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা আছে কেবল তারাই ফিত্না **الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ** এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে (আলে ইমরান : ৭)।

২৭৫. অর্থাৎ আপনি নিজ বান্দাদের প্রতি যুল্ম ও অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। কাজেই তাদেরকে শাস্তি দিলে সেটা সম্পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ন্যায় ভিত্তিকই হবে। আর যদি ক্ষমা করে দেন, সে ক্ষমাও দূর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত হবে না মোটেই। কেননা, আপনি 'عزيز' পরাক্রান্ত। কোন অপরাধী আপনার ক্ষমতার আওতা হতে পালিয়ে যেতে পারে না যে, আপনি তাদের কাবুতে পাবেন না আর যেহেতু আপনি 'حكيم' (প্রজ্ঞাময়)-ও তাই কোন অপরাধীকে এমনিতেই ছেড়ে দিবেন সেও সম্ভব নয়। মোটকথা তাদের সম্পর্কে আপনি যে ফয়সালাই করবেন তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞজানোচিত ও পরাক্রমসুলভই হবে। হযরত মাসীহ (আ.)-এর এ বক্তব্য যেহেতু হাশরের ময়দানে হবে, যেখানে কাফিরদের পক্ষে কোনরূপ সুপারিশ ও কৃপা প্রার্থনা চলবার নয়, তাই তিনি 'عَفُورٌ رَّحِيمٌ' (ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) ইত্যাদি বিশেষণের উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে ইব্রাহীম (আ.) ইহলোকে নিজ প্রতিপালকের নিকট আরয় করেছিলেন, 'رَبِّ اِنَّهُمْ اَخْلَسُوْا كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِيْ فَاِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ' 'فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ' হে আমার প্রতিপালক! এ সব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। কাজেই যে, আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত আর কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা ইব্রাহীম : ৩৬)। অর্থাৎ এখনও সুযোগ আছে আপনি আপন করুণায় তাদেরকে ভবিষ্যতে তাওবা করতে আপনার দিকে প্রত্যাবর্তনের তাওফীক দিয়ে পেছনের পাপরাশি ক্ষমা করে দিকে পারেন।

২৭৬. যারা বিশ্বাসে এবং কথায় ও কাজে সাক্ষা (যেমন মাসীহ (আ.)), তাদের সততার ফল তারা অবশ্যই পাবে।

২৭৭. মহা সাফল্য হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। জান্নাত যেহেতু তাঁর সন্তুষ্টির স্থান তাই তাও কাম্য।

২৭৮. অর্থাৎ প্রত্যেক অনুগত ও অপরাধীর সাথে সেই আচরণই হবে যা একজন নিরঙ্কুশ শাহানশাহের মহিমা ও গৌরবের উপযুক্ত।

سُورَةُ الْأَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ
الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ①
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا
أَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهِ ثُمَّ أَنْتُمْ تُنْتَرُونَ ② وَهُوَ اللَّهُ
فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ
وَيَعْلَمُ مَا تُكْسِبُونَ ③

أَيَاتُهَا ١٤٥

رُكُوعَاتُهَا ٢٠

সূরা আন‘আম

মাক্কী, ১৬৫ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অসীম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো বানিয়েছেন। তবুও কাফিরগণ অন্যদেরকে নিজ প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।
২. তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তারপর এক সময় নির্ধারণ করেছেন। আর একটি সময় আল্লাহর নিকট নির্ধারিত রয়েছে, তথাপি তোমরা সন্দেহ কর।
৩. আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব জানেন এবং জানেন তোমরা যা কর।

সূরা আন‘আম

মাক্কী ১ ১৬৫ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অসীম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো বানিয়েছেন। তবুও কাফিরগণ অন্যদেরকে নিজ প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।^২

১. এ সূরাটি মাক্কী। মাত্র কয়েকটি আয়াতকে উলামায়ে কিরাম ব্যতিক্রম বলেন। রিওয়াযাতে আছে পূর্ণ সূরাটি একইবারে অসংখ্য ফিরিশ্তার শোভাযাত্রাসহ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সালাহু (র.) নিজ ‘ফাতওয়া’ গ্রন্থে সে সব রিওয়াযাতের বিশুদ্ধতা অস্বীকার করেছেন, যেগুলো সমগ্র সূরার একত্রে নাযিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আবু ইসহাক আস্ ফারাইনী (র.) বলেন, তাওহীদের মৌলিক ও শাখাগত যাবতীয় বিষয় এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

২. মহান আল্লাহই বিশ্ব জগতের একমাত্র স্রষ্টা ও অদ্বিতীয় মা‘বুদ ৪ মাজুসী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বিশ্বের স্রষ্টা দু’জন। যা কিছু ভাল তার স্রষ্টা ইয়াযদাঁ এবং মন্দের স্রষ্টা আহরমান। তারা উভয়কে আলো ও আঁধার নামে ভূষিত করে থাকে। হিন্দুস্তানের হিন্দু সম্প্রদায় তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাসী। আর্য সমাজ তাওহীদের দাবী করা সত্ত্বেও ‘ধাতু’ ও ‘আত্মা’কে মহান আল্লাহর মত শাস্বত (অসৃষ্ট) ও অনাদি বলে এবং মহান আল্লাহকে তাঁর সৃজন ইত্যাদি গুণে এতদুভয়ের মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত করে। বাপ-বেটার সঙ্গতি ও সমতা বজায় রাখার জন্য খৃষ্টান সম্প্রদায়কে শেষতক ‘তিনকে এক ও একই তিন’-এ প্রসিদ্ধ আকীদা অবলম্বন করতে হল। ইয়াহুদীরা মহান আল্লাহর জন্য এমন গুণাবলী সাব্যস্ত করেছে, যদ্বারা একজন মামুলী মানুষও কেবল তাঁর সমকক্ষই নয়; তাঁর বড়ও হতে পারে। আরব মুশরিকরা তো উলূহিয়াতের বন্টনে (উপাস্যজ্ঞানের) এমনই উদারতা দেখিয়েছে যে, তাদের নিকট যেন পাহাড়ের প্রতিটি

(২) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ أَنْتُمْ تَنْتَرُونَ ۝

২. তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তারপর এক সময় নির্ধারণ করেছেন। আর একটি সময় আল্লাহর নিকট নির্ধারিত রয়েছে, তথাপি তোমরা সন্দেহ কর।^৩

পাথর খণ্ড মানবজাতির মাবুদ হওয়ার যোগ্যতা রাখত। আগুন, পানি, সূর্য, তারকা, গাছ, পাথর, জীব-জন্তু মোদাকথা, এমন কোন বস্তু ছিল না, যাকে তারা উলূহিয়াতের (উপাস্য হওয়ার) খানিকটা অংশ দান করেনি এবং ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনাকালে তাকে মহান আল্লাহর সমস্ত বসায়নি। অথচ মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তা সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট গুণের আধার ও সব রকম সৌন্দর্যের উৎস হওয়ার কারণে সমস্ত প্রশংসা ও সর্বপ্রকার স্তুতিবাদের একচ্ছত্রভাবে উপযুক্ত। তিনি আসমান, যমিন তথা উর্ধ্ব ও অধঃলোকের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। রাত-দিন, আলো-আঁধার, জ্ঞান-অজ্ঞানতা, হিদায়াত-গোমরাহী, জীবন-মৃত্যু মোটকথা পরস্পর বিরোধী অবস্থা ও গুণাবলীর তিনিই অস্তিত্ব-দাতা। নিজ কর্ম সাধনে না তাঁর কোন অংশীদার ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন আছে, না স্ত্রী ও আওলাদ-ফরযন্দের। উপাস্য হওয়া ও উলূহিয়াতে যেমন তেমনি রাবুবিয়াত ও প্রতিপালনেও তাঁর কোন শরীক থাকতে পারে না। তাঁর ইচ্ছার উপর কেউ বিজয়ী হতে পারে না এবং তাঁর উপর কারও কোন চাপ বা জোর যবরদস্তি চলে না। আজব কথা, এসব সত্য উপলব্ধি করার পরও মানুষ কী ভাবে কোনও বস্তুকে উলূহিয়াতের (উপাস্য হওয়ায়) মর্যাদা দিয়ে ফেলে?

৩. নির্ধারিত সময়ে দুনিয়ার ধ্বংস অনিবার্য : উপরে মহা জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এখানে ক্ষুদ্র জগত (মানব) সৃষ্টির বিবরণ দেওয়া হয়েছে, দেখ, প্রথমে নিষ্প্রাণ মাটি দ্বারা আদম (আ.)-এর আকৃতি তৈরী করে কী ভাবে তাতে আত্মা ও মানবীয় গুণাবলীর সঞ্চার করা হয়। আজও মাটি থেকে খাদ্য উৎপন্ন হয় এবং খাদ্য থেকে বীর্য ও বীর্য থেকে মানুষের জন্ম হয়। মোদাকথা, আল্লাহ তা'আলা এভাবে তোমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন। তারপর প্রত্যেকের মৃত্যুর জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করেন। যে সময় মানুষ পুনরায় সেই মাটিতে মিশে যায়, যদ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এরই সাথে তুলনা করে বুঝতে পার যে, মহা জগতের ধ্বংসেরও একটি নির্ধারিত ক্ষণ আছে, যাকে বড় কিয়ামত বলা হয়। ক্ষুদ্র কিয়ামত বা ব্যষ্টিক মৃত্যু যেহেতু প্রতিনিয়ত ঘটছে, তাই সে সম্পর্কে মানুষ অবগত, কিন্তু বড় কিয়ামত কবে হবে, সে জ্ঞান কেবল মহান আল্লাহরই আছে। আশ্চর্যের কথা, ক্ষুদ্র

(৩) وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝

(৪) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝
(৫) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

৩. আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ^৪, তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব জানেন এবং জানেন তোমরা যা কর।^৫
৪. আর তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী হতে যে নিদর্শনই আসে, তারা সে ব্যাপারে ঔদাসিন্য প্রদর্শন করে।^৬
৫. কাজেই, সত্য যখন তাদের নিকট পৌঁছেছে, তখন অবশ্যই তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই, শীঘ্রই তারা যে বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করত, তার বাস্তবতা তাদের সামনে আসবে।^৭

জগত বা মানুষের মাঝে জীবন-মরণের আবর্তন দেখেও অনেক মানুষ মহা জগতের ধ্বংস সম্পর্কে সন্দিহান।

৪. অর্থাৎ সমস্ত আসমান ও যমীনে তিনিই একমাত্র মা'বুদ, মালিক, বাদশাহ, নিয়ন্ত্রক ও বিধাতা। এ পবিত্র নাম (আল্লাহ) ও শুধু তাঁরই সত্তার জন্য নির্দিষ্ট। কাজেই, অন্য কেউ মা'বুদ কী করে হতে পারে?

৫. সৌর মণ্ডলে একমাত্র আল্লাহরই শাসন ও সার্বভৌমত্ব কার্যকর : সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই শাসন ও সার্বভৌমত্ব। প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন বস্তু এবং মানুষের বাইরেরও ভেতরের, ছোট-বড় যাবতীয় কাজ তিনি সরাসরি জানেন। কাজেই, তাঁর ইবাদতকারীর জন্য ইবাদতে, প্রার্থনায় ইত্যাদিতে কোন গায়রুল্লাহকে শরীক সাব্যস্ত করার কোন প্রয়োজন বাকি নেই। মুশরিকরা যে বলত *مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبَنَا إِلَىٰ* (আমরা এগুলোর ইবাদত এ জন্যই করি যে, এগুলো আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে) এ আয়াত দ্বারা তাদের ও তাদের সতীর্থদের জবাব হয়ে গেল। পূর্বের আয়াতে 'وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ' (এবং তাঁর নিকট একটি সময় নির্ধারিত আছে) বলে কিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল। এ আয়াতে কর্মফল সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীতে রাজত্ব আমারই। তোমাদের প্রকাশ্য গুপ্ত যাবতীয় ভাল-মন্দ কর্মও আমার জ্ঞানে রয়েছে। কাজেই, মনে রেখ, তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না।

(৬) اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنْتُهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِينَ ۝

(৭) وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৬. তারা কি দেখে না আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এতটা প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যেমন প্রতিষ্ঠা আমি তোমাদেরকে দান করিনি। আমি তাদের প্রতি আসমানকে অবিরাম বর্ষণরত রেখে দেই এবং তাদের তলদেশে নদীসমূহকে করি প্রবাহমান। তারপর আমি তাদেরকে তাদের পাপাচারের কারণে ধ্বংস করে দেই এবং তাদের পর অন্যসব সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করি।^৮

৭. আমি যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত বিষয় অবতীর্ণ করি তারপর তারা নিজ হাতে তা স্পর্শ করে, তবুও কাফিররা অবশ্যই বলবে এটা কিছুই নয়, তবে প্রকাশ্য যাদু।^৯

৬. 'আয়াত' দ্বারা সৃষ্টিগত নিদর্শনও বোঝান হতে পারে কিংবা আসমান হতে অবতীর্ণ বাণী।

৭. 'সত্য' (حق) দ্বারা সম্ভবত কুরআন মাজীদ বোঝান হয়েছে, যা মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে অবহেলা প্রদর্শনকারীদের অশুভ পরিণাম এবং ইহ ও পরকালীন শাস্তি বর্ণনা করে। কাফিররা তা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তাদের সাবধান করা হয়েছে যে, তোমরা যে সব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর, শীঘ্রই তা বাস্তব সত্য হিসেবে তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে। সামনে সেই সব জাতির বরাত দেওয়া হয়েছে, যারা মহান আল্লাহর আয়াতসমূহকে উপহাস ও পাপাচারে লিপ্ত থাকার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

৮. আল্লাহদ্রোহী শক্তির ধ্বংস অনিবার্য : আদ, সামূদ প্রভৃতি জাতি, যাদেরকে তোমাদের চেয়ে বেশী শক্তি ও আসবার-উপকরণ দেওয়া হয়েছিল। নদী-নালা ও বৃষ্টির পানিতে তাদের ক্ষেত-খামার ও বাগান ছিল সবুজ সতেজ। জীবন ছিল সুখী-সমৃদ্ধ। তারা যখন ধর্মদ্রোহিতা ও কুফরীতে প্রলিপ্ত হয়ে পড়ল ও কুদরতের নিদর্শনাবলীকে উপহাস করতে লাগল, তখন আমি তাদের অপরাধের শাস্তিতে এমনভাবে পাকড়াও করি যে, তাদের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলি। তাদের পর অন্য সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করি

(৮) وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ ۖ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا

يَنْظُرُونَ ۝

৮. এবং তারা বলে, তার প্রতি কোশ ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয়নি কেন? ১০
আমি যদি ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করি, তবে ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটবে,
তখন আর তাদের অবকাশ দেওয়া হবে না। ১১

এবং কাফির ও অবিশ্বাসীদের সাথে একই আচরণ অব্যাহত রাখি। অপরাধীরা এভাবেই যুগে যুগে ধ্বংস হতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর মানব বসতি কিছু বিঘ্নিত হয়নি।

৯. মুশরিকদের অযৌক্তিক দাবীর জবাব : মক্কা শরীফের কতিপয় মুশরিক বলেছিল, আপনি যদি আসমান থেকে একখানি লিখিত কিতাব নিয়ে আসেন এবং তার সঙ্গে চারজন ফিরিশ্তাও আসেন, যাঁরা আমাদের সামনে এসে সাক্ষ্য দেবে সেটা আল্লাহরই প্রেরিত কিতাব, তবে আমরা ঈমান আনব। তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, যারা বর্তমান অবস্থায় কুরআন মজীদকে যাদু এবং তাঁর বাহককে যাদুকর বলে, তাদের প্রতি আমি যদি আসমান হতে কাগজে লিপিবদ্ধ কিতাবও পাঠাই এবং তারা নিজ হাতে স্পর্শ করে উপলব্ধিও করে যে সেটা বাস্তবেই কিতাব, ভোজভাজি কিছু নয়, তবুও এসব লোক বলবে এটা স্পষ্ট যাদু। যে হতভাগার নসীবে হিদায়াত নেই তার সন্দেহ কখনই ঘোচে না।

১০. যে আমাদের মুখোমুখি হয়ে তার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিত।

১১. আসল আকৃতিতে ফিরিশ্তার আগমণ হলে ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়ে যেত : ফিরিশ্তা তার আসল আকার-আকৃতিতে আসলে এরা তো এক মিনিটের জন্যও সহ্য করতে পারবে না। তাঁর ভয় ও ত্রাসে তারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে। ফিরিশ্তাদেরকে তাদের আসল আকৃতি দেখে সহ্য করার ক্ষমতা কেবল নবীগণেরই আছে। রাসূলে কারীম (সা.) সারাটা জীবনে মাত্র দু'বার হযরত জিব্রাঈল (আ.)-কে আসলরূপে দেখেছেন। আর কোনও নবী একবার দেখেছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া মু'জিয়া সম্পর্কে বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া মু'জিয়া সম্পর্কে তাদের এতবড় দাবী যদি পূরণ করা হয় এবং তবু তারা ঈমান না আনে, যেমন তাদের বিদ্বৈষ ও হঠকারিতামূলক আচার-আচরণ ও নীতি দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তা হলে আল্লাহ তা'আলার শাস্ত নীতি অনুযায়ী তাদেরকে আর মুহূর্তের জন্যও অবকাশ দেওয়া হবে না। তাদের উপর এমন আযাব আসবে, যা তাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এ হিসেবে এ ধরনের দাবী পূরণ না করাটাও আল্লাহ তা'আলার করুণাই বটে।

(৯) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ۝
(১০) وَلَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

(১১) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

৯. আমি কোন ফিরিশ্তাকে রাসূল বানিয়ে পাঠালে সেও তো মানব-কৃতিতেই হত এবং তাদেরকে সে বিভ্রমেই ফেলে রাখতাম, যাতে এখন তারা নিপতিত আছে।^{১২}
১০. নিশ্চয়ই তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে উপহাস করা হত। অবশেষে উপহাসকারীদেরকে সেই জিনিস পরিবেষ্টন করে নেয়, যা নিয়ে তারা হাসি-ঠাট্টা করত।^{১৩}
১১. বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ অবিশ্বাসীদের কী পরিণতি ঘটেছে।^{১৪}

১২. ফিরিশ্তা মানব আকৃতিতে আসলেও সন্দেহের অবসান হতো না : ফিরিশ্তাগণকে যে তাঁদের আসল রূপে প্রেরণ করা যাবে না তা পূর্বের আয়াতেই বলা হয়েছে। এবার দ্বিতীয় সম্ভাবনার জবাব দেওয়া হলো। অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণকে মানুষ রূপে তো পাঠানো যেতে পারে, তা হলে বাহ্য সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে মানুষ তাদের আদর্শ ও শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হতে পারত। জবাব হলো যে, তখন অবিশ্বাসীদের সংশয় নিরসন হতো না। রাসূল মানুষ হওয়ার কারণে তারা যে সংশয় প্রকাশ করত, তা ফিরিশ্তাগণে মানবাকৃতিতে আগমনের ক্ষেত্রেও যথারীতি করে যেত।

১৩. হঠকারী প্রতিপক্ষের দাবীর জবাব দেওয়ার পর প্রিয়নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের ঠাট্টা বিদূষের কারণে ব্যথিত হবেন না। এটা নতুন কোন বিষয় নয়। পূর্ববর্তী নবীগণকেও এসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের শত্রু কাফিরদের যে হাশর হয়, তা সকলেরই সামনে। এদেরকেও আল্লাহ তা'আলা সে রকম শাস্তি দিতে পারেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তী অপরাধীদের দেওয়া হয়েছিল।

১৪. পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে শিক্ষা গ্রহণ কর : পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ দেখে যদি বিগত ঘটনারাজি পর্যবেক্ষণ কর, তবে নবীগণের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের যে পরিণতি দুনিয়ায় ঘটেছিল তা স্পষ্ট দেখতে পাবে। তারই সঙ্গে তুলনা কর যে, মিথ্যারোপকারীদের যখন সেই পরিণাম, তখন উপহাসকারীদের হাশর কেমন হবে ?

(১২) قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلْ لِلَّهِ ۖ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ
يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ۝

(১৩) وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ ۝

(১৪) قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ اتَّخَذَ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ
ۖ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُفِّرُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

১২. জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যা কিছু আছে তা কার? বলে দাও, আল্লাহর। তিনি নিজ দায়িত্বে দয়া লিখে রেখেছেন, কিয়ামতের দিনে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে একত্র করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মাঝে নিক্ষেপ করেছে তারাই ঈমান আনে না।^{১৫}

১৩. যা কিছু রাতে ও দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করে, তা আল্লাহরই। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

১৪. বল, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করব, যিনি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা^{১৬} এবং যিনি সকলকে আহাৰ্য দান করেন, তাকে কেউ আহাৰ্য দান করে না।^{১৭} বল, আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যেন সর্বপ্রথম আদেশ পালনকারী হই এবং তুমি কখনই শিরককারী হয়ো না।^{১৮}

১৫. সমস্ত আসমান ও যমীনে যখন সেই মহান আল্লাহরই রাজত্ব যেমন কাফিররাও স্বীকার করত, তখন অবিশ্বাসী ও উপহাসকারীদের শাস্তি হতে পালিয়ে যাওয়ার জায়গা কোথায় থাকতে পারে? এটা তো মহান আল্লাহর বিশেষ করুণা যে, তিনি অপরাধ দেখেও তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান করেন না। এমন কি কিয়ামতের দিনেও যার আগমন অবশ্যম্ভাবী, কেবল সেই হতভাগাদেরকেই তাদের বেঈমানীর শাস্তি দেওয়া হবে, যারা স্বেচ্ছায় জেনেশুনে নিজেকে ধ্বংসের গহবরে নিক্ষেপ করেছেন।

১৬. একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনার যৌক্তিকতা : قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ -এর মাঝে -এর মাঝে জায়গার ব্যাপকতা এবং اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ -এর মাঝে জায়গার ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সর্বত্র সর্বদা তাঁরই ক্ষমতা ও রাজত্ব। রাতে

(১৫) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

(১৬) مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْبُيِّنُ ۝

১৫. বল, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে আমি এক মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করি।^{১৯}

১৬. সে দিন যার উপর থেকে আযাব টলে গেল, তার প্রতি আল্লাহ করুণা করলেন। এটাই বড় সাফল্য।^{২০}

ও দিনে যা কিছু আরামে জীবন যাপন করে এবং হাজারও অজ্ঞাত শত্রু হতে নিরাপদ থাকে, সে সব মহান আল্লাহরই অপার করুণার নিদর্শন। ইরশাদ হয়েছে- قُلْ مَنْ يَكْلَأُ ۖ বলুন, দিনে ও রাতে কে তোমাদেরকে দয়াময় হতে নিরাপত্তা প্রদান করে? সে তো কেবল সেই মহান সত্তারই কাজ যিনি দিনের কোলাহাল ও রাতের অন্ধকার ও নিরবতার মাঝে প্রত্যেকের ডাক শোনে ও সকলের প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কে খবর রাখেন। এখন তোমরাই বল, এরূপ প্রতিপালককে ছেড়ে অন্য কারুর সাহায্য প্রার্থনা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হতে পারে।

১৭. আহর্যদান দ্বারা বেঁচে থাকার উপকরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ জীবন লাভ ও জীবন রক্ষা এ উভয় ব্যাপারে সকলে তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি আমাদের মুখাপেক্ষী নন তুচ্ছাতুচ্ছ কোন বিষয়েও। এতদসত্ত্বেও তাঁর থেকে পৃথক হয়ে অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা চরম নির্বুদ্ধিতা নয় তো কী?

১৮. উপরিউক্ত গুণাবলী যেই প্রতিপালকের, তাঁর বিধানের সম্মুখে নিরঙ্কুশভাবে আনুগত্যে শির অবনত করা সকল বান্দার অপরিহার্য কর্তব্য। সর্বপ্রথম সেই পূর্ণতম বান্দাকে পরম আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যিনি বিশ্ব মানবতার জন্য ইবাদত ও আনুগত্যের আদর্শরূপে প্রেরিত হয়েছেন।

১৯. বক্তব্যটি তাঁর প্রতি আরোপ করে বোঝানো হয়েছে অন্যদের। অর্থাৎ যদিও অসম্ভব তবু যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, মহান আল্লাহর প্রিয় ও নিষ্পাপ বান্দার দ্বারাও যদি কোনরূপ অবাধ্যতা ঘটে যায়, তবে তার জন্যও মহান আল্লাহর শাস্তির আশংকা রয়েছে। এমতাবস্থায় শিরক, কুফর, নবীর প্রতি মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা বিদ্রূপ ইত্যাদি হাজারও অপরাধে লিপ্ত সত্ত্বেও অন্যদের পক্ষে কী করে তাঁর শাস্তি হতে নিশ্চিত ও নিরুদ্ভিগ্ন হয়ে বসে থাকা সম্ভব?

২০. আল্লাহর শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই বড় সাফল্য : জান্নাত ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উচ্চতর মর্যাদা লাভ করাটা তো অনেক উর্ধ্বের জিনিস। কেউ যদি

(১৭) وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَسْسُكَ بِخَيْرٍ

فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(১৮) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

(১৯) قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ تَشْهَدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تَوَّحَّى

إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۖ أَبَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ

إِلَهَةً أُخْرَىٰ ۖ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِئٌ مِّمَّا

تَشْرِكُونَ ۝

১৭. আল্লাহ যদি তোমাকে কিছু কষ্ট দান করেন তবে তিনি ব্যতীত তা দূর করবার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল করেন, তবে তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

১৮. তাঁর বান্দাগণের উপর তাঁরই আধিপত্য। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে অবগত। ২১

১৯. জিজ্ঞাসা কর, সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য কী? বল, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। ২২ আর এ কুরআন আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে আমি তার দ্বারা সাবধান করি তোমাদেরকে এবং যাদের তা পৌঁছায়। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সঙ্গে আরও মা'বুদ আছে? বল, আমি সাক্ষ্য দেই না। বল, তিনিই একমাত্র মা'বুদ। তোমরা যে শিরক কর, আমি অবশ্যই তা থেকে দূরে অবস্থিত। ২৩

কিয়ামতের দিনের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়, তবে সেটাকেই মহা সাফল্য মনে করে নাও। হযরত উমর (রা.) বলতেন- كَفَافًا لِّأَلَى وَلَا عَلَى 'যদি আমি কোন পুরস্কার না পাই আর শাস্তিও ভোগ করতে না হয় তাতেই আমার যথেষ্ট।'

২১. মহান আল্লাহ দুনিয়া বা আখিরাতে কাউকে কোন প্রকার সুখ বা দুঃখ দিতে চাইলে না কেউ মুকাবিলা করে তা রদ করতে পারে, আর না কেউ তার ক্ষমতার গণ্ডি হতে কোথাও পালিয়ে রক্ষা পেতে পারে। তিনিই সম্যক অবগত কোন্ বান্দার কী অবস্থা এবং সে অনুযায়ী কী রকম কর্মপন্থা তার উপযোগী।

২২. সাক্ষী হিসেবে মহান আল্লাহই যথেষ্ট : যখন জানা গেল আল্লাহ তা'আলাই সকল শুভাশুভের মালিক, সকল বান্দার উপর ক্ষমতাবান এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে অবগত তখন তাঁর সাক্ষ্য অপেক্ষা শক্তিশালী ও নিখুঁত সাক্ষ্য আর কার হতে পারে? কাজেই আমিও আমার এবং তোমাদের মাঝে তাঁকেই সাক্ষী মানি। কেননা, রাসূল হিসেবে তাঁর যা কিছু বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি এবং তার জবাবে তোমরা আমার সাথে ও মহান আল্লাহর পয়গামের প্রতি যা কিছু আচরণ করেছ, সবই

(২০) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

২০. আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাকে চেনে যেমন চেনে নিজ সন্তানদের। যারা নিজেদের ক্ষতির মাঝে নিষ্কেপ করেছে তারা কখনই ঈমান আনবে না। ২৪

তাঁর দৃষ্টির সামনে। তিনি নিজেই তাঁর অসীম জ্ঞান অনুযায়ী আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করবেন।

২৩. শিরক থেকে শত যোজন দূরে থাকতে হবে : তোমাদের যদি বোধশক্তি থাকে, তবে আমার সত্যতা সম্পর্কে মহান আল্লাহর অকাট্য ও প্রকাশ্য সাক্ষ্য এ কুরআন মাজীদ উপস্থিত রয়েছে। এটা মহান আল্লাহর বাণী তার সাক্ষ্য যে নিজেই। সূর্য নিজেই নিজের প্রমাণ। আমার কাজ হলো, এ বাণী দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট তা পৌঁছে তাদেরকে সতর্ক করা। তার মাঝে তাওহীদ, আখিরাত ইত্যাদি দীনের মৌলিক বিষয়ে দিক নির্দেশ রয়েছে। এরূপ চূড়ান্ত প্রমাণ এবং তাওহীদের এমন অকাট্য ও দ্বর্থহীন পয়গাম শোনার পরও কি তোমরা একথাই বলতে থাকবে যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত আরও মা'বুদ আছে? তোমাদের ইচ্ছা, যা চাও বলতে পার, কিন্তু আমি কখনও এ বিন্দু বিসর্গও মুখে আনতে পারি না। বরং আমি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দেই যে, ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। তোমরা যে সব শিরক করছো, আমি সরাসরি তার প্রতি আমার অসন্তুষ্টি ও ঘৃণা প্রকাশ করছি।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : وَمَنْ بَلَغَ - আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায়, মহানবী (সা.)-এর রিসালাত জিন্ন ও মানব এবং প্রাচ্য প্রতীচ্য সর্বব্যাপী।

২৪. আমার সত্যতা সম্পর্কে যেমন আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী এবং কুরআন মাজীদ তার ঘোষক ও অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য। তেমনি যেই আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী-নাসারাকে আসমানী কিতাবে সুপণ্ডিত মনে করো তোমরা আমার সম্পর্কে তাদের শরণাপন্ন হও, তারাও অন্তরে বিশ্বাস করে যে, আমিই সেই আখেরী নবী, যার সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। বহু শিশুর মধ্যে যেমন নিজ সন্তানকে চিনতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না, তেমনি আখেরী নবী (সা.) ও কুরআন মাজীদের সত্যতা উপলব্ধি করতেও তাদের কোনরূপ সন্দেহ ও ধোঁকা হয় না। তবে হিংসা, অহংকার, বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ, অর্থের লালসা, ক্ষমতার লোভ ইত্যাদি তাদেরকে ঈমান এনে স্থায়ী ক্ষতি ও চির ধ্বংস হতে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেয় না।

(২১) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

الظَّالِمُونَ ۝

(২২) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شِرْكَائِكُمُ الَّذِينَ

كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

(২৩) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتِنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۝

২১. তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে কিংবা তার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। নিশ্চয়ই যালিমরা সফলকাম হয় না। ২৫

২২. এবং যে দিন আমি তাদের সকলকে একত্র করব তারপর যারা শিরক করেছিল তাদের বলব, তোমাদের শরীকগণ কোথায়, যাদের দাবী তোমরা করতে? ২৬

২৩. তারপর তাদের নিকট এ ছাড়া আর কোন ছলনা থাকবে না যে, তারা বলবে, আল্লাহর শপথ, যিনি আমাদের প্রতিপালক, আমরা শিরককারী ছিলাম না। ২৭

২৫. মিথ্যাবাদী কখনো সফল হয় নাঃ নবী না হয়ে মহান আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে নিজেকে নবী বলে দাবী করা কিংবা সত্যতার উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত নবীকে অস্বীকার করতে বদ্ধপরিকর হওয়া এ দু'টো এমন গুরুতর অন্যায় যার তুলনা নেই। আল্লাহ তা'আলার শাস্ত নীতি হলো, অন্যায়কারীগণ শেষ পর্যন্ত সফলকাম হতে পারে না। কাজেই, মনে করে নাও (নাউযুবিল্লাহ) আমি মিথ্যাবাদী, তখন আমি কিছুতেই কৃতকার্য হতে পারব না। পক্ষান্তরে, তোমরা যদি মিথ্যাবাদী হও, যেমন দলীল-প্রমাণ দ্বারা পরিস্ফুট, তবে তোমাদের মঙ্গল নেই। কাজেই, পরিস্থিতি চিন্তা করে এবং পরিণতি ভেবে পরিণামের ফিকির কর। সেই দিনের ভয় কর, যার উল্লেখ সামনে করা হয়েছে। ইব্ন কাসীর (র.) আয়াতের এ অর্থই গ্রহণ করেছেন।

কতক মুফাস্সির মহান আল্লাহর প্রতি অপবাদ দ্বারা মুশরিকদের শিরক বুঝিয়েছেন, যেমন সামনে وَضَلُّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ -এর মাঝে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(২৪) اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

(২৫) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

২৪. দেখ, তারা নিজেদের সম্পর্কে কী রূপ মিথ্যা বলে! সে সব বিষয় তাদের থেকে হারিয়ে গেছে যা তারা বানাওটি করে বলত। ২৪

২৫. তাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পেতে থাকে। আমি তাদের অন্তরে পেতে দিয়েছি আবরণ, যাতে তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বোঝা। যদি সবগুলো নিদর্শনও তারা দেখে তবুও তারা ঈমান আনবে না। এমন কি তারা যখন বিতর্ক করার জন্য তোমার নিকট আসে তখন সে কাফিররা বলে, এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া কিছু নয়। ২৫

২৬. অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল তারা উলূহিয়াতের (মা'বুদের) শরীক এবং বিপদাপদে তোমাদের রক্ষাকর্তা, তারা আজকের এই ঘোর বিপদের দিনে কোথায় গেল? তারা যে আজ তোমাদের কোনই কাজে আসছে না?

২৭. অর্থাৎ নিজেদের বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করা ছাড়া তাদের পক্ষে আর কিছুই করার থাকবে না। যেই ভ্রান্ত উপাস্যদের প্রেম ও ভক্তিতে তারা নিমজ্জিত ছিল তার স্বরূপ কেবল এ থেকে যাবে যে, আজীবনের ভক্তি ও সম্পর্কে পর্যন্ত তারা অস্বীকার করে বসবে।

২৮. অর্থাৎ এ নির্জলা মিথ্যাচার দ্বারা মুশরিকদের চরম উদ্বৈগ এবং তাদের শরীকদের অশেষ দুর্বলত ও অকর্মণ্যতাই ফুটে ওঠে। হায়! মুশরিকরা যদি দুনিয়াতেই এ লাঞ্ছনাকর পরিণতির কথা চিন্তা করত।

২৯. আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির অপব্যবহার ও তার পরিণতি : এখানে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা হিদ্রাশেষণ ও অভিযোগ আপত্তি তোলার জন্য কুরআন মাজীদ ও রাসূলে করীম (সা.)-এর কথার প্রতি কান পেতে রাখত। হিদায়াত দ্বারা উপকৃত হওয়া ও সত্য গ্রহণ করা তাদের লক্ষ্য ছিল না। উপদেশ ও হিদায়াতকে উপর্যুপরি উপেক্ষা এবং মহান আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতার অবিরাম অপব্যবহারের ফলশ্রুতিতে তাদের সত্য গ্রহণের ক্ষমতা ও যোগ্যতাই শেষ পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায়।

(২৬) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

২৬. এরা তার থেকে বাধা দেয় এবং নিজেরাও তার থেকে দূরে থাকে। এরা তো কেবল নিজেদেরই ধ্বংস করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না। ৩০

সত্যকে উপলব্ধি করা হতে তাদের অন্তরকে বঞ্চিত করে ফেলা হয়। হিদায়াতের বাণী শ্রবণ তাদের কানে বোঝা মনে হতে লাগল। শিক্ষামূলক দৃষ্টি হতে তাদের চোখ এমনই রিক্ত হয়ে গেল যে, সব রকমের নিদর্শন দেখেও তাদের ঈমান আনার তাওফীক হয় না। কৌতূহলের কথা হলো, এ অবস্থায় মৃত্যুতে তারা আবার তৃপ্ত ও সন্তুষ্টও। বরং গর্বভরে তা ঘোষণাও করে। সূরা হা-মীম আস্ সাজদাতে ইরশাদ হয়েছে فَأَعْرِضْ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْثَةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا عَمَلُونَ তাদের অধিকাংশই উপেক্ষা করেছে, কাজেই তারা শুনবে না। তারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত, কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। কাজেই তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি (হা-মীম আস্-সাজদা : ৪-৫)। এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আয়াত শ্রবণ দ্বারা উপকৃত না হওয়া এবং অন্তরে আবরণ পড়া খোদ তাদের উপেক্ষাবৃত্তিরই ফলশ্রুতি এবং এ উপেক্ষাই তাদের মাঝে উক্ত অবস্থা সৃষ্টির কারণ। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ أَيْتَانَا وَلَىٰ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِي آذَانِهِ وَقْرًا وَكَانَ يَكْفُرُ আয়াত আবৃত্তি করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেন সে তা শুনতেই পায়নি, যেন তার কান দু'টি বধির (লুকমান : ৭)। কারণের ভিত্তিতে কার্য সংঘটিত করা যেহেতু মহান স্রষ্টা ছাড়া আর কারও কাজ হতে পারে না, তাই আলোচ্য আয়াত وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً -এর মাঝে আবরণ ইত্যাদি ফেলাকে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৩০. ইসলাম বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ ও উহার পরিণতি : তাদের মধ্যে এখন আর বোধশক্তি ও ইনসাফ কিছুই নেই। ঈমান আনয়ন ও মহান আল্লাহর হিদায়াত হতে উপকার গ্রহণ নয় আদৌ বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট তাদের আগমনে উদ্দেশ্য ছিল কেবল তর্ক-বিতর্ক করা ও অপবাদ দেওয়া। তাই তো কুরআন মজিদের বক্তব্য ও বর্ণনাকে তারা পূর্বকালের উপকথা সাব্যস্ত করত। আবার এ প্রত্যাখান, কুট-তর্ক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেই ক্ষান্ত হতো না, অন্যদের মাঝেও নিজেদের ব্যাধি সংক্রমিত করার চেষ্টা করতো। কাজেই, মানুষকেও সত্য গ্রহণে বাধা দিত এবং

(২৭) وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(২৮) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

২৭. যখন তাদেরকে দোষখের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন যদি তুমি তাদের দেখতে! তখন তারা বলবে হায়! আমরা যদি পুনরায় প্রেরিত হতাম এবং আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান না করতাম ও মু'মিনগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম! ৩১

২৮. বরং পূর্বে তারা যা গোপন করত তা প্রকাশ পেয়ে গেছে। ৩২ তাদেরকে যদি পুনরায় পাঠানো হয়, তবে আবারও সেই কাজেই তারা লিপ্ত হবে, যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল এবং নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। ৩৩

নিজেরাও দূরে সরে থাকত, যাতে তাদেরকে দেখে অন্যরা সত্য গ্রহণে অসম্মত ও বিদ্বিষ্ট হয়। কিন্তু তাদের এসব কদর্য তৎপরতা দ্বারা আল-হামদুলিল্লাহ, সত্য দীনের কোন ক্ষতি হতে পারে না। আল্লাহ পাক তো তাকে জয়ী করবেনই। আর রাসূলেরও কিছু বিগড়াবে না। কারণ, তাঁর হিফাযত ও মর্যাদার দায় দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার বরং এসব নির্বোধ লোক নিজেদেরই স্থায়ী ধ্বংসের ব্যবস্থা করছে। আবার বুঝতেও পারছে না যে, নিজ হাতে নিজ পায়ে কুঠারাঘাত হানছে।

৩১. অর্থাৎ মহান আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার, উপহাস ইত্যাদি তাদের যাবতীয় অপকার্য ততদিনই চলতে পারবে, যতদিন না মহান আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি সামনে আসছে। জাহান্নামের সামান্যতম বাতাসও যখন গায়ে লেগে যাবে, তখন হামতাম কোথায় মিলে যাবে। তখন হাজার বার আকাংখা প্রকাশ করবে, আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো হোক। আমরা আর কখনও মহান আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করব না। আমরা পাক্কা মু'মিন হয়ে যাব, কিন্তু الان قد ندمت وما ينفع الندم 'এক্ষণে অনুতপ্ত হয়েছো! আনুতাপ কী কাজে আসবে'?

৩২. দুনিয়ায় ফিরে যেয়ে ঈমান আনার আশ্রয়ও মিথ্যে : এখনও দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার আকাংখা সদিচ্ছা ও ঈমানের আশ্রয় নেই, বরং শাস্তি ও কর্মফলের সেই দৃশ্য যখন সামনে এসে গেছে, যাকে সমুজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ সত্ত্বেও অস্বীকৃতির আবরণে গোপন করত, মহান আল্লাহর আযাব চাম্বুস দেখে নিয়েছে, গোপনে যে সব অপকর্ম করত তার রহস্য না বলে যে দাবী করেছিল, তার অসত্যতাও প্রকাশ হয়ে গেছে।

(২৯) وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝

(৩০) وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

(৩১) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ ۖ بَغْتَةً ۖ قَالُوا يُحْسِرْتُنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ۖ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ ۖ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۖ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ۝

২৯. এবং তারা বলে আমাদের জন্য এ পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হওয়ার নই। ৩৪

৩০. যদি তুমি তাদের দেখতে যখন তাদেরকে দাঁড় করানো হবে তাদের প্রতিপালকের সামনে। তিনি বলবেন, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, কেন নয়, আমাদের প্রতিপালকের শপথ। তিনি বলবেন, তবে নিজেদের কুফরের বদলে শাস্তি আন্বাদন কর। ৩৫

৩১. ধ্বংস হয়েছে সেইসব লোক, যারা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা জেনেছে। অবশেষে যখন কিয়ামত তাদের উপর অকস্মাৎ আপতিত হবে, তখন বলবে, হায় আফসোস! এ সম্পর্কে আমরা কী রূপ ভুল করেছি! তারা তাদের পৃষ্ঠদেশে নিজ বোঝা বহন করবে। শোন, তারা যে বোঝা বহন করবে তা নিতান্তই মন্দ। ৩৬

মোদাকথা, এ নালায়েকদের অন্তরে গোপনে অদৃশ্যভাবে অন্যায় ও অসত্যের যে কুফল লালিত হয়েছিল তা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির আকারে বাস্তবে সামনে এসে গেছে। তাই কেবল প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত পূর্ণবার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার আকাংখা করছে।

৩৩. অর্থাৎ এখনও মিথ্যা বলছে যে, আমরা দুনিয়ায় ফিরে গিয়ে পাক্কা মু'মিন হয়ে যাব এবং আর কখনই মহান আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করব না। এ হতভাগাদের যদি দুনিয়ায় করা হয়, তবে অন্যায়-অনাচারের যে শক্তি তাদের মাঝে নিহিত আছে সেটাকেই আবার কাজে লাগাবে। যে বিপদে ঘাবড়ে গিয়ে তারা দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার আকাংখ প্রকাশ করছে, তা স্বপ্নের মত ভুলে যাবে, যেমন অনেক সময় পার্থিব বিপদ আপদে পতিত হয়ে মানুষ মহান আল্লাহর শরণাপন্ন হয় ও তাওবা করে, কিন্তু কিছুদিন অতিক্রম হলে তার কিছুই মনে থাকে না যে, কী প্রতিশ্রুতি

(৩২) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

(৩৩) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝

৩২. পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়। মুত্তাকীগণের জন্য আখিরাতের নিবাসই শ্রেয়। তোমরা কি বোঝ না? ৩৭

৩৩. আমি জানি তাদের কথাবার্তা তোমাকে দুঃখ দেয়, বস্তুত তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এ যালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকেই অস্বীকার করে।

সে করেছিল। 'كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضَرْمِهِ' যেন সে কোন বিপদের সম্মুখীন হয়ে আমাকে ডাকেইনি।

৩৪. অর্থাৎ যত পার আনন্দ স্মৃতি করে নাও। অথবা আখিরাতের চিন্তায় দুনিয়ার সুখ শান্তিকে ব্যাহত করো না। এটাই অধুনা বস্তুপূর্বাদী ইউরোপের অবস্থা।

৩৫. অর্থাৎ বাস্তব অবস্থা যখন চোখের সামনে এসে পড়বে এবং মৃত্যুর পর উত্থান ইত্যাদি বিষয় স্বীকার না করে উপায় থাকবে না, তখন বলা হবে, সত্যকে অস্বীকার ও পরকালকে অবিশ্বাস করার মজা ভোগ কর।

৩৬. হেলায়-খেলায় সময় ব্যয়ের পর মনস্তাপে কাজ হবে না : মানুষের সবচেয়ে বড় দূর্ভাগ্য হলো, মহান আল্লাহর সাক্ষাতকে অস্বীকার করা ও জীবনের অত্যাশ্চর্য মর্যাদাকে মিথ্যা জ্ঞান করা এবং অবশেষে যখন মৃত্যু বা কিয়ামত মাথার উপর এসে পড়বে তখন নিরর্থক মনস্তাপে কপাল চাপড়ানো যে, হায়! আমি আমার পার্থিব জীবন বা কিয়ামতের দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে কী রূপ অপ্রতিষ্ঠ ক্রটি করেছি। তখনকার সে আফসোস ও মনস্তাপে কোনই লাভ হবে না। অন্যায় ও অপরাধের সে দুর্বহ বোঝার চাপে তার পৃষ্ঠদেশ কুব্জ হয়ে যাবে, এ অসময়ের মনস্তাপে তা বিন্দুমাত্র লাঘব হবে না।

৩৭. আখিরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতি তুচ্ছ : কাফিররা তো বলত, পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই, কিন্তু বাস্তব কথা হলো, এ নশ্বর ও মলিন যিন্দেগী পরকালীন জীবনের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ ও মূল্যহীন। এ জীবনের কেবল সেই মুহূর্তগুলোকেই জীবন নামে অভিহিত করা যায়, যা আখিরাতের প্রস্তুতিতে

(৩৬) وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَ أَوْذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَايَ الْمُرْسَلِينَ ۝

৩৬. তোমার পূর্বেও বহু রাসুলের প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছিল। তারা তাদের প্রতি মিথ্যারোপ ও উৎপীড়নে ধৈর্যধারণ করতে থাকে, অবশেষে তাদের নিকট পৌঁছায় আমার সাহায্য। আল্লাহর বাণীকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তোমার কাছে তো রাসূলগণের কিছু বৃত্তান্ত পৌঁছেছে। ৩৬

ব্যয়িত হয়। বাকি যে সময়গুলো আখিরাতে ফিরিক ও প্রতুতিতে ব্যয় হয় না, একজন পরিণামদর্শী মানুষের চোখে তা ক্রীড়া কৌতুকের বেশী কিছু মূল্য রাখে না। মুত্তাকী ও সমুদার লোক জানে, তাদের আসল নিবাস আখিরাতে এবং আখিরাতেই তাদের প্রকৃত জীবন।

৩৮. মহান আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কাফিরদের অসংলগ্ন কথাবার্তায় মর্মান্বিত না হওয়ার জন্য পরামর্শ ও সান্ত্বনা : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তরে সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতি সমগ্র বিশ্ববাসী অপেক্ষাও বেশী দেওয়া হয়েছিল। তিনি দুর্ভাগ্য কাফিরদের অবিশ্বাস ও অস্বীকৃতি এবং ভবিষ্যতের ক্ষতিসাধন ও ধর্মদ্রোহীমূলক কথাবার্তায় ভীষণ মর্মান্বিত হতেন। এ আয়াতসমূহে তাকে সান্ত্বনা এবং উক্ত হতভাগাদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের উপেক্ষা ও অবিশ্বাসে এতটা মনোদুঃখ নেবেন না ও চিন্তিত হবেন না। এরা যে অবিশ্বাস করছে প্রকৃতপক্ষে এতদ্বারা তারা আপনাকে অস্বীকার করছে না। কেননা, তারা তো পূর্বেই আপনাকে সর্বসম্মতভাবে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী আখ্যা দিয়ে রেখেছে। আসলে নবীর প্রচার ও সমর্থনকল্পে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যে সব আয়াত ও নিদর্শন প্রেরণ করা হয়েছে, তারা কেবল বিদ্রোহবশত জেনেগুনে সে গুলো অস্বীকার করছে। কাজেই, আপনিও এ যালিমদের ব্যাপার মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হোন। তিনি তাদের যুলুম ও আপনার ধৈর্যের ফল দান করবেন। পূর্বের যেসব নবীগণের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনানো হয়েছে, তাঁদের সাথেও তাঁদের স্বজাতি অস্বীকৃতি ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করেছিল। মহান আল্লাহর নিষ্পাপ নবীগণ সে ক্ষেত্রে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে থাকেন। অবশেষে ওয়াদা অনুযায়ী মহান আল্লাহর সাহায্য পৌঁছে যায় এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ও দান্তিক কাফিরদের বিরুদ্ধে তাদেরকে জয়ী করা হয়। আপনার সঙ্গে যে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা করা হয়েছে তাও এক এক করে পূর্ণ হবে। পাহাড় টলতে পারে, কিন্তু মহান আল্লাহর কথা পরিবর্তন করে ফেলবে অর্থাৎ

(৩৫) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ
أَوْ سَلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَاتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

(৩৬) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۖ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

৩৫. তাদের উপেক্ষা যদি তোমার কাছে কষ্টকর হয়, তবে তুমি পারলে
যমীনে সুড়ংগ বা আকাশে সিঁড়ি অন্বেষণ কর, তারপর তাদের নিকট
উপস্থিত কর এক মু'জিয়া। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে সরল
পথে একত্র করতেন। কাজেই, তুমি মুর্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ৩৬

৩৬. মানে তো তারাই, যারা শোনে। আর মৃতদেরকে আল্লাহ জীবিত
করবেন। তারপর তাঁর নিকট তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। ৪০

তিনি যা বলেছেন তার বাস্তবায়নে বাধা প্রদান করবে? অবিশ্বাসীদের মনে রাখা
উচিত, তাদের যুদ্ধ আসলে মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যক্তির সাথে নয় বরং তাঁর
প্রতিপালকের সঙ্গে, যিনি তাঁকে নিজের প্রধান রাসূল বানিয়ে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ
প্রেরণ করেছেন। মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার করা মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে
অস্বীকার করারই নামান্তর।

৩৯. মহান আল্লাহর প্রজ্ঞামূলক আইন-শৃংখলার বিপরীতে কোন কিছু আশা
করা বোকামী ৪ কাফিরদের কথা ছিল, ইনি যদি নবী হয়ে থাকেন, তবে তাঁর সাথে
সর্বদা এমন নিদর্শন থাকা উচিত যা দেখে যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করতে ও ঈমান
আনতে বাধ্য হয়ে যায়। সমগ্র বিশ্ববাসীর হিদায়াত ছিল প্রিয়নবী (সা.)-এর কাম্য।
সম্ভবত তাঁরও মনে ছিল তাদের দাবী পূরণ করা হোক। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে
সৃষ্টিগত বিষয়ে তাঁর ইচ্ছা মেনে চলার কথা বুঝিয়ে দিলেন। সৃষ্টিগত আইন-শৃংখলার
চাহিদা এটা না যে, সমগ্র বিশ্বকে ঈমান আনতে বাধ্য করে দেওয়া হবে। নয়ত নবী ও
নিদর্শনের মাধ্যম ব্যতিরেকে শুরুতেই সকলকে সরল পথে একত্র করে দেওয়ার
ক্ষমতা মহান আল্লাহর রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার অপার প্রজ্ঞা যখন এরূপ বাধ্যকর
মু'জিয়া ও দাবীমূলক নিদর্শন দেখানোর পক্ষপাতী নয়, তখন মহান আল্লাহর ইচ্ছার
বিরুদ্ধে কার কোথায় এমন শক্তি আছে যে, ভূ-গর্ভ বা আকাশে সুড়ংগ বা সিঁড়ি দিয়ে
এরূপ বাধ্যকর ও দাবীমূলক নিদর্শন এনে দেখাবে? আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞামূলক
আইন-শৃংখলার বিপরীতে কোন বিষয়ে আশা করা মুর্থদের কাজ।

(৩৭) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৩৭. এবং তারা বলে, তাঁর প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? ৪১ বল, নিদর্শন অবতীর্ণ করার শক্তি আল্লাহর আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশে জানে না। ৪২

৪০. অর্থাৎ সকলেই মানবে সে আশা করো না। যাদের অন্তঃকরণ বধির হয়ে গেছে তারা তো শোনেই না। কাজেই, তারা মানবে কী করে? হাঁ, আত্মিক ও রূহানী দিক থেকে মৃতবৎ এই কাফিররা কিয়ামতের দিনে চোখে দেখে বিশ্বাস করবে। এখন যা অস্বীকার করে তখন তা স্বীকার করবে।

৪১. কাফিরদের দাবী অনুযায়ী সব মু'জিয়া না দেখানোর রহস্য : তারা যে গুলো চায়, তা থেকে কোন একটি নিদর্শন কেন নাযিল হয় না, যেমন ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نُّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۖ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِلًا وَالْمَلَائِكَةَ قَبِيلًا ۚ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ ۖ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝

এবং তারা বলে, কখনই তোমাতে ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রসবণ উৎসারিত করবে, অথবা তোমার খেজুরের বা আংগুরের এক বাগান হবে, যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা। অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদানুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও ফিরিশ্তাগণকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে, অথবা তোমার একটি স্বর্ণ-নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনই ঈমান আনব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে, যা আমরা পাঠ করব। বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক। আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল (বনী ইসরাঈল : ৯০-৯৩)। নচেৎ প্রিয়নবী (সা.)-এর প্রতি তো জ্ঞান ও কর্মগত অসংখ্য মু'জিয়া ও নিদর্শন বৃষ্টির মত অবতীর্ণ হত।

৪২. অর্থাৎ যে মু'জিয়ার দাবী করা হয়েছে, তা অবতীর্ণ করতে আল্লাহ অক্ষম নন, কিন্তু মহা বিশ্বের নিয়ম-শৃংখলার বুনয়াদ যেই হিকমত ও রহমতের উপর তা বুঝতে তাফসীরে উসমানী

(৩৮) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَالِكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝

৩৮. যমীনে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই বা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী ওড়ে না, যা তোমাদের মত উস্মাত নয়। আমি লেখার মাঝে কোন কিছুই বাদ দেইনি, তারপর স্বীয় প্রতিপালকের সামনে সকলেই একত্র হবে।^{৪৩}

তোমাদের অধিকাংশই অপারগ। সে হিকমত ও প্রজ্ঞামূলক আইন কানুনের চাহিদা এটাই যে, যে সব মু'জিয়ার দাবী করা হয় তা সব দেখানো যাবে না।

৪৩. দুনিয়ার প্রতিটি সৃষ্টির প্রতিপালন আল্লাহর অধীন; মানব জাতিও এর বাইরে নয়। যেসব নিদর্শন দাবী করা হয়, তা না দেখানোর মাঝে যে রহস্য নিহিত এসব আয়াতে তার কতক বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সমস্ত জীব-জন্তু, তা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করুক আর আকাশে উড়ুক সবই মানুষের মত এক উস্মাত। তন্মধ্যে প্রত্যেক জাতিকে আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ আকৃতি ও প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সে গুলো তাদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও কর্মের চৌহদ্দিতে থেকে কাজ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য তাদের যোগ্যতা ও স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী কর্মের যে পরিমণ্ডল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, কোনও প্রাণী তার বাইরে এক কদমও পা ফেলতে পারে না। তাই তো দেখা যায় সৃষ্টির সূচনা হতে আজ পর্যন্ত কোন প্রাণীর তার জাতীয় কর্মের পরিমণ্ডলে কোন প্রকার উন্নতি সাধন করতে পারেনি। এভাবে প্রতিটি জিনিসের যোগ্যতা ও স্বভাব-প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করে দেখুন। আল্লাহ তা'আলার অনাদি জ্ঞান ও লাওহে মাহফুযে সৃষ্টির সমস্ত জাতির প্রতিপালন ও পরিচালনার মৌলিক ও শাখাগত আইন কানুন সুবিন্যস্ত আছে। কোন জিনিসই ইহজীবনে বা মৃত্যুর পর সেই পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার বাইরে কদম রাখতে পারে না। প্রাণীকূলের মধ্যে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট উন্নতি সাধনকারী জাতি। এ কর্মক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছা এবং উন্নতি সাধনকারী বিবেকবুদ্ধি তার সৃষ্টিগত নিয়ম-শৃংখল ও জীবন বিধানকে অপরাপর প্রাণী হতে এমন উন্নত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে যে, এখন তাকে 'প্রাণী' নামে অভিহিত করতে সংকোচ বোধ হয়। অন্যান্য জীবের বিপরীতে সে দেখে, শুনে জিজ্ঞাসা করে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করে এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা অর্জিত সে জ্ঞান রাশিকে বিন্যস্ত করে নব জীবনের পথে উন্নতি লাভ করতে থাকে। সে ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে, উপকারী-অপকারীকে চিনতে এবং সূচনা ও সমাপ্তি বুঝতে সক্ষম। যে কোন কাজ করতে বা ছাড়তে সে মোটামুটি স্বাধীন। এ জন্যই তাকে আল্লাহর পক্ষ হতে এমন সব নিদর্শন

(৩৯) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۚ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ ۖ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
(৪০) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تُدْعُونَ ۚ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

৩৯. এবং যারা আমার আয়াতসমূহে প্রত্যাখ্যান করে তারা বধির, মূক, অন্ধকারে।^{৪৪} আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন^{৪৫} এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে স্থাপন করেন।

৪০. বল, দেখ তো যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আসে বা তোমাদের উপর কিয়ামত এসে পড়ে, তখন কি তোমরা আল্লাহর ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে। বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

দেখানো হয়, যাতে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাওয়া যায় এবং চিন্তা ও কর্মের স্বভাব-জাত স্বাধীনতা খর্ব না হয়। সে যদি মহান আল্লাহর দেওয়া চিন্তাশক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগায়, তবে তার পক্ষে হক ও বাতিল এবং ভাল ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করা মোটেই কষ্টকর হবে না। কাজেই, যে সব দাবীমূলক নিদর্শন সর্বতোভাবে ঈমান আনতে বাধ্য করে তা মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও তার সৃষ্টিগত নিয়মকে নস্যাৎ করার বরং মানুষকে সাধারণ জীব-জানোয়ারের কাতারে নামিয়ে আনার নামান্তর। আর যে সব নিদর্শন দাবী করা হয় তা যদি সর্বতোভাবে বাধ্যকারী না হয়, তবে তা দেখানোর কোন অর্থ হয় না। কেননা, সে ক্ষেত্রেও সেই সব ভিত্তিহীন সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করা হবে যা তাদের অযাচিত নিদর্শনাবলীতে করা হয়েছিল।

৪৪. অর্থাৎ না অন্যে বললে শোনে, না নিজেরা অন্যের কাছে জিজ্ঞাসা করে, আর না অন্ধকারে দেখে। নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা যখন সব ধরনের শক্তিই হারিয়ে ফেলেছে, তখন আর সত্যের সমর্থন ও গ্রহণের কী মাধ্যম থাকতে পারে?

৪৫. পথভ্রষ্ট তাকেই করতে চান, যে নিজেই নিজের জন্য হিদায়াতের আসবাব-উপকরণ রুদ্ধ করে রাখে। ইরশাদ হয়েছে- وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ۚ আমি ইচ্ছা করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকো পড়ে ও তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে (সূরা আ'রাফ : ১৭৬)।

(১১) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَتَسَوْنَ مَا تَشْكُونَ ۝

(১২) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۝

(১৩) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(১৪) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ۖ فَاذَاهُمْ مُبْلِسُونَ ۝

৪১. বরং তাঁকেই ডাক, অনন্তর তিনি চাইলে দূর করবেন বিপদ যে জন্য তাঁকে ডাক এবং তোমরা যাদের শরীক করতে তাদের ভুলে যাও।^{৪৬}
৪২. আমি তোমার পূর্বে বহু জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। তারপর আমি তাদেরকে অর্থ সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করি, যাতে তারা বিণয়াবনত হয়।
৪৩. তারপর তাদের উপর যখন আমার আযাব আসলো, তখন তারা কেন বিণয়াবনত হল না? বস্তুত তাদের অন্তর পাষণ হয়ে গেছে এবং তারা যে কাজ করছিল শয়তান তা তাদের কাছে শোভন করে তুলেছে।
৪৪. তারপর তারা যখন সেই উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদের দান করা হয়েছিল, তখন আমি তাদের জন্য উন্মোচিত করে দিলাম সব কিছুর দুয়ার, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে দেওয়া বস্তুরাজিতে যখন তারা উল্লসিত হল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদের ধরলাম। তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ল।^{৪৭}

৪৬. যখন অন্ধ, বধির ও মূক হয়ে মহান আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ও গোমরাহীর অতল গহবরে নিপতিত হয়েছে। তখন তাদের উপর যদি দুনিয়া বা আখিরাতে কঠিন শাস্তি নিঃপতিত হয়, তা হলে সত্য বল তো সে সময় মহান আল্লাহ ছাড়া আর কাকে ডাকবে? দুনিয়ার ছোট ছোট বিপদেও যখন তোমরা পতিত হও, তখন নিরুপায় হয়ে সেই এক মহান আল্লাহকেই ডাক এবং সকল শরীককে ভুলে যাও।^{৪৭} তারা যখন জাহাজে চড়ে তখন আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে কেবল আল্লাহকেই ডাকে। সে ক্ষেত্রে ইচ্ছা হলে আল্লাহ পাক সে বিপদ হতে উদ্ধারও করেন। এরই দ্বারা আন্দাজ করে নাও আযাব অবতীর্ণ হলে বা

(৬০) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 (৬১) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَابْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ
 إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ ۚ أَنْظَرُ كَيْفَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ۝

৪৫. তারপর সে যালিমদের মূলোচ্ছেদ করা হল। এবং সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। ৪৮

৪৬. বল, দেখ তো আল্লাহ যদি তোমাদের কান ও চোখ কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর করে দেন, ৪৯ তবে আল্লাহ ছাড়া এমন প্রতিপালক কে আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো ফিরিয়ে দেবে? ৫০ লক্ষ্য কর, আমি কী ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বর্ণনা করি তবুও তারা পাশ কাটিয়ে চলে।

কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিকালে মহান আল্লাহ ছাড়া ঐক্যকর্তা আর কে হতে পারে? সেই মহান আল্লাহরই গৌরব ও গরিমা ভুলে গিয়ে তাঁর অবতীর্ণ নিদর্শনাবলী অস্বীকার ও নিজেদের ইচ্ছামত নিদর্শন দাবী করা কত বড়ই না নির্বুদ্ধিতা ও মূর্থতা।

৪৭. মহান আল্লাহ তাঁর আবাধ্যদের প্রথমেই কঠোর শাস্তি দেন না : পূর্বের আয়াতে শাস্তি আসার সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হয়েছিল। এবার ঘটনাবলীর বরাত দেওয়া হয়েছে যে, পূর্বকালে এরূপ শাস্তি এসেছেও। আরও সতর্ক করা হয়েছে যে, অপরাধীকে প্রথমে যখন লঘু শাস্তি দেওয়া হয় তখনই কালক্ষেপণ না করে মহান আল্লাহর প্রতি ঝুঁকে পড়া উচিত। দুর্বিণীত মনে শয়তানী প্ররোচনায় কোন শাস্তিকেই তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। 'মুযিল্ল কুরআনে' আছে, গুনাহগারকে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে সামান্য শাস্তি দান করেন। সে তার গুণকরিয়া আদায়ও কৃতজ্ঞাতবোধে আপ্ত না হয়ে ওল্টো পাপাচার তৎপরতাই যদি আরও বাড়িয়ে দেয় এবং গুনাহের মাঝে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে তা হলে তার অবচেতন অবস্থায় অকস্মাৎ আল্লাহ তা'আলা পাকড়াও করেন। লঘু শাস্তি আসা মাত্রই তাওবা করে নেওয়া উচিত। এ নীতি বর্জনীয় যে, আরও বড় শাস্তি হলে বিশ্বাস করব।

৪৮. যালিমের মূলোৎপাটনও মহান আল্লাহর সার্বজনীন প্রতিপালনের প্রভাব এবং এটা সামগ্রিক বিশ্ব পরিস্থিতির জন্য মহা অনুগ্রহ বটে। এ জন্যই এ স্থলে শোকর ও প্রশংসা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

৪৯. ফলে তোমরা শুনতেও পাবে না, দেখতেও পাবে না এবং না পারবে উপলব্ধি করতে।

(৬৭) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا
الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ۝

(৬৮) وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۚ فَمَنْ أَمِنَ وَأَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(৬৯) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

৪৭. বল, ভেবে দেখ তো তোমাদের উপর যদি অকস্মাৎ বা প্রকাশ্যে আল্লাহর শাস্তি আসে, ৫১ তবে যালিমরা ছাড়া আর কারা ধ্বংস হবে? ৫২

৪৮. আমি রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদ ও সতর্কবাণী শোনানোর জন্যই প্রেরণ করি। তারপর কেউ ঈমান আনলে ও নিজেকে সংশোধন করলে তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিত ও হবে না।

৪৯. এবং যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে শাস্তি স্পর্শ করবে, যেহেতু তারা নাফরমানী করত। ৫৩

৫০. হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, এর অর্থ – তাওবায় বিলম্ব করো না। এখন যে কান, চোখ ও অন্তর আছে তা আর নাও থাকতে পারে, ফলে তখন তার তাওবা ও ইস্তিগফারের তাওফীক হবে না।

৫১. অকস্মাৎ আসার আগে কোন আলামত ও পূর্বাভাস প্রকাশ না পাওয়া। কাজেই প্রকাশ্য অর্থ হবে, যা আসার আগে লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

৫২. অর্থাৎ তাওবা করতে বিলম্ব করা উচিত নয়, কারণ সেই বিলম্ব মূলতঃ ওতো শাস্তি এসে যেতে পারে, যার পূর্বাভাসই যুল্ম ও সীমালংঘন হতে তাওবা করে নেয়, তবে সে শাস্তি হতে বেঁচে যাবে।

৫৩. সবী প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং নবীর আনীত হিদায়াত অমান্যের প্রতিফলঃ তোমরা যে মহান আল্লাহর শাস্তি হতে উদাসীন ও বে-ফিকির হয়ে অর্থহীন দাবী-দাওয়া ও অবান্তর সাওয়াল জওয়াব করে নবীকে কষ্ট দিয়ে চলেছো ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মনগড়া মাপকাঠি তৈরি করছো, তো মনে রেখ, তোমাদের এই সব অবান্তর ও ধ্বংসাত্মক দাবী-দাওয়া পূরণ করার জন্য রাসূল পাঠানো হয়নি। তাদেরকে প্রেরণের উদ্দেশ্য শুধু সুসংবাদ দান ও সতর্কীকরণ এবং প্রচারকার্য ও উপদেশ দান। অনুগত বান্দাদেরকে সুসংবাদ দান ও অবাধ্যদেরকে অশুভ পরিণাম

(৫০) قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِن اتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ
أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝

৫০. বল, আমি বলি না আমার নিকট আল্লাহর ভান্ডার আছে এবং আমি অদৃশ্য কথাও জানি না আর আমি এ কথাও বলি না যে, আমি একজন ফিরিশ্তা। ৫৪ আমি তো কেবল সেই প্রত্যাদেশেরই অনুসরণ করি, যা আল্লাহর পক্ষ হতে আমার কাছে আসে। বল, অন্ধ ও চক্ষুস্থান কি সমান? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না? ৫৫

আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত হন। তারপর প্রত্যেকের কৃতকর্ম তার সাথেই থাকবে। যাঁরা নবীগণের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাস ও কর্মগতভাবে নিজেদের পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, তাঁরাই প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে যারা মহান আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে ও মহান আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে ও মহান আল্লাহর হিদায়াত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের কারণে কঠিন ধ্বংস ও মহা শাস্তির খাবাতলে এসে গেল। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

৫৪. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য : এ আয়াতে নবুওয়াতের পদমর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নবুওয়াতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁর দাবী এ হয় না যে, আল্লাহর যাবতীয় ক্ষমতার ভান্ডার তার হাতে, ফলে যখনই তাঁর কাছে কোন বিষয়ে দাবী জানানো হয়, তিনি তা অবশ্যই পূরণ করেন কিংবা তাঁর দাবী এও নয় যে, দৃশ্য অদৃশ্য যাবতীয় বিষয়, তা রিসালাতের দায়িত্ব সংক্রান্ত হোক বা নাই হোক তাঁকে অবহিত করা হয়েছে। কাজেই তোমরা যা কিছুই জিজ্ঞাসা করবে, তিনি পত্রপাঠ জবাব দিয়ে দিবেন। আবার তিনি এও দাবী করেন না যে, তিনি মানুষ নন; বরং অন্য কোন জাতির হতে আবির্ভূত যে, মানবিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ হতে তাঁর মুক্ত থাকার বিষয়ে প্রমাণ পেশ করবেন। তিনি যখন এর কোনওটিরই দাবীদার নন তখন নিজেদের প্রার্থিত মু'জিয়া তাঁর কাছে দাবী করা বা হঠকারিতা মূলকভাবে এ জাতীয় কোন প্রশ্ন করা যে, কিয়ামত কবে হবে? কিংবা এ কথা বলা যে, এ কেমন তরো রাসূল যিনি পানাহার করেন ও বাজারে বেচাকেনা করেন? আর এগুলিকে তার সত্যাসত্য যাচাইয়ের মাপকাঠি বানানো কতদূর সম্ভব হতে পারে?

৫৫. নবী (সা.) মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও কিন্তু সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর তুলনা হয় না : নবী যদিও মানব জাতি হতে কোন পৃথক কোন জাতির নন,

(৫১) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

(৫২) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۚ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

৫১. এবং তুমি এই কুরআন দ্বারা সেই সব লোককে সতর্ক কর, যারা তাদের প্রতিপালকের সামনে একত্র হওয়ার ভয় রাখে। আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং সুপারিশকারীও নয়^{৫৬} যাতে তারা সাবধান থাকে।^{৫৭}

৫২. যারা সকাল সন্ধ্যায় আপন প্রতিপালককে ডাকে তাদেরকে দূর করে দিও না, তারা তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে।^{৫৮} তাদের হিসাবের কোন দায় তোমার উপর নেই এবং তোমার হিসাবের কিছু দায়ও নেই তাদের উপর যে, তুমি তাদেরকে দূর করে দেবে তা হলে তুমি যালিমের অন্তর্ভুক্ত হবে।^{৫৯}

কিন্তু তাঁর ও অপরাপর মানুষের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মানবিক শক্তি দুই প্রকার, জ্ঞানগত ও কর্মগত। জ্ঞানগত শক্তির দিক থেকে নবী ও অন্যান্য মানুষের পার্থক্য চক্ষুজ্ঞান ও অন্ধ সদৃশ মনে করা উচিত। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর জ্যোতি দর্শনার্থে নবীর অন্তর্চক্ষু সর্বদা খোলা থাকে, যার সরাসরি দর্শন হতে অপরাপর মানুষ বঞ্চিত। নবীর কর্মশক্তির অবস্থা এই যে, তিনি কথা ও কাজ, নীরবতা ও গতিময়তা তথা প্রতিটি বিষয়ে মহান আল্লাহর আদেশ ও সন্তুষ্টির অধীন হয়ে চলেন। আসমানী ওহী ও মহান আল্লাহর আদেশের বাইরে না তাঁর একটি কদম উত্তোলিত হতে পারে, না পারে রসনা সঞ্চালিত হতে। তাঁরই পবিত্র অস্তিত্ব কর্ম ও চরিত্র তথা জীবনের সর্বাংশে খোদায়ী শিক্ষা^{৬০} ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির মূর্তিমান আদর্শ হয়ে থাকে, যা দেখলে তাঁর সত্যতা ও মহান আল্লাহর প্রেরিতত্বের বিষয়ে চিন্তাশীল মনে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না।

৫৬. নিজেদের প্রার্থিত মু'জিয়া প্রত্যক্ষ করার উপর যারা তাদের ঈমানকে স্থগিত রাখে এবং বিদ্বেষ ও হঠকারিতামূলকভাবে মহান আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনাবলীর অস্বীকৃতিতে অনড় থাকে, আপনি তাদের উপেক্ষা করে চলুন। কেননা, দাওয়াত ও

(৫৩) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ۝

৫৩. এভাবেই আমি কতক মানুষ দ্বারা কতককে পরীক্ষা করি, যাতে তারা বলে, এরাই কি তারা, যাদের প্রতি আল্লাহ আমাদের সকলের মধ্য হতে অনুগ্রহ করেছেন, আল্লাহ, কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সম্যক অবগত নন? ৬০

তাবলীগের দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে। তাদের আর সরল পথে আসার কোন আশা নেই। এখন আল্লাহর ওহী দ্বারা সেই সব লোককে সতর্ক করতে যত্নবান হোন যাদের অন্তরে হাশরের ভয় ও পরিণামের চিন্তা রয়েছে। কেননা, এরাই উপদেশ দ্বারা প্রভাবিত ও কুরআনী হিদায়াত দ্বারা উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

৫৭. অর্থাৎ এ কথা শুনে গুনাহ হতে বেঁচে থাকবে।

৫৮. অর্থাৎ দিন রাত নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকে।

৫৯. ধন-সম্পদ সম্মানের মাপকাঠি নয় বরং ঈমানই আসল বস্তু ৪ তাদের বাহ্য অবস্থা যখন এই যে, তারা দিন-রাত মহান আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি বিধানে মশগুল, তখন সে অনুযায়ীই তাদের সাথে ব্যবহার করুন। তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা কী বা শেষ পরিণাম কী হবে তাঁর অনুসন্ধান ও হিসাব-নিকাশের উপর আচার-আচরণ নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। কেননা, এ হিসাব আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার কাজের হিসাব গ্রহণও নয় তাদের দায়িত্ব। কাজেই, ধরে নেওয়া যাক, আপনি বিত্তবানদের হিদায়াতের লোভে নিষ্ঠাবান দরিদ্রদেরকে দূরে সরিয়ে দিতেছেন, তো সেটা হবে বে-ইনসারীর কাজ। 'মুযিহুল-কুরআনে' আছে, কাফিরদের কোন কোন সর্দার হযরত (সা.)-কে বলেছিল, আমাদের তো ইচ্ছা হয় কথা শুনি, কিন্তু আপনার কাছে যত সব নিম্নশ্রেণীর লোক বসে থাকে। আমরা তাদের পাশাপাশি বসতে পারি না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নথিল হয়। অর্থাৎ আল্লাহ সন্ধানীগণ যদি বিত্তহীনও হয় তবুও তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬০. অর্থাৎ বিত্তবানদেরকে বিত্তহীনদের দ্বারা পরীক্ষা করেন। এরা তাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করে ও বিস্ময় প্রকাশ করে যে, এরাই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত হয়ে গেল! কিন্তু আল্লাহ পাক দেখেন তাদের মন। তারা তো মহান আল্লাহর প্রাপ্য স্বীকার করে।

(৫৪) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(৫৫) وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلِتُسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ۝

(৫৬) قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۖ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝

৫৪. আমার আয়াতসমূহে যারা বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন বল, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমাদের প্রতিপালক নিজের উপর রহমত লিখে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করলে তারপর তাওবা করলে ও সংশোধন হয়ে গেলে, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু

৫৫. এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি এবং যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ৬১

৫৬. বল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকো, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বল, আমি তোমাদের খুশী অনুযায়ী চলি না। তা হলে আমি বিপদগামী হয়ে যাব এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না। ৬২

৬১. নবী-রাসূল আগমনের মূল উদ্দেশ্য ৪ পূর্বে বলা হয়েছিল নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য সুসংবাদ দান ও সতর্কীকরণ। এ রুকুর সূচনায় الَّذِينَ أَنْذَرَهُمْ بِالْآيَاتِ- দ্বারা নবীর সতর্কীকরণ এর দায়িত্ব তুলে ধরা হয়েছিল। এবার মু'মিনদের পক্ষে তাঁর সুসংবাদ দান এর দায়িত্ব ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ মু'মিনগণকে আপনি পূর্ণ নিরাপত্তা, রহমত ও ক্ষমার সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যাতে এ নিরীহ লোকগুলোর মনোবল বাড়ে এবং দর্পিত বিত্তবানদের নিন্দা, উপহাস ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহারে ভগ্ন হৃদয় না হয়। এ জন্যই আমি বিশদভাবে বিধান বর্ণনা করি। তা ছাড়া এজন্যও যে, মু'মিনগণের বিপরীতে পাপিষ্ঠদের পথ যাতে পরিষ্কার হয়ে যায়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ৪ (তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করলে)-এর উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, মু'মিনগণকে মন্দকাজ বা

(৫৭) قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ ۝

(৫৮) قُلْ لَّوْ أَن عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۝

৫৭. বল, আমি আমার প্রতিপালকের সাক্ষ্য লাভ করেছি, অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর। ৬৩ তোমরা যা ত্বরান্বিত করতে চাও তা আমার কাছে নেই। ৬৪ হুকুম তো আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

৫৮. বল, তোমরা যা ত্বরান্বিত করতে চাও তা যদি আমার কাছে থাকত, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা হয়ে যেত ৬৫ এবং আল্লাহ্ যালিমের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

পাপের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে এক পর্যায়ে অজ্ঞতা ও অসচেতনতা বশেই করে। পাপের ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা ও সচেতনতা যদি থাকে তবে এমন কে আছে যে এরূপ কাজ করার দুঃসাহস করবে?

৬২. পূর্বের আয়াতে সেই সব বিষয়ের বর্ণনা ছিল যা মু'মিনগণের প্রতি লক্ষ্য করে বলার উপযুক্ত। এ রূকুতে সেইসব বিষয় বিবৃত হয়েছে যা বলার উপযুক্ত কাফির ও পাপিষ্টদের সম্বোধন করে। বলা হয়েছে যে, আমার প্রতি যে জ্যোতিধারা ও ওহী অবতীর্ণ হয় এসব কিছুই আমাকে পূর্ণাঙ্গ তাওহীদের অবস্থান হতে বিন্দুমাত্র পা সরাতে বাধা প্রদান করে। তোমরা যতই ছল-চাতুরী কর আমি কখনই তোমাদের খেয়াল-খুশীমত চলব না। নবীই যদি কোন বিষয়ে মহান আল্লাহর ওহী ত্যাগ করে মানুষের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী চলতে শুরু করে, তবে তো আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শক বানিয়ে পাঠিয়েছেন তিনি নিজেই 'নাউযুবিল্লাহ' পথভ্রষ্ট হয়ে গেলেন। তখন হিদায়াতের বীজ দুনিয়ায় আর কোথায় থাকতে পারে?

৬৩. অর্থাৎ আমার নিকট মহান আল্লাহর স্পষ্ট সাক্ষ্য ও দ্বর্থহীন দলীল-প্রমাণ এসে গেছে, তা গ্রহণ হতে আমি এক চুলও সরে দাঁড়াতে পারি না। তোমরা যদি তা প্রত্যাখ্যান কর তবে তার পরিণামও চিন্তা করে দেখ।

৬৪. অর্থাৎ আল্লাহর আযাব। কাফিররা বলত عَذَابُكَ مِنْ عِنْدِكَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا ۚ হে আল্লাহ্! আমরা যা অস্বীকার করছি তা যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর-

(৫৯) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ
وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّبِينٍ ۝

৫৯. এবং তাঁরই নিকট অদৃশ্যের কুঞ্জিসমূহ, যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না।
এবং তিনি জানেন যা কিছু জল-স্থলে আছে। এবং তাঁর অজ্ঞাতসারে
একটি পাতাও পড়ে না, মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণা পতিত
হয় না কিংবা তরতাজা বা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট
কিতাবে নেই। ৬৬

বৃষ্টি বর্ষণ করুন কিংবা আমাদের প্রতি অন্য কোন কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাঠান।

৬৫. আল্লাহর শাস্তি দান কখনো কখনো বিলম্বিত হয় : যাকে যখন যে
প্রকারের শাস্তি দিতে চান কিংবা শাস্তিদান ছাড়া এমনিতেই তাওবার তাওফীক দান
করেন সবই মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এতে অন্য কারও আদেশ ও ক্ষমতার কোন
দখল নেই। তিনি দলীল-প্রমাণ দ্বারা সত্য বিবৃত করেন। তারপর কেউ না মানলে
তার সম্পর্কে সর্বোত্তম ফয়সালা-দাতাও তিনিই। তাদের সম্পর্কে ফয়সালা করা বা
তাদেরকে শাস্তি দান করার ক্ষমতা যদি আমার হাতে থাকত এবং এ শাস্তি
ত্বরান্বিতকারীগণ আমার কাছে শাস্তি প্রার্থনা করত তবে কবেই বিবাদ নিষ্পত্তি হয়ে
যেত। এ তো মহান আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞান, মহা সহিষ্ণুতা এবং অপার প্রজ্ঞা ও
শক্তির বহিঃপ্রকাশ। অসংখ্য কল্যাণ ও উপকারীতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি পূর্ণ জ্ঞান
ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও অপরাধীদেরকে নগদ শাস্তি প্রদান করেন না। সামনের আয়াতে
তার সর্বব্যাপী জ্ঞান ও অপার শক্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয় যে,
শাস্তি বিলম্বিত করার কারণ অজ্ঞতা বা অক্ষমতা নয়।

৬৬. অদৃশ্য জ্ঞানের ভাণ্ডার : সব কিছুই লিপিবদ্ধ আছে লাওহে মাহফুযে।
লাওহে মাহফুযে যা লিপিবদ্ধ আছে তা মহান আল্লাহর জ্ঞানে পূর্ব হতেই আছে। এ
হিসেবে আয়াতের সারকথা, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের শুষ্ক তাজা ও ছোট-বড় কোন
জিনিসই মহান আল্লাহর অনাদি ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের বাইরে থাকতে পারে না।
কাজেই, এসব অপরাধীদের প্রকাশ্য-গুপ্ত যাবতীয় অবস্থা ও তাদেরকে শাস্তিদানের
উপযুক্ত স্থান-কাল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান তাঁর আছে।

مَفَاتِيحُ - শব্দটিকে যাঁরা مَفْتَحُ (মীম-এ যবর) এর বহুবচন স্থির করেছেন তাঁরা
এর অর্থ করেছেন, অদৃশ্যের ধনাগার। আর যাঁদের মতে এটা مَفْتَحُ (যের যুক্ত মীম)

(৬০) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৬০. তিনিই তোমাদের রাত্রিকালে নিজ আয়ত্বে নিয়ে নেন^{৬৭} এবং দিনে তোমরা যা কিছু কর তা জানেন^{৬৮} তারপর তাতে তোমাদেরকে তুলে দেন, যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়।^{৬৯} তারপর তাঁরই নিকট তোমরা ফিরে যাবে তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন যা কিছু তোমরা কর।^{৭০}

এর বহুবচন তারা **مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ** -এর অর্থ করেছেন অনুবাদক (র.)-এর অনুরূপ, অর্থাৎ অদৃশ্যের কুঞ্জিসমূহ। যা হোক আয়াতের মর্ম অদৃশ্যের ধন-ভাণ্ডার ও তার চাবি সমূহ কেবল মহান আল্লাহরই হাতে। তিনিই তার মধ্য হতে যখন যে ভাণ্ডার যার জন্য যতটুকু ইচ্ছা খুলতে পারেন। নিজ জ্ঞান বুদ্ধি ও অন্যান্য আসবাব-উপকরণ দ্বারা কেউ অদৃশ্য জ্ঞান-ভাণ্ডার পর্যন্ত পৌঁছাবে বা তাকে যতটুকু অদৃশ্য জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাতে অতিরিক্ত কিছু নিজে নিজে সংযোজন করবে সে সক্ষমতা কারও নেই। কেননা, অদৃশ্য জ্ঞানের চাবি তো কাউকে দেওয়া হয়নি তা হোক না বান্দা এমন যে, তাকে লাখো লাখো অদৃশ্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। **مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ** বলতে অদৃশ্য বিষয়ের মৌলিক ও সামগ্রিক জ্ঞান বোঝায়। এরূপ জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

৬৭. অর্থাৎ রাত্রে নিদ্রাকালে বাহ্য অনুভব-উপলব্ধি বাকি থাকে না। মানুষ তার আশ-পাশ, এমন কি নিজ শারীরিক অবস্থাদি সম্পর্কে পর্যন্ত অচেতন হয়ে পড়ে। যেন সে সময় এসব শক্তি তার থেকে কেড়ে নেওয়া হয়।

৬৮. অর্থাৎ দিনে চলাফেরা, কাজ-কর্ম, আয় উপার্জন যা কিছু সংঘটিত হয় তার বিস্তারিত বিবরণ মহান আল্লাহর জ্ঞানে আছে।

৬৯. অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে তোমরা চির নিদ্রায় শায়িত থাকতে, কিন্তু মৃত্যুর নির্ধারিত ক্ষণ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নিদ্রার পর তিনি তোমাদেরকে জাগ্রত করে থাকেন।

৭০. দিনে কাজ-কর্ম সেরে রাত্রে শয়ন, তারপর নিদ্রা হতে জাগরণের এই প্রাত্যহিক আবর্তন-ধারা, পার্থিব জীবন, মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী উত্থানের একটি ক্ষুদ্র নিদর্শন। এ জন্যই নিদ্রা ও জাগরণের উল্লেখ পূর্বক পুণরুত্থান সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

(৬১) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ حَدَاكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۝

(৬২) ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۖ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ تَفُوهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ۝

(৬৩) قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۖ لَّيْنٌ أُنْجِنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝

(৬৪) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُّشْرِكُونَ ۝

৬১. এবং তিনিই আপন বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের প্রতি রক্ষক প্রেরণ করেন।^{৭১} অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্তারা^{৭২} তাকে নিজ আয়ত্বে নিয়ে নেয় এবং তারা কোন ত্রুটি করে না।^{৭৩}

৬২. তারপর তাদেরকে আল্লাহর নিকট পৌঁছান হবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক। শোন, কর্তৃত্ব তো তাঁরই। এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।^{৭৪}

৬৩. বল, কে তোমাদেরকে স্থলভাগের ও সমুদ্রের অন্ধকার হতে রক্ষা করেন, যখন তোমরা কাতরভাবে ও গোপনে তাকে ডাকতে থাক যে, আমাদেরকে এ বিপদ হতে রক্ষা করলে আমরা অবশ্যই অনুগ্রহ স্বীকার করব।

৬৪. বল, আল্লাহ তোমাদেরকে তা হতে এবং সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট হতে রক্ষা করেন। তথাপি তোমরা শিরক কর।^{৭৫}

৭১. অর্থাৎ সেই সকল ফিরিশ্তা যারা তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের কাজ-কর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

৭২. অর্থাৎ যে সকল ফিরিশ্তা তোমাদের প্রাণ সংহার করার জন্য প্রেরিত হয়।

৭৩. অর্থাৎ যখন যে ভাবে প্রাণ সংহার করার আদেশ হয়, তাতে তারা কোনরূপ খাতির বা ত্রুটি করেন না।

৭৪. অর্থাৎ এক মুহূর্তের ভেতর তিনি মানুষের সারাটা জীবনের ভাল-মন্দ কর্ম তুলে ধরতে পারেন।

(৬৫) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ
الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝

৬৫. বল, তোমাদের উর্ধ্বদেশ বা তলদেশ হতে তোমাদের প্রতি শাস্তি ৭৬
প্রেরণ করার কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করার এবং
একদলকে অপর দলের সংঘর্ষের স্বাদ গ্রহণ করানোর ক্ষমতা তাঁরই
আছে ৭৭। দেখ, কী ভাবে আমি আয়াতসমূহ বিবৃত করি, যাতে তারা
অনুধাবন করতে পারে। ৭৮

৭৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম জ্ঞান ও অপার শক্তি সত্ত্বেও তোমাদের
অন্যায়-অপরাধের যুগপৎ শাস্তি দান করেন না; বরং বিপদ-আপদের তিমিরে আবদ্ধ
হয়ে যখন তোমরা অত্যন্ত মিনতি সহকারে তাঁকে ডাক ও দৃঢ় অংগীকার কর যে,
বিপদ হতে মুক্তিলাভের পর কখনও অন্যায়-অপরাধ করবে না; সর্বদা কৃতজ্ঞতা স্বীকার
করে চলবে, তখন অনেক সময়ই তিনি মেহেরবাণী করে সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতি
হতে তোমাদের পরিত্রাণ করেন, কিন্তু তথাপি তোমরা নিজ ওয়াদায় অটল থাক না
এবং বিপদ হতে মুক্তিলাভ মাত্রই অবাধ্যতা শুরু করে দাও।

৭৬. অর্থাৎ মহান আল্লাহর দেওয়া সুযোগ ও অবকাশ দেখে নিশ্চিত ও নিরুদ্বেগ
হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তিনি যেমন বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিতে পারেন, তেমনি যে
কোনও বিপদে তোমাদেরকে নিক্ষেপ করার ক্ষমতাও তার আছে।

৭৭. মহান আল্লাহর বিভিন্ন প্রকার শাস্তি : এতে তিন প্রকার শাস্তি বর্ণিত
হয়েছে। ক. উর্ধ্বদেশ হতে আপতিত শাস্তি, যেমন প্রস্তর বর্ষণ, ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টিপাত;
খ. তলদেশ হতে উত্থিত, যেমন ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি। এ দু'টিই বহিরাগত শাস্তি।
পূর্বকার সম্প্রদায়গুলোকে এরূপ শাস্তি দেওয়া হত। রাসূলে কারীম (সা.)-এর দু'আর
বদৌলতে এরূপ সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে এ উম্মাতকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ
বিগত জাতিসমূহের ন্যায় শাস্তি এ উম্মাতের উপর বর্ষিত হবে না যা সমগ্র জাতিকে
নির্মূল করে দেবে। আঞ্চলিক ও খন্ডিতাকার কোন ঘটনা ঘটলে তা এর পরিপন্থী নয়।
গ. তৃতীয় প্রকার শাস্তি হলো, অভ্যন্তরীণ, যা এ উম্মাতের জন্যও প্রযোজ্য রাখা
হয়েছে। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে দলাদলি, গৃহ বিবাদ ও পারস্পরিক রক্তপাতের আযাব।
'মুযিহুল কুরআনে' আছে, কুরআন মাজীদে অধিকাংশ কাফিরকে শাস্তির হুঁশিয়ারী দেওয়া
হয়েছে। এ স্থলে পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, তা ছাড়াও এক শাস্তি হলো
উর্ধ্বদেশ বা তলদেশ হতে আপতিত আযাব, যা পূর্বকার জাতিসমূহকে দেওয়া হতো

(৬৬) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۖ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝

(৬৭) يَكُلُّ نَبِيًّا مُّسْتَقَرًّا ۖ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

(৬৮) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۖ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

৬৬. এবং তোমার সম্প্রদায় তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, অথচ তা সত্য। বল, আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।

৬৭. প্রত্যেকটি সংবাদের একটি নির্ধারিত সময় আছে এবং সত্বর তোমরা জানবে। ৭৯

৬৮. তুমি যখন তাদের দেখবে, যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্ক করে, তখন তাদের পরিহার করবে, যাবত না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। আর শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর আর যালিমের সাথে বসো না। ৮০

এবং আরও একটি শাস্তি আছে, যা গৃহযুদ্ধ নিজেদের মধ্যে রক্তপাত ও ধর-পাকড় আকারে দেওয়া হয়। প্রিয়নবী (সা.) বুঝে নিলেন, এ শাস্তিই এ উম্মাতের উপর আরোপিত হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'عَذَابٌ أَلِيمٌ' (কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) (অপমানকর শাস্তি) 'عَذَابٌ عَظِيمٌ' (মহা শাস্তি) ও 'عَذَابٌ شَدِيدٌ' (কঠিনতম শাস্তি) বলে এ শাস্তিকেই বোঝান হয়েছে। এ সঙ্গে যারা কাফির অবস্থায় মারা যাবে তাদের জন্য আখিরাতের শাস্তি তো রয়েছেই।

৭৮. অর্থাৎ কুরআন মাজীদকে বা শাস্তি আসার বিষয়কে। কারণ, তারা মনে করত এসব মিথ্যা হুমকি, আযাব-গযব কিছু আসবে না।

৭৯. অর্থাৎ তোমরা প্রত্যাখ্যান করছ বলে যে আমি নিজেই শাস্তি অবতীর্ণ করব বা তার সময়, ধরণ ইত্যাদির বিবরণ জানিয়ে দেব, এটা আমার কাজ নয়। আমার কাজ শুধু সতর্ক করে দেওয়া। বাকি প্রত্যেকটি জিনিসের নির্ধারিত দিন-ক্ষণ মহান আল্লাহু জানেন। সময় যখন আসবে তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে যে, আমি যে বিষয়ে সতর্ক করছিলাম তা কতখানি সত্য।

(৬৭) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرٌ لَعَلَّهُمْ

يَتَّقُونَ ০

(৭০) وَذُرِّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذُرِّ
بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا
لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ০

৬৯. বিতর্ককারীদের হিসাব-নিকাশের কোন দায় তাকওয়া অবলম্বনকারী-
দের উপর নেই, তবে তাদের দায়িত্ব উপদেশ দেওয়া, যাতে তারা
সতর্ক হয়। ৮১

৭০. যারা তাদের দীনকে ক্রীড়া কৌতুকে পরিণত করেছে ৮২ এবং পার্থিব
জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে ৮৩ তুমি তাদের পরিত্যাগ কর এবং
তাদেরকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের
कारणे ধরা না পড়ে, যখন আল্লাহ ছাড়া তার কোন সাহায্যকারী ও
সুপারিশকারী থাকবে না। এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তার থেকে
তা কবুল করা হবে না। ৮৪ এরাই তারা যারা তাদের কৃতকর্মের কারণে
ধরা পড়েছে। কুফরের কারণে তাদেরকে পান করতে হবে অতৃষ্ণ
পানি এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ৮৫

৮০. মহান আল্লাহকে নিয়ে যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের সাথে উঠাবসা
করা যাবে না : যারা মহান আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ও অযথা
তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে আযাবের উপযুক্ত বানায় তোমরা তাদের সাথে
উঠাবসা করো না, পাছে তোমরাও তাদের দলভুক্ত হয়ে শাস্তিযোগ্য হয়ে পড়। অন্যত্র
ইরশাদ হয়েছে **انكم اذا مثلهم** 'তা হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে'। এদের
মজলিসকে ঘৃণা ভরে ত্যাগ করা এবং ভুলবশত শরীক হলে স্মরণ হওয়া মাত্র উঠে
যাওয়াই একজন মু'মিনের আত্মমর্যাদাবোধের পরিচায়ক। এরই মাঝে আপন
পরিণামের সফলতা, দীনের নিরাপত্তা এবং উপহাসকারীদের জন্য কার্যগত উপদেশ ও
সতর্ক সংকেত নিহিত।

৮১. এর দু'টো অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ মুত্তাকীগণ তর্ক-বিতর্ক ও
উপহাসকারীদের মজলিস ত্যাগ করলে তাদের উপর ওদের গোমরাহীতে পড়ে থাকার
কোন দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না। হ্যাঁ, যথাসাধ্য উপদেশ দান করতে থাকা তাদের কর্তব্য।
তাকসীরে উসমানী — ৮১

(৭১) قُلْ أُنذِرُ عَوَامِينَ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا ۚ إِنَّ أَصْحَابَ يَدْعُوهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৭১. বল, আমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুকে আহ্বান করবো যা আমাদের কোনও উপকারও করতে পারে না এবং অপকারও নয়? এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির মত উল্টো পথে ফিরে যাব, যাকে শয়তান মরু প্রান্তরে পথ ভুলিয়ে দিশেহারা করে ফেলেছে, আর তার সঙ্গীরা তাকে ডাক দেয় পথের দিকে যে চলে এস আমাদের কাছে? ৮৬ বল, আল্লাহ্ যে পথ প্রদর্শন করেছেন সেটাই সরল পথ। ৮৭ আর বিশ্ব-পালকের অনুগত হয়ে থাকতেই আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

হয়ত সে হতভাগারা নসীহত শুনে নিজেদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান হবে। কিংবা এর অর্থ এই যে দীনী বা দুনিয়াবী কোন বাস্তব সম্মত কারণে তাদের মজলিসে যদি মুত্তাকী ও সাবধানী লোকের যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে নিন্দুকদের পাপ ও জবাবদিহির কোন ফল তাদের ভোগ করতে হবে না। হাঁ, সাধ্যমত উপদেশ দেওয়া তাদের কর্তব্য বটে, অসম্ভব নয় কোন সময় তাদের উপরও সে নসীহতের প্রভাব পড়বে।

৮২. অর্থাৎ সেই দীনকে যা গ্রহণ করা তার উপর ফরয ছিল। অর্থাৎ দীন ইসলাম।

৮৩. পার্থিব আনন্দ স্ফুর্তিতে মত্ত হয়ে আখিরাতে জীবনকে বেমালাম ভুলে বসেছে।

৮৪. অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যান ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে যাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে, তারা এমন কোন সাহায্যকারী পাবে না, যারা জোর খাটিয়ে তাদেরকে মহান আল্লাহর আযাব হতে মুক্ত করে আনবে এবং কোন সুপারিশকারীও নয়, যারা চেষ্টা-চরিত্র ও সুপারিশ করে কার্যোদ্ধার করে দেবে। আর তাদের পক্ষ হতে কোন মুক্তিপণ ও বিনিময়ও গৃহীত হবে না। মনে করা যাক, একজন অপরাধী বিশ্বের যাবতীয় ধন-সম্পদ বিনিময় স্বরূপ দিয়ে মুক্তি পেতে চায়, তবু সে মুক্তি পাবে না।

৮৫. পূর্বের আয়াতে বিশেষভাবে সেই সব মজলিস ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে মহান আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অন্যায় বাদ-বিসংবাদ করা

(৭২) وَأَنْ أَتَقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَآتَقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِیْ اِلَیْهِ تُحْشَرُونَ ۝

৭২. এবং এই আদেশ যে, তোমরা সালাত কায়েম কর ও আল্লাহকে ভয় করে চল। তিনিই সেই সত্তা যার নিকট তোমরা সকলে একত্র হবে।

হয়। এ আয়াতে এরূপ লোকদের সাধারণ সভা-সমিতি ও তাদের সংসর্গ ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ আদেশ আছে যে, তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক, যাতে তারা নিজ কৃতকর্মের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক হয়।

৮৬. পথভ্রষ্টদের সরল সঠিক পথে নিয়ে আনার চেষ্টা করাই মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য : পথভ্রষ্টদের উপদেশ দিয়ে সরল পথে নিয়ে আসা এবং যারা মহান আল্লাহ হতে দূরে সরে গায়রুল্লাহর চৌকাঠে মাথা সাঁপে দিয়েছে তাদেরকে এক মহান আল্লাহর সামনে সিজদাবনতঃ করার চেষ্টায় থাকাই মুসলিমের শান। কাজেই, তার সম্পর্কে এ আশা রাখা নিতান্তই হাস্যকর যে, মহান আল্লাহ ছাড়া এমন কারও সামনে মাথা নোওয়াবে, যার না আছে উপকার করার শক্তি, না অপকার করার বা সে বাতিল-পন্থীদের সংসর্গে থেকে তাওহীদ ও ঈমানের সমুজ্জ্বল পথ ত্যাগ করে শিরকের অন্ধকার গলির দিকে ফিরে যাবে। আল্লাহ পানাহ দিন, এমন যদি হয়ে যায়, তবে তার দৃষ্টান্ত তো সেই পথিক সদৃশ, যে তার পথ চেনা সাথীদের সঙ্গে পথ চলছিল, সহসা দুট জিনেরা পথ ভুলিয়ে তাকে অন্য দিকে নিয়ে যায়। পথ হারিয়ে সে এদিক ওদিক ঘুরপাক খেতে থাকে। সঙ্গীরা তার কল্যাণ চিন্তায় পেরেশান হয়ে ডাক দিয়ে যায় এ দিকে এস, পথ এই দিকে, কিন্তু সে দিকভ্রান্ত ও হতভম্ব হয়ে গিয়ে না কিছু বুঝতে পারছে আর না তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। অনুরূপ আখিরাতে পথের পথিকের জন্য সরল-সোজা পথ ইসলাম ও তাওহীদেরই পথ। নবী রাসূল ও তাদের অনুসারী-গণের সমভিব্যাহারেই হয় এ পথের পরিভ্রমণ। যখন এ হতভাগা শয়তান ও বিভ্রান্তকারীদের থাবায় পড়ে বিভ্রান্তির মরুভূমিতে ঘুরপাক খেয়ে ফেরে, তখন তার দিশারী ও সমভিব্যাহারীগণ সহমর্মিতার সাথে সত্য সঠিক পথের পানে তাকে আহবান করছে, কিন্তু সে না কিছু শুনছে, না বুঝছে। কাজেই, হে দুষ্টমতির দল! তোমাদের কি অভিপ্রেত এটাই যে, আমরা এ দৃষ্টান্তের নমুনা হয়ে যাই? কতিপয় মুশরিক মুসলিমগণকে ইসলাম ত্যাগের অনুরোধ করেছিল তাদেরই জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়।

৮৭. আমাদের পক্ষ হতে এ আশা করো না যে, তা ছেড়ে আমরা শয়তানের দেখানো পথে চলব।

(৭৩) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

(৭৪) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَسْرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً ۚ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ مَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

৭৩. তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং যে দিন বলবেন, হয়ে যাও^{৮৮} তখন তা হয়ে যাবে। তাঁরই কথা সত্য এবং যে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে সেদিন সার্বভৌমত্ব তাঁরই।^{৮৯} তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিষয়ের জ্ঞাতা এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।^{৯০}

৭৪. এবং স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম^{৯১} তাঁর পিতা আযরকে^{৯২} বলল, তুমি কি প্রতিমাদেরকে ইলাহ মান? আমি দেখছি তুমিও তোমার সম্প্রদায় স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।^{৯৩}

৮৮. অর্থাৎ হাশর হয়ে যাও।

৮৯. অর্থাৎ সে দিন বাহ্য ও রূপকার্থে ও মহান আল্লাহ্ ছাড়া কারুর রাজত্ব থাকবে না। ইরশাদ হয়েছে لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ সে দিন জিজ্ঞাসা করা হবে, আজ রাজত্ব কার? মহা পরাক্রান্ত এক আল্লাহর।

৯০. উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে বর্ণিত গুণাবলী যেই মহান আল্লাহর, তিনিই এর উপযুক্ত যে, আমরা তাঁর আজ্ঞানুবর্তী হয়ে চলব, তাঁর সামনে চূড়ান্ত পর্যায়ের আনুগত্য ও বিণয় প্রদর্শন করব এবং অনুক্ষণ তাঁকে ভয় করব। এ আদেশই আমাদের করা হয়েছে; এর থেকে আমরা কোন অবস্থাতেই মুখ ফেরাতে পারি না।

৯১. পূর্বের আয়াতসমূহে তাওহীদকে সপ্রমাণ, শিরক খন্ডন ও মুসলিমগণের সম্পর্কে ধর্মত্যাগের আশা বাতিল করা হয়েছিল। এবার মহান তাওহীদবাদী হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ঘটনা দ্বারা সে বিষয়বস্তুকেই জোরদার করা উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে মুসলিমগণকে বোঝান হবে যে, কাফির হঠকারী সম্প্রদায়কে কী ভাবে নসীহত করতে হবে, কী ভাবে তাদের সাথে সম্পর্কহীনতা ও তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে হবে এবং কী ভাবে একজন অনুগত মু'মিনকে মহান আল্লাহর প্রতি এবং শুধুই মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর রাখতে, তাঁকে ভয় করতে ও তাঁর অনুগত হয়ে থাকতে হবে।

(৭৫) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَلِيَكُونِ مِنَ الْوَقَّينِينَ ۝

৭৫. এভাবেই আমি ইব্রাহীমকে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর বিস্ময়কর বিষয়াবলী দেখাতে লাগলাম এবং যাতে সে প্রত্যয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ৯৪

৯২. হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পিতার নাম ৪ বংশ লতিফা বিশেষজ্ঞগণ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পিতার নাম লিখেছেন 'তারাত'। হতে পারে 'তা রাথ' তার নাম এবং আযার উপাধি। হযরত মুজাহিদ (র.) প্রমুখের বরাতে ইবন কাসীর (র.) লিখেন, 'আযার' ছিল দেবতার নাম। সম্ভবত সে দেবতার সেবা-যত্নে লেগে থাকার কারণে তার নিজেরই উপাধি হয়ে যায় 'আযার'।

৯৩. সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়ে মানুষ তার নিজ হাতে গড়া মাটির পুতুলকে মহান আল্লাহর আসনে বসিয়ে তার সামনে মাথা নত করবে ও তারই কাছে যাচনা যাচবে এর চেয়ে নির্জলা পথভ্রষ্টতা আর কী হতে পারে ?

৯৪. আকাশ ও পৃথিবীতে মহান আল্লাহর বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা ৪ আমি ইব্রাহীমের কাছে যেমন প্রতিমা পূজার অনর্থ ও অসারতা প্রকাশ করে দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়কে লা-জবাব করে দিয়েছি, তেমনি ঊর্ধ্ব ও অধঃলোকের অতি সুশৃঙ্খল, সুদৃঢ় ও বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনার নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কে আমি তাঁকে অবগত করেছি, যাতে তা দেখে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে এবং ঊর্ধ্ব ও অধঃলোকের সমস্ত সৃষ্টির অধীনাতাসূলভ দুর্বলতা সম্বন্ধে প্রমাণ পেশ, সে সঙ্গে নিজ সম্প্রদায়ের তারকা পূজা, প্রতিমা নির্মাণ ইত্যাদিকে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি সহকারে খন্ডন করতে পারেন; সাথে সাথে নিজেও হক্কুল-ইয়াকীনের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। নিঃসন্দেহে বিশ্বজগতের এ পূর্ণাঙ্গ, সুদৃঢ় ও উৎকৃষ্টতম নিয়ম-শৃঙ্খলাই সে বিষয় যা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করে নিতে হয় যে, এ মহা-বিশ্ব-যন্ত্রের নির্মাতা ও চালক, নেহায়েত মযবূত ও সুবিন্যস্ত আকারে এর কল-কবজা সমূহের সংযোজক এবং লক্ষ-কোটি বছর ধরে একই নিয়ম-নীতিতে এর রক্ষাকর্তা নিশ্চয়ই এক যবরদস্ত প্রজ্ঞাময় ও সর্বশক্তিমান স্রষ্টাই হবেন, যার প্রজ্ঞাসূলভ হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতার বাইরে ছোট-বড় একটি পার্টসও কখনও যেতে পারে না। এ কাজ এমনিতেই আকস্মিকভাবে বা কোন অচেতন জীব কিংবা দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিহীন জড় পদার্থ দ্বারা হতে পারে না। ইউরোপের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী নিউটন বলেন, "গ্রহ-নক্ষত্রের চলমান গতিশীলতা নিছক মধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলশ্রুতি হতে পারে না। মধ্যাকর্ষণ শক্তি তো নক্ষত্ররাজিকে

সূর্যের দিকে আকর্ষিত করে। এখন সূর্যের চারদিক সেগুলোকে প্রদক্ষিণ করানোর কোন কর্তৃসত্তা অবশ্যই আছেন যিনি মধ্যাকর্ষণ শক্তির সাধারণ অভিকর্ষ সত্ত্বেও সেগুলোকে তাদের স্বকীয় অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম।” আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, এমন কোন প্রাকৃতিক কারণ আছে, যা গ্রহগুলোকে গ্যালাক্সিতে এভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দিয়েছে যাতে সেগুলো সূর্যের চারপাশ প্রদক্ষিণকালে হামেশা নির্ধারিত কক্ষপথে এবং নির্দিষ্ট দিকে ঘূর্ণায়মান থাকে, যার ব্যত্যয় ঘটবে না কখনও। আবার নক্ষত্ররাজি ও সূর্যের পারস্পরিক সমান্তরাল বজায় রেখে চলছে। নক্ষত্রের আবর্তন ও গতিমাত্রার মাঝে যে সূক্ষ্ম সঙ্গতি ও গভীর ভারসাম্য বিদ্যমান রাখা হয়েছে, তাকে আমরা কিছুতেই কোন প্রাকৃতিক কারণের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারি না। বাধ্য হয়েই আমাদের স্বীকার করতে হয় এ সমস্ত ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা এমন কোন প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ সত্তারই ইচ্ছাধীন, যিনি এ সমুদয় নভোমন্ডলীয় বস্তু ও পদার্থ এবং তাদের পরিমাণ-পরিধি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তিনি জানেন কোন পদার্থের কতটুকু পরিমাণ হতে কী পরিমাণ অভিকর্ষ প্রকাশ পাবে। তিনিই নিজ অপরাহত নির্ধারনী শক্তি দ্বারা নক্ষত্র মন্ডল ও সূর্যের মাঝে বিভিন্ন পর্যায়ে দূরত্ব ও কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষে মহাবিশ্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ না হয়ে যায়। ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র নেহায়েত মজবুত নিয়ম-নীতির অধীনে সুনির্দিষ্ট সময়ে উদয়-অস্ত যায়। যখন কোন নক্ষত্র অস্ত গিয়ে পৃথিবীকে তার সেই কল্যাণ ও ক্রিয়া হতে বঞ্চিত করে দেয়, যা উদয়কালে অর্জিত ছিল, তখন তাকে মুহূর্তের জন্য ফিরিয়ে আনার বা তার অস্ত যাওয়াকে বাধাগ্রস্ত করার ক্ষমতা না সে নক্ষত্রের নিজের আছে, না আছে অন্য কোন মাখলূকের। এটা কেবল রাব্বুল-আলামীনেরই বৈশিষ্ট্য যে, কোনও রকম কল্যাণ বর্ষণে তিনি কোনও সময় অপারগ নন।

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ-

এবং সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল। অবশেষে তা শুষ্ক বৃক্ষ, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রাত্রের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন : ৩৮-৪০)।

এ হল নভোমন্ডলীয় অবস্থা। নিম্ন জগতকে এর সাথে তুলনা করে উপলব্ধি করে নিন। এই সৃষ্টিগত বিস্ময় এবং উর্ধ্ব ও অধজাগতিক পরিচালন-ব্যবস্থা, যা দেখে

(৭৬) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ
قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلِينَ ۝

(৭৭) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي
رَبِّي لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝

৭৬. তারপর রাত যখন তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করল তখন সে একটি নক্ষত্র দেখে বলল, এটাই আমার প্রতিপালক! তারপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয় আমি তা পসন্দ করি না। ৯৫

৭৭. তারপর যখন চাঁদকে সমুজ্জ্বলরূপে দেখল, তখন সে বলল, এই আমার প্রতিপালক। যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল, আমার প্রতিপালক যদি আমাকে হিদায়াত না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত থাকব। ৯৬

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়েছিল, لَا أُحِبُّ اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي اَنَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ আমি তাদের পসন্দ করি না, যারা অস্তমিত হয় এবং আমি আমার মুখমণ্ডলকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই অভিমুখী করেছি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিক নই।' পরবর্তী আয়াত فَلَمَّا جَنَّ -এর "ف" অব্যয় দ্বারা এ ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৯৫. অর্থাৎ তাদেরকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করতে পসন্দ করি না। একজন দুর্বল কয়েদী ও অপরের বশংবদকে রাজ-সিংহাসনে বসানো পসন্দ করতে পারে কি?

'هَذَا رَبِّي' - ইব্রাহীম (আ.) হযরত অস্বীকৃতবোধক প্রশ্নরূপে এ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। অর্থাৎ এটা কি আমার রব্ব? কিংবা এটা ছিল তাঁর বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন। অর্থাৎ তোমাদের ধারণা মতে এই বুঝি আমার প্রতিপালক? যেমন মূসা (আ.) বলেছিলেন اُنْظُرْ اِلَى الْاِلٰهِك الَّذِي ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا 'তুমি যার পূজা-অর্চনায় লিপ্ত থাকতে তোমার সেই মা'বুদের দিকে তাকিয়ে দেখ। মুফাস্সিরগণ এর আরও অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে এ ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধতর।

৯৬. চাঁদ অত্যন্ত সুদৃশ্য ও উজ্জ্বল উপগ্রহ। মহান আল্লাহর মেহেরবাণী না করলে মানুষ এরই উজ্জ্বল্যে দিশা হারিয়ে ফেলত।

(৭৮) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ
قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝

(৭৯) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

(৮০) وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا
تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

৭৮. তারপর যখন সূর্যকে সমুজ্জ্বলরূপে দেখল, তখন সে বলল, এই আমার প্রতিপালক! এটা সবার বড়।^{৯৭} তারপর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাদের শরীক কর তাদের সাথে আমার সম্পর্কে নেই।^{৯৮}

৭৯. আমি আমার মুখগুলকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই অভিমুখী করেছি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নই।^{৯৯}

৮০. এবং তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। সে বলল, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্ক কর, অথচ তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।^{১০০} এবং তোমরা যাদেরকে তাঁর শরীক কর, আমি তাদের ভয় করি না, তবে আমার প্রতিপালক আমাকে কোন ক্লেশ দিতে চাইলে ভিন্ন কথা। আমার রক্ষের জ্ঞান সব কিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তোমরা কি বুঝতে চাও না?^{১০১}

৯৭. অর্থাৎ নভোমন্ডলীয় ব্যবস্থাপনায় এটাই সর্ববৃহৎ গ্রহ এবং এর কল্যাণ-প্রবাহ সর্বাধিক। বস্তুজগতের কোন জিনিসই সম্ভবত এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কল্যাণ স্পর্শ হতে মুখাপেক্ষীহীন নয়।

৯৮. এরা তো সব মহান আল্লাহর হুকুমের আজ্ঞাবহ চাকর, যারা নির্দিষ্ট সময়ে যাতায়াত করে। এক মুহূর্ত আগে-পরে আসার ক্ষমতা এরা রাখে না। এমতাবস্থায় এগুলোকে রাব্বিয়্যাতের মর্যাদায় শরীক করা কত বড়ই না ধৃষ্টতাপূর্ণ ও ঘৃণার্হ কাজ।

(১১) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۚ فَآيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(১২) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝

৮১. আমি কি করে তোমাদের শরীকদেরকে ভয় করতে পারি, যেখানে তোমরা এ ব্যাপারে ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহর শরীক স্থির করছ, যে বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ নাযিল করেন নি। ১০২ কাজেই, উভয় দলের মধ্যে কারা স্থিরচিত্ততার উপযুক্ত? বল, যদি তোমরা বোধশক্তির অধিকারী হয়ে থাক।

৮২. যারা বিশ্বাস করেছে এবং নিজেদের বিশ্বাসে কোন ক্ষতি মিশ্রিত করেনি, স্থিরচিত্ততা তো তাদেরই জন্য এবং তারাই আছে সরল পথে। ১০৩

৯৯. অর্থাৎ সকল সৃষ্টি হতে পাশ কাটিয়ে কেবল একই মহান স্রষ্টার দুয়ার আঁকড়ে ধরেছি। উর্ধ্ব ও অধঃজগতের সব কিছু তাঁরই ক্ষমতাবীন।

১০০. অর্থাৎ মহান আল্লাহ যাকে সঠিক উপলব্ধি দান করেছেন এবং ব্যুৎপত্তি সহকারে মহাবিশ্বের বিস্ময়াবলী পরিভ্রমণ করিয়েছেন তাঁর সম্পর্কে কি তোমরা এ আশা রাখ যে, তোমাদের নিরর্থক ঝগড়া ও অমূলক তর্ক-বিতর্কে কখনও বিভ্রান্ত হবে? কখনও নয়।

১০১. দেব-দেবীদের মানুষের উপকার-অপকারের কোন ক্ষমতাই নেই : হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায় বলত, তুমি যে আমাদের দেবতার অবমাননা করেছ সাবধান হও, পাছে এর পরিণতিতে তুমি পাগল ও উন্মাদ হয়ে যাও কিংবা অন্য কোন বিপদে আক্রান্ত হও। তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, যাদের হাতে উপকার অপকার ও সুখ-দুঃখ প্রদানের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই, তাদেরকে আমি কী ভয় করব! বাকি আমার প্রতিপালক যদি আমাকে কোন দুঃখ-কষ্ট দিতে চান তো তাঁর ক্ষমতা বলয়ের বাইরে দুনিয়ার কে-ই বা আছে? তিনিই আপন সর্বব্যাপী জ্ঞান দ্বারা জানেন কাকে কোন্ অবস্থায় রাখা সমীচীন।

১০২. অর্থাৎ আমি তোমাদের উপাস্যদের কেন ভয় করব; যখন না তাদের হাতে আছে উপকার অপকার করার ক্ষমতা এবং না তাওহীদ অবলম্বন কেন অপরাধ। কাজেই,

(১৩) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأِهِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

৮৩. আর ইহা আমার দলীল-প্রমাণ, যা আমি ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় দিয়েছিলাম। আমি যার চাই তার মর্যাদা উন্নীত করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ১০৪

আমার ভয় কিসের? হাঁ, তোমরা যেমন মহান আল্লাহর অবাধ্য ও অপরাধী, তেমনি আল্লাহ পাক ইষ্ট-অনিষ্টের মালিকও। কাজেই, তোমাদের উচিত কৃত অপরাধের শাস্তির ভয় করা।

১০৩. 'যুল্ম' বলতে কি বুঝানো হয়েছে : বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী (সা.) এ স্থলে যুলুমের তাফসীর করেছেন 'শিরক'। সূরা লুকমানে ইরশাদ হয়েছে "إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" নিশ্চয়ই শিরক গুরুতর যুল্ম। আলোচ্য আয়াতে 'ظلم' -এর তানবীন যেন সেই 'গুরুতর' বোঝানরই উদ্দেশ্যে। আয়াতের সারকথা, নিরাপদ ও হিদায়াতপ্রাপ্ত কেবল সেই সব লোকই হতে পারে, যারা একরূপ বিশ্বাস স্থাপন করেছে, যাতে শিরকের কোন মিশ্রণ নেই। মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে যদি শিরক পরিত্যাগ করা হয় তবে না সেটা শরী'আত স্বীকৃত ঈমান এবং না তদ্বারা নিরাপত্তা ও হিদায়াত লাভ হতে পারে। সূরা ইউসূফ ইরশাদ হয়েছে وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ الْإِلَٰهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ (ইউসূফ : ১০৬)। ঈমান ও শিরকের সহাবস্থান যেহেতু বাহ্যদৃষ্টিতে অসম্ভব, তাই অনুবাদক (র.) বিষয়টি সহজ ও বোধগম্য করে তোলার উদ্দেশ্যে 'ঈমান' এর অর্থ করেছেন 'বিশ্বাস' এবং যুল্ম অর্থ ক্ষতি, যা আরবদের পরিভাষার সাথে পূর্ণ সঙ্গতিময়। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'لَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا' তা হতে বিন্দুমাত্র যুল্ম অর্থাৎ ক্ষতি কমানো হবে না। আলোচ্য আয়াতে ক্ষতি দ্বারা শিরকই বুঝতে হবে, যেমন বহু বিশুদ্ধ হাদীসে স্পষ্ট আছে। খোদ আয়াতের মাঝেও لَمْ يَلْبِسُوا শব্দটি এর প্রতি ইঙ্গিত করে। এ সম্পর্কে অনুবাদক (র.) তাঁর ভূমিকায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। বিষয়টি সেখানে দ্রষ্টব্য।

১০৪. অর্থাৎ ইব্রাহীম (আ.)-কে একরূপ অপ্রতিরোধ্য দলীল-প্রমাণ দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী করা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁকে উন্নত মর্যাদা দান করা সেই সর্বজ্ঞ সত্তারই কাজ হতে পারে, যিনি প্রত্যেকের যোগ্যতা ও উপযোগিতা জানেন এবং আপন প্রজ্ঞাবলে প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপিত করেন।

(১৮৪) وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

(১৮৫) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

৮৪. এবং ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাদের সকলকে হিদায়াত দান করেছিলাম; ১০৫ পূর্বে নূহকেও হিদায়াত দান করেছিলাম। ১০৬ এবং তার বংশধর দাউদ ও সুলায়মানকে, আয়্যুব ও ইউসুফকে এবং মুসা ও হারুনকেও ১০৭ এবং আমি এভাবেই সৎকর্ম-পরায়নগণকে পুরস্কৃত করি।

৮৫. এবং যাকারিয়া, ইয়াহুইয়া, ইসা ও ইলইয়াসকেও সকলেই সৎকর্ম-শীলগণের অন্তর্ভুক্ত।

১০৫. হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধর : আমি যে ইব্রাহীমকে কেবল জ্ঞান-গরিমায় উন্নীত করেছি তাই নয়, বরং বৃদ্ধকালে ইসহাকের মত ছেলে ও ইয়াকুব হেন নাতি দান করেছি। ইয়াকুবই তো সেই ইসরাঈল যার সঙ্গে দুনিয়ার একটি ঐতিহাসিক সম্প্রদায় বণী ইসরাঈল সম্পৃক্ত। অসংখ্য নবী-রাসূলের আবির্ভাব তাঁদের মধ্যে ঘটেছে; বরং কুরআন মাজীদে ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীমের (আ.) পর সর্বকালের জন্য কেবল, তাঁরই বংশে নবুয়্যাতের ধারা জারি করেছেন।

১০৬. উপরে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কতক বংশধরের উল্লেখ করা হয়েছিল। এবার তার এক পূর্বপুরুষের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, হযরত নূহ (আ.) তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পর নবুওয়্যাত ও কিতাবকে যেমন তাঁরই বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়, তেমনি মানব জাতির বংশধারা হযরত নূহ (আ.)-এর পর তাঁরই বংশ ধারায় সীমাবদ্ধ থাকে। মহাপ্লাবণের পর পৃথিবীতে তিনি যেন দ্বিতীয় আদমের মর্যাদা লাভ করেন وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ এবং আমি তাঁর বংশধরদেরই অবশিষ্ট রাখি।

১০৭. বাহ্য রাজত্বের দিক থেকে আশ্বিয়া আলায়হিমুস্ সালামের মধ্যে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মাঝে মিল আছে। বিপদাপদে ধৈর্যধারণের দিক থেকে হযরত আয়্যুব ও হযরত ইউসুফ (আ.) সাদৃশ্যময়। হযরত মুসা ও হযরত হারুন (আ.)-কে মহান আল্লাহর কাছ থেকে নিজের উজীর হিসেবে চেয়ে নিয়েছিলেন। অনুবাদক (র.) এদের প্রত্যেক দুই নামের পর 'কে' শব্দ ব্যবহার করে সম্ভবত এরকমের

(১৬) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوشَعَ وَ لُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝
(১৭) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ۝

(১৮) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(১৯) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ
وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ۝

৮৬. এবং ইসমাইল ও ইয়াসা'কে আর ইউসুফকে ও লূতকে এবং আমি সকলকেই সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে মর্যাদা দান করেছি।^{১০৮}
৮৭. এবং আমি তাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে বেছে নিয়েছি এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেছি।।
৮৮. এটা আল্লাহর হিদায়াত। তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াতের উপর পরিচালিত করেন।^{১০৯} তারা যদি শিরক করত নিশ্চয়ই তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেত।^{১১০}
৮৯. এরাই তারা, যাদেরকে আমি কিতাব, শরী'আত ও নবুওয়্যাত দেই। তারপর মক্কাবাসীগণ যদি এগুলো স্বীকার না করে তবে আমি এর জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি এমন এক সম্প্রদায়কে যারা এর প্রত্যাখ্যানকারী নয়।^{১১১}

সূক্ষ্ম তাৎপর্যের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

১০৮. অর্থাৎ প্রত্যেককে তাঁর সমকালীন বিশ্ববাসীর উপর।

১০৯. অর্থাৎ খাঁটি তাওহীদ, প্রকৃত জ্ঞান এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের পর সেটাই, যার উপর আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিচালিত করেন এবং তাঁর বদৌলতে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেন।

১১০. এ কথা আমাদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, শিরক মানুষের যাবতীয় আমল বরবাদ করে দেয়। সাধারণের আর কী গুরুত্ব, যদি (নাউযুবিল্লাহ) নবীগণও মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের দ্বারাও এরূপ কাজ সংঘটিত হয়ে যায়, যদিও তা সম্ভব নয়, তবে তাঁদের সব আমল বৃথা যাবে।

(৭০) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَانِهِمْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

৯০. এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেন। কাজেই, তুমি তাদের পথে চল। ১১২ বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটা তো কেবল বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বানী। ১১৩

১১১. এ কিতাব, শরী'আত ও নবুয়্যাতকে যদি মক্কা শরীফের কাফির ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা প্রত্যাখ্যান করে তবে মহান আল্লাহর দীন তো তাদের উপর নির্ভরশীল নয়। আমি অপর সম্প্রদায় তথা মুহাজির, আনসার ও তাঁদের অনুসারীগণকে এসব বিষয় স্বীকার এবং এর হিফায়ত ও প্রচার করার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি। তাঁরা এর কোন একটি বিষয়কেও উপেক্ষা করার নয়।

১১২. দীনের আকীদা-বিশ্বাস ও মূলনীতির দিক থেকে নবীগণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই : আকীদা-বিশ্বাস, দীনের মূলনীতি ও সামগ্রিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নবীগণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সকলের মূলনীতি একই। প্রত্যেক নবীকে তাঁরই অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রিয়নবী (সা.) ও সেই সরল পথে চলার জন্যই আদিষ্ট ছিলেন। এ আয়াতে যেন সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, মৌলিকভাবে আপনার পথ পূর্ববর্তী নবীগণের পথ থেকে ভিন্ন নয়। বাকি শাখাগত বিষয়ে প্রত্যেক কালের অবস্থাভেদে যেমন পার্থক্য পূর্বে ছিল তেমনি আজও যদি হয় তবে তাতে অসুবিধার কিছু নেই।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : মূলনীতি বিশেষজ্ঞগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাপকতা হতে এই মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে নবী করীম (সা.) কোন বিষয়ে পূর্ববর্তী শরী'আতের কোন বিধান বর্ণনা করলে সেটা এ উম্মাতের পক্ষেও বিধেয় হওয়ার সনদ হয়ে যায়, যদি না শরী'আতের পক্ষ হতে কোন না কোনভাবে তা অপসন্দ করা হয়ে থাকে।

১১৩. অর্থাৎ তোমরা না মানলে তাতে আমার কোন স্বার্থহানি ঘটবে না। আমি তো তোমাদের কাছে কোনরকম পারিশ্রমিক চাই না। মহান আল্লাহর কাছে আমার পুরস্কার নির্ধারিত আছে। বরং উপদেশ উপেক্ষা করে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। সমগ্র বিশ্বে একজন না হলে অন্যজন সে উপদেশ গ্রহণ করবে। যারা প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের উচিত নিজ বঞ্চনার জন্য মাতম করা।

(৯১) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۖ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا طَبِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۖ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝

৯১. তারা আল্লাহকে যথার্থ চেনা চেনেনি, যখন তারা বলতে শুরু করে, আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন জিনিস অবতীর্ণ করেননি।^{১১৪} বল, মুসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিল, যা মানুষের জন্য আলো ও হিদায়াত ছিল যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু মানুষকে দেখাও এবং বহু কিছু গোপন করে রাখ এবং তোমরা নিজেরাও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ জানতে^{১১৫} না এমন বিষয় যে তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তা কে নাযিল করেছিল? বল, আল্লাহই নাযিল করেন। তারপর তাদেরকে তাদের নিরর্থক আলোচনায় ক্রীড়ারত ছেড়ে দাও।^{১১৬}

১১৪. পূর্বের রুকু'তে নবুওয়্যাতের পদমর্যাদা এবং নামে নামে বহু নবীর সম্পর্কে আলোচনা ছিল। সেই সঙ্গে বলা হয়েছিল যে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণকে যার উপর পরিচালিত করা হয়েছিল নবী করীম (সা.) ও তাওহীদ ও জ্ঞানের সে সরল পথের অনুসরণের জন্য আদিষ্ট। মানুষকে হিদায়াত করার জন্য নবী-রাসূলকে পাঠানো মহান আল্লাহর শাস্বত নীতি। এ আয়াত দ্বারা সেই সব মূর্থ ধর্মদ্রোহীদের রদ করা হয়েছে যারা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতার কারণে কিংবা নবী করীম (সা.)-এর প্রতি শত্রুতার তাড়না ও বিদ্বেষপরায়ণতার ফলে আল্লাহ তা'আলার এ গুণকেই অস্বীকার করে বসে যে, তিনি কোন মানুষকে ওহী ও বিশেষ কথপোকথনের মর্যাদায় ভূষিত করবেন। মূলে তারা নবী প্রেরণ ও কিতাব অবতীর্ণ করণের ধারাকেই স্বীকার করতে রাযী নয়।

১১৫. অর্থাৎ বাস্তবিকই যদি মহান আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু নাযিল না করে থাকেন, তা হলে পবিত্র তাওরাতের মত আযীমুশ্ শান কিতাব, যা মানুষকে মহান আল্লাহর বিধি-বিধান ও তাঁর রাজি-গররাজি অবহিত করত, যা ছিল হিদায়াত ও পথ-প্রদর্শনের বিশ্বয়কর আলোতে সমাকীর্ণ, যা তোমাদেরকে এমন সব, এমন কি সমগ্র মানব জাতি মিলেও মহান আল্লাহর জ্ঞাতকরণ ব্যতিরেকে কেবল নিজ বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে জানতে সক্ষম হতে না। বল তো দেখি এমন কিতাব কোথেকে আসল এবং কে তা মুসার প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন? এ কথা স্বীকার করি যে, তোমরা

(৭২) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

৯২. এবং কুরআনই সেই কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি কল্যাণরূপে, যা তার পূর্বেকার ১১৭ কিতাবের সমর্থক এবং যাতে তুমি মক্কা ও তার চতুর্পার্শ্বের লোকদেরকে সতর্ক কর। ১১৮ আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং তারাই তাদের সালাত সম্পর্কে সচেতন। ১১৯

সে কিতাবকে পৃষ্ঠায় বিভক্ত ও শতধাচ্ছিন্ন করে মানুষকে নিজ ইচ্ছামত দেখাও এবং তার বহু সংবাদ ও বিধান গোপন করে রাখছ আর এভাবে তোমরা তার মূল জ্যোতিধারা নস্যাত্ন করে ফেলেছ। কিন্তু তথাপি তার যে অংশ আজও অবশিষ্ট আছে তা লক্ষ্য করেও বোঝা যায় এটা যে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ তা তার সোনালী যুগে কী জমকালোই না ছিল!

১১৬. অর্থাৎ এরূপ আলো ও পথ নির্দেশ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কার ভাভার থেকে আসতে পারে? এরূপ স্বচ্ছ ও স্বতঃস্ফূর্ত বিষয়কেও যদি তারা মনতে না চায়, তবে আপনি সত্য প্রচার ও সতর্ক করে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যান। তাদের ছেড়ে দিন। তারা তাদের কাজে কথাবার্তা ও ক্রীড়া-কৌতূকে মেতে থাকুক। সময় আসলে মহান আল্লাহই তাদের জানিয়ে দেবেন।

১১৭. অর্থাৎ আল্লাহ পাক কোন জিনিস নাযিল না করলে এই পবিত্র কিতাব কোথেকে আসল যার নাম কুরআন এবং যা পূর্বেকার গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তুর সমর্থক? এটা যদি আসমানী কিতাব না হয় তবে বল, এটা কার রচনা, যার তুলনা দেখাতে মানব-দানব অক্ষম? একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে কি এরূপ গ্রন্থ রচনা সম্ভব?

১১৮. মক্কা নগরীকে উম্মুল-কুরা কেন বলা হয়? : উম্মুল-কুরা অর্থ জনপদ সমূহের মূল ও কেন্দ্রস্থল। মক্কা মুকাররমাহ ছিল সমগ্র আরবের পার্থিব ও ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল। ভৌগোলিক দিক থেকেও এটা প্রাচীন পৃথিবীর মাঝখানে কেন্দ্রের মত অবস্থিত। নয়া দুনিয়া আমেরিকা এর নীচে। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী যখন পানি থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয় তখন এই স্থানই প্রথম উদ্ভাবিত হয়। এসব কারণে মক্কা শরীফকে 'উম্মুল-কুরা' বলা হয়েছে। এর চতুর্পার্শ্ব বলতে আরব দেশকে বোঝান হয়েছে। কেননা, দুনিয়ায় কুরআনের প্রথম সম্মোদন ছিল তাদেরই প্রতি। তাদের মাধ্যমে অবশিষ্ট জাহানকে এ বাণী শোনানো হয়েছে। কিংবা এর দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকেই বোঝান উদ্দেশ্য। যেমন- ইরশাদ হয়েছে- لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا যাতে সমগ্র বিশ্বের জন্য সতর্ককারী হয়।

(৯৩) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝

৯৩. যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে অপবাদ রটায় কিংবা বলে, আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ তার প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি এবং যে বলে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তার অনুরূপ আমিও সত্বর নাযিল করব, ^{১২০} তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? যদি তুমি দেখতে পাইতে যখন যালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে ^{১২১} এবং ফিরিশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমরা নিজ প্রাণ বের কর। ^{১২২} আজ তোমরা অবমাননাকর শাস্তি প্রাপ্ত হবে, ^{১২৩} যেহেতু তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে। ^{১২৪}

১১৯. যার আখিরাতের জীবনে বিশ্বাস এবং মৃত্যু পরবর্তী অবস্থার চিন্তা থাকবে, হিদায়াত ও মুক্তির পথ সেই সন্ধান করবে, সেই মহান আল্লাহ্র বাণী কবুল করবে ও সালাত ইত্যাদি ইবাদত রক্ষায় যত্নবান থাকবে।

১২০. আল্লাহ্ সম্বন্ধে অপবাদ রটানোর অর্থ সম্ভবত মহান আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তাঁর সমুদ্র মর্যাদার জন্য শোভন নয়, যেমন কাউকে তাঁর শরীক বা স্ত্রী ছেলে স্থির করা কিংবা একথা বলা যে ^{مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ} আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের হিদায়াতের কোন ব্যবস্থা করেননি। এরূপ উক্তি যে করবে সে জঘন্যতর যালিম। অনুরূপ যে ব্যক্তি নবুওয়্যাতের মিথ্যা দাবী করবে কিংবা এই দণ্ডোক্তি করে যে, মহান আল্লাহ্র মত বাণী তো আমিও প্রদান করতে পারি, যেমন কোন কোন মুশরিক বলত, ^{لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا} ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি, এসব উক্তি চরম পর্যায়ে ধৃষ্টতা, যার শাস্তি সামনে ক্ষণিকটা বর্ণিত হয়েছে।

১২১. অর্থাৎ মৃত্যুর অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক যন্ত্রণায়।

১২২. অর্থাৎ প্রাণ-সংহার করার ও শাস্তি প্রদানের জন্য হাত বাড়াবে। অতিরিক্ত কঠোরতা প্রদর্শন ও ক্ষোভ প্রকাশার্থে বলবে, নিজ আত্মা বের করে দাও, যা বহু দিন যাবৎ নানা বাহানায় রক্ষা করে আসছ।

(৭৬) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۖ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

(৭৭) إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۖ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَإِنِّي تَوَفَّكُونَ ۝

৯৪. নিশ্চয়ই তোমরা আমার নিকট একাকি ভাবে এসেছ, যেমন তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে যা কিছু আসবাব উপকরণ দিয়েছিলাম তা তোমরা পিছনে ফেলে এসেছে, ১২৫ তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকেও তোমাদের সাথে দেখছি না যাদের সম্পর্কে তোমরা বলতে, তোমাদের মাঝে তাদের শরীকানা আছে। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যে দাবী করতে তাও নিষ্ফল হয়ে গেছে। ১২৬

৯৫. আল্লাহ্‌ই শস্য বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন। তিনিই মৃত হতে জীবন্তকে বের করেন এবং তিনিই জীবন্ত হতে মৃতের নির্গতকারী। এই তো আল্লাহ্‌; কাজেই, তোমরা কোথায় ফিরে যাও? ১২৭

১২৩. অর্থাৎ কঠিন যন্ত্রণার সাথে লাঞ্ছনা ও অবমাননাও হবে।

১২৪. অর্থাৎ অহংকারবশে মহান আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করতে।

১২৫. অর্থাৎ না মাথায় টুপি, না পায়ে জুতা সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় চলে এসেছ। যেই সব সামগ্রী দিয়ে অহংকার প্রদর্শন করতে তা সাথে আনতে পারনি, পিছনে কোথায় ফেলে এসেছ।

১২৬. অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে মনে করতে সময়কালে তারা তোমাদের হাত ধরবে ও বিপদ মুহূর্তে সঙ্গে থাকবে, তারা আজ কোথায়? আমি তো তাদেরকে আজ তোমাদের সাহায্য ও সুপারিশে দেখছি না। সাহায্য সহযোগীতার সে সম্বন্ধ আজ ছিন্ন হয়ে গেছে। যে লম্বা-চওড়া দাবী তোমরা করতে, সবই হাওয়ায় উড়ে গেছে।

১২৭. অর্থাৎ মাটিতে পুঁতে রাখার পর বীজ ও আঁটিতে বিদীর্ণ করে সবুজ চারা উদ্গত করা এবং জীবন্তকে মৃত হতেও মৃতকে জীবন্ত হতে (যেমন মানুষকে বীর্য হতে ও মানুষ হতে বীর্য) নির্গত করা সেই মহান আল্লাহ্রই কাজ। কাজেই, তাঁকে

(১৬) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۖ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

(১৭) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

(১৮) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۝

৯৬. তিনিই প্রভাত রশ্মির উন্মেষকারী।^{১২৮} তিনি বিশ্বামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করেছেন। এটা পরাক্রমশালী, জ্ঞানময়ের নিরূপণ।^{১২৯}

৯৭. তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, যাতে তদ্বারা মরুভূমি ও সাগরের অন্ধকারে পথ জানতে পার।^{১৩০} যে সব লোক জ্ঞান রাখে তাদের জন্য আমি তো নিদর্শনাবলী খুলেখুলে বর্ণনা করে দিয়েছি।

৯৮. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সকলকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন।^{১৩১} তারপর এক তো অবস্থানস্থল এবং আরেক আছে আমানত রাখার জায়গা।^{১৩২} যে সম্প্রদায় চিন্তা করে আমি তো নিদর্শনাবলী তাদেরকে সবিস্তারে শুনিয়ে দিয়েছি।

ছেড়ে তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? এসব কাজ সাধন করতে পারে এমন আর কোন সত্তা তোমরা খুঁজে পাবে কি?

১২৮. অর্থাৎ রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে যে সুবহে সাদিক উদিত হয়, তার উদয়ও সেই মহান আল্লাহই ঘটান।

১২৯. দিন-রাত ও চাঁদ-সূর্যের যেই প্রজ্জাজনোচিত ব্যবস্থা এবং তার আবর্তনের যেই হিসাব তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাতে বিন্দুমাত্র তারতম্য ও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না।

১৩০. অর্থাৎ সরাসরি তার দ্বারা পথ জেনে নাও কিংবা অন্য কিছুর মধ্যস্থতায়, যেমন ধ্রুবতারা দেখে।

১৩১. অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) হতে।

(১১) وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

৯৯. এবং তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারপর আমি তার দ্বারা উদ্গত করি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা। ১৩৩ তারপর তা থেকে উদ্গত করি সবুজ ক্ষেত-খামার, যা থেকে নির্গত করি ঘণ সন্নিবিষ্ট শস্যবীজ। এবং খেজুর গাছের মাথি হতে বের করি ঝুলন্ত কাঁদি। ১৩৪ আর বের করি পরস্পর সদৃশ এবং বিসদৃশ ১৩৫ আংগুর, যায়তুন ও আপেলের বাগান। লক্ষ্য কর, প্রত্যেক গাছের ফলের দিকে, যখন ফল ধরে এবং তার পরিপক্বতা-প্রাপ্তির দিকে। ১৩৬ নিশ্চয়ই এসব জিনিসের মধ্যে মু'মিনগণের জন্য বহু নিদর্শন আছে। ১৩৭

১৩২. মুস্তাকার ও মুস্তাউদা'-এর ব্যাখ্যা : 'مُسْتَقَرٌّ' - অর্থ অবস্থান করার জায়গা, ঠিকানা এবং 'مُسْتَوْدَعٌ' - অর্থ সমর্পণ করার ও আমানত রাখার জায়গা। এটা আভিধানিক অর্থ। বাকি এর দ্বারা কী বোঝান উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে তাফসীর-বিদগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। হযরত শাহ সাহেব (র.) 'মুযিহুল-কুরআনে' যা লিখেছেন তা আমাদের পসন্দ। তিনি বলেন, প্রথমে মায়ের পেটে সোপর্দ করা হয়, যাতে সেখানে থেকে আস্তে আস্তে দুনিয়ার পরিবেশ পরিস্থিতি সহ্য করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, তারপর দুনিয়ায় এসে অবস্থান গ্রহণ করে। তারপর কবরে সমর্পিত হবে, যাতে সেখানে বসে আখিরাতের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে, তারপর সেখান থেকে জান্নাত বা জাহান্নামে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করবে।

১৩৩. অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যা উদ্ভিদ উদ্গমের কারণ।

১৩৪. অর্থাৎ ভারী হওয়ার কারণে নীচের দিকে ঝুলন্ত।

১৩৫. অর্থাৎ আকার আকৃতি, পরিমাণ, রং, ঘ্রাণ ও স্বাদের দিক থেকে কতক ফল কতক ফলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কতক বিসদৃশ।

১৩৬. অর্থাৎ প্রথমে যখন ফল আসে, তখন তা কাঁচা, বিস্বাদ ও কাজে লাগানোর অনুপযুক্ত থাকে। তারপর যখন পাকে, তখন কী সুস্বাদু ও কাজের হয়ে যায়। এসব মহান আল্লাহর কুদরতেরই বহিঃপ্রকাশ।

১৩৭. আল্লাহ তা'আলার অনুপম গুণাবলী ও হিকমতপূর্ণ কার্যক্রমের তাত্ত্বিক আলোচনাঃ এ রূকুতে আল্লাহ তা'আলার যে কর্মধারা, ও গুণাবলী কুদরতের নিদর্শনাবলী বর্ণিত হল, তদ্বারা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব ও গুণাবলীতে তাঁর পূর্ণত্বের বিষয়টি তো সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে ওহী ও নবুওয়্যাতের বিষয়টিও অতি উত্তমরূপে সাব্যস্ত হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা যেখানে আপন অনুগ্রহে আমাদের পার্থিব জীবন ও বৈষয়িক-প্রয়োজনের ব্যবস্থা ও সমাধার জন্য এতকিছু আসমানী ও যমিনী উপকরণ সরবরাহ করেছেন, সেখানে এ কথা বলা নিতান্তই বেহুদা ও অর্থহীন সাব্যস্ত হবে যে, আমাদের পরকালীন জীবন ও আত্মিক প্রয়োজনাди আনজাম দেওয়ার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা তিনি করেননি। নিশ্চয়ই আমাদের দৈহিক পুষ্টি ও প্রতিপালকের জন্য যেই মহান প্রতিপালক আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন, আমাদের আত্মিক খাদ্য সরবরাহের জন্যও তিনি নবুওয়্যাতের মেঘমালা হতে ওহী ও ইল্হামের বারিবর্ষণ করেছেন। জল-স্থলের অন্ধকারে যখন নক্ষত্রের মাধ্যমে পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন, তখন এটা কী করে সম্ভব যে, অভ্যন্তরীণ পথ-প্রদর্শনের জন্য তিনি একটি নক্ষত্রও রূহানী অন্তরীক্ষে সমুজ্জ্বল করবেন না? রাতের অন্ধকার শেষ যেখানে তিনি সুবহে সাদিকের আলোর দুনিয়া ভরিয়ে দেন এবং পার্থিব কাজ-কারবারে চাঁদ-সুরুজের আলো দ্বারা একটি সুনির্দিষ্ট হিসাবের অধীনে উপকার লাভের সুযোগ তিনি মানুষকে দেন, সেখানে এটা কী করে বলা যেতে পারে যে, কুফর ও শিরক, যুল্ম ও সীমালংঘন এবং পাপাচার ও অন্যায়-অনাচারের আধার দুনিয়ায় তাঁর পক্ষ হতে কোন চাঁদ উদিত হয়নি, ছড়িয়ে পড়েনি সুবহে সাদিকের জ্যোতি এবং রাতের অবসানে আবির্ভাব ঘটেনি কোন সূর্যের? তবে কি মহান আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিকে চিরদিনের মত অজ্ঞানতাও গোমরাহীর নিশ্চিদ্র অন্ধকারে পতিত আকারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? গমের বীজ ও খেজুরের আঁটি বিদীর্ণ করে মহান আল্লাহ সবুজ চারা অংকুরিত করেন, আর মানবাত্মার রাব্বানী মারিফাতের যে বীজ স্বভাবতই বপন করে রাখা হয়েছিল তা এমনিতেই নষ্ট হয়ে যাবে, যা অংকুরিত হয়ে না হবে গাছ, না ফুল ও ফল এবং না তা পাকবে ও কাজে লাগানোর উপযুক্ত হবে? যখন দৈহিক দিক থেকে দুনিয়ার জীবন-মৃত্যুর ধারা জারি আছে, আল্লাহ তা'আলা জীবন্ত হতে মৃতের এবং মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটিয়ে চলছেন, তখন আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর এ কার্যক্রমকে কেন অস্বীকার করা হবে? নিঃসন্দেহে রূহানীভাবে ও বারংবার তিনি জীবন্ত সম্প্রদায় হতে মৃত ও মৃত হতে জীবন্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিয়ে থাকেন। আমাদের পার্থিব জীবনে যেমন তিনি অস্থায়ী ও স্থায়ী নিবাসের প্রজ্জাজনোচিত ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি আখিরাতের জীবনের জন্যও স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থানের আরও উন্নত ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছেন। কাজেই, তাঁরই সকল প্রশংসা, সব তাঁরই কৃপা, তাঁরই প্রতি নির্ভর, তাঁরই আশ্রয় যাচনা।

(১০০) وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ۝

১০০. তারা জিন্নদেরকে আল্লাহর শরীক স্থির করে, অথচ তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন ১৩৮ এবং তারা অজ্ঞতাবশত তাঁর প্রতি ছেলেমেয়ে আরোপ করে ১৩৯ তিনি পবিত্র এবং তারা যা বলে তিনি তার বহু উর্ধ্বে ১৪০

এর দ্বারা একথাও উপলব্ধি করা যায় যে, আমরা মহান আল্লাহকে যেমন তাঁর কার্যধারার সাহায্যে চিনি অর্থাৎ তিনি আপন অপার কুদরতে যে কাজ করেন, কোন মাখলূকের তা করার সাধ্য নেই। ঠিক তেমনিভাবে তাঁর বাণীকেও আমরা এই মাপকাঠিতে পরখ করতে পারি যে, মহান আল্লাহর বাণী সেটাই হতে পারে, যার অনুরূপ সমগ্র সৃষ্টি মিলেও রচনা করতে সক্ষম হবে না। কাজেই, سَأَنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ (আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুরূপ আমিও শীঘ্র নাযিল করব) এর দাবী কতটুকু সঠিক হতে পারে?

মোদাকথা, এ রুকূতে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী ও কার্যক্রম বর্ণনা করে সেই সব বিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতনতা করা হয়েছে, যার ভ্রান্তি পূর্বের রুকূতে প্রমাণ করা হয়েছে।

১৩৮. 'জিন্ন' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে : এ স্থলে 'جن' দ্বারা হয়ত শয়তানদের বোঝান হয়েছে। যেহেতু শয়তানী প্ররোচনায়ই মানুষ কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে থাকে। তার প্ররোচনায় গায়রুল্লাহর ইবাদত খোদ তারই পূজা করার নামান্তর। হয়রত ইব্রাহীম (আ.) মূর্তি পূজা খন্ডন করতে গিয়ে বলেছিলেন يَا آتُ لَا آتُكَ - হে পিতা! শয়তানের পূজা করবেন না। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে أَلَمْ يَأْتِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِشُرَكَائِهِمْ - হে বণী আদম! আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেইনি যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করবে না? কিয়ামতের দিন ফিরিশ্তাগণ বলবে سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مَنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ তারা নয়, তুমিই আমাদের অভিভাবক। বস্তুত তারা জিন্নদের উপাসনা করত। তাদের অধিকাংশ ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। অথবা জিন্ন দ্বারা জিন্ন জাতি বোঝান হয়েছে। থাক-ইসলামী যুগের মানুষ কতিপয় জিন্ন সরদারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত। আর কতিপয় ইরশাদ হয়েছে وَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنَّ - মানুষ কতক জিন্নের শরণ লইত, পরিণতিতে তারা জিন্নদের আত্মগুরিতা বাড়িতে দিত (জিন্ন : ৬)। মোদাকথা তারা আমাদেরই মত অক্ষম সৃষ্টি। সৃষ্টি হয়ে স্রষ্টার শরীক কী করে হতে পারে?

(১.১) بِدَيِّعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

১০১. আসমান ও যমীনকে নতুনভাবে অস্তিত্বদানকারী।^{১৪১} তাঁর কী করে সন্তান হতে পারে, যেখানে তাঁর কোন পত্নী নেই? এবং তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সববিষয়ে অবগত।^{১৪২}

১৩৯. খৃস্টান সম্প্রদায় হযরত মাসীহ (আ.)-কে এবং কতক ইয়াহুদী হযরত উযাইর (আ.)-কে মহান আল্লাহর ছেলে বলত, আর মুশরিকরা ফিরিশ্বতাদিগকে মহান আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত।

১৪০. অর্থাৎ অংশীদারীত্ব হতে পবিত্র এবং সর্ব প্রকার বিভাজন ও অবতারণ হতে তিনি উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত। কাজেই পিতা ও সন্তানের ধারণা সেখানে অবান্তর।

১৪১. যিনি কোনরূপ নমুনা ব্যতিরেকে, কোনরূপ হাতিয়ার ইত্যাদির মাধ্যম ছাড়া একাই এরূপ অভিনব পদ্ধতিতে আসমান যমীন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তা আজ তাঁর শরীকদের সাহায্য এবং ছেলে ও নাতির সহযোগিতা সন্ধান করার কী প্রয়োজন দেখা দিল?

১৪২. ‘আল্লাহর সন্তান ও স্ত্রী আছে’ এ ধরণের বিশ্বাসের অসারতা : আশ্চর্যের কথা, তোমরা যখন কোন সৃষ্টিকে সত্যিকার অর্থে মহান আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করছ, তখন সে সন্তানের মা বলবে কাকে? এবং মহান আল্লাহর সঙ্গে সে মায়ের সম্বন্ধ কী স্থির করবে? খৃস্টান সম্প্রদায় হযরত মাসীহ (আ.)-কে মহান আল্লাহর ছেলে বলে কিন্তু এই দুঃসাহস তারাও প্রদর্শন করে না যে হযরত মারইয়াম সিদ্দীকাকে (নাউযুবিল্লাহ) মহান আল্লাহর পত্নী সাব্যস্ত করে; তাঁদের মাঝে স্বামী-স্ত্রী সুলভ সম্বন্ধের প্রবক্তা হয়ে যাবে। এরূপ যখন নয়, তখন মারইয়ামের গর্ভজাত সন্তান মহান আল্লাহর ছেলে হ'ল কী করে? দুনিয়ার অপরাপর শিশুদেরকেও আল্লাহ তা'আলা তাদের জননীর গর্ভে সৃষ্টি করেন। তাদেরকে তো মহান আল্লাহর সন্তান বলা হয় না। কোন শিশুকে সাধারণ আসবাব-উপকরণের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে কেবল জিব্রাঈলী ফুঁকে সৃষ্টি করা এবং অপরাপর শিশুদেরকে সাধারণ নিয়মাধীন সৃষ্টি করা এ পার্থক্যের কোন প্রভাব বাপ-বেটার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার মাঝে পড়তে পারে না। আসবাব-উপকরণ ও অলৌকিকত্ব সবই তো মহান আল্লাহর সৃষ্টি। তিনিই জানেন, কোন্ জিনিসকে কখন কী ভাবে সৃষ্টি করা সমীচীন ও সম্ভব।

(১.২) ذِكْمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

وَكَيْلٌ ۚ

(১.৩) لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ۖ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۚ

(১.৪) قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن عَمِيَٰ فَعَلَيْهَا ۚ

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ۚ

১০২. এ আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি সকল বস্তুর স্রষ্টা। কাজেই, তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। তিনি সকল জিনিসের কর্ম-বিধায়ক। ১৪৩

১০৩. চক্ষুরাজি তাঁকে আয়ত্তে আনতে পারে না, কিন্তু তিনি চক্ষুরাজি অধিগত করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সম্যক পরিজ্ঞাত। ১৪৪

১০৪. তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। কাজেই, যে তা দেখে নেবে তা তার নিজের জন্য আর যে অন্ধ হয়ে থাকবে তার ক্ষতি তার নিজেরই। আমি তোমাদের রক্ষক নই। ১৪৫

১৪৩. উপরিউক্ত গুণাবলীর কারণে তিনি সত্তাগতভাবেই মা'বুদ হওয়ার উপযুক্ত। এ জন্যই তাঁর ইবাদত করা উচিত। তাছাড়া এ কারণেও যে, সমগ্র সৃষ্টির কর্ম বিধান তাঁরই কুদরতী হাতে।

১৪৪. মহান আল্লাহকে দর্শন বিষয়টির পর্যালোচনাঃ হযরত শাহ সাহেব (র.)-এর ব্যাখ্যা করেন যে, আল্লাহ তা'আলাকে দেখার মত শক্তি চোখের নেই। বাকি মহান আল্লাহ যদি নিজ কৃপায় নিজেকে দেখাতে চান, তবে চোখের মাঝে তিনি সে শক্তিও দিয়ে দেবেন। তাই তো আখিরাতে মু'মিনগণ আপন আপন স্তর ভেদে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। কুরআন-হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। কোন কোন রিওয়াযাত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজের রাতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন, যদিও এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে।

প্রাচীন তাফসীরবেত্তাগণের কেউ কেউ 'ادراك' কে 'পরিবেষ্টন' অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ দৃষ্টিরাজি কখনও তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। আখিরাতে দর্শন লাভ হবে, কিন্তু পরিবেষ্টনের সাথে নয়। কিন্তু তাঁর এ শান বিদ্যমান যে, তিনি সমস্ত

- (১.৫) وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝
 (১.৬) اِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

১০৫. এবং এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী নানারকমে বুঝাই এবং যাতে তারা বলে, তুমি কারও কাছে পড়েছ আর যাতে জ্ঞানী লোকদের জন্য আমি তা সুস্পষ্ট করে দেই।^{১৪৬}
 ১০৬. তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যে আদেশ আসে তুমি তার অনুসরণ কর। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে লও।^{১৪৭}

দর্শনোদ্ভূত ও দর্শনীয় বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। এ হিসেবে 'لَطِيفٌ' -এর সম্বন্ধ 'وَهُوَ يُدْرِكُ' -এর সাথে হবে। 'لَا تُدْرِكُهُ' -এর সাথে এবং 'خَيْرٌ' -এর সম্বন্ধ।

১৪৫. অর্থাৎ আমরা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে না পেলেও তাঁর পরিচয় জ্ঞাপক নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদি আমাদের সামনে রয়েছে। যে ব্যক্তি চোখ খুলে দেখবে সে মহান আল্লাহকে পেয়ে যাবে। আর কেউ অন্ধ হয়ে থাকলে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। কাউকে দেখতে বাধ্য করা আমার দায়িত্ব নয়।

১৪৬. বিভিন্ন আংগিকে আয়াতসমূহ উপস্থাপনের উদ্দেশ্য : আমি নিজ আয়াতসমূহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে, নানা রকম বাক-ভংগীতে এ জন্য বুঝাই, যাতে আপনি তা সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন এবং যোগ্যতা ও অবস্থাভেদে তাদের মধ্যে দুই দল হয়ে যায়। হঠকারী ও কূটবুদ্ধির অধিকারীরা তো বলবে, এরূপ তাৎপর্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ ও মর্মস্পর্শী বিষয়বস্তু একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে প্রকাশ করা কী করে সম্ভব। নিশ্চয়ই সে এসব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের কাছে শিখে থাকবে। তারপর তা পড়ে পড়ে আমাদের সামনে পেশ করছে, কিন্তু যারা সমঝদার ও ন্যায়নিষ্ঠ, তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠবে এবং তাদের সর্বপ্রকার শয়তানী সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যাবে।

১৪৭. আপনি এক মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে তাঁর আদেশ অনুযায়ী চলতে থাকুন। এরূপ সমুজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ ও বর্ণনা শোনার পরও মুশরিকরা যে সরলপথ গ্রহণ করছে না, বরং মূর্খতা ও হঠকারিতা প্রদর্শন করে চলছে, আপনি সে দিকে ভ্রক্ষেপ করবেন না।

(১০৭) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۚ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

(১০৮) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَاوًا بَغِيرَ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১০৭. মহান আল্লাহ্ চাইলে তারা শিরক করত না। ১৪৮ আমি তোমাকে তাদের রক্ষক বানাইনি এবং তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও। ১৪৯

১০৮. এরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের পূজা করছে, তোমরা তাদের গাল-মন্দ করো না, তা হলে তারাও অজ্ঞতাবশত ধৃষ্টতার সাথে আল্লাহকে গালমন্দ করবে। ১৫০ এভাবেই আমি প্রত্যেক দলের কাছে তাদের কার্যাদি সুশোভন করেছি। তারপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তিনি তাদের অবহিত করবেন যা কিছু তারা করত। ১৫১

১৪৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিগত রহস্যের চাহিদা এটা নয় যে, তিনি সমস্ত বিশ্বের মানুষকে যবরদস্তি মূলকভাবে মু'মিন বানিয়ে দেবেন। তিনি ইচ্ছা করলে নিঃসন্দেহে ভূ-পৃষ্ঠে একজনও মুশরিক থাকত না, কিন্তু আদপে তিনি মানব প্রকৃতি ব্যবস্থাই এমন করেছেন যে, মানুষ চেষ্টা করলে অবশ্যই হিদায়াত লাভ করতে পারবে। কিন্তু কবুল করতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য থাকবে না। পূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

১৪৯. আপনার দায়িত্ব কেবল প্রচারকার্য ও মহান আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ অনুসরণ। তাদের কাজ-কর্মের জিন্মাদারী ও জবাবদিহিতা আপনার উপর নয়।

১৫০. বিধর্মীদের উপাস্য ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের গালমন্দ করে সমীচীন নয়। ৪ প্রচারকার্য ও উপদেশ দান করে আপনি নিজ দায়িত্ব তো আদায় করে ফেলেছেন, এখন তারা যে কুফর ও শিরক করবে তার দায়-দায়িত্ব তাদেরই। আপনার উপর তার কোন দায় বর্তাবে না। তবে এটা লক্ষণীয় যে, আপনি যাতে তাদের অতিরিক্ত কুফর ও হঠকারিতার কারণ না হয়ে দাঁড়ান। উদাহরণত তাদের ধর্মমত খন্ডন ও তর্ক-বিতর্কের কোন পর্যায়ে যদি ক্রোধাতিশয্যে তাদের উপাস্য ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি গাল-মন্দ শুরু করে দেন, তবে তার ফল দাঁড়াবে এই যে, তারাও জবাবে আপনার সত্য মা'বুদ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে বে-আদবী শুরু করে দেবে এবং অজ্ঞতাবশত তাদের গাল

(১০৯) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

(১১০) وَثَقَلَبُ أَفْئِدَتِهِمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

১০৯. তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর শপথ করে যে, তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসলে তারা অবশ্যই তাতে ঈমান আনবে।^{১৫২} বল, নিদর্শনাবলী তো আল্লাহর নিকট, আর হে মুসলিমগণ! তোমাদের কে বলল যে, সে সব নিদর্শন আনলে এরা ঈমান আনবেই?^{১৫৩}

১১০. এবং আমি তাদের অন্তর ও চক্ষু উন্টিয়ে দেব, যেমন তারা প্রথমবারেই নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনেনি। আর আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ঘুরপাকরত ছেড়ে দেব।^{১৫৪}

মন্দ করে বসবে। এ অবস্থায় নিজ অবশ্য সম্মানই মা'বুদ ও শ্রদ্ধেয় বুয়ুর্গগণের অবমাননার কারণ আপনি নিজেই হবেন। কাজেই, এর থেকে সর্বদা দূরে থাকতে হবে। যুক্তিসঙ্গত পন্থায় কোন ধর্মের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ের ত্রুটি প্রমাণ করে দেওয়া বা তার দুর্বলতা সম্পর্কে প্রামাণ্য পদ্ধতিতে সতর্ক করে দেওয়া তো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ ও উপাস্যগণের সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি ও মর্মপিড়াদায়ক মন্তব্য করার অনুমতি কুরআন কখনও দেয়নি।

১৫১. অর্থাৎ দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষাগার, তাই এর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাই আমি এমন রেখেছি এবং এরূপ আসবাব উপকরণের সমাবেশ ঘটিয়েছি যে, এখানকার প্রতিটি জাতি নিজ কাজ-কর্ম ও রীতি-নীতি নিয়ে গৌরববোধ করে। মানব-মস্তিষ্কের প্রকৃতিই এমন করা হয়নি যে, সে কেবল সত্য ও সঠিকটাই গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে এবং ভুল পথে যাওয়ার সুযোগেই থাকবে না। হাঁ, মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার পর যখন সব কিছুর প্রকৃত অবস্থা সামনে হাযির পাবে তখন খবর হয়ে যাবে দুনিয়ায় যা কিছু করত তা কেমন ছিল।

১৫২. অর্থাৎ তাদের প্রার্থিত নিদর্শনাবলী, যেমন সাফা পর্বত গোটাই খাঁটি সোনায়ে পরিণত হওয়া।

১৫৩. কতক মুসলিমের ধারণা হয়েছিল যে, তাদের এ দাবিও যদি মেনে নেওয়া হত তবে ভালই হত। তাই ইরশাদ হয়েছে, তোমরা কি জান যে, প্রার্থিত নিদর্শনাবলী দেখে এসব জেদী ও অহংকারী লোক ঈমান আনবে? তখন ঈমান না আনলে তো

(১১১) اُولُو اٰنۡتَا نَزَّلۡنَا اِلَيْهِمۡ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمۡ الْمَوۡتٰى وَحَشَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ كُلَّ شَیۡءٍ قُبۡلًا مَا كَانُوۡا یُؤۡمِنُوۡا اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكۡثَرَهُمۡ یَجۡهَلُوۡنَ ۝

(১১২) وَكَذٰلِكَ جَعَلۡنَا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا وَاشَیۡطٰنِیۡنَ الْاِنۡسِ وَالۡجِنِّ یُوحِیۡ بَعۡضُهُمۡ اِلٰی بَعۡضٍ زُخۡرَفَ الْقَوۡلِ غُرُوۡرًا وَّلَوۡ شَآءَ رَبُّکَ مَا فَعَلُوۡهُ فذَرۡهُمۡ وَمَا یَفۡتَرُوۡنَ ۝

১১১. যদি আমরা তাদের প্রতি ফিরিশতা অবতীর্ণ করি এবং মৃতগণ তাদের সাথে কথা বলে এবং সকল জিনিস তাদের সম্মুখে জীবিত করে দেই তবু তারা ঈমান আনবার নয়, তবে আল্লাহ চাইলে ভিন্ন কথা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ। ১৫৫

১১২. এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি দুষ্ট মানুষ ও জিন্দেদেরকে, ১৫৬ যারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চমকপ্রদ কথা শেখায়। তোমার প্রতিপালক চাইলে তারা এ কাজ করত না, কাজেই, তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যাকে বর্জন কর। ১৫৭

মহান আল্লাহুর নীতি অনুযায়ী তাদেরকে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে দেওয়া হবে, যেমন এ সূরার শুরুতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

১৫৪. অর্থাৎ কুফর ও অহংকার যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে তখন তার পরিণতিতে আমি তাদের অন্তর ও চোখ উন্টিয়ে দেব। তখন আর সত্য বোঝার ও দেখার তাওফীকই হবে না। 'মূযিহুল-কুরআনে' আছে আল্লাহ পাক যাদেরকে হিদায়াত দান করেন, তারা প্রথমেই সত্য শুনে ন্যায়নিষ্ঠতার পরিচয় দেয় এবং তা কবুল করে নেয়। কিন্তু যারা প্রথমেই হঠকারিতা করে, তারা নিদর্শনাবলী দেখলেও কিছু না কিছু অজুহাত দাঁড়া করিয়ে নেয়।

১৫৫. মুসরিকদের অযৌক্তিক দাবী : মনে করুন তাদের দাবী অনুযায়ী বরং তারও বেশি আসমান থেকে ফিরিশতা এসে আপনার সমর্থন করল, মৃতগণ কবর থেকে উঠে তাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল এবং বিগত সব জাতিগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু তবুও হঠকারিতা ও স্বভাব দোষের কারণে এরা সত্য স্বীকার করবার নয়। আল্লাহ চাইলে অবশ্যই যবরদস্তিমূলক স্বীকার করাতে পারতেন, কিন্তু তা চাওয়া তাঁর হিকমত ও সৃষ্টিগত নিয়মের পরিপন্থী, মূর্খতাবশত তাদের অধিকাংশই এটা বোঝে না। পূর্বের টীকাসমূহে এর ব্যাখ্যা গেছে। ১৫৬. অর্থাৎ আমি সৃষ্টি করে দিয়েছি।

(১১৩) وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفِئْدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُونَ ۝

(১১৪) أَفَغَيَّرَ اللَّهُ ابْتِغَىٰ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

১১৩. এবং এ উদ্দেশ্যে যে, আখিরাতে যাদের বিশ্বাস নেই তাদের মন যেন এ চমকপ্রদ কথার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তারা তা পসন্দও করে নেয়। আর তারা যে অপকর্ম করে তারা যেন তাই করতে থাকে। ১৫৮
১১৪. তবে কি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক মানব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে যথার্থই নাযিল হয়েছে। কাজেই, তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১৫৭. শয়তান মানুষ ও শয়তান জিন্নদের কার্যক্রম ৪ সৃষ্টিগতভাবে মহান আল্লাহর অপার প্রজ্ঞার চাহিদা এটাই যে, মহা বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা যতদিন কায়েম রাখা তাঁর অভিপ্রেত ততদিন ভাল ও মন্দের কোনও শক্তিই যেন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ও নিশ্চহু না হয়ে যায়। এ কারণেই ভাল ও মন্দ এবং হিদায়াত ও গোমরাহীর পারস্পরিক শত্রুতাসূলভ লড়াই হামেশাই বিদ্যমান। আজ যেমন মুশরিক ও হঠকারী দুশমনরা নিরর্থক দাবি-দাওয়া দ্বারা আপনাকে উত্যক্ত করছে এবং নানা রকম কলা কৌশল প্রয়োগে মানুষকে সত্যগ্রহণে বাধা প্রদান করছে, তেমনি প্রত্যেক নবীর সঙ্গেই শয়তানী শক্তি এরূপ আচরণ করে আসছে, যাতে নবী তাঁর পবিত্র মিশনে কৃতকার্য হতে না পারেন। এ দূরভিসন্ধির জন্য মানব ও জিন্ন শয়তানরা একে অন্যের সাহায্য সহযোগিতা করে এবং পরস্পরকে প্রতারণামূলক বাক্য ও চমক সৃষ্টির ভোজভাজি শেখায়। তাদের এ অস্থায়ী স্বাধীনতা সেই ব্যাপকতর কল্যাণধর্মী ব্যবস্থা ও সৃষ্টিগত নিয়ম নীতিরই অধীন, যা আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে নিহিত রেখেছেন। কাজেই, মহান আল্লাহর শত্রুদের অপতৎপরতা ও দূরভিসন্ধিমূলক কার্যক্রমে আপনি বেশি চিন্তিত হবেন না। তাদের থেকে ও তাদের মিথ্যাচার থেকে চোখ ফিরিয়ে আপনি সব কিছু মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন।

(১১৫) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

(১১৬) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝

১১৫. তোমার প্রতিপালকের বাণী পূর্ণ সত্য ও ন্যায্য, তাঁর বাক্য পরিবর্তন করবার কেউ নেই। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১১৫

১১৬. তুমি যদি পৃথিবীতে যারা আছে তাদের অধিকাংশের কথা শোন, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। তারা সকলে তো নিজ খেয়ালের উপরই চলে এবং তারা শুধু অনুমানের পেছনেই ধাবিত হয়। ১১৬

১৫৮. অর্থাৎ শয়তানেরা একে অপরকে প্রতারণামূলক চমকপ্রদ কথাবার্তা শেখায়, যাতে সে সব কথা শুনে যারা পার্থিব জীবন নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, অন্য জীবনে বিশ্বাস করে না তারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মন দিয়ে তা গ্রহণ করে নেয় এবং পরিণামে যাতে অন্যায়-অনাচার এবং কুফর ও পাপাচারের চোরাবালি হতে কোনদিনই বেরিয়ে না আসতে পারে।

১৫৯. মানব ও জিন্ন শয়তানের কার্যক্রমের অসারতা : মানব ও জিন্ন শয়তানের চমকপ্রদ কথাও প্ররোচনায় তারাই কর্ণপাত করতে পারে, যাদের আকীদা-বিশ্বাস ভ্রান্ত এবং যারা নিতান্তই মূর্খ। একজন নবী বা তাঁর অনুসারী যারা প্রতিটি বিষয়ে এক আল্লাহকেই বিচারক মেনে থাকে, তাদের পক্ষে কি মহান আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কারও বাক-চাতুর্যে কান দেওয়া বা অন্য কারও ফয়সালা শিরোধার্য করা সম্ভব? অথচ তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এমন অলৌকিক ও পরিপূর্ণ কিতাব এসে পৌঁছেছে, যার মাঝে যাবতীয় মৌলিক বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিদ্যমান। আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গ ও পূর্ববর্তী কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে ভাল করে জানে নিঃসন্দেহে তা আসমানী কিতাব। তার সমস্ত সংবাদ সত্য এবং সমস্ত বিধান ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায্যসংগত। কারও শক্তি নেই এতে কোনরূপ রদবদল করবে। এরূপ কিতাবও পরিপূর্ণ ও সংরক্ষিত বিধানে বর্তমানে একজন মুসলিম কী করে ধারণা, সংশয়, খেয়াল-খুশী কিংবা স্বীয় আন্দাজ অনুমান ও বিভ্রান্তিকর বোল-চালের শিকার হতে পারে? যেখানে সে জানে যেই মহান আল্লাহকে আমরা আপন বিচারক এবং যার

(১১৭) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

(১১৮) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۝

১১৭. তোমার প্রতিপালক ঢের জানেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয় এবং তিনি সম্যক অবগত তাঁর পথাবলম্বীদের সম্পর্কে।

১১৮. কাজেই, যে পশুতে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে তোমরা তা হতে খাও, যদি তোমরা তাঁর আদেশে বিশ্বাসী হয়ে থাক। ১৬১

উজ্জ্বল কিতাবকে জীবন বিধান হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছি, তিনি আমাদের সব কথা শোনেন এবং সর্বপ্রকার স্নান কালের অবস্থা এবং তার উপযুক্ত বিধান ও তার ফলাফল সম্পর্কে সম্যক অবগত।

১৬০. অজ্ঞ লোকদের ভিত্তিহীন ও অনুমান নির্ভর বিষয়াবলী ৪ ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা বলে দুনিয়ায় হামেশাই বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও নীতিবান লোকের সংখ্যা কম ছিল। খেয়ালী, নীতিহীন ও অনুমানপ্রিয় লোকরাই সব সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ। আপনি যদি এ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর কথা মনেও তাদের ভিত্তিহীন কথার উপর চলতে শুরু কর, তবে মহান আল্লাহর সরল পথ হতে নির্ঘাত বিচ্যুত হবেন। এ কথা বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে, কিন্তু বোঝানো হয়েছে অন্যদের। অজ্ঞ সাধারণের সেই সব ভিত্তিহীন ও অনুমান নির্ভর বিষয়াবলীর একটি ছিল যবেহু সম্পর্কে। তারা এ বিষয়ে আপত্তি করে বলত, যে পশু স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে মুসলিমরা সেটাকে তো হারাম বলে, অথচ সেটা মহান আল্লাহ কর্তৃক মৃত। পক্ষান্তরে তারা নিজ হাতে যা মারে তাকে হালাল মনে করে। কী আজব নিয়ম তাদের। সামনের আয়াতে فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ দ্বারা এরই জবাব দেওয়া হয়েছে। হযরত শাহ সাহেব (র.) 'মুযিহুল কুরআনে' বলেন, কাফিররা যে বলত, মুসলিমগণ নিজ হাতে মারা প্রাণী খায় কিন্তু মহান আল্লাহর মারাটা খায় না। তারই জবাবে আলোচ্য আয়াত কটি নাযিল হয়েছে। বস্তৃত মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য এরূপ চাতুর্যপূর্ণ কথা শয়তানই তাদের শেখায়। মনে রেখ, হালাল-হারাম বিষয়ে মহান আল্লাহরই হুকুম চলতে পারে। যুক্তিগত মারপ্যাচ এ ক্ষেত্রে অচল। সামনে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে; সব কিছুর প্রাণ সংহার মহান আল্লাহই করেন, কিন্তু তার নামের মাঝে বরকত নিহিত আছে। তাঁর নামে যা যবেহু করা হয় তা হালাল এবং তাঁর নাম ছাড়া যা মারা যায় তা হারাম (ঈশ্বর পরিবর্তিত)।

(১১৭) وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ۝

(১২০) وَذُرُّوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

১১৯. যে পশুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তা যে তোমরা খাও না তার কী হেতু? অথচ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তবে তা খেতে বাধ্য হয়ে গেলে সে ভিন্ন কথা। ১৬২ আর বহু লোক না জেনে কেবল নিজ খেয়াল-খুশীর উপর মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালংঘন-কারীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। ১৬৩

১২০. তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন গুণাহ পরিত্যাগ কর। যারা গুণাহ করে তারা শীঘ্রই তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। ১৬৪

১৬১. যখন বিশুদ্ধ দলীল- প্রমাণের ভিত্তিতে তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত ও কুরআন মাজীদে সত্যতা স্বীকার করেছ এবং সর্বাত্মকভাবে তাঁর বিধানে ঈমান এনেছ, তখন শাখাগত আইন-কানুনকেও স্বীকার করে নেওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে গেছে। প্রতিটি মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ের গ্রহণ ও বর্জন যদি আমাদের যুক্তি-নির্ভর হত, তবে তো নবুওয়াত ও ওহীর প্রয়োজনই ছিল না।

১৬২. অর্থাৎ অনন্যোপায় অবস্থা ব্যতিরেকে যে সব বস্তু হারাম তা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে সেই পশুর কথা নেই, যা মহান আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে। কাজেই, তা না খাওয়ার কী হেতু থাকতে পারে?

১৬৩. হালাল ও হারামের প্রভেদ ঘুচিয়ে ফেলা নিঃসন্দেহে চরম বারাবাড়ী : মুসলিমগণের বিশ্বাস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলাই সব কিছুর জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তাঁর সৃজিত বস্তুরাজির মধ্যে কতক খাওয়া আমাদের পসন্দ ও উপকারী, যেমন আপেল, আংগুর ইত্যাদি। আবার কতককে আমরা ঘৃণ্য ও ক্ষতিকর মনে করি, যেমন অপবিত্র ও গলিত-দূষিত দ্রব্যসমূহ। অনুরূপ তিনি কর্তৃক মৃত্যু ঘটান প্রাণীও দুই প্রকার।

(১২১) وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝

(১২২) أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১২১. যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া^{১৬৫} হয়নি, তা হতে খেও না। নিশ্চয়ই তা খাওয়া পাপ। শয়তান তার বন্ধুদের মনে কুমন্ত্রণা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সঙ্গে বিতর্ক করে তোমরা যদি তাদের কথা মান, তবে তোমরাও মুশরিক হয়ে গেলে।^{১৬৬}

১২২. তবে কি যে ব্যক্তি মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করি এবং তাকে আলো দেই, যাতে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে, সে ওই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যার অবস্থা তো হচ্ছে এই যে, সে অন্ধকারে পতিত, তা হতে সে বের হতে পারে না। এভাবেই কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজ শোভন করে তোলা হয়েছে।^{১৬৭}

এক. যেগুলি খেতে সুষ্ঠু রুচিবোধ ঘৃণা করে কিংবা যা খেলে আমাদের দৈহিক বা আত্মিক ক্ষতি সাধিত হয়। যেমন সেই সব রক্তবাহী প্রাণী স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে এবং তার রক্ত ইত্যাদি গোশ্বতের সঙ্গে মিশে যায়।

দুই. সেইসব হালাল ও উপাদেয় জন্তু যা যথারীতি মহান আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে। এরও মৃত্যু আল্লাহ তা'আলাই ঘটান, কিন্তু সরাসরি নয়, বরং মুসলিমের চালিত ছুরির মধ্যস্থতায়। তবে যবেহ কার্যও মহান আল্লাহর নামের স্বরকতে তার গোশ্বত পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। কাজেই, যে ব্যক্তি উভয় প্রকারের প্রভেদ ঘুচিয়ে ফেলতে চায়, সে সীমালংঘনকারী সাব্যস্ত হবে।

১৬৪. অর্থাৎ কাফিরদের প্ররোচনা না কার্যত মানবে এবং না তদ্বারা অন্তরে সংশয় জন্মাবে। (মুযিহুল-কুরআন)

১৬৫. অর্থাৎ না সরাসরি, না প্রচ্ছন্নভাবে। হানাফী মাযহাবে ভুলে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করলে তাকে প্রচ্ছন্নভাবে উচ্চারণ করার পর্যায়ে গন্য করা হয়।

(১২৩) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مِّمَّنْهَا لِيُكْرُوا فِيهَا وَمَا يَكْفُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

১২৩. এভাবেই আমি প্রতিটি জনপদে অপরাধীদের প্রধানকে সেখানে চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়েছি, কিন্তু তারা যে চক্রান্ত করে তা নিজেদেরই বিরুদ্ধে করে, অথচ তারা উপলব্ধি করে না। ১৬৮

১৬৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও উপাসনাই কেবল শিরক নয়, বরং আদেশের মাঝেও শিরক রয়েছে, যেমন কোন জিনিষের হালাল ও হারাম হওয়ার বিষয়ে শরী'আতের প্রমাণ পরিত্যাগ করে কেবল যুক্তি-তর্ক ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা। -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, আহলে কিতাব সম্প্রদায় মহান আল্লাহর ওহী ছেড়ে দিয়ে তাদের ধর্মযাজকদের উপরই হালাল-হারামের বিধান দেওয়ার ক্ষমতা ন্যস্ত করে রেখেছিল।

১৬৭. আলো এবং অন্ধকার সমান নয় : পূর্বে বলা হয়েছে, শয়তান তার সতীর্থদের আদেশ দেয়, যেন তারা মুসলিমগণের সাথে ঝড়গা করে অর্থাৎ তর্ক-বিতর্ক, বাক-চাতুর্য ও কুমন্ত্রণা দ্বারা তাদেরকে সত্য পথ হতে বিচ্যুত করে। কিন্তু এ দূরভিসন্ধি তাদের মন থেকে মুছে ফেলা উচিত। কেননা, যে দল বা ব্যক্তিকে মূর্খতা ও ভ্রান্তির মরণে মৃত্যুবরণ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা আবার ঈমান ও জ্ঞানের আত্মা দ্বারা জীবিত করে তুলেছেন এবং দান করেছেন কুরআনের আলো, যদ্বারা সে মানুষের ভীড়ে অবলীলায় সরল পথে বিচরণ করছে, শয়তানী প্ররোচনা গ্রহণের ক্ষেত্রে তার অবস্থা কি শয়তানের সেই সতীর্থদের মত হতে পারে যারা মূর্খতা ও গোমরাহীর অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে ফিরছে এবং যা হতে তাদের মুক্তির কোন উপায় নেই—যেহেতু তারা সেই অন্ধকারকেই আলো ও মন্দকে ভাল মনে করছে? না, এদের অবস্থা কখনই সমান হতে পারে না।

১৬৮. সমাজ প্রধানরাই সব সময় নবীগণের বিরোধিতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে : আজকের মক্কা শরীফের কাফির সরদাররাই নয়, বরং সব যুগেই সাধারণ মানুষ যাতে নবীগণের অনুসারী না হতে পারে সে চক্রান্ত কাফির প্রধানেরা চালিয়ে আসছে। ফিরআওন মু'জিয়া দেখে ছুতা বের করল যে, মূসা (আ.) যাদুর জোরে রাজ-ক্ষমতার অধিকারী হতে চান। কিন্তু তাদের কোন ছল-চাতুরী খাঁটি ঈমানদারগণের বেলায় চলে না। চক্রান্তকারীরা নিজ পরিণাম ধ্বংস করে নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করে। যার উপলব্ধি তাদের এ সময় হচ্ছে না।

(১২৬) وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ

১২৬. এবং তোমার প্রতিপালকের সরল পথ। আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করেছি চিন্তাশীলদের জন্য। ১৭১

দু'আ, সাধনা বা অর্থ বল কি বাহুবল দ্বারা অর্জন করা যাবে। তা ছাড়া যে কারুর উপর এ মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণও করা যায় না। হাঁ, এরূপ উদ্ধত, অহংকারী ও প্রতারণা প্রবণ কাফিরদের জেনে রাখা উচিত যে, শীঘ্রই অশেষ লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তির আকারে তাদেরকে এ মহান মর্যাদা প্রার্থনার জবাব দেওয়া হবে।

১৭০. অর্থাৎ সবেগে আকাশে আরোহণ করতে চায়, কিন্তু পারে না। তাই তাদের মন বেজায় সংকীর্ণ হয়ে ওঠে।

১৭১. 'রিজস'-এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ : যারা ঈমান আনার ইচ্ছা রাখে না, তাদের উপর এভাবেই আযাব ও ধ্বংস নিপতিত করা হয় যে, দিন দিন তাদের অন্তর সংকীর্ণ করে তোলা হয়। শেষ পর্যন্ত তাতে সত্য প্রবেশের তিলার্থ ঠাঁই থাকে না। এ অন্তর-সংকোচনই কিয়ামতের দিনে বাস্তব শাস্তিরূপে সামনে আসবে। অনুবাদক (র.) পূর্ববর্তী আয়াত ১২৫-এর) 'رِجْسٍ'-এর অর্থ করেছেন 'আযাব' এবং সে অনুসারেই এ ব্যাখ্যা।

আবদুর রাহমান ইব্ন য়াদ ইব্ন আসলাম (র.) 'رِجْسٍ'-এর অর্থ আযাবই করেছেন। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রা.) এ স্থলে 'رِجْسٍ'-এর অর্থ করেছেন 'শয়তান'। এর কারণ সম্ভবত এই যে, অপবিত্র বস্তুকে 'رِجْسٍ' বলা হয়, শয়তান অপেক্ষা বেশী অপবিত্র আর আর কী হতে পারে। যা হোক, এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ, ঈমান আনতে তারা ভয় পায়, তাদের অন্তর যেমন আল্লাহ তা'আলা সংকীর্ণ করে দেন তেমনি ঈমানহীনতার কারণে তাদের উপর শয়তানকে কর্তৃত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে সত্যের দিকে ফিরে আসার তাওফীক তাদের কখনও হয় না। হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, পূর্বে বলা হয়েছিল, কাফিররা শপথ করে বলে নিদর্শন দেখলে ঈমান আনবে। এবার বলা হয়েছে আমি যদি না দেই তারা কী করে ঈমান আনবে। মাঝে মৃত জন্তু হালাল করার ছল বর্ণনা করা হয়েছে। এবার তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, যার নীতি হলো, কখনই নিজ মত ছাড়বে না, কোনও দলীল প্রমাণ সামনে আসলে কিছু ছল-ছুতা বানিয়ে নেবে তার সে নীতি গোমরাহীরই আলামত। পক্ষান্তরে, বুদ্ধি-বিবেককেই ইনসাফের অধীন করা ও আনুগত্যে প্রস্তুত থাকা হিদায়াতের লক্ষণ। এদের মধ্যে তো গোমরাহীর লক্ষণ সুস্পষ্ট। কাজেই, আয়াত এদের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না।

(১২৭) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(১২৮) وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ۖ يَمْعُشَرُ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيُوهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا ۖ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

১২৭. তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে শান্তির নিবাস এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তিনিই তাদের অভিভাবক। ১৭২

১২৮. যে দিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন, বলবেন, হে জিন্ন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগামী করে নিয়েছিলে। ১৭৩ এবং মানব সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কতক কতকের দ্বারা স্বার্থোদ্ধার করেছে এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলে এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। ১৭৪ তিনি বলবেন, জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেথায় স্থায়ী হবে, যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। ১৭৫ তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত। ১৭৬

আয়াতে যে হিদায়াত ও গোমরাহ করাকে মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এ সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন স্থানে আলোকপাত করেছি। সামনেও যথাস্থানে করা হবে। তবে বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ এবং মতভেদও প্রচুর। কাজেই, এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ লিখে এ টীকার সাথে জুড়ে দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের রয়েছে।

১৭২. অর্থাৎ যারা ইসলাম ও আনুগত্যের সরল পথে চলবে তারাই শান্তির নিবাসে গিয়ে পৌঁছবে এবং আল্লাহ পাক তাদের বন্ধু ও অভিভাবক। এ তো হল দয়াময় আল্লাহ পাক যাদের অভিভাবক তাঁদের অবস্থা। সামনে শয়তানের বন্ধুবর্গের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

১৭৩. অর্থাৎ হে জিন্ন শয়তানরা! তোমরা বহু হতভাগা মানুষকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করেছ ও তোমাদের অনুগামী করে নিয়েছ।

১৭৪. শয়তান জিন্নদের অনুগামীদের শাস্তি : দুনিয়ায় যে মানুষ মূর্তি ইত্যাদির পূজা করে, তারা প্রকৃতপক্ষে জিন্ন শয়তানেরই পূজা করে। তাদের ধারণা শয়তান

(১২৭) وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعُضِّ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

(১৩০) اَيُّمَعُشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَٰهَدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّبَتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَٰهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝

১২৯. এভাবেই আমি তাদের কৃতকর্মের দরুণ পাপিষ্টদের কতককে কতকের সাথে মিলিয়ে দেব। ১২৭

১৩০. হে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি তোমাদেরই মধ্য হতে রাসূল এসে পৌঁছেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আদেশ শোনাতে ও তোমাদেরকে এ দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে সাবধান করত? ১২৮ তারা বলবে, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম। বস্তুত পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে ১২৯ এবং তারা যে কাফির ছিল সে কথাও তারা স্বীকার করে নিয়েছে। ১৩০

তাদের কার্যোদ্ধার করে দেবে। তাই, তার নামে নজরানা দেয়। প্রাক-ইসলামী যুগেও এমনিতেও অনেকে বিপদ-আপদকালে জিন্নদের সাহায্য প্রার্থনা করত, যেমন সূরা জিন্নে ইশারা করা হয়েছে এবং ইব্ন কাসীর (র.) প্রমুখ তাফসীরবেত্তা রিওয়াযাত উদ্ধৃত করেছেন। আখিরাতে যখন শয়তান জিন্ন ও মানুষকে একত্রে ধরা হবে এবং সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকরা অজুহাত প্রদর্শন করবে যে, হে আমাদের প্রতিপালক আমরা পূজা করিনি, তবে আপসে সাময়িক কাজ-কর্ম করেছিলাম এবং মৃত্যুর নির্ধারিত কাল আসার আগে আমরা পার্থিব কাজ-কর্মে একে অপরের সহযোগিতা লাভের কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম। তাদের ইবাদত করা উদ্দেশ্য ছিল না।

১২৫. 'যদি না আল্লাহ পাক অন্য রকম ইচ্ছা করেন' বলার কারণ জাহান্নামের শাস্তি যে স্থায়ী সেটা তাঁর ইচ্ছাক্রমেই। তিনি যখন ইচ্ছা মওকুফ করারও ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু তিনি যার ইচ্ছা করে ফেলেছেন এবং নবীগণের জবানীতে তার প্রচারও করে ফেলা হয়েছে তা আর টলবার নয়।

১২৬. অর্থাৎ অপরাধীদের অপরাধ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। আপন অপার প্রজ্ঞা অনুযায়ী তিনি তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন।

১২৭. তোমরা জিন্ন শয়তান ও তাদের বন্ধুবর্গের অবস্থা যেমন শুনলে, তেমনিভাবে আমি সকল অপরাধী ও পাপিষ্টদেরকে তাদের অপরাধ ও অপকর্মের সায়ুজ্য রক্ষা করে জাহান্নামে একজনকে অন্যজনের নিকটবর্তী করে দেব এবং যে যেই পর্যায়ে অপরাধী হবে, তাকে সেই স্তরের অপরাধীদের সাথে মিলিয়ে দেব।

১৭৮. আবাত্য জিন্ন ও মানবের কোন অজুহাত যুক্তিসংগত ও শ্রবণযোগ্য নয় ৪ উপরে জিন্ন ও মানবের অন্যায় অপকীর্তি ও তার শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং জিন্নদের বন্ধুবর্গের জবানীতে মোটামুটিভাবে তাদের অজুহাতও তুলে ধরা হয়েছে। এবার বলা হয়েছে যে, তাদের কোন অজুহাত যুক্তিসংগত ও শ্রবণযোগ্য নয়। দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যা তারা নিজেরাও স্বীকার করতে বাধ্য হবে। **يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ** ... এর এ সম্বোধন হবে কিয়ামতের দিন এবং এর লক্ষ্য হবে জিন্ন ও মানবজাতির সমষ্টি। প্রত্যেক জাতিকে আলাদাভাবে সম্বোধন করা হবে না। কাজেই, এ প্রশ্ন করাও সুযোগ হবে না যে, রাসূল তো সর্বদা মানব জাতির মধ্যেই এসেছেন; জিন্ন জাতির মধ্যে কখনও কোন নবী পাঠানো হয়নি। এমতাবস্থায় '**رُسُلٌ مِّنْكُمْ**' (তোমাদের মধ্য হতে রাসূল) বলা সঠিক হল কি? বস্তুত, যাদের সম্বোধন করে এ কথা বলা হবে, তাদের সমষ্টির মধ্যে কোনও এক জাতির মধ্যেও যদি রাসূল আগমণ প্রমাণিত হয়, যার উদ্দেশ্য সাধারণভাবে সমস্ত জাতির সমষ্টিকে উপকৃত করা, তবে সমষ্টিকে সম্বোধন করাটা আপত্তিজনক নয়। যেমন কেউ বলল, হে আরব-আজম ও প্রাচ্য-প্রাচীণের বাসিন্দাগণ! তোমাদেরই মধ্যে কি মুহাম্মদ (সা.)-এর মত মানবের আবির্ভাব ঘটানো হয়নি? তখন কারও কাছেই এর অর্থ এ হতে পারে না, এক মুহাম্মাদ (সা.)-তো আরবে এসেছেন তো আরেকজন আজমে আসা চাই এবং এভাবে প্রাচ্য-প্রাচীণ আলাদা-আলাদা মুহাম্মাদ (সা.)-এর আবির্ভাব ঘটতে হবে। তখনই এ উক্তি সঠিক হতে পারে। অনুরূপভাবেই এ স্থলে বুঝতে হবে যে, **يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ** ... এর দ্বারা কেবল এতটুকুই বোঝানো হয়েছে যে, জিন্ন ও মানবের সমষ্টি হতে নবী প্রেরিত হয়েছেন। বাকি প্রত্যেক জাতির মধ্য হতে পৃথক পৃথক নবী প্রেরিত হয়েছেন এ বিষয়ে আলোচ্য আয়াতে কিছু বলা হয়নি। অন্যান্য প্রমাণাদি দৃষ্টে উলামায়ে কিরাম তাই সাব্যস্ত করেছেন যে, প্রত্যেক নবীর প্রেরণই যেমন সর্বব্যাপ্ত ছিল না। তেমনি কোনও জিন্নকেও আল্লাহ তা'আলা রাসূল করে পাঠাননি। পার্থিব ও পরকালীন অধিকাংশ বিষয়ে জিন্নদেরকে মানুষের অধীন করে দেওয়া হয়েছে। সূরা জিন্নের আয়াত সমূহ এবং অনেক বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত। সৃষ্টির প্রত্যেক জাতির প্রতি তাদের স্বজাতীয় কাউকেই রাসূল করা হয়েছে এটা কোনও সাধারণ মূলনীতি নয়। তবে মানুষের কাছে কোনও ফিরিশ্তাকে রাসূল করে পাঠানোর বিষয়টিকে যে কুরআন মাজীদের বহু স্থানে অস্বীকার করা হয়েছে তার প্রকৃত কারণ এই যে, ফিরিশ্তাকে তাঁর আসলরূপে দেখার শক্তি মানব সাধারণের নেই। আর অতি মাত্রার ভয়-ভীতি অবস্থায় তাঁদের দ্বারা উপকৃত হওয়াও সম্ভব নয়। অপর দিকে মানবাকৃতি পাঠানো হলে সে ক্ষেত্রে হয়েছে খামাখা বিভ্রান্তির ভোগান্তি। অনুরূপ মনে করুন জিন্ন জাতির মধ্যে যদি নবুওয়্যাত লাভের যোগ্যতা থাকত তবে

(১৩১) ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۝

(১৩২) وَاِكُلَّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا وَّمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

(১৩৩) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ اِنْ يَّشَآءْ يُّذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَّشَآءُ كَمَا اَنْشَاَكُمْ مِنْ دُرِّيَّةٍ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝

১৩১. তা এ হেতু যে, তোমার প্রতিপালক জনপদসমূহকে তার অপরাধের দরুণ ধ্বংস করবার নন, যখন তার অধিবাসীরা অনবহিত থাকে।

১৩২. প্রত্যেকের জন্য তার কর্ম অনুযায়ী স্থান রয়েছে। তোমার প্রতিপালক তাদের কার্য সম্বন্ধে অনবহিত নন। ১৮১

১৩৩. এবং তোমার প্রতিপালক পরমুখাপেক্ষীহীন করুণাময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অন্যদের আওলাদ হতে। ১৮২

তাদেরকে ও মানুষের জন্য পাঠানো সম্ভব ছিল না। কেননা এ ক্ষেত্রে ও একই সমস্যা বিদ্যমান। হ্যাঁ মানুষ রাসূলকে জিন্নদের কাছে পাঠালে তাতে কোন সমস্যা নেই। কেননা, মানুষকে তার আসল আকৃতি দেখা যেমন জিন্নদের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়, তেমনি মানুষের আকৃতিগত ভীতিও তাদের জন্য উপকার লাভে অন্তরায় হতে পারে না। এ দিকে আল্লাহু তা'আলা নবীকে এমন আত্মিক শক্তি দান করেন যে, তাদের উপর জিন্নদের মত ভীতিকর সৃষ্টির কোনরূপ ভয়-ভীতি প্রভাব ফেলতে পারে না।

১৭৯. অর্থাৎ পার্থিব ভোগ-বিলাস তাদেরকে আখিরাতে ব্যাপারে গাফিল করে রেখেছে। কখনও মনেও পড়ে না, একদিন সেই মহা বিচারকের সামনে উপস্থিত হতে হবে, যিনি বিন্দু-বিন্দুর হিসাব নেবেন।

১৮০. এ সূরাতেই পূর্বে বলা হয়েছে, কাফিররা প্রথমে তাদের কুফর অস্বীকার করবে, কিন্তু পরে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

১৮১. অর্থাৎ সতর্ক ও সাবধান না করে কাউকে তার অন্যায় অপরাধের কারণে বা আখিরাতে পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেওয়া মহান আল্লাহুর রীতি নয়। এ জন্যই তিনি রাসূল পাঠিয়েছেন, যাতে তারা জিন্ন-মানব সকলকে ভালমত তাদের ভাল-মন্দ এবং সূচনাও পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দেন। তারপর যার কাজ যে পর্যায়ে হবে, আল্লাহু তা'আলা সে অনুসারেই তার সাথে ব্যবহার করবেন।

(১৩৪) إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِيْ لَا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝

(১৩৫) قُلْ يَقُوْمِ اْعْمَلُوْا عَلٰی مَا كُنْتُمْ اِىَّ عَامِلُوْنَ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ ۝

১৩৪. তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার আগমন অনিবার্য। তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না।

১৩৫. বল, হে মানব সকল! তোমরা স্বঅবস্থানে থেকে কাজ করতে থাক, আমিও কাজ করে যাই। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে আখিরাতের নিবাস কার লাভ হবে। নিশ্চয়ই যালিমদের কখনও মঙ্গল হবে না। ১৮৩

১৮২. মহান আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন : আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল পাঠিয়ে নিজ দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন। এবার তোমরা যদি না মান, যদি সরল পথের অনুসরণ না কর, তবে আল্লাহ্ তো মুখাপেক্ষীহীন। তোমাদের কিছু পরোয়া তাঁর নেই। তিনি চাইলে এক লহমায় তোমাদের বিনাশ করে তোমাদের স্থলে আপন অনুগ্রহে অপর কোন সম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন— যারা তাঁর একান্ত অনুগত হবে। তোমাদেরকে অপসারিত করে অন্য সম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠা দান তাঁর পক্ষে এমন কী মুশকিল। আজ তোমরা তোমাদের যেই পূর্ব পুরুষদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বসে আছ, তাদেরকে তুলে নিয়ে তোমাদেরকে স্থান দান তো সেই মহান আল্লাহ্ই করেছেন। মোদাকথা, মহান আল্লাহ্র কাজ ব্যাহত হতে পারে না। তোমরা না করলে অন্য কোন সম্প্রদায়কে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। তবে মনে রেখ এরূপ অবাধ্যতা ও দুষ্কৃতি করতে থাকলে মহান আল্লাহ্র শাস্তি হতে নিস্তার নেই। যদি মনে কর পালিয়ে গিয়ে বা কারও আশ্রয় নিয়ে শাস্তি হতে বেঁচে যাবে, তবে এটা চরম মূর্খতা। সমগ্র সৃষ্টি মিলেও মহান আল্লাহ্কে তার ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ করতে পারে না।

১৮৩. অর্থাৎ সকল ভাল-মন্দ ও ইষ্ট-অনিষ্ট সম্পর্কে আমি তোমাদের অবহিত করেছি। এতেও যদি তোমরা নিজেদের প্রতি যুল্ম করতে ক্ষান্ত না হও, তবে যে তোমরাই জান। তোমরা নিজেদের কাজ করতে থাক, আমি আমার দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করি। শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে যাবে এ দুনিয়ার শেষফল কার হাতে আসে। যালিমদের পরিণাম কখনই শুভ হতে পারে না। সামনে তাদের কতক বিশ্বাসগত ও কর্মগত যুল্ম বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো তাদের মধ্যে চালু ছিল। আর সবচে বড় যুল্ম তো শিরক।

“اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ” নিশ্চয়ই শিরক মহা যুল্ম।

(১৩৬) وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

(১৩৭) وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْجُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝

১৩৬. তারা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তার সৃজিত শস্য ও গবাদি পশু হতে এক অংশ, তারপর নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহর অংশ এবং এটা আমাদের শরীকদের। যা তাদের শরীকদের অংশ তা তো আল্লাহর দিকে পৌঁছায় না, কিন্তু যা আল্লাহর তা তাদের শরীকদের দিকে পৌঁছায়। কতই না নিকৃষ্ট তাদের বিচার। ১৮৪

১৩৭. এভাবেই বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের সন্তান হত্যা তাদের শরীকরা শোভন করে দিয়েছে, যাতে তারা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে এবং তাদের দীনকে তাদের কাছে বিভ্রমযুক্ত করে দিতে পারে। ১৮৫
আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা এটা করত না। কাজেই তাদেরকে তাদের মিথ্যা নিয়ে থাকতে দাও। ১৮৬

১৮৪. কাফিরদের অসম বন্টনের অসারতা : হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, কাফিররা তাদের শস্য ও গবাদি পশুর বাচ্চা থেকে মহান আল্লাহর জন্য নযরানা বের করত এবং অনুরূপ তাদের দেব-দেবীর জন্যও। তারপর মহান আল্লাহর নামের কোন জন্তু উৎকৃষ্ট দেখা গেলে সেটা দেবতার দিকে নিয়ে নিত, কিন্তু দেবতাটা কখনও মহান আল্লাহর দিকে যেতে দিত না। বরং তা করতে তারা ভীষণ ভয় পেত। অনুরূপ শস্য ইত্যাদিতেও যদি ঘটনাক্রমে মহান আল্লাহর অংশ কখনও দেবতার অংশের সাথে মিশে যেত, তবে তা আর আলাদা করে মহান আল্লাহর দিকে নিত না, কিন্তু দেবতারটা যদি মহান আল্লাহর অংশের সাথে মিশে যেত, তবে তা অবশ্যই পৃথক করে ফেলত। বাহানা দেখাত, মহান আল্লাহর তো অভাব নেই। তাঁরটার কম পড়লে অসুবিধা কী? কিন্তু দেবতারা তো এমন নয়। মজার কথা, এ কথা বলেও তাদের লজ্জা হতো না যে, এরূপ যারা অভাবী, তাদেরকে উপাস্য বানানো কতটুকু বুদ্ধিমানের কাজ? মোদ্দাকথা, আলোচ্য আয়াতে سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ বলে কাফিরদের এ বন্টনকে রদ

(১৩৮) وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ
وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ
عَلَيْهِمْ سَيُجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

১৩৮. এবং তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী বলে এ গবাদি পশু ও শস্য
নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া কেউ এ সব খেতে পারবে
না। এবং কতক পশুর পিঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়। এবং কতক
পশু যবেহু কালে তারা মহান আল্লাহর নাম লয় না, মহান আল্লাহর
প্রতি অপবাদ আরোপের মাধ্যমে। শীঘ্রই তিনি তাদেরকে এ মিথ্যার
শাস্তি দিবেন। ১৮৭

করা হয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহর সৃষ্ট দ্রব্যাদিতে প্রথমত তাঁর বিপরীতে অন্যের জন্য
অংশ নির্ধারণ, তদুপরি মন্দ ও কম অংশকে মহান আল্লাহর দিকে রাখা কত বড় যুলম
ও অবিচার ভেবে দেখেছ?

১৮৫. কন্যা সন্তান হত্যা ছিল মুশরিকদের চরম নিষ্ঠুরতা : ‘شُرَكَاءُ’ -এ
স্থলে মুজাহিদ (র.)-এর ব্যাখ্যা করেছেন ‘شَيَاطِينُ’ অর্থাৎ শয়তানেরা। মুশরিকদের
চরম মূর্থতা ও নিষ্ঠুরতার আরেক নিদর্শন ছিল, তারা কেউ শ্বশুর হওয়ার লজ্জায় কন্যা
সন্তানকে, কেউ কী খাওয়াবে সেই চিন্তায় ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে আপন ঔরসজাত যে
কোনও সন্তানকে হত্যা করত। অনেক সময় তারা মান্নত করত, যদি এত সংখ্যক
ছেলে লাভ করতে পারে, কিংবা অমুক উদ্দেশ্য পূরণ হয়, তবে অমুক দেবতার নামে
একটি ছেলে বলি দেবে। এ যুলম ও নির্দয়তাকে তারা উঁচু পর্যায়ের উপাসনা গণ্য
করত। শয়তান সম্ভবত হযরত খলীলুল্লাহ (আ.)-এর সূনাতের বাহানা দিয়ে তাদের
মাঝে এ প্রথা চালু করে দিয়েছিল। ইয়াহুদীদের মধ্যেও এককালে ইবাদত হিসেবে
সন্তান হত্যার রেওয়াজ ছিল। বণী ইসরাঈলের নবী রাসূলগণ অত্যন্ত কঠোরভাবে সে
প্রথা খন্ডন করেন। যা হোক, আলোচ্য আয়াতে প্রাক-ইসলামী যুগে প্রচলিত সন্তান
হত্যার সকল পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হয়। বলা হয়েছে যে, শয়তানেরা সন্তান হত্যার
প্রথাকে যে সুশোভন করে দেখায় তার কারণ, এভাবে তারা মানুষকে দুনিয়া ও
আখিরাত উভয় জগতে ধ্বংস করতে এবং তাদের দীনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায়,
যাতে যে কাজ ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আ.) এর ধর্মাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী তাকে
এক দীনী কাজ ও বন্দেগীরূপে তারা গ্রহণ করে নেয়। কোথায় ইব্রাহীমী সূনাত আর
কোথায় এ অপগভতা ও মূর্থতা।

(১৩৭) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذِكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ
أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۖ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

(১৪০) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۖ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

১৩৯. এবং তারা বলে, এ গবাদি পশুর পেটে যে বাচ্চা আছে, তা কেবল আমাদের পুরুষরাই খেতে পারবে, আমাদের স্ত্রীদের জন্য তা নিষিদ্ধ। আর যে শাবক মৃত হবে তা খাওয়ার মাঝে সকলেই সমান। এসব উক্তির কারণে তিনি তাদের শাস্তি দিবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ১৮৮

১৪০. যারা নিবুদ্ধিতার কারণে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছেন, আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ পূর্বক তা হারাম সাব্যস্ত করে, তারা নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথে আসেনি। ১৮৯

১৮৬. এ ধরনের আয়াত 'وَلَوْ أَنَّا' -এর শুরুতেও গেছে। সেখানে আমরা যা কিছু লিখেছি তাছাড়া এ বিষয় বস্তুর অন্যান্য আয়াতের যে টীকা দেওয়া হয়েছে তা দ্রষ্টব্য।

১৮৭. মুশরিকদের কুপ্রথা ৪ কেবল পুরুষরা খেতে পারবে, নারীরা নয়। কিংবা দেব মন্দিরের সেবায়েরাই এটা খাওয়ার অধিকার রাখে, অন্য কেউ নয়। দেব-দেবীর নামে যে সব পশু ও শস্য নির্ধারণ করা হত সে সম্পর্কেই তারা এরূপ আইন রচনা করেছিল। অনুরূপ কতক পশুর পিঠে সাওয়ার হওয়া বা বোঝা তোলা হারাম মনে করত। কতক পশু সম্পর্কে নিয়ম বানিয়ে নিয়েছিল এগুলো যবেহ করার সময় বা এতে সাওয়ার হওয়ার সময় কিংবা দুধ দোয়ানো কালে মহান আল্লাহর নাম নেওয়া যাবে না, পাছে দেবতার সম্পদে মহান আল্লাহর শরীকানা ঢুকে পড়ে। এর উপরে গযব হল, তারা এসব কু-প্রথাকে মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করত, যেন (নাউযবিল্লাহ) তিনিই এসব বিধান আরোপ করেছেন এবং এসব পন্থায়ই তাঁর সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারে। এরূপ অন্যায় অপকর্মের সাথে এরূপ অপবাদ! শীঘ্রই তাদেরকে এসব দুষ্কর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

(১৬১) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

১৪১. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন উদ্যান, মাচা-বাহিত ও মাচাবিহীন^{১৯০} এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন প্রকার ফলের ক্ষেত খামার এবং যায়তুন ও আনার। একটি অন্যটির সদৃশ এবং বিসদৃশও।^{১৯১} যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল খাও। আর ফসল তোলার দিন তার দেয় প্রদান করো এবং অপচয় করো না। তিনি অপচয়কারীদের আদৌ পসন্দ করেন না।^{১৯২}

১৮৮. বাহীরা ও সাইবা ৪ একটি নিয়ম এ বানিয়ে নিয়েছিল যে, বাহীরা ও সাইবাকে যবেহ করার পর তাদের পেট থেকে জ্যান্ত শাবক বের হলে, তা কেবল পুরুষরাই খেতে পারবে, নারীরা নয়। কিন্তু মৃত হলে তা খেতে কারুর বারণ নেই। এসব ভিত্তিহীন আইন রচয়িতাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বে-খবর নন। আপন হিক্মত অনুযায়ী যথাসময়ে তাদেরকে শাস্তি দেবেন।

১৮৯. এর চেয়ে বড় ক্ষতি, জঘন্য গোমরাহী ও সর্বনাশ আর কী হতে পারে যে, বসে বসে খামাখা দুনিয়ায় ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থেকে বঞ্চিত হন এবং নিষ্ঠুর দুশরিত্র ও মূর্খ হিসেবে কুখ্যাত হন আখিরাতের কঠিন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তো আছেই। না বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করল, না দীন- শরী'আত চিনল। কাজেই, সরল পথে কী উপায়ে আসবে?

১৯০. মাচার উপর বিস্তার করা হয় আংগুর ইত্যাদি গাছ। আর যা মাচার উপর বিস্তার করা হয় না, তা হচ্ছে খেজুর, আম ইত্যাদি কাণ্ডযুক্ত গাছ কিংবা তরজুম ইত্যাদি গুল্ম জাতীয় সব গাছ মাটির উপরই ছড়িয়ে থাকে।

১৯১. অর্থাৎ আকার-আকৃতিতে সাদৃশ্যময়, কিন্তু স্বাদ আলাদা।

১৯২. শস্যের যাকাত ৪ আল্লাহ তা'আলা যে শস্য ও ফল সৃষ্টি করেছেন তা খাওয়া হতে অকারণে বিরত থেকো না। হাঁ, দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখ। এক. ফল তোলার সাথে সাথেই তাতে নির্ধারিত মহান আল্লাহর প্রাপ্য আদায় করে দিও। দুই. অপচয় করা হতে বিরত থাক। মহান আল্লাহর প্রাপ্য কি? এ বিষয়ে উলামায়ে কিরাম বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। ইবন কাসীর (র.) রায় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম দিকে ক্ষেত খামার ও বাগানে উৎপন্ন ফসল হতে এক অংশ গরীব মিসকীনের জন্য আলাদা

(১৪২) وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۖ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

(১৪৩) ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ آلَ الذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ أَمِ الْاُنْثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَكْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۝

১৪২. এবং গবাদি পশুর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন কতক ভারবাহী এবং ১৯৩
কতক মাটির লাগালাগি। আল্লাহর দেওয়া রিয়ক হতে তোমরা খাও
এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য
শত্রু। ১৯৪

১৪৩. সৃষ্টি করেছেন আট নর ও মাদী। ভেড়ার দু'টি এবং ১৯৫ এবং ছাগলের
দু'টি। বল, আল্লাহ কি নর দু'টিই নিষিদ্ধ করেছেন, না মাদী দু'টি?
কিংবা মাদী দু'টির গর্ভাশয়ে যে বাচ্চা আছে তা? তোমরা আমাকে
প্রমাণসহ বল যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ১৯৬

করা ওয়াজিব ছিল। হিজরতের পর দ্বিতীয় বর্ষে তার পরিমাণ ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে
দেওয়া হয়। অর্থাৎ যে জমিতে নিজের সেচ দেওয়া লাগে না তার এক দশমাংশ
(উশুর) যদি তা খেরাজী জমি না হয়। আর যাতে সেচ দিতে হয় তার বিশ ভাগের
একভাগ (নিসফ-উশুর)।

১৯৩. ভারবাহী, যেমন উট প্রভৃতি ও মাটির লাগালাগি ক্ষুদ্রাকারের জীব, যেমন-
ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি।

১৯৪. মহান আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত কাজে লাগানো চাই। শয়তানের পদাঙ্ক
অনুসরণের অর্থ শরী'আতের প্রমাণ ব্যতিরেকে অহেতুক কোন বস্তু হারাম সাব্যস্ত করা
বা শিরক ও মূর্তি পূজার ওয়াসিলা বানানো। শয়তানের এর চেয়ে প্রকাশ্য শত্রুতা আর
কী হতে পারে যে, সে তোমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে মহান আল্লাহর দেওয়া এসব
নিয়ামত হতে বঞ্চিত রাখল, সে সঙ্গে আখিরাতের আযাব তো আছেই।

১৯৫. অর্থাৎ একটি নর ও একটি মাদী। এভাবে প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যে দু'টি
করে জোড়া হল। সর্বমোট হ'ল আটটি।

১৯৬. হালাল ও হারাম নির্ধারণ করা ক্ষমতা মহান আল্লাহর ঃ কোন জিনিসকে
হালাল ও হারাম মহান আল্লাহর নির্দেশ ক্রমেই বলা যেতে পারে। কাজেই, এসব জন্তুর

(১৬৬) وَمِنْ الْأَيْدِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ ۖ قُلْ لَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ
الْأُنثَيَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُكُمْ
اللَّهُ بِهَذَا ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

১৪৪. এবং সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দু'টি এবং গরুর মধ্যে দু'টি। বল, তিনি কি নর দু'টি হারাম করেছেন না মাদী দু'টি কিংবা মাদী দু'টির গর্ভাশয়ে যে বাচ্চা আছে তা? তোমরা কি সে সময় উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে এ আদেশ দিয়ে ছিলেন? মানুষকে অজ্ঞানতাবশত পথভ্রষ্ট করার জন্য যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম লোকদের হিদায়াত করেন না। ১৯৭

মধ্যে নর বা মাদী কিংবা মাদীর উদরস্থ বাচ্চাকে সকলের জন্য অথবা বিশেষ কারও জন্য যে হারাম সাব্যস্ত করছ, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা কী প্রমাণ তোমাদের কাছে আছে? যখন মহান আল্লাহর হুকুম হওয়ার পক্ষে কোন প্রমাণ তোমাদের হাতে নেই, তখন নিছক খেয়াল-খুশীর বশে মহান আল্লাহর দেওয়া জিনিসকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করার অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, উলূহিয়াতের (মা'বুদ হবার) পদ-মর্যাদা তোমরা নিজেদের জন্যই স্থির করে নিয়েছ (নাউযুবিল্লাহ) কিংবা জেনেগুনে মহান আল্লাহর উপর অপবাদ দিয়েছ। উভয়টাই ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া।

১৯৭. নিজের ইচ্ছামত কোন জিনিসকে হালাল-হারাম ঘোষণার অধিকার কারো নেই : কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম কেবল মহান আল্লাহর নির্দেশেই স্থির করা যেতে পারে। মহান আল্লাহর নির্দেশ হয় আশ্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে জানা যাবে অথবা সরসারি মাহন আল্লাহ কাউকে আদেশ করলে সে জানতে পারবে। এ স্থলে উভয়টাই অনুপস্থিত। প্রথমটা না থাকার প্রতি ইঙ্গিত করছে نَبِّؤُنِي بِعِلْمٍ (আমাকে প্রমাণসহ বল) আয়াতাংশ, আর সরাসরি মহান আল্লাহর আদেশপ্রাপ্ত না হওয়ার প্রমাণে বলা হয়েছে أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ أَنْوَصَّاكُمْ بِهَذَا যখন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এ আদেশ দিলেন, তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? কাজেই, মুশরিকদের দাবী দাওয়ার মাঝে নিছক মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস ছাড়া আর কী অবশিষ্ট আছে? যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি অপবাদ দেয় এবং জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়া গুণ্যহস্ত হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে ভুল ও ভ্রান্ত মাসয়ালা বলে দিয়ে পথভ্রষ্ট করার

(১৪৫) قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(১৪৬) وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝

১৪৫. বল, আমার প্রতি যে ওহী পৌঁছেছে তাতে খাদ্য গ্রহণকারী যা খায় তার মধ্যে আমি কোন জিনিস হারাম পাই না, তবে সে জিনিস যদি মড়া বা বহমান রক্ত কিংবা শূকরের গোশত হয়, তা হলে ব্যতিক্রম। কেননা, এটা অপবিত্র; অথবা অবৈধ যবেহ, যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম উচ্চারিত হয়। তবে কেউ ক্ষুধায় নিরুপায় হয়ে গেলে, যদি অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী না হয়, তা হলে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু। ১৯৮

১৪৬. আর আমি ইয়াহুদীদের প্রতি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট প্রাণী হারাম করেছিলাম। আর গরু ও ছাগল হতে তাদের প্রতি হারাম করেছিলাম এদের চর্বি, তবে এদের পিঠে বা অস্ত্রে কিংবা অস্থিতে যে চর্বি লেগে থাকে তা ব্যতীত। এ শাস্তি আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার দরুণ। আর আমি সত্যই বলি। ১৯৯

তৎপরতা চালায়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কেউ হতে পারে না। যে ব্যক্তি এরূপ দুর্নীতি অবলম্বন করে নিয়েছে এবং এ মত জঘন্য যুলুম লিপ্ত থাকতে বদ্ধপরিকর হয়ে গেছে, তার হিদায়াত লাভের আশা সুদূর পরাহত।

১৯৮. হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, এর অর্থ যে সব প্রাণী খাওয়ার রেওয়াজ আছে, তন্মধ্যে এগুলোই নিষিদ্ধ। এ আয়াতে কাফিরদেরকে এ কথা জানানো উদ্দেশ্য। যে, উপরে যে সব জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো হালাল ছিল, কিন্তু তোমরা তা হারাম স্থির করে নিয়েছ। পক্ষান্তরে, এখানে যেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো আসলেও হারাম। কিন্তু তোমরা হালাল মনে করছ। এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা সূরা মায়িদাহর আয়াত **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ** এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

(১৪৭) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِبَاسِهِ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝

(১৪৮) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَاسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۝

১৪৭. কাজেই, তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তবে বলে দাও, তোমাদের প্রতিপালকের করুণা অতি ব্যাপক এবং অপরাধী ব্যক্তিবর্গ হতে তাঁর শাস্তি টলবে না। ২০০

১৪৮. মুশরিকরা শীঘ্রই বলবে আল্লাহ যদি চাইতেন তবে আমরা শিরক করতাম না। আর আমাদের বাপ-দাদারাও নয় এবং আমরা কোন জিনিস হারাম সাব্যস্ত করতাম না। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরাও প্রত্যাখ্যান করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তি আন্বাদন করে। বল, তোমাদের নিকট কোন জ্ঞান আছে কি, তবে তা আমাদের সামনে প্রকাশ কর। তোমরা তো নিছক অনুমানের উপর চল এবং তোমরা কেবল ধারণাই কর।

১৯৯. হযরত ইব্রাহীমের উপর ইয়্যুদীদের অভিযোগ মিথ্যে : মৌলিকভাবে ওইগুলোই নিষিদ্ধ, যা উপরে বর্ণিত হল। তবে সাময়িক উপযোগিতা দৃষ্টে অস্থায়ীভাবে কোন কোন জাতির জন্য কতিপয় বস্তু নিষিদ্ধ করা হয়, যেমন ইয়্যাহুদীদের দুষ্কৃতির শাস্তি স্বরূপ তাদের জন্য খুরওয়ালা সব প্রাণী, যার আংগুল আলাদা আলাদা নয়, হারাম করে দেওয়া হয়েছিল, যেমন উট, উটপাখী, হাঁস ইত্যাদি। অনুরূপ গরু-ছাগলের যে চর্বি পিঠ বা অন্ত্রের সাথে সংযুক্ত নয় কিংবা অস্থি-সংলগ্ন না হয় তাও তাদের প্রতি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যেমন গুর্দার চর্বি। বনী ইসরাঈলের দাবী ছিল, এসব জিনিস হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও নূহ (আ.)-এর সময় হতেই বরাবর হারাম হিসেবেই চলে আসছে। কিন্তু তাদের এ দাবী মিথ্যা। সত্য কথা হলো, এর কোনটিই ইব্রাহীমী যুগে হারাম ছিল না। ইয়্যাহুদীদের দুষ্কৃতি ও অবাধ্যতার দরুণ এগুলো হারাম করা হয়েছিল। এর বিপরীত দাবী যেই করবে সে মিথ্যুক। চতুর্থ পারার শুরুতে فَاتَّوُا بِالتُّؤَادَةِ فَأَتَوْهَا إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ আয়াতে এরূপ দাবীদারদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

(১৬৭) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

১৪৯. বল, আল্লাহর প্রমাণ চূড়ান্ত। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন। ২০১

২০০. অর্থাৎ রহমতের ব্যাপকতার কারণেই তোমরা এখনও টিকে আছ। মনে করো না যে, শাস্তি টলে গেছে। (মুযিল্ল-কুরআন)।

২০১. “আল্লাহর যুক্তি প্রমাণই চূড়ান্ত” এর ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য : পূর্বের রুকুতে মুশরিকদের কাছে দাবী করা হয়েছিল যে, তোমরা যে সব হালাল ও উৎকৃষ্ট জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করেছ এবং সে নিষিদ্ধকরণকে মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করছ, তার প্রমাণ পেশ কর। তারা যে প্রমাণ পেশ করবার ছিল এ স্থলে তা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তিনি আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে এ নিষিদ্ধকরণ হতে বরং যাবতীয় শিরককর্ম ও কথাবার্তা হতে ফিরিয়ে রাখার শক্তি তাঁর রয়েছে। তিনি যখন তা করলেন না এবং এভাবেই চলে আসতে থাকল, তখন প্রমাণ হয়ে গেল তাঁর কাছে আমাদের কাজ-কর্ম পসন্দ। অপসন্দ হলে তিনি আমাদেরকে এসব স্বাধীনভাবে করতে দেবেন কেন? কিন্তু বুঝবার বিষয় হলো, এক প্রশংসিত ও বিচক্ষণ সরকার কোন দেশদ্রোহী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীকে নিশ্চিত অবগতি লাভ ও যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রথম দিনেই ধরে ফাঁসি দেয় না। সরকার তার তৎপরতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। কখনও সংশোধন সম্পর্কে চিন্তা করে নিজেই ঠিক হয়ে যায়। কখনও সংশোধন সম্পর্কে হতাশ হয়ে কিছুটা টিল দেয় যাতে তার বিদ্রোহ সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য হাতে এসে যায় এবং তদ্বারা আইনানুগভাবে সর্বসমক্ষে তার চরম দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রমাণ করা সম্ভব হয়। এসব অবস্থায় অপরাধীর বাগডোর টিলা করার ও তাকে তাত্ত্বিক শাস্তি না দেওয়ার দ্বারা কি এটা প্রমাণিত হবে যে, সরকারের দৃষ্টিতে তার কাজকর্ম অপরাধ ও দেশদ্রোহিতা নয়? সরকারের দৃষ্টিতে তার তৎপরতা যে অপরাধ তা এক তো তার প্রকাশিত আইন দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ অবকাশ শেষ হওয়ার পর এ অপরাধীকে যখন আদালতে হাযির করা হবে এবং যথানিয়মে অপরাধ প্রমাণ করার পর ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হবে, তখন চাম্ফুস প্রত্যয়ে উপলব্ধি করতে পারবে সরকারের দৃষ্টিতে তা কত বড় ছিল।

মোটকথা, কোন অপরাধ সম্পর্কে অবগত থাকা ও শাস্তি দানের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক বিশেষ কোন কারণে তাত্ত্বিক শাস্তি প্রদান না করা এ কথার প্রমাণ নয় যে, সে অপরাধকে অপরাধ মনে করে না। এবার আসুন মহা বিচারক আল্লাহ পাক সৃষ্টির সূচনা হতে আজ পর্যন্ত আপন সত্যবাদী ও নিষ্পাপ প্রতিনিধিদের তাকসীরে উসমানী — ৮৭

মাধ্যমে সর্বপ্রকার আইন -কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে বান্দাদেরকে অবহিত করে আসছেন। তিনি খুলে খুলে জানিয়ে দিয়েছেন কোন কাজ তাঁর পসন্দ কোন্টা পসন্দ নয়। কখনও কখনো ক্রমাগত এবং কখনও সামান্য বিরতি অন্তে যে সব বিধি-বিধান স্বরণও করিয়ে দেওয়া হতে থাকে। এর মাঝে আদেশ অমান্যকারীদেরকে বারবার ক্ষমা করা হতে থাকে। মামুলী পর্যায়ের ইঁশিয়ারীর প্রয়োজন দেখা দিলে তাও প্রয়োগ করা হয়। যাদের রূভাগ্যের পাল্লা বোঝাই হওয়ার ছিল, তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়, যাতে তারা প্রকাশ্যভাবে নিজেদেরকে মহান আল্লাহর চূড়ান্ত সাজার উপযুক্ত বানিয়ে কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করতে পারে। এভাবে বহু সম্প্রদায়কে দুনিয়ায় নিজ অপরাধের কিঞ্চিৎ শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। এসব অবস্থা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কোনও সম্প্রদায়ের কিছুকাল অপরাধ-লিপ্ত থাকাও তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত না হওয়ার দ্বারা কী করে প্রমাণ করা যেতে পারে যে, সে সব অপরাধ (নাউযুবিল্লাহ) মহান আল্লাহর কাছে অপসন্দ নয়? নচেৎ আল্লাহ পাক তাদেরকে এক ঘন্টারও অবকাশ দিতেন না? বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, আল্লাহ তা'আলা শুরু হতেই মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এমন কেন করে দিলেন না, যাতে সে মন্দের দিকে ধাবিত হতেই না পারে, স্বভাবতই তাকে কেন বাধ্য করে দেওয়া হল না, যাতে সে পুণ্য ও মঙ্গল ছাড়া আর কিছু গ্রহণই করতে সক্ষম না হয়? গভীরভাবে চিন্তা করলে, এ প্রশ্নের সারমর্ম দাঁড়ায় যে, মানুষকে এমনভাবে কেন সৃষ্টি করা হল না, যাতে সে মানুষই না থাকে? হয় সে ইট-পাথর হত যা চেতনা-উপলব্ধি এবং কর্ম ও ইচ্ছা শক্তি হতে সম্পূর্ণ খালি। কিংবা গাধা, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর মত শাখাগত অনুভূতিও ইচ্ছার অধিকারী কোন প্রাণী হত, যা আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও গৎবাঁধা কাজও অবস্থার সীমাবদ্ধ পরিমণ্ডলে আবর্তমান। আর বেশি মর্যাদা দেওয়ার হলে ফিরিশ্তাদের কাতারে বসিয়ে দেওয়া হত, যারা কেবল ইবাদত-আনুগত্য করতেই স্বভাবগতভাবে বাধ্য। মোদাকথা, মৌলিক ও সামগ্রিক উপলব্ধি এবং বিশ্বয়কর কর্মগত ক্ষমতার অধিকারী উৎকর্ষশীল এ জাতিটাকেই ধরাপৃষ্ঠে আনয়ন না করা হত। আমার বিশ্বাস, কোন মানুষ নিজ সম্মান ও মর্যাদার এ উচ্চতর দাবী করা অবস্থায় এত বড় দুঃসাহস দেখাবে না যে, সে নিজ জাতির অস্তিত্বেরই বিরোধী হয়ে যাবে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মগত শক্তি এবং ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের বর্তমান স্বাধীনতা সহ মানব জাতির সৃষ্টি বিশ্ব ব্যবস্থার পূর্ণতা বিধানের জন্য যদি জরুরী হয়ে থাকে তবে এ সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার ফলাফল স্বীকার করে নেওয়াও অবশ্য জরুরী। এটা কী করে হতে পারে যে, পার্থিব ও বৈষয়িক জীবনের ক্ষেত্র সমূহে তো মানুষের বুদ্ধি ও কর্মগত স্বাধীনতার বদৌলতে অসংখ্য প্রকার ফলাফল প্রকাশ পাবে, আর পরকালীন ও আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রসমূহে সেই একই চিন্তা-চেতনা, ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধিকারী মানুষ সকলে একই নিয়মে চলতে

বাধ্য হয়ে যাবে, কেউ এক কদম তার ব্যতিক্রম করার ক্ষমতা রাখবে না? কাজেই, বর্তমান আকৃতি- প্রকৃতির মানব জাতির অস্তিত্ব যদি সামগ্রিক বিশ্বের জন্য জরুরী হয়ে থাকে, তবে ভাল-মন্দের তারতম্যও অনিবার্য এবং এ তারতম্য থাকাটাই এ কথার বড় দলীল যে, যে কর্মই বাস্তবে সংঘটিত হবে তা যে মহান আল্লাহর কাছে পসন্দনীয় হতে হবে এটা জরুরী নয়। তা না হলে পরস্পর বিরোধী কর্মের ক্ষেত্রে আমাদেরকে মানতে হবে উভয়টাই তাঁর কাছে পসন্দ না আনাও পসন্দ। এটা প্রকাশ্য ভ্রান্তি, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, ইচ্ছা করলে মহান আল্লাহ মানুষের গঠন প্রকৃতি এরূপ করতে পারতেন, যাতে সকলে একই পথে চলতে বাধ্য হয়, কিন্তু যখন এমন হয়নি, তখন এটাই সেই সব লোকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ, যারা 'لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا' (আল্লাহ পাক চাইলে আমরা শিরক করতাম না) বলে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির একটাকে অন্যটার জন্য অনিবার্য প্রমাণ করতে চায়। কেননা, এতটা তীব্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাদের নীতি অনুযায়ী বলতে হবে; খাঁটি তাওহীদ যেমন মহান আল্লাহর কাছে সঠিক ও পসন্দ, তেমনি তার বিপরীত জিনিস প্রকাশ্য শিরকও তাঁর পসন্দ। এরূপ সর্বপ্রকার বিপরীতধর্মী কাজ। এসব যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, মুশরিকদের যুক্তি 'لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا' স সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অর্থহীন। তাদের কাছে কোনও জ্ঞানগত মূলনীতি নেই, যা তারা বিবেকবানগণের সামনে পেশ করতে পারে। যা কিছু বলে তা নিছক অনুমান ও অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার নামান্তর। মহান আল্লাহর চূড়ান্ত প্রমাণের সামনে তা হাওয়ায় উড়ে যায়। যার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে 'فَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ' (তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন)। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতিই এমন করা হয়নি যে সকলে হিদায়াতের পথে চলতে বাধ্য থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ইচ্ছা ও কর্মশক্তির ততটুকু বাধ্য থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ইচ্ছা ও কর্মশক্তির ততটুকু স্বাধীনতা দান করেছেন, যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করা কোন সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব ছিল। তাই এটা অনিবার্য যে, সে স্বাধীনতার প্রয়োগকালে পথ একাধিক হয়ে যাবে। কেউ পূণ্যের পথ অবলম্বন করবে, কেউ পাপের পথ। কেউ আল্লাহ তা'আলার রহমত ও সন্তুষ্টির প্রকাশস্থলে পরিণত হবে কেউ হবে গযবের বর্ষণস্থল। এভাবে সৃষ্টির সূচনাকালে আল্লাহ তা'আলা যেই চূড়ান্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখেছিলেন তা সাধিত হবে। অর্থাৎ 'لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا' (যাতে তিনি তাঁর কৃপা ও রুদ্দ গুণের পরিপূর্ণ প্রকাশ। এর বিপরীতে যদি সমগ্র পরীক্ষা করতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম)। এর বিপরীতে যদি সমগ্র বিশ্বকে একই অবস্থায় পরিচালিত ধরে নেওয়া যায়, তবে মহান আল্লাহর কত গুণের প্রকাশ সম্ভব হবে, কিন্তু অপর কতকের প্রকাশের জন্য কোন ক্ষেত্র পাওয়া যাবে না।

(১৫০) قُلْ هَلْ مَشِيتُمْ شُهَدَاءَ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُوا مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝

১৫০. বল, তোমরা নিজেদের সাক্ষী পেশ কর যারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, এসব জিনিস আল্লাহ হারাম করেছেন। অনন্তর তারা যদি এরূপ সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে তুমি স্বীকার করো না এবং তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, যারা আমার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আর তারা অন্যদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সমান গণ্য করে। ২০২

এ পর্যন্ত আমরা যা কিছু বললাম তার ভিত্তি ছিল মুশরিকদের উক্তি لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا -এ ব্যাখ্যার উপর যে, তারা এর দ্বারা নিজেদের অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড ও কুফরী আচার-আচরণকে উত্তম প্রমাণ করতে চেয়েছিল যেমন তাদের অবস্থা দ্বারা বোঝা যায়। পক্ষান্তরে এর দ্বারা যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় কেবল ওয়র প্রদর্শন, অর্থাৎ মহান আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই আমাদের দ্বারা করান, তা ভাল হোক, কি মন্দ। তার সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নবী-রাসূলগণ কেন আমাদের সঙ্গে লড়াই করে ও আযাবের ভয় দেখায় তার জবাব, যেই মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা এসব অন্যায় অপকর্ম করে চলেছো, তাঁরই ইচ্ছায় নবী-রাসূলগণ তোমাদের সঙ্গে লড়াই করেন এবং তাঁর সে ইচ্ছাই তোমাদের কর্ম অনুযায়ী শাস্তি প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা সাপ সৃষ্টি করেছেন, যা দংশিত ব্যক্তির মাঝে ধ্বংস ক্রিয়া বিস্তার করে, তা সর্প দংশনের মাঝে দংশিত ব্যক্তির ইচ্ছা ও কর্মের কোন দখল থাকুক বা নাই থাকুক। অনুরূপ তোমাদের শিরক ও কুফরী কর্মে স্থায়ী ধ্বংস এবং ঈমান ও সৎকর্মের মাঝে স্থায়ী মুক্তির কারণ নিহিত রাখাও সেই মহান আল্লাহরই ইচ্ছার প্রতিফলন, যার ইচ্ছায় যাবতীয় কার্যকারণ ধারার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই, নিজেদের শিরক ও কুফরী কাজকর্ম হতে ফিরে না আসার পক্ষে যদি মহান আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপকতা দ্বারা তোমরা প্রমাণ পেশ করতে পার, তবে রাসূল প্রেরণ ও শাস্তি বর্ষণ ইত্যাদিকেও তাঁরই ইচ্ছার প্রতিফলন মনে কর এবং বুঝে নাও মহান আল্লাহর চূড়ান্ত প্রমাণের পূর্ণতা বিধান হয়ে গেছে। এ কথা ঠিক, তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের অযোগ্যতার কারণে এরূপ ইচ্ছা করেননি। শেষ পর্যন্ত তোমাদের অসদিচ্ছা ও ভ্রান্ত পন্থাবলম্বনের কারণে যে কাজ কর্ম তোমাদের দ্বারা সংঘটিত হল, তার স্বাভাবিক প্রতিফল অনিবার্য শাস্তি।

(১৫১) قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقُ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

১৫১. বল, তোমরা এসো, আমি তোমাদের শুনিয়ে দেই যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন। তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করবে। দারিদ্র্যের কারণে নিজ সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই রিয়ক দেই তোমাদেরকে এবং তাদেরকেও। ২০৩ আর প্রকাশ্যে ও গোপনে অশ্লীল কাজের নিকটেও যেও না ২০৪ এবং সেই প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন, তবে ন্যায্যভাবে হলে স্বতন্ত্র। ২০৫ তিনি তোমাদেরকে এ আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর। ২০৬

২০২. অর্থাৎ যুক্তি-প্রমাণের অবস্থা তো উপরে জানা গেল। এবার এই মনগড়া নিষিদ্ধকরণের পক্ষে যদি বর্ণনা নির্ভর কিতাবী কোন দলীল থাকে তবে তা উপস্থিত কর। তোমাদের কি এমন কোন সাক্ষী আছে, যারা বলতে পারে যে, হাঁ, তাদের সামনে আল্লাহ পাক এসব জিনিস হারাম ঘোষণা দিয়েছেন? বলা বাহুল্য, এরূপ প্রত্যক্ষ সাক্ষী কোথায় মিলবে? যদি দু'চার জন নির্লজ্জ বে-আদব এমনিতেই এরূপ সাক্ষী দিতে দাঁড়িয়ে যায়, তবে তোমরা তাদের কথায় কান দিও না এবং তাদের খেয়াল-খুশীরও অনসরণ করো না। মুশরিকরা নিজেদের খেয়াল-খুশীমত যে সব জিনিস হারাম করে রেখেছিল এবং সে নিষিদ্ধকরণের পক্ষে তারা যে সব বাহানা ও ভ্রান্ত ওয়র প্রদর্শন করত এ পর্যন্ত সে সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এবার এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যেগুলো আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন এবং সর্বদাই তা নিষিদ্ধ ছিল, অথচ মুশরিকরা তাতে অবাধে লিপ্ত ছিল।

২০৩. আল্লাহই সকলের রিয়কদাতা : আরবের লোক অনেক সময় অর্থ সংকটের কারণে সন্তান হত্যা করত। কারণ, নিজেই খেতে পায় না, সন্তানকে খাওয়াবে কোথেকে? তাই বলা হয়েছে, রিয়কদাতাতো মহান আল্লাহ। তোমাদেরকে ও এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকেও। অন্যত্র **مِنْ أَمْلَاقٍ** -এর স্থলে **خَشِيَّةٌ أَمْلَاقٍ** -এর স্থলে **مِنْ أَمْلَاقٍ** -এর স্থলে **خَشِيَّةٌ** বলা হয়েছে, অর্থাৎ দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করত। এর সম্পর্ক হবে তাদের

(১৫২) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكِلْ فَنَفْسًا إِلَّا اَوْسَعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ۝

১৫২. এবং তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া ইয়াতীমদের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না যাবৎ না সে যৌবনে পৌঁছায়।^{২০৭} এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে পূর্ণ করবে। আমি প্রত্যেকের উপর এমন দায়িত্বই আবশ্যিক করি যার ক্ষমতা তার আছে।^{২০৮} আর যখন তোমরা কথা বল, তখন ন্যায্য কথা বলো, যদিও সে তোমার আত্মীয় হয়।^{২০৯} এবং আল্লাহর অঙ্গীকারপূর্ণ কর।^{২১০} তিনি তোমাদের এ আদেশ করেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

সাথে, যারা বর্তমানে দরিদ্র নয়, তবে আশঙ্কা করছে সন্তান-সন্ততি বেশি হলে পানাহার কোথেকে জোগাবে? যেহেতু প্রথম শ্রেণীকে সন্তানের আগে নিজের খাদ্য-চিন্তা যাতনা দিচ্ছিল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বেশি ছিল সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তার তাড়না সম্ভবত সেজন্যই এ স্থলে 'مِنْ أَمْثَلِ' -এর সাথে 'نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ' বলা হয়েছে, অর্থাৎ তোমাদেরকে রিয়ক দেই এবং বিশেষত তাদেরকেও এবং সেখানে 'نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ' -এর সাথে 'خَشِيَّةُ أَمْثَلِ' তোমাদেরকেও।

২০৪. নিকটে যেও না বলে সম্ভবত বোঝান হয়েছে এরূপ কাজের উপসর্গ ও প্রাথমিক বিষয়াদি হতেও দূরে থাকা উচিত। যেমন ব্যভিচার তো করবেই না, সেই সঙ্গে কু-দৃষ্টি হতেও দূরে থাকতে হবে।

২০৫. 'إِلَّا بِالْحَقِّ' -এর ব্যতিক্রম আবশ্যিক ছিল। স্বেচ্ছায় হত্যাকারী, বিবাহিত ব্যভিচারী ও ইসলাম পরিত্যাগকারীর মৃত্যুদণ্ড এর অন্তর্ভুক্ত। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত এবং মুজতাহিদগণ এ ব্যাপারে একমত।

২০৬. এ আয়াত দ্বারা যে সব বিষয় নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়, তা ১. মহান আল্লাহর শরীক স্থাপন; ২. পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার; ৩. সন্তান হত্যা; ৪. ব্যভিচার ইত্যাদি যে কোন অশ্লীল কর্ম; ৫. এবং কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা।

২০৭. ইয়াতীমের সম্পত্তিতে অন্যায় হস্তক্ষেপ হারাম। হাঁ, শরী'আত সম্মত পন্থায় ইয়াতীমের অভিভাবক সতর্কতার সঙ্গে তা লেন দেন করতে পারে। ইয়াতীম যখন বালিগ হয়ে যাবে এবং নিজের দায়-দায়িত্ব সামলানোর যোগ্যতা হবে, তখন তার সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

(১৫৩) وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

(১৫৪) ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تِبَابًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ تَفْصِيلًا لِّكُلِّ
شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝

১৫৩. এবং তিনি আদেশ করেছেন যে, এ আমার সরল পথ, কাজেই, এর অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথে চলো না, তা হলে তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। ২১১ তিনি তোমাদেরকে এ আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চল।

১৫৪. তারপর আমি মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, সৎকর্ম পরায়ণদের প্রতি অনুগ্রহের পূর্ণতা বিধান, সব কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমতের জন্য যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্বন্ধে বিশ্বাস করে। ২১২

২০৮. অর্থাৎ সাধ্যানুসারে এ সব বিধান পালনে সচেষ্ট থাক। এরই জন্য তোমরা আদিষ্ট। আল্লাহ্ কাউকেও তার ক্ষমতার বেশি আদেশ করেন না।

২০৯. অর্থাৎ সত্য ও ন্যায্য কথা বলতে কারও আত্মীয়তা ও ভালবাসা বাধা হওয়া উচিত নয়।

২১০. তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনে যত্নবান থাক। মহান আল্লাহর নামে যে মান্নত বা শপথ করা হয়, তা পূর্ণ করা কর্তব্য যদি তা শরী'আত বিরুদ্ধ বিষয়ে না হয়।

২১১. অর্থাৎ উপরিউক্ত বিধানের পাবন্দী এবং মহান আল্লাহর অঙ্গীকার বিশ্বাস ও কর্মগতভাবে পূরণ করা এ-ই তো সরল পথ, যার প্রার্থনা করতে সূরা ফাতিহার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। এ পথ তোমাদের দেখিয়ে দেওয়া হল। এবার চলা তোমাদের কাজ, যে কেউ এ পথ ছেড়ে অন্য পথে চলল, সে মহান আল্লাহর পথ থেকে হারিয়ে গেল।

২১২. বোঝা যায়, উপরে **قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ** বলে যে সব বিধান শোনানো হয়েছে, তা সব কালেই প্রচলিত ছিল। তার উপর সকল নবী-রাসূল ও শরী'আতের ঐক্যমত্য ছিল। তারপর হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত নাযিল করেন। তাতে শরী'আতের বিধান সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ছিল। তাওরাত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা সে কালের পূণ্যবানগণের প্রতি আপন

(১৫৫) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝
(১৫৬) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۖ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ۝

১৫৫. আর এক তো এ কিতাব। আমি তা নাযিল করেছি বরকতপূর্ণ। কাজেই, এর অনুসরণ কর এবং সাবধান হয়ে চল, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত হয়। ২১৩

১৫৬. এটা এই হেতু যে পাছে তোমরা কখনও বলে বস, কিতাব তো নাযিল হয়েছিল আমাদের পূর্বকার দুই সম্প্রদায়ের প্রতি, আর আমরা তো তাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে ছিলাম অনবহিত। ২১৪

অনুগ্রহের পূর্ণতা বিধান করেন। সকল জরুরী বিষয়কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে বর্ণনা করেন এবং হিদায়াত ও রহমাতের দুয়ারগুলো খুলে দেন, যাতে মানুষ তা বুঝে আপন প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে পূর্ণ প্রত্যয় লাভ করতে পারে।

২১৩. অর্থাৎ তাওরাত যেমন থাকার তো ছিল, কিন্তু আরেক গ্রন্থ হতে এ কুরআন, যা তার উজ্জ্বলতা এবং প্রকাশ্য অভ্যন্তরীণ যাবতীয় সৌন্দর্য নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত। তার সৌন্দর্য ও গুণাবলী বলাই বাহুল্য। সূর্যের দলীল সূর্য নিজেই। তার প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ বরকত এবং আকৃতি ও প্রকৃতিগত গুণাবলী দৃষ্টে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে হয় -

بهار عالم حسنش دل و جان تازه می دارد

برنگ اصحاب صورت رابه بوار باب معنی را

সে তার রূপ ও শোভার বাহারে হৃদয়-মন করে তরতাজা-বর্ণচ্ছটা দ্বারা কারু-ভক্তদের এবং গন্ধ-মদিরা দ্বারা গুণাসক্তদের।”

এখন আর ডানে-বামে তাকানোর প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহর রহমত যদি পেয়ালা ভরে নিতে চাও, তবে এ আখেরী ও পূর্ণাঙ্গ কিতাবের অনুসরণ কর এবং মহান আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে এ কিতাবের কোন অংশেরই লংঘন না হতে পারে।

২১৪. আরব দেশে কুরআন নাযিলের মৌল কারণ : এ কিতাব নাযিল হওয়ার পর নিরক্ষর আরববাসীর একথা বলারও সুযোগ রইল না যে, মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ নিয়ে ইতিপূর্বে যে আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে, আমাদের জানা মতে ইয়াহুদী-খৃষ্টান এ দুই সম্প্রদায়ের নিকটই এসেছে। সন্দেহ নেই, তারা নিজেরা

(১৫৭) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۖ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۚ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّا إِيتِنَاسُوءَ الْعَذِّ ابِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ۝

১৫৭. কিংবা বলতে শুরু কর যে, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল হলে আমরা সরল পথে তাদের চেয়েও ভাল চলতাম। কাজেই, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসে গেছে প্রমাণ, হিদায়াত ও রহমত। ২১৫ এখন যে আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে ও তা হতে পাশ কাটিয়ে চলবে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? যারা আমার আয়াতসমূহ পাশ কাটিয়ে চলে, আমি তাদেরকে শাস্তি দেব কঠিন শাস্তি, তাদের সে পাশ কাটিয়ে চলার কারণে। ২১৬

তা চর্চা করে, ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল প্রমুখ এর আরবী অনুবাদও করে থাকে এবং দীর্ঘদিন ধরে তারা এ চেষ্টা ও চালিয়ে যাচ্ছে যাতে আরবদেরকে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান বানানো যায়, কিন্তু তাদের শিক্ষা-দীক্ষার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এ নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যাথাও নেই যে, তাদের কিতাব তার মূল আসমানী আকৃতিতে কতটুকু রক্ষিত আছে। মোদাকথা, সে সব শরী'আত ও কিতাবের লক্ষ্য ছিল কেবল বণী ইসরাঈল, হতে পারে তার তাওহীদ ও দীনের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কিত আহবানকে প্রশস্ততা দান করে বণী ইসরাঈলের বাইরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝেও বিস্তার করা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যে শরী'আত ও কিতাব বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তাদেরই বিশেষ উপকারার্থে নাযিল করা হয়েছে, তার পঠন-পাঠনের প্রতি অন্যান্য সম্প্রদায়, বিশেষত আরবদের মত আত্মমর্যাদা ও স্বকীয়তাবোধে উজ্জীবিত জাতি যদি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত না হয়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কাজেই, পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বলার সুযোগ ছিল যে, আমাদের কাছে কোন আসমানী কিতাব ও শরী'আত আসেনি। অপরাপর সম্প্রদায়ের কাছে যা কিছু এসেছে আমরা তার সাথে কদাচ সম্পর্ক রাখিনি। কাজেই, শরী'আত না মানার অজুহাতে আমাদের কেন ধরা হবে। কিন্তু আজ আর তাদের সে সব ওয়র-আপত্তি দেখানোর সুযোগ নেই। মহান আল্লাহর প্রমাণ, তার সমুজ্জ্বল কিতাব এবং হিদায়াতও সর্বব্যাপী করুণার বারিধারা বিশেষভাবে তাদের আঙিনায় বর্ষণ করা হয়েছে, যাতে করে প্রথমে তারা নিজেরা তদ্বারা উপকৃত হয় এবং তারপর এ ঐশী আমানত সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার সাথে

(১৫৮) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝

১৫৮. তবে কি তারা কেবল এরই পাণে তাকিয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফিরিশ্তা আসবে কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন অথবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে? যে দিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে, সে দিন তার ঈমান আনয়ণ কোন কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি বা যে ব্যক্তি স্বীয় ঈমানে কোন পুণ্য অর্জন করেনি। বলে দাও, তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষাকারত আছি। ২১৭

প্রাচ্য-প্রাচীণের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। কারণ এ কিতাব বিশেষ কোন দেশ ও জাতির জন্য অবতীর্ণ করা হয়নি। এর আহ্বান সমগ্র বিশ্ব-মানবতার প্রতি। তাই তো আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্যে তাঁর এ আখেরী ও বিশ্বজনীন পয়গাম আরবদের মাধ্যমে আজ দুনিয়ার কোণায়-কোণায় পৌঁছে গেছে। মহান আল্লাহরই সকল প্রশংসা।

২১৫. অর্থাৎ পূর্বকার জাতিসমূহের বৃত্তান্ত শুনে তোমাদের মনে আগ্রহ জেগে থাকবে এবং অন্তরে এ অনুপ্রেরণা সঞ্চার হয়ে থাকবে যে, আমাদের প্রতি কোন কিতাব নাযিল হলে আমরা অন্যদের চেয়ে বেশী অনুসরণ করে দেখাতাম, কাজেই, তোমাদেরকে তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিতাব দেওয়া হল। এবার দেখা যাবে কারা কী কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে।

২১৬. এরূপ অনন্য, সমুজ্জ্বল কিতাব এসে যাওয়ার পর কেউ যদি তাঁর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, তাঁর বিধানাবলী গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বা অন্যকে বাদা দেয়, তবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে?

صَدَفَ عَنْهَا -এর অর্থ বাধা দেওয়া ও পাশ কাটিয়ে চলা উভয়ই বর্ণিত আছে। অনুবাদক (র.) দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন।

২১৭. কিয়ামতের আলামত প্রকাশ পেলে তাওবা গৃহীত হবে না : মহান আল্লাহর পক্ষ হতে হিদায়াতের যে সীমা ছিল তা পূর্ণ হয়ে গেছে। নবী-রাসূলগণের আগমণ ঘটেছে, শরী'আতও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, এমন কি মহান আল্লাহর আখেরী কিতাবও এসে গেছে। এখনও যদি তারা না মানে তবে হয়ত এরই প্রতীক্ষা করেছে যে, আল্লাহ নিজে আসবেন, অথবা ফিরিশ্তা আসবে কিংবা কুদরতের বড়

কোন নিদর্শন (উদাহরণত কিয়ামতের কোন বড় আলামত) প্রকাশ পাবে। তবে তারা যেন মনে রাখে, কিয়ামতের একটি অন্যতম আলামত এমনও আছে, যা প্রকাশ পাওয়ার পর না কাফিরের ইসলাম গ্রহণ গৃহীত হবে, না গুনাহগারের তাওবা। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস অনুযায়ী সে আলামত হলো পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়। অর্থাৎ পৃথিবীকে ধ্বংস ও বিশ্বের বর্তমান ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া যখন মহান আল্লাহর অভিপ্রেত হবে, তখন প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত নানা ধরনের বড় বড় অলৌকিক কাণ্ড ঘটতে থাকবে। তন্মধ্যে একটি পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়। এ বিপরীত গতি ও উল্টো কি আবর্তন দ্বারা সম্ভবত ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পৃথিবীর বর্তমান নিয়ম শৃংখলার পেছনে কুদরতের যে নীতিমালাও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ কাজ করছিল তার মেয়াদ খতম হওয়ার ও সৌর নিয়ম ওলট-পালট হয়ে যাওয়ার সময় এসে গেছে। যেন তখন থেকে মহা বিশ্বের মুমূর্ষাবস্থা ও প্রাণ-সংহারের লগ্ন শুরু হয়ে যায়। ক্ষুদ্র জগত তথা মানুষের মুমূর্ষাবস্থার ঈমান ও তাওবা যেমন কবুল হয় না, অনুরূপ পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়ার পর সামগ্রিক বিশ্বের জন্য ও এ নিয়ম কার্যকার থাকবে যে, তখন কারও ঈমান ও তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন কোন রিওয়াতে, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আরও কিছু নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, যেমন দাজ্জালের আবির্ভাব, দাব্বাতুল-আরদের প্রকাশ ইত্যাদি। সে সব রিওয়ায়াতের মর্ম এ মনে হয় যে বর্ণিত নিদর্শনাবলীর সমষ্টি যখন প্রকাশ পাবে এবং তা তখনই হবে যখন পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়ও ঘটবে, তখন তাওবার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে; পৃথকভাবে প্রতিটি নিদর্শনের সাথে এ হুকুম সম্পৃক্ত নয়। আমাদের যামানার কতক ধর্মদ্রোহী, যারা প্রতিটি অসাধারণ ঘটনাকে রূপক অর্থে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত, তারা পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়ের বিষয়টিকেও রূপক বানানোর চেষ্টায় আছে। হয়ত কিয়ামতের আগমনের বিষয়টিও তাদের নিকট রূপক কিছুই হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ফিরিশ্তা আসবে বা তোমার প্রতিপালক আসবে এসব কথার ব্যাখ্যা দ্বিতীয় পারার মাঝামাঝি **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ** আয়াতটির অধীনে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই, সেখানে দ্রষ্টব্য। আর **أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهِم** -এর সাথে। ইবনুল মুনীর প্রমুখের মতে মূল বাক্য এরূপ **لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا أَوْ كَسْبُهَا خَيْرًا لَمْ تَكُنْ أَمِنْتَ مِنْ قَبْلِ أَوَّلِ تَكُنْ كَسَبَتْ فِي** অর্থাৎ যে ব্যক্তি আগেই ঈমান আনেনি তখন তার ঈমান ফলপ্রসূ হবে না এবং যে ব্যক্তি আগে সৎকাজ করেনি তার সৎকাজও ফলপ্রসূ হবে না (অর্থাৎ তাওবা কবুল হবে না)।

(১৫৯) إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

১৫৯. যারা নিজেদের দীনে বিভেদ করেছে এবং বহু দলে বিভক্ত হয়ে গেছে তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহরই উপর ন্যস্ত। তারপর তিনিই তাদের অবহিত করবেন যা কিছু তারা করত। ২১৮

২১৮. সিরাতে মুস্তাকীমই মুক্তির পথ, আর এই-ই ছিল সকল নবী-রাসূলের পথ ৪ পূর্বের রুকুতে **قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ** পর ইরশাদ হয়েছিল **وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ** অর্থাৎ সিরাতে মুস্তাকীম (দীনের সরল পথ) সর্বদা একই চলে আসছে। তা থেকে পৃথক বিভ্রান্তির পথ বহু আছে। সকল নবী-রাসূল মৌলিকভাবে সেই একই পথে চলে আসছেন এবং মানুষকে তার অনুসরণের আহ্বান জানিয়ে আসছেন। ইরশাদ হয়েছে **وَمَا وَصَّي بِهِ نُوْحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ** তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না' (সূরা : ১৩)। দীনের মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে পরস্পরে কোনও পার্থক্য নেই। স্থান-কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেদে যে তারতম্য শাখাগত বিধানে ঘটেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা কোন পার্থক্য নয়; বরং অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সময়োপযোগী রংগে উপকরণের বৈচিত্র্য মাত্র। পূর্বকার নবীগণ যে দীন নিয়ে এসেছিলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর কিতাবও তার বিরোধীতার জন্য নয়; বরং তার পূর্ণতা বিধানের জন্য অবতীর্ণ করা হয়। সবশেষে আসে কুরআন মাজীদ, পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের পূর্ণতা বিধায়ক, সমর্থক ও তার জ্ঞান-তত্ত্বের সংরক্ষণ।

মাঝখানে উপযুক্ত কিতাব ও শরী'আতসমূহ উপেক্ষা কারীদের অবস্থা বর্ণনা করত থেকে আবার মূল প্রতিপাদ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহর দেওয়া প্রদত্ত দীনের পথ (সিরাতে মুস্তাকীম) একই। যারা আসল দীনের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে পৃথক-পৃথক রাস্তা উদ্ভাবন ও বিভিন্ন দল গঠনের অভিশাপে নিঃপতিত, তারা ইয়াহুদী হোক বা খৃষ্টান কিংবা ইসলামের সেই সব দাবীদার যারা ভবিষ্যতে দীনী আকীদা-বিশ্বাসের মূল ছিড়ে কুটি কুটি করবার ছিল।

(১৬০) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ০

(১৬১) قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ০

১৬০. কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ লাভ করবে আর কেউ কোন অসৎকাজ করলে সে তার সমান সাজাই পাবে এবং তার প্রতি যুল্ম করা হবে না। ২১৯

১৬১. বলে দাও, আমাকে আমার প্রতিপালক সরল পথ প্রদর্শন করেছেন যা বিশুদ্ধ দীন, ইব্রাহীমের মিল্লাত, যে ছিল একনিষ্ঠ। ২২০ আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ২২১

তাদের সঙ্গে হে নবী, আপনার কোন সম্পর্ক নেই। এরা সবাই 'تَفَرَّقَ بَكُم عَنْ سَبِيلِهِ' (তোমাদেরকে তার পথ হতে দূরে সরিয়ে দেবে) এর অন্তর্ভুক্ত। আপনি তাদের সাথে দ্বীয় সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহর সেই একই পথ সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অনড় থাকুন এবং তাদের পরিণাম মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন।

তারা দীনের মাঝে যা কিছু খামখেয়ালীপনা করত তা আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতেই কিংবা আখিরাতে অবহিত করবেন। হযরত শাহ সাহেব (র.) 'فَرَّقُوا دَيْنَهُمْ' -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, যে সব বিষয় বিশ্বাস স্থাপন করবার (দীনের মৌলিক বিষয়) তাতে বিভেদ পরিত্যাগ, আর যা কর্ম সংশ্লিষ্ট (দীনের শাখাগত বিষয়) তার পদ্ধতি একাধিক হলে অসুবিধা নেই।

২১৯. 'ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ' -এর মাঝে তাদের অন্যায়-অপকর্মের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল। সাথে সাথে তাদের প্রতিটি পূণ্য ও পাপকর্মের বদলা সম্পর্কে সাধারণ নীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, পূণ্যের বদলা কমপক্ষে দশগুন, আর পাপের বদলা বেশির বেশী তার সমপরিমাণ, অর্থাৎ যে ব্যক্তি একটি পূণ্য অর্জন করল, সে অনুরূপ অন্তত দশটি পূণ্যের সাওয়াব পাবে। বেশির কোন সীমা নেই 'وَاللَّهُ يُضَاعِفُ' (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুন বাড়িয়ে দেবেন। পক্ষান্তরে, কেউ একটি পাপ কর্ম করলে সেরূপ একটি পাপের যে পরিমাণ শাস্তি নির্দিষ্ট আছে তার বেশি দেওয়া হবে না, বরং আরও কমিয়ে দেওয়ার বা সম্পূর্ণ ক্ষমা করে ইচ্ছা করলে সে ক্ষমতা ও তার আছে। যার দয়া এতটা উন্মুক্ত তাঁর পক্ষ হতে যুল্মের কী সম্ভাবন।?

(১৬২) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(১৬৩) لَا شَرِيكَ لَهٗ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

১৬২. বল, আমার সালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহরই জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

১৬৩. তাঁর কোন শরীক নেই। ২২২ এ আদেশই আমাকে করা হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম আজ্ঞাবাহী। ২২৩

২২০. অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে এক মহান আল্লাহরই অনুগত হয়ে থেকে ছিলেন।

২২১. অর্থাৎ তোমরা দীনে যত ইচ্ছা রাস্তা বের কর এবং যত সংখ্যক ইচ্ছা মা'বুদ বানিয়ে নাও। আমাকে তো আমার প্রতিপালক সিরাতে মুস্তাকীম দেখিয়ে দিয়েছেন। সেটাই খাঁটি তাওহীদ এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও নির্ভরতার পথ। মহা তাওহীদী, নবী-রাসূলগণের পিতা হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) সে পথেই চলে গেছেন দৃষ্ট পদক্ষেপে। আজও সমগ্র আরব এবং সমস্ত আসমানী দীন পরম শ্রদ্ধার সাথে তাঁর নাম স্মরণ করে।

২২২. এ আয়াতে তাওহীদ ও আত্মসমর্পণের সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে দিক নির্দেশ করা হয়েছে। আমাদের সর্দার ও নেতা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সে স্তরেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুশরিকরা কুরবানী ও দৈহিক ইবাদত করত গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে। সালাত ও কুরবানীকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার দ্বারা প্রকাশ্যভাবে তাদের রদ হয়ে গেছে।

২২৩. (আমি প্রথম মুসলিম) وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (আমি প্রথম মুসলিম) সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, উম্মাতে মুহাম্মাদীর সাথে তুলনা করে তিনি সর্ব প্রথম মুসলিম। কিন্তু তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে, 'كنت نبيا و ادم بين الروح والجسد' আদম যখন দেহ-রুহের মাঝামাঝি তখনই আমি নবী। কাজেই, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন প্রথম নবী তখন তাঁর প্রথম মুসলিম হওয়ার মাঝে কী সন্দেহ থাকতে পারে? হতে পারে এ স্থলে কালগত অগ্রবর্তীত্ব নয় বরং মর্যাদাগত অগ্রবর্তিত্ব বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ আমি সমগ্র বিশ্বের অনুগতদের সারিতে প্রথম স্থানে রয়েছি। অনুবাদক (র.) সম্ভবত এ বলে سب سے پہلے فرماں بردار ہوں -এর স্থলে سب سے پہلا فرماں بردار ہوں দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। কেননা (উর্দু) পরিভাষা হিসেবে এটা মর্যাদাগত অগ্রবর্তিত্বের অর্থে বেশি স্পষ্ট।

(১৬৪) تِلْ أَعْيَرَ اللّٰهُ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ
نَفْسٍ إِلَّا عَلَىٰ نَفْسِهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

(১৬৫) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৬৪. বল, আমি কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন রক্ষের সন্ধান করব, অথচ তিনিই সব-কিছুর রক্ষ? ২২৪ কেউ কোন পাপ করলে তা তারই দায়িত্বে। একজন অন্যজনের ভার বহন করবে না। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন, যে বিষয়ে তোমরা ঝগড়া করছিলে। ২২৫

১৬৫. এবং তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছেন ২২৬ এবং তোমাদের একজনকে অন্যজনের উপর উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, ২২৭ যাতে তিনি তোমাদের তাঁর দেওয়া বিধানাবলীতে পরীক্ষা করতে পারেন। তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদানকারী। এবং তিনি ক্ষমাপরায়ণ পরম দয়ালু। ২২৮

২২৪. পূর্বে উল্লেখ্যাত (মা'বুদ হওয়া) সম্পর্কিত তাওহীদের উল্লেখ ছিল। এবার রাবুবিয়াতের তাওহীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে মা'বুদ যেমন আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নেই, তেমনি সাহায্য প্রার্থনার স্থলও তিনি ছাড়া কেউ হতে পারে না। কেননা সার্বজনীন রাবুবিয়াতের স্বীকৃতির উপরই সাহায্য প্রার্থনার ভিত্তি। (সূরা ফাতিহায় মহান আল্লাহর বিশ্বজনীন রাবুবিয়াত স্বীকার করার পর) বলা হয়েছে 'إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' আমরা তোমারই ইবাদত করি, এবং তোমারই সাহায্য চাই।

২২৫. নিজের পাপের ভার অপর কেউ বহন করবে না : কাফিররা তাওহীদ প্রভৃতি বিষয়ে মুসলিমগণের সাথে তর্ক-বিতর্ক করত। তারা বলত, তোমরা তাওহীদ ছেড়ে আমাদের পথে চলে এস। এতে কোন পাপ হলে তা আমাদের। ইরশাদ হয়েছে وَكَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ বলে, আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব (আনকাবুত : ১২)। এখানে জবাব দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকের গুণাহ তাকেই বহন করতে হবে।

অন্যের পাপভার কেউ বহন করতে পারে না। বাকি তোমাদের তর্ক-বিতর্কের মীমাংসা মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার পর নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। দুনিয়া বিবাদ-নিষ্পত্তির জায়গা নয়। এটা পরীক্ষাগার মাত্র, যেমন সামনের আয়াতে বলা হয়েছে।

২২৬. আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তোমাদেরকে নিজ প্রতিনিধি বানিয়েছেন। তিনি দেখতে চান তোমরা তাঁর দেওয়া ক্ষমতা কী রূপ কাজে লাগাও। ন্যায়পরায়ণ শাসকের পরিচয় দাও, না তার বিপরীত কিছু। কিংবা এর অর্থ, তোমাদের কতককে কতকের প্রতিনিধি করা হয়েছে। একদল চলে যায়, অন্য দল তাদের স্থানে বসে পড়ে।

২২৭. অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের মধ্যে অসংখ্য স্তরভেদ রেখেছেন। আকার-আকৃতি, বর্ণ, ভাষা, স্বভাব, চরিত্র, দোষ-গুণের বৈচিত্র্য, ধন-দৌলত, সম্মান, প্রতিপত্তি ইত্যাদিতে মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদের কোন শেষ নেই।

২২৮. অর্থাৎ যাতে প্রকাশ হয়ে যায় এসব অবস্থায় কে কতটুকু মহান আল্লাহর আদর্শে পালন করে। ইবন কাসীর (র.) 'فَيْثَا أَتَاكُمْ' -এর অর্থ করেছেন, সেই সব অবস্থাগত স্তরভেদ, যাতে প্রত্যেককে তার যোগ্যতানুসারে স্থাপিত করা হয়েছে। এ হিসেবে পরীক্ষার সারমর্ম, কথার কথা ধনী তার ঐশ্বর্যের মাঝে থেকে কতটুকু শোকর আদায় করে; আর দরিদ্র তার দারিদ্রাবস্থায় কী পরিমাণ ধৈর্যের স্বাক্ষর রাখে, তা নির্ণয় করা। এরূপ অন্যান্য অবস্থায়। এ পরীক্ষায় যে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হবে, আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে শাস্তি দানে তৎপর। যার কিছু কিছু ত্রুটি ঘটেছে তার পক্ষে মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল, আর যে পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ, তার জন্য তিনি পরম দয়ালু।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা. (উ.) / ১৯৯৫ - ৯৬ / ৪৪২৮ - ৫২৫০

১৪৩৬

18088

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ